

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণম্ ।

Brahmāṇḍapūrāṇam

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস-প্রণীতম্ ।

সংস্কৃত মূল ও বঙ্গানুবাদ সমেত ।

ভট্টপল্লীনিবাসি-

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন

সম্পাদিত ।

কলিকাতা,

৩৮১২ নং ভবানীচরণ দস্তের স্ট্রীট, "বঙ্গবাসী-ইলেকট্রো-মেসিন-প্রেসে"

শ্রীনটবর চক্রবর্তী দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত ।

সং ১৩১৫ সাল ।

১৭৭৪

MICROFILMED BY
UNIVERSITY OF TORONTO
LIBRARY
MASTER NEGATIVE NO.:
920356

महाभारत

महाभारत-संग्रह



महाभारत
संग्रह

महाभारत

महाभारत संग्रह

महाभारत

महाभारत

महाभारत

महाभारत संग्रह

महाभारत संग्रह

महाभारत संग्रह

महाभारत संग्रह

ভূমিকা ।



ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ—অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্ততম প্রধান পুরাণ। মহর্ষি বেদব্যাস
এই মহাপুরাণেরও রচয়িতা। এই মহাপুরাণে ব্রহ্মাণ্ডের বহু প্রয়োজনীয় কথাই
আছে—সামান্য পরিচয় প্রদানে এছের অবমাননা করা হয়। আমি এ বৎসর
নানাপ্রকারে বিকিঞ্চু, সম্পাদন কাণ্ড নামড: আমার, কাণ্ডড: পণ্ডিত শ্রীবৃদ্ধ
ভারাকান্ত কাব্যতীর্থ মহোদয়ই ইহার প্রকৃত সম্পাদক এবং অনুবাদক। আমার
বিশ্বাস, এই সাহুবাদ আছে যোগশিক্ষার্থী, সাধারণ ধর্মতত্ত্বশিক্ষার্থী, ভূগোলাদি
শিক্ষার্থী এবং উপাখ্যান ইতিহাস-প্রিয় পাঠকমাত্রেই উপকার পাইবেন। ব্রহ্মাণ্ড-
পুরাণ বিমুগ্ধপ্রায়—এ সময় যথালব্ধ গ্রন্থ প্রকাশ দ্বারা বঙ্গবাসীর স্বত্বাধিকারী শ্রীবৃদ্ধ
বরদাশ্রমাদ বহু বহু ব্রহ্মাণ্ডের আশীর্বাদের পাত্র হইবেন, এ আশাও করিতে
পারি। ইতি—তাং ২৮শে তাম্র, ১৩১৫ সাল।

প্রকাশন তর্করত্ন ।

ভাটশাড়া ।

সূচীপত্র !



বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
১ অধ্যায়। অমুক্তমণিকা	১	৩২ অঃ। দেববংশ বর্ণন	১৫২
২ অঃ। দ্বাদশবর্ষব্যাপী বজ্র-নিরূপণ	১৩	৩৩ অঃ। ঐশ্বর্যনির্ণয়	১৫৭
৩ অঃ। সৃষ্টিবিবরণ	১৬	৩৪ অঃ। ভরতবংশ বর্ণন	১৬১
৪ অঃ। ঐ	১৯	৩৫ অঃ। জম্বুদ্বীপবর্ণন	১৬৬
৫ অঃ। সৃষ্টিপ্রকরণ	২৪	৩৬ অঃ। দ্বিগুণভাগস্থ সর্পির্নৈশাদি	১৭১
৬ অঃ। বজ্রবরাহের বিবরণাদি	২৮	৩৭ অঃ। জম্বুদ্বীপের বর্ষ কথন	১৭৪
৭ অঃ। প্রাতিসন্ধি কথন	৩২	৩৮ অঃ। বর্ষপর্কভ কথন	১৭৯
৮ অঃ। চাতুরাশ্রম বিভাগ	৩৭	৩৯ অঃ। জৈন্য কথন	১৭৯
৯ অঃ। দেবাদি সৃষ্টি বর্ণন	৪৯	৪০ অঃ। ঐ দক্ষিণদিকস্থ দ্রোণীকথন	১৮১
১০ অঃ। শতরূপা ও স্বয়ম্ভুব মনুর কথ্য	৫৬	৪১ অঃ। পর্কভাবাস বর্ণন	১৮৫
১১ অঃ। যোগোপসর্গ	৬৬	৪২ অঃ। দেবকুটাদি পর্কভবর্ণন	১৯০
১২ অঃ। বৈশ্বকর্ষ	৬৯	৪৩ অঃ। কৈলাস বর্ণন	১৯১
১৩ অঃ। পাশুপতকোণ	৭১	৪৪ অঃ। নিম্বপর্কভাদি কথন	১৯৪
১৪ অঃ। ঐ	৭৪	৪৫ অঃ। নানা নদী কথন	১৯৭
১৫ অঃ। শৌর্যচন্দ্রলক্ষণ	৭৫	৪৬ অঃ। গণ্ডিকা ও কেতুমালাদি কথন	১৯২
১৬ অঃ। পরমাশ্রমপ্রাপ্তি কথন	৭৭	৪৭ অঃ। কেতুমালাবর্ষ বর্ণন	২০৫
১৭ অঃ। বাতপ্রাণাংশ	৭৮	৪৮ অঃ। রমণকবচ বর্ণন	২০৬
১৮ অঃ। অগ্নিষ্টলক্ষণ	৭৯	৪৯ অঃ। ভারতবর্ষবর্ণন	২১১
১৯ অঃ। গুঁকারপ্রাণাংশ লক্ষণ	৮২	৫০ অঃ। কিংপুরুষাদি বর্ষবর্ণন	২১৬
২০ অঃ। কল্পনিরূপণ	৮৫	৫১ অঃ। কৈলাসবর্ণন	২১৮
২১ অঃ। কল্পসংখ্যা	৯০	৫২ অঃ। অম্বুদ্বীপ বর্ণন	২২৪
২২ অঃ। কল্পকথা	৯৩	৫৩ অঃ। প্লক্ষদ্বীপাদি বর্ণন	২২৬
২৩ অঃ। হেতুকল্প প্রভৃতির কথ্য	৯৬	৫৪ অঃ। অথ ও উক্তভাগনির্ণয়	২৪০
২৪ অঃ। যুগভেদ কথন	১০৬	৫৫ অঃ। চন্দ্র সূর্য্যাদি গতিনির্ণয়	২৪৩
২৫ অঃ। ব্রহ্মোৎপত্তি	১০৯	৫৬ অঃ। জ্যোতিষ্কগ্রহগণ বিবরণ	২৫৪
২৬ অঃ। বিশ্বকর্কুক শিবস্তব	১১৩	৫৭ অঃ। অম্বচর্চা	২৫৯
২৭ অঃ। স্বরোৎপত্তি	১১৭	৫৮ অঃ। দেবগৃহাদি বর্ণন	২৬৬
২৮ অঃ। রক্তোৎপত্তি	১২১	৫৯ অঃ। নীলকর্ণস্তব	২৭৩
২৯ অঃ। কবিরবংশাঙ্ককৌতন	১২৫	৬০ অঃ। লিঙ্গোৎপত্তি কথন	২৮১
৩০ অঃ। অগ্নিবংশ বর্ণন	১২৮	৬১ অঃ। পিতৃবর্ণন	২৮৪
৩১ অঃ। দক্ষবংশ ও দক্ষপুত্রবর্ণন	১৩১	৬২ অঃ। যুগ-নিরূপণ	২৮৭

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
৬৩ অঃ। বৃত্তবর্ণন	২১৬	৬৮ অঃ। মৰুতরক্ৰম কথন	৩৩৭
৬৪ অঃ। কাপর-মুন বিবি	২২২	৬৯ অঃ। পৃথুং শাহুকৌন্তন	৩৪৮
৬৫ অঃ। দেবাসুরাদির শরীর পারমাণ	৩০৮	৭০ অঃ। স্বারজুবাদি সর্গ কথন	৩৫২
৬৬ অঃ। মহাস্থান তীর্থ কথন	৩১৬	৭১ অঃ। বৈদ্রহত সর্গকথন	৩৫০
৬৭ অঃ। সন্নিভাকর ষষ্টিবর্ষকথন	৩২১		

সূচীপত্রে সমাপ্ত।

—•—

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণম্ ।

প্রক্রিয়াপাদঃ ।

প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরকৈব নরোত্তমম্ ।

দেবীং সরস্বতীকৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

প্রপদ্যে দেবমীশানং শাস্ত্রং ধ্রুবমব্যয়ম্ ।
মহেশ্বরং মহাস্থানং সৰ্ব্বত্র জগতঃ পতিম্ ॥ ১
ব্রহ্মাণং লোককর্তারং সৰ্ব্বজ্ঞমপরাজিতম্ ।
প্রভুং ভূতভবিষ্যন্ত সাস্ত্রোত্তম চ সৎপতিম্ ॥ ২
জ্ঞানমপ্রতিমং যন্ত বৈরাগ্যক জগৎপতেঃ ।
স্বৈৰ্ঘ্যমৈশ্বৰ্য্যধন্যচ সত্যকং কৃপয়া সহ ॥ ৩
য ইমান্ ঐক্যে ভাবান্নিত্যং সদসদাস্তকান্ ।

প্রথম অধ্যায় ।

নারায়ণ, নরোত্তম নর এবং দেবী সর-
স্বতীকে প্রণাম করিয়া জয় কীৰ্ত্তন করিবে ।

নিখিল জগৎপরিপালক, সনাতন, ধ্রুব,
অবিনাশী, মহাস্থা মহেশ্বর দেব ঈশানকে
নমস্কার করি। যিনি সৰ্ব্বলোকের কর্তা ও
ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমানের প্রভু, যাহার অবিদিত
কিছুই নাই, সেই অপরাজিত সাদ্বেশ্রেষ্ঠ
ব্রহ্মাকে নমস্কার ; যে জগদ্বিধাতার নিকট অপ্র-
তিম জ্ঞান, বৈরাগ্য, স্বৈৰ্ঘ্য, ধৈর্য, ঐশ্বৰ্য্য, সত্য
এবং কাৰুণ্য প্রভৃতি ধৰ্ম্ম সকল সত্য বিরাজ
করিতেছে, যিনি নিয়ত এই সদসদাস্তক ভাব-

অবিষয়প্রদষ্টার্থো ক্রিয়াভাবার্থমীশ্বরঃ ॥ ৪

লোককল্লোকতত্ত্বজ্ঞো যোগমায়ায় যোগবিৎ ।

অসৃজং সৰ্ব্বভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ ॥ ৫

তমজং বিশ্বকর্মাণং চিত্তপতিং লোকসাক্ষিনম্ ।

পূরণাখ্যানজিহ্বাসুত্ৰত্রামি শরণং বিভূম্ ॥ ৬

ব্রহ্মবায়ুমহেশেভ্যো নমস্কৃত্য সমাহিতঃ ।

ঋষীণাং বরিষ্ঠায় বসিষ্ঠায় মহাস্থনে ॥ ৭

উন্নপ্তে চাতিথশসে জাতুকর্ণায় চৰ্ষয়ে ।

বাসবৈয়ায় শুচয়ে কৃষ্ণবৈপায়নায় চ ॥ ৮

সমূহ অবলোকন করিতেছেন, ক্রিয়াভাবে
নিমিত্ত পদার্থ সকল বিনষ্ট হইলেও যাহার
কখন অবশাদ ঘটে না, যিনি যোগজ্ঞ, যোগ্যব-
লম্বী, লোকতত্ত্বজ্ঞ, লোককর্তা ঈশ্বর, এই
চরাচর নিখিল ভূতগ্রাম যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন,
আমি পূরণাখ্যান জানিতে অভিলষী হইয়া
সেই সৰ্ব্বলোকসাক্ষী বিশ্বকর্তা নিত্য বিভূষণ
শরণাপন্ন হইলাম । ১—৭ । আমি ব্রহ্মা, বায়ু,
মহেশ্বর, ঋষিগণ, বরিষ্ঠ মহাস্থা বসিষ্ঠ, উদীয়
পৌত্র বশম্বী ঋষি জাতুকর্ণ, এবং পুন্ড্রচো-
কৃষ্ণ বৈপায়নকে অবহিতচিত্তে নমস্কার করিয়া

পুরাণং সস্ত্রং বক্ষ্যামি ব্রহ্মাণ্ডং বেদসম্যতম্ ।
 শব্দার্থভায়সম্বন্ধৈরানুগমৈর্ধ্বদ্বিভূষিতম্ ॥ ৯
 অধিশিষ্যাস্ত্রবিক্রান্তে রাজ্ঞেহনুপমবিশি ।
 প্রশাসতীমার ধর্মণ ভূমিং ভূমিপদন্তমে ॥ ১০
 ঋষিঃ সংশিতাস্ত্রনঃ সত্যব্রতপরায়ণাঃ ।
 ঋজবো নষ্টরজসঃ শাস্তা দাস্তা বিমৎসরাঃ ॥ ১১
 ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে দীর্ঘসত্রং বিতেনিরে ।
 নন্দ্যাস্ত্রৈর দৃষদ্বত্যাঃ পুণ্যায়ঃ স্তুতিরোধসঃ ॥ ১২
 দীক্ষিতাংস্তান্ যথাশাস্ত্রং নৈমিষারণ্যগোচরান্ ।
 ঋষীন দ্রষ্টুং মহাবুদ্ধিঃ সূতঃ পৌরাণিকোত্তমঃ ॥
 লোমানি হর্ষাংকক্ষে শ্রোতৃবাং যঃ স্বভাষিতৈঃ ।
 কশ্মলা প্রথিতস্তেন লোকেহস্মিন্নোমহর্ষবঃ ॥ ১৩
 তপশ্রত্যাচারনির্ধের্দেবদ্যাস্ত্র ধীমতঃ ।
 শিষ্যো বভূব মেধাবী ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ ॥
 পুরাববেণো হখিলস্তস্মিন্ সূত্রে প্রতিষ্ঠিতঃ ।
 ভারতী যা চ বিপুলা যা মহাভারতী কথা ॥ ১৬

বেদসম্যিত ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ কীর্তন করিতেছি ।
 এই ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ ধর্ম, অর্থ ও শাস্ত্রানুগত
 এবং বিবিধ শাস্ত্রব্যাক্যে ভূষিত । ৭—১ ।
 অপ্রতিমদ্রুতি ভূপতিপ্রবর প্রবল পরাক্রান্ত
 রাজহরণ স্বকালে ধর্ম্যানুসারে এই ভূমণ্ডল
 পরিপালন করিতেছিলেন, তখন সত্যব্রতরত,
 সংশিতাত্মা ঋষিগণ এক সময় ধর্মক্ষেত্রে কুরু-
 ক্ষেত্রে পবিত্র ওটগালিনী পুহুতেশ্বরী দৃষদ্বতী
 নদীর তীরে একটি দীর্ঘকালব্যাপী যজ্ঞ আরম্ভ
 করেন । ঐ ঋষিগণ সকলেই সম্রাজেতা, শাস্ত্র,
 দাস্ত্র, বিমৎসর ও বজ্রোত্তমগুণ্ড ; তাঁহারা সক-
 লেই নৈমিষারণ্যবাসী এবং সবাই যথাশাস্ত্র
 যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছেন । পৌরাণিকপ্রবর
 মহাবুদ্ধি সূত্রে সেই যজ্ঞ স্থলে ঋষিগণকে দর্শন
 করিতে গিয়া বক্তৃতা দ্বারা তথাকার শ্রেষ্ঠ-
 গুণ্ডলীর রোমরাজ হর্ষিত করিয়াছিলেন, এই-
 জ্ঞ তখন হইতে তিনি এই লোকে লোমহর্ষণ
 নামে প্রথিত হন । ত্রিলোচি বিপাত সূত্র তপশ্চা-
 শ্রুতি ও সদাচারনিধান ধীমান্ বেদব্যাসের
 শিষ্য । তিনি মেধাবী, নিখিল পুরাণ ও বেদ
 তাঁহার অধিনত এবং ভূতলে যেমন উৎকৃষ্ট

ধর্ম্যার্থকামমোক্ষার্থাঃ কথা শাস্ত্রিন্ প্রতিষ্ঠিতাঃ ।
 সূত্রাঃ সুপরিভাষাশ্চ ভূম্যাবোধধর্মো যথা ॥ ১৭
 সত্যায়াজেন সুধিরো জ্ঞানবিদ্যুনিপুত্রবান্ ।
 অভিগম্যোপনংসূত্র্য নমস্কৃত্য কৃতাজ্ঞানিঃ ॥ ১৮
 ভোষণ্যমাস মেধাবী প্রণিপাতেন তানুযীন ।
 তে চাপি সত্রিণঃ প্রীতাঃ সদদস্তা মহাত্মনঃ ॥ ১৯
 তস্মৈ সাম চ পূজ্যক যথাবৎ প্রতীপেদিরে ।
 অথ তেষাং পুত্রপুত্র স্ত্রবসা সমপদ্যত ॥ ২০
 দৃষ্ট্বা তমতিবিশুস্তং বিদ্বাংসং লোমহর্ষম্ ।
 তস্মিন্ সত্রে গৃহপতিঃ সর্কশাস্ত্রবিশারদঃ ॥ ২২
 ইন্দ্রিভৈর্ভাবমালক্ষ্য তেষাং সূত্রমচোদয়ৎ ।

শৌনক উবাচ ।

তুয়া সূত্র মহাবুদ্ধির্ভবান্ ব্রহ্মবিস্তমঃ ॥ ২২
 ইতিহাসপুরাণেযু ব্যাসঃ সম্যগুপাসিতঃ ।
 হুহোহ বৈ মতিং তত্ত্ব ত্বং পুরাণপ্রদাং পুরা ॥
 এষাক ঋষিযুখ্যানাং পুরাণং প্রতি ধীমতাম্ ।

সমূহ ধর্মে, তদ্রূপ বিপুল মহাভারতীয় ভারতী,
 অস্ত্রাশ্র ধর্ম্য অর্থ কাম ও মোক্ষবিষয়ক কথা
 এবং অপরাপর সূত্র ও পরিভাষাসকল
 তাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত । সেই জ্ঞানধর্ম্যবিশিষ্ট সূত্র
 তদ্রূপ ধীসম্পন্ন মুনিপুত্রবগণের নিকট
 যথারীতি উপনীত হইয়া কৃতাজ্ঞানপুটে প্রণি-
 পাত ও সম্ভাষণাদি দ্বারা তাঁহাদিগকে পরি-
 তুষ্ট করিলেন । ১০—১৮ । তখন সেই যজ্ঞ-
 দীক্ষিত ঋষিগণ সদহরণসহ প্রীত হইয়া
 যথারীতি মহামনা সূত্রের সদর অভ্যর্থনাদি
 করিলেন । অনন্তর অতিবিশুস্ত বিদ্বান্ লোম-
 হর্ষণের সন্দর্শনে ঋষিগণের অন্তরে পুরাণ
 শুনিবার ইচ্ছা হইল । তখন সর্কশাস্ত্রবিশারদ
 কুলশ্রী শৌনক ইন্দ্রিভ দ্বারা মুনিবৃন্দের
 অভিপ্রায় বুঝিয়া সূত্রে পুরাণব্যাক্যায় প্রবৃত্ত
 করিতে উদ্যত হইলেন । শৌনক বলি-
 লেন,—সূত্র । তুমি ইতিহাস এবং পুরাণের
 মর্ম্মার্থ জানিবার জন্তই প্রগাঢ় বুদ্ধি ব্রহ্মচ-
 ভগবান্ ব্যাসদেবকে বিশেষরূপে উপাসনা
 করিয়াছ, তাঁহার পুরাণপ্রদায়িনী মতি তোমার
 দ্বারা ঘোহন করা হইয়াছে । সূত্রায় পৌরা-

শ্রীমদ্ভক্তি মহাবুদ্ধে তচ্ছ বস্তুত্বার্থসি ॥ ২৪
সর্কে হীমে মহাত্মানা নানাগোত্রাঃ সমাগতাঃ ।
স্বান্ স্বান্ বংশান্ পুরাণৈস্ত শৃণুর্ভক্ষবাদিনঃ ॥
সপুত্রান্ দীর্ঘমত্রেহস্মিন্ যেন শ্রাংসে মুনীন ।
দৌক্ষিয্যমাবৈষ্যভিন্তেন প্রাগসি সংস্মৃতঃ ॥ ২৬
ইতি সকোদিতঃ সূতঃ প্রত্যাচ শুভাং গিরম্ ।
পুরাণার্থে পুরাণৈঃ সত্যত্রুতপরাহুৈঃ ॥ ২৭
স্বধর্ম্ম এষ সূতস্ত সন্তিঃ সূতঃ পুরাতনঃ ।
দেবতানাম্বৈনাক রাজাকাশিততেজসাম্ ॥ ২৮
বংশানং ধারণং কার্যং ক্রতীনাং মহাত্মনাম্ ।
ইতিহাসপুরাণেষু স্ববয়ো ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ ২৯
ন হি বেদেবধীকারঃ কশিচৎ সূতস্ত দৃশুতে ।
বৈপশ্য হি পৃথোজ্জৈ বর্ত্তনানে মহাত্মনঃ ॥ ৩০

নিক কথায় তুমি বিশেষ অভিজ্ঞ এবং তাহা
শুনাইতেও তুমি বিলম্ব সক্ষম । এই
সকল ধীমান্ ঋষিপ্রবরেরা পুরাণ শ্রবণে অভি-
লাষী হইয়াছেন ; অতএব হে মহাবুদ্ধে ! তুমি
ইহাদিগকে তাহা শ্রবণ করাও । এই সকল
বিভিন্নগোত্রীয় ব্রহ্মবাদী মুনীগণ এ স্থানে
সমবেত হইয়াছেন, তুমি পুরাণ ব্যাখ্যা কর,
ইহারা তাহাতে স্ব স্ব বংশাবলী শ্রবণ বরুন ।
তুমি স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছ, ইহা উত্তমই
হইয়াছে ; পরন্তু আমরা এই দীর্ঘকালব্যাপী
যজ্ঞে দীক্ষিত হইবার পূর্বেই তোমা দ্বারা
এই সপুত্র মুনীগণকে পুরাণ শ্রবণ করাইবার
জ্ঞ তাহাকে আনাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম ।
১৯—২৬ । সূত সত্যত্রুতর পুরাণজ্ঞ মনি-
গণ কর্ত্তক পুরাণব্যাখ্যায় আদিষ্ট হইয়া মিষ্ট
কথায় তাহার প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—দেবগণ,
ঋষগণ, অমিততেজা রাজগণ, ক্রতিনির্দিষ্ট
মহাত্মগণ এবং ইতিহাস ও পুরাণাদিতে যে
সকল ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ উল্লিখিত হইয়াছেন,
এই সমস্তের বংশাবলী বর্ণন করাই সূতের
স্বজাতীয় চিরন্তন ধর্ম্ম বলিয়া সুধীগণ নির্দিষ্ট
করিয়া দিয়াছেন ; সুতরাং বেদসমূহে সূতের
কোন অধিকারই দেখিতে পাওয়া যায় না ।
এক সময় বেদনন্দন মহাত্মা পৃথু রাজা একটা

সূত্রাদ্যমভবৎ সূতঃ প্রথমং বর্ণ বৈকৃতম্ ।
ঐন্দ্রেন হবিষা তত্র হবিঃ পুত্রং বৃহস্পতিঃ ॥ ৩১
জুহাবেন্দ্রার দেবায় ততঃ সূতো ব্যভারত ।
প্রমাদান্ত্র গজ্জৈ প্রায়শ্চিত্তক কৰ্ম্মসু ॥ ৩২
শিষ্যহব্যেণ যৎ পুত্রমভিপুত্রং গুরোহিবিঃ ।
অধরোস্ত্রাপচারণে জজ্ঞে তবর্ন বৈকৃতম্ ॥ ৩৩
যচ্চ কল্যাং সমভবদ্রাক্ষণ্যবয়োনিতঃ ।
ততঃ পূর্বেণ সাধর্ম্ম্যাত্মন্যো ধর্ম্মঃ প্রকীর্তিতঃ ॥ ৩৪
নিয়মো হস্ত সূতস্ত ব্রহ্মজ্ঞোপজীবনম্ ।
রথনাগাশ্চরিত্রং অশস্তক চিকীর্ষিতম্ ॥ ৩৫
তৎ স্বধর্ম্মমহৎ প্রোক্তো ভবভির্ভক্ষবাদিভিঃ ।
কস্মাৎ স্বধর্ম্মং ন জ্ঞাৎ পুরাণমধিসংস্তম্ ॥ ৩৬
পিতৃণাং মানসৌ কস্তা বাসবৌ সমপদ্যত ।
অপদ্যাতা চ পিতৃভির্ম্মস্তম্বেনৌ বভূব সা ॥ ৩৭

যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহাতে ভ্রমবশতঃ
ইন্দ্রের হবিষ সহিত বৃহস্পতির হবি মিশিয়া
যায়, এবং ঐ হবি সুরেন্দ্র ইন্দ্রের তৃপ্তির উদ্দে-
শ্যেই আহুতি দেওয়া হয় ; এইজন্ত সেই যজ্ঞে
কোন সূতজাতীয় রথগীর গর্ভে বর্ণবিকৃত সূত
সমভূত হইয়াছিল । কথ্যেতে প্রায়শ্চিত্ত
করিবার ব্যবস্থাও সেই যজ্ঞে বিবিধক হয় ।
শিষ্যের হবিষ সহিত গুরুর হবি মিশিয়া
গিয়াছিল, এই জন্ত অধমোক্তম মিশ্রণে ঐরূপ
বর্ণবিকৃতি উৎপন্ন হয় । ২৭—৩৩ । কত্রিয়
হইতে ব্রাহ্মণ্যবর যোনিতে সূতের জন্ম হই-
য়াছে ; সুতরাং সাধর্ম্ম্যবশতঃ পূর্ব্বের সহিত
সূতের তুল্য ধর্ম্মই উল্লিখিত হইয়াছে ।
ব্রাহ্মণ এবং কত্রিয়ের পরিচর্য্যায় আধিকা-
অর্জ্জনই সূতের প্রধান ধর্ম্ম । এতদ্ব্যতীত
রথ, হস্তী এবং অশ্বাদি পরিচালন তাহার জবজ
ধর্ম্ম । অতএব পুরাণ পাঠানিই যখন আমা-
দিগের জাতীয় ধর্ম্ম, বিশেষতঃ—আপনারা
ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ আমাদের এ বিষয়ে আদেশ
বহিতেছেন, তখন আমি সেই ঋষিক্ত
আমার স্বধর্ম্ম পুরাণ পাঠ কেন না করিব ?
পিতৃগণের বাসবৌ নারী একটা কস্তা ছিল ।

অরণীর হত্যাশস্ত্র নিমিত্তঃ যন্ত জন্মনঃ ।
 তস্তাং জাতো মহাযোগী ব্যাণো বেদবিদাং বরঃ ॥
 তস্মৈ ভগবতে কৃত্য নমো ব্যাণির বেধেন ।
 পুরুষাঃ পূরণাঃ বাহ্যভ্যন্তরবর্তিনে ॥ ৩৯
 মানুষস্কৃৎসরূপাঃ বিধবে প্রভবিকবে ॥ ৪০
 জাতমাত্রক যং বেদ উপত্যন্তে সমগ্রহঃ ।
 ধর্ম্মমেব পুরস্কৃত্য জাতুর্ধ্বদ্বাপত্যম্ ॥ ৪১
 মতিং মহানমাযিত্য যেনানৌ ক্ষতিমাগতাং ।
 প্রকাশং জনিতো লোকে মহাভারতচন্দ্রমাঃ ॥ ৪২
 বেদক্রমং যং প্রাপ্য সশাখঃ সমপদ্যত ।
 কুমিকালপ্তবান্ প্রাপ্য বহুশাখো যথা ক্রমঃ ॥ ৪৩
 তস্মাদতমুপক্রম্য পুরাণং ব্রহ্মবাদিনঃ ।
 সর্ষজ্ঞাং সর্ষবেদেষু পুজিতাদীপ্ততেজসঃ ॥ ৪৪
 পুরাণং সম্প্রবক্ষ্যামি যদুতং মাতরিশ্রনা ।
 পৃষ্টেন মুনিভিঃ পূর্ষং বৈমিষৌগৈর্মহাশস্ত্রিঃ ॥ ৪৫

অরণী যেমন জগির জন্মকারণ, সেইরূপ
 পিতৃগণ যাহার জন্মের নিমিত্ত সেই কথাকে
 মন্ত্রযোনিতে জন্মবার জন্ত অভিষাপ
 প্রদান করেন। যে মহাযোগী বেদবিৎ
 ব্যাস সেই মন্ত্রযোনিগত বাসবীর গর্ভে
 জন্ম লইয়াছিলেন, সেই বিধাতৃরূপী ভগবান্
 ব্যাসকে নমস্কার করি। যিনি পুরাণ পুরুষ,
 বাহ্য এবং অভ্যন্তরে যাহার বাস, যিনি মানুষ-
 স্কৃৎসে প্রভবিকৃৎ বিষ্ণুরূপধারী, যে মহাপুরুষের
 আধিষ্ঠান মাত্রই ধর্ম্মসহ সাত বেদ মুনিবর
 জাতুর্ধ্বের নিকট হইতে তাঁহাকে আশ্রয়
 করিয়াছিল, যিনি ক্ষত্রিরূপ সাগর হইতে
 তত্রিরূপ মহানদী পরিচালন করিয়া মানুষ্য
 লোকে মহাভারত-চন্দ্রমা প্রকাশিত করিয়াছেন,
 ক্ষেত্রগুণে এবং কালগুণে তরু যেমন বহু
 শাখায় অধিত হয়, সেইরূপ বেদরক্ষ যাহাকে
 পাইয়া বহু শাখায় বিভূষিত হইয়াছে, আমি
 সেই সর্ষজ্ঞ সর্ষবেদপুজিত নীপ্ততেজা ব্রহ্ম-
 বাদী ব্যাসের নিকট হইতে যে পুরাণ তনি-
 দিচ্ছি এবং বাহ্য পূর্ষকালে বৈমিষায়ণবাসী
 মুনিগণের প্রায়ে বায়ু ঐহানগকে বলিয়াছিলেন,
 সেই পুরাণ আমি এক্ষণে কীর্তন করিব

মহেশ্বরঃ পরোহব্যক্তঃ চতুর্ভূহঃ চতুর্ভূষঃ ।
 অচিন্ত্যঃ প্রামেয়ঃ স্বয়ম্ভূর্হেতুদীপকঃ ॥ ৪৬
 অব্যক্তং কারণং যচ্চ নিত্যং সদসদাস্তকম্ ।
 মহাদিবিশেষাভ্যং স্বজ্যতীতি বিনিঃশ্রয়ঃ ॥ ৪৭
 অগুং হিরণ্যকৈব বভূবা প্রভিমন্ততঃ ।
 অগুস্তাবরণকাঙ্ড়িরপামপি চ তেজসা ॥ ৪৮
 বায়ুনা তন্ত্র নভসা নভো ভূতাদিনা বৃতম্ ।
 ভূতাদির্মহতা চৈব অব্যক্তেন বৃতো মহান্ ॥ ৪৯
 অতোহত্র বিশ্বদেবানামৃষীণকোপবর্ণিতম্ ।
 নদীনাম্ পর্কতানাক প্রোহৃভাবোহত্র বর্ণ্যতে ॥ ৫০
 মনস্তরাণাম্ সর্ষেযাম্ বজ্রানাকোপবর্ণনম্ ।
 কীর্তনং ব্রহ্মকৃত্য ব্রহ্মজন্ম চ কীর্ত্যতে ॥ ৫১
 অতঃপরং ব্রহ্মণশ্চ প্রজাসর্গোপবর্ণনম্ ।
 অবস্থাশ্চাত্র কীর্ত্যন্তে ব্রহ্মণোহব্যক্তজন্মনঃ ॥ ৫২
 বজ্রানাম্ বৎসরকৈব জগতঃ স্থাপনস্তথা ।
 শয়নক হরেরত্র পৃথিবীদ্ধরণং তথা ॥ ৫৩
 সন্নিবেশঃ পুরাদীনাম্ বর্ষাশ্রমবিভাগশঃ ।
 বৃক্ষাণাম্ গৃহসংস্থানাম্ সিদ্ধানাক বিনাশনম্ ॥ ৫৪

৩৪—৫৫। প্রথমতঃ এই পুরাণে পরম
 অব্যক্ত অপ্রমেয় অচিন্ত্য চতুর্ভূহ চতুর্ভূষ
 মহেশ্বর স্বয়ম্ভূ, সর্ষকারণ ঈশ্বর হইতে যে
 প্রকারে অব্যক্ত কারণ, নিত্য, সদসদাস্তক
 মহৎ হইতে বিশেষ পদার্থ পদার্থসমূহ সৃষ্টি
 হইয়াছে, তাহাই বিনিশ্চিত হইয়াছে।
 অতঃপর যে অপ্রতিম হিরণ্যর অগুর আবি-
 র্ভাব হইয়াছিল, ঐ অগুর আবরণ জল, জল
 তেজে আবৃত, তেজ অনিলে, অনিল আকাশে,
 আকাশ ভূতবৃন্দাদিতে, ভূতাদি মহতে, এবং
 মহান্ অব্যক্তে আবৃত বলিয়া বর্ণিত হই-
 য়াছে। অনন্তর উহাতে বিশ্ব দেবগণ, ঋষি-
 গণ, নদীনাম্ ও পর্কতসমূহের প্রোহৃভাব বর্ণন
 আছে। সমস্ত মনস্তর ও বজ্র বর্ণন, ব্রহ্ম
 কৃত ও ব্রহ্মজন্ম কীর্তন, পরে ব্রহ্মার
 প্রজাসৃষ্টি বর্ণন এবং তৎপরে অব্যক্তজন্মা
 ব্রহ্মার অবস্থাদির কীর্তন করা হইয়াছে।
 বজ্রসমূহের বর্ষবিভাগ, জগতের স্থাপন, হিরণ
 শয়ন, পৃথিবীর উদ্ধারসাধন, বর্ষাশ্রম বিভাগ

যোজনানাং পঞ্চাশৎকং সঙ্করং বহুবিস্তৃতম্ ।
 স্বর্গস্থানবিভাগকং মর্ত্যানাং ভূবিচারিণাম্ ॥ ৫৫
 বৃক্ষাণামোষধীনাং বীরুধাকং প্রকীৰ্ত্তনম্ ।
 বৃক্ষনারিকীটং মর্ত্যানাং পরিকীৰ্ত্তনম্ ॥ ৫৬
 দেবতানামুষীধাকং যে স্তোত্রপারিকীৰ্ত্তিতে ।
 অঙ্গাদীনাং তনুনাং স্বজনভ্যজনপ্রথা ॥ ৫৭
 প্রথমং সৰ্বশাস্ত্রাণাং পুরাণং ব্রহ্মণঃ স্মৃতম্ ।
 অনন্তরং বক্ত্রেভ্যো বেদান্তং বিহিঃস্বতাঃ ॥ ৫৮
 অঙ্গানি ধর্মশাস্ত্রকং ততানি নিয়মানুধা ।
 পশুনাং পুরুষাণাং সন্তব্যং পরিকীৰ্ত্তিতং ॥ ৫৯
 তথা নিবর্হণং প্রোক্তং বজ্রস্ত চ পরিগ্রহঃ ।
 নব সর্গাঃ পুনঃ প্রোক্তা ব্রহ্মণা বুদ্ধিপূর্ব্বকঃ ॥ ৬০
 ত্রয়োহন্তে বুদ্ধিপূর্ব্বকস্ত ততো লোকানকল্পনং ।
 ব্রহ্মণোহবয়বেভ্যশ্চ ধর্মাদীনাম্ সমুদ্ভবঃ ॥ ৬১
 যে ষাণ্ণশ্চ প্রসূতস্তে প্রজাঃ কল্পে পুনঃপুনঃ ।
 কল্পয়োঃস্তবং প্রোক্তং প্রীতিসন্ধিশ্চ যন্তয়োঃ ॥ ৬২
 তমোমাত্রারূতত্যাচ্চ ব্রহ্মণোহধর্ম্যসন্তব্যঃ ।

ক্রমে পুরাণের সন্নিবেশ, বৃক্ষনির্দেশ, নিরুপণ
 বিনাশ, যোজনপরিমিত পথের বহু বিস্তৃত
 সঙ্কর, স্বর্গস্থান বিভাগ, ভূবিচারশীল মর্ত্য-
 লোকস্থ জীব, বৃক্ষ, ওষধী ও লতাদির কীৰ্ত্তন
 এবং মর্ত্যলোকের বৃক্ষ ও নারকীয় কীট প্রাপ্তি
 বর্ণন, দেব ও ঋষিগণের বিবিধ পস্থা নির্দেশ,
 এবং অঙ্গাদি তনু প্রভৃতির সৃষ্টি ও ত্যাগ
 ইত্যাদি পুণ্যে কীৰ্ত্তিত হইয়াছে । ৪৮—৫৭ ।
 সৰ্বশাস্ত্র প্রকাশিত হইবার প্রথমে ব্রহ্মা মনে
 মনে পুরাণ চিন্তাই করিতেন, অনন্তর তাঁহার
 মূখবিবর হইতে বেদচতুষ্টয়, বেদাঙ্গ সকল,
 ধর্মশাস্ত্র, তত্ত্বসমূহ ও নিয়মাদি নিঃসৃত হয় ।
 এই সকল কথাও ইহাতে বর্ণিত আছে ।
 পশু ও পুরুষনিচয়ের উদ্ভব ও অপায়, কথিত
 হইয়াছে । বজ্র পরিগ্রহ, ব্রহ্মার ন্যস্ত মানস
 সৃষ্টি, অস্ত্র আরও তিনটী মানস সৃষ্টি, অনন্তর
 লোক প্রবজন, ব্রহ্মার অবয়ব হইতে ধর্মাদির
 উদ্ভব, কল্পান্তে পুনঃপুনঃ ষাণ্ণাবধ প্রজাসৃষ্টির
 বিষয়, কল্পযুগের অন্তর ও তাহার প্রাতিম্ভি,
 তমোমাত্রার অবয়ব হেতু ব্রহ্মা হইতে অধর্মের

উদ্ভব শতরূপার সন্তবশ্চ ততঃ পঃম্ ॥ ৬৩
 প্রিয়ব্রতোস্তানপাদৌ প্রসূতাকৃত্যশ্চ তাঃ ।
 কীৰ্ত্ত্যন্তে ধৃতপাপানো যেযু লোকাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ ।
 রচোঃ প্রজাপতেঃচাক্ষয়কৃত্যং মিথুনোদ্ভবঃ ।
 প্রসূতামপি দক্ষস্ত কন্তানাং প্রভবন্ততঃ ॥ ৬৫
 দাক্ষায়ণীষু চাপুর্জং ব্রহ্মাদ্যাহু মহাত্মনাম্ ।
 ধর্ম্যস্ত কীৰ্ত্ত্যন্তে সর্গঃ সাত্ত্বিকস্ত সুখোদয়ঃ ॥ ৬৬
 তথাধর্ম্যস্ত হিংসায়ং তামনোহন্ততলক্ষণঃ ।
 মহেশ্বরস্ত মত্যকং প্রজাসর্গঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥ ৬৭
 নিরাময়কং ব্রহ্মাণং তাদৃশং কীৰ্ত্তিতং পুনঃ ।
 যোগং যোগনিধিঃ প্রাহ দ্বিজানাং
 মুক্তিকাজ্জিণাম্ ॥ ৬৮
 প্রাহুর্ভাবশ্চ ক্রুদন্ত মহাভাগ্যং তৈষৈব চ ।
 ত্রৈবেদিকং কথাকাপি সংবাদঃ পরমো মহান্ ॥
 ব্রহ্মনারায়ণভ্যাকং যত্র স্তোত্রং প্রকীৰ্ত্তিতম্ ।
 স্ততস্তাভ্যাং স দেবেশস্ততোহ ভগবান্ শিবঃ ॥ ৭০
 প্রাহুর্ভাবোহথ ক্রুদন্ত ব্রহ্মণোহঙ্গে মহাত্মনঃ ।
 কীৰ্ত্ত্যন্তে নাম হেতুশ্চ যথারোদীমহামনাঃ ॥ ৭১
 ক্রুদাদীনি যথা হস্তৌ নামাত্মাপ্রোং স্বঃস্বত্বঃ ।

উদ্ভব, শতরূপার সন্তব, পরে নিষ্পাপ প্রিয়-
 ব্রত ও উস্তানপাদ, প্রসূতি ও আকৃতি প্রভৃতি
 যাহারা লোক প্রতিষ্ঠার আধার স্বরূপ, তাহা-
 দিগের বিবরণ, প্রজাপতি কৃতির সংসর্গে
 আরতিতে মিথুনোদ্ভব, প্রসূতির গর্ভে দক্ষের
 ঔরসে দক্ষকন্যাগণের আবির্ভাব, ব্রহ্মা প্রভৃতি
 দক্ষকন্যাগণের গর্ভে মহাত্মগণের উৎপত্তি,
 এবং সাত্ত্বিক ধর্মের সুখোদর্ক সৃষ্টি কীৰ্ত্তিত
 হইয়াছে । ৬৮—৬৯ । এইরূপ অধর্মের
 সংসর্গে হিংসাতে অন্ততলক্ষণ তামস সৃষ্টি,
 এবং সতী ও মহেশ্বরের মিলনে প্রজাগণের
 সৃষ্টি কথাও বর্ণিত হইয়াছে । ব্রহ্মার নিকট
 মুক্তিকাজ্জিণি বিজগণের যোগকথন, ক্রুদের
 প্রাহুর্ভাব, ত্রৈবেদ্য কথা, যাহাতে ভগবান্ দেবেশ
 শিব, ব্রহ্মা ও নারায়ণের ভবে তুষ্ট হইয়া যে
 প্রকারে মহামনা ব্রহ্মার অঙ্গ হইতে আবির্ভূত
 হন, ও মহাত্মা ক্রুদের রোদনে যে প্রকারে
 তাঁহার নামের হেতু কীৰ্ত্তিত হইয়াছিল, স্বঃস্বত্ব

বধা চ তৈর্ব্যাপ্তমিদং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥৭২
 ভূগাদীনামুদীপাক প্রজাসর্গোপবর্ণনম্ ।
 বশিষ্ঠস্ত চ ব্রহ্মবর্ষেত্র গোত্রানুকীর্তনম্ ॥ ৭৩
 অগ্নেঃ প্রভায়াঃ সত্যুতিঃ স্বাহায়াং যত্র কীর্তিতা ।
 পিতৃণাং বিপ্রকারাণাং স্বধায়াস্তদনন্তরম্ ॥ ৭৪
 পিতৃবংশপ্রসঙ্গেন কীর্ত্যতে চ মহেশ্বরং ।
 দক্ষস্ত শাপঃ সত্যার্থে ভূগাদীনাক ধীমতাম্ ॥ ৭৫
 প্রতিশাপনং রুদ্রস্ত দক্ষাদভূতকর্মণঃ ।
 প্রতিষেধশ্চ বৈরস্ত কীর্ত্যতে দোষদর্শনাং ॥ ৭৬
 মনস্তরপ্রসঙ্গেন কালজ্ঞানক কীর্ত্যতে ॥ ৭৭
 প্রজাপতেঃ কর্দমস্ত কন্যায়াং শুক্ললক্ষণঃ ।
 প্রিয়ব্রতস্ত পুত্রাণাং কীর্ত্যতে সর্গবিস্তরঃ ॥ ৭৮
 তেষাং নিয়োগো বীণেশু নেশেষু চ পৃথক্ পৃথক্ ।
 স্বায়ভূবস্ত সর্গস্ত ততশ্চাপ্যনুকীর্তনম্ ॥ ৭৯
 উক্তোনাভের্নিসর্গশ্চ রজসশ্চ মহাস্থনঃ ।
 দ্বীপানাং সমুদ্রাণাং পর্বতানাং কীর্তনম্ ॥ ৮০
 বর্ষাণাং নদীনাং তন্ডেনানাং সর্কশঃ ।
 দ্বীপভেদসহস্রাণামন্তর্ভেদশ্চ সপ্তম্ ॥ ৮১

যে প্রকারে রুদ্র প্রভৃতি অষ্ট নাম লাভ করেন,
 ঐ সকল দ্বারা যেরূপে সচরাচর ত্রৈলোক্য
 পরিব্যাপ্ত হয়, তৎসমুদায় বর্ণিত হইয়াছে ।
 ৬৭—৭২ । ভৃগু প্রভৃতি ঋষিদিগের প্রজা-
 সৃষ্টি বর্ণন, ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠের গোত্রানুকীর্তন
 আদি হইতে স্বাহাগর্ভে প্রজাসৃষ্টি, পরে পিতৃ-
 বংশ প্রসঙ্গে স্বধা হইতে বিধি পিতৃগণের
 উদ্ভব, সত্যীর নিমিত্ত দক্ষের প্রতি মহেশ্বরের
 শাপ, দ্বী-সম্পন্ন ভৃগু প্রভৃতির অভিশাপ, অভূত-
 কর্ম্ম দক্ষ কর্তৃক রুদ্রের প্রতি শাপ, দোষদর্শনে
 বৈর প্রতিষেধ ইত্যাদি ইহাতে কীর্তিত
 হইয়াছে । মনস্তর প্রসঙ্গে কালজ্ঞান, কর্দম
 প্রজাপতির কন্যার গর্ভে প্রিয়ব্রতপুত্র-
 গণের সৃষ্টিবিস্তার, ভিন্ন ভিন্ন দেশ ও দ্বীপা-
 নিতে তাহাদিগের বাসনিয়োগ, পরে স্বায়ভূব
 সৃষ্টির অনুকীর্তন, মহাত্মা নাভি ও রজের
 অনুকীর্তন, দ্বীপ, সমুদ্র ও পর্বত বর্ণন, বর্ষ,
 নদী ও তন্ডেন বর্ণন, সহস্রবিধ দ্বীপভেদ

বিস্তারাদ্বালাষ্টৈব জম্বুদ্বীপসমুদ্রয়োঃ ।
 প্রমাণং যোজনাগ্রাণ কীর্ত্যতে পর্বতৈঃ সহ ॥৮২
 হিমবান্ হেমকূটস্ত নিষধো মেফুরেব চ ।
 নীলঃ শ্বেতঃ শৃঙ্গবাংশ্চ কীর্ত্যন্তে বর্ষপর্বতাঃ ॥৮৩
 তেষামন্তরবিস্তরো উচ্ছ্রায়ায়ামবিস্তরাঃ ।
 কীর্ত্যন্তে যোজনাগ্রাণ যেষ চ তত্র নিবাসিনঃ ॥৮৪
 ভারতাদীনি বর্ষাণি নদীভিঃ পর্বতৈস্তথা ।
 ভূতৈশ্চোপনিবিষ্টাণি গতিমন্দির্যৈবস্তথা ॥ ৮৫
 জম্বুদ্বীপাদয়ো দ্বীপাঃ সমুদ্রৈঃ সপ্তভিবৃত্তাঃ ।
 ততশ্চাপ্যময়ী ভূমির্লোকালোকশ্চ কীর্ত্যতে ॥৮৬
 অণ্ডভ্যন্তস্ত্রিমে লোকাঃ সপ্তদ্বীপা চ মেদিনী ।
 ভূরাদয়শ্চ কীর্ত্যন্তে বরনৈঃ প্রাকৃতৈঃ সহ ॥ ৮৭
 সর্কক তৎপ্রধানস্ত পরিমাপৈকদৈশিকম্ ।
 সর্ষাসপরিমাপক সংক্ষেপৈর্নৈব কীর্ত্যতে ॥ ৮৮
 স্থধ্যাচন্দ্রমসোশ্চৈব পৃথিব্যাশ্চাপ্যশেষতঃ ।
 প্রমাণং যোজনাগ্রাণ সাম্প্রতৈরতিমানিভিঃ ॥৮৯
 মাহেন্দ্রাদ্যাঃ পুনঃ পুণ্য মানসোত্তরমুজ্জ্বলি ।
 অত উচ্ছ্রং গতিশ্চোক্তা স্বর্গভালাতচক্রবৎ ॥৯০

মধ্যে সপ্তপ্রকার অন্তর্ভেদ, মণ্ডলক্রমে জম্বু-
 দ্বীপ ও সমুদ্রের বিস্তার, যোজনানুসারে পর্বত-
 সহ তাহার প্রমাণ, ইত্যাদি কীর্তিত হইয়াছে ।
 ৭১—৮২ । হিমবান্, হেমকূট, নিষধ, মেফু,
 নীল, শ্বেত ও শৃঙ্গবান্ এই কয়েকটা বর্ষপর্বত
 উক্ত হইয়াছে । উহাদিগের মধ্য বিস্তৃত,
 উচ্ছ্রায় আয়াম বিস্তার এবং যোজনাগ্রে স্বাহারা
 বাস করিতেছে, তাহাদিগের বিবরণ, নদী,
 পর্বত ভূত ও গতিশীল ক্ষেত্র প্রভৃতির সহিত
 উপনিবিষ্ট ভারতাদি বর্ষ, সপ্ত সমুদ্রপরিবৃত্ত
 জম্বু প্রভৃতি দ্বীপ এবং জলময়ী ভূভাগ ও
 লোকালোক প্রভৃতির বিষয় বিবৃত হইয়াছে ।
 অণ্ডভ্যন্তরবর্তী এই সকল লোক, সপ্তদ্বীপা
 মেদিনী, প্রাকৃত আবরণসহ ভূরাদি লোক, ও
 তাহার সমুদায় ঐকদৈশিক পরিমাপ, ও ব্যাস,
 এ সকল সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে । স্থধ্য,
 চন্দ্র, সমগ্র পৃথিবী, অত্যন্ত পর্বতসমূহের
 যোজনাক্রমিক প্রমাণ, মানসোক্ত শিবরহ পুণ্য
 মহেন্দ্রাদি, ইহারও উর্দ্ধে অলাত চক্রবৎ স্বর্গ-

নাগবীথ্যবীথ্যোশ্চ লক্ষণং পরিকীৰ্ত্তিতে ।
 কাঠয়োল্লেক্ষ্যোশ্চৈব মণ্ডলানাং যোজনৈঃ ॥ ১১
 লোকালোকস্ত সন্ধ্যায়া অহ্নাঃ বিষুবতস্তথা ।
 লোকপালাঃ স্থিতাশ্চোদ্ধঃ কীর্ত্তান্তে ধে চতুর্দিশম
 পিতৃবাং দেবতানাং পঞ্চানো দক্ষিণোত্তরৌ ।
 গৃহিণং জ্যামিনাকৌক্তৌ বজ্রঃ সত্ত্বসমাপ্রায়ঃ ॥ ১৩
 কীর্ত্তান্তে চ পদং বিকোদ্যাদ্যা যত্র দ্বিষ্টিতঃ ।
 সূর্য্যাস্ত্রমসো'চারো গ্রহাণং জ্যোতিষাস্তথা ॥ ১৪
 কীর্ত্তান্তে ক্রবসামর্থ্যাং প্রজানাং শুভাশুভম্ ।
 ব্রহ্মণা নিশ্চিতং সৌরঃ স্তন্দনোহর্থবর্ষাং স্বয়ম্ ॥
 কীর্ত্তান্তে ভগবান্ যেন প্রণপতি দিবি স্বয়ম্ ।
 সরথোহধিষ্টিতো দেবৈবাদিত্যৈর্ধ্বিতিস্তথা ॥ ১৬
 গচ্ছতৈর্মরুতপ্ৰাণৈশ্চ গ্রামীনীর্পর্শ্বাকটৈসঃ ।
 অথাং সারময়শ্চন্দোঃ কীর্ত্তান্তে চ রথস্তথা ॥ ১৭
 রত্নক্ষয়ৌ চ মোমস্ত কীর্ত্তান্তে সূর্য্যাকারিতৌ ।
 সূর্য্যাদীনং স্তন্দনানাং ক্রবাদেব প্রকীর্ত্তনম্ ॥ ১৮

কীর্ত্তান্তে শিশুমারশ্চ যত্র পুচ্ছে ক্রবঃ স্থিতঃ ।
 তারাকৃপাণি সর্গাণি নক্ষত্রাণি ঐহৈঃ সহ ॥ ১১
 নিবাসা যত্র কীর্ত্তান্তে দেবানাং পূণ্যাকারিণাম্ ।
 সূর্য্যগ্রশ্মিনহস্তে চ বর্ষনীত্যোক্তানিঃস্রবঃ ॥ ১০০
 প্রবিভাগশ্চ রশ্মীনাং নামতঃ কৰ্ম্মতোহর্থতঃ ।
 পরিমাণগতৌ চোক্তে গ্রহাণং সূর্য্যসংগ্রহাং ॥
 যথা চান্ত বিঘাং প্রাপ্তা শস্ত্রোঃ কণ্ঠস্ত নীলতা ।
 ব্রহ্মপ্রদাদিত্যস্ত বিঘাদঃ শূলপাণিনঃ ॥ ১০২
 স্তূর্যমানঃ সূর্য্যবিষ্ণুঃ স্তৌতি দেবং মহেশ্বরম্ ।
 লিঙ্গোত্তবকথা পূণ্য সর্গপাপপ্রাশিনী ॥ ১০৩
 বিষ্ণুরূপাং প্রদানস্ত পরিব্রাহ্মণৈঃ স্তুতঃ ।
 পুরুষবস্ত্র ঐলগ্য মাহাত্ম্যানুপ্রকীর্ত্তনম্ ॥ ১০৪
 পিতৃবাং দ্বিপ্রকারাণাং তর্পণকামুতস্ত বৈ ।
 ততঃ পর্শ্বাণি কীর্ত্তান্তে পর্শ্বাণ্যৈব সঙ্করঃ ॥ ১০৫
 স্বর্গলোকগতানাং প্রাপ্তানাং প্যাধোগতিম্ ।
 পিতৃবাং দ্বিপ্রকারাণাং প্রাক্জেনানুগ্রহো মহান্ ॥
 যুগসংখ্যা প্রমাণক কীর্ত্তান্তে চ কৃতে যুগে ।

গতি, এবং চাঠা, লেবা, মণ্ডল ও যোজনাসহ
 নাগবীথী ও অঙ্গবীথীর লক্ষণ কীর্ত্তিত হই-
 য়াছে । ৮৩—১১ । লোকালোক, সন্ধ্যা বিষুবা-
 নুসারে নিবসমান, উদ্ধঃ ও চতুর্দিশবর্তী লোক-
 পালগণের বিবরণ এবং পিতৃলোক, দেবলোক,
 গৃহস্থ ও সন্ন্যাসীগণের রজ ও সত্ত্বগুণাপ্রায়
 বশে দক্ষিণ ও উত্তর পথ প্রাপ্তি উক্ত হই-
 য়াছে । বাহাতে ধর্ম্মাদি চতুর্কর্গ অধিষ্ঠিত,
 সেই বিষ্ণুপদের কীর্ত্তন ; ক্রবসামর্থ্য বশে
 সূর্য্য, চন্দ্র, ও অগ্ন্য জ্যোতিষ্ক গ্রহমণ্ডলীর
 সকার ও তদনুযায়ী প্রজারূপের শুভাশুভ,
 যে রথারোহণে ভগবান্ রবি স্বয়ং গগনপথে
 বিচরণ করেন, অর্থবশতঃ স্বয়ং ব্রহ্মা তাহা
 নিশ্চয় করেন, উহা দেবগণ আদিত্যগণ ও
 ঋষিগণ কর্ত্তক অধিষ্ঠিত বলিয়া কীর্ত্তিত আছে ।
 ১২—১৬ । ঐ প্রকার চন্দ্রমারও একটি ভল-
 ময় বর্ণের কথা উল্লিখিত হইয়াছে । ঐ রথ
 পক্ষর্ষ, অঙ্গরা, গ্রামীনী, সর্প ও রাক্ষসগণে
 অধিষ্ঠিত । চন্দ্রের বুদ্ধি ও ক্ষম, সূর্য্যকৃত
 বলিয়া কথিত হইয়াছে । সূর্য্যাদির স্তন্দন

সমূহের ক্রব হইতেই কীর্ত্তন ; বাহার পুচ্ছে
 ক্রবের অবস্থান, এবং গ্রহগণসহ তারাকৃপী
 নক্ষত্ররাজী ও পূণ্যকারী দেবগণের যথায়
 নিবাস, সেই শিশুমারের বিষয়ও কীর্ত্তিত
 হইয়াছে । সূর্য্যের লহস্ত রশ্মিতে বর্গা, নীত
 ও উষ্ণের সম্পর্ক, নাম, কৰ্ম্ম ও অর্থবশতঃ
 রশ্মিদমূহের বিভাগ, সূর্য্যের সংগ্রয়ে গ্রহগণের
 পরিমাণ ও গতি উক্ত হইয়াছে । ১৭—১০১ ।
 ব্রহ্মাকর্ত্তক প্রাদাদিত হইয়া শূলপাণি শিবকে
 প্রকারে নীলকণ্ঠ প্রাপ্ত হন, দেবগণ কর্ত্তক
 স্তুত হইয়া বিষ্ণু বৈষ্ণবে দেব মহেশ্বরকে
 স্তুত করেন, পিত্র লিঙ্গোপাস্তি যেকপে হইয়া-
 ছিল, বিষ্ণুরূপ হইতে যে প্রকারে প্রধনের
 অতীর্ক্স পরিণাম ঘটে, ইত্যাদি সমস্তই বর্ণিত
 হইয়াছে । ইলা-তনয় পুরুষবার মাহাত্ম্যকথা,
 দুই প্রকারে পিতৃলোকের অমৃত তর্পণ, পরে
 পর্শ্বসকল ও পর্শ্বসন্ধির বিবরণ, স্বর্গপ্রাপ্ত ও
 অধোগত এই দুই প্রকার পিতৃলোকের
 প্রাক্জেনানে মহান্ অনুগ্রহ বর্ণন, যুগসংখ্যা

দ্রোতায়ুগে চাপবর্ষাবর্তীয়াঃ সংপ্রবর্তনম্ ॥ ১০৭ ॥
বর্ণানামাত্রমাণাকং সংস্থিতির্ধর্ম্মতন্তুধা ॥

যজ্ঞপ্রবর্তনকৈব সংবাণে যত্র কীর্ত্যতে ॥ ১০৮ ॥

ঋষীনাং বহুশা সাক্ষিঃ বসোশাখাঃ পুনর্গতিঃ ॥

প্রমোদামধরত্বক স্বায়ত্ত্ববমুতে মনুয ॥ ১০৯ ॥

প্রশংসা তপসশ্চোক্তা যুগাবস্থাচ কুংসখাঃ ॥

ষাপরস্ত কলেশ্চাত্র সংক্ষেপেণ প্রকীর্তনম্ ॥ ১১০ ॥

দেবতিথ্যমুখ্যাবাণং প্রমাণানি যুগে যুগে ॥

কীর্ত্যন্তে যুগসামর্থ্যাৎ পরিণাহোচ্ছ্রয়শ্চ ॥ ১১১ ॥

শিষ্টদীনাং নির্দেশঃ প্রাহর্ভাবশ্চ কীর্ত্যতে ॥

বেদস্ত তদ্বিজাতানাং মন্ত্রাণাকং প্রকীর্তনম্ ॥ ১১২ ॥

শাখানাং পরিমাণকং বেদব্যাসাভিশক্ষিতম্ ॥

মহত্তরাণাং সংসারঃ সংহারাণ্ডে চ সম্ভবঃ ॥ ১১৩ ॥

দেব গানামুঘীণাকং মনোঃ পিতৃগণস্ত চ ॥

ন শকাৎ বিস্তরাহতু মিত্যুক্তকং সমাসতঃ ॥ ১১৪ ॥

মহত্তরস্ত সংখ্যা চ মাহুবেণ প্রকীর্তিতা ॥

মহত্তরাণাং সর্কেষামেতদেব চ লক্ষণম্ ॥ ১১৫ ॥

ও কৃতযুগের প্রমাণ, অপকর্ষহেতু দ্রোতা-

য়ুগে বার্তা প্রবর্তন, ধর্ম্মানুসারে বর্ণ ও

আশ্রমের সংস্থান, যজ্ঞপ্রবর্তনা, বহু স্নহ

ঋষিবৃন্দের সংবাদ, বহুর পুনর্কীর্ত্তি

অধোগতি, এই সকল কীর্ত্তিত হইয়াছে।

স্বায়ত্ত্ব মনুর সমর্য্য প্রমাণ ব্যতীত অস্ত্র

প্রণের নিকৃষ্টতা, তপঃপ্রশংসা, যাবতীয় যুগা-

বস্থা ও সংক্ষেপে ষাপর ও কলিযুগের বর্ণনা

হইয়াছে। ১০২—১১০। প্রতি যুগে দেব,

ত্রিধাকু ও গনুয প্রভৃতির প্রমাণ, যুগসামর্থ্য

ক্রমে জীবিতকালের দীর্ঘতা ও উন্নতি, শিষ্ট

প্রভৃতির নির্দেশ, বেদের আবির্ভাব, বেদোৎপন্ন

মন্ত্রাঙ্কির কীর্ত্তন, বেদব্যাস-বাণ্ড বেদ-শাখা

চরের পরিমাণ, মহত্তরনিচয়ের সংহার, এবং

পুনর্কীর্ত্তি দেবঋষি, মনু ও পিতৃগণের উক্ত,

এই সকল বিস্তৃতরূপে কীর্ত্তন করা সাধ্যাতীত

বলিয়া সংক্ষেপেই উক্ত হইয়াছে। মানবীয়

সংখ্যানুসারে মহত্তরের সংখ্যা নির্দেশ, সমগ্র

মহত্তরের এইরূপ লক্ষণ, বর্তমানের সহিত

জ্যেষ্ঠ ও অনাগত মহত্তরের লক্ষণ কীর্ত্তন,

অতীতানাগতানাং বর্তমানেন কীর্ত্যতে।

তথা মহত্তরাণাক প্রতিমন্ধানলক্ষণম্ ॥ ১১৬ ॥

অতীতানাগতানাং প্রোক্তং স্বায়ত্ত্ববেত্তরে।

মহত্তরক্রমশ্চৈব কালজ্ঞানক কীর্ত্যতে ॥ ১১৭ ॥

মহত্তরেষু দেবানাং প্রেজেশানাক কীর্ত্তনম্ ॥

দক্ষস্ত চাপি দৌহিত্রাঃ প্রিয়ায় হুহিতুঃ সূতাঃ ॥

ব্রহ্মাদিহিস্তে জনিতা দক্ষেনৈব চ ধীমতা ॥

সাবর্ণ্যানাশ্চ কীর্ত্যন্তে মনবো মেক্সমশ্রিতাঃ ॥

ক্রমশ্চোক্তানপাদস্ত প্রজাসর্গোপবর্ননম্ ॥

পৃথুনাপি চ বৈশ্যেন ভূমেদৌহপ্রবর্তনম্ ॥ ১২০ ॥

পাত্রাণাং পয়সাকৈব বংসানাং বিশেষণম্ ॥

ব্রহ্মাদিভিঃ পূর্ক্সৈব হুঙ্কা চেয়ং বসুধরা ॥ ১২১ ॥

দশভাস্ত্র প্রচেতেভ্যো মারিষায়াং প্রজাপতেঃ ॥

দক্ষস্ত কীর্ত্যতে ভ্রম সৌমস্তাংশেন ধীমতঃ ॥ ১২২ ॥

ভূতভবিষ্যৎবংসন্ত মহেন্দ্রাণাক কীর্ত্যতে ॥

মহাদিকা ভবিষ্যন্তি আখ্যানৈর্বহুহির্বাঃ ॥ ১২৩ ॥

বৈবস্বতস্ত চ মনোঃ কীর্ত্যতে সর্গবিস্তারঃ ॥

দেবস্ত মহতো যজ্ঞে বাকুগীং বিস্তৃতন্তুম্ ॥ ১২৪ ॥

ব্রহ্মস্তক্রাং সমুৎপত্তির্ভূয়াদীনাং কীর্ত্যতে ॥

মহত্তরসমূহের প্রতিমন্ধান লক্ষণ এবং

স্বায়ত্ত্ব মহত্তরীয় অতীত ও অনাগত মহত্তরের

লক্ষণাদি বর্ণিত হইয়াছে। মহত্তর ক্রম, কাল

জ্ঞান, মহত্তরসমূহে দেবগণ ও রাজগণের

কীর্ত্তন, ব্রহ্মা প্রভৃতি-জনিত দক্ষের দৌহিত্রগণ

ও উদীয় প্রিয় হুহিতার সন্ততিগণ ও মেক্সবাসী

সাবর্ণ্যাণি মনুরণের কীর্ত্তন, উতানপাদনন্দন

ক্রমের প্রজাসৃষ্টি বর্ণন, বেদপুত্র পৃথুকর্ত্তক

ভূমিহোহন প্রবর্তন, পাত্র, হুঙ্কা ও বংসগণের

বর্ণন, পূর্ক্স ব্রহ্মাদি এই বহুক্রমকে যেক্রমে

দোহন করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ, দশ

প্রচেতা হইতে মারিষার গর্ভে চন্দ্রাংশে ধীমান্

প্রজাপতি দক্ষের জন্ম বর্ণন, মহেন্দ্রসমূহের

ভূত-ভবিষ্যৎ ও বর্তমান কাল-স্থিতি কীর্ত্তন,

যে প্রকারে মনু প্রভৃতির বহু বধ আখ্যানে

পরিবৃত হইবেন, তৎকথন, বৈবস্বত মনুর

সর্গ-বিস্তার কীর্ত্তন, যাক্রমে ব্রহ্মস্তক্র

হইতে বাকুগীমুর্খি ধরিত্রা মহাশয়ের আবির্ভাব-

বিনিবৃন্তে প্রজাসর্গে চাক্ষুষ মনোঃ স্তভে ॥১২৫
দক্ষ কীর্ত্যতে সর্গো ধ্যানান্নৈবস্বতেহস্তরে ।
নারদঃ প্রিয়সংবাদী দক্ষপুত্রামহাবলান্ ॥ ১২৬
নাশয়ামাস শাপায় আত্মনো ব্রহ্মণঃ সূতঃ ।
ততো দক্ষোহসৃজং কক্ষা নীহিণামো দক্ষিণঃ ॥
কীর্ত্যতে ধর্মসর্গস্ত কশ্যপস্ত চ ধীমতঃ ।
অত উর্দ্ধং ব্রহ্মণশ্চ বিষ্ণোশ্চৈব ভবস্ত চ ॥ ১২৮
একত্বক পৃথক্বত্বক বিশেষত্বক কীর্ত্যতে ।
ঈশ্বরাচ্চ যথা সপ্ত ভাতা দেবোঃ স্বয়মুবা ॥ ১২৯
মরুৎপ্রাদাদো মরুতাং দিত্যা দেব্যাংশসন্তবাঃ ।
কীর্ত্যন্তে মরুতকাথ গণান্তে সপ্তসপ্তকাঃ ॥ ১৪০
দেবত্বং পিতৃগণোহন বায়ুস্বক্সেন চাশ্রয়ঃ ।
দৈত্যানাং দানবানাক গন্ধর্বোরগরক্ষনাম্ ॥ ১৩১
সর্কভূতপিশাচানাং পশুনাং পক্ষিবীকধাম্ ।
উৎপত্তয়শ্চ পক্ষীনাং কীর্ত্যন্তে বহুবিস্তরাং ॥ ১৩২
সমুদ্রসংযোগকৃতং জম্বাবতহস্তিনঃ ।
বৈনতেয়মুৎপত্তিস্থা চাত্তান্তিষেনম্ ॥ ১৩৩
ভৃগুনাং বিস্তরশ্চোক্তস্তথা চান্ধিরমানপি ।

বর্নন, ভৃগু প্রভৃতির উৎপত্তি ইত্যাদি কীর্তিত
হইয়াছে। চাক্ষুষ মনুর প্রজা-সৃষ্টি শেষ
হইলে দক্ষ ধ্যান করিয়া প্রজা-সৃষ্টি করেন,
ব্রহ্মতনয় নারদ সেই সকল মহাবল দক্ষপুত্রকে
অভিশাপে নষ্ট করিয়াছিলেন। অনন্তর দক্ষ-
বোরিণীর গর্ভে কতিপয় বিখ্যাত কক্সাস্তান
সৃষ্টি করেন, ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে। ১১১—
১২৭। ধীমান্ কশ্যপের ধর্মসৃষ্টি কীর্তন,
অতঃপর ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবের একত্ব পৃথক্ব ও
বিশেষত্ব বর্নন, পরে স্বয়মু কর্তৃক যেক্ষেপে
সপ্তদেবের উৎপত্তি হইয়াছে, তদ্বিবরণ,
মরুৎগণের প্রতি দেবতাদিগের অনুগ্রহ বর্নন,
দিত্যগর্ভ হইতে উনপকাশং বায়ুর দেবাংশে
উদ্ভব, পিতৃগণের বাক্যানুসারে উহাদিগের
দেবত্ব, দৈত্য দানব গন্ধর্ব সর্প রাক্ষস সমগ্র
ভূত, পিশাচ, পশু, পক্ষী, লতা এবং অপ্সরো-
গণের বহু বিস্তৃত উৎপত্তি বর্নন, জলাধি হইতে
ঐরাবতের জন্ম, গরুড়োৎপত্তি, গরুড়ের অভি-
ষেক, ভৃগু ও অগ্নিরোগণের বিস্তৃত বিবরণ,

কশ্যপ পুনস্তাস্ত তথৈবাত্রেয়হাস্তনঃ ॥ ১৩৪
পরশরস্ত চ মুনোঃ প্রজানাং তত্র বিস্তরঃ ।
দেবতানামুদীপক প্রজোৎপত্তিস্ততঃ পরম্ ॥ ১৩৫
তিস্রঃ কথ্যোঃ প্রকীর্ত্যন্তে যাহু লোকাঃ প্রতীষ্টিতাঃ
পিতৃদোত্তিত্রির্নর্দেশো দেবানাং জন্ম চোচ্যতে ॥
বিস্তরন্তে ভগবতঃ পক্ষানাং সুমহাস্তনাম্ ।
ইলায়া বিস্তরশ্চোক্ত আদিত্যস্ত ততঃ পরম্ ॥
বিকৃক্ষিচরিতকোক্তং ধুক্কোশ্চৈব নিবহঁণম্ ।
বৃহদ্বনাস্তসংক্ষেপাদিন্কাবান্যোঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥
নিম্যাদীনাম্ ক্রিতীশানাং ধাবজ্জহুগবাদিতা ।
কীর্ত্যতে বিস্তরো যশ্চ যথাভেরপি ভূপতেঃ ॥ ১৩৯
যদ্বংশসমুদ্রেশো হৈহয়স্ত চ বিস্তরঃ ।
ক্রোষ্টোরনন্তরং চোক্তস্তথা বংশস্ত বিস্তরঃ ॥ ১৪০
জ্যাম্বন্ত চ মহাস্ত্রাং প্রজাসর্গশ্চ কীর্ত্যতে ।
দেবাবৃথস্ত ত্বর্কস্ত বৃষ্টেইশ্চৈব মহাস্তনঃ ॥ ১৪১
অত্রিমিত্যাবৃষ্টৈশ্চ বিষ্ণোর্দ্বিত্যভিশংসনম্ ।
বিবস্বতোহহং সংপ্রাপ্তির্মব্রজস্ত ধীমতঃ ॥ ১৪২
যুধাজিতঃ প্রজাসর্গঃ কীর্ত্যতে চ মহাস্তনঃ ।
কীর্ত্যতে চাষরঃ শ্রীমান্ রাজর্বেদৈবমৈচ যঃ ॥ ১৪৩
পুনশ্চ জন্ম চাপ্যস্তং চরিতক মহাস্তনঃ ।

তৎপরে কশ্যপ, পুনস্তা, মহাস্ত্রা অত্রি, পরশর
মুনি এবং দেব ও ঋষিগণের প্রজা-সৃষ্টি, লোক-
বিধারিণী কক্সাত্রেয়ের উৎপত্তি, পিতৃদোহিত্র-
নির্দেশ এবং দেবগণের জন্ম-কথা, প্রভৃতি
বর্ণিত হইয়াছে। ১২৮—১৩৬। ভগবান্ পক্ষ
সুমহাস্ত্রা, ইলা, ও আদিত্য প্রভৃতির বিবরণ,
বিকৃক্ষিচরিত, ধুক্কবিশাশ, সংক্ষেপে ইক্ষাকু
প্রভৃতির চরিত্র বীর্তন, নিমি হইতে জহুগণ
পর্যন্ত ক্রিতিপতিদিগের উৎপত্তি বিবরণ,
ভূপতি যথাতীর চরিত্র, যদ্বংশ নির্দেশ, হৈহয়
ও ক্রোষ্টীগজবংশের বর্নন, জ্যাম্বের মহাস্ত্রা
দেবাবৃথ, ত্বর্ক ও মহামনা বৃষ্টির প্রজা-সৃষ্টি,
অত্রি ও মিত্রবংশ-বিবরণ, বিষ্ণুর দ্বিত্য বর্নন,
ধীসম্পন্ন বিবগানের মণিরত্ন-প্রাপ্তি কীর্তন,
মহাস্ত্রা যুধাজিতের প্রজা-সৃষ্টি বর্নন, রাজর্ষি
দেবমীচ ব্রের শ্রীসম্পন্ন বংশ কীর্তন এবং পুন-
র্বার এই মহাস্ত্রার জন্ম এবং চরিত্র বর্নন,

কংসস্ত চাপি দৌরাত্ম্যমেকাশেন সমুত্তবঃ ॥
 বাসুদেবস্ত দেবক্যাং বিষ্ণোর্ক্ৰম্য প্রজাপতেঃ ।
 বিষ্ণোরনন্তরশ্চাপি প্রজাসর্গোপবর্ননম্ ॥ ১৪১
 দেবাসুরে সমুৎপন্নে বিষ্ণুনা স্ত্রীবধে কৃতে ।
 সংরক্ষতা শত্রুবধং শাপঃ প্রাপ্তঃ পুরা ভূগোঃ ॥
 ভৃগুস্তেচাপ্যপরায়াস দিত্যাং শুক্রস্ত মাভবম্ ।
 দেবানামসুরাণাঞ্চ সংগ্রামা দ্বাদশাযুতঃ ॥ ১৪৬
 নারসিংহপ্রভৃতয়ঃ কীর্ত্যন্তে প্রাণনাশনাঃ ।
 শুক্রেণারাদনং স্থাপোর্বোরেণ তপসা কৃতম্ ॥
 বরদানপ্রলুপ্তেন যত্র শর্ক্কন্তবঃ কৃতঃ ।
 অনন্তরং বিনদিত্তং দেবাসুরবিচেষ্টিতম্ ॥ ১৪৯
 জয়ত্যা সহ সন্তে তু যত্র শুক্রে মহাস্থনি ।
 অসুরম্মোহয়ামাস শুক্রে রূপেণ বুদ্ধিমান্ ॥ ১৫০
 বৃহস্পতিস্ত তান্ শুক্রঃ শশাপ স্তুমহাত্মতিঃ ।
 উক্তঞ্চ বিষ্ণুমাহাত্ম্যং বিষ্ণোর্ক্ৰম্যাদিশকনম্ ॥ ১৫১
 তুর্ক্কসুঃ শুক্রেণোহিত্রো দেবযাত্না যদোরভূৎ ।
 অত্রুজ্জ্যস্তথা পুরুষবাদিতনয়া নৃপাঃ ॥ ১৫২

কংসের উৎপত্তি ও তৎকৃত দৌরাত্ম্য, বাসুদেব
 হইতে দেবকীগর্ভে প্রজাপতি বিষ্ণুর আবির্ভাব,
 পরে প্রজাপতি বিবরণ, দেবাসুর উৎপন্ন হইবার
 পর ইন্দ্রক্কাণ্ড স্ত্রী বধ করিয়া ভৃগুর নিকট
 বিষ্ণুর অভিষাপপ্রাপ্তি, ভৃগু হইতে শুক্র-
 মাণ্ডার উদ্ধার সাধন, দেবাসুরের দ্বাদশাযুত
 বর্ষব্যাপী যুদ্ধ বর্ণন, নারসিংহ প্রভৃতি প্রাণ
 নাশক অবতার, তীত্র তপঃপ্রদ্বারা শুক্রের
 মহাদেব ভাষণনা, বরপ্রাপ্তিলোভে শুক্র
 বর্ত্তক মহাদেবস্তব, দেব ও অসুরগণের
 ত্রেদ্যাবলাপ, এই সকল বর্ণিত হইয়াছে ।
 ১২৮—১৪৯ । মহাত্মা শুক্র যখন জয়ন্তী
 সহ আসক্ত হন, তখন বুদ্ধিমান্ বৃহস্পতি
 শুক্রের রূপ ধরিয়া অসু দিকে মেহিত
 করেন, ইহাতে মহাত্মা শুক্র তাহাদিককে
 অভিষাপ দেন, এই বিবরণও বর্ণিত আছে ।
 তা'পরে বিষ্ণুর মাহাত্ম্য-কথা, বিষ্ণুর জন্মাদি
 বিবরণ, দেবদানীর গর্ভদ্রাও শুক্রেণোহিত্র
 যহ ও তৎপশ্চাত্তপন তুর্ক্কসু, অত্র, ত্রহ
 পুরু প্রভৃতি যযাতিতনয়গণের এবং ঐ

অত্র বংশা মহাস্থানন্তেবাং পার্থিবসস্তমাঃ ।
 কীর্ত্যন্তে দীর্ঘবংশসো ভূরিজবিবর্ত্তজসঃ ॥ ১৫৩
 কুশিকস্ত চ বিপ্রর্থেঃ সম্যগ্ভাষো ধর্ম্মসংভ্রমঃ ।
 বাহিস্পত্যস্ত স্তুতির্ভবিজ্ঞ শাপমিহাসুদন ॥ ১৫৪
 কীর্ত্তনং ভঙ্কু বংশস্ত শান্তনোরীর্ধাশকনম্ ।
 ভবিষ্যতাং তথা রাজাসুপসংহারশকনম্ ॥ ১৫৫
 অনাগতানাং সপ্তানাম্ মনুনাকোপবর্ননম্ ।
 ভৌমস্যাতে কলিযুগে ক্ষীণে সংহারবর্ননম্ ॥ ১৫৬
 পরাক্ষিপরেয়োষ্টব লক্ষণং পরিকীর্ত্যতে ।
 ব্রহ্মণো যোজনাগ্রেণ পরিমাণবিনির্গয়ঃ ॥ ১৫৭
 নৈমিত্তিকঃ প্রাকৃতিকস্তথৈবাত্মান্তিকঃ স্মৃতঃ ।
 ত্রিবিধঃ সর্ক্কভূতানাং কীর্ত্যতে প্রতিসকরঃ ॥ ১৫৮
 অনাবৃষ্টিভিক্ষাচা চোরঃ সংবর্ত্তকোহনলঃ ।
 মেঘাট্টচকার্ণবং বায়ুস্তথা রাত্রিস্থহাস্তনঃ ॥ ১৫৯
 সংখ্যালক্ষণমুদ্বিষ্টং ততো ব্রাহ্মণ বিশেষতঃ ।
 ভূরাদীনঞ্চ লোকানাং সপ্তানামুপবর্ননম্ ॥ ১৬০
 কীর্ত্যন্তে চাত্র নিরয়াঃ পাপিনাং রোরবাঙ্গদঃ ।
 ব্রহ্মলোকোপরিষ্ঠাত্তু শিবস্ত স্থানমুত্তমম্ ॥ ১৬১
 যত্র সংহারযায়ান্তি সর্ক্কভূতানি সজ্জয়ে ।

বংশীয় মহাবলসম্পন্ন অত্যাশ্রয়শীল মহাত্মা
 পার্থিববংশের চরিত্রকথা, বিদ্রোহী কুশিকের
 সম্যক্ ধর্ম্মাচরণ-কথা, স্তুতি দ্বারা বৃহস্পতি-
 দস্ত শাপের অপনোদন, ভঙ্কু বংশবর্নন, শান্ত-
 নুর বীরত্ব কীর্ত্তন, উপসংহার বর্ণন, ভাবী
 ভূপালগণের ও অনাগত সপ্তানুর বিবরণ,
 কলি যুগক্ষেয়ে সমস্তের সংহার বর্ণন, ইত্যাদি
 বর্ণিত হইয়াছে । ১৫০—১৫৬ । অনন্তর
 পরাক্ষ ও পরলক্ষণ, ব্রহ্মসৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডের
 যোজনাক্রমিক পরিমাণ নির্দেশ, নৈমিত্তিক
 প্রাকৃতিক ও আত্মান্তিক ভূবৃন্দের এই ত্রিবিধ
 প্রতিসকার বর্ণন, ভাস্কর হইতে অনাবৃষ্টি,
 ভয়ঙ্কর সম্বর্ত্তকামি, মেঘ, একাব বায়ু, বিভা-
 বদী, ব্রাহ্মা লক্ষণ সংখ্যা, এবং ভূরাদি সপ্ত
 লোক বিশেষরূপে উপবর্ণিত হইয়াছে । অতঃ-
 পর পাপবিশেষে রোরবাদি নরকপ্রাপ্তি বিব-
 রণ, যেখানে ভূতবৃন্দ প্রলয়ে লয় পায়, ব্রহ্ম-
 লোকের উর্দ্ধস্থিত সেই শিবলোকের বর্ণন,

সর্ব্বপ্রাণীর পরিণামনির্ণয়ঃ ॥ ১৬২
ব্রহ্মণঃ প্রতিসংসর্গে সর্ব্বসংহারবর্ণনম্ ।
অষ্টরূপমতঃ প্রোক্তং প্রাপ্ত্যষ্টকণ্ঠেব চ ॥ ১৬৩
গতিশ্চৈকান্দ্রমধোচ্চাক্তা ধর্ম্মাধর্ম্মসমাশ্রয়াঃ ।
কল্পে কল্পে চ ভূতানাং মহত্ম্যমপি সঙ্গরঃ ॥ ১৬৪
প্রমথ্যায় চ দুঃখানি ব্রহ্মণশ্চাপানিত্যতা ।
দৌরাত্ম্যাকৈব ভোগানাং পরিণামনির্ণয়ঃ ॥ ১৬৫
দুর্লভত্বক মোক্ষস্ত বৈরাগ্যাদৌষদর্শনম্ ।
ব্যক্তাব্যক্তং পরিভাষ্য সত্ত্বং ব্রহ্মণি সংস্থিতম্ ॥
নানাত্বদর্শনাক্ষুদ্রং ততস্তদভিবর্ত্ততে ।
ততস্তাপত্তয়াভীতো নীরূপাখ্যো নিরঞ্জনঃ ॥ ১৬৭
আত্মন্দো ব্রহ্মণঃ প্রোক্তো ন বিভেতি কৃতশ্চন ।
কীর্ত্তিতে চ পুনঃ সর্গো ব্রহ্মণোহত্মজ পূর্ব্ববৎ ॥
কীর্ত্তিতে ঋষিবংশশ্চ সর্ব্বপাপপ্রণাশনঃ ।
ইতি কৃত্যসমুদ্দেশঃ পুরাণস্তপিবর্ণিতঃ ॥ ১৬৯
কীর্ত্তিতে জগতো হত্র সর্ব্বপ্রদয়বিক্রিয়াঃ ।
প্রবৃত্তয়শ্চ ভূতানাং নিবৃত্তীনাং ফলানি চ ॥ ১৭০
প্রাহুর্ভাবো বশিষ্ঠস্ত শক্রে জ্ঞান্য তথৈব চ ।
সৌদামনিগ্রহস্তস্ত বিশ্বামিত্রকৃ. তন চ ॥ ১৭১

পরশরস্ত চৌপত্তিগৃহ্যৎ যথা বিভোঃ ।
জস্তে পিতৃণাং কথ্যায়ং ব্যাসশ্চাপি যথা মুনিঃ ॥ ১৭২
শুক্য চ তথা জন্ম সহপুল্লস্ত ধীমতঃ ।
পরশরস্ত প্রহর্যো বিশ্বামিত্র হতো য ॥ ১৭৩
বশিষ্ঠসভৃতশ্চাধির্বিশ্বামিত্রজিহ্বাসময়া ।
সন্তানহতোবিভূনা চৌর্ণঃ স্কন্দেন ধীমতা ॥ ১৭৪
দৈবেণ বিদিনি বিশ্র বিশ্বামিত্র হতৈবিশা ।
একং বেদকং হুংস. দকং হুর্কী পূর্ব্বরীধরঃ ॥ ১৭৫
যথা বিভেদ ভগবান্ ব্যাসঃ সর্ব্বান্ শবুক্রিতঃ ।
তস্ত দ্বিধোঃ প্রত্বেষ্যশ্চ শাখাভেদাঃ যথা কৃত্যঃ ।
প্রয়োগৈঃ বদ্গুণীয়েশ্চ যথা পৃষ্টঃ শমভূবা ।
পৃষ্টেন চানুপৃষ্টাশ্চৈব মুনয়ো ধর্ম্মকাজ্ঞনঃ ॥ ১৭৭
দেশং পুণ্যমভীপস্তু বিভূনা তদ্বিতৈবিশা ।
সুনাভং দিব্যরূপাখ্যং সত্যাদ্ভ্যং শুভবিক্রমম্ ॥
অনৌপম্যমিদকং বর্ত্তমানমতল্লিতাঃ ।
পৃষ্টতো যাত নিয়তাস্ততঃ প্রাপ্যাব যজ্ঞিতম্ ॥ ১৭৯
গচ্ছতো ধর্ম্মচক্রস্ত যত্র নেমিবিশৌধ্যতে ।

তঁহার নিগ্রহ, পরশরের উৎপত্তি, বিভুর
অদর্শন, পিতৃগণের কথা বসবোর গর্ভে মুনিবর
ব্যাসের উদ্ভব, ধীমান্ শকের উৎপত্তি,
বিশ্বামিত্রের মপুত্র পরশরের প্রতি ষিষ,
বিশ্বামিত্রের নিধন সাধনের জন্য বশিষ্ঠ কর্তৃক
অগ্নি উৎপাদন, বিশ্বামিত্রের হিতফামনায়
সন্তানার্থ ধীমান্ স্কন্দের তপশ্চরণ; ভগবান্
ব্যাস বুদ্ধিপূর্ণক যেরূপে এক বেদকে চতুর্ধা
বিভক্ত করিয়াছিলেন, পরে তাঁহার শিষ্য
ও প্রশিষ্যগণ কর্তৃক যেরূপে বেদের শাখা
সংলি বিভক্ত হয়, সে সমুদায়ও বর্ণিত হই-
য়াছে। ১৭১—১৭৬। ব্রহ্মহৃদে, ধর্ম্মাকাজ্ঞী
মুনিগণ পুণ্য দেশগমনে আভিগম্য হইয়া ব্রহ্মার
নিকট গমিত্র দেশের বিষয় জিজ্ঞাসা করেন।
হিতাকাজ্ঞী বিভু ব্রহ্মা তদন্তরে তঁহাদিগকে
বলিলেন,—তোমরা অতল্লিত হইয়া এই
সুনাভ, সত্যাদ্ভ, শুভবিক্রম দিব্যরূপাতিধেয়
অনুপম, ধর্ম্মচক্রের অনুবর্ত্তন কর, তাহা হই-
লেই তোমাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। এই

সর্ব্বপ্রাণীর পরিণাম নির্ণয়, ব্রহ্মার প্রতিসর্গ,
ও সমস্তের সংহার বর্ণন, অষ্টপ্রাণের অষ্ট-
রূপত্ব কথন, ধর্ম্ম এবং অধর্ম্মের সংশ্রয়ে
উর্দ্ধ ও অধোগতি কীর্ত্তন, কল্পে কল্পে মহাত্ম-
বৃন্দের সংহার, দুঃখপ্রসংখ্যান, ব্রহ্মরও
অনিত্যতা, ভোগপ্রবাহের দৌরাত্ম্য ও তাহার
পরিণাম নির্ণয়, মোক্ষের দৌর্লভ্য; বৈরাগ্যো-
দয়ে সংসারের দৌষদর্শন, ব্যক্তাব্যক্ত পরিহার-
পূর্ব্বক নানাত্বদর্শনে সুপরিশুদ্ধ ব্রহ্মনিষ্ঠসত্ত্ব
অভিবর্ত্তন, ত্রিবিধ তাপপরিশুদ্ধ রূপহীন
নিরঞ্জন অনাকুল ব্রহ্মানন্দের অভিধান, ব্রহ্মার
পুনরায় ব্রহ্মণ্ড সৃষ্টি, সর্ব্বপাপহর ঋষিবংশ
কীর্ত্তন, পুরাণের উদ্দেশ্য বর্ণন, নিখিল জগ-
তের প্রলয়বিকৃতি, এবং ভূতবৃন্দের প্রেরতি
ও নিবৃত্তি ফল, এই সকল কীর্ত্তিত হইয়াছে।
১৫৭—১৭০। বশিষ্ঠের প্রাহুর্ভাব, শক্রে
জন্ম, বিশ্বামিত্রের প্রেরণায় সৌদাম হইতে

পুণ্যঃ স দেশো মন্তব্য ইত্যাচ তদা প্রভুঃ ॥১৮০॥
উক্চা চৈবমবীন্ ব্রহ্মা হৃদৃশমুগাং পুনঃ ।
গঙ্গাগর্ভনমাহারং নৈমিষেষুমেব চ ॥ ১৮১ ॥
ঐজিরে চৈব সত্ত্রেণ নুংয়ে নৈমিষে তদা ।
মুতে শরপতি তথা তস্ত চোৎপন্নং কৃতম্ ॥ ১৮২ ॥
ঋষয়ো নৈমিষেয়াস্ত শ্রদ্ধয়া পরয়া পুনঃ ।
নিঃসীমাং গামিমাং কুংস্নাং কৃত্বা রাজানমাহরন্
যথাবিধি যথাশাস্ত্রং তথাতিথ্যৈরপুঞ্জরন্ ।
প্রীত্য তথা কৃত্যতিথ্যং রাজানং বিবিবস্তদা ॥১৮৪॥
অন্তর্জানগতঃ ক্রুরঃ স্বভীতুরহুরোহহরং ।
অনুসঙ্কৃত্য তং চাপি নৃপঐড়ঃ যথা পুরা ॥১৮৫॥
গন্ধর্বসহিতং দৃষ্ট্বা কলাপগ্রামবাসিনম্ ।
সন্নিপাতঃ পুনস্তস্ত যথা যজ্ঞে মহর্ষিভিঃ ॥ ১৮৬ ॥
দৃষ্ট্বা হিরণ্যং সর্ষং যজ্ঞে বস্ত মহাস্থানম্ ।
তদা বৈ নৈমিষেয়াণাং নরে দ্বাদশবার্ষিকে ॥১৮৭॥

ধর্ম্যচক্রে যাইতে যাইতে যেখানে গিয়া ইহার
নৈমি বিশীর্ণ হইবে, সেই দেশই তোমরা পুণ্য-
দেশ বলিয়া জানিবে । ব্রহ্মা ঋষিদিগকে এই
কথা কহিয়া অদৃশ হইলেন । মুনিগণও ব্রহ্মার
আদেশ অনুসারে চক্রের পঞ্চাঙ্গামী হইয়া
গঙ্গাগর্ভনমীপে নৈমিষারণ্য প্রাপ্ত হইয়া
সেইস্থানে যজ্ঞাচুঠান করিলেন । অনন্তর
তঁাহাদিগের মধ্যে শরদ্বান্ নামক জনৈক ঋষির
মৃত্যু হয় । ঋষিগণ তঁাহাকে পুনরুজ্জীবিত
করেন । নৈমিষারণ্যবাসী ঋষির পুনরায়
পরম ব্রহ্মা সহকারে তঁাহাকে এই অশেষ
ভূমণ্ডলের অধিবাস করিয়া যথাবিধি যথাশাস্ত্র
তঁাহার আতিথ্য সংকার করিলেন । তখন
ক্রুরকর্ম্মী রাহু সেই রাজার তাদৃশ সংকারাদি
দর্শনে অন্তরালে থাকিয়া তঁাহাকে হরণ করিয়া
লইয়া গেল । পরে মুনিগণ তঁাহার অনু-
সন্ধান করিতে গিয়া ঐড় নৃপকে গন্ধর্ব-
গণ সহ কলাপগ্রামে বাস করিতে দোষলেন
এবং তঁাহাকে যেরূপে তথা হইতে যজ্ঞস্থানে
আমন্ত্রণ করিলেন, যেরূপে ঐড় নৃপ সেই
দ্বাদশবার্ষিকী যজ্ঞে নৈমিষারণ্যবাসী মুনি-
গণের স্বর্গীয় পাত্র সকল স্বর্গময় দেখিয়া লোভ-

যথা বিবদমানস্ত ঐড়ঃ সংস্থাপিতস্ত তৈঃ ।
জনয়িত্বা তুরণ্যাস্তে ঐড়পুত্রং যথায়ম্ ॥ ১৮৮ ॥
সমা- রিত্বা তৎসজ্জমাযুযং পশুপাদন্তে ।
এতং সর্ষং যথারুহং ব্যাখ্যাতং দিবঙ্গম্ভয়ঃ ॥
ঋষীণাং পরমং চাত্র লোকতত্ত্বমনুস্তমম্ ।
ব্রহ্মণা যৎ পুরা প্রোক্তং পুণ্যং জ্ঞানমুত্তমম্ ॥
অবতারশ্চ রুদ্রশ্চ দিবঙ্গানু যথাকরণং ।
তথা পাণ্ডপতা যোনাঃ স্থানানাকৈব কীর্তনম্ ॥
লিঙ্গোত্তমশ্চ দেবীশ্চ নীলকণ্ঠম্ভবচ ।
কথ্যতে যত্র বিপ্রাণাং বায়না ব্রহ্মাবাদিনা ॥ ১৯২ ॥
ধন্যং যশস্তমায়ুযা পুণ্যং পাপপ্রশাশনম্ ।
কীর্তনং শ্রবণং চাস্ত ধারণক বিশেষতঃ ॥ ১৯৩ ॥
অনেন হি ক্রমেণেদং পুরাণং সৎপ্রচক্ষতে ।
সুখমর্থঃ সমূপেন মহানপ্যুপলভাতে ॥ ১৯৪ ॥
তস্মাৎ দিকিৎ সমুদ্ভিষ্ট পঞ্চাঙ্গক্ষ্যামি বিস্তরম্ ।
পানমাদ্যমিদং সম্যক্ যোহনীয়াত জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥

বশতঃ তঁাহাদিগের সহিত বিবাদ করিয়া মৃত্যু-
মুখে পতিত হইয়াছিলেন, বেরূপে নৈমিষারণ্য-
মধ্যে ঐড়পুত্র আয় উৎপাদিত হন এবং যেরূপে
যজ্ঞ সমাপনপূর্ব্বক সকলেই সেই আয়ুকে
উপাসনা করেন, হে বিপ্রবরগণ ! এতৎ-
সমস্ত ব্যাখ্যাত হইয়াছে । ইহাতে ঋষিগণের
পরম শ্রেষ্ঠ লোকতত্ত্ব, ব্রহ্মপ্রোক্ত অনুস্তম
প্রাচীন জ্ঞানযোগ, বিজ্ঞগণের প্রতি অনু-
গ্রহার্থ রুদ্রাবতার, পাণ্ডপতযোণ, স্থানসমূহের
বিবরণ এবং মহাভাবের লিঙ্গোত্তম ও তদীয়
নীলকণ্ঠ এই সকল বিষয় ব্রহ্মাবাদী বায়ু
ব্রাহ্মগণিগের নিকট কীর্তন করিয়াছিলেন ।
১৭৭—১৯২ । ইহা সম্যকরূপে কীর্তন, শ্রবণ
বা ধারণ করিলে যশোলাভ, আয়ুর্বাধি, পবিত্রতা,
পাপরাশি নাশ এবং জীবন ধৃত হইয়া থাকে ।
পূর্ব্ব যে ক্রম নির্দেশ করিলাম, এই ক্রমানু-
সারেই এই পুরাণ কীর্তিত হইবে । পুরা-
ণোক্ত বিষয়গুলি সংক্ষেপে জানা থাকিলে
পরে ইহার অর্থোপলব্ধি অনায়াসেই হইতে
পারিবে, এই বিবেচনায় প্রথমে পুরাণোক্ত
বিষয়গুলি সংক্ষেপে বর্ণন করা হইল ; অতঃপর

ভেনাবীতং পুরাণং তৎ সৰ্ব্বং নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ।
 যো বিদ্যাচ্চতুরো বেদান্ সান্ধোপনিবদো দ্বিজঃ ॥
 ন চেৎ পুরাণং সংবিদ্যাগ্নৈব স স্ত্রীবিচক্ষণঃ ।
 ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃত্তং হরেৎ ॥১৯৭
 বিভেত্যল্লশ্চ তদ্বেনো মাময়ং প্রহরিষ্যতি ।
 অভ্যাসম্মিমধ্যায়ং সাক্ষাৎ প্রোক্তং স্বয়মুবা ॥
 আপদং প্রাপ্য মুচ্যতে যঃ স্ত্রীং প্রাপ্নুয়াক্ৰান্তিম্ ।
 সন্মাতং পুরা হনতীদং পুরাণং তেন তৎ স্মৃতম্ ॥
 নিরুক্তমস্ত যো বেদ সৰ্ব্বপাটৈঃ প্রমুচ্যতে ।
 নারায়ণঃ সৰ্ব্বমিদং বিশ্বং ব্যাপ্য প্রবৰ্ত্ততে ।
 তস্তাপি জগতঃ স্রষ্টাঃ স্রষ্টা দেবো মহেশ্বরঃ ॥
 অতশ্চ সংক্ষেপম্ভিমং শৃণুধ্বং
 মহেশ্বরঃ সৰ্ব্বমিদং পুরাণম্ ।

বিস্তৃত করিয়া কীৰ্ত্তন করিব । ১৯৩—১৯৫ ।
 যে জিতেন্দ্ৰিয় ব্যক্তি মনোযোগের সহিত ইহার
 আদ্যোপান্ত অধ্যয়ন করেন, তাঁহার সমস্ত
 পুরাণই অধ্যয়ন করা হয়, ইহাতে সন্দেহ
 নাই । যে দ্বিজ অঙ্গ ও উপনিষৎসহ চতুর্কেদ
 অধ্যয়ন করেন, অথচ যদি তাঁহার পৌরাণিক
 বিষয় সকল অজ্ঞাত থাকে, তাহা হইলে তিনি
 বিচক্ষণ হইতে পারেন না । ইতিহাস এবং
 পুরাণ ছাড়াই বেদজ্ঞান পরিপুষ্ট করিতে
 হয় । বিশেষতঃ, 'এই ব্যক্তি আমাকে প্রহার
 করিবে' এই বিবেচনাগ্ন বেদ অজ্ঞস্ত ব্যক্তিকে
 সৰ্ব্বদাই ভয় করিবার থাকেন । বস্তুতঃ অজ্ঞস্ত
 ব্যক্তির নিকটই বেদকে অবমানিত হইতে হয় ।
 এই অধ্যায়ের বক্তা সাক্ষাৎ স্বয়মুবা ; সুতরাং
 ইহা অভ্যাস করিলে উপস্থিত আপদ হইতে
 মুক্ত হওয়া যায় এবং অস্তে অভীষিত সঙ্গতি
 লাভ হয় । ইহা অতি পুরাতন এবং ইহা
 সমস্ত শাস্ত্রের পুরক, এই জ্ঞাত ইহাকে পুরাণ
 বলে । ইহার এই নিরুক্ত বা ব্যুৎপত্তি যিনি
 জানেন, তিনি সৰ্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া
 থাকেন । নারায়ণ এই নিখিল বিশ্ব ব্যাপিয়া
 বিরাজ করিতেছেন, সেই সৰ্ব্বব্যাপী জগৎস্রষ্টা
 নারায়ণেরও সৃষ্টিকর্তা মহেশ্বর । এই সমগ্র
 পুরাণ সেই মহেশ্বরময় । তিনি সৃষ্টিকালে

স সৰ্গকালে চ কথোতি সৰ্গান্
 সংহারকালে পুনরাবদীত ॥ ২০১

ইতি শ্রী মাধিমহাপুরাণে ব্রহ্মণ্ডে প্রকৃষ্ণাপাদে
 প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

শ্রীশুক উবাচ ।

প্রাক্রান্ত পুনঃ স্মৃতমুদয়ন্তে তপোধনঃ ।
 কুত্ৰ সত্রং সমভবৎ তেদামহু তকর্ণ্যাম ॥ ১
 ক্রিয়তৃষ্ণৈব তৎ কালং কথং সমবৰ্ত্তত ।
 আচক্ষু পুরাণকং বখং তেভ্যঃ প্রভঞ্জনঃ ॥ ২
 আচক্ষু বিস্তরেণেনং পরং কোতুহলং হি নঃ ।
 ইতি সন্মোদিতঃ সূতঃ প্রত্যাচাচ শুভং বচঃ ॥ ৩
 শৃণুধ্বং যত্র তে ধীরা স্বেজিরে সত্রমুত্তমম্ ।
 যাবন্তকাভ্যাং কালং যবা চ সমবৰ্ত্তত ॥ ৪

সমস্ত সৃষ্টি করেন, এবং পুনরায় শ্রলয়ে সমস্ত
 গ্রহণ করিয়া থাকেন ; অতএব যত্নের সহিত
 সকলে ইহা শ্রবণ করুন । ১৯৬—২০১ ।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ।

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

শুক বলিলেন,—সেই তপোধন ঋষিগণ
 পুনরায় স্মৃতির নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন—
 সূত! সেই অদ্ভুতকৰ্ম্মা । ঋষিগণের যজ্ঞ
 কোথায় হইয়াছিল এবং উহা কতকাল স্থায়ী
 হইয়া কিরূপেই বা নিৰ্ম্মল হইল? আর
 বয়ুই বা কিরূপে তাহাদিগের নিকট পুরাণ-
 কথা বলিলেন? আমাদের শ্রুতিতে অত্যন্ত
 কোতুহল হইয়াছে, তুমি আমাদের নিকট
 ঐ সকল কথা সবিস্তার বর্ণন কর । ঋষিগণ
 এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে সূত তাহার
 প্রত্যুত্তরে মিষ্টভাষায় বলিতে লাগিলেন,—হে
 ধীরগণ! ঋষিগণ যে স্থানে সেই উত্তম
 অশুষ্ঠন করিয়াছিলেন, ঐ যজ্ঞানুষ্ঠান যতকাল
 পর্য্যন্ত চলিয়াছিল এবং যে প্রকারে উহা

দিশ্চক্ষমাণা বিশ্বং হি যত্র বিশ্বস্থজঃ পুরা ।
 সত্রং হি ঐজিরে পূণ্যং সহস্রং পরিবৎসরান্ ॥ ৫
 তপোগৃহপতির্ধ্বং ব্রহ্মা ব্রহ্মাভবৎ স্বয়ম্ ।
 ইলায়া যত্র পত্নীভূত্বা শামিত্রং যত্র বুদ্ধিমন্ ॥ ৬
 মৃত্যুশ্চক্রে মহাতেজাশ্চাম্বিন্ সত্রে মহাজ্ঞানাম্ ।
 বিবুধা ঐজিরে তত্র সহস্রং প্রতিবৎসরান্ ॥ ৭
 ভবতো ধর্মচক্রস্ত যত্র নৈমিরশীর্ঘ্যত ।
 কক্ষণা তেন বিখ্যাতে নৈমিষং মুনীপুঞ্জিতম্ ॥ ৮
 যত্র সা গোমতী পূণ্য শিক্চারণসেবিতা ।
 রোহিণী সূর্যবে তত্র ততঃ সৌম্যোহভবৎ সূতঃ ॥
 শক্রির্যোষ্ঠঃ সমভবৎ বসিষ্ঠস্ত মহাত্মনঃ ।
 অরুণকৃত্যঃ সূতা যত্র শতমুত্তমতেজসঃ ॥ ১০
 কক্ষাষপাদো নৃপতির্ধ্বং শপ্তশ্চ শক্রিণা ।
 যত্র বৈরং সমভবদ্বিহাগিত্রবসিষ্ঠগোঃ ॥ ১১
 অদৃষ্টত্যাং সমভবন্মুনির্ধ্বং পরাশরঃ ।
 পরাভবো বসিষ্ঠস্ত যস্মিন্ জাতেহপ্যবর্তত ॥ ১২

নির্কাহ হইয়াছিল, তাহা আপনাদের নিকট বলিতেছি শ্রবণ করুন । ১—৪ । পুরাকালে বিশ্বস্তম্ভগণ বিশ্বস্থষ্টি কামনায় স্বয়ং ব্রহ্মকে ব্রহ্মপদে বসিত করিয়া সহস্র বৎসর পর্যন্ত যে স্থানে পূণ্যযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, যেখানে ইলার পত্নীভূত ও স্বামিত্ব হইয়াছিল, যে স্থানে মহাতেজা যম যজ্ঞানুষ্ঠান করেন; যেখানে দেবগণও সহস্র বর্ষ পর্যন্ত বজ্রানুষ্ঠান করিয়াছিলেন, ভ্রমণপরায়ণ ধর্মচক্রের নৈমিষ দ্বীপে হওয়ায় যে স্থান মুনিপুঞ্জিত নৈমিষ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, শিক্চারণসেবিতা পূণ্যতোয়া গোমতী যেখানে প্রবাহিত হইতেছেন, মহাত্মা বসিষ্ঠের যোষ্ঠ তনয় সৌম্যাকৃতি শক্তিকে রোহিণী যেখানে প্রসব করিয়াছিলেন, সেখানে অরুণকর্তার গর্ভ হইতে বসিষ্ঠের এক শত তেজস্বী তনয় প্রারম্ভিত হইয়াছিলেন, যেখানে বসিষ্ঠ-তনয় শক্রী বক্ষাষপাদ রাজকে অভিষেক করিয়াছিলেন, যেখানে বিধামিত্র এবং বসিষ্ঠের দ্বিগোষ উপবিহিত হয় এবং সেখানে অদৃষ্টা-গর্ভে পরাশর উৎপন্ন হইলে বসিষ্ঠের বিশ্বামিত্র-

ভত্র তে ঐজিরে সত্রং নৈমিষে ব্রহ্মবাদিনঃ ।
 নৈমিষে ঐজিরে যত্র নৈমিষেদ্ব্যভূতঃ স্মৃতাঃ ॥ ১৩
 তৎ সত্রমভবৎশবৎ সমা বংশ দীমতাশ্চ ।
 পুরুষসি ঐজ্রান্তে প্রশাসতি বহুকরাম্ ॥ ১৪
 অষ্টাদশ সমুদ্রস্ত দীপানবন্ পুরুষাঃ ।
 ভূতোষ নৈব রত্নানাং লোভাদিতি হি নঃ শ্রুতম্
 উরুশী চকমে যক্ দেবহুতিপ্রবোদিতা ।
 আজহার চ তৎ সত্রং স্বর্ষৈবশ্চা মহা সহস্রতঃ ॥ ১৫
 তস্মিন্ নরগণো সত্রং নৈমিষেচাঃ প্রচক্রিরে ।
 যৎ গর্ভে সূর্যবে গভ্রা পাবকাকৌশতেজসম্ ॥ ১৭
 তদুৎসবং পর্যন্তে ব্রহ্মং হিব্যাং প্রত্যপন্যত ।
 হিরণ্যভূতশ্চক্রে যজ্ঞবাটং মহাত্মনাম্ ॥ ১৮
 বিশ্বকর্মা স্বয়ং দেবো ভাবয়ন্ লোকভাবনাম্ ।
 রূহস্পতিস্তত্তত্র তেষাংমণিততেজসাম্ ॥ ১৯
 ঐভঃ পুরুষা ভেজে তৎ দেশং মৃগয়াং চ্যবন্ ॥

জানিত পদাভব অপগত হইয়াছিল, সেই ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ সেই নৈমিষক্ষেত্রেই যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন । এই স্থানে যজ্ঞ করেন বলিয়া তাঁহারা তৎকালে নৈমিষের নামে প্রসিদ্ধি হন । ৫—১৩ । দীমান ঋষিগণের এই যজ্ঞ ষাশ বর্ষ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হইয়াছিল । এই সময় প্রবল পরাক্রান্ত রাজা পুরুষা বহুকরা শাসন করিতেছিলেন । আমরা শুনিয়াছি,—তিনি অষ্টাদশ দীপের একবিপত্য পাইয়াও ধনরত্ন লোভে পরিতপ্ত হইতে পারেন নাই । উরুশী দেবহুতি কর্তৃক প্রেরিত হইয়া পুরুষাকে পতিতে বরণ করেন । পুরুষা এই স্বর্ষৈবশ্চার সহিত মিলিত হইয়া একটি ব্রহ্মানুষ্ঠান করিয়াছিলেন । এই নরপতির রাজ্যশাসন সময়েই নৈমিষরম্যবাসী ঋষিগণ যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন । পাপকের সংসর্গে গভ্রা গর্ভ হইয়াছিল, এই প্রদীপ্ত গর্ভ পুরুষাশ্রমে ব্রহ্ম হইয়া সূর্যবাকারে পরিণত হয় এবং বিশ্বকর্মা ও রূহস্পতি এই সূর্যবাচী অমিততেজা মহাত্মা ঋষিগণের সেই ব্রহ্মবল সূর্যবয় করিয়াছিলেন । ১৪—১৯ । এক সময় রাজা পুরুষা মৃগয়া

তৎ দৃষ্ট্বা মহাদাশৰ্য্যং যজ্ঞবাক্যং হিরণ্যগম্ ॥ ২০
 লোহেন হতবিজ্ঞানস্তদাকৃতং প্রচক্রে য় ।
 নৈমিষেয়াস্ততস্তত্ত্ব চুক্রধুম্নং পিতৃভৃশম্ ॥ ২১
 নিজল্লুপ্যপি সংক্ৰুদ্ধঃ কৃশশত্রৈর্ঘনৌষিঃ ।
 ততো নিশান্তে রাজানং মুনয়ো দৈবনোদিতাঃ ॥
 কুশবজ্রৈর্বিনিষ্পিষ্টাঃ স রাজা ব্যজহাস্তনুম্ ।
 ঔষ্মেশং ততস্তত্ত্ব পুত্রকক্ৰুন্ পং ভুবি ॥ ২২
 নহমস্ত মহাত্মানং পিতাং যং প্রচক্ৰতে ।
 স তেঃ পরিবৃতঃ সম্যক্ ধর্ম্মলীলো মহী পিঃ ॥
 আয়ুঃ প্রিয়তমঃ পুত্রস্তুষ্ঠাং স নরনস্তুমঃ ।
 স্থাপদিতা চ রাজানং ততো ব্রহ্মবিদাং বরাঃ ॥
 সত্ৰমারেভিরে বর্তুং যথাবদ্বদ্বতুতয়ে ।
 বভূব সত্ৰং তন্তেষং বহ্নাশৰ্য্যং মহাত্মনাম্ ॥ ২৩
 বিধং সিস্কৃত্যং তেষাং পুরা বিশ্বস্বজামিব ।
 বৈখাননৈঃ প্রিয়সংৈর্বাণিবিদৈর্গরীচৈকৈঃ ॥ ২৪

অষ্টাশ্চ মুনিভিঃ কুঃ স্তং সূৰ্য্যবৈখাননরশ্রুতৈঃ ।
 পিতৃদেবাপ্সরাসিতৈকৈঃ স্কির্কোঃ স্পচারণৈঃ ॥ ২৫
 সত্ৰং স্তেজঃ স্তেজঃ স্তেজঃ স্তেজঃ স্তেজঃ স্তেজঃ ॥
 স্তোত্রগতং হৈন্দেবান্ পিতৃন পিতৃশ্চ কৰ্ম্মভিঃ
 ২১-২২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১ ৩২ ৩৩ ৩৪ ৩৫ ৩৬ ৩৭ ৩৮ ৩৯ ৪০ ৪১ ৪২ ৪৩ ৪৪ ৪৫ ৪৬ ৪৭ ৪৮ ৪৯ ৫০ ৫১ ৫২ ৫৩ ৫৪ ৫৫ ৫৬ ৫৭ ৫৮ ৫৯ ৬০ ৬১ ৬২ ৬৩ ৬৪ ৬৫ ৬৬ ৬৭ ৬৮ ৬৯ ৭০ ৭১ ৭২ ৭৩ ৭৪ ৭৫ ৭৬ ৭৭ ৭৮ ৭৯ ৮০ ৮১ ৮২ ৮৩ ৮৪ ৮৫ ৮৬ ৮৭ ৮৮ ৮৯ ৯০ ৯১ ৯২ ৯৩ ৯৪ ৯৫ ৯৬ ৯৭ ৯৮ ৯৯ ১০০ ১০১ ১০২ ১০৩ ১০৪ ১০৫ ১০৬ ১০৭ ১০৮ ১০৯ ১১০ ১১১ ১১২ ১১৩ ১১৪ ১১৫ ১১৬ ১১৭ ১১৮ ১১৯ ১২০ ১২১ ১২২ ১২৩ ১২৪ ১২৫ ১২৬ ১২৭ ১২৮ ১২৯ ১৩০ ১৩১ ১৩২ ১৩৩ ১৩৪ ১৩৫ ১৩৬ ১৩৭ ১৩৮ ১৩৯ ১৪০ ১৪১ ১৪২ ১৪৩ ১৪৪ ১৪৫ ১৪৬ ১৪৭ ১৪৮ ১৪৯ ১৫০ ১৫১ ১৫২ ১৫৩ ১৫৪ ১৫৫ ১৫৬ ১৫৭ ১৫৮ ১৫৯ ১৬০ ১৬১ ১৬২ ১৬৩ ১৬৪ ১৬৫ ১৬৬ ১৬৭ ১৬৮ ১৬৯ ১৭০ ১৭১ ১৭২ ১৭৩ ১৭৪ ১৭৫ ১৭৬ ১৭৭ ১৭৮ ১৭৯ ১৮০ ১৮১ ১৮২ ১৮৩ ১৮৪ ১৮৫ ১৮৬ ১৮৭ ১৮৮ ১৮৯ ১৯০ ১৯১ ১৯২ ১৯৩ ১৯৪ ১৯৫ ১৯৬ ১৯৭ ১৯৮ ১৯৯ ২০০ ২০১ ২০২ ২০৩ ২০৪ ২০৫ ২০৬ ২০৭ ২০৮ ২০৯ ২১০ ২১১ ২১২ ২১৩ ২১৪ ২১৫ ২১৬ ২১৭ ২১৮ ২১৯ ২২০ ২২১ ২২২ ২২৩ ২২৪ ২২৫ ২২৬ ২২৭ ২২৮ ২২৯ ২৩০ ২৩১ ২৩২ ২৩৩ ২৩৪ ২৩৫ ২৩৬ ২৩৭ ২৩৮ ২৩৯ ২৪০ ২৪১ ২৪২ ২৪৩ ২৪৪ ২৪৫ ২৪৬ ২৪৭ ২৪৮ ২৪৯ ২৫০ ২৫১ ২৫২ ২৫৩ ২৫৪ ২৫৫ ২৫৬ ২৫৭ ২৫৮ ২৫৯ ২৬০ ২৬১ ২৬২ ২৬৩ ২৬৪ ২৬৫ ২৬৬ ২৬৭ ২৬৮ ২৬৯ ২৭০ ২৭১ ২৭২ ২৭৩ ২৭৪ ২৭৫ ২৭৬ ২৭৭ ২৭৮ ২৭৯ ২৮০ ২৮১ ২৮২ ২৮৩ ২৮৪ ২৮৫ ২৮৬ ২৮৭ ২৮৮ ২৮৯ ২৯০ ২৯১ ২৯২ ২৯৩ ২৯৪ ২৯৫ ২৯৬ ২৯৭ ২৯৮ ২৯৯ ৩০০ ৩০১ ৩০২ ৩০৩ ৩০৪ ৩০৫ ৩০৬ ৩০৭ ৩০৮ ৩০৯ ৩১০ ৩১১ ৩১২ ৩১৩ ৩১৪ ৩১৫ ৩১৬ ৩১৭ ৩১৮ ৩১৯ ৩২০ ৩২১ ৩২২ ৩২৩ ৩২৪ ৩২৫ ৩২৬ ৩২৭ ৩২৮ ৩২৯ ৩৩০ ৩৩১ ৩৩২ ৩৩৩ ৩৩৪ ৩৩৫ ৩৩৬ ৩৩৭ ৩৩৮ ৩৩৯ ৩৪০ ৩৪১ ৩৪২ ৩৪৩ ৩৪৪ ৩৪৫ ৩৪৬ ৩৪৭ ৩৪৮ ৩৪৯ ৩৫০ ৩৫১ ৩৫২ ৩৫৩ ৩৫৪ ৩৫৫ ৩৫৬ ৩৫৭ ৩৫৮ ৩৫৯ ৩৬০ ৩৬১ ৩৬২ ৩৬৩ ৩৬৪ ৩৬৫ ৩৬৬ ৩৬৭ ৩৬৮ ৩৬৯ ৩৭০ ৩৭১ ৩৭২ ৩৭৩ ৩৭৪ ৩৭৫ ৩৭৬ ৩৭৭ ৩৭৮ ৩৭৯ ৩৮০ ৩৮১ ৩৮২ ৩৮৩ ৩৮৪ ৩৮৫ ৩৮৬ ৩৮৭ ৩৮৮ ৩৮৯ ৩৯০ ৩৯১ ৩৯২ ৩৯৩ ৩৯৪ ৩৯৫ ৩৯৬ ৩৯৭ ৩৯৮ ৩৯৯ ৪০০ ৪০১ ৪০২ ৪০৩ ৪০৪ ৪০৫ ৪০৬ ৪০৭ ৪০৮ ৪০৯ ৪১০ ৪১১ ৪১২ ৪১৩ ৪১৪ ৪১৫ ৪১৬ ৪১৭ ৪১৮ ৪১৯ ৪২০ ৪২১ ৪২২ ৪২৩ ৪২৪ ৪২৫ ৪২৬ ৪২৭ ৪২৮ ৪২৯ ৪৩০ ৪৩১ ৪৩২ ৪৩৩ ৪৩৪ ৪৩৫ ৪৩৬ ৪৩৭ ৪৩৮ ৪৩৯ ৪৪০ ৪৪১ ৪৪২ ৪৪৩ ৪৪৪ ৪৪৫ ৪৪৬ ৪৪৭ ৪৪৮ ৪৪৯ ৪৫০ ৪৫১ ৪৫২ ৪৫৩ ৪৫৪ ৪৫৫ ৪৫৬ ৪৫৭ ৪৫৮ ৪৫৯ ৪৬০ ৪৬১ ৪৬২ ৪৬৩ ৪৬৪ ৪৬৫ ৪৬৬ ৪৬৭ ৪৬৮ ৪৬৯ ৪৭০ ৪৭১ ৪৭২ ৪৭৩ ৪৭৪ ৪৭৫ ৪৭৬ ৪৭৭ ৪৭৮ ৪৭৯ ৪৮০ ৪৮১ ৪৮২ ৪৮৩ ৪৮৪ ৪৮৫ ৪৮৬ ৪৮৭ ৪৮৮ ৪৮৯ ৪৯০ ৪৯১ ৪৯২ ৪৯৩ ৪৯৪ ৪৯৫ ৪৯৬ ৪৯৭ ৪৯৮ ৪৯৯ ৫০০ ৫০১ ৫০২ ৫০৩ ৫০৪ ৫০৫ ৫০৬ ৫০৭ ৫০৮ ৫০৯ ৫১০ ৫১১ ৫১২ ৫১৩ ৫১৪ ৫১৫ ৫১৬ ৫১৭ ৫১৮ ৫১৯ ৫২০ ৫২১ ৫২২ ৫২৩ ৫২৪ ৫২৫ ৫২৬ ৫২৭ ৫২৮ ৫২৯ ৫৩০ ৫৩১ ৫৩২ ৫৩৩ ৫৩৪ ৫৩৫ ৫৩৬ ৫৩৭ ৫৩৮ ৫৩৯ ৫৪০ ৫৪১ ৫৪২ ৫৪৩ ৫৪৪ ৫৪৫ ৫৪৬ ৫৪৭ ৫৪৮ ৫৪৯ ৫৫০ ৫৫১ ৫৫২ ৫৫৩ ৫৫৪ ৫৫৫ ৫৫৬ ৫৫৭ ৫৫৮ ৫৫৯ ৫৬০ ৫৬১ ৫৬২ ৫৬৩ ৫৬৪ ৫৬৫ ৫৬৬ ৫৬৭ ৫৬৮ ৫৬৯ ৫৭০ ৫৭১ ৫৭২ ৫৭৩ ৫৭৪ ৫৭৫ ৫৭৬ ৫৭৭ ৫৭৮ ৫৭৯ ৫৮০ ৫৮১ ৫৮২ ৫৮৩ ৫৮৪ ৫৮৫ ৫৮৬ ৫৮৭ ৫৮৮ ৫৮৯ ৫৯০ ৫৯১ ৫৯২ ৫৯৩ ৫৯৪ ৫৯৫ ৫৯৬ ৫৯৭ ৫৯৮ ৫৯৯ ৬০০ ৬০১ ৬০২ ৬০৩ ৬০৪ ৬০৫ ৬০৬ ৬০৭ ৬০৮ ৬০৯ ৬১০ ৬১১ ৬১২ ৬১৩ ৬১৪ ৬১৫ ৬১৬ ৬১৭ ৬১৮ ৬১৯ ৬২০ ৬২১ ৬২২ ৬২৩ ৬২৪ ৬২৫ ৬২৬ ৬২৭ ৬২৮ ৬২৯ ৬৩০ ৬৩১ ৬৩২ ৬৩৩ ৬৩৪ ৬৩৫ ৬৩৬ ৬৩৭ ৬৩৮ ৬৩৯ ৬৪০ ৬৪১ ৬৪২ ৬৪৩ ৬৪৪ ৬৪৫ ৬৪৬ ৬৪৭ ৬৪৮ ৬৪৯ ৬৫০ ৬৫১ ৬৫২ ৬৫৩ ৬৫৪ ৬৫৫ ৬৫৬ ৬৫৭ ৬৫৮ ৬৫৯ ৬৬০ ৬৬১ ৬৬২ ৬৬৩ ৬৬৪ ৬৬৫ ৬৬৬ ৬৬৭ ৬৬৮ ৬৬৯ ৬৭০ ৬৭১ ৬৭২ ৬৭৩ ৬৭৪ ৬৭৫ ৬৭৬ ৬৭৭ ৬৭৮ ৬৭৯ ৬৮০ ৬৮১ ৬৮২ ৬৮৩ ৬৮৪ ৬৮৫ ৬৮৬ ৬৮৭ ৬৮৮ ৬৮৯ ৬৯০ ৬৯১ ৬৯২ ৬৯৩ ৬৯৪ ৬৯৫ ৬৯৬ ৬৯৭ ৬৯৮ ৬৯৯ ৭০০ ৭০১ ৭০২ ৭০৩ ৭০৪ ৭০৫ ৭০৬ ৭০৭ ৭০৮ ৭০৯ ৭১০ ৭১১ ৭১২ ৭১৩ ৭১৪ ৭১৫ ৭১৬ ৭১৭ ৭১৮ ৭১৯ ৭২০ ৭২১ ৭২২ ৭২৩ ৭২৪ ৭২৫ ৭২৬ ৭২৭ ৭২৮ ৭২৯ ৭৩০ ৭৩১ ৭৩২ ৭৩৩ ৭৩৪ ৭৩৫ ৭৩৬ ৭৩৭ ৭৩৮ ৭৩৯ ৭৪০ ৭৪১ ৭৪২ ৭৪৩ ৭৪৪ ৭৪৫ ৭৪৬ ৭৪৭ ৭৪৮ ৭৪৯ ৭৫০ ৭৫১ ৭৫২ ৭৫৩ ৭৫৪ ৭৫৫ ৭৫৬ ৭৫৭ ৭৫৮ ৭৫৯ ৭৬০ ৭৬১ ৭৬২ ৭৬৩ ৭৬৪ ৭৬৫ ৭৬৬ ৭৬৭ ৭৬৮ ৭৬৯ ৭৭০ ৭৭১ ৭৭২ ৭৭৩ ৭৭৪ ৭৭৫ ৭৭৬ ৭৭৭ ৭৭৮ ৭৭৯ ৭৮০ ৭৮১ ৭৮২ ৭৮৩ ৭৮৪ ৭৮৫ ৭৮৬ ৭৮৭ ৭৮৮ ৭৮৯ ৭৯০ ৭৯১ ৭৯২ ৭৯৩ ৭৯৪ ৭৯৫ ৭৯৬ ৭৯৭ ৭৯৮ ৭৯৯ ৮০০ ৮০১ ৮০২ ৮০৩ ৮০৪ ৮০৫ ৮০৬ ৮০৭ ৮০৮ ৮০৯ ৮১০ ৮১১ ৮১২ ৮১৩ ৮১৪ ৮১৫ ৮১৬ ৮১৭ ৮১৮ ৮১৯ ৮২০ ৮২১ ৮২২ ৮২৩ ৮২৪ ৮২৫ ৮২৬ ৮২৭ ৮২৮ ৮২৯ ৮৩০ ৮৩১ ৮৩২ ৮৩৩ ৮৩৪ ৮৩৫ ৮৩৬ ৮৩৭ ৮৩৮ ৮৩৯ ৮৪০ ৮৪১ ৮৪২ ৮৪৩ ৮৪৪ ৮৪৫ ৮৪৬ ৮৪৭ ৮৪৮ ৮৪৯ ৮৫০ ৮৫১ ৮৫২ ৮৫৩ ৮৫৪ ৮৫৫ ৮৫৬ ৮৫৭ ৮৫৮ ৮৫৯ ৮৬০ ৮৬১ ৮৬২ ৮৬৩ ৮৬৪ ৮৬৫ ৮৬৬ ৮৬৭ ৮৬৮ ৮৬৯ ৮৭০ ৮৭১ ৮৭২ ৮৭৩ ৮৭৪ ৮৭৫ ৮৭৬ ৮৭৭ ৮৭৮ ৮৭৯ ৮৮০ ৮৮১ ৮৮২ ৮৮৩ ৮৮৪ ৮৮৫ ৮৮৬ ৮৮৭ ৮৮৮ ৮৮৯ ৮৯০ ৮৯১ ৮৯২ ৮৯৩ ৮৯৪ ৮৯৫ ৮৯৬ ৮৯৭ ৮৯৮ ৮৯৯ ৯০০ ৯০১ ৯০২ ৯০৩ ৯০৪ ৯০৫ ৯০৬ ৯০৭ ৯০৮ ৯০৯ ৯১০ ৯১১ ৯১২ ৯১৩ ৯১৪ ৯১৫ ৯১৬ ৯১৭ ৯১৮ ৯১৯ ৯২০ ৯২১ ৯২২ ৯২৩ ৯২৪ ৯২৫ ৯২৬ ৯২৭ ৯২৮ ৯২৯ ৯৩০ ৯৩১ ৯৩২ ৯৩৩ ৯৩৪ ৯৩৫ ৯৩৬ ৯৩৭ ৯৩৮ ৯৩৯ ৯৪০ ৯৪১ ৯৪২ ৯৪৩ ৯৪৪ ৯৪৫ ৯৪৬ ৯৪৭ ৯৪৮ ৯৪৯ ৯৫০ ৯৫১ ৯৫২ ৯৫৩ ৯৫৪ ৯৫৫ ৯৫৬ ৯৫৭ ৯৫৮ ৯৫৯ ৯৬০ ৯৬১ ৯৬২ ৯৬৩ ৯৬৪ ৯৬৫ ৯৬৬ ৯৬৭ ৯৬৮ ৯৬৯ ৯৭০ ৯৭১ ৯৭২ ৯৭৩ ৯৭৪ ৯৭৫ ৯৭৬ ৯৭৭ ৯৭৮ ৯৭৯ ৯৮০ ৯৮১ ৯৮২ ৯৮৩ ৯৮৪ ৯৮৫ ৯৮৬ ৯৮৭ ৯৮৮ ৯৮৯ ৯৯০ ৯৯১ ৯৯২ ৯৯৩ ৯৯৪ ৯৯৫ ৯৯৬ ৯৯৭ ৯৯৮ ৯৯৯ ১০০০

নির্গত হইয়া সেই যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইলেন ।
 তাঁহার দৃষ্টি ঐ অত্যাশ্চর্য্য হিরণ্যময় যজ্ঞভূমির
 উপর নিপতিত হইল । নতনি ওদৃষ্টে লোভে
 হতজ্ঞান হইয়া ঐ সকল স্বর্ণ গ্রহণে উন্মত্ত
 হইলেন । এই ব্যাপারে নৈমিষারণ্যবাসী
 ঋষিগণ তাঁহার প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া
 উঠিলেন । নিশাংসানে তাঁগদিগের প্রতি
 দৈবাদেশ হইল । তখন সেই দ্রু মুনি গণ
 কুশময় বজ্র দ্বারা পুরুষাকে প্রহার করিলেন ।
 রাজা পুরুষা সেই কুশবজ্রের প্রহারে নিষ্পিষ্ট
 হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন । অনন্তর
 মুনিগণ তাঁহার উরুলীলভাগত পুত্রকে রাজ-
 পদে অভিষিক্ত করিলেন । পুরুষার এই
 পুত্রের নাম আয়ু । আয়ু মহাত্মা নহষের পিতা
 বলিয়া প্রখ্যাত । এই মহীপতি মুনিগণে
 পরিবৃত হইয়া সম্যক্ ধর্ম্মাচরণ করিতেন ।
 এই জ্ঞাত ব্রহ্মবাদী মুনিগণ পুরুষার শ্রিয়তম
 পুত্র নরবার আয়ুকে রাজপদে স্থাপনপূর্ব্বক
 ধর্ম্মবুদ্ধিও জ্ঞাত পুনরায় যথাবিধি যজ্ঞ আশ্রয়
 করিলেন । পূর্ব্বকালীন বিশ্বপ্রভাগণের যজ্ঞের
 ছায় সাতিশয় আশ্চর্য্যকর হইল । বৈখানসগণ
 প্রিয়সং বালধিলাগণ, মরীচিগণ, পাবকপ্রভ

অষ্টান্য মুনিগণ, তিত্তগণ, দেবগণ, অপরোগণ,
 সিক্তগণ, গন্ধর্ষগণ, উরুগণ ও চারুগণ যজ্ঞ-
 স্থলে সমবেত হইলেন । নানাবিধ মাদ্রলিক
 দ্রব্যসম্ভারে পূর্ণ হইয়া ঐ যজ্ঞভূমি ইন্দ্রপুরীর
 ছায় শোভিত হইল । মুনিগণ তৎকালে স্তোত্র
 ও যজ্ঞ দ্বারা দেবগণকে গিত্য কর্ম্মে পিতৃ-
 গণকে এবং অত্যাশ্রয় প্রীতিজনক ক্রিয়ায় গন্ধর্ষ
 প্রভৃতিকে যথাবিধি আতিভেলানুসারে আপ্যা-
 যিত করিলেন । ১৪—৩০ । ঐ যজ্ঞভূমির
 কোথাও গন্ধর্ষদিগের সামগান, কোথাও
 অপরোগণের নৃত্য, কোথাও শান্তচেতা মুনি-
 গণের মধুর বিচিত্র বাক্যালাপ, কোথাও মন্ত্র-
 ও যজ্ঞ ঋকগণের গরম্পর বিচার, এবং কোথাও
 বা সাংখ্য ছায় প্রভৃতি লক্ষনযুক্ত বিদ্বান্
 ঋষিগণের বিতণ্ডাবান হইতে লাগিল । তথায়
 ব্রহ্মরাক্ষসগণ, যজ্ঞবাতী দৈত্যগণ, অথবা
 যজ্ঞাপহাণী অহুরগণ ইহাদিগের কেহই কোন-
 রূপ বিঘ্নচরণে সমর্থ হইল না এবং কোনরূপ
 প্রায়শ্চিত্ত বা হুরভিস্কিরণ আশঙ্কা জন্মিল
 না । মহাঋষিগণের শক্তি, প্রজ্ঞা ও ক্রিয়াযোগে
 সেই যজ্ঞবিধি বৎসব অনুষ্ঠিত হইল । এই-

এবং বিতেনিরে সত্রং বানশাকং মনীষিণঃ ॥ ৩৫
 তুয়াদ্য ঋষয়ে ধীরা জ্যোতিষ্টোমান্ পৃথক্ পৃথক্
 চক্রিরে পৃষ্ঠগমনান্ সর্কানযুতক্ষিণান্ ॥ ৩৬
 সমাপ্তযজ্ঞান্তে সর্কে বায়ুমেব মহাদিপম্ ।
 পঞ্চক্ষুরমিত্যন্নং ভবন্তির্ধনহং যিষাঃ ॥ ৩৭
 প্রণোদিতংচ বংশাৰ্ধং স চ তানব্রীং প্রভুঃ ।
 শিষ্যঃ স্বয়মুবা দেবঃ সর্কপ্রত্যক্ষদৃশী ॥ ৩৮
 অশিমানিভিরষ্টাভিরেবৈধৈর্ধঃ সমযিতঃ ।
 তির্ধ্যগ্ যোদ্ধানিভির্জৈঃ সর্কলোকান্ বিভক্তি যঃ
 সপ্তস্বকাদিকং শব্দং প্রাপ্তে যো জগদ্বরঃ ।
 বিবরে নিয়তা যত্র সংস্থিতাঃ সপ্তকা গণাঃ ॥ ৪০
 ব্যাহংস্তরণাং তুতানাং বুর্কন্থ যচ মহাবলঃ ।
 তেজসন্তাপ্যপালানং দধাতি যঃ শরীরিণম্ ॥ ৪১
 প্রাণাদ্য বৃক্ষয়ঃ পক্ষকরণানক বৃতিভিঃ ।
 প্রোধ্যমাণঃ শরীরগাং বুরুতে যন্ত ধারণম্ ॥ ৪২
 আকাশবোনির্বিগুণঃ শব্দস্পর্শমবিতঃ ।

রূপে তুণ্ড প্রভৃতি মনোবী ঋষিগণ এই যজ্ঞ
 বানশ বর্ষ পর্যন্ত অনুষ্ঠান করিলেন । জ্যোতি-
 ষ্টোম সকল পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অনুষ্ঠিত হইল ।
 যাজ্ঞিকগণ প্রত্যেকেই অযুত পরিমাণ দক্ষিণা
 প্রাপ্ত হইলেন । সূত বলিলেন,—হে বিজ্ঞ-
 গণ! তখন মনিগণের যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে
 পরে আপনরা যেমন আমাকে বংশ দীর্ভনে
 আদেশ করিয়াছেন, এই প্রকার তাঁহারাও
 অমিতাশ্রা বায়ুকে বংশ বর্নান্বয় নিযুক্ত করি-
 লেন । যিনি স্বয়মুবা দেবঃ, বাহার অপ্র-
 ত্যাক কিছুই নাই । যিনি জিতেল্লিয় ও
 অশিমানি অষ্টৈর্গধো ভূষিত, যিনি বর্ষ্য বরা
 তির্ধ্যক্যোনি প্রভৃতি নিধিস লোক পালন
 করিতেছেন, বাহা দারা সপ্তস্বকাদি সমগ্র জগৎ
 নিয়ত প্রাবৃত হইতেছে, বাহার সপ্তগণ নিয়ত
 বিষয়মুহে বিরাজমান, যিনি ক্ষিত্যাদি ভক্ত-
 ত্রেয়স সম্ভাতকারী, বাহার বলের তুলনা নাই,
 যিনি তেজেরও উপালান ও শরীরিগণের ধারক,
 প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান পাঁচটা
 বাহার বৃষ্টি, যিনি ইন্দ্রিয়গণের বৃষ্টিমুহে
 পবিচ্ছালিত হইয়া লোহাদিগকে দারণ করিতে-

তৈজসপ্রকৃতিশ্চেত্যেকোহপ্যয়ং ভাবো মনোষিভিঃ
 তত্তাভিমানী ভগবান্ বায়ুচাতিক্রিয়াস্বকঃ ।
 বাতারণিঃ সমাখ্যাতঃ শব্দশাস্ত্রবিশারদঃ ॥ ৪৪
 ভরত্যা শব্দদ্বা সর্কান্ মুনীন্ প্রহ্লাদয়নিব ।
 পুরাণজঃ স্মমননঃ পুণ্যগীতয়যুক্তয়া ॥ ৪৫

ইত্যাদ্যে মহাপুরাণে ব্রহ্মাণ্ডে প্রক্রিয়-
 পালে দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

মহেশ্বরায়োহমবোধ্যকশ্চৈব
 সুরধভায়ামিত্যুন্ধিতেজসে ।
 সহস্রস্থধ্যানলবর্চসে নমঃ
 ত্রিলোকসংহারবিসৃষ্টয়ে নমঃ ॥ ১
 প্রজাপতীন লোকনমস্তুতাস্তথা
 স্বয়মুভুদপ্রভূতীন মহেশ্বরান্ ।

ছেন, আবাণ বাহার যোনি, যিনি শব্দ ও স্পর্শ
 গুণে যুক্ত, এবং জনোষিগণ বাহারে তৈজস
 প্রকৃতি বলিয়াও ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, সেই
 অলোকসামাশ্র ক্রিয়াস্বক সর্কশাস্ত্রপারদর্শী
 পুরাণজ ভগবান্ বায়ু পুরাণবিষয়ক স্মমদুর
 বাক্য দারা প্রভুগমনা মুনিনগকে যেন অহ্লা-
 দিত করিয়াই বলিগে লাগিলেন । ৩১—৪৫ ।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয় অধ্যায় ।

সূত বলিলেন,—যাহার বোধ এবং কণ্ঠ
 সর্কোক্তম, যিনি সুরগণের শ্রেষ্ঠ, বাহার বুদ্ধি
 এবং প্রভাব অপরিমিত, যিনি স্থধ্য ও অসলবৎ
 তেজস্বী, সেই ত্রিলোক-সংহার-কর্তা
 মহেশ্বরকে নমস্কার করি । লোকনমস্তু
 প্রজাপাংগণ, স্বয়মুভুদ প্রভৃতি মহেশ্বরগণ,

ভৃশং মর্য্যচিং পরমেষ্ঠিনং মনুং
রজন্তমোবর্ষমথাপি কণ্ঠপম্ ॥ ২
বশিষ্ঠদক্ষাতিপুলস্ত্যকর্দমান্
রুচিং বিবস্বন্তমথাপি চ ক্রতুম্ ।
মুনিভুথৈবাস্ত্রিরসং প্রজাপতিম্
প্রণম্য মুক্খা পুলহক্ ভাবতঃ ॥ ৩
মনুংচ সর্ষানিধিগানবিশ্ৰুতান্
প্রজাবিরুদ্ধাপিতকর্ষণাসনান্ ।
পুরাতনান্যাপরাংচ শাস্ত্রতান্
তথৈব চাভ্যান্ সগণনবস্থিতান্ ॥ ৪
তথৈব চাভ্যানপি বৈধ্যাশোভিনঃ
মুনীনৃ বৃহস্পত্যশনঃপুরোগমান্ ।
তপঃস্তভাচারবিবিক্রেদ্যবতঃ
প্রণম্য বক্ষ্যে কলিপাপনাশিনোম্ ॥ ৫
প্রজাপতেঃ সৃষ্টিমিমানুসৃতমাং
সুরেশদেববৈগৈবৈরুল্লঙ্ঘ্যাম্ ।
স্তভামতুল্যাং সূমহামুবিপ্রিয়াং
প্রজাপতীনামপি চোন্মহার্চিবাম্ ॥ ৬
বিশুদ্ধবাসুন্ধ্রিশরীরভেজনাং
তপোভূতাং ব্রহ্মদিনাদিকালিকীম্ ।

ভৃশ, মর্য্যচি, পরমেষ্ঠী, মনু, রজ ও তমোগুণ
যুত কণ্ঠপ, বশিষ্ঠ, দক্ষ, অত্রি, পুলস্ত্য, কর্দম,
রুচি, বিবস্বান্, ক্রতু, অস্ত্রিরস, প্রজাপতি,
পুলহ, প্রজা বুদ্ধির জন্ত বাহাদিরের উপর কার্য-
শালনতার অর্গিত হইয়াছে, সেই সকল বিধ-
বিশ্রুত চতুর্দশ মনু, এতদ্ভিন্ন অত্যন্ত শাস্ত্রত
পুরাতন মুনিগণ এবং বৃহস্পতি ও স্ত্রোচাঃ
প্রভৃতি অপরাপর সুধীর তপতা সনাতার ও
বৈধিক্রিয়াম্পন্ন সাধুগণকে প্রণাম করিয়া
আজি এই কলিযুগহারিণী প্রজাপতির অনু-
ত্তম সৃষ্টিকথা কীর্তন করিতেছি। এই সৃষ্টি
কথা মঙ্গলাগম ও অনুপম। ইহাতে সুরেন্দ্র
ও দেবেন্দ্রগণের বিবরণ আছে, বাহানিগের
বাক্য বুদ্ধি দেহ ও তেজ বিতক্ত, সেই
সকল প্রদীপ্তপ্রভাব তপস্বী প্রজাপতি ও ঋষি-
গণ ইহাকে পণ্য মাদর করেন। এই সৃষ্টি-

প্রভূতমাবিকৃতপৌরুষশ্রিয়ং
ক্রতো স্মৃতৌ চ প্রসূতামুদাহৃতাম্ ॥ ৭
পরং পরাধামনিলপ্রকীর্ণিতাং
সমাসবর্ধৈনিস্রুতৈর্ঘণাত্মকাম্ ।
বিশকেনোপি মনঃপ্রহর্ষিতাং
বস্ত্রাকং বস্ত্রা প্রথমা প্রবৃতিঃ ॥ ৮
প্রাধানিকী চেশ্বরকারিতা চ
বস্তুং স্মৃতং কারণমগ্রমেয়ম্ ।
ব্রহ্ম প্রধানং প্রকৃতিঃ প্রসূতিঃ
আত্মা গুহা যোনিরথাপি চক্ষুঃ ॥ ৯
ক্ষেত্রং তথৈবামৃতমক্ষরক
ভুক্তং তপঃ সস্তুমতিপ্রকাশম্ ।
তদ্ব্যপ্তি নিত্যং পুরুষং দ্বিতীয়ং
তমগ্রমেয়ং পুরুষেণ যুক্তম্ ॥ ১০
স্বয়ম্ভূতা লোকপিতামহেন
উৎপাদিত্বাদ্রজসোহতিত্রেকাং ।
কালস্ত যোগান্নিয়মাযধেচ
ক্ষেত্রজযুক্তান্ নিয়তান্ বিকারান্ ॥ ১১

কথা ব্রহ্মার দিনের ভায় আদিকালীয়। ক্রতি ও
স্মৃতিশাস্ত্রে ইহার সম্বন্ধে উল্লেখ আছে।
ইহা প্রভূত পৌরুষশোভায় শোভিত, বিশিষ্ট
শব্দবিন্যাস ও সমাসবর্ধে মনোহর ও সর্বা-
পেক্ষাশ্রেষ্ঠ এবং স্বয়ং ভগবান্ বায়ু ইহার
বক্তা। ইহাতে ঈশ্বরকারিতারূপে প্রধানা ও
প্রথমা প্রবৃতি নিবদ্ধ হইয়াছে। ব্রহ্ম,
প্রধান, প্রকৃতি, আত্মা, গুহা, যোনি, চক্ষু,
ক্ষেত্র, অমৃত ও অক্ষর ভুক্ত, তপঃ, সত্ত্ব,
প্রভৃতি নামসমূহ দ্বারা অগ্রমের আদি কারণ
নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। লোকপিতামহ স্বয়ম্ভূ
পুরুষের সহিত ঐ অগ্রমের কারণভাব সংযুক্ত
অর্থাৎ তিনি সৃষ্টিকার্যে প্রবৃত্ত হইলে ঐ অতি-
প্রকাশ নিত্যপুরুষ দ্বিতীয়বৎ বিভিন্নরূপে অর্থাৎ
ঈশ্বর ও সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা স্বরূপতঃ অভিন্ন হই-
লেও সৃষ্টিকালে পৃথকরূপে প্রকাশ পাইয়া
থাকেন। মহেশ্বরের সঙ্কল্পমাত্রই অষ্ট প্রকৃতি,
উৎপাদকত্ব, রজোগুণ-বহুলতা, কালযোগ ও

লোকত সন্তানবৃদ্ধিঃস্থত্ব
 প্রকৃত্যবস্থা সুবুবে যথাষ্ঠৌ ।
 সন্তজমাংগেণ মহেশ্বরস্ত
 দেবাসুরাদিত্যমসাগরাণাম্ ॥ ১২
 মনু প্রমোদশিপিভুজিহ্বানাং
 পিশাচকোরগগাক্ষসানাম্ ।
 তারাগ্রহার্কর্কনিশাচরাণং
 মাসর্জুং যবৎ সররাত্রাহানাম্ ॥ ১৩
 দিক্কাশযোগাদিযুগারনানাং
 বনৌষধীনাংপি বৌদ্ধধাক ।
 অলোকসাম্পদমাং পশুনাং
 বিহাংসরিমেষবিহঙ্গমানাম্ ॥ ১৪
 যং হৃদ্যগং যচ্ছবং যদ্বিহংসং
 যং স্বাবরং যত্র যদন্তি কিকিৎ ।
 সর্পস্ত ওস্তান্তি গতির্বিভক্তি-
 রাত্রিক্রমো যাবদিয়ং প্রভৃতিঃ ॥ ১৫
 ছন্দাংসি বেদাঃ সর্গাঃ চাক্ষুঃসি
 সামানি সোমশ্চ তৈষৈব যজ্ঞাঃ ।
 আজীব্যমেবাং যদভৌপিতৃক
 দেবস্ত তৈষৈব চ বৈ প্রজাপতেঃ ॥ ১৬
 বৈবস্বতস্তাত্ৰ মনোঃ পুত্রস্তাং
 সম্ভূতিরুতা প্রশবশ্চ তেষাম্ ।

নিয়মাবধিঃ হেতু লোকসমূহের রক্তির কারণ-
 স্বরূপ, ক্ষেত্রজযুক্ত প্রকৃতির বিকারভূত
 দেবতা, অহর, পর্কিত, বৃক্ষ, সমুদ্র, মনু, প্রজা,
 রাজা, ঋষি, পিতৃগণ, পিশাচ, যক্ষ, নাগ, রাক্ষস,
 তারাগ্রহ, হৃদ্য, বানর, নিশাচর, মাস, পশু,
 বৎসর, সারি, পিন, দিক্, কাল, যুগ, বনৌষধি,
 লতা, জলচর, অস্পর্শগণ, পশুসমূহ, বিহংস,
 নদী, মেঘ ও বিহঙ্গম প্রভৃতি এসব করেন ।
 ১—৪ । ত্রিকাণ্ডি অসম পৃথক ভূমিতল
 বা আকাশস্থিত যত কিছু হৃদ্য ও হৃদ্যের পদার্থ
 লক্ষিত হয়, তাহারও প্রত্যেকে গতিসম্পন্ন
 এবং পরস্পর বিভক্ত । ইহা ভিন্ন এই স্থষ্টি-
 প্রকরণে ছন্দঃ ঋক্, যজুঃ, সাম প্রভৃতি বেদ-
 সমূহ, সোম যজ্ঞ, ভূতসমূহের জীবিকা, প্রাণা-
 পতির অভিসার, বৈবস্বত মনুর সর্পাদি উৎ-

স্বয়ং মিনঃ পুণ্যকৃত্যং প্রভৃতি ।
 লোকত্রয়ং লোকানমুদ্রাণাম্ ॥ ১৭
 সূর্যেশদেববিমলুপ্রধান-
 প্রপুংক্তিকাপি বিভূষিতক ।
 রুদ্রস্ত শাপাং পুনরুদ্রশ্চ
 দক্ষস্ত চাপাত্ৰ মনুষ্যালোকে ॥ ১৮
 বানঃ প্রভৌ বা নিরমাত্তবস্ত
 দক্ষস্ত চাত্র প্রতিশাপনাঃ ।
 মনুস্তরাণং পরিবর্তনানি
 যুগেযু ক্ষতুর্ভিবিজনক ॥ ১৯
 পবিত্রমাব্যস্ত চ সংপ্রজ্ঞি-
 ধ্বা যুগাদিষ্মি চেত্তমজ ।
 যে হ্যস্মৈষু প্রথয়তি বেদান্
 ব্যাসশ্চ তেহত্র ত্রৈলোক্যে নিবন্ধাঃ ॥ ২০
 বল্লভ সংখ্যা, ভুবনস্ত সংখ্যা
 ত্রাক্ষস্ত চাপ্যত্র দিনস্ত সংখ্যা ।
 তণ্ডোলিত্রৈলোক্যে রায়জানাং
 ধর্ম্ম স্তনাং স্বর্গনিবাসিনাং বা ॥ ২১
 যে যাতনাস্থানগতশ্চ জীবা-
 ন্তর্কেন বেদমপি চ প্রশংসম্ ।
 আত্যন্তিকঃ প্রাকৃতিকশ্চ যোহয়ং
 নৈমিত্তিকশ্চ প্রতিসর্গহেতুঃ ॥ ২২

পতি সর্পলোকপুঞ্জিত সৃকৃতশালীদিগের স্থষ্টি-
 নিসৃত্তি, দেবেশ, দেবর্ষি মনু প্রভৃতি পরি-
 পুরিত এই ত্রিলোক বর্ণনা, রদের অভিধানে
 মনুষ্যালোকে দক্ষের পুনরুদ্রব, মহাদেবের
 নিরমাত্তবের দক্ষের পৃথিবীতে বাস নির্বয়, দক্ষ
 কর্তৃক মহাদেবের প্রতিশাপ লাভ, মনুস্তরের
 পরিবর্তন, প্রতিযুগে স্থষ্টি-বিবজনা, যুগসূয়ারে
 পবিত্রমুহুর কবিরূপিত, আপ্যুগে বেদের
 বিভাগ ব্যাপার বল ও ভুবনের সংখ্যা, ত্রাক্ষ
 দিবসের সংখ্যা, অণ্ডল উদ্ভিজ্জ খেদজ ও
 জরায়ুজ জীবসমূহ এবং ধর্ম্মাচ্চা ও স্বর্গনিবাসি-
 গণের সংখ্যা, যাতনাস্থানগত জীবসমূহের
 নির্দেশ, তর্কসূয়ারে তাহাঙ্গিরে প্রশংস, আত্যা-
 ত্তিক প্রাকৃতিক ও নৈমিত্তিক স্থষ্টিকারণ, বক্ষ,

বক্ষ্যন্ত মোক্ষন্ত বিশিষা তত্র
প্রোক্তা চ সংসারগতিঃ পরা চ ।
প্রকৃত্যবহেষু চ কার্ষণ্যে
যা চ স্থিতির্থা চ পুনঃ প্রবৃদ্ধিঃ ॥ ২৩
তচ্ছাস্ত্রযুক্ত্যা স্বমতিপ্রযত্নাৎ
সমস্তমাবিস্কৃতবীধুতিভাঃ ।
বিপ্রা ঋষিভাঃ সমুদাহৃতং যৎ
যথাতথ্যং তচ্ছৃণুতোচ্যমানম্ ॥ ২৪

ইত্যাক্যে মহাপুরাণে ব্রহ্মণ্ডে প্রক্রিয়াপাদে
তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩

চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

ঋষয়স্ত ততঃ শ্রুত্বা নৈমিষারণ্যবাসিনঃ ।
প্রত্যাচুস্তে ততঃ সর্গে সূতং পর্ষ্যাত্তনৈক্ষণাঃ ॥ ১
ভবানু বৈ বংশকুশলো ব্যাসাৎ প্রত্যক্ষদর্শনান্ ।
তস্মাত্ত্বং ভবনং কৃত্বন্নং লোকস্তামুয়া বর্ষয় ॥ ২
যন্ত যন্তাবরা যে যে তাংস্তানিচ্ছামি বেদিতুম্ ।
তেষাং পু ন্নিবিষ্টিক বিচিত্রাত্মাং প্রজাপতেঃ ॥ ৩

মোক্ষ, সংসারগতি, এবং স্বাভাবিক অবস্থান-
সরে প্রবৃদ্ধি ও প্রতিষ্ঠার বিষয় ইত্যাদি যে
সকল বৃত্তান্ত প্রতিভাশালী স্ববীর ঋষিগণ শাস্ত্র-
যুক্তিবলে নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা যথাক্রমে
আমি কহিতেছি, শ্রবণ করুন । ১২—২৫ ।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

চতুর্থ অধ্যায় ।

সূতের কণাশ্রবণে নৈমিষারণ্যবাসী ঋষি-
বর্গ আনন্দাশ্রুপূর্ণনেত্রে তাঁহাকে বলিলেন,—
হে সূত ! তুমি সূত্রবংশের ভূষণ । ব্যাসদেবের
নিকট তুমি সমুদায়ই প্রত্যক্ষবৎ পরিজ্ঞাত
হইয়াছ, অতএব নিখিল ভূবনের লোকচন্দ্র
যথার্থরূপে আমাদের নিকট বর্ণন কর ।
যে যে ঋষির যে যে বংশ এবং তাঁহাদের
পূর্বজন ঋষি যেরূপে প্রজাপতি কর্তৃক সৃষ্ট

অসকল পরিপৃষ্টস্তৈশ্বহাস্তা লোমহর্ষণঃ ।
বিস্তরেণানুপূর্ণ্যা চ কংসামাস সত্তমঃ ॥ ৪
পৃষ্টাকৈতাং কথ্যং দিব্যাং শ্লক্ষ্যং পাপপ্রণাশিনীম্
কথ্যমানাং ময়্য চিত্রাং বহুর্থাং শ্রুতিনন্দনাম্ ॥
যঃ স্মরণং ধারয়েন্নিত্যং শৃণুয়াবাপ্যতীক্ষণঃ ।
প্রাবয়েচ্চাপি বিপ্রোভ্যা যতিভ্যন্ত বিশেষতঃ ॥ ৫
ভটিঃ পক্ষ্মহু যুক্তাত্মা তীর্থেষু যতনেষু চ ।
দীর্ঘমায়ুঃসাপ্নোতি স পুরাণানু কীর্তনং ॥ ৬
স্ববংশধারণং কৃত্বা স্বর্গলোকে মহায়তে ।
বিস্তারাবয়বং তেষাং যথাসম্ভবং যথাক্রমম্ ॥ ৮
কীর্ত্যমানং নিবোধধ্বং সর্কেষাং কীর্তিবর্দ্ধনম্ ।
ধন্যং যশস্তং শত্রুঘ্নং স্বর্গমায়ুর্জিবর্দ্ধনম্ ॥ ৯
কীর্তনং স্থিরকীর্তীনাং সর্কেষাং পূণ্যকারিণাম্ ।
সর্গন্ত প্রাতিসর্গন্ত বংশো মনুষ্যতাপি চ ॥ ১০
বংশানুচরিতকৈতি পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্ ।
কালভ্যোহপি হি যঃ বজ্রঃ ভূতিভ্যো নির্যতঃ ভাটঃ
পুরাণং সংপ্রবক্ষ্যামি ব্রহ্মাণ্ডং বেদনয়িতুম্ ।

হইয়াছিলেন, তৎসমস্ত জনিবার জন্ত আমা-
দের একান্ত ইচ্ছা হইয়াছে। সপ্তশ্রেষ্ঠ
মহাত্মা লোমহর্ষণ ঋষিগণ কর্তৃক বারবার
এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া আনুপূর্ণিক সমুদায়
বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন। লোমহর্ষণ বলি-
লেন,—আমি যে পুরাণ কীর্তন করিতেছি,
ইহা বেদনয়িত, নিগূঢ়ার্থ, পাপনাশক ও
ফলশ্রিত, এই পুরাণপ্রদত্ত চিন্তা করিলে,
শ্রবণ করিলে, অথবা তীর্থক্ষেত্রে পক্ষ্মদিবসে
যিগ্ন যতি প্রভৃতিকে শ্রবণ করাইলে, দীর্ঘ-
জীবন লাভ করিয়া স্বায় বংশ প্রতাপলনাস্তে
পরকালে স্বর্গলাভ করা যায়। এজন্ত আমি
কীর্তনং পূণ্যকারীগণের কীর্তি, স্বর্গ, আয়ুঃ
ও যশোবর্দ্ধক শত্রুনাশক, পবিত্র চরিত কীর্তন
করিতেছি ; আপনারা মনোযোগ শ্রবণ করুন ।
সর্গ, প্রাতিসর্গ, বংশ, মনুষ্য ও বংশানুচরিত,
এই পাঁচটি পুরাণের লক্ষণ। আমি এই
পঞ্চলক্ষণাক্রান্ত, বজ্রফল হইতেও পবিত্রতম
ও বেদনয়িত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ কীর্তন করিব।

প্রবোধ প্রসংগৈশ্চ স্থিতক্লমপত্তিরেব চ ॥ ১২
 প্রক্রিয়া প্রথমঃ পানঃ ক্রিয়াবস্তপরিগ্রহঃ ।
 উপোদ্বাভে হনুহনশ্চ উপসংহার এব চ ॥ ১৩
 ধর্ম্যাং যশস্তমস্ববাং সর্গপাণপ্রাণশনম্ ।
 এবং হি পানশ্চভারঃ সমাসাং কৌর্জিতা ময়া ।
 বক্ষ্যাম্যেতান্ পুনস্তাংস্ত বিস্তরেণ যথাক্রমম্ ॥ ১৪
 তন্মৈ হিরণ্যগর্ভাঃ পুরুষাঃ স্বয়ং চ ॥ ১৫
 অজ্ঞায় প্রথমায়ৈব বিশিষ্টায় প্রজাশনে ।
 ব্রহ্মণে লোকতত্ত্বায় নমস্কৃত্য স্বয়মুবে ॥ ১৬
 মহাদান্যং বিশেষাত্ত্বং সর্বৈরুপায়ং সলক্ষণম্ ।
 পক্ষপ্রমাণং যত্বেদ্রোহং পুরুষাধিষ্ঠিতং মহৎ ॥ ১৭
 অসংশয়ং প্রবক্ষ্যামি ভূতসর্গমন্তস্তমম্ ।
 অব্যক্তং কারণং যত্নু নিত্যং সদসদাস্তকম্ ॥ ১৮
 প্রধানং প্রকৃতিত্বৈব যমাহন্তত্বচিন্তকঃ ।
 গন্ধবর্ণরসৈর্হীনং শব্দস্পর্শবিবর্জিতম্ ॥ ১৯
 অজাতং ক্রয়মক্ষয়ং নিত্যং স্ব স্তবস্থিতম্ ।
 জগদ্ব্যোনিং মহদুভয়ং পরং ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥ ২০
 বিগ্রহং সর্গভূতানামব্যক্তমভবৎ কিল ।
 আনান্যভূতমজং সূক্ষ্মং ত্রিগুণং প্রভাবাদ্যম্ ॥ ২১

ইতিপূর্বে সংক্ষেপতঃ প্রবোধ, প্রসঙ্গ, স্থিতি,
 উৎপত্তি, ক্রিয়াবস্তপরিগ্রহ প্রক্রিয়া নামক
 প্রথম পান এবং ধর্মজনক, যশ ও আয়বর্জক,
 পাপনাশক অরুশস্ত, উপোদ্বাভ ও উপসংহার
 নামক পানচতুষ্টয় উল্লেখ করিচ্ছি। এক্ষণে
 তাহাই পুনর্বীর বিস্তারিতরূপে যথাক্রমে
 বর্ণিব। ১—১৪। যিনি অজ্ঞ ও সর্গভূতের
 আদিভূত, যিনি প্রজাশনিকের আশ্রয়রূপ
 হইয়াও তাহা হইতে বিভিন্ন এবং যিনি লোক-
 নিহন্তা, সেই হিরণ্যগর্ভ পরম পুরুষ স্বয়ম্
 ব্রহ্মকে প্রণিষাত করত, মহাদান্যবিশেষাত্ত্ব
 সবিহার সলক্ষণ পাকত্বৈতিক দেহ ও বড়ি-
 শ্রিয়-সমপিত পুরুষাধিষ্ঠিত মহত্ত্ব হইতে
 ভূতসৃষ্টির বিষয় কহিতেছি,—ওষবিদগণ যে
 সদসদাস্তক নিত্য অব্যক্ত কারণকে প্রধান,
 প্রকৃতি, শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধাবিরহিত অজাত,
 কথ, অক্ষয়, নিত্য, ত্রিগুণ, জগদ্ব্যোনি,
 মহদুভয়, পর, ব্রহ্ম, সনাতন, সর্গভূতবিগ্রহ,

অসাম্প্রতমবিজ্ঞেয়ং ব্রহ্ম গ্রহে সমবর্ত্তত ।
 তস্তান্মনা সর্গমিদং ব্যাপ্তমাসীত্তমোময়ম্ ॥ ২২
 গুণসাম্যে তদা তন্মিন্ গুণভাবে তমোময়ে ।
 সর্গকালে প্রধানস্ত ক্লেত্রজ্জাধিষ্ঠিতস্য বৈ ॥ ২৩
 গুণভাবাধাত্যমানো মহান্ প্রাহুর্ভূব হ ।
 হৃন্মেন মহতা সোমং অব্যক্তেন সমারুতঃ ॥ ২৪
 সঙ্কোচিতো মহান্থে সত্ত্বগুণপ্রকাশকম্ ।
 মনো মহাশ্চ বিজ্ঞেয়ো মনস্তৎকারণং স্মৃতম্ ॥
 লিঙ্গমাত্রসমুৎপন্নঃ ক্লেত্রজ্জাধিষ্ঠিতস্ত সঃ ।
 ধর্মাদীনাস্ত রূপাণি লোকতত্ত্বার্থহেতবঃ ।
 মহাশ্চ সৃষ্টিং কুরুতে নোদ্যমানঃ নিস্কলম্ ॥ ২৬
 মনো মহামতির্ব্রহ্মা পূর্ষকিঃ খাত্তরীয়ঃ ।
 প্রজা চিতিঃ স্মৃতিঃ সর্গং বিগ্ৰহং চোত্যভেবুধৈঃ
 যত্নে সর্গভূতানাং যস্মাচ্চেষ্টাফলং বিভূতঃ ।
 সৌম্যভূতেন বিবৃদ্ধানং তেন তন্ময় উচ্যতে ॥ ২৮

অব্যক্ত, অনানি, অনন্ত, অজ, সূক্ষ্ম, ত্রিগুণ,
 প্রভব, অব্যয়, অসাম্প্রত, অবিজ্ঞেয় ও ব্রহ্মগ্রহ
 বলিয়া অভিহিত করেন, তাহারই দ্বারা এই
 তমোময় নিখিল বিশ্ব পরিব্যাপ্ত ছিল। তৎ-
 পরে এই তমোময় বিধে গুণসাম্য উপস্থিত
 হওয়ার ক্লেত্রজ্জাধিষ্ঠিত প্রধান প্রকৃতির সৃষ্টি-
 কালের উপক্রম হইল, এবং সর্গ প্রথমেই
 সূক্ষ্ম ও মহদগুণযুক্ত অব্যক্ত সমারুত মহৎ-
 তত্ত্বের প্রাহুর্ভাব ঘটিল। সত্ত্বগুণপ্রকাশক মন
 কহে; এই মনও আবার করণ নামে অভিহিত হইয়া
 থাকে। ১৫—২৫। ক্লেত্রজ্জাধিষ্ঠিত লিঙ্গমাত্র
 মহত্ত্ব হইতে লোকতত্ত্বার্থের হেতুভূত ধর্মাদির
 রূপের উৎপত্তি হয়। পণ্ডিতগণ যে কারণে
 মহত্ত্বকে মন, যতি, ব্রহ্মা, পুং, বুদ্ধি, খ্যতি,
 ইন্দ্র, প্রজা, চিতি, সর্গ, বিপ্লব প্রভৃতি
 নামে অভিহিত করেন, যথাক্রমে তাহার কারণ
 নির্দিষ্ট হইতেছে। সূক্ষ্ম হইতে মহৎ পর্যন্ত
 সর্গভূতের সমুদায় চেষ্টাফল অমৃত্যব করেন
 বলিয়া বিষ্ণু 'মন' নামে অভিহিত করেন।

তন্মানামগ্রজো যস্মান্নহাংস্চ পরিমাপতঃ ।
 শেষেভ্যোহপি গুণেভ্যোহসৌ মহানিতি ততঃস্মৃতঃ
 বিভক্তি মানং মনুতে বিভাগং মন্ততেহপি চ ।
 পুরুষো ভোগসম্বন্ধাৎ তেন চার্সৌ মতিঃ স্মৃতঃ ॥
 বৃহদ্ব্যবহৃত্যুত কুংমানু দেহান্নুগ্রহৈঃ ।
 যস্মাদ্ব্যবহৃত্যুত ভাবানু ব্রহ্মা তেন নিরুচ্যতে ॥৩১
 আপুরয়তি যস্মাচ্চ কুংমানু দেহান্নুগ্রহৈঃ ।
 তদ্ব্যভাবাংস্চ নিয়তানু তেন পুরিতি চোচ্যতে ॥৩২
 বুধ্যতে পুরুষশ্চাত্ত্ব সৰ্ব্বভাবানু হিতাহিতানু ।
 যস্মাদ্ বোধয়তে চৈব ত্বিন বুদ্ধিনিরুচ্যতে ॥ ৩৩
 খ্যাতিঃ প্রত্যুপভোগশ্চ যস্মাৎ সংবর্ততে ততঃ ।
 ভোগস্ত জ্ঞাননিষ্ঠভাৱেন খ্যাতিরিতি স্মৃতঃ ॥ ৩৪
 খ্যায়েত যদুপৈর্বাপি নামাদিভিরনেকশঃ ।
 তস্মাচ্চ মহতঃ সংজ্ঞা খ্যাতিরিত্যভিধায়তে ॥ ৩৫
 সাক্ষাৎ সৰ্ব্বং বিজ্ঞানানি মহাত্মা তেন চেশ্বরঃ ।
 তস্মাজ্জাতা গ্রহাশ্চৈব প্রজ্ঞা তেন স উচ্যতে ॥৩৬
 জ্ঞানানীনি চ রূপাণি ক্রতুকৰ্ম্মফলানি চ ।
 চিনোতি যস্মাভোগার্থং তেনাসৌ চিত্তিরুচ্যতে ॥৩৭

নিখিল ভবের অগ্রদাত এবং অতীত সমুদায়
 গুণ অপেক্ষা পরিমানে মহৎ বলিয়া তাঁহার
 নাম 'মহানু' । পরিমাণ, ধারণ, বিভাগজ্ঞান,
 এবং ভোগ-সম্বন্ধ হেতু পুরুষের অনুমান জ্ঞান
 তিনি 'মতি' নামে খ্যাত । বৃহত্ত্ব ও বৃহৎত্ব
 গুণে তিনি দেহসমূহের পারিপোষক বলিয়া
 তাঁহার নাম ব্রহ্মা । অল্পগ্রহপূৰ্ণক যাবতীর
 তত্ত্ব ভাবের আপুরণকর্তা বলিয়া তাঁহাকে
 'পুর' নামে অভিহিত করা হয় । যাহাতে পুরুষ
 ও নিখিল হিতাহিত বিষয়সমূহ প্রতিবুদ্ধ এবং
 যিনি যাবতীর বিষয়ের প্রতিবোধক, তাঁহার নাম
 'বুদ্ধি' । ভোগের জ্ঞাননিষ্ঠতা হেতু যাহা হইতে
 খ্যাতি ও প্রত্যুপভোগের প্রবর্তন হয়, অথবা
 যাহার গুণ ও নামাদি বিশেষ বিখ্যাত, সেই
 মহানুই 'খ্যাতি' নামে অভিহিত । সাক্ষাৎ-
 ভাবে সমস্ত পরিজ্ঞাত করেন বলিয়া মহতের
 নাম 'ঈশ্বর' ; গ্রহগণ তাঁহা হইতে জন্মিমাছে
 বলিয়া তাঁহাকে 'প্রজ্ঞা' কহে । ভোগানুভবের
 জ্ঞান তাঁহাকে 'জ্ঞান' এবং রূপ ও যজ্ঞাদির

বর্তমানাত্তীতানি তথা চানাগতানি ।
 স্মরতে সৰ্ব্বকাৰ্য্যানি তেনাসৌ স্মৃতিরুচ্যতে ॥৩৮
 কুংমানু বিন্দতে জ্ঞানং তস্মান্নাহাত্ম্যমুচ্যতে ।
 তস্মাদিদির্বিদেদৈশ্চৈব সংবিদিত্যভিধায়তে ॥ ৩৯
 বিদ্যতে স চ সৰ্ব্বস্মিন্ সৰ্ব্বং তস্মিৎস্চ বিদ্যতে ।
 তস্মাৎ সংবিদিতি প্রোক্তো মহানু বৈ বুদ্ধিমন্তরৈঃ
 জ্ঞানত্ব জ্ঞানমিত্যাহ ভগবানু জ্ঞানমম্বিধিঃ ।
 বুদ্ধান্যং বিপূরীভাবাপিপুরং প্রোচ্যতে বুধৈঃ ॥৪১
 সৰ্ব্বৈশ্বৰ্য্যাক লোকানামবশ্যক তথেশ্বরঃ ।
 বৃহত্ত্বক স্মৃতো ব্রহ্মা ভূতবাস্তব উচ্যতে ॥ ৪২
 ক্ষেত্রক্ষেত্রজবিজ্ঞানাদেকত্বাচ্চ স কঃ স্মৃতঃ ।
 যস্মাৎ পূৰ্ণানুশেতে চ তস্মাৎ পুরুষ উচ্যতে ।
 নোৎপাদিতত্বাৎ পূৰ্ণত্বাৎ স্বয়ম্ভূতিরিতি চোচ্যতে ॥
 পর্যায়বাচকৈঃ শব্দৈস্তত্ত্বমাদ্যমুত্তমম্ ।
 ব্যাখ্যাতে তদ্ব্যভাবজ্ঞেয়েবং নন্দ্ভাবচিত্তকৈঃ ॥ ৪৪
 মহানু সৃষ্টিং বিবুরুতে চোদ্যমানঃ সিংহকর্য্য ।

ফল সঞ্চয় করেন, বলিয়া তাঁহার নাম 'চিতি' ।
 অতীত, অনাগত ও বর্তমান কাৰ্য্যকলাপের
 স্মরণ করার জ্ঞান তাঁহাকে 'স্মৃতি' বলা
 হয় । সমগ্র জ্ঞেয় বিষয়ের পরিজ্ঞাতা বলিয়া
 তাঁহার নাম 'মহাত্ম্য' এবং ঐ জ্ঞানবস্তা
 অথবা পদার্থমাত্রেরই তাঁহার বিদ্যমানতা
 কিম্বা তাঁহাতেই সমুদায় পদার্থের বিদ্য-
 মানতা আছে বলিয়া বিদ্যানগণ তাঁহাকে
 'সংবৎ' নামে অভিহিত করেন । ২৬—৪০ ।
 জ্ঞানানুভূত ভগবানু জ্ঞানের জ্ঞানই 'জ্ঞান'
 নাম এবং বুদ্ধমাত্রেরই বিপূরীভাব বশতঃ
 'বিপুর' নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন । এতদ্ভিন্ন
 লোকসমূহের সৰ্ব্বপ্রকারে প্রভু বলিয়া 'ঈশ্বর'
 বৃহত্ত্ব জ্ঞান 'ব্রহ্মা' ভূতত্ব হেতু 'ভব' ক্ষেত্র ও
 ক্ষেত্রজের বিজ্ঞান, এবং একত্ব বশতঃ 'ক'
 পুরে অর্থাৎ দেহে সৰ্ব্বদা অবস্থিত থাকেন
 বলিয়া পুরুষ, এবং স্বয়ং অনুৎপন্ন ও সমুদায়
 পদার্থের পূৰ্ণবস্তা বলিয়া তিনি স্বয়ম্ভূ নামে
 অভিহিত । এই সকল পর্যায়বাচক শব্দে
 নন্দ্ভাবভাবুক তত্ত্ববিদগণ যে মহত্ত্বের নির্দেশ
 করেন, তিনিও সৃষ্টিকর্তা বলিয়া খ্যাতি ।

সম্ভজোহধ্যবসায়ঃ তস্ত বুদ্ধিরয়ং স্মৃতম্ ॥ ৪৫
 ধৰ্ম্মাদীনী চ রূপাণি লোকতত্ত্বার্থহেতবঃ ।
 ত্রিগুণস্ত স বিজ্ঞেয়ঃ সম্ভবান্নসত্যমসঃ ॥ ৪৬
 ত্রিগুণাদ্রসে দ্রিক্তাদহঙ্কারস্ততোহভবৎ ।
 মহতা চাবৃতঃ সর্গো ভূতাদিবিকৃতস্ত সঃ ॥ ৪৭
 তন্মাত্র তমসো দ্রিক্তাদহঙ্কারাদজায়ত ।
 ভূততন্মাত্রসর্গস্ত ভূতাদিস্তামসস্ত সঃ ॥ ৪৮
 আকাশং তদ্বয়ং তন্মাত্রদ্বিত্বং শব্দগন্ধবম্ ।
 আকাশং শব্দমাত্রস্ত ভূতাদিশ্চাবুণোৎ পুনঃ ॥ ৪৯
 শব্দমাত্রস্তদাকাশং স্পর্শমাত্রং সমজ্জি হ ।
 ভূতাদিস্ত বিকূর্ম্মণঃ শব্দমাত্রং সমজ্জি হ ॥ ৫০
 বলবান্ ভায়তে বায়ুঃ স বৈ স্পর্শপ্তিপো মৃতঃ ।
 আকাশং শব্দমাত্রস্ত স্পর্শমাত্রং সমাবুণোৎ ॥ ৫১
 রসমাত্রান্ত তা হ্যাপো রূপমাত্রাভিরাবুণোৎ ।
 অ্যাপো রসান্ বিকূর্ম্মস্তো গন্ধমাত্রং সমজ্জিরে ॥
 সম্ভবাতো জায়তে তন্মাত্রস্ত গন্ধো গুণঃ স্মৃতঃ ।
 রসমাত্রস্ত ততোঃ গন্ধমাত্রং সমাবুণোৎ ॥ ৫৩

সম্ভজ ও অধ্যবসায়, এ দুইটা তাঁহার বুদ্ধি, লোকতত্ত্বার্থের হেতুরূপ ধৰ্ম্মাদি তাঁহার রূপ, এবং সম্ভ, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ই তাঁহার গুণ। মহন্তস্ত গুণত্রয়বিশিষ্ট হইলেও রজো-গুণের আধিক্য হেতু তাঁহা হইতে মহৎ পরি-বৃত্ত ও ভূতাদি বিকৃত অহঙ্কারের সৃষ্টি হয়। অহঙ্কারে তমোগুণের আধিক্য থাকায়, তমো-গুণক্রোদ্ধ ভূতসমূহের আদিকারপদরূপ ভূত-তন্মাত্র, তাহা হইতে উৎপন্ন হইল। ৪১—৪৮। এই ভূততন্মাত্র হইতে শব্দতন্মাত্র ও সচ্ছিন্ন আকাশের উৎপত্তি। বিকারজনক ভূতাদি হইতে শব্দতন্মাত্র সৃষ্টির দ্বায় এই শব্দতন্মাত্র ভূতাদি কর্তৃক পুনরায় আবির্ভূত হওয়ায় তাহা হইতে স্পর্শতন্মাত্র ও স্পর্শগুণবিশিষ্ট বলবান্ বায়ু জন্মিল, শব্দতন্মাত্র ও আকাশের আবরণে স্পর্শ তন্মাত্র হইতে রূপতন্মাত্র ও তেজের উৎপত্তি। রূপতন্মাত্রের আবরণে রসতন্মাত্র ও জল, রস-তন্মাত্রের আবরণে গন্ধতন্মাত্র এবং গন্ধতন্মাত্র রসতন্মাত্র কর্তৃক আবির্ভূত হওয়ায় গন্ধগুণ-সম্পন্ন ক্রিতির আবির্ভাব হইল। প্রত্যেক

তন্মিত্ত্বমিত্ত্বস্ত তন্মাত্রা ভেন তন্মাত্রতা স্মৃতা ।
 অবিশেষবাচকত্বাদবিশেষান্ততঃ স্মৃতাঃ ॥ ৪৪
 অশান্তবোরমুচ্ছদ্বিশেষান্ত ততঃ পুনঃ ।
 ভূততন্মাত্রসর্গেহয়ং বিজ্ঞেয়স্ত পরস্পরাৎ ॥ ৪৫
 বৈকারিকাদহঙ্কারাৎ সজ্জোদ্রিক্তাত্ত্ব সাত্তিকঃ ।
 বৈকারিকঃ স সর্গস্ত যুগপৎ সম্প্রবর্ততে ॥ ৪৬
 বুদ্ধীল্লিঙ্গাণি পঠৈব পঞ্চ কর্ম্মেস্ত্রিগুণ্যপি ।
 সাধকানীল্লিঙ্গাণি হ্যাদেবা বৈকারিকা দশ ।
 একাদশং মনস্তত্ত্ব দেবা বৈকারিকাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৪৭
 শ্রোত্রভৃক্চক্ষুষী জিহ্বা নাদিকা চৈব পঞ্চমী ।
 শব্দাদীনামবাগ্মার্থং বুদ্ধিস্থতানি বক্তাতে ॥ ৪৮
 পাদৌ পায়ুকুপহৃচ্চ হস্তৌ বাগ্দশমভ্যবেৎ ।
 গতির্বিমর্গো হানন্দঃ শিল্পং বাক্যক কর্ম্ম চ ॥ ৪৯
 আকাশং শব্দমাত্রক স্পর্শমাত্রং সমাবিধৎ ।
 বিগুণস্ত ততো বায়ুঃ শব্দস্পর্শগ্নিকোহভবৎ ॥ ৫০
 রূপস্তথৈব বিশতঃ শব্দস্পর্শগ্নিগ্নবুভৌ ।
 ত্রিগুণস্ত ততশ্চাষিঃ স শব্দস্পর্শরূপবান্ ॥ ৫১

তন্মাত্রজাত প্রত্যেক ভূতে তাহাদিগের প্রত্যেক-কের অংশ আছে বলিয়া তাহাদিগকে তন্মাত্র বলা যায়। ভূততন্মাত্রগুলি পরস্পর হইতে সমুৎপন্ন হওয়ার মূলতঃ পৃথক্ নহে বলিয়া প্রত্যেকেই অভিন্ন; অথবা অশান্ত, ষোর ও মুচ্ছাদি গুণবশে তাহাদিগকে ভিন্ন বলিয়াও নির্দেশ করা হয়। উক্ত বৈকারিক অহঙ্কার সমুৎপন্ন-বহুল হইলে, যুগপৎ সমুৎপন্নবহুল বৈকারিক সৃষ্টির প্রাচুর্য্য হয়। পঞ্চ বুদ্ধীল্লিঙ্গ, পঞ্চ কর্ম্মেস্ত্রিগুণ ও মন এই একাদশটিকে বৈকা-রিক বলা। শ্রোত্র, ভৃক্, চক্ষু জিহ্বা, নাদিকা, বুদ্ধিদহ এই পঞ্চ ইন্দ্রিয় বাক্যক্রমে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধের অব্যবহিক; এই জন্ত ইহা-দিগকে বুদ্ধীল্লিঙ্গ; এবং পাদ, পায়ু, উপহৃচ্চ হস্ত ও বাগ্মিত্ত্ব, এই পাঁচটি যথাক্রমে রস, তাম্র, আনন্দ, শিল্প ও বাক্য কর্ম্মের নামক বলিয়া ইহাদিগকে কর্ম্মেস্ত্রিগুণ বলা। শব্দমাত্র আকাশ স্পর্শতন্মাত্রের আবর্ত্তি হয়, এবং বায়ু শব্দ ও স্পর্শ এই উভয় গুণগুক্ত। ৪১—৫০। শব্দ ও স্পর্শ এই উভয় গুণ রূপতন্মাত্র

সশব্দস্পর্শরূপক রসমাত্র সমাধিঃ ৷
 তস্মাক্তুর্ভূতং হ্যাপো বিজ্ঞেয়ান্তা রসাস্তি কঃ ॥
 সশব্দস্পর্শরূপেষু গন্ধস্তেব সমাধিঃ ৷
 সংযুক্তা গন্ধমাত্রেন আচিৎস্ত মহীমিমাংসু ॥ ৬৩
 তস্মাৎ পঞ্চগুণা ভূমিঃ সূক্ষ্ণভূতেষু দৃগুতে ৷
 শান্তা বোরাশ্চ মুঢ়াশ্চ বিশেষান্তেন তে স্মৃতাঃ ॥
 পরস্পরাহুপ্রবেশাদ্ধারয়তি পরস্পরম্ ৷
 ভূমেরুস্তম্ভিনং সর্বং লোকালোকচলারূতম্ ॥ ৬৫
 বিশেষ্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নিয়তত্বাক চে স্মৃতাঃ ৷
 গুণং পূর্নম্ভ পূর্নম্ভ প্রাপ্তবস্তান্তরোত্তরম্ ॥ ৬৬
 তেষাং যাবচ্চ বদৃচ্চ তত্তত্তাবদৃগুণং স্মৃতম্ ৷
 উপলভ্য ভূচৈগন্ধং কেচিৎপ্রায়োরনৈপুণাঃ ॥ ৬৭
 পৃথিব্যামেব তদ্বিন্যাসেষাং ব্যোমশ্চ সংগ্রহাৎ ৷
 এতে সপ্ত মহাবীৰ্যা নানাকৃতাঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৬৯
 নাশকৃন্ বন প্রজাঃ স্রষ্টৃনসমাগম্য কংসনঃ ৷

প্রবেশক বলিয়া তেজঃ শব্দ, স্পর্শ ও রূপ এই ত্রিগুণ-বিশিষ্ট ; শব্দ, স্পর্শ ও রূপ এই গুণত্রয় রসতন্মাত্র প্রবেশ করে বলিয়া জল শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এই গুণ-চতুষ্টয়-সমবিত। এইরূপ গন্ধতন্মাত্র শব্দ স্পর্শ রূপ ও রস কর্তৃক সমাবিষ্ট বলিয়া শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ পৃথিবীর এই পঞ্চগুণ অভিহিত হইয়া থাকে। কেবলমাত্র সূক্ষ্ণ ভূতেরই এই নিয়ম জানিতে হইবে। এই ভূতসমূহ শান্ত, বোর ও মুঢ় গুণযুক্ত বলিয়া ইহাদিগকে বিশেষ বলে। ইহারা পরস্পরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া পরস্পরের ধারণকর্তা বলিয়া কীর্তিত। এই লোকালোকচল-পরিবৃত্ত পরিদৃশ্যমান যাবতীয় পদার্থই ভূমির অন্তর্ভূত। সমুদায় মহদভূতই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং উত্তরোত্তর ভূতসমূহ পূর্ন পূর্নবস্ত ভূতের যাবতীয় গুণবিশিষ্ট। কোন কোন অদূরদর্শী পুরুষ অগ্নি ও বায়ুর গন্ধ উপলব্ধি করিয়া, তাহা-দিগেরই গন্ধ পৃথিবীতে সমাপ্তিত বলিয়া নির্দেশ করেন। এই মহাদানি বিশেষান্ত সপ্ত-মহাত্মা মহাবীৰ্যশালী হইলেও পরস্পর মিলিত না হইলে সৃষ্টি করিতে সমর্থ নহেন। যখন

তে সমেতা মহাত্মানো হৃক্তোহস্তৈব সংগ্রহাৎ ॥
 পুরুষাবিষ্টিতত্বাক অব্যক্তানুগ্রহেণ চ ৷
 মহাদানয়ো বিশেষান্তা অণুমুৎপাদয়ন্তি তে ॥ ৭০
 এককালং সমুৎপন্নং জলবুদ্ধিবচচ তৎ ৷
 বিশেষেহ্যেহ তমভবং বৃহত্তদ্বৎ-প্রশম ॥ ৭১
 তস্তাস্মিন কার্যকরণং সংসিদ্ধং ব্রহ্মবস্তদা ৷
 প্রাকৃতোহেতু বিবুদ্ধে সন্ ক্লেত্রজো ব্রহ্মবৎজিতঃ ৷
 স বৈ শরীরী প্রথমঃ স বৈ পুরুষ উচ্যতে ৷
 আদিকর্তা চ ভূতানাং ব্রহ্মায়ে সমবর্তত ॥ ৭৩
 হিরণ্যগর্ভঃ সোহহেহস্মিন প্রাহুর্ভূতচরুর্মুখঃ ৷
 সর্গে চ প্রতিসর্গে চ ক্লেত্রজো ব্রহ্মবৎজিতঃ ॥ ৭৪
 কংসেঃ সহ স্বজ্যস্তে প্রতাহারে ত্যজন্তি চ ৷
 ভক্তস্তে চ পুনর্দেহানসমাহারসন্ধিষু ৷ ৭৫
 হিরণ্যমাস্ত যো হেরুত্তমোহুৎ তমহাস্তনঃ ৷
 গর্ভোদৈকং সমুদ্রাশ্চ জরায়ুশ্চাপি পর্কতাঃ ॥ ৭৬
 তস্মিন্নেতু ত্বিমে লোকা অন্তর্ভূতাস্ত সপ্ত বৈ ৷
 সপ্তদীপা চ পৃথীয়ং সমুদ্রেঃ সহ সপ্তভিঃ ॥ ৭৭
 পর্কতেঃ সুমহান্তশ্চ নদীভিঃ চ সহস্রশঃ ৷
 অন্তস্তাস্মিন্ধ্বমে লোকা অন্তর্বিধামনং জগৎ ॥

পরস্পরে সংমিশ্রিত হইয়া, পুরুষের অবিষ্টান প্রাপ্ত হয়, তখনই সেই অব্যক্তের অনুগ্রহে তৎপরে উৎপত্তি হইয়া থাকে। ৬১—৭০। বিশেষ পদার্থগুলি হইতে যে জলবুদ্ধির দ্বারা জলশাণী বৃহৎ অণুর প্রাহুর্ভাব হয়, তাহাই ব্রহ্মা ধ্য বলপের কারণরূপ। সেই প্রাকৃত অণু বিবুদ্ধ হইলেই ভূতসমূহের আদিকর্তা, প্রথম শরীরী, হিরণ্যগর্ভ, চতুর্মুখ এবং ক্লেত্রজ পুরুষ ও ব্রহ্মবৎজিত ব্রহ্মা সর্বপ্রথমে প্রাহু-ভূত হইয়া প্রত্যেক সর্গ প্রতিসর্গে হৃন্মেন্দ্রিয়-যুত ব্রহ্মনামক ক্লেত্রজ স্বর্ষ্য জীবাশ্মসমূহের সৃষ্টি করেন। ঐ জীবাশ্মসমূহই যথাকালে একদেহ পরিহার করত দেহান্তর আশ্রয় করেন। স্বর্ষয়র সুমেরু শৈলই হিরণ্যগর্ভের গর্ভ, সমুদ্র তাঁহার গর্ভোদৈক এবং পর্কতগণ তাঁহার জরায়ু। সপ্ত সমুদ্র সুমহৎ পর্কতরাজি ও শত সহস্র নদী-পরিবেষ্টিত সপ্তদীপা পৃথিবী,

চন্দ্রাদিত্যৌ সমকক্ষৌ সগ্রহৌ সহ বায়ুনা ।
 লোকালোকঞ্চ যৎকিকিচ্ছাণ্ডে তস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতম্ ।
 অভিশিষ্টপাতিস্ত বাহুতোহ গুং সমাবৃতম্ ।
 আপো দশগুণেনৈব তেজসা বাহুতো বৃতঃ ॥ ৮০ ॥
 তেজোদশগুণেনৈব বাহুতো শায়না বৃতম্ ।
 বায়োদিশগুণেনৈব বাহুতো নভসাবৃতম্ ॥ ৮১ ॥
 আকাশেন বৃতো বায়ুঃ ঋক ভূতাদিনা বৃতম্ ।
 ভূতাদিমহতা চাপি অব্যক্তেন বৃতো মহান্ ॥ ৮২ ॥
 এতৈরাবহরৈরগুং সপ্তভিঃ প্রাকৃতৈর্বৃতম্ ।
 এতান্চাবৃত্য চাত্তোত্তমস্তৌ প্রকৃতয়ঃ স্থিহাঃ ॥ ৮৩ ॥
 প্রসর্গকালে স্থিত্য চ প্রসম্ভোত্যঃ পরস্পরম্ ।
 এবং পরস্পরোৎপত্তা ধারয়ন্তি পরস্পরম্ ॥ ৮৪ ॥
 আবারংধেয়ভাবেন বিকারস্ত বিকারিণী ।
 অব্যক্তং ক্ষেত্রমুদ্ভিষ্টং ব্রহ্মা ক্ষেত্রজ উচ্যতে ॥
 ইত্যেবঃ প্রাকৃতঃ সর্গঃ ক্ষেত্রজাধিষ্ঠিতস্ত সঃ ।
 অবুদ্ধিপূর্ব্বং প্রাগানীতং প্রাহুর্ভূতা তদ্ভিদ্ভবা ॥ ৮৫ ॥
 এতদ্বিধগর্ভস্ত জন্ম যো বৈদ তত্ত্বতঃ ।
 আয়ুগান্ কীর্ত্তমান্ ধৃতঃ প্রজাবাংচ ভবত্যুত ॥

নিরুদ্ধিকমোহপি নরঃ শুদ্ধাত্মা নভতে গতিম্ ।
 পুরাণস্রবণমিত্যং মুখক কেমমাপ্নুয়াৎ ॥ ৮৮ ॥
 ইত্যাদ্যো মহাপুরাণে ব্রহ্মাণ্ডে প্রক্রিয়াপদে
 চতুর্থেইধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

লোমহর্ষণ উবাচ ।

যদ্বিসৃষ্টেস্ত সংখ্যাতং ময়া কালান্তরং বিজ্ঞাঃ ।
 এতৎ কালান্তরং ক্ষেয়মহর্ষৈর্ পারমেশ্বরম্ ॥ ১ ॥
 রাত্রিক্ষেপ্তে গাবতী ক্ষেয়্য পরমেশস্ত কৃত্বন্নশঃ ।
 অহস্তস্ত তু যা সৃষ্টিঃ প্রলয়ো রাত্রিরুচ্যতে ॥ ২ ॥
 অহো ন বিদ্যাতে তস্ত ন রাত্রিরিতি ধারণা ।
 উপচারঃ প্রক্রিয়তে লোকান্যং হিতকাম্যয়া ॥ ৩ ॥
 প্রজাঃ প্রজানাম্পত্য ঋষয়ো মনুভিঃ সহ ।
 ঋষীন্ সনৎকুমারান্যান্ ব্রহ্মসামুদ্যানৈঃ সহ ॥ ৪ ॥
 ইন্দ্রিয়ানীন্দ্রিয়ার্থাশ্চ মহাত্মানি পক চ ।

মানবের আয়ু, কীর্ত্তি, বশ ও পুত্রলাভ এবং
 মোক্ষার্থী হইলে তাঁহার মুক্তি লাভ বটে ।
 সর্ব্বদা এই পুরাণ শ্রবণ করিলেও সুখ ও
 মঙ্গল প্রাপ্ত হওয়া যায় । ৮৬—৮৮ ।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ।

পঞ্চম অধ্যায় ।

লোমহর্ষণ বলিলেন,—ব্রহ্মগণ! আমি
 সৃষ্টি ও সৃষ্টিরও পূর্ব্ববর্তী যে কালব্যয়র বিবরণ
 বলিলাম, তাহাই পরমেশ্বরের দিব্যরাত্রি ।
 তদ্ব্যতীত সৃষ্টিকাল পরমেশ্বরের দিবা এবং প্রলয়
 কাল তাহার রাত্রি । কথ্যতঃ এই প্রলয়কালে
 মানবীয় দিব্যরাত্রির ছায়া কোনরূপ দিব্যরাত্রির
 ভেদ চুই হয় না । লোকদিগের হিত-
 কামনায় উগা একটা বিদাহৃত উপচার মাত্র ।
 পরমেশ্বরের দিব্যভাগেই প্রজা, প্রজাপতি ঋষি,
 মনু, সনৎকুমারাদি মুনিগণ, ব্রহ্মসামুদ্যপ্রাপ্ত
 জীবগণ, এবং ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ার্থ, পক মহাত্ম,

চরাচর সর্ব্ব বিষয়, এবং চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র,
 বায়ু প্রভৃতি যাবতীয় লোকালোক-সমূহ দেহ
 অণ্ডেরই অন্তর্ভূত । অণ্ডের বহির্ভাগ দশ-
 গুণ জলে পরিবেষ্টিত, জল দশগুণ তেজে
 সংবেষ্টিত, তেজঃ দশগুণ বায়ুতে পরিবৃত্ত, বায়ু
 দশগুণ আকাশে আবৃত, আকাশ ভূতবর্গে
 বেষ্টিত, ভূতগণ মহতে পরিবৃত্ত, এবং মহান্
 অব্যক্তে আবৃত । এই সপ্ত প্রাকৃত আবরণে
 অণ্ড সমাবৃত । এইরূপেই অষ্টপ্রকৃতি পরস্পর
 পরস্পরের আবরণ । বিকারি-সংঘে বিকার্যে
 আবার ও অব্যয়ভাষে অষ্ট প্রকৃতিই পরস্পর
 পরস্পরের সৃষ্টি করিয়া, প্রলয়কালে পরস্পরেই
 আবার সংহার করে । এই অব্যক্তই ক্ষেত্র
 নামে অভিহিত এবং এই ক্ষেত্রের পরিজ্ঞাতা
 বলিয়া ব্রহ্মাকে ক্ষেত্রজ বলা হয় । ৭১—৮৫ ।
 ক্ষেত্রজাধিষ্ঠি ও এই প্রাকৃত সৃষ্টি বিদ্যাভের দ্বার
 প্রথমে অবুদ্ধিপূর্ব্বক হয় । বিদ্যগর্ভের এই
 জন্ম বিবরণ যথাযথ বিদিত হইলে জ্ঞানার্থী

তন্মাত্রা ইন্দ্রিয়গণো বুদ্ধিঃ মনসা সহ ॥ ৫
 অহস্তিষ্ঠতি তে সৰ্ব্বৈঃ পরমেশ্বরঃ ধীমতঃ ।
 অহরন্তে প্রানীয়েন্তে রাত্নান্তে বিশ্বসন্তবঃ ॥ ৬
 স্বাস্থ্যবস্থিতে সন্তে বিকারে প্রতিসংহতে ।
 সাধন্যোপাবতিষ্ঠেতে প্রধানপুরুষাবৃত্তৌ ॥ ৭
 তমঃসন্তুগুণংবেত্তৌ নমন্তেন ব্যবস্থিতৌ ।
 অত্রোদ্ভিক্তৌ প্রস্থতো চ তৌ তথা চ পরস্পরমা
 গুণসাম্যে লয়ো জ্ঞেয়ো বৈষম্যো অস্তিরূচ্যতে ॥ ৮
 তিলেযু বা যথা তৈলং ঘৃতং পয়সি বা স্থিতম্ ।
 তথা তমসি সন্তু চ রজোহব্যক্তাপ্রতিং স্থিতম্ ॥ ৯
 উপাশ্চ রজনীং কুংস্বাং পণ্ডং মাহেশ্বরীং তদা ।
 অহমুখে প্রবৃন্তে চ পুরঃ প্রকৃতিসন্তবঃ ॥ ১০
 কোভয়ামাস যোগেন পরেণ পরমেশ্বরঃ ।
 প্রধানং পুরুষকৈব প্রতিষ্ঠাশ্চ মহেশ্বরঃ ॥ ১১
 প্রধানং ক্রোভ্যমাণত্বং রজো বৈ সমবর্তত ।
 রজঃ প্রবর্তকং তত্র বীজেষুপি যথা জলম্ ॥ ১২
 গুণবৈষম্যামান্যাপ্রস্থন্তে হৃদিষ্ঠিতাঃ ।

পঞ্চতন্মাত্র, কশ্মেন্দ্রিয়সমূহ, বুদ্ধি ও মন, ইহারা
 সকলেই বিদ্যমান থাকে । দিনাবসানে প্রলয়
 এবং রাত্রির অবসান হইলে পুনরায় জগতের
 আবির্ভাব হয় । অষ্ট পদার্থসমূহের সংহার
 হইয়া গেলে, সন্তু আত্মায় লীন হয়, প্রকৃতি ও
 পুরুষ উভয়েই সমধর্ম্মী হইয়া অবস্থান করেন
 এবং তমঃ ও সন্তুগুণ উভয়ে সাগ্য প্রাপ্ত হয় ।
 অষ্টিকালে এই গুণদ্বয় পরস্পর উদ্ভিক্ত হইয়া
 প্রস্থত হয় বলিয়া গুণের সাম্যাবস্থাকে প্রলয়
 ও বৈষম্য অবস্থাকে অস্তি বলে । তিলে তৈল ও
 দুগ্ধে ঘৃত অবস্থানের স্থায়, তমঃ ও সন্তুগুণে
 অব্যক্তাপ্রতি রজোগুণ অবস্থিত ॥ ১—১ ॥ এই
 প্রলয়কালরূপ মমত্র পারমেশ্বরী রজনী উপা-
 সনায় অভিবাহিত হইলে, পিবস আরম্ভ
 হইবামাত্র সর্ক্সাগ্রেই প্রকৃতির প্রাহর্ভাব হয় ।
 তখন পরমেশ্বর যোগবলে প্রধান পুরুষে প্রতিষ্ঠ
 হইয়া, তাঁহাকে ক্ষুদ্র করিয়া তুলেন, তখন
 তাহা হইতে রজোগুণের প্রকাশ হয় । বীজে
 জলসেকের স্থায় রজোগুণ প্রবর্তিত হইলেই
 সন্তু ও তমঃ বৈষম্য প্রাপ্ত হইয়া ক্ষুদ্র হইয়া

গুণেভ্যঃ ক্রোভ্যমাণেভ্যস্তয়ো দেবা বিজজিরে ।
 শাস্বতাঃ পরমা গুহ্যাঃ সর্ক্সাত্মানঃ শরীরিণঃ ॥ ১৩
 রজো ব্রহ্মা তমো রুদ্রঃ সন্তুং বিশ্বরজায়ত ।
 রজঃপ্রকাশকো ব্রহ্মা স্রষ্টৃত্বেন ব্যবস্থিতঃ ॥ ১৪
 তমঃপ্রকাশকো রুদ্রঃ কালত্বেন ব্যবস্থিতঃ ।
 সন্তুপ্রকাশকো বিশ্বরোদাসীন্যো ব্যবস্থিতঃ ॥ ১৫
 এত এব ত্রয়ো বেদা এত এব ত্রয়োহধ্বয়ঃ ।
 পরস্পরাশ্রিতা হেতে পরস্পরমন্ত্রত্বতাঃ ॥ ১৬
 পরস্পরেণ বর্তন্তে ধারয়ন্তি পরস্পরম্ ।
 অন্যোভ্যমিত্থনা হেতে ছন্যোনামুপজীবিনঃ ॥ ১৭
 ক্ষণং বিয়োগো ন হেযাং ন ভ্যজন্তি পরস্পরম্ ।
 ঈশ্বরো হি পরো দেবো বিশ্বস্ত মহতঃ পরঃ ॥ ১৮
 ব্রহ্মা তু রজসোদ্ভিক্তঃ সর্গায়ৈহ প্রবর্ততে ।
 পরাচ পুরুষো জ্ঞেয়ঃ প্রকৃতিচ পরা স্মৃতা ॥ ১৯
 অধিষ্ঠিতোহসৌ হি মহেশ্বরেণ
 প্রবর্ততে চোদ্যমানঃ সমস্তাং ।
 অনুরূপবর্তন্তি মহান্ত এব
 চিরস্থিতাঃ শ্বে বিষয়ে প্রিয়ত্বাং ॥ ২০

উঠে ; তখন তাহা হইতে সর্ক্সাত্মা, শরীরী,
 গুহ্য, নিত্য পরমদেবত্বয়ের আবির্ভাব ঘটে ।
 ব্রহ্মা রজোগুণ, রুদ্র তমোগুণ এবং বিশ্ব সন্তু-
 গুণে উৎপন্ন । রজোগুণ-প্রকাশক ব্রহ্মা অস্তি
 কার্থ্যে, তমোগুণ-প্রকাশক রুদ্র সংহার কার্থ্যে
 এবং সন্তুগুণপ্রকাশক বিশ্ব উদাসীন ভাবে
 অবস্থিত । এই ত্রিদেবই বেদত্রয় ও অগ্নিত্রয়
 বলিয়া কীর্তিত । ইহারা পরস্পর আশ্রিত,
 অনুরূপ, মিথুন ও উপজীবী হইয়া পরস্পরকে
 ধারণ করেন । ক্ষণকালের জন্যও পরস্পর
 পরস্পরকে পরিত্যাগ করেন না বলিয়া তাঁহাদের
 কখনও বিয়োগ ঘটে না । দেবশ্রেষ্ঠ পরমেশ্বর
 বিশ্ব মহান্ হইতে শ্রেষ্ঠ এবং ব্রহ্মা অষ্টিকার্যের
 জন্যই রজোগুণোদ্ভিক্ত বলিয়া অভিহিত ।
 এইরূপ প্রকৃতিপুরুষও পর নামে প্রখ্যাত হইয়া
 থাকেন । মহেশ্বরাদিষ্ঠিত এই পুরুষই অস্তির
 জন্য উদ্যমশীল হইয়া চারি দিকে ব্যাপ্ত হইলে
 স্ব স্ব বিষয়ে চিরবান্ধিত মহৎ সমুদায় তাঁহাতে

প্রধানং গুণবৈষম্যং সৰ্গকালে প্রবর্ততে ।
 ঈশ্বরাদিষ্টিতং পূৰ্ণসম্মতং সদসদাশ্রয়ং ॥ ২১
 ব্রহ্মা বুদ্ধিচ মিথুনং যুগপৎ সমভূততঃ ।
 ওষ্মাত্মোহব্যক্তময়ঃ ক্ষেত্রজ্ঞো ব্রহ্মণঃজিতঃ ॥
 সংসিদ্ধঃ কার্যকরগৈবৈব্রহ্মণ্যে সমবর্ত্তত ।
 তেজসা প্রথমো ধৌমানব্যক্তঃ সংপ্রকাশতে ॥ ২৩
 স বৈ শরীরী প্রথমঃ কারণত্বে ব্যবস্থিতঃ ।
 অপ্রতিমেন জ্ঞানেন ত্রৈলোক্যে চ গোহস্থিতঃ ॥ ২৪
 ধর্মেণ চাপ্রতিমেন বৈরাগ্যেণ সমন্বিতঃ ।
 তন্ত্বেশ্বরজ্ঞাপ্রতিমং জ্ঞানং বৈরাগ্যালক্ষণম্ ॥ ২৫
 ধর্মৈর্গৈবধাকৃতং বুদ্ধির্ব্রহ্মা জজ্ঞেহভিম্যানিনঃ ।
 অব্যক্তাজ্জায়তে চান্ত মনসা চ যদিচ্ছতি ॥ ২৬
 বসীকৃতত্বাধৈগুণ্যং সুরেশত্বাৎ স্বভাবতঃ ।
 চতুর্মুখং ব্রহ্মত্বে কালত্বে চান্তকোহভবৎ ।
 সহস্রমূর্তী পুরুষস্তিস্রোহবস্থাঃ স্বয়ংভূতঃ ॥ ২৭
 সত্ত্বং রজসং ব্রহ্মত্বে কালত্বে চ রজস্তমঃ ।
 সাত্ত্বিকং পুরুষত্বে চ গুণবৃত্তিঃ স্বয়ংভূতঃ ॥ ২৮
 লোকান্ যজতি ব্রহ্মত্বে কালত্বে সংক্ষিপ্ততাপি ।
 পুরুষত্বে হাদানানন্তস্রোহবস্থাঃ প্রজাপতে ॥ ২৯
 ব্রহ্মা কমলগর্ভাভঃ কালো জাত্যাঞ্জনপ্রভঃ ।

অনুবর্ত্তত হয় । ১০—১০ । এইরূপ প্রকৃতিও
 গুণবৈষম্য জন্মাই যুগিধাৰ্য্যে প্রবৃত্ত হন । সেই
 ঈশ্বরাদিষ্টিত সদসদাশ্রয় প্রকৃতি হইতে ব্রহ্ম
 ও বুদ্ধির মিথুনভাবে যুগপৎ আবির্ভাব হয় ।
 ঐ মিথুন হইতে ওম ও অব্যক্তময় ব্রহ্ম নামক
 ক্ষেত্রজ্ঞের উৎপত্তি । কার্যাকারণ সংসিদ্ধ
 ব্রহ্মা যেরূপ অগ্রেই আবির্ভূত হন, ধৌমান
 অব্যক্তও সেইরূপ প্রথমেই তেজো দ্বারা
 আশ্রয়প্রাপ্ত লাভ করেন । অপ্রতিমত
 জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য, নির্দোষ ধর্ম ও বৈরাগ্যযুক্ত এই
 অব্যক্তই প্রথম শরীরী ও অদি কারণ ।
 অব্যক্তের ঐ মপ্রতিম জ্ঞান ও বৈরাগ্যালক্ষণ
 পুরুষত্বে সমুদায় গুণ আশ্রয়িত হয় । ব্রহ্মত্বে
 লোকস্থিতি, কালত্বে সংক্ষয় ও পুরুষত্বে উদা-
 সীনতা, প্রজাপতির অবস্থাত্ময়ে এই ত্রিবিধ
 কার্যভেদ বিদ্যমান । পরমাত্মা রূপাতীত
 হইলেও ঐ ত্রিবিধ সংহার মধ্যে ব্রহ্মত্বে পদ্য:

পুরুষঃ পুণ্ডরীকাক্ষো রূপং তৎ পরমাত্মনঃ ॥ ৩০
 যোগেশ্বরঃ শরীরাদি করোতি বিকরোতি চ ।
 নানাকৃতিক্রিয়াক্রপনামবৃত্তিঃ স্বলীলয়া ॥ ৩১
 ত্রিধা যবর্ত্ততে লোকে তস্মাৎ ত্রিগুণ উচ্যতে ।
 চতুর্দ্বা প্রবিভক্তত্বাচ্চতুর্বাহঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৩২
 যদাপ্রোতি যদাপন্তে যচ্চাস্তি বিষয়ঃ প্রীতি ।
 তচ্চাস্ত সত্ততং ভাবস্ত্যাদান্ধ্রা নিরুচ্যতে ॥ ৩৩
 ঋষিঃ সর্কগতত্বাচ্চ শরীরাদ্যাং স্বয়ং প্রভূঃ ।
 স্বামিত্বমস্ত তৎ সর্কং বিষুঃ সর্কপ্রবেশনাত ॥ ৩৪
 ভগবান্ ভগসম্ভাব্যাজ্জগো রাগস্ত শাশ্বতান্য ।
 পরং তু প্রকৃতত্বাদবনাদোমিতি স্মৃতঃ ॥ ৩৫
 সর্কজঃ সর্কবিজ্ঞানাত সর্কঃ সর্কং যতন্ততঃ ।
 নরাণাময়নং যস্মাস্তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥ ৩৬
 ত্রিধঃ বিভজ্য স্বাত্মানং ত্রৈলোক্যং সম্প্রবর্ত্ততে ।

গর্ভময়, কালত্বে অঞ্জননিভ কৃষ্ণতা, এবং
 পুরুষত্বে পুণ্ডরীকাক্ষ রূপ ধারণ করেন ।
 ২১—৩০ । লীলানুসারে এইরূপ অকৃত
 বিবিধ আকৃতি, ক্রিয়া, রূপ ও নাম অলম্বনে
 যোগেশ্বর প্রতিনিয়তই সৃষ্টি ও সংহার করিতে-
 ছেন । এই নিষিদ্ধ চরাচর বিশ্বমধ্যে তিনি
 উক্ত ত্রিবিধ রূপে বিদ্যমান, তাই ত্রিগুণ
 এবং চারি ভাগে বিভক্ত বলিয়া তাঁহাকে
 চতুর্বাহ বলে । যাবতীয় বিষয়েই তাঁহার
 প্রতিনিয়ত প্রাপ্তি, গ্রহণ ও বিদ্যমানতা
 আছে ; তাই তাঁহার নাম আত্মা । এইরূপ
 সর্কব্যাপী বলিয়া ঋষি, শরীরের আদিকারণ
 বলিয়া স্বয়ং, স্বামিত্ব জ্ঞাত প্রভূ, সর্ক পদার্থে
 প্রবিষ্ট বলিয়া বিষু, ঐশ্বর্য্য, বৌদ্ধ, যুগ, শ্রী,
 জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই ষড়্বিধ ভগবান্ বলিয়া
 ভগবান্, রাগের শাসনকর্ত্তা বলিয়া রাগ, প্রকৃ-
 তত্ব হেতু পর, অযন অর্থাৎ রক্ষাকারক বলিয়া
 ওম, সমুদায় বিষয়ের পারিজাতা বলিয়া সর্কজ,
 সর্ক পদার্থের উৎপত্তিস্থান বলিয়া সর্ক এবং
 নরসমূহের একমাত্র গতি বলিয়া তিনি নারায়ণ
 নামে অভিহিত । এই চতুর্মুখ পরম পুরুষই
 সর্ক প্রথমে আবির্ভূত হইয়া, আপনাকে তিন
 ভাগে বিভক্ত করিলেন এবং তাহা দ্বারা

স্বজ্ঞতে গ্রাসতে চৈব বীক্ষতে চ ত্রিভিঃ স্বয়ং ॥
 অগ্রে হিরণ্যগর্ভঃ স প্রাত্ৰুত্তরচতুর্নখঃ ।
 আদিত্যচ্চাদিদেবোহমাবজাতত্বানজঃ স্মৃতঃ ॥ ৩৮
 পাতি যস্মাৎ প্রজাঃ সর্ক্সাঃ প্রজাপতিরতঃ স্মৃতঃ ।
 দেবেষু চ মহান দেবো মহাদেবশ্রুতঃ স্মৃতঃ ॥ ৩৯
 সর্ক্সেশত্বাক লোকানামবশ্যত্বান্তথেশ্বরঃ ।
 রহস্তাক্ত স্মৃতো ব্রহ্মা ভূতত্বভূত উচ্যতে ॥ ৪০
 ক্ষেত্রজঃ ক্ষেত্রবিজ্ঞানাদিভুঃ সর্ক্সগতো যঃ ॥
 যস্মাৎ পৃথ্বীশ্রুতে চ তস্মাৎ পুরুষ উচ্যতে ॥ ৪১
 নোৎপাদিতত্বাৎ পূর্ক্সহাৎ স্বয়ভূত্বিত্তি সঃ স্মৃতঃ ।
 ঈজ্যত্বাত্যুচ্যতে যজ্ঞঃ কবিবিক্রান্তদর্শনাৎ ॥ ৪২
 কমনঃ কমনীয়ত্বাদ্বর্ক্সভিত্তিপালনাৎ ।
 আদিত্যসংজ্ঞঃ কপিলস্তত্ত্বজোহগ্নিরিত্তি স্মৃতঃ ॥ ৪৩
 হিরণ্যমস্ত গর্ভোহভূদ্ধিরণ্যস্তাপি গর্ভজঃ ।
 তস্মাদ্ধিরণ্যগর্ভঃ স পুরাণেহস্মিদ্ধিরুচ্যতে ॥ ৪৪
 স্বয়ভূবো নিবৃন্তস্ত কালো বর্ষাগ্রজন্ত যঃ ।
 ন শক্যঃ পরিসংখ্যাতুমপি বর্ষণতৈরপি ॥ ৪৫
 কল্পসংখ্যানিবৃন্তেস্ত পরাখ্যো ব্রহ্মণঃ স্মৃতঃ ।

সংসারের সৃষ্টি, গ্রাস ও পর্য্যবেক্ষণ করিতে
 লাগিলেন। এই পরম পুরুষই আদি বলিয়া
 ইহার নাম আদিদেব। এইরূপ অস্ত্রাত, তাই
 অজ, যাবতীয় প্রজাসমূহের প্রতিপালক, তাই
 প্রজাপতি, দেবগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠদেব বলিয়া মহা-
 দেব, তিনি সর্ক্সেশ অথবা কাহারও বশ্য নহেন
 বলিয়া ঈশ্বর, রহস্ত হেতু ব্রহ্মা, ভূতত্ব বশতঃ
 ভূত, ক্ষেত্রের পরিজ্ঞাতা বলিয়া ক্ষেত্রজ, সর্ক্স-
 গত হেতু বিভু, নেহানুশাসী বলিয়া পুরুষ,
 অনুৎপন্ন ও পূর্ক্সতন বলিয়া স্বয়ভূ, যজনীয়
 বলিয়া যজ্ঞ, বিক্রান্তমূর্ত্তি বলিয়া-কবি, কমনীয়-
 তার আশ্রয় বলিয়া কমন, বর্ষবিশেষের অব-
 লম্বনকারী বলিয়া আদিত্যনামক কশিল, অগ্রে
 জাত বলিয়া অগ্নি, এবং হিরণ্যগর্ভের সৃষ্টিকর্ত্তা
 হইয়াও হিরণ্যগর্ভে জন্ম লইয়াছিলেন বলিয়া
 হিরণ্যগর্ভ নামে এই পুরাণে অভিহিত হইয়া-
 ছেন। শতবর্ষ অবিশ্রান্ত চেষ্টা করিলেও
 এই স্বয়ভূর আদিকাল সংখ্যা করিতে পারা
 যায় না। ৩১—৪৫। সুতরাং ব্রহ্মার কল্পকাল

তাবচ্ছেদ্যোহস্ত কালোহস্তস্তান্ত্রে প্রতিস্বজ্যতে
 কোটিকোটিসংখ্যান্যমর্ক্সবুদ্বাহুতানি চ ।
 সমতীতানি কল্পান্যং তাবচ্ছেদ্যঃ পরাস্ত য়ে ॥ ৪৭
 যন্তয়ং বর্ত্ততে কল্পো বারাহ তৎ নিবেদ্যত ।
 প্রথমঃ সাম্প্রান্তেষ্টেযাং কল্পেহয়ং বর্ত্ততে দ্বিজাঃ ॥
 তস্মিন্ স্বাভুত্বাদ্যাস্ত মনবঃ স্ম্যচতুর্দশ ।
 অতীতা বর্ত্তমানাস্চ ভবিষ্যা য়ে চ বৈ পুনঃ ॥ ৪৮
 তৈরিয়ং পৃথিবী সর্ক্সা সপ্তদ্বীপা সমন্ততঃ ।
 পূর্বে যুগসহস্রং বৈ পরিপাল্যা নরেশ্বরৈঃ ॥ ৪৯
 প্রজাভিত্তপনা চৈব তেবাং শৃণুত স্তিস্তরম্ ।
 মনস্তরেন চৈকেন সর্ক্সাণ্যোবাস্তরাণি বৈ ।
 ভবিষ্যানি ভবিতৈশ্চ কল্পঃ কল্পেন চৈব হ ॥ ৫০
 অতীতানি চ কল্পানি সৈদধানি সম্যহগৈঃ ।
 অনাগতেষু তদ্বচ্চ তর্ক্সং কার্য্যো বিজ্ঞনতা ॥ ৫১
 ইত্যাদ্যে মহাপুরাণে ব্রহ্মাণ্ডে সৃষ্টিপ্রকরণং নাম
 পঞ্চমোহখ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

সংখ্যা নিবৃন্তির পরবর্ত্তী কালকেই পর নামে
 নির্দেশ করা হয়; সেই পরকাল হইতেই
 সৃষ্টিকার্য্য চলিয়া আসিতেছে। এই সৃষ্টিকাল
 মধ্যে কত কোটি কোটি সহস্র অর্ক্সদ্ব অযুত
 সংখ্যা পরিমিত কল্পকাল ইহার মধ্যে অতীত
 হইয়া গেল, তাহার ইয়ত্তা নাই। এই বর্ত্ত-
 মান কল্পের নাম বারাহ কল্প, হে দ্বিজগণ!
 সম্প্রতি এই কল্পকেই প্রথম কল্প বলিয়া বিবে-
 চনা করুন। এই কল্পে স্বায়ভুব প্রভৃতি মনুর
 সংখ্যা চতুর্দশ, তন্মধ্যে কতকগুলি অতীত
 হইয়াছেন, কতকগুলি বর্ত্তমান রহিয়াছেন, এবং
 অবশিষ্ট গুলি ভবিষ্যতে সমুৎপন্ন হইবেম।
 এই নরনাথ মনুসমূহ যুগসহস্র কাল হইতে
 যথাক্রমে তপস্শ্রাচরণ ও পুত্রোৎপাদনপূর্ক্সক
 এই সপ্তদ্বীপা পৃথিবীকে ধ্বংসে প্রতিপালন
 করিয়া আসিতেছেন, তাহাই আমি কীর্ত্তন
 করিব। এক মনস্তরের বিষয় শুনিয়াই
 আপনারা অগ্রাচ্ছ অতীত ও অনাগত মনস্তরের
 বিষয় এইরূপ অনুভব করিয়া লইতে
 পারিবেন। ৪৬—৫২।

বৰ্ণোহখ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

আপো হৃদেঃ সমভবনষ্টৈহৃদৌ পৃথিবীতলে ।
সান্তরালৈককলৈহেহ্মবিস্টে স্থাবরজঙ্গমে ॥ ১
একাৰ্ণবে তদা তস্মিন্ ন প্রজ্জায়ত কিঞ্চন ।
তদা স ভববান্ ব্রহ্মা সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাং ॥ ২
সহস্রশীৰ্ষা পুরুষো রুদ্রবর্ণো হৃতীন্দ্রিয়ঃ ।
ব্রহ্মা নারায়ণাখ্যঃ সূৰ্য্যাপ সলিলে তদা ॥ ৩
সঙ্কোদৈক্যং প্রবুদ্ধস্ত শূন্যং লোকমুদীক্য সঃ ।
ইমকোদাহরন্ত্যত্র শ্লোকং নারায়ণং প্রতি ॥ ৪
আপো নাবা বৈ তনব ইত্যপাং নাম শুক্রমঃ ।
অম্প শেতে চ যন্তস্যাংসেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥ ৫
তুলাং যুগসহস্রত্ব নৈশং কালমুপাস্ত সঃ ।
শৰ্ম্মধীশ্ত্রে প্রকুরুতে ব্রহ্মকং সৰ্গকারণাং ॥ ৬
ব্রহ্মা তু সলিলে তস্মিন্ বায়ুভূতা তদাচরং ।
নিশায়ামিব খণ্ডোত্যত্র প্রাবৃষ্ট কালে ওতন্ততঃ ॥ ৭
ওতন্ত সলিলে তস্মিন্ বিজ্ঞানান্তর্গতাং মহীম্ ।

বৰ্ণ অখ্যায় ।

সূত বলিলেন,—তেজ হইতে সলিলরাশি
সমুৎপন্ন হইয়া স্থাবর-জঙ্গমাত্মক যাবতীয়
পদার্থ নষ্ট করিয়া ফেলিলে পৃথিবী একমাত্র
অর্ণবে পরিণত হয়, তৎকালে সহস্রশীৰ্ষা
সহস্রাক্ষ ও সহস্রপাদ নারায়ণ নামক ভগবান্
ব্রহ্ম একমাত্র সঙ্কলণোদ্দেশ্যে জাগরিত হওয়ায়
লোকসমূহ শূন্য অবলোকন করিয়া ঐ সলিল-
রাশি মধ্যে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়ে । ঐহার
নারায়ণ নামও কেবল ঐ কারণে জন্ম খাতি হয়;
আপ, নারাও তহু এই কয়েকটি সলিলের
নামান্তর, তিনি নারা অর্থাৎ জলমধ্যে শয়ন
করেন বলিয়া ঐহাকে নারায়ণ নামে অভিহিত
করা হয় । এইরূপে ব্রহ্মা সহস্রযুগপরিমিত
জলরূপ নৈশকাল কেবল নিদ্রাবস্থায় কাটাষ্টয়া
দিয়া রাত্রিশেষে পুনরায় সৃষ্টি করেন । প্রাবৃষ্ট-
কালীন খণ্ডোত্যত্র নৈশ বিচরণের ভাষ্য প্রাবৃষ্ট
ব্রহ্মা ব্যতীত সেই সলিলে বিচরণ করিতে

অমুমানাদমুদ্রা ভূমেকক্লবং প্রতি ॥ ৮
অকরোং স তুভুজাং কলানিষু যথা পুরা ।
ততো মহাত্মা মনন্য দিব্যং রূপমচিস্তয়ং ॥ ৯
সলিলেনাপ্পুং তুষ্ণিং দৃষ্ট্বা স তু সমস্ততঃ ।
কিন্ন রূপং মহং কৃত্বা উক্লেশমহং মহীম্ ॥ ১০
জলক্রৌড়াহু রুচিরং বারাহং রূপমস্মরং ।
অধ্বাযং সৰ্ব্বভূতানাং বাসয়ং ধর্ম্মমংজিতম্ ॥ ১১
দশযোজনবিস্তীর্ণং শতযোজঃ মুচ্ছিতম্ ।
নীলমেঘপ্রতীকাশং হেবন্তনিতান্বনম্ ॥ ১২
মহাপর্যন্তবর্ণাংগং ধ্বজস্তীক্ৰোত্রদংষ্টিণম্ ।
বিদ্যাদমিগ্রকাশাক্ষমাদিত্যমহতেজসম্ ॥ ১৩
পীনবৃন্তায়তঙ্গুজং সিংহবিক্রান্তগামিনম্ ।
পীনোরতকটীদেশং মুহুর্জং শুভলক্ষণম্ ॥ ১৪
রূপমাত্মায় বিপুলং বারাহমমিতং হরিঃ ।
পৃথিব্যাক্করণার্থায় প্রবিবেশ রসাতলম্ ॥ ১৫
স বেদবাহ্যপদংষ্ট্রং ক্রৌত্বকশ্চিন্তিতমুখঃ ।
অগ্নিজিহ্বো দর্ভরোমা ব্রহ্মশীর্ষো মহাতপাঃ ॥ ১৬

লাগিলেন । এদিকে নারায়ণ পৃথিবী একেবারে
নষ্ট না হইয়া কেবল জলময় হইয়াছে, এই
অমুমান করিয়া, কোন্ রূপ ধারণ করিলে
সেই সলিলাপ্পুং পৃথিবীর পুনরুদ্ধার হয়,
তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন; চিন্তায়
জলক্রৌড়াসমর্থ বরাহমূর্তির বিষয় স্মরণ হইল,
তখন তিনি পূর্বপূর্ব কালের জায় সেই
সৰ্ব্ব ভূতের অধ্বা, বাসু, ধর্ম্মনামক দশ-
যোজন বিস্তৃত ও শতযোজন উন্নত, নীল-
নীলমণ্ডলিত, হেবন্তম গভীরগর্জী মহা-
শৈলাকার, স্তীক্ৰোত্রবৎশঙ্কু, আদিত্য-
চপলানল-ভূলা তেজসী, হরষ, সুলায়তঙ্গ-
শালী, মুগেন্দ্রগামী, পীনোরতকটি, হৃদিতঙ্ক-
দেহ, শুভলক্ষণসম্পন্ন বিপুল দিব্য বরাহমূর্তি
ধারণ করিয়া রসাতলে প্রবেশ করিলেন ।
১—১৫ । এই দিব্য বরাহমূর্তি বজ্রবরাহ নামে
অভিহিত; ইহার দশদোহর—বেদবাহী, বক-
শূল—যশস্বল সপুং, মুখমণ্ডল—যাজ্ঞিকামি-
চিত্রায় জায়, জিহ্বা অগ্নিভূতা, দোহরাজী

অহোরাত্রৈকধরো বেদাঙ্গঃ ৩ ভূষণঃ ।
 আজ্যানাসঃ স্রবতুণ্ডঃ সামুদ্রৈক্যমহান ১৭
 সত্যধর্মময়ঃ ত্রীমান্ ধর্মবিত্তমদম্বিতঃ ।
 প্রাচিন্তরতো বোদঃ পশুজানুর্ঘহাচ্চিঃ ১৮
 উক্তগাত্রো হোমলিঙ্গঃ স্থানবীজো মহোষধিঃ ।
 বেদান্তরাশ্রয়ঃ মন্ত্রক্ষিণাণ্ডাস্পৃক্ সোমশোনিঃ ১৯
 বেদম্বন্ধো হবির্গন্ধো হব্যকব্যাবিবেগবান্ ।
 প্রায়শ্চক্যো হ্রতিমানান্দীক্ষাভিঃ ২০
 দক্ষিণাঙ্গময়ো যোগী মহাসম্রময়ো বিভূঃ ।
 উপাধম্মেত্তিকুরিতঃ প্রবর্গ্যবিহুভূষণঃ ২১
 নানাস্থানোগতিপথো গুহ্যোপনিষদামনঃ ।
 ছায়াপত্নীসহায়ো বৈ মণিশূণ্ণ ইবোচ্ছিতঃ ২২
 ভূত্বা যজ্ঞব্রাহ্মণো বৈ অপঃ স প্রাবিশৎ প্রভূঃ ।
 আন্তঃ সঙ্ঘাদিতামুর্ক্যং স তামহনু প্রজাপতিঃ ২৩
 উপগম্যোজ্জ্বল্যন্তু অপস্রান্তঃ স বিশ্রুতঃ ।
 সামুদ্রীকৈ সমুদ্রেষু নাদেয়ীশ্চ নদীষধ ২৪
 রসাতলতলে মধ্যং রসাতলতলে গতাম্ ।

প্রভুলৌকহিতার্থায় দণ্ডেয়াভ্যাজহার নাম ২৫
 ততঃ স্থানমানীয় পৃথিবী পৃথিবীকরঃ ।
 যুগোচ পূর্বং মনসা ধারয়িত্বা ধরাবরঃ ২৬
 ততোপরি জলৌষষ্ঠ মহতী নোরিব স্থিতা ।
 চরিত্ত্বাক্ত দেবস্ত ন মহী ষাতি বিপ্রবম্ ২৭
 ভূতাক্তা দ্বিভিন্দেবো জগতঃ স্থাপনেচ্ছয়া ।
 পৃথিব্যাঃ প্রবিভাগায় মনঃক্ষেত্রেনুজ্ঞেয়ঃ ২৮
 পৃথিবীস্ত সমীকৃত্য পৃথিব্যাং দেহচিনোক্তিগৌন
 প্রাক্ সংসর্গে দহমানাঃ তদা সমর্থকায়িনাঃ ২৯
 তেনাগ্নিা বিশীর্ণাস্তে পর্কতা ভূবি সর্ষপঃ ।
 শৈত্যাকার্যবে তস্মৈ বায়ুগণস্ত সংহতঃ
 নিষিক্তা যত্র যত্রাসংস্কৃত্য তত্রাচলোহভভঃ ৩০
 স্বাচলস্থানচলঃ পর্কতিঃ পর্কতাঃ স্মৃতাঃ ।
 গিরয়োহস্তগিরীগর্ভাক্ষয়ন্যচ্চ শিলোক্তয়াঃ ৩১
 ততস্তেষু বিশীর্ণেষু লোকোদবিগিরিষধ ।
 বিশ্বকর্মা বিভজতে কল্পাদিশু পুনঃপুনঃ ৩২
 সমুদ্রামিমাং পৃথ্বীং সপ্তদ্বীপাং সপর্কতাম্ ।

দর্ভদম, মস্তবদেশ ব্রহ্মতুল্য, চক্ষুর্দৃশ্য দিবা ও
 ও রাত্রি স্বরূপ, কর্ণভূষণ বেদাঙ্গস্বরূপ, নাসিকা-
 আঙ্গা স্বরূপ, তুণ্ড স্রবতুল্য, তাঁহার গর্জ্জন-
 স্বরূপ সামবেদধ্বনি । তিনি সত্যধর্মময়, ত্রীমান্
 ধর্মপরাক্রান্ত ও প্রায়শ্চিন্তরত, পশু তাঁহার
 জাম্বুদ্বীপ, হোম তাঁহার লিঙ্গ, মহোষধি
 তাঁহার অন্তরাশ্রয়, মন্ত্র তাঁহার ক্ষিণু, আজ্য-
 সমধিত সোম তাঁহার শোণিত, বেদ ম্বন্ধলেন,
 হবির্গন্ধ, হব্য কব্য তাঁহার প্রবলবেগ, প্রায়শ্চ
 শবীরস্বরূপ, দক্ষিণা ছায়-স্বরূপ, তিনি
 উপাকর্ষেষ্টিয় সূক্ষ্ম রুচির, প্রবর্গ্য তাঁহার ভূষণ,
 বিবিধ ছন্দঃ তাঁহার গতিপথ, গুহ্য উপনিষদ্
 তাঁহার আসন, ছায়া তাঁহার পত্নী, তিনি
 নানাদীক্ষাদীক্ষিত, হ্রতিমান, যজ্ঞময় যোগী,
 মহাকৃতি ও মণিশূণ্ণের দ্বারা উন্নত । যজ্ঞ-
 বরাহ জলমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, জলমধ্যা পৃথি-
 বীকে দেখিতে পাইলেন, এবং সেই জলরাশি
 হইতে সমুদ্রের জল সমুদ্রে ও নদীর জল
 নদীতে স্থাপিয়া লোকহিতকরমায় রসাতলগত
 পৃথিবীকে দণ্ডাধারা উত্তোলন করিলেন;

দেবানুগ্রহে পৃথিবী আর নিম্ন হইল না,
 জলরাশির উপরে সুরহং নৌকাখণ্ডের দ্বারা
 ভাসিতে লাগিল । প্রজাপতি পৃথিবী উত্তোলন
 করিয়াই জগতের স্থিতিকামনায় তাহার বিভাগ
 করিতে লাগিলেন । স্থানবিশেষের সমতা বিধান
 করিয়া অশ্রান্তস্থলে পর্কত সঞ্চিত করিলেন ।
 ঐ পর্কত সমুদ্রায় সমর্থক অগ্নি দ্বারা দগ্ধ,
 এবং বায়ুস্পর্শে জলরাশি শীতল হইয়া বনীভূত
 হইলে তাহাতে সংস্কৃত হইয়া সেই সেই স্থল
 অচল হইয়া রহিল । ১৭—৩০ । অচল
 পর্কত, গিরি ও শিলোক্তয়, পর্কতের এই নাম
 চতুষ্টয়ের এইরূপ ব্যুৎপত্তি নির্দিষ্ট আছে,
 যথা—অশ্রান্ত স্থান হইতে গলিত হইয়া এক-
 স্থানে অচল হইয়া থাকে, তাই অচল নাম, পর্ক
 অর্থাৎ শূন্যদিয় দ্বারা পৃথক পৃথক অংশযুক্ত
 বলিয়া পর্কত, অন্তঃপ্রদেশ হইতে নদী প্রভৃতি
 নিঃসৃত হয় বলিয়া গিরি, এবং সঞ্চিত হয়
 বলিয়া শিলোক্তয় নাম হইয়াছে । এইরূপে
 পৃথিবী, সমুদ্র ও পর্কত বিভক্ত হইলে, বিশ্ব-
 কর্মা পূর্ব পূর্ব কালের ভায় পৃথিবীকে সপ্ত-

ভূরাদ্যাংচতুরো লোকান্ পুংঃ সোহং প্রকল্পয়ং
 লোকান্ প্রকল্পয়িতা চ প্রজাসংগং সমৰ্জ্জ্ব হ ।
 ব্রহ্মা স্বঃভূতবান্ নিস্কলুবিবিধাঃ প্রজাঃ ॥ ৩৪
 সমৰ্জ্জ্ব সৃষ্টিং তদ্রূপাং কল্পাদিষু বধা পুরা ।
 তত্ৰাভিধায়তঃ সর্গং তদা বৈ বুদ্ধিপূৰ্ণকম্ ॥ ৩৫
 প্রধানসমকালং বৈ প্রাহুৰ্ভূতহুমোসঃ ।
 তমো মোহো মহামোহস্তামিস্রো অন্ধসংজ্ঞিতঃ ॥
 অবিদ্যা পঞ্চপন্থৈষা প্রাহুৰ্ভূতা মহাত্মনঃ ।
 পঞ্চধা চাভিতঃ সর্গো ধ্যায়তঃ সোহভিমানিনঃ ॥
 সৰ্জতত্তমস। চৈব দীপঃ কুন্তবদায়তঃ ।
 রহিরন্তঃপ্রকাশং চ ভক্তো নিঃসংজ্ঞ এব চ ॥ ৩৮
 যস্মাত্তৈঃ সংবৃত্তা বুদ্ধিৰ্মুখ্যানি করণানি চ ।
 তস্মাক্তে সংবৃত্তাত্মনো নগা মুখ্যাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥
 মুখ্যসর্গে তথাভূতং ব্রহ্মা দৃষ্টা হৃদাধকম্ ।
 অপ্রসন্নমনাঃ সোহং ততো হৃদেনোহভ্যমগত ॥ ৩৯
 তত্ৰাভিধায়তস্তত্র তিৰ্য্যক্শ্রোতোহভ্যবর্তত ।
 তমোবহত্যন্তে সৰ্গে হজ্ঞানবহলাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৪১
 উৎপথগ্রাহিণ্যচাপি তে ধ্যানাক্ৰান্তমানিনাঃ ।
 অহঙ্কতা অহংমনা অষ্টাবিংশতিবিধাঃ ॥ ৪২

সমুদ্রবেষ্টিত, পৰ্জতপরিণোভিত সপ্তদ্বীপরূপে
 বিভক্ত, এবং ভুলোক প্রভৃতি লোকচতুষ্টিয়ের
 বলনা করিয়া বিবিধ প্রজা সৃষ্টি করিতে অভি
 ল্য করেন। তাহার সেই সৃষ্টিবিষয়ণী চিন্তার
 সময় যুগপৎ তমঃ, মোহ, মহামোহ, তামিস্র,
 ও অন্ধময় তমোময় পঞ্চ অবিদ্যার আবি-
 র্ভাব হইল; ইহারা সকলেই কুন্তাবৃত দীপের
 দ্বার বাহিরে তম-আবরণে নিঃসংজ্ঞ এবং
 অন্তর্দেশে সংজ্ঞাবিশিষ্ট। এই সকল অবিদ্যা
 কর্তৃক বুদ্ধি ও প্রধান ইন্দ্রিয়গণ আবৃত
 হওয়ার ইহাদিগকে নগা কহিয়া থাকে। ব্রহ্মা
 প্রথম সৃষ্টিতেই এইরূপ অবৈধ সৃষ্টি দর্শনে
 অপ্রসন্ন হইয়া পুনরায় চিন্তা করিতে লাগি-
 লেন। ৩১—৪০। তাহার সেই চিন্তাকালে
 যে সকল প্রাণীর উৎপত্তি হইল, তাহারা
 তিৰ্য্যক্শ্রোতঃ নামে বিখ্যাত। তিৰ্য্যক্শ্রোতঃ-
 গণ তমোত্তপপ্রধান হয়, তাই তাহারা
 অজ্ঞানবহল উৎপথগ্রাহী, অহঙ্কৃত, অহংমনা

একাদশেশ্লিরবিধা নবধা চোদয়ন্তধা ।
 যন্তৌ চ তারুকাণ্যং তেষাং শক্তিবিধাঃ স্মৃতাঃ
 অন্তঃ প্রকাণ্যন্তে সৰ্গে আরুতাং বহিঃ পুংঃ ।
 যস্মান্তিৰ্য্যক্ প্রবর্তেত তিৰ্য্যক্শ্রোতাঃ স উচ্যতে
 তিৰ্য্যক্শ্রোতাং দৃষ্টা বৈ দ্বিতীয়ং বিধমীশ্বরঃ ।
 অতিপ্রায়মথোক্তং দৃষ্টা সৰ্গস্তথাভিধম্ ।
 তত্ৰাভিধায়তো নিত্যং সাক্ষিঃ সমবর্ত্তত ॥ ৪৫
 উৰ্দ্ধশ্রোতাতৃতীয়ীক্ণ স চেবেদ্বিধাবাস্ততঃ ।
 যস্মাদ্যবর্ত্ততোক্তস্ত উৰ্দ্ধশ্রোতাস্ততঃ স্মৃতাঃ ॥ ৪৬
 তে স্মৃপ্রাতিবহলা বহিরন্তঃ সংবৃত্তাঃ ।
 প্রকাশা বহিরন্তঃ উৰ্দ্ধশ্রোতেভ্যঃ স্মৃতাঃ ॥ ৪৭
 তেন বাতানতো জেয়াঃ সৃষ্টাত্মনো ব্যবহিতাঃ ।
 উৰ্দ্ধশ্রোতাতৃতীয়ো বৈ তেন সর্গস্ত স স্মৃতঃ ॥ ৪৮
 উৰ্দ্ধশ্রোতঃসু সৃষ্টেযু দেবেষু স তদা ভূতঃ ।
 প্রীতিমভ্যবদূরক্ষা ততোহন্তঃ নোহভ্যমগত ॥
 সমৰ্জ্জ্ব সর্গমগতং স সাধকং প্রভুরীশ্বরঃ ।
 অথাভিধায়তস্তত্র সত্যাভিধায়িনস্তদা ॥ ৫০
 প্রাহুর্সমুভব চাব্যক্তাদস্কক্শ্রোতঃ সুসাধকম্ ।
 যস্মাদস্কক্শ্রোতঃ প্রবর্তেত ততোহস্কক্শ্রোতঃ উচ্যতে
 তে চ প্রকাশবহলাস্তৎসংস্করজোষধা ।
 তস্মাক্তে দুঃখবহলা ভূয়ো ভূয়ঃ কারিণঃ ॥ ৫২

অষ্টাবিংশতিবিধাস্কক, একাদশবিধ ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট,
 নবধা উদয়সম্পন্ন, এবং অষ্টবিধ তারুকাদি
 শক্তিসম্পন্ন হইল। ইহারাও সকলে অন্তঃ-
 প্রকাশ ও বহিরাবর্তিত। তিৰ্য্যক্ভাবে প্রাণ-
 স্কিত হইল বলিয়া ইহারা তিৰ্য্যক্শ্রোতঃ
 নামে অভিহিত হইয়াছে। এই তিৰ্য্যক্শ্রোতঃ-
 রূপ দ্বিতীয় সৃষ্টি অবলোকন করিয়া প্রজাপতি
 পুনর্বার ধ্যানপরায়ণ হইলেন, তাহাতে সঙ্ক-
 গুণবহল উৰ্দ্ধশ্রোতঃগণ উৰ্দ্ধভাবে প্রবর্তিত
 হইল, ইহারা স্মৃপ্রায়, প্রীতিমুত, এবং বহিরন্তঃ
 প্রকাশ-সম্পন্ন। এই উৰ্দ্ধশ্রোতঃরূপ দেব-
 সমূহের সৃষ্টিবিধান করিয়া প্রজাপতি নিত্য
 প্রীতিপূৰ্ণমনে সাধক সৃষ্টির দ্বারা ধ্যানবলন
 করিলেন। সেই ধ্যানাবস্থায় যে সাধকসমূহ
 অস্কক্ প্রবর্তিত হইল, তাহারাই অস্কক্-
 শ্রোতঃ নামে বিখ্যাত। ৪১—৫২। এই

প্রকাশ্য বহিরন্তঃ মনুষ্যাঃ সাধকাস্চ তে ।
 লক্ষণৈস্তারকান্যস্তে অষ্টথা চ ব্যবস্থিতাঃ ॥ ৫৩
 সিদ্ধান্তানো মনুষ্যাস্তে গন্ধর্ব্বসহস্রধ্বজাঃ ।
 ইত্যেব তেজসঃ সর্গো হ্যর্কাক্রোশাতো প্রকীর্তিতঃ
 পঞ্চমোহনুগ্রহঃ সর্গাশ্চ তুর্কী স ব্যবস্থিতঃ ।
 বিপর্ধ্যয়েণ শক্ত্যা চ তুষ্ট্যা সিদ্ধ্যা তথৈব চ ।
 বিরুদ্ধং বর্তমানকং তেহর্থং জানন্তি তত্ত্বতঃ ॥ ৫৫
 ভূতাদিকানাং সাত্ত্বানাং যষ্ঠঃ সর্গঃ স উচ্যতে ।
 বিপর্ধ্যয়েণ ভূতাদিরশক্ত্যা চ ব্যবস্থিতঃ ॥ ৫৬
 প্রথমো মহতঃ সর্গো বিজ্ঞেয়ো মহত্তমঃ সঃ ।
 তন্মাত্রাণাং দ্বিতীয়স্ত ভূতসর্গঃ স উচ্যতে ॥ ৫৭
 বৈকারিকস্তৃতীয়স্ত সর্গঃ ত্রিশ্রিয়কঃ স্মৃতাঃ ।
 ইত্যেব প্রাকৃতঃ সর্গঃ সত্ত্বতো বুদ্ধিপূর্ব্বকঃ ॥ ৫৮
 মুখ্যসর্গাশ্চতুর্থশ্চ মুখ্যা বৈ স্বাবরাঃ স্মৃতাঃ ।
 তির্ধ্যাক্রোশাতাশ্চ যঃ সর্গস্তির্ধ্যাগ্গোমোনঃ স পঞ্চমঃ ।
 তথোর্কাক্রোশাতসাং যষ্ঠো দেবসর্গস্ত স স্মৃতাঃ ।
 তথোর্কাক্রোশাতসাং সর্গঃ সপ্তমঃ স তু মানুষ্যঃ ॥ ৬০
 অষ্টমোহনুগ্রহঃ সর্গঃ সাধিকস্তামসস্ত সঃ ।
 পঞ্চৈতে বৈকৃতাসঃ সর্গাঃ প্রাকৃতাস্ত ত্রয়ঃ স্মৃতাঃ ॥

অর্কাক্রোশাতোগণ সত্ত্বরজস্তমোগুণপ্রধান, স্মৃ-
 তাং উহারাঃ দুঃখপরিহৃত এবং ভূয়োভূয়ঃ জন্ম-
 মরণসমম্বিত, বহিরন্তঃপ্রকাশবিশিষ্ট, এবং অষ্ট-
 বিধ তারকাদিলক্ষণে আক্রান্ত। এই সাধকগণ
 সিদ্ধান্তা গন্ধর্ব্বধর্ম্মাবলম্বী মনুষ্য নামে পরি-
 কীর্তিত। পঞ্চমযষ্টি অনুগ্রহ। ইহা বিপর্ধ্যয়,
 শক্তি, তুষ্টি ও সিদ্ধি দ্বারা চারিভাগে বিভক্ত।
 এই অনুগ্রহচতুষ্টয় অত্যন্ত ও বর্তমান বিষয়
 যথার্থ অবগত হইতে সক্ষম। পার্ব্বভৌতিক
 প্রাণিদগের সৃষ্টি হইল যষ্ঠ সৃষ্টি। কিন্তু আদি-
 সৃষ্টি হইতে সংখ্যা ধরিলে, মহতের সৃষ্টি
 প্রথম, তন্মাত্র বা পঞ্চ মহাত্ত্বের সৃষ্টি দ্বিতীয়,
 ত্রিশ্রিয়িক বৈকারিক সৃষ্টি তৃতীয়; এই ত্রিবিধ
 সৃষ্টির নাম প্রাকৃত সৃষ্টি। স্বাবরসৃষ্টি চতুর্থ,
 তির্ধ্যাক্রোশাসৃষ্টি পঞ্চম, উর্কাক্রোশাতঃ দেবসমূহের
 সৃষ্টি ষষ্ঠ, অর্কাক্রোশাতঃ মানুষ্যগণের সৃষ্টি
 সপ্তম, সাধিক ও তামস অনুগ্রহের সৃষ্টি অষ্টম;
 এই পঞ্চবিধ সৃষ্টিকে বৈকৃত সৃষ্টি বলা হয়। ৫৩

প্রাকৃতো বৈকৃতশ্চৈব কৌমারো নবমঃ স্মৃতাঃ ।
 প্রাকৃতাস্ত ত্রয়ো সর্গাঃ কৃতান্তে বুদ্ধিপূর্ব্বকঃ ॥ ৬২
 বুদ্ধিপূর্ব্বকঃ প্রবর্ত্তন্তে হৃদসর্গাঃ ব্রহ্মবন্ত তে ।
 বিস্তরানুগ্রহং সর্গং কীর্ত্তমানং নিবেদিত ॥ ৬৩
 চতুর্থাবস্থিতঃ মোহশ্চ সর্কভূতেষু ক্লেশঘণঃ ।
 বিপর্ধ্যয়েণ শক্ত্যা চ তুষ্ট্যা সিদ্ধ্যা তথৈব চ ॥ ৬৪
 স্বাবরেষু বিপর্ধ্যাসম্প্রিধ্যাগ্গোনিষু শক্তিতা ।
 সিদ্ধান্তানো মনুষ্যাস্ত তুষ্টিদেবষু ক্লেশঘণঃ ॥ ৬৫
 ইত্যেতে প্রাকৃতশ্চৈব বৈকৃতাস্চ নব স্মৃতাঃ ।
 সর্গাঃ পরম্পরস্তাথ প্রকারা বহবঃ স্মৃতাঃ ॥ ৬৬
 অগ্রে সমস্কর্জ বৈ ব্রহ্মা মানসানাম্মনঃ সমান ।
 সনন্দকঃ সনকঃ বিধাংসকঃ সনাতনম্ ॥ ৬৭
 বিজ্ঞানেন নিবৃত্তান্তে বৈবর্ত্তেন মহোজসঃ ।
 সংবুদ্ধাশ্চৈব নানাভাদপবিদ্ধান্তয়োহপি তে ॥ ৬৮
 অশ্বষ্টেইব প্রজাসর্গং প্রতিসর্গস্ততাঃ পুনঃ ।
 তদা তেষু বাতীতেষু তদাত্মান সাধকাংশ্চ তান্ ।
 মানসানস্বজ্জদব্রহ্মা পুনঃ স্থানান্তিমানিনঃ ।
 আভূতসংপ্রবাবস্থান্নামতস্তাবিবোধত ॥ ৭০
 আপোহম্নিঃ পৃথিবী বায়ুরন্তরীক্ষং দিশস্তথা ।

—৬২। এতদ্ভিন্ন প্রাকৃত-বৈকৃত উভয়লক্ষণ-
 ক্রান্ত কৌমারসৃষ্টি নবম সৃষ্টি বলিয়া কথিত।
 ব্রহ্মার এই নয়প্রকার সৃষ্টিই বুদ্ধিপূর্ব্বক।
 পূর্ব্বোক্ত বিপর্ধ্যয়, শক্তি, সিদ্ধি ও তুষ্টিভেদে
 চারি ভাগে বিভক্ত অনুগ্রহ সর্কভূতেই অবস্থান
 করে; স্বাবরে বিপর্ধ্যয়, তির্ধ্যাক্রোশাতে শক্তি,
 মনুষ্যে সিদ্ধি, এবং দেবসমূহে তুষ্টি নামক
 অনুগ্রহের অবস্থান। সংক্ষেপে এইরূপ
 প্রাকৃতবৈকৃত নবম সৃষ্টি কথিত হইল;
 ইহাদিগের পরম্পর সৃষ্টিও আবার বহুবিধ-
 রূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে। ব্রহ্মা প্রথমই স্বসম-
 স্তপশালী, বিধবশ্রেষ্ঠ সনন্দন, সনক, ও সনাতন
 নামক মানস পুত্রত্রয়ের সৃষ্টি করেন, তাঁহারা
 বৈবর্ত্তবিজ্ঞানে সংবুদ্ধ হয়েন বলিয়া অপত্যোৎ-
 পাদনাদি দ্বারা প্রজাসৃষ্টি না করিয়াই প্রতিসর্গ
 প্রাপ্ত হইলেন। প্রজাপতি তদদর্শনে অশ্র-
 কতকগুলি মানস মানুষ্য, এবং আগ্রলয়কাল
 স্থায়ী, আপ, অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, দিক্,

স্বর্গং দিবঃ সন্মুখাংচ সন্মান শৈলান বনস্পতীন ॥

ঐবধীনাং ওষাশ্চ নো হ্যাস্তানো দৃক্ষবীক্ষধাম্ ।

লবাঃ কাষ্ঠাঃ কলাটৈশ্চ মুহূর্ভাঃ সন্ধিরাত্রাহাঃ ॥ ৭২ ॥

অর্জুমালাংচ মাসাংচ অগ্নাদবুগানি চ ।

স্থানান্তিম্যানিনঃ সর্পে স্থানাপাটৈশ্চ তে স্মৃতাঃ

বজ্রাদিব্যত্র ব্রহ্মণাঃ সংপ্রসূতাঃ

ওষকন্তঃ কত্রিয়াঃ পূর্ষভাগে ।

বৈজ্ঞানৈশ্চ বৈধিত্ত পত্ন্যাক শূদ্রাঃ

সর্পে বর্ষা গাত্রতঃ সংপ্রসূতাঃ ॥ ৭৪ ॥

নারায়ণঃ পরোহবাক্তান গুমবাক্তমস্তবম্ ।

অণ্ডাক্ষজ্ঞে পুনর্ভক্সা লোকান্তেন কৃতঃ স্বয়ম্ ॥

এবং কথিতঃ পাদঃ সমাসান তু বিস্তরাৎ ।

অনেনাদ্যেন পাদেন পূরণং সম্প্রকীর্ষিতম্ ॥ ৭৬ ॥

ইত্যাদ্যো মহাপুরাণে ব্রহ্মাণ্ডে সৃষ্টিপ্রকরণং

নাম যথোক্তাধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

স্বর্গ, দিব, সমুদ্র, নদ, পর্বত, বনস্পতি, ঐবধি, দৃক্ষ, লতা, লব, কাষ্ঠা, কলা, মুহূর্ভ, সন্ধি, রাত্রি, দিন, পক্ষ, মাস, ঋতু, বৎসর ও বুগ প্রভৃতি স্থানাভিমানী পদার্থ পর পর সৃষ্টি করেন। মনুষ্যসংহের প্রথম সৃষ্টি সময়ে ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বক্ষঃ হইতে কত্রিয়, উরুদেশ হইতে বৈশ্য এবং পদতল হইতে শূদ্রের প্রোহর্ভা হয়। এইরূপে সর্প বর্ষই ব্রহ্মার গাত্র হইতে উৎপন্ন। অবাক্ত হইতে নারায়ণ ও হিংরাব অণ্ড, এবং অণ্ড হইতে ব্রহ্মা আবির্ভূত হইয়া এই পরিতৃপ্তমান যাবতীয় লোকসমূহের সৃষ্টি করেন। এইরূপে এই প্রক্রিয়াপাদ দ্বারা আপনাদিগের নিম্নে পূরণোক্ত সৃষ্টিবিষয় অতিসংক্ষেপে কথিত হইল। ৬০—৭৭ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

অনুষ্কপাদঃ ।

সপ্তমোহধ্যায়ঃ

ইত্যেব প্রথমঃ পাদঃ প্রক্রিয়ার্থঃ প্রকীর্ষিতঃ ।

ঐত্বা তু সংসৃষ্টমনাঃ কাস্ত্রৈশ্চৈঃ সনাতনঃ ॥ ১ ॥

সম্বোধ্য সূতং বচসা পপ্রচ্ছধে'স্তরাং কথাম্ ।

অতঃপ্রভৃতি কল্পস্ত প্রতিসন্ধিঃ প্রক্ষেপঃ ॥ ২ ॥

সমতীতস্ত কল্পস্ত বর্তমানস্ত চোভয়োঃ ।

কল্পস্তারম্ভস্য যচ্চ প্রতিসন্ধির্ব্যস্তয়োঃ ।

এতথৈদিতুমিচ্ছ'মো অত্যন্তকুখলো হসি ॥ ৩ ॥

লোমহর্ষণ উবাচ ।

হত্রে বে'হং প্রবক্ষ্যামি প্রতিসন্ধিঞ্চ যন্তরৈঃ ।

সমতীতস্ত কল্পস্ত বর্তমানস্ত চোভয়োঃ ॥ ৪ ॥

মহত্তরাণি কল্পেষু যেষু যানি চ সূত্রতঃ ।

যচ্চায়ং বর্ততে কল্পে। বারাহঃ সাম্প্রতঃ শুভঃ ॥ ৫ ॥

অস্মাৎ কলাচ্চ যঃ কল্পঃ পূর্নো'হতীতঃ সনাতনঃ ।

ওস্ত চাত্চ চ কল্পস্ত মধ্যাবস্থানিবোধতঃ ॥ ৬ ॥

প্রত্যাহুতে পূর্ষকল্পে প্রতিসন্ধিঞ্চ তত্র বৈ ।

সপ্তম অধ্যায় ।

সূতের প্রমুখ্যে প্রক্রিয়ার্থ নামক প্রথম পাদ প্রবণে পরিচ্ছদ হইয়া, বস্ত্রপবনন সনাতন সূতকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—হে সূত ! তোমার বাক্যাবলী বাহুপট্টতার পরিপূর্ণ। উহা অবশ্যে অবলম্বনসা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিলাভ হইবেকে : হে কল্পজ ! তুমি পূরণব্যবধায় পরম পটু, সম্প্রতি আমরা অতীত ও বর্তমান কল্পের প্রতিসন্ধির বিষয় প্রবণে অভিলষি, অতএব তুমি তাহাই কীর্তন কর। লোমহর্ষণ বলিলেন—হে হুত্রতমণ ! আপনাদিগের অমরদাম্পত্যের আমি এখন অত্যন্ত ও বর্তমান কল্প অবলম্বন করিয়াই ওস্ত কল্পে সকল মহত্তর সংঘটিত হইয়াছে, উপস্থিত বারাহকল্প, ইহার পূর্ণবর্তী সনাতন কল্প, এবং এই উত্তর কল্পের মধ্যাবস্থার বিষয় বলি করিতেছি, প্রবণ বলস। পূর্ণ-

অগ্রঃ প্রবর্ত্ততে কল্পে। অমার্জ্যকালঃ পুনঃ পুনঃ ।
 ব্যুচ্ছিন্নাং প্রতিসঙ্কেত কল্পাং কল্পঃ পরম্পরম্ ।
 ব্যুচ্ছিন্নান্তে ক্রিয়াঃ সর্বাঃ কল্পস্থে সর্বশস্তদা ॥ ৭ ॥
 তস্যাং কল্পান্তে কল্পঃ প্রতিসন্ধির্নির্নয়তে ।
 মনস্তরযুগাখ্যানমপ্যুচ্ছিন্নাং চ সঙ্কয়ঃ ॥ ৮ ॥
 পরম্পরাঃ প্রবর্ত্তন্তে মনস্তরযুগৈঃ সহ ।
 উক্তা যে প্রক্রিয়ার্থেন পূর্বকল্পাঃ সমাসতঃ ॥ ৯ ॥
 তেষাং পরাক্কল্পানাং পূর্বোহস্মাত্তু যঃ পরঃ ।
 আসীৎ কল্পো ব্যতীতো বৈ পরাক্কিনে পরস্ত সং ॥
 অগ্রে ভবিষ্যা যে কল্পা যপরাক্কিপূর্ণীকৃত্যঃ ।
 প্রথমঃ সম্প্রত্যন্তেষাং কল্পোহয়ং বর্ত্ততে বিজাঃ
 যস্মিন পূর্বঃ পরাক্কি তু দ্বিতীয়ে পর উচ্যতে ।
 এতাবান্ স্থিতিকালং প্রত্যাহারস্ততঃ স্মৃতঃ ॥ ১২ ॥
 অস্মাং কল্পান্তে যঃ পূর্বঃ কল্পোহতীতঃ সনাতনঃ
 চতুর্গুণসংখ্যতে অহো মনস্তরৈঃ পুরা ॥ ১৩ ॥
 কীণে কল্পে তদা তস্মিন দাহকালে হ্যপস্থিতে ।
 তস্মিন কল্পে তদা দেবা আসন্ বৈমানিকাস্তে যে

সঙ্কত্রগ্রহভারাজ চন্দ্রসূর্য্যগ্রহাঃ য়ে ।
 অষ্টাবিংশতিঃ রৈবতাঃ কোট্যন্ত সূর্য্যভ্রনাম্ ॥ ১৫ ॥
 মনস্তরে তথৈকস্মিন চতুর্দশস্থ বৈ তথা ।
 ত্রীণি কোটিপতাগাসন্ কোট্যাঃ দিনবতিস্তথা ॥ ১৬ ॥
 অষ্টাধিকাঃ সপ্তশতাঃ সহস্রাশাং স্মৃতাঃ পুরা ।
 বৈমানিকানাং দেবানাং কল্পেহতীতঃ তু শ্বেতং ববন্
 একৈকস্মিন্ কল্পে বৈ দেবা বৈমানিকাঃ স্মৃতাঃ ।
 অথ মনস্তরেমানসং চতুর্দশস্থ বৈ দিবি ॥ ১৮ ॥
 দেবাং পিতরশ্চৈব মুনয়ো মনবস্তথা ।
 তেষামনুচরা য়ে চ মনুপুত্রাস্তথৈব চ ॥ ১৯ ॥
 বর্ণাশ্রমভিরীড্যাং তস্মিন কালে তু য়ে সুরাঃ ।
 মনস্তরেযু য়ে হাসন্ দেবলোকে দিবৌকসঃ ॥ ২০ ॥
 তে তৈঃ সংযোজকৈঃ সাক্ষিঃ প্রাপ্তে সঙ্কলনে তথা
 তুলানিষ্ঠান্তে তে সর্কে প্রাপ্তে হাতুতসংগ্ৰবে ॥ ২১ ॥
 ততস্তে বশ্তাভিষাদ্বৃক্সা পর্ধ্যায়মান্বনঃ ।
 ত্রৈলোক্যবাসিনো দেবাস্ত স্মিন্ প্রাপ্তে হ্যপগ্ৰবে ॥
 তেনোহসু ক্যবিষাণেন ত্যক্তা স্থানানি ভাবতঃ ।
 মহর্লোকাং সংবিদ্যাস্ততস্তে দধিরে মতিম্ ॥ ২৩ ॥
 য়ে যুক্তা উপপদ্যন্তে মহসি সৈঃ শরীরকৈঃ ।
 বিলুপ্তিবহলাঃ সর্কে মানসীং সিদ্ধিমাশ্রিত্যঃ ॥ ২৪ ॥
 তৈঃ কল্পবাসিভিঃ সাক্ষিঃ মহানাসানিতস্ত বৈঃ ।
 ব্রাহ্মণৈঃ কল্লিরৈবৈশ্বেশ্বস্তত্তৈশ্চাপটৈর্জ্ঞৈঃ ॥

কল্প বিনষ্ট হইয়া যে কালে, অগ্র কল্প আরম্ভ
 হয়, তাহাকেই কল্পের প্রতিসন্ধি বলে। এই
 প্রতিসন্ধিকালে পূর্বতন কল্পের ক্রিয়া সমূহ
 এবং ঐ কল্প পর্য্যবসী মনস্তর যুগ প্রভৃতির
 সন্ধিসকল বিনষ্ট হইয়া পরকল্পের মনস্তর যুগ
 প্রভৃতির পরম্পর আরম্ভ হইতে থাকে।
 প্রক্রিয়াপাদে সংক্ষেপে যে সকল পূর্ব কল্পের
 বিষয় কথিত হইয়াছে, সেই পরাক্কিসংখ্যক
 কল্পগুলির পরবর্ত্তী কল্পই বর্ত্তমান কল্পের
 পূর্ব কল্প এবং এই বর্ত্তমান কল্পই ভবিষ্যৎ
 কল্পসমূহের প্রথম কল্প বলিয়া স্থির করিতে
 হইবে। পূর্বোক্ত পরাক্কিসংখ্যক কল্প পর-
 বর্ত্তী এবং ভবিষ্যৎ কল্পের পূর্ববর্ত্তী যে কাল,
 তাহাই এক এক কল্পের স্থিতিকাল বলিয়া
 নির্দিষ্ট। এই স্থিতিকালের সমাপ্তি হইলেই
 নষ্ট পদার্থ মাত্র এক একবার বিনষ্ট হইয়া
 যায়। ১—১২। এই বর্ত্তমান কল্পের পূর্ব-
 বর্ত্তী যে সনাতনকল্প সহস্র চতুর্গুণান্তে
 দাহ কাল উপস্থিত হইলে কীণ হইয়া
 মনস্তর সকলের সহিত অতীত হইয়া

গিয়াছে, সেই কল্পের এক এক মনস্তরে চন্দ্র,
 সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, তারা প্রভৃতি আত্মরীক
 দেববৃন্দের সংখ্যা অষ্টাবিংশতি কোটি ছিল;
 এই অনুসারে চতুর্দশ মনস্তরে অর্থাৎ সমস্ত
 কল্পে আত্মরীকদেবের সংখ্যা তিনশত কোটি
 বিরানব্বই হাজার একশত আট। এইরূপ
 চতুর্দশ মনস্তরযুক্ত প্রত্যেক কল্পেই আত্ম-
 রীকদেবের ঐ সংখ্যা হইয়া থাকে। স্ব স্ব
 দেহেন্দ্রিয়াদির সংযোজক তন্মাত্র প্রভৃতির
 সহিত মিলিত হইয়া সর্ববর্ণাশ্রমের পুণ্যতম
 ও তুলানিষ্ঠাসম্পন্ন দেব, পিতৃ, মূনি, মনু,
 মনুসহচর ও মানবগণ কল্পান্তকাল উপ-
 স্থিত হইলে স্ব স্ব বিপর্যায় আশঙ্ক্য অনুভব
 করিয়া, ব্রাহ্মণ, কল্লির, বৈশ্ব প্রভৃতি মানব-

মহা তু তে মহর্ষে কং দেবদক্ষাঃ সূর্যম্ ।
 তত্ত্বং জনলোকায় সোষণা নবিরে মতিম্ ॥২৬
 বিতদ্বিবলঃ সর্গে মানসীং সিদ্ধিযাহিতঃ ।
 তৈঃ কলমসিদ্ধিঃ সার্ধং মহানাসনিতত্ত্বম্ ॥২৭
 দশকম্ ইবাকৃত্য তৎকালকৃত্তি সত্তপঃ ।
 তত্ত্বং বজ্রম্ দশ হি হ্যাসত্যং পকৃত্তি বৈ পুনঃ ।
 এতেন ক্রমযোগেন বাস্তি কলমবাসিনঃ ॥ ২৮
 এবং দেবসুগান্ধ সছত্রনি পদ্যপাশং ।
 পতানি ব্রহ্মলোকং বৈ অপরাগতিনীর পতিম্ ॥২৯
 আদিপত্যং বিনা তে বৈ ঐবর্গোপ তু তৎসমাঃ ।
 ভবতি ব্রহ্মপতন্য। রপেন বিসর্গেণ চ ॥ ৩০
 তত্ত্বং তে হৃদিত্তি প্ৰীতিসূক্তঃ প্রসন্নমাতং ।
 আনন্দং ব্রহ্মণঃ প্রাপ্য মুচ্যতে ব্রহ্মণা সহ ॥৩১
 অবশস্ত্রাবিনাশর্থেন প্রাকৃত্তেইব তে সত্তম্ ।
 নানাহুনাতিসদ্ব্যস্তন্য। তৎকালভাবিনঃ ॥ ৩২
 স্বরূপতো বুদ্ধিপূর্ণং বধা ভবতি জগ্ৰাতঃ ।
 তৎকালভাবি তেষাং তথা জ্ঞানং প্রবর্ততে ॥৩৩
 প্রত্যাহারে তু ভেনানং দেবাং তিরাতিহ্মদগাং
 তৈঃ সর্গি প্রতিলজ্যতে কাথ্যনি করগানি চ ॥

পরের উপাত্ত দেবদশ এবং পূর্বিমবস্ত্রপাত
 দেবদশ একত্র মিলিত হইয়া তাহাদিগের
 সহিত সুগন্ধ ও অমৃত-বিদ্যময় উষ্মিচিতে
 মহর্ষিগণ গমন করেন, তথা হইতে জনলোকে
 এবং তথায় কিছুকাল অবস্থান করিয়া তথা
 হইতে দশবার পলোকে গমনাশ্বনেন পর
 জনলোকে দশকম অতিবাহিত করিয়া সত্য-
 লোকে গমন করেন। এইরূপে 'সব্রহ্ম দেব-
 সুগ' কাল অতিবাহিত হইলে, অবশ্যকালের
 অস্ত্র ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া, আদিপত্য ও
 ঐবর্গ তিরাপনি অস্ত্রাঙ্গ সকল বিয়ে
 ব্রহ্মসমুদ্র প্রান্ত হইয়া থাকেন। ১০—৩০ ।
 তাহারা তথায় ব্রহ্মানন্দ লাভ করিয়া ত্রিভি-
 পূর্বিমবস্ত্র কিছুকাল অবস্থানের পর ক্রমের
 সহিত দীপ হইয়া মুক্তি লাভ করেন। মুক্তি-
 কালে তাহাদিগের লাগত কাঞ্চি জাব সত্তপ-
 জ্ঞানের উৎপত্তি হয়; তাহাৎ কেবলমাত্র
 একেবারে বিশুদ্ধ হওক ও ত্রিবিধিগণ ও

মানাহরণনভেবং ব্রহ্মলোকমিহাসিনম্ ।
 বিনষ্টসামিকারানং বেন কর্ণে তিষ্ঠতম্ ॥ ৩১
 তে তুল্যলক্ষণঃ সিদ্ধঃ শুদ্ধাত্মনো নিরঞ্জনঃ ।
 প্রকৃত্যো কাশ্বণাভীতাঃ পাত্তন্তেব ব্যবহিতাঃ ॥৩২
 প্রথ্যাপরিহা যজ্ঞানং প্রকৃত্তিতেষু সর্গণঃ ।
 পুনঃ ব্যবহৃত্তেইব প্রতীত্য। ন প্রবর্ততে ॥ ৩৩
 প্রবর্তিতে পুনঃ সর্গে তেষাং বা কাশ্বণং পুনঃ ।
 সংযোগে প্রাকৃত্তে তেষাং সুকোনাং তত্ত্বপিনিম্ ॥
 ব্রহ্মপাশবিগ্নং তেষাং পুনর্দর্শনং মিনম্ ।
 অস্ত্রাঃ পুনঃ পতন্তো শান্তানামর্জিত্যমিহ ॥ ৩৪
 তৎসত্ত্ব পতেসুর্ধ্বং তৈলক্যাং হুমবাস্তম্ ।
 তৈঃ সর্গি বৈ মহর্ষে পাত্তন্য। নাসনিতা জনাঃ ॥
 তদ্বিষ্টাশ্চেই তিষ্ঠন্ত কামাদহমুপাসতে ।
 গবর্কস্যাঃ শিশাচাভা মাংসবা ভ্রাম্যবল্লভাঃ ॥ ৩৫
 পশবঃ পক্ষিণশ্চৈব স্বাবরাঃ সমসীযণাঃ ।
 তিষ্ঠন্ত তে তু তৎকালং পৃথিবীতলমসিনু ॥ ৩৬
 সংস্রব যন্ত বহীর্মানং হৃদিত্তেই বিভাসতে ।
 তে সমস্তশরো ভূদা হেইকৈকো অগতে বহিঃ ॥৩৭
 ক্রমেণোত্তিষ্ঠমানস্তে, ত্রীন্ লোকান প্রদহত্য।
 জগৎ স্বাবরকৈব ললোঃ সর্গাংস পক্ষীতম্ ॥৩৮

করপও বিনষ্ট হইয়া যায়। তখন তাহারা
 মানাহরণী ব্রহ্মলোকমসিনগের অস্ত্র শুদ্ধাত্মা,
 সিদ্ধ, নিরঞ্জন ও কাশ্বণাভীত হইয়া পূর্ব
 নামে প্রথ্যাত হইয়া থাকেন। পুনর্দর্শন
 হই হইবার কালে নিরূপিত তেজের ভাব
 আগ্র সেই অপবিত্রাণী অপূর্ণপবত্তী তত্ত্ব-
 দর্শনীগের পুনঃপত্তি হয় না এই সকল
 পুত্রপ্রাণ মহাত্মগণ উচ্চলোকে গমন করিলে
 তাহারা মহর্ষিগণ হইতে অস্ত্র ত্রিবিধিগণের
 সহিত গমন করিতে না পারেন তাহাৎই
 কামাতরে শিষ্ট নাম গ্রহণ করিয়া কোত্তর
 লাভ করেন। ৩১—৩১ । বহুপাশি শিশাচা
 দেবদর্শিন, ভ্রাম্যবল্লভ, পশু, পক্ষী,
 সমসীযণ প্রকৃত্তি অস্ত্রাঙ্গ প্রাণিনের এবং
 ব্যবহৃত্তি পাত্তন্য এই পৃথিবীতেই বিনষ্ট
 হইত পুনর্দর্শন পূর্ববৎ বৈতেই উৎপত্তি লাভ
 করে। ৩২—৩৩—৩৪—৩৫—৩৬—৩৭—৩৮—

পূর্বে শুকা হনাবৃষ্টা হৃদৈশ্চৈব প্রাপিতাঃ ।
তদা তে বিবিভঃ সর্পে নির্দ্বন্দ্বাঃ সৃষ্টিবিশিষ্টাঃ ।
জন্মমঃ স্বাবরাঃ সর্পে ধর্ম্মার্থা ব্রহ্মাণ বৈ ॥ ৪৫
দক্ষদেহান্ততন্তে বৈ গতাঃ পাপযুগাতয়ে ।
নোহা তয়া হনিশ্রুতাঃ শুভপাপাবুৎসরা ॥ ৪৬
ততন্তে হ পপযন্তে তুল্যরূপা জনে জনাঃ ।
বিশুদ্ধিবহাঃ সর্পে মানসৌ সিদ্ধিমাশ্রিতাঃ ॥ ৪৭
উষিতা রজনীং তত্র ব্রহ্মণোঃ বচস্রজননঃ ।
পুনঃ সর্গে ভবন্তৌ ব্রহ্মণো মনসৌ প্রজাঃ ॥ ৪৮
ততন্তে সু শ্রবঃকসু জনে ত্রৈলোক্যবাসিনু ।
নির্দ্বন্দ্বৈ চ লোকেষু তে সু সৃষ্টোন্ত সন্তাভাঃ ।
বৃষ্টা ক্রিতৌ প্রাবিত্যত্র বিদীর্ঘবালয়েষু চ ॥ ৪৯
সমুদ্রাশ্চৈব মেঘাশ্চ আপঃ সর্পাশ্চ পার্শ্বাঃ ।
ব্রহ্মৈক্যকার্ণবৎ হি সলিলাখ্যাতপ্রাভাঃ ॥ ৫০
আগতঃগতিকং তসৈ বলা তু সলিলং যত ।

তীয় ধর্ম্মার্থাত্মক স্বাবর-জন্ম-সমূহ অনা-
বৃষ্টিতে অতিমাত্র বিতক হইয়া যায়; তৎপরে
সৃষ্টিদেবের সহস্ররশ্মি সপ্তরশ্মিতে পরিণত
হইয়া এক একটি সৃষ্টিরূপী হইয়া পড়ে এবং
তাহারা ই বাক্রমে উদিত হইয়া, স্বাবর, জন্ম,
মনী, পর্ত্ত প্রভৃতি নিখিল সৃষ্টিসমষ্টি
ত্রিলোক দত্ত করিতে আরম্ভ করে; ক্রমে সমু-
দ্র পদার্থ দত্ত হইয়া গেলে সৃষ্টিও বিপুল
হইয়া যায়। অনন্তর পাপযুগাবসানে সেই সকল
দক্ষদেহ প্রাণিগণ পৃথ্যপাপাবুৎসরী যোনি হইতে
মুক্তি লাভ করিতে না পারিয়া কথকর্ম্মানু-
যায়ী জন্ম লাভ করিতে থাকে। যে সকল শুদ্ধ-
চেতা পূর্বে সৃষ্টিকালে মানসৌ সিদ্ধি অবলম্বন
করিয়াছিলেন, তাহারা এলয়রূপ ব্রহ্মার রজনী-
গত হইলে পুনঃ সৃষ্টিসময়ে ব্রহ্মার মানস প্রজা
হইয়া থাকেন। পূর্বে যে সমুদ্র্য হারা
ত্রিলোক দত্ত হইবার কথা বলা হইয়াছে, তাহার
পরেই অত্যধিক বৃষ্টি হইয়া ক্রিত্তুল প্রাবিত
হইয়া যায়, সুতরাং যত কিছু পার্শ্ব পদার্থ,
এবং সমুদ্র ও মেঘ প্রভৃতি সমুদ্রই একাধিক
প্রাপ্ত হইয়া, সলিলসংজ্ঞায় অভিহিত হয়।
৪২—৫০। তখন অপরিসর জনরাশি ভূমি-

সংচ্ছাদ্যমাং স্থিতং ভূমিমণ্ডপায়া তদা চ সা ॥
আভাতি বন্যাবাভাতি তাসন্তো ব্যাপ্তিশান্তিযু ।
সর্পতঃ সমুদ্রায়া তাসিকান্তো বিভাব্যতে ॥ ৫২
তদন্তন্তরুতে ধন্যং সর্পাং পৃথীং সমন্ততঃ ।
ধাতুংশুনোতি বিস্তারে তেনাশ্রন্তনবঃ স্রুতাঃ ॥ ৫৩
অগ্নিতোব শীঘ্রন্ত নিপাতঃ কথিতঃ স্রুতঃ ।
একাং ব ভবন্ত্যাপো ন শীঘ্রন্তে তে নরাঃ ॥ ৫৪
তন্মিনু যুগসহস্রায়ে সর্গস্থিতে ব্রহ্মণোহহনি ।
ব্রহ্মণ্যং বর্তমানাদ্রাত্যবন্তঃ সলিলাগনা ॥ ৫৫
ততন্ত সলিলে তন্মিহন্তেহমৌ পৃথিবীতলে ।
প্রাপ্তব্যাৎহককরে নিরালােকে সমন্ততঃ ॥ ৫৬
যেনেবাশ্রিতঃ হীকং ব্রহ্মা স পুরুষঃ প্রভুঃ ।
বিশাগমন্ত লোকত পুনর্দৈ কল্পমিচ্ছতি ॥ ৫৭
একাংবে তদা তন্মিহন্তে স্বাবরজন্ময়ে ।
তদা স ভবতি ব্রহ্মা সহস্রাকঃ সহস্রপাং ॥ ৫৮
সহস্রাণী পুরুষো ব্রহ্মণর্পো হতী শ্রয়ঃ ।
ব্রহ্মা নারায়ণ্যন্ত সুধাপ সলিলে তদা ॥ ৫৯
সর্বোদ্রেকাং প্রবৃত্ত শূন্তং লোকমবেক্ষ্য চ ।

ওল আচ্ছাদিত করিয়া অর্ণবরূপে প্রকাশিত
হয় এবং অত্র কোন বস্তুই সেই জলাবরণে
আচ্ছাদিত হইতে পারে না বলিয়াই সেই জল-
রাশি অন্ত নামে কথিত হয়। পৃথিবীর সর্প-
স্থানেই বিদ্যুত হওয়ার জন্ত তখন “তন ধাতুর
বিস্তার অর্থাভূনায়ে” জলের অপর নাম হয়
তহ। এতদ্বিধ কবিশব্দ “অর দক্ষ” শীঘ্রার্থে
ব্যবহার করেন, একাধিক সময়ে জলের তাত্পন
ক্ষিপ্রকারিতা দেখা যায় না বলিয়া তাহাকে নার
বলা হয়। বৃন্দহস্রপরিমিত ব্রহ্মদৈনের অব-
সানে এইরূপে জলময়ী এলয়রূপী রজনী
উপস্থিত হইলে, কয়রশি প্রপাত হইয়া যায়,
এবং অগ্নিঃপ্রভ নিকাপিত হওয়ার সমগ্র
জগৎ শ্রগাৎ এককরে আকুর হইয়া উঠে।
তখন জগদবিক্রান্তা সর্গপ্রভু পুরুষের ব্রহ্মা
পুনরায় লোকবিভাগ করিতে ইচ্ছা করেন।
তৎকালে একাধিক স্বাবর, জন্ম নষ্ট হইয়া
গেলে সেই ব্রহ্মা সহস্রাক, সহস্রপাল, সহস্র-
শী, স্বর্ষব এবং অতাপ্রিয় নারায়ণ সৃষ্টিতে

ইমকোদাহরত্যাশ্রমোঃ নারায়ণঃ প্রতি ॥ ৬০
আপো নারায়ণান্তব ইত্যপানায় তক্ষমঃ ।

আপূর্বা নান্তি তত্রান্তে তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥ ৬১

সহস্রশীর্ষাঃ সূমনাঃ সহস্রপাং

সহস্রচক্ষুর্দননঃ সহস্রভূকৃ ।

সহস্রবাহুঃ প্রথমঃ প্রজাপতি-

ত্রয়োপথে যঃ পুরুষো নিরুচ্যতে ॥ ৬২

আদিভার্বো ভুবনস্ত গোপ্তা

একো অপূর্ষঃ প্রথমজগদ্বাট্ ।

হিরণ্যগর্ভঃ পুরুষো মহাত্মা

স পর্যাতে বৈ তমসঃ পরন্তাং ॥ ৬৩

কল্পাদৌ ব্রহ্মমোদিতো ব্রহ্মা ভূত্বাহংসঃ প্রজাঃ

কল্পান্তে তমোদিতো কাপো ভূত্বাহংসঃ পুনঃ

স বৈ নারায়ণাখ্যস্ত সত্যোদিতোহর্ষবে স্বপ্ন ।

ত্রিধা বিভজ্য চাত্ত্বানং ত্রৈলোক্যে সমবর্ত্তত ॥ ৬৪

স্বততে গ্রনতে চৈব বীকতে চ ত্রিভিষ্ঠ তান্ ।

একার্ণবে তদা লোকে নষ্টে স্বাবরজজমে ॥ ৬৫

চতুর্ধুগসহস্রান্তে সর্গতঃ সলিলাদুত ।

ব্রহ্মা নারায়ণাখ্যস্ত অপ্রকাশার্ণবে স্বপ্ন ॥ ৬৬

সেই একার্ণব মধ্যে নিহিত সঙ্কণ্ঠের উদ্ভেক

ভাগপ্রতি হইয়া থাকেন । ব্রহ্মার এই নারায়ণ

নামের আর এক প্রকার নিরুক্তি বধা—আপ,

নারা ও তনু, তলের এই কয়েকটি নাম ।

ব্রহ্মা সেই জলে নাভিদেশ পূর্ণ করিয়া অব-

স্থান করেন, বলিয়া তাঁহাকে নারায়ণ বলা হয় ।

৫১—৬১ । এই সহস্রশীর্ষা, সহস্রপাদ, সহস্র-

চক্ষু, সহস্রদনন, সহস্রভূকৃ, সহস্রবাহু, সূমনা,

সূর্য্যবর্ণ, সানারপাঙ্গক, অপূর্ষ প্রথম, তুরা-

বাট্, হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতি নামধারী প্রজাপতি

ব্রহ্মা, কল্পাদি কালে যতোত্তরোদিত হইয়া

প্রজা সৃষ্টি করেন এবং কল্পান্তে তমোত্তরো-

দিত হইয়া সমুদ্র গ্রাস করিয়া থাকেন ।

এই একার্ণবধারী নারায়ণই ত্রিভাষে সঙ্ক-

ণ্ঠেভেকবধে জাগরিত হইয়া আপনাকে

ত্রিভাষে বিভক্ত করেন এবং এক এক অংশ

যাত্রা সৃষ্টি, গ্রাস ও দর্শন করিয়া থাকেন ।

চতুর্ধুগসহস্রান্তে সমুদ্র সলিলাদুত হইয়া

চতুর্ধিধাঃ প্রজা গ্রহা ব্রাহ্মাণ্য রাড্রাণ্য মহার্ণবে

পশুভি তং মহর্লোকাং সুপ্তং কালং মহর্ঘরঃ ॥ ৬৮

ভূগাম্যো বধা সপ্ত কল্পে হস্মিন্ মহর্ঘরঃ ।

ততো বিবর্ত্তমানৈর্ভৈর্গহান্ পরিগতঃ পরঃ ॥ ৬৯

গত্যর্থং ঋষয়ো ধাতোর্মি নিবৃত্তিঃ পিতঃ ।

তস্মাদৃষিপব্রতেন মহাংস্তস্মাদৃষয়ঃ ॥ ৭০

মহর্লোকস্থিতৈর্দৃষ্টঃ কালঃ সুপ্তস্তদা চ তৈঃ ।

সত্যান্যঃ সপ্ত যে হাসন্ কল্পেহতীতে মহর্ঘরঃ ।

এবং ব্রাহ্মীষু রাড্রিষু হতীতাহ মহস্রণঃ ।

দৃষ্টবস্তস্তথা হস্তে সুপ্তং কালং মহর্ঘরঃ ॥ ৭২

কল্পজ্ঞানো তু বহশো বস্মাং সংস্থা চতুর্দশ ।

কল্পয়ামাস বৈ ব্রহ্মা তস্মাৎ কল্পে নিরুচ্যতে ॥ ৭৩

স স্রষ্টা সর্গভূতানাং কল্পাদিষু পুনঃ পুনঃ ।

ব্যক্তাহব্যক্তো মহাদেবস্তস্ত সর্গমিদং জগৎ ॥ ৭৪

ইতোয প্রতিসন্ধির্ষাঃ কীর্ত্তিতঃ কল্পয়োদ্বিধোঃ ।

সাপ্রত্যন্ত, তয়োর্মধ্যে প্রাগবস্থা বহুব বা ॥ ৭৫

একার্ণবস্থ প্রাপ্ত হইলে, যখন পরম পুরুষ

কালরূপী নারায়ণ চতুর্ধিধা প্রজা গ্রাস করিয়া

ব্রাহ্মী রাড্রিতে তমোময় একার্ণবে সুশুপ্তি

লাভ করেন, তৎকালে বর্ত্তমান কল্পের ভূত

প্রভৃতি সপ্ত মহাবির জায়, প্রতিকল্পেই যাহারা

কল্পাবসানে অবস্থান করেন, সেই সূক্ষ্ম

পরমব্রহ্মতত্ত্বজ মহাবিস্ময় মহর্লোক হইতে

তাঁহাকে নিরৌক্ষণ করিতে থাকেন । ইহা-

নিগের মহর্ষি নাম হওয়ার কারণ এইরূপ

কথিত আছে—ক যাতুর অর্থ গমন, প্রথমেই

গত অর্থাৎ নিবৃত্তি প্রাপ্ত হইলে তাঁহাকে কবি

কহে, ইহারা সেই কৃষিপন্থ মধ্যে প্রধান

বলিয়া মহাবি নামে অভিহিত করেন । অতীত

কলে ঐ সকল মহাবিরা মহর্লোকে থাকিয়া

কালকে সুপ্তবস্থায় অবলোকন করেন ।

শত শত সহস্র প্রলয়সম্পীণী ব্রাহ্মী রাড্রির

অবসান হইয়া গেলে, ইহার প্রত্যেক রাড্রি-

তেই মহাবিরণ এইরূপ ভাবে সুপ্তকাল নিরৌ-

ক্ষণ করিয়া আসিতেছেন । সেই সর্গভূত-

স্রষ্টা ব্যক্তাব্যক্ত মহাদেব জগদীশ্বর যলের

প্রান্তে বহুবিধ কল্পনা করেন বলিয়া সৃষ্টি-

কীৰ্ত্তিত তু সমাসেন কলে কলে যথা তথা ।
সাম্প্রদন্তে প্রবক্ষ্যামি বলমেতৎ নিবোধত ॥ ৭৬
ইত্যাদ্যো মহাপুরাণে ব্রহ্মাণ্ডে প্রাম্পদিকীৰ্ত্তনং
নাম সপ্তমোহধ্যায়ঃ ২ ৭ ॥

অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

স্বত উবাচ ।

তুলাং যুগসহস্রস্ত নৈশকালমুপাস্ত সঃ ।
শর্কর্য্যন্তে প্রকুরুতে ব্রহ্মত্বং সর্গকারণাং ॥ ১
ব্রহ্মা তু সলিলে তস্মিন যয়ীৰ্জ্জ্বা তদাচরৎ ।
অন্ধকারে তদা তস্মিন নষ্টে স্বাবরজস্রমে ॥ ২
জলেন সমনুধ্যাত্তে সর্করতঃ পৃথিবীতলে ।
অবিভাগেন ভূতেশু সমস্তাং স্থিত্যেযু চ ॥ ৩
নিশায়াশ্চিৎ খদ্যোতঃ প্রাবৃট্ কালে ততন্ততঃ ।
তদাকাশে চরন্ মোহং বোধ্যমাণঃ স্বয়ভূবঃ ॥ ৪

কালের নাম কল হইয়াছে। এইরূপে বর্ত-
মান ও অতীত কলয়ের প্রতীকিত ও
পূর্বাংশ সংক্ষেপে আপনাদিগের নিকট
কীৰ্ত্তন করিলাম। এক্ষণে বর্তমান কলের
বিষয় বর্ণন করিব ॥ ৬২—৭৬ ॥

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

অষ্টম অধ্যায়ঃ ।

স্বত বলিলেন,—সহস্রযুগ পরিমিত প্রায়-
রূপী নৈশকাল অতিবাহিত হইবার পর পরম
পুরুষ প্রজাপতি বর্তমান কলের প্রথম সৃষ্টি
সময়ে সৃষ্টিকার্যের জ্ঞাত ব্রহ্মত্বের সৃষ্টি করি-
লেন। যখন সর্করান অন্ধকারে আবৃত,
স্বাবরজমাণি কোথাও কিছুই নাই, ভূত-
বৃত্ত অবিভক্ত ভাবে সর্কর পরিব্যাপ্ত। পৃথি-
বীর সকল স্থল জলময়, সর্করই জলে জলা-
কার; তখন স্বয়ভূ ব্রহ্মা বায়ুরূপ ধারণ করিয়া
সেই জলরাশির উপরে প্রাবৃট্ কালীন খদ্যো-
তিকার দ্বায় আকাশে বিচরণ করিতে করিতে

প্রতিষ্ঠায়া হুপারস্ত মার্গমাণস্তদা প্রভুঃ ।
ততস্ত সলিলে তস্মিন জ্বাহা হুগুগুতঃ মহীম ॥
অমুমানাত্তু সন্থকো ভূমেক্ষরঃ প্রতি ।
চরাচরাং তনুকেব পূর্কবলদিমু স্মৃতম্ ॥ ৬
স তু রূপং বরাহস্ত কৃত্যাপঃ প্রাবিশৎ প্রভুঃ ।
অস্তিঃ সংচ্ছাদিতামুর্কীয় সমীক্যাপ প্রজাপতিঃ ।
উদ্ধত্যোর্ক্যমাধাত্ত্য অপস্তান্ত স বিহসৎ ।
সামুদ্রাস্ত সমুদ্রেযু নাদেয়োরিয়গাথপি ॥ ৮
পৃথক্যন্ত স বিনাস্ত পৃথিব্যাং মোহচিনোক্তিগীন্
প্রাক্ সর্গে মহমানে তু তদা সম্বর্তকামিনা ॥ ৯
ডেনাশ্মিনা প্রলীনাশ্তে পর্কতা ভূবি সর্করঃ ।
শৈত্যাদেকার্ণবে তস্মিন বায়ুপলস্ত সংহ্রতঃ ॥ ১০
নিযক্তা যত্র যত্রাসংস্কৃত্য তত্রাহচলোহভবৎ ।
সংচলত্যানচলাঃ পর্কতিঃ পর্কতাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১১
গিরয়োহস্তিনীর্গীর্জ্জ্বাচয়নাচ্চ শিলোচ্চয়াঃ ।
ততস্ত তাং সমুদ্রত্যা কৈতমন্তর্জ্জ্বাং প্রভুঃ ॥ ১২
স্বস্থানে স্থাপয়িত্বা চ বিভাগমকরোং পুনঃ ।

পৃথিবীর পুনঃপ্রতিষ্ঠার উপায় অনুসন্ধান
ব্যাপৃত হইলেন। এই জলরাশি মধ্যেই
পৃথিবী অচনিহিত রহিয়াছে, এইরূপ অনু-
মানই ক্রমে তাঁহার নিশ্চিত হইল। পূর্ক
পূর্ক কলে দ্বায় এবারেও তিনি বরাহমূর্তি
পরিগ্রহ করিয়া সলিলমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন
এবং তথা হইতে পৃথিবীর উদ্ধার সাধন
করিয়া সামুদ্রসলিল সমুদ্রে এবং নাদের সলিল
নদীতে বিহস্ত করিলেন। সলিল বিস্তারের
পর তিনি পূর্কতন কলের যে পর্কতসমূহ
সম্বর্তক অনলে লব্ধ হইয়া জলবায়ব নীত-
লতায় সংস্কৃত হওয়ায় স্থানে স্থানে অচল-
ভাবে অবস্থিত ছিল, তাহাদিগকে পুনঃ
প্রকাশিত করিলেন। শুক হইয়া অচলভাবে
অবস্থিত থাকায় পর্কতের একটি নাম অচল,
পর্ক অর্থাৎ শূন্যনিধারা বিচ্ছিন্ন হওয়ায় অপর
নাম হইল পল্লত, জলরাশি হইতে উদ্গীর্ণ
অর্থাৎ প্রকাশিত হওয়ায় গিরি, এবং সঞ্চিত
হওয়ায় অন্য নাম হইল শিলোচ্চয়। প্রজা-
পতি জলমধ্য হইতে পৃথিবীর উদ্ধার করিয়া

সপ্ত সপ্ত তু বর্ধাণি তস্তা দ্বীপেষু সপ্তম্ ॥ ১০
 বিষম্ভাণি সমী কৃত্য শিলাভিত্তিরেনাদিগীর্ণা ।
 দ্বীপেষু তেষু বর্ধাণি চত্বারিংশস্তৈব চ ॥ ১৪
 তাবন্তঃ পৰ্ব্বতৈশ্চৈব বর্ধন্তে সমবস্থিতাঃ ।
 সর্গদৌ সন্নিবিষ্টাঃ স্তভাবেনৈব নান্যথা ॥ ১৭
 সপ্তদ্বীপঃ সমুদ্রাণ্ড অন্যান্যস্ত তু মণ্ডলম্ ।
 সন্নিবিষ্টাঃ স্তভাবেন সমাপ্ত্য পরস্পরম্ ॥ ১৬
 ভূগাণ্যং চতুরো লোকং চন্দ্রশিতৌ গ্রহৈঃ সহ
 পূৰ্ণস্ত নিৰ্ম্মমে ব্রহ্মা স্থানান্যোমানি সর্ষশঃ ॥ ১৭
 কল্পস্ত চান্ত ব্রহ্মা বৈ হৃৎস্বজং স্থানিনঃ পূরা ।
 আপোহম্বিঃ পৃথিবী বয়ুঃ স্তরীক্ষান্দিবস্তথা ॥ ১৮
 স্বর্গদ্বিঃ সমুদ্রাণ্ড নদীঃ সর্ষাণ্ড পৰ্ব্বতান্ ।
 ওষধীনাং তথাস্ত্রানমাস্ত্রানং বৃক্ষবীক্ৰুণাম্ ॥ ১৯
 লবাঃ কাষ্ঠাঃ কলাৈশ্চৈব মুহূৰ্ত্তং সন্ধিত্যাহম্ ।
 অর্ধমাসাণ্ড মাসাণ্ড অন্নানকগুণানি চ ॥ ২০
 স্থানাভিমানিনৈশ্চৈব স্থানানি চ পৃথক্ পৃথক্ ।
 স্থানান্নমঃ স সৃষ্টা বৈ যুগাবস্থাং বিনিৰ্ম্মমে ॥ ২১
 কৃতক্লেতাং দ্বাপরক্ কলিকৈব তথা যুগম্ ।
 কল্পস্তানৌ কৃতযুগে প্রথমে মোহস্বজং প্রজাঃ ॥

স্থানে স্থাপনপূর্ব্বক তাহাকে সপ্তবর্ষ ও সপ্ত-
 দ্বীপরূপে বিভক্ত করিলেন । ১—১০ । পরে
 বিষমস্থানের সমতা বিধান করিয়া শিলাসমূহ
 দ্বারা সাধারণ সর্ব্বতসমূহ নিৰ্ম্মাণ করিলেন ।
 সপ্তবিপমধ্যে সপ্তবর্ষ, সপ্তবর্ষের চত্বারিংশ
 প্রকার বিভাগ, প্রত্যেক বর্ধান্তস্থায়ী সপ্তপর্ব্বত,
 সপ্তদ্বীপ এবং প্রত্যেক দ্বীপেষ্টিত সপ্তসমুদ্র
 স্তভাবেই সৃষ্ট হইয়া থাকে । তাহাজ পদার্থ
 নিচয়ের সৃষ্টি করিবার পূর্বেই তাহাদিগের
 আকার-স্বরূপ ভূগাদি লোকচতুষ্টয় এবং গ্রহ-
 গণসহ চন্দ্র ও সূর্য্যকে নিৰ্ম্মাণ করেন । তৎপরে
 আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, স্বর্গ, দিগ্,
 সমুদ্র, নদী, পর্ব্বত, ওষধি ও বৃক্ষগতাদির
 আশ্রয়, লব, কাষ্ঠা, কলা, মুহূৰ্ত্ত, সন্ধি, রাত্রি,
 দিন, পক্ষ, মাস, অন্ন, বৎসর, যুগ, স্থানাভি-
 মানী ও স্থান প্রভৃতি পৃথক্ পৃথক্ সৃষ্টি করিয়া
 যুগের অবস্থা নিৰ্ম্মাণ করিয়াছেন । ১৪—২১ ।
 সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারিটী যুগের

প্রাপ্ততা যামরা তৃত্যং পূর্ব্বকালং প্রজ্ঞাতাঃ
 তন্মিন্ সংবর্ত্তমানে তু কজে দক্ষান্তদাহমিনা ॥ ২১
 অপ্রাপ্তা যান্তপোলোকং জনলোকং সমাপ্তিতাঃ ।
 প্রবর্ত্তন্তে পুনঃ সর্গে বীজার্থং তা ভবন্তি হি ॥ ২৪
 বীজার্থেন স্থিতান্তত্ৰ পুনঃ সর্গস্ত কারণম্ ॥
 ততস্তঃ স্বজ্যমানস্ত সন্ত নার্যং ভবন্তি হি ॥ ২৫
 ধর্ম্মার্থকামমোক্ষার্থমহ তাঃ সাধকাঃ স্মৃতাঃ ।
 দেবাণ্ড পিতৃরশ্চৈব কণ্ঠগো মনবস্তথা ॥ ২৬
 ততস্তে তপসা যুক্তা স্থানাত্মাপুরন্তি হি ।
 ব্রহ্মণৌ মানসান্তে বৈ সিদ্ধান্তানো ভবন্তি হি ॥ ২৭
 যে সর্গা ধেষুজেনে কৰ্ম্মণা তে দিবং গত্যাঃ ।
 আবর্ত্তমানা ইহ তে সন্তবন্তি যুগে যুগে ॥ ২৮
 স্বকৰ্ম্মফলশেষেণ ব্যাতশ্চৈব তথ্যগ্নিফাঃ ।
 সন্তবন্তি জনলোকাং কৰ্ম্মসংশয়বন্মনাং ॥ ২৯
 আশয়ঃ কারণং তত্র বোদ্ধব্যং কৰ্ম্মণাস্ত সং ।
 তৈঃ কৰ্ম্মভিত্ত জায়ন্তে জনলোকাঃ স্তভান্তৈঃ ॥
 গুরুস্তি তে শরীরানি নানারূপানি যোনিষু ।

অবস্থা । কল্প প্রারম্ভে প্রজাপতি প্রথমেই
 সত্যযুগের প্রজাসৃষ্টি করেন ; পূর্বে যে সকল
 প্রজার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তাঁহারা ই সত্য-
 যুগের প্রজা । ঐ সত্যযুগে হাঁহারা তপলোকে
 গমন করিতে না পারিয়া জনলোকেই অবস্থান
 করিতেছিলেন, তাঁহারা ই সমস্তকালিতে দক্ষ
 হইয়া বীজের জন্ত পুনর্বার সৃষ্ট হইয়া থাকেন,
 এবং সন্তানদির দ্বারা সৃষ্টি বৃদ্ধি করেন ।
 দেবলোক, পিতৃলোক, ঋষি ও মনুগণ ইহ-
 লোকে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষের সাধক বলিয়া অভি-
 হিত । যেহেতু তাঁহারা ই ব্রহ্মার মানসসৃষ্ট
 এবং তপঃসমৃদ্ধিবশতঃ সিদ্ধান্তা । যে প্রজা-
 সমূহ ধেষুজ কৰ্ম্ম করেন, তাঁহারা স্বর্গগত
 হইলেও পুনরাবর্ত্তিত হইয়া কৰ্ম্মফল ভোগ
 করিবার লজ্জ ইহলোকে অমলাভ করেন এবং
 স্ব স্ব কৰ্ম্মাশ্রমারে ব্যাত হইলে । কৰ্ম্মাশ্রমই
 জন্মান্তরজাতের কারণ, বাহ্যনের কৰ্ম্মাশ্রম বিনষ্ট
 হয় নাই, সেই সকল প্রজারা স্ব স্ব তত্তত্ত
 বিবিধ কৰ্ম্মাশ্রমারেই দেবতা হইতে স্বাবর
 পর্যন্ত নানাবিধ শরীর পরিগ্রহ করিয়া উৎপদ

নৈবান্যাস্থাবরাস্তে চ উৎপন্নাস্তে পরম্পরম্ ॥ ৩১ ॥
 তেষাং যে যানি কন্ধ্যাণি প্রাকৃস্থৈঃ প্রতিপেদিরে
 তান্যেব প্রতিপন্নাস্তে স্বভ্যমানাঃ পুনঃ পুনঃ ॥ ৩২ ॥
 হিংসাহিংস্রে মহত্কেরে ধন্যধর্ম্যে ঋতানুতে ।
 তস্তাবিতাঃ প্রপদ্যন্তে তস্মান্তস্ত গোচতে ॥ ৩৩ ॥
 কল্পেবানন্ ব্যতীতেষু রূপনামানি যানি চ
 তান্যেবানাগতে কালে প্রায়শঃ প্রতিপেদিরে ॥ ৩৪ ॥
 তস্মান্তু নামরূপাণি তান্যেব প্রতিপেদিরে ।
 পুনঃ পুনস্তে কল্পেযু জায়ন্তে নামরূপতঃ ॥ ৩৫ ॥
 ততঃ সর্গে হবষ্টক্রে সিস্থকোর্বক্ষণস্ত বৈ ।
 প্রজাস্তা ধায়তস্তস্ত সত্যাভিধ্যায়িনস্তদা ॥ ৩৬ ॥
 মিথুনানাং সহস্রস্ত নোহস্রজৈর্থাশ্বনাং ।
 জনাস্তে হাপপন্নাস্তে সর্গোদ্রিক্তাঃ সূচতেগঃ ॥ ৩৭ ॥
 সহস্রম্ন্যবক্ষন্তো মিথুনানাং সমস্কর্জ হ ।
 তে সর্কে রজঃসোদ্রিক্তাঃ স্তম্বিনশ্চাপ্যস্তম্বিনঃ ॥ ৩৮ ॥
 সৃষ্টা সহস্রম্ন্যতু বন্ধনামুরতঃ পুনঃ ।
 রজস্তমোভ্যামুদ্রিক্তা ঈহাশীলান্ত তে স্মৃতঃ ॥ ৩৯ ॥
 পদ্ম্যাং সহস্রম্ন্যতু মিথুনানাং সমস্কর্জ হ ।
 উদ্রিক্তান্তমগা সর্কে নিঃশ্রীকা হস্ততেজসঃ ॥ ৪০ ॥

হয়। ২২—৩০ । তাহার। সৃষ্টির পূর্বে যে
 যে সকল কর্ম প্রাপ্ত হইয়াছিল, সৃষ্ট হইয়া
 সেই বর্ষেরই ফলভোগ করে । হিংস্র, অহিংস্র,
 মহ, ক্ষুদ্র, ধর্ম, অধর্ম, সত্য, অসত্য প্রভৃতি
 কর্মসমূহের চিন্তা করিয়া জন্মলাভ করায় তাহা-
 দিগের ঐ সকল কর্মেই প্রবৃত্তি হইয়া থাকে ।
 পূর্বে পূর্বে অতীতকালে ঐ প্রজাশ্রয়ের যে
 তেজস্ব নামরূপাদি নির্দিষ্ট ছিল, পরবর্তী কল-
 সমূহেও প্রায়ই তাহার। সেইরূপ নামরূপ
 ধারণ করিয়া জন্ম লইয়া থাকে । সৃষ্টিকর্তার
 এই সৃষ্টি স্কন্ধোক্ত হইয়া আসিলে, নতুন
 সৃষ্টিবিষয়ে তাঁহার বাসনা হইল, তাহাতে সেই
 সত্যোভিধ্যায়ী ব্রহ্মার মুখমণ্ডল হইতে সস-
 ত্বোদ্রিক্ত পবিত্রায়া সহস্র মিথুন, বক্ষঃস্থল
 হইতে রজোগুণসম্পন্ন তেজস্বী সহস্রমিথুন,
 উরুদেশ হইতে রজ ও তমোগুণোদ্রিক্ত চেষ্টা-
 শীল সহস্রমিথুন এবং পদদ্বয় হইতে তমো-
 গুণোদ্রিক্ত হৃদয়ী ভ্রমতেজা সহস্রমিথুনের

ততো বৈ হর্বমানাস্তে বন্ধেৎপন্নাস্তে প্রাশিনঃ ।
 অন্যান্যো হস্ত্রায়াবিত্তা মিথুনায়োপচক্রমুঃ ॥ ৪১ ॥
 ততঃ প্রভৃতি কল্পেহস্মিন মিথুনোৎপত্তিরূচাতে ।
 মাসি মাস্তান্তর্বং যন্তস্তানানসৌ হর্ষোভিতাম্ ॥ ৪২ ॥
 তস্মান্তদা ন স্রম্বুঃ সেবিতৈরপি মৈথুৈঃ ।
 আয়ুর্ষেহন্তে প্রস্থয়ন্তে মিথুনান্যেব তে সক্রুৎ ॥ ৪৩ ॥
 কূটকাঃ কুবিকাশ্চৈব উৎপন্নাস্তে মুখ্যবিতাঃ ।
 ততঃ প্রভৃতি কল্পেহস্মিন মিথুনানাং হি সম্ভবঃ ॥
 ধ্যাতে তু মনসা তান্যং প্রজানাং জায়তে সক্রুৎ ।
 শব্দবিষয়ঃ স্তম্বঃ প্রত্যেকং পক্ষপক্ষণঃ ॥ ৪৫ ॥
 ইতোবং মনসা পূর্বে প্রাকৃস্থির্বা প্রজাপতেঃ ।
 তস্যাবয়বে সন্তুতা যৈরিনং পুরিতং জগৎ ॥ ৪৬ ॥
 সন্নিবসরঃ সমুদ্রাশ্চ সেবন্তে পক্ষতানপি ।
 তদা নাতান্তনীতোক্ষা যুগে তস্মিন্ চরন্তি বৈ ॥ ৪৭ ॥
 পৃথীয়েমস্তাং নাম আহারং হৃহরন্তি বৈ ।
 তাঃ প্রজাঃ কামচারিণ্যো মানসীং সিদ্ধিমাস্থিতাঃ
 ধন্যধর্ম্যো ন তাস্মান্তাং নির্ক্షিশেষাঃ প্রজাস্তা তাঃ

প্রার্ভাব হইল ৩১—৪০ । তাহার। উৎপন্ন
 হইবামাত্রই পরস্পর হৃষ্টচিত্তে সক্রুৎ হইতে
 লাগিল; কিন্তু সে সময়ে স্ত্রীদিগের প্রতিমাসে
 ঋতু হওয়ার নিয়ম ছিল না বলিয়া তাহাদিগের
 তাহাতে সত্যনোৎপত্তি হইল না । তখন
 জীবনাস্তে একবারমাত্র মিথুন প্রসবের নিয়ম
 ছিল । এ প্রভৃতি কূটক ও কুবিক প্রভৃতি
 মুখ্যবস্তুর উৎপন্ন হইয়াছিল । সেই অবধি
 বর্তমানকালে মিথুনের উৎপত্তি হইয়া আসি-
 তেছে । এই প্রজামিথুন সৃষ্টির পর প্রজাপতির
 মানসিক ধ্যানমাত্রেই তাহাদিগের প্রত্যেকে
 শব্দাদি পক্ষপক্ষণ বিষয়ও প্রার্ভূত হইয়াছিল ।
 বর্তমানকালে যে প্রজাগণ দ্বারা জগৎ পরিপূর্ণ
 হইয়া রহিয়াছে, বিধাতার ঐ মানস প্রজামিথুনই
 ইহাদিগের আদিবংশ । সেই সত্যযুগোৎপন্ন
 নাতান্তনীতোক্ষাশালী মানস প্রজাসমূহ পৃথীরস,
 আহার ও নদ, নদী, শৈল, সাগর, সরোবর
 প্রভৃতির উপভোগাদি যথেষ্ট ব্যবহার করিয়া
 মানসী সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন । তাহাদিগের
 ধন্যধর্ম্য বিচার দ্বা পরস্পরের বিস্ত্রিততা

তুল্যমায়ুঃ স্বৰ্ণং রূপং তাম্রাং তস্মিন্ কৃতে যুগে
 ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মৌ ন তাস্মাস্তাং কল্পাদৌ তু কৃতে যুগে ।
 যেন যেনাধিকারেণ জন্তিরে তে কৃতে যুগে ॥ ৫০
 চত্বারি তু সহস্রাণি বর্ষাণাং দিব্যসংখ্যায়া ।
 আন্যং কৃতযুগং প্রান্তঃ সক্ষ্যানাস্তু চতুঃশতম্ ॥ ৫১
 ততঃ সহস্রশতাহু প্রম্বাহু প্রথিতাবপি ।
 ন তানাপ্রতিবাতোহস্তি ন বৃন্দং নাপি চ ক্রমঃ ॥
 পৰ্শ্বতোদধিমেবিত্যো হনিকৈতাপ্রসঙ্গ তাঃ ।
 বিশোকাঃ তন্তবহলা একান্তসুখিতপ্রজাঃ ॥ ৫৩
 তা বৈ নিকামচারিণ্যো নিত্যং মুদিতমানসাঃ ।
 পশবঃ পক্ষিপট্টেচ ন তদসন্ সন্ন্যাসিনাঃ ॥ ৫৪
 নোভিজ্জানারকাশ্চৈব তে হৃদ্বর্ষপ্রসূতয়াঃ ।
 ন মূলফলপুষ্পকান্তবৎ স্বতবান চ ॥ ৫৫
 সৰ্ব্বকামসংখ্যঃ কালো নাত্যর্থং হৃদ্বলীততা ।
 মনোভিলষিতাঃ কামাস্তানাম্ সৰ্পিত সৰ্ব্বদা ॥ ৫৬
 উত্তিষ্ঠন্তি পৃথিব্যাং বৈ তান্ভিতা রসোখিতাঃ ।

বোধক কোন বিষয় নির্দিষ্ট ছিল না, প্রত্যেকেই
 সমান পরিমিত পরমায়ুশালী, সমান রূপবান
 এবং সমান সুখী ছিলেন। সাধারণতঃ তাঁহা-
 দিগের সমক্ষে যদিও কোনরূপ ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম নির্দিষ্ট
 ছিল না, তথাপি তাঁহারা স্ব স্ব অধিকারেই
 যুক্ত থাকিতেন। ৪১—৫০। দৈববর্ষ পরি-
 মাণে সত্যযুগের অবস্থিতিকাল চতুঃসহস্রবর্ষ
 এবং তাহার সন্ধিকাল ঐ পরিমাণে চারিশত
 বৎসর; এইকাল মধ্যে তাঁহাদিগের কোন-
 রূপ প্রতিবাত বা নীতোফাদিজন্তু হৃৎ উপস্থিত
 হয় নাই। অথচ তাঁহারা কোন নিকেতনে
 বাস না করিয়া শৈল ও সমুদ্রকূলে অবস্থান
 করিতেন। তাঁহারা সকলেই শোকহৃৎখাদি
 পরিশুভ্র, তন্তবহলাসম্পন্ন ও নিকামচারী ছিলেন;
 হৃতরাং তাঁহাদের চিত্ত সৰ্ব্বদাই জড় ছিল।
 সে সময়ে অধর্ম্মের সংপ্রব ছিল না বলিয়া
 অধর্ম্ম প্রসূত পশু, পক্ষী, সরীসৃপ, উভজ
 প্রভৃতি এবং কল, মূল, পুষ্প, তন্তু প্রভৃতির
 উৎপত্তি হয় নাই। তৎকালে অনতিশীতোষ্ণ
 একমাত্র সুখপ্রদ কাল বর্তমান থাকিত।
 তাঁহাদিগের ভিলষিত বস্তুমাত্রই তখন

বলবর্ণকরী তাম্রাং সিক্তিঃ সা রোগশাশ্বিনী ॥ ৫৭
 অসংস্কার্যোঃ শারীরৈশ্চ প্রজাপ্তাঃ স্থিরযৌবনাঃ ।
 তাম্রাং বিভুজ্জাং সংকল্পজ্জায়ন্তে মিথুনাঃ প্রজাঃ
 সমং জন্ম চ রূপক স্মিত্তে চ সমস্ততঃ ।
 তদা সত্যমলোভশ্চ ক্রমা তুষ্টিঃ স্বৰ্ণং দমঃ ॥ ৫৯
 নির্কিংশেযাঃ কৃতঃ সৰ্ব্বা রূপায়ুঃ শীলচেষ্টিভৈঃ ।
 অবুদ্ধিপূৰ্ণকং বৃন্তং প্রজানাং জায়তে স্বয়ম্ ॥ ৬০
 অপ্রবৃত্তেঃ কৃতযুগে কর্ণবোঃ শুভপাপয়োঃ ।
 বর্ণপ্রমব্যবস্থাশ্চ ন তদানস সঙ্করঃ ॥ ৬১
 অনিচ্ছাষেষবুভাস্তে বর্তয়ন্তি পরস্পরম্ ।
 তুল্যরূপায়ুঃ সৰ্ব্বা অধমোত্তমবর্জিতাঃ ॥ ৬২
 সুখপ্রায়া হাশোকাশ্চ উৎপদাস্তে কৃতে যুগে ।
 নিত্যপ্রজুষ্টমনসো মৎসরা মহাবলাঃ ॥ ৬৩
 লাভালাভৌ ন তাপান্তং মিত্রামিত্রে প্রিয়াপ্রিয়ে

চারিদিকে পরিব্যাপ্ত ছিল; চিত্তমাত্রেরই পৃথিবী
 হইতে এক প্রকার রস উৎখিত হইত, সেই
 বলবর্ণকারক ও রোগনিবারক রস তাঁহাদিগের
 পানীয় ছিল। তাঁহারা অসংস্কৃত শরীরেই
 স্থির-যৌবনশালী ছিল। তাঁহাদিগের বিভুজ্জ
 সঙ্কলনমাত্রেরই মিথুন প্রজার উদ্ভব হইত।
 সকলেই জন্ম ও রূপ সমান ছিল। সকলেই
 সমভাবে মরিত। সত্য, অলোভ, ক্রমা,
 তুষ্টি, স্বৰ্ণ, দম, অয়ু, শীলতা ও চেষ্টি
 প্রভৃতি যাবতীয় গুণগ্রামে তাঁহাদিগের
 কোন প্রভেদ অনুভব হইত না, ঐ সকল
 গুণ তাঁহাদিগের অবুদ্ধিপূৰ্ণক স্বয়ংই সমুদ্ভূত
 হইত। ৫১—৬০। সত্যযুগে কর্ণের পাপ-
 পুণ্য বিভাগ, বর্ণ ও আশ্রমাদির ব্যবস্থা এবং
 বর্ণসঙ্করাণি ছিল না। প্রত্যেক প্রজাই
 প্রত্যেকের সহিত ইচ্ছা-ষেষাদি-পরিশুভ্র হইয়া
 ব্যবহার করিতেন; রূপ ও অয়ুঃ প্রভৃতি
 সকলেরই একরূপ ছিল; হৃতরাং তাঁহাদিগের
 মধ্যে অধম উত্তমাদি বিভাগের আবশ্যক
 ছিল না। সকলেই সুখবহল, সকলেই
 শোকশূন্য, সকলেই জুষ্টাশ্রমী, সকলেই
 মহাসত্ত্ব ও সকলেই মহাবল ছিলেন। সত্য-
 যুগের সেই নিরীহ প্রজাদিগের জন্মের

মনসা বিষয়স্তাং নিরীহাং প্রবর্ততে ।
ন লিপ্সন্তি হি তাতোত্তমানুগৃহ্ণন্তি চৈব হি ॥ ৬৪
ধ্যানং পরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে ।
প্রবৃত্তং দ্বাপরে যজ্ঞং দানং কলিযুগে বরম ॥ ৬৫
সত্ত্বং কৃতং রজস্ত্রেতাং দ্বাপরং তমলম্ভমো ।
কলৌ তমস্তু বিজ্ঞেয়ং যুগবৃত্তংশেন তু ॥ ৬৬
কালঃ কৃতে যুগে ত্বেষ তস্ত সংখ্যারিবাধত ।
চত্বারি তু সহস্রাণি বর্ষাণাং তৎ কৃতং যুগম্ ॥ ৬৭
তস্ত তাবচ্ছতী সক্ষ্যা সক্ষ্যাংশং চ তথাবিধা ।
চত্বারিংশং সহস্রাণি বর্ষাণাং মানুযাণি চ ॥ ৬৮
ততঃ কৃতযুগে তস্মিন্ সক্ষ্যাংশে হি গতে তু বৈ ।
পাদাবশিষ্টৌ ভবতি যুগে ধর্ম্যন্ত সর্কশঃ ॥ ৬৯
সক্ষ্যাগমপাতীভ্যামন্তকালে যুগস্ত তু ।
পাদতশ্চাবশিষ্টে তু সক্ষ্যাধর্ম্যো যুগস্ত তু ॥ ৭০
এবং কৃতে তু নিঃশেষে সিদ্ধিস্তদুদধে তদা ।
তস্তান্ত সিদ্ধৌ ভ্রষ্টায়াং মানস্তামভবন্ততঃ ॥ ৭১
সিদ্ধিরজ্ঞা যুগে তস্মিন্শেষেতায়ামন্তরে কৃত্য ।

লাভ, অলাভ, মিত্র, অমিত্র, প্রিয়, অপ্রিয়
প্রভৃতির ভেদজ্ঞান ছিল না; তাঁহারা চিন্তা
করিয়া মাত্রই বিষয়মুগ প্রাপ্ত হইতেন;
হুতরাং পরস্পরের প্রতি লিপ্সা বা অনুগ্রহ
করিবার আবশ্যক হইত না। সত্যযুগে ধ্যানই
একমাত্র ধর্ম্য বলিয়া নির্দিষ্ট ছিল। এইরূপ
ত্রেতার জ্ঞান, দ্বাপরে যজ্ঞ এবং কলিযুগে
দান শ্রেষ্ঠ ধর্ম্য বলিয়া কথিত হইয়াছে।
সত্যযুগ সত্ত্বগুণ, ত্রেতা রজোগুণ, দ্বাপর রজ
ও তমোগুণ, এবং কলি তমোগুণবহুল বলিয়া
নির্দিষ্ট হয়। সত্যযুগের অবস্থিতিকাল দৈববর্ষ
পরিমাণে চারি সহস্রবৎসর, এবং সক্ষ্যা ও
সক্ষ্যাংশের অবস্থিতিকাল চারিংশত বৎসর।
মানুষ পরিমাণে সক্ষ্যা ও সক্ষ্যাংশকাল চত্বা-
রিংশ সহস্রবৎসর। যুগশেষে সমুদায় ধর্ম্য
বিনষ্ট হইয়া একপাদ মাত্র ধর্মসঙ্কিতে অবশিষ্ট
থাকে এবং সন্ধিশেষেও এইরূপ একপাদ মাত্র
সন্ধিধর্ম্য অবশিষ্ট রহিয়া যায়। ৬১—৭০।
এইরূপে সত্যযুগ নিঃশেষিত হইলে সিদ্ধিও
অভাবিত হয়। অনন্তর ত্রেতাযুগের মধ্যবর্তী

সর্গাদৌ বা ময়্যাতৌ তু মানসো বৈ প্রকীর্তিতাঃ ॥
অতৌ তাঃ ক্রমযোগেন সিদ্ধয়ো বাস্তি সংক্ষয়ম্ ।
বলদৌ মানসী ছেবা সিদ্ধির্ভবতি সা কৃতে ॥ ৭৩
মহতঃ যু সর্কেষু চতুর্যুগবিভাগশঃ ।
বর্ণাশ্রমাচারকৃতঃ কর্ম্মসিদ্ধোত্তমঃ স্মৃতঃ ॥ ৭৪
সংস্কৃতঃ পাদেন সক্ষ্যাপাদেন চাংশতঃ ।
কৃতসক্ষ্যাংশকা ছেতে ত্রীংশতান্ পাদনুপদস্পরান্
হ্রদান্ত যুগধর্ম্যেষু তপঃশ্রুতবলযুগেষু ॥ ৭৫
ততঃ কৃত্যাংশে ক্ষীণে তু ভূত্ব ভদনন্তম্ ।
হ্রোত্যাং যুগমন্তস্ত কৃত্যাংশমুদিসন্তমাঃ ॥ ৭৬
তস্মিন্ ক্ষীণ কৃত্যাংশে তু তচ্ছিষ্টাশ্চ প্রজাশ্চিহ্না ।
বলদৌ সংপ্রবৃত্তায়াশ্চেতয়াঃ প্রমুখে তদা ॥ ৭৭
প্রবশতি তদা সিদ্ধিঃ কালযোগেন নান্তথা ।
তস্তাং সিদ্ধৌ প্রবষ্টায়ামাত্মা সিদ্ধিরবর্তত ॥ ৭৮
অপাং সৌম্য প্রাগগতে তদা মেঘাস্তনা তু ভৌ
মেঘেভ্যস্তনাত্তু ভাঃ প্রবৃত্তং বৃষ্টিসর্জনম্ ॥ ৭৯
সকৃদেব তথা বৃষ্টিা সংযুক্তে পৃথিবীতলে ।
প্রাদুরাসংস্তুতা তাসাং বৃক্ষস্ত গৃহসংস্থিতাঃ ॥ ৮০
সর্কশঃ প্রমুগভোগন্ত তাসাং তেভ্যঃ প্রজায়তে ।

কালে পুর্কোক্ত আদি বলকালীন অষ্টসিদ্ধির
হ্রাং অষ্ট অষ্টসিদ্ধির উৎপত্তি হয়। যথাক্রমে
ঐ সকল সিদ্ধিও আবার ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে।
আদিকল্পোক্ত অষ্টসিদ্ধিই সত্যযুগের সিদ্ধি
বলিয়া বুঝিতে হইবে। মহন্তর মাঝেই চতুর্যুগের
বিভাগানুসারে বর্ণ ও আশ্রমকৃত কর্ম্মসিদ্ধির
আবির্ভাব হয়। সত্যযুগ, সক্ষ্যা ও সক্ষ্যাংশ,
যুগধর্ম্যানুসারে যথাক্রমে ইহাদিগের তপঃ, শ্রুত,
বল ও আয়ুর তিন পাদ করিয়া ক্ষীণ হইয়া
যায়; এইরূপে সত্যযুগ একেবারে বিলীন
হইলে ত্রেতাযুগের আবির্ভাব হয়, হুতরাং
উহার সঙ্গে সঙ্গে সত্যযুগের সিদ্ধিসমূহও বিনষ্ট
হয় ও অষ্ট সিদ্ধির উৎপত্তি হয়। ত্রেতাযুগের
উৎপত্তিকালে হৃক্ষ হৃক্ষ জলতপা সকল মেঘ-
রূপে পরিণত হওয়ায়, গভীরগর্জনকারী ঘনঘটা
হইতে বৃষ্টি বর্ষণ আরম্ভ হয় এবং সেই বৃষ্টি
পৃথিবীতে পতিত হইয়া বিবিধ বৃক্ষ জন্মাইয়া

বর্ষ্যস্তি হি তেভ্যস্তাস্তেভ্যুগমুখে প্রজাঃ ॥ ৮১
 ততঃ কালেন মহতা তাসামেব বিপর্যয়াৎ ।
 রাগলোভাশ্রকো ভাবন্তনা হ্যাকস্মিকোহতবৎ ॥ ৮২
 বস্তস্তবতি নারীণাং জীবিতাত্তে তদার্তম্ ।
 ততস্তেনৈব যোগেন বর্ষ্যতাং নিখুন তদা ॥ ৮৩
 তাসা তৎকলভাবিত্যামসি মাখ্যাপন্নচ্ছতম্ ।
 অকালে হ্যন্তঃকালপশ্চির্ভোহপস্তিরজ্ঞাতত ॥ ৮৪
 বিপর্যয়েণ তসাস্ত তেন কালেন ভাবিনা ।
 প্রপশ্যন্তি ততঃ সর্গে বৃক্ষান্তে গৃহসংস্থিতাঃ ॥ ৮৫
 ততস্তেনু প্রপষ্টেহু বিভ্রান্তা ব্যাকুলেন্দ্রিয়াঃ ।
 অভিঘায়াস্তি তাং সিদ্ধিং সত্যোভিঘায়ায়নন্তনা ॥ ৮৬
 প্রহর্ষভূতাদ্যাক বৃক্ষান্তে গৃহসংস্থিতাঃ ।
 ব্যাপি চ প্রহৃষ্টন্তে ফলাভ্যভরণানি চ ॥ ৮৭
 তেষেব জায়তে তাসাং গন্ধবর্ণরসায়িতম্ ।
 অমাক্ষিকং মহাবীৰ্য্যং পুটকৈ পুটকৈ মধু ॥ ৮৮
 তেন বা বর্ষ্যস্তি স্ম মুখে তে তু যুগ্মস্ত চ ।
 স্তম্ভতুষ্টিভায়া দিক্কা প্রজা বৈ বিগতজরাঃ ॥ ৮৯
 পুনঃ কালান্তরেণৈব পুনর্জোভাবতাস্ত তঃ ।

ধাকে ; সেই বৃক্ষসমূহ হইতে ত্রেতাযুগের
 প্রজানিচয়ের উপভোগ্য পদার্থ সমূহ উৎপন্ন
 হয়। ৭১—৮১। এই কালে অকস্মাৎ রাগ
 লোভ প্রভৃতি ভাবসমূহের আবির্ভাব হয় ; পূর্ব
 যুগে স্ত্রীগণের জীবনান্তে একবারমাত্র পুতু
 হওয়ার গর্ভধারণের নিয়ম ছিল, এক্ষণে তাহার
 অভাব হইল এবং মাসে মাসে পুতু হইতে
 লাগিল ; যুতরাং অকালেই সকলের গর্ভে
 পতি হইতে লাগিল। স্ত্রীগণের এরূপ
 ভাবান্তর সঙ্গতি হইল বলিয়া প্রজাগণের
 উপভোগ পদার্থপ্রদ সেই বৃক্ষসমূহ বিনষ্ট হইয়া
 গেল। তদনন্তে সত্যোভিঘায়া নিত্য
 ব্যাকুল হইয়া সিদ্ধিচিহ্ন নিসৃত হইলেন,
 তাহাতে সেই সকল বৃক্ষ পুনরুৎপন্ন হইয়া,
 তাঁহাদিগকে বহু, ফল, আভরণ এবং পাক্য
 গন্ধবর্ণ বস্তুসকল মহাবীৰ্য্যপ্রদ অমাক্ষিক মধু
 প্রদান করিতে লাগিল। প্রজাগণও সেই মধু-
 পান্যে স্তম্ভ পুট ও অমাপন্ন হইয়া অপজ্ঞাপর
 পদার্থের সাহায্যে যুগে কালান্তিপাত করিতে

বৃক্ষান্তান্ পর্যগুরুত মধু বাহ্যক্ষিকং বলাৎ ॥ ৯০
 তাসাং তেনাপচায়েন পুনর্জোভকৃতেন বৈ ।
 প্রনষ্টা মধুনা সাক্ষি কল্পবৃক্ষাঃ কচিং কচিং ॥ ৯১
 তস্তামেব লশিষ্টায়াং সন্ধ্যাকালবশান্তনা ।
 প্রাপ্তস্ত তদা তাসাং বন্দ্যভূতানি তু ॥ ৯২
 শীতবাতাতৈস্তৈবৈস্তস্তস্তা দুঃখিতা তু যম্ ।
 হৃন্দেস্তাঃ পীড়ামানান্ত চক্রুরাবরণানি চ ॥ ৯৩
 কুত্কা বন্দ্যভূতানি নিকোতানি হি ভোজিবে ।
 পূর্বৈব নিকার্যচারাণ্ডে অনিকেতাশ্রয়া ভূগম্ ॥ ৯৪
 যথাযোগ্যং যথাশ্রীতি নিকেতেষামন পুনঃ ।
 মরুধবস্তু নিম্নেনু পশ্যন্তেনু নন যু চ ।
 সংশ্রয়াস্ত চ দুর্গাণি ধ্যানং শান্ততোনকম্ ॥ ৯৫
 যথাযোগ্যং যথাশ্রীতি সময়ে বিষমেষু চ ।
 আরদ্রস্তে নিকেতে বৈ বর্জ্যে নীতোকবারদম্ ।
 ততঃ সংস্থাপয়ামান খেটানি চ পুরাণি চ ।
 গ্রামাংশ্চৈব যথাভাগং তৈষাংভ্যঃ পুরাণি চ ॥ ৯৬
 তাসামাদ্যমাবকৃতানু সন্নিবেশান্তরাণি চ ।
 চক্রুস্তদা যথাপ্রজ্ঞং প্রদেশঃ সংজ্ঞিতস্ত ১২ঃ ॥ ৯৭

লাগিলেন। কাগান্তরে একদা তাঁহারা বহু-
 বৃক্ষ হইতে বলপ্রয়োগ করিয়া মধু গ্রহণ করি-
 লেন, এই লোভকৃত অপচায়ের জন্য অধিকাংশ
 কল্পবৃক্ষই মধু সহ বিনষ্ট হইয়া গেল ; তবে
 সিদ্ধির অমাত্রা অংশ অবশিষ্ট ছিল বলিয়া
 স্থানে স্থানে অল্প সংখ্যক কল্পবৃক্ষ অবশিষ্ট
 রহিল। এই পাপেই সহসা নীতোকাদি বন্দ-
 দুঃখ আবির্ভূত হইয়া তাঁহাদিগকে অত্যধিক
 পীড়িত করিল ; পূর্বাধি তাঁহারা কামচারী ও
 অগৃহস্থ থাকিলেও এখন শ্রীমতপ বায়র
 প্রবল পীড়নে শরীরের আয়রণ নির্মাণ করিয়া,
 আপন আপন ইচ্ছানুসারে মরু, অনুপ, পশ্চত,
 মদ্যোত্ত প্রভৃতি বিবিধ সমাধিবন স্থানে দুর্গ ও
 নীতোক-নিবাসক নিকেতন নির্মাণ করিয়া বাস
 করিতে লাগিলেন। ৮২—৯৬। ক্রমে তাঁহা-
 দিগের সেই সকল নিকেতন পুত্র, অস্তঃপুত্র,
 গ্রাম, নগর, পল্লী, গ্রন্থেশনসিবেশ প্রভৃতিতে
 পরিণত হইয়া উঠিল। এই সন্নিবেশগুলি
 যোজন পরিমানে পরিমিত ছিল। যোজনের

অসুষ্ঠ প্রদেশিকা ব্যাসঃ প্রদেশ উচ্যতে ।
 তালঃ স্মৃতে মধ্যময়া গোৰ্ব্বতাপ্যনাময়া ॥ ১১
 কনিষ্ঠয়া বিতস্তি হৃদশাস্ত্রম উচ্যতে ।
 অরত্বিঃসুলাল্লান্তঃ সংখ্যাতন্যেকাংশিতঃ ॥ ১০০
 ধনুঃবিংশতিভিঃশ্চৈব হস্তঃ স্তাদসুলানি তু ।
 বিষ্ণুঃ স্মৃতো ধিরব্রহ্ম বিচছাদিংশনসুখম ॥ ১০১
 চতুর্হস্তঃ চতুর্দস্তা নালিকাযুগমেব চ ।
 ধনুঃসহস্রে ষে তত্র গন্যন্তিস্তেবিভাব্যতে ॥ ১০২
 অষ্টৌ ধনুঃ সহস্রাণি যোজনং তৈরনিক্র্যতে ।
 এতেন যোজনেনৈব সন্নিবেশস্ততঃ কৃতঃ ॥ ১০৩
 চতুর্ধামিহ দুর্গাণাং স্বসমুখানি ত্রীণি তু ।
 চতুর্থং ক্রতিমং দুর্গং তন্ত বক্ষ্যাম্যহং বিধিম্ ॥
 সৌধোচ্চবপ্রাকারং সর্কৃতঃ খাতকারুতম্ ।
 ক্রমকং স্বস্তিকদ্বারং কুমারীপুরমেব চ ॥ ১০৫
 (স্রোতসীসহ তদ্বারং নিখাতং পুনরেব চ) ?
 হস্তাষ্টৌ চ দশ শ্রেষ্ঠা নবাষ্টৌ বাহপরে মতাঃ ॥
 খেটানাং নগরাণাঞ্চ গ্রামাণ্যৈক্যং সর্কৃতং ।

পরিমাণ এইরূপ,—অসুষ্ঠ হইতে ওজ্জ্বলীর
 অগ্রভাগ পর্যন্ত যে পরিমাণ, তাহার নাম প্রদেশ
 বা ব্যাস, অসুষ্ঠ হইতে মধ্যমার অগ্রভাগ
 পর্যন্ত পরিমাণের নাম তাল, ঐ রূপ অমানিকা
 পর্যন্ত পরিমাণের নাম গোৰ্ব্ব এবং কনিষ্ঠা
 পর্যন্ত পরিমাণকে বিতস্তি বলা হয়; এই
 বিতস্তি অসুলি পরিমাণে হৃদশাস্ত্রম হইয়া
 থাকে। একবিংশত অসুলিতে এক রত্নি বা
 অরত্বি, বিংশতি রত্নিতে এক ধনু, বিংশতি
 অসুলিতে এক হস্ত বা বিষ্ণু, স্বয়ং অসুলিতে
 এক ধিরত্বি, এই ধিরত্বি চতুর্হস্ত, চতুর্দস্ত,
 নালিকা ও যুগনামে অভিহিত। দুই সংখ্য
 ধনুতে এক গন্যাত এবং অষ্টসহস্রধনুতে
 এক যোজন হয়। এই যোজন পরমাণে
 তাঁহাদিগের সন্নিবেশ স্থাপিত হইত।
 তাঁহাদিগের নির্দিষ্ট চারিটা দুর্গ মধ্যে তিনটি
 দুর্গ স্বভাবসদ্বৎ এবং একটি কৃত্রিম ছিল;
 কৃত্রিম দুর্গ অত্যাচ্চ প্রাচীরে পরিবেষ্টিত, চতুঃ-
 শালাগৃহ, বাহদ্বার ও অস্তঃপুরাযিত এবং
 চতুর্দিকে পরিখা-পরিবৃত্ত করিয়া নিৰ্ম্মিত হইয়া-

ত্রিবিধানাক দুর্গাণাং পর্কতোদবকনম্ ॥ ১০৭
 ত্রিবিধানাক দুর্গাণাং বিকৃত্যামমেব চ ।
 যোজনানাঞ্চ বিকৃত্যন্তভাগাঃকিণীতম্ ॥ ১০৮
 পরমার্জিক্রিয়ায়ং প্রাণ্ডদকৃত্রবনং পুরম্ ।
 ছিন্নকর্ণং বিকর্ণস্ত ব্যঞ্জনং কৃশসংস্থিতম্ ॥ ১০৯
 বৃন্তগীনক দৌর্যক নগরং ন প্রশস্ততে ।
 চতুরশ্রাঙ্কনং দিকৃষ্টং প্রশস্তং বৈ পুরং পরম্ ॥
 চতুর্কিংশতিবদ্যন্ত হস্তানৈশ্চতং পরম্ ।
 অত্র মধ্যং প্রশংসতি ভ্রূঃস্বাংকৃষ্টবিগর্জিতম্ ॥
 অথ বিষ্ণুশতানৈষ্ঠৌ প্রভূর্গুণানিবেশনম্ ।
 নগরাদর্শবিকল্পং খেটং গ্রামং ততো বহিঃ ॥ ১১২
 নগরাদ্ যাজনং খেটং খেটাদ্গ্রামোহর্ক যাজনম্ ।
 দ্বিক্রোশং পরমা সীমা ক্ষেত্রসীমা চতুর্বহুঃ ॥ ১১৩
 বিংশকনুংষি বিস্তি র্ণো দিশাং মার্গস্ত তেঃ স্মৃতঃ ।
 বিংশকনুগ্রমেমার্গঃ সীমামার্গো দশৈব তু ॥ ১১৪

ছিল। এই দুর্গের দ্বার পরিমাণ আট, নয় বা
 দশ হস্ত। গ্রাম ও নগর প্রভৃতি এই
 দুর্গের মধ্যবর্তী। স্বাভাবিক দুর্গত্রয় ও পর্কত
 জলশেষিত এবং তাহার পরিমাণ দৈর্ঘ্যে অষ্ট
 যোজন ও বিস্তারে চারি যোজন। ১৭—১০৮।
 পুর-সকল অর্জিক্রিয়ায়ং বিস্তৃতি এবং পূর্ব
 বিষ্ণু ক্রমনিয়ম করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছিল।
 তাঁহাদিগের নগরসমূহও ছিন্নকর্ণ, বিকর্ণ, বিস্তক,
 কৃশ, বৃন্তগীন বা দৌর্যাদিনোষে দুষ্ট ছিল না।
 তাঁহারা পুরসমূহ চতুর্বিংশতি হইতে অষ্টশত
 হস্ত পর্যন্ত পুরপরিমাণের মধ্যবর্তী পরিমাণে
 চতুষ্কোণবিশিষ্ট ও সরলভাবে নিৰ্ম্মাণ করিয়া-
 ছিলেন। তাঁহাদের প্রধান আবাসস্থলের
 পরিমাণ ছিল অষ্টশত হস্ত। নগরের অর্জি-
 বিকৃত্র-পরিমিত স্থানের নাম খেট, তদধিক
 পরিমাণাবিশিষ্ট হইলেই তাহার নাম গ্রাম।
 অথবা নগর অপেক্ষা যোজনাদিক পরিমিত
 স্থলের নাম খেট এবং খেট অপেক্ষা অর্জি
 যোজন পরিমিত স্থান গ্রাম নামে অভিহিত।
 এই সংলগ্নের পরমসীমা দুই ক্রোশ, এবং
 ক্ষেত্রসীমা চারি ধনু। ঐ সকল নগরাদিতে
 বিংশতি ধনু বিস্তৃত দিকৃমার্গ, বিংশতি ধনু

ধনুঃষি দশ বিস্তীর্ণঃ সীমান্ রাজপথঃ স্মৃতঃ ।
 নৃবাণিরথনাগানামসদাধঃ সূদকরঃ ॥ ১১৫
 ধনুঃষি চৈব চর্যারি শাখারথাস্ত তৈঃ স্মৃতঃ ।
 গৃহরথোপরথাস্ত বিকটাপূপরথাকাঃ ॥ ১১৬
 ষটপথশ্চতুষ্পাদস্ত্রিপদক গৃহাস্তরম্ ।
 বৃত্তিমাগাস্ত্রিকপদং প্রায়ঃশঃ পদিকঃ স্মৃতঃ ॥ ১১৭
 অবস্করং পরীবাহং পাদমাত্রং সমস্ততঃ ।
 কুতেষু তেষু স্থানেষু পুনশ্চক্রুর্গৃহাণি বৈ ॥ ১১৮
 যথা তে পূর্ষিমাশটৈর্বৃক্ষান্ত গৃহসংস্থিতাঃ ।
 তথা কর্তুং সমারক্কাশ্চৈত্তরিতা পুনঃ পুনঃ ॥ ১১৯
 বৃক্ষাশ্চৈব গতাঃ শাখা ন তটৈশ্চৈব পরাগতাঃ ।
 অত উক্কং গতশ্চাত্তা এবং তির্ঘ্যগৃগতাঃ পুরা ॥
 বৃক্ষহবিষ্যৎস্তথা ন্যাযো বৃক্ষশাখা যথাগতাঃ ।
 তথাকৃতান্ত তৈঃ শাখাস্তস্মাক্ষালাস্ত তাঃ স্মৃতঃ ।
 এবং প্রসিদ্ধাঃ শাখাভাঃ শালাশ্চৈব গৃহাণি চ ।
 তস্মাক্ষা বৈ স্মৃতঃ শালাঃ শালাবৃক্ষৈব তাসু তৎ
 প্রসাদতি মনস্তাহ মনঃ প্রসাদয়ন্তি তাঃ ।
 তস্মাদ্গৃহাণি শালাশ্চ প্রাসাদাশ্চৈব সংশ্রিতাঃ ॥

এমমার্গ, দশধনু সীমামার্গ, দশধনু বিস্তৃত
 হস্তী, অশ্ব ও রথ প্রভৃতির অবাধ সফারযোগ্য
 রাজপথ, চারিধনু বিস্তৃত শাখাপথ, গৃহপথ ও
 উপপথ, চতুষ্পদ, ষটপদ, ত্রিপদ গৃহাস্তর,
 অষ্টপদ বৃত্তিমার্গ, একপদ বজ্রগৃহ, এবং পদ-
 মাত্র অবস্কর ও জলপ্রবাহী প্রভৃতি পৃথক পৃথক
 পৃথক ভাবে নির্দেশ করা হইয়াছিল ॥ ১০৯—
 ১১৮ ॥ এইরূপে নগরাদি বসাবসব সম্বন্ধে
 হইলে, তাহার পূর্বের স্থায় গৃহরূপী কল্পবৃক্ষ
 স্থাপনের বিষয় চিত্তা করিয়া, বৃক্ষরূপের শাখা-
 সমূহ ধেরূপ উক্ক ও তির্ঘ্যগৃগবে বিস্তৃত ছিল,
 তাহাদিগের গৃহসমূহও সেইরূপ নিৰ্ম্মাণ করি-
 লেন। এইপ্রকার গৃহের অপর নাম শালা
 হইল। তাহার বৃক্ষের আদর্শে ঐরূপ গৃহ
 নিৰ্ম্মাণ করাইলে তাহাদের মন সেই বৃক্ষের
 ভোগস্থ অসুভবে প্রসন্নতা প্রাপ্ত হওয়ায়
 গৃহের আর একটি নাম হইল প্রাসাদ। সুতরাং
 তাহাদিগের সেই গৃহগুলি শালা ও প্রাসাদ
 এই উভয় নামেই অভিহিত হইয়াছিল।

কৃত্বা বৃন্দোপশাভাস্তান্ বার্ত্তোপায়মচিহ্নান্ ।
 নষ্টেষু মধুনা সাক্ষিৎ কল্পবৃক্ষেষু বৈ তদা ।
 বিবাদযাকুলান্তা বৈ প্রজাস্তৃকাকুলান্তা ॥ ১২৫
 ততঃ প্রাহতৃত্তা তাসাং দিক্শ্চৈত্তরিতা যুগ পুনঃ ।
 বার্ত্তার্থসাধিকাপ্যস্তা বৃত্তিস্তাসাং হি কামতঃ ॥ ১২৬
 তাসাং বৃষ্টাদ্যকানোহ যানি নিয়ৈগতানি তু ।
 বৃষ্টা তদভবৎ স্রোতঃ খাতানি নিমগ্নানু স্মৃতঃ ॥
 এবং নদ্যাঃ প্রবাসান্ত বিতীয়ৈ বৃষ্টিসর্জনে ।
 যে পুংস্তানপাং স্রোতাকা আপন্যাঃ পৃথিবীতলে ॥
 অপাত্তমেষ্ট সংযোগানোহধ্যস্তাহ চভবন্ ।
 পুষ্পমূলফলন্যস্ত ওষধ্যস্তাঃ প্রজজিরে ॥ ১২৮
 অফালকট্টাচ্চাহুপ্ত আশ্ব্যহরথ্যাশ্চতুর্দশ ।
 ঋতুপুষ্পফলাশ্চৈব বৃক্ষা শুশ্রূশ্চ জজিরে ॥ ১২৯
 প্রাহত্বাশ্চ ত্রেতায়াং বার্ত্তায়ামৌষধ্যস্ত তু ।
 তেনৌষধেন বর্ত্তন্তে প্রজাহেতায়ুগে তদা ॥ ১৩০
 ততঃ পুনরভূতাসাং রাগো লোভশ্চ সর্ষণঃ ।
 অবশস্তাবিনার্বেন ত্রেতাযুগবশেন তু ॥ ১৩১
 ততস্তাঃ পর্য্যগৃহস্ত নদীক্ষেত্রাণি পরিত্যজান্ ॥

এইরূপে শীতোষ্ণাদি বৃন্দনিবারক গৃহাদি নির্ম্মিত
 হইল, কিন্তু তাহাদিগের চুংখের তাহাতে অবসান
 হইল না। একমাত্র ক্ষুত্রকার্ণিবারক উপদেষ্ট
 মধুসহ কল্পবৃক্ষ-সমূহের একেবারে ধ্বংস হইয়া
 যাওয়ায়, তাহারাদি দিন ক্ষুধা-তৃষ্ণায় নিতান্ত
 কাতর হইয়া পড়িতে লাগিলেন। ত্রেতাযুগে
 পুনরায় তাহাদিগের বার্ত্তার্থের সাধিকা অস্ত্র
 এক প্রকার মানস-সিঁদুর প্রাহত্বা হইল,
 তৎ দেই সিঁদুরে প্রথমে জলদ্রষ্ট হইয়া
 নদী প্রভৃতি উৎপন্ন হইল, পরে বিতীয় বৃষ্টির
 দ্বারা জল ও ভূমির সংযোগ হয়, বলিয়া তাহা
 হইতে পুষ্প ফলমূলবিশিষ্ট ওষধ সকল উৎপন্ন
 হইল এবং চতুর্দশপ্রকার অফালকট্ট অমুপ্ত
 বৃক্ষগুলি উৎপন্ন হইয়া ঋতু-সমূহের বিভাগ-
 সমূহে পুষ্পফল প্রভৃতি প্রসব করিতে লাগিল।
 ১১৯—১৩০ ॥ এইরূপে ত্রেতাযুগের প্রজাবৃন্দ
 কিছুদিন শান্তিস্থল সম্ভোগ করিতে করিতে
 যুগমাহাত্ম্যের অবশস্তাবিতার কালে আবার
 তাহাদিগের রাগলোভাদি উপস্থিত হইল, তাহার

বৃক্ষান্ শুভ্রাষধীশ্চৈব প্রদহন্ত যথাবলম্ ॥ ১৩২
 সিদ্ধান্তানন্ত যে পূর্বে ব্যাখ্যাণ্ডাঃ প্রাকৃতো ময়া ।
 ব্রহ্মণা মানবাস্তে বৈ উৎপন্ন্য যজ্ঞানিহ ॥ ১৩৩
 শান্তাশ্চ শুভ্রাষধীশ্চৈব কৰ্ম্মিণো ভূত্বিনন্তদা ।
 ততঃ প্রবর্তমানস্তে ত্রেতায়াং জজ্ঞিরে পুনঃ ॥
 ব্রাহ্মণঃ কত্রিয়া বৈশ্বাঃ শূদ্রা দ্রোহিজনাস্তথা ।
 ভাবিতাঃ পূৰ্ব্বজাতীযু কৰ্ম্মভিশ্চান্তভাভৈঃ ॥ ১৩৫
 ইতস্তেভ্যো বলা যে তু সত্যশীলা হিংসকাঃ ।
 বীতলোভা দ্বিতীয়ানো নিবসন্তি তে তু বৈ ॥ ১৩৬
 প্রতিগৃহন্তি কুর্কন্তি তেভ্যশ্চাত্তেহ্নতজসঃ ।
 এবং বিপ্রতিপন্নেষু প্রপন্নেষু পরম্পরম্ ॥ ১৩৭
 তেন দোষেণ তেষাম্ভা ওষধ্যো নষ্টতঃ তদা ।
 প্রনষ্টা ত্রিয়মাণা বৈ মুষ্টিভ্যাং নিকতা যথা ॥ ১৩৮
 অ গ্রস্তুৰ্যুগবলাদগ্রাম্যারণ্যাশ্চতুর্দশ ।
 ফলং গৃহ্ণন্তি পুংসশ্চ পুংসং পত্নীশ্চ যাঃ পুনঃ ॥
 ততস্তাস্থ প্রনষ্টাস্থ বিভ্রান্তাস্তাঃ প্রজাস্তদা ।
 স্বভূবৎ প্রভুঞ্জয়ুঃ ক্ষুধাবিষ্টাঃ প্রজাপতিম্ ॥ ১৩৯

নদী, ক্ষেত্র, পৰ্বত, বৃক্ষ, শুভ্রা, ওষধি প্রভৃতি
 স্ব স্ব বলানুসারে অধিকার করিতে লাগিলেন ।
 পূর্বে যে সকল শাস্তি, তেজস্বী, সিদ্ধাস্তা
 মানবগণের বিষয় বিবৃত হইয়াছে, ব্রহ্মা
 তাঁহাদিগকে কৰ্ম্মী হুইয়া প্রভৃতি নানারূপে
 উৎপন্ন করেন । তাঁহারা এই ত্রেতাযুগেও স্ব
 স্ব শুভাভূত কৰ্ম্মানুসারে কৰ্ম্মফলভোগের জ্ঞ
 ব্রাহ্মণ, কত্রিয়া, বৈশ্বা ও শূদ্রজাতিতে জন্মলাভ
 করিলেন । এই সময় কতকগুলি ধৰ্ম্মবেষীরও
 জন্ম হয় । তাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়া যাহাদিগকে
 অপনাপেক্ষা অধিক বলশালী হইলেও সত্য-
 শীল, অহিংসক, বীতলোভ ও দ্বিতোন্দ্রিয়, অথবা
 আপনা হইতে অল্প বলশালী দেখিলেন, তাঁহা-
 দিগকে পরভূত করিয়া, তাঁহাদিগের অধিকৃত
 বিষয় স্বয়ং অধিকার করিতে লাগিলেন । এই
 রূপে সংসার মধ্যে ষোড়শ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত
 হইল, প্রজাগণের সেই পাপফলে মুষ্টিসংখ্যক
 বালুপ্কার ছায় ফলপুপপ্রদ চতুর্দশ প্রকার
 গ্রাম্য ও আরণ্য ওষধি প্রভৃতি সমস্তই বিনষ্ট
 হইয়া গেল । এই সকল নষ্ট হইলে প্রজাগণ

বৃত্তার্থমভিগম্যন্ত আদৌ ত্রেতাযুগস্ত তু ।
 ব্রহ্মা স্বভূতগণান জাত্বা তাসাং মনোযিতম্ ॥ ১৪১
 যুক্তং প্রত্যক্ষদৃষ্টেন দর্শনেন বিচার্য চ ।
 প্রস্তাঃ পৃথিব্যো ওষধ্যো জাত্বা প্রত্যাহং পুনঃ ॥
 কুত্বা বংসং স্নমেকুন্ত হৃদোহ পৃথিবীমিমাম্ ।
 দুগ্ধেন্ন গোস্তদা তেন বীজানি পৃথিবীতলে ॥ ১৪৩
 জজ্ঞিরে তানি বীজানি গ্রাম্যারণ্যাস্ত তাঃ পুনঃ ।
 ওষধাঃ ফলপাকান্তাঃ সপ্তসপ্তদশাশ্চ তাঃ ॥ ১৪৪
 ব্রীহয়শ্চ যবশ্চৈব গোধূমা অৰ্ববন্তিলাঃ ।
 প্রিয়ঙ্গবো জ্যাম্বাশ্চ কার্ষ্বাশ্চ সর্বানকাঃ ॥ ১৪৫
 মাষা মুক্কা মসুরাশ্চ নিম্বাষাঃ স্কুলশ্চকাঃ ।
 আঢ্যকশ্চবকশ্চৈব সপ্তসপ্তদশাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১৪৬
 ইত্যেতা ওষধীনাস্ত গ্রাম্যারণ্য জাতয়ঃ স্মৃতাঃ ।
 ওষধ্যো যজ্ঞায়শ্চৈব গ্রাম্যারণ্যশ্চতুর্দশ ॥ ১৪৭
 ব্রীহয়ঃ সযবা মাষা গে ধূমা অৰ্ববন্তিলাঃ ।
 প্রিয়ঙ্গু সপ্তদা হেতে অষ্টমী তু কুলখিকা ॥ ১৪৮
 শ্রামাকাস্তথা নীবারা জর্জিলাঃ সগবেধুকাঃ ।
 কুরুবিন্দা বেণুধবাস্তথা মর্কটিকাশ্চ যে ॥ ১৪৯
 গ্রাম্যারণ্যাঃ স্মৃতা হেতা ওষধাস্ত চতুর্দশ ।

ক্ষুধায় ব্যাহুল ও বিভ্রান্ত হইয়া প্রজাপতি
 স্বভূতর নিকট গমন করিল । ত্রেতাযুগের এই
 আদিমকালীয় প্রজাসমূহ জীবিকানির্ব্বাহের
 উপায়-প্রার্থনার জ্ঞ স্বভূত প্রজাপতির নিকট
 গমন করিলে প্রজাপতিও প্রত্যক্ষদৃষ্টিতে তাঁহা-
 দের অভিপ্রায় অবগত হইয়া, ওষধি প্রভৃতির
 পুনঃ সৃষ্টির জ্ঞ স্নমেকু পৰ্ব্বতকে বংসরূপ
 কল্পিত করিয়া পৃথিবীদোহনে প্রবৃত্ত হইলেন ;
 তাহাতে কতকগুলি গ্রাম্য ও আরণ্যবীজ ও
 ফলপাকে বিনষ্টর কতকগুলি ওষধির উৎপত্তি
 হইল । ধাতু, যব, গোধূম, অণু, তিল, প্রিয়ঙ্গু,
 কার্ষ্ব, বীজক, মাষ, মুক্কা, মসুর নিম্বাষ,
 কুলখ, আঢ্যকী ও বক প্রভৃতি ওষধি
 গ্রাম্যজাতি ; এতদ্ব্যতী ব্রীহি, যব, মাষ,
 গোধূম, অণু, তিল, প্রিয়ঙ্গু ও কুলখ, এই অষ্ট-
 বিধ এবং শ্রামাক, নীবার, সগবেধুক, কুরুবিন্দ,
 বেণুধব ও মর্কটক এই ষড়্বিধ ওষধি গ্রাম্য ও
 আরণ্য-জাতি । ত্রেতাযুগের প্রথমে এই চতু-

উৎপন্নঃ প্রথমা জ্যোতিঃ অগ্নৌ ত্রেতাযুগস্ত তু ।
 অকালকৃষ্টিঃ ষষধ্যোঃ ত্রায়াম্যবাস্ত সর্গশঃ ।
 বৃক্ষা গুল্মলতা বহ্নী বীকৃৎসৃৎপজাতঃ ॥ ১৫১
 মূলৈঃ ফলৈশ্চ যোহিথ্যো গুরুন পুষ্পৈশ্চ জ্যৈষ্ঠে
 পৃথী দুহ্মা তু বীজানি ধানি পূর্ব্বং স্বয়ম্ভবা ১৫২
 কতুপ্পকলাস্তা বৈ ষষধ্যো জঙ্ঘিরে হিহ ।
 বলা প্রসৃষ্টাঃ ষষধ্যো ন প্রয়োহস্তু তাঃ পুনঃ ॥ ১৫৩
 ততঃ স তাসাং দ্ব্যর্থং বৃদ্ধাপায়ককার হ ।
 ব্রহ্মা স্বমুর্ভবান্ দৃষ্টৌ সিদ্ধিভু কৰ্ম্মজাম্ ।
 ততঃ প্রভৃত্যধোযথাঃ বৃষ্টপচ্যাস্ত জঙ্ঘিরে ॥ ১৫৪
 সংসিদ্ধাস্ত বাহ্যৈরাভ্যন্তরাসাং স্বঃ স্তবঃ ।
 মধ্যান্নাঃ স্থাপয়ামাস যথারক্কাঃ পরস্পরম্ ॥ ১৫৫
 যে বৈ পরিগৃহীতায়স্তাসামাসন্ বিবিধান্ধকাঃ ।
 ইতরেষাং কৃতত্ৰাণাঃ স্থাপয়ামাস ক্ষত্রিয়ান্ ॥ ১৫৬
 উপতিষ্ঠন্তি যে তন্ বৈ যাবন্তো নির্ভয়ান্তথা ।
 সত্যং ব্রহ্ম যথা ভূতং ক্রয়ন্তো ব্রাহ্মণ্যশ্চ তে ১৫৭
 যে চাশ্বেষ্যবলাস্তথাঃ বৈশ্বানরকর্ম্মসংস্থিতাঃ ।
 কীনাশা নাশয়ন্তি স্ম পৃথিব্যাং প্রাগতল্লিতাঃ ।
 বৈশ্বানব তু তানহঃ কীনাশান্ বৃন্তিসাধকান্ ॥

শোচিতশ্চ দ্রবতশ্চ পরিচর্য্যাহ যেরতাঃ ।
 নিন্তেজসোহন্নযীর্ঘ্যশ্চ শূদ্রান্তানব্রবীতুঃ ॥ ১৫১
 তেষাং কৰ্ম্মানি ধৰ্ম্মাংশ্চ ব্রহ্মা তু ব্যাধদ্যং প্রভুঃ
 সংস্থিতৌ প্রাকৃতায়ান্ত চাতুর্সর্গস্ত সর্গশঃ ॥ ১৫২
 পুনঃ প্রজান্ত তা মোহাৎ তান ধৰ্ম্মান্ তানপালয়ন
 বর্ণদৈর্ঘ্যরজীবন্ত্যো ব্যাধদ্যন্ত পরস্পরম্ ॥ ১৫৩
 ব্রহ্মা তমৰ্থং বৃদ্ধা তু যথাতথ্যোন বৈ প্রভুঃ ।
 ক্ষত্রিয়ানাং বলং দত্ত্বং যুদ্ধমাজীবনদিনং ॥ ১৫৪
 যাজ্ঞনাধ্যাপনকৈব ততীয়ক্ৰ এতিম্ভম্ ।
 ব্রাহ্মণানাং বিভূতন্তেবাং কৰ্ম্মাণ্যোতান্তধানিশং ॥
 পাণ্ডপালাং বাণিজ্যক কৃষিকৈব বিশাং দদৌ ।
 শিল্পাজীবং ভূতকৈব শূদ্রানাং ব্যাধদ্যং প্রভুঃ ॥
 সামান্তানি তু কৰ্ম্মানি ব্রহ্মকৃতবিশাং পুনঃ ।
 যজ্ঞনাধ্যয়নং দানং সামান্তানি তু তেষু চ ॥ ১৫৫
 কৰ্ম্মাজীবন্তং ততো দত্ত্বা তেভ্যশ্চৈব পরস্পরম্ ।
 লোকান্তরেসু স্থানানি তেষাং সিক্কাণদং প্রভুঃ ॥
 প্রাজাপত্যং ব্রাহ্মণানাং স্মৃতং স্থানং ক্রিয়াবতাম্

অপেক্ষাকৃত দুর্বল, এবং কৃষিকার্যের দ্বারা
 জীবিকানির্ভর করিত, তাহাদিগকে বৈশ্ব এবং
 যাহারা শোককৃতঃখপরায়ণ, নিন্তেজ, অন্নযীর্ঘ্য ও
 অস্ত্র তিন জাতির পরিচর্য্যায় রত থাকিত, তাহা-
 দিগকে শূদ্র বলিয়া নির্বাণ করিলেন। বিধাতা
 চতুর্সর্গের ধর্ম্ম কৰ্ম্ম এইরূপ বিধিবিহিত করি-
 লেও তাহারা মোহক্রমে তাহার অতিক্রম
 করিতে লাগিল; বর্ণ ধর্ম্ম পালন না করিয়া
 তাহারা তখন পরস্পর বিরোধ করিতে
 আরম্ভ করিল। তখন ব্রহ্মা অস্ত্র উপায়
 চিন্তা করিয়া অত্করূপ কৰ্ম্মের বিধান করি-
 লেন। বল, দত্ত ও যুদ্ধ ক্রিয়ের; যাজ্ঞন,
 আধ্যাপন ও প্রতিগ্রহ দ্বাষণের; গন্তপালন,
 বাণিজ্য ও কৃষি বৈশ্যের এবং শিল্প ও দান
 শূদ্রদের জীবিকা নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন।
 এতদ্ব্যতীত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে যজ্ঞ,
 অধ্যয়ন ও দান এই ত্রিবিধ কৰ্ম্মের সমানাদিকার
 প্রদান করিলেন। ১৫১—১৫৭। এইরূপ
 লোকান্তরেও তাহাদিগের দিক্ অনুলারে পৃথক্
 স্থান নির্দিষ্ট হইল। ক্রিয়াবান্ ব্রাহ্মণের অস্ত্র

দর্শ প্রকার ওষধি প্রথম উৎপন্ন হয় ॥ ১০১—
 ১৫০। প্রথমে ওষধি, বৃক্ষ, গুল্ম, লতা, বহ্নী,
 বীকৃৎ, তন প্রভৃতি ষাটরী উদ্ভিদই অকৃষ্ট
 ভূমিতে উৎপন্ন হইয়া কতু-বিভাগানুসারে কল-
 মূলপুষ্পাদি দ্বারা পরিশোভিত হইত। কিন্তু
 কালান্তরে আর সেরূপ আপনা আপনি উৎপন্ন
 হইল না। তখন ব্রহ্মা প্রজাতিগের কৰ্ম্মজ্ঞ
 সিদ্ধি অবলোকন করিয়া প্রজাদিগের জীবিকার
 অস্ত্র উপায় স্থির করিলেন, সেই হইতে ওষধি
 প্রভৃতি কৃষ্টপচ্যরূপে সৃষ্ট হইল। এইরূপে
 প্রজাগণের বৃদ্ধি উপায় স্থিরীকৃত হইলে, প্রজা-
 পতি তাহাদিগের মধ্যে মধ্যমা স্থাপন করিলেন।
 প্রজাসমূহ মধ্যে যাহারা পরিগৃহীতা এবং অপর
 প্রজার রক্ষাকারক, তাহাদিগকে ক্ষত্রিয়, যাহারা
 ক্ষত্রিয়গণের আশ্রয়ে নির্ভর হইয়া কেবলমাত্র
 'সর্গকৃতই ব্রহ্ম বিদ্যমান' এইরূপ চিন্তায়
 দিনপাত করিত, তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ, যাহারা

স্থানমৈত্র্যং ক্রিয়ানাম্ সংগ্রামেষপলায়িনাম্ ॥
বৈশ্বানারং যাকুতং স্থানং স্বধর্ম্মমুপজীবিনাম্ ।
গাক্ষর্কং শূদ্রজাতীনং পরিচর্য্যামু তিষ্ঠতাম্ ॥ ১৬৮
স্থানান্তেতানি বর্ণানং ব্যত্য'চারবতং স্বয়ম্ ।
ততঃ স্থিতেষু বর্ণেষু স্থাপয়ামাস চাশ্রমান্ ॥ ১৬৯
গৃহস্থো ব্রহ্মচরিত্ত্বং বানপ্রস্থং সতিক্ষুৎসম্ ।
আশ্রমাংশ্চতুরো হেতান্ পূর্ক্সমাস্থাপয়ং প্রভুঃ ॥
বর্ণকর্ম্মাণি যে কেচিস্তেষামিহ ন কুরুতে ।
কৃতকর্ম্মকৃতীন প্রাজ্ঞরাশ্রমস্থানবাসিনঃ ॥ ১৭১
ব্রহ্মা তান্ স্থাপয়ামাস আশ্রমানাম নামতঃ ।
নির্দেশার্থং ততস্তেষাং ব্রহ্মা ধর্ম্মান্ প্রভাষত ॥
প্রস্থানানি চ তেষাং বৈ যমাংশ্চ নিয়মাংশ্চ হ ।
চতুর্কর্ম্মাশ্রমকঃ পূর্ক্সং গৃহস্থ'চাশ্রমঃ স্মৃতঃ ॥ ১৭৩
ত্রাণ্যামাশ্রমাণাক প্রতিষ্ঠা ধোনিরেব চ ।
যথাক্রমং প্রবক্ষ্যামি যমৈশ্চ নিয়মৈশ্চ তে ॥ ১৭৪
দারায়ণেহাতিথেয় ইজ্যা ভাদ্রাক্রিয়াঃ প্রজাঃ ।
ইতোষ বৈ গৃহস্থস্ত সমাসাদ্ধর্ম্মনংগ্রহঃ ॥ ১৭৫
দণ্ডী চ মেখলী চৈব হৃৎশায়ী তথা জটী ।
গুরুভ্রাতৃশ্রবণং তৈক্ষ্যং বিদ্যাদৈ ব্রহ্মচারিণঃ ॥ ১৭৬

ব্রহ্মলোক যুদ্ধস্থলে প্রাণত্যাগকারী ক্রিয়গণের
ইন্দ্রলোক, স্বধর্ম্মপ্রতিপালক বৈশ্বগণের বায়ু-
লোক এবং পরিচর্যাপরায়ণ শূদ্রগণের জ্ঞা
গাক্ষর্কলোক নির্দিষ্ট হইল। চতুর্কর্ম্মের মধ্যে
যাহারা যথার্থ বর্ণ ধর্ম্ম প্রতিপালন করিবে,
তাহাদিগের জ্ঞা উক্ত স্থানসকল নির্দেশ করিয়া
পরে আশ্রমচতুষ্টয় স্থাপন করিলেন। গৃহস্থ,
ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ ও তৈক্ষ্য, এই চতুর্বিধ আশ্রম
বিহিত হইল। জ্ঞানিগণ বলেন, যাহারা বর্ণ
ধর্ম্মের স্বাভাবিকরূপ অনুষ্ঠান করে না, তাহারা কর্ম্ম-
লোপী। সেই আশ্রমচতুষ্টয়ের যম নিয়মপূর্ক্সক
প্রতিষ্ঠা ও উৎপত্তি বিষয় কৌতুহল হইতেছে।
উক্ত চারি প্রকার আশ্রমের মধ্যে প্রথম অর্থাৎ
গৃহস্থ'শ্রমে ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণেরই অধিকার
সমান। গৃহস্থ'শ্রমের ধর্ম্ম দারপরিগ্রহ, অধি-
স্থাপন, অতিথি-সংস্কার, যজ্ঞ, ভাদ্র ও
সন্তানোৎপাদন। দণ্ড, মেখলা ও জটাবারণ,
ভূমিতে শয়ন, গুরুভ্রাতৃশ্রবণ এবং ভিক্ষা এই

চীরপত্রাজিনানি স্যাকীমূলকলৌঘম্ ।
উভে সন্ধ্যোহবগাহ'শ্চ হোম'গরখ্যাবাসিনাম্ ॥ ১৭৭
অনিনং বননে তৈক্ষ্যমন্তেয়ং শৌচমেব চ ।
অপ্রমাণোহব্যবায়শ্চ দয়া ভূতেষু চ কমা' ॥ ১৭৮
অক্রোধো গুরুভ্রাতৃশ্রবণা সত্যক দণমং স্মৃতম্ ।
দণপক্ষকো হেব ধর্ম্মঃ প্রোক্তঃ স্বয়ভুবা' ॥ ১৭৯
ভিক্ষোর্ব্রতানি পকাত পঠৈবোপব্রতানি চ ।
অচারণভ্রাতৃনিয়মঃ শৌচক প্রতিকর্ম্ম চ ।
সমাগ্ন'দর্শনমিত্যেবং পঠৈবোপব্রতাতৃপি ॥ ১৮০
ধ্যানং সমাধির্নন্দেন্দ্রিয়প্রাণং
সদাগরৈর্ভৈক্ষ্যমথোপনয়াম্ ।
মৌনং পবিত্রোপচিতির্বিমুক্তিঃ
পারিত্রজ্যে ধর্ম্মমিহং বদন্তি ॥ ১৮১
সর্কে তে শ্রেয়সে প্রোক্তা আশ্রমা ব্রহ্মণা স্বয়ম্
সত্যার্জবন্তং তপঃ কান্তিধেগেন্ধ্যা দমপূর্ক্সিকা' ॥
বেদাঃ সাক্ষা'শ্চ বজ্রা'শ্চ ব্রতানি নিয়মা'শ্চ যে ।
ন সিধ্যন্তি প্রহৃষ্টস্ত ভাবদোষ উপাগতে ॥ ১৮৩
বহিঃ কর্ম্মাণি সর্কাণি ন সিধ্যন্তি কদাচন ।
অহর্ভাবপ্রহৃষ্টস্ত কুরুতোহপি গরাক্রমাং ॥ ১৮৪

কয়েকটি ব্রহ্মচারীর ধর্ম্ম। জীববন্ত, পত্র অথবা
মৃগচর্ম্ম পরিধান ধাতু ও ফলমূলদি আহার,
উভয় সন্ধ্যায় অববাহন ও হোম, অরখ্যাবাসি-
গণের স্বস্তিকার্দ আগন অভ্যাঙ্গ, বস্ত্রে ভিক্ষা-
লব্ধ দ্রব্যগ্রহণ, চৌধাদি পরিত্যাগ, শৌচাগার,
অপ্রমাণ, স্ত্রীসন্তোগপরিগ্রহ, ক্রোধভাগ, সর্ক
ঐবে দয়া, গুরুভ্রাতৃশ্রবণ ও সত্য এই কয়েকটি
ভিক্ষুর ধর্ম্ম; এতন্মধ্যে পাঁচটি ভিক্ষুগণের ব্রত,
উপব্রত বলিয়া কথিত। এতন্মধ্যে আচার, শুদ্ধি,
নিয়ম, প্রতিকর্ম্ম ও সমাক দর্শন এই পাঁচটি
উপব্রত নামে অভিহিত। ১৬৮—১৮০। ধ্যান,
ইন্দ্রিয়বহনের সমাধি, সাধারণের নিকট ভিক্ষা,
মৌন, পাবিত্রতা ও মুক্তি এই কয়েকটি পরি-
ব্রাজক ধর্ম্ম। এই চতুর্কর্ম্ম আশ্রমই বিশেষ
কল্যাণকর বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু অনুষ্ঠান-
মাত্রেই চিন্তাভ্রাতৃ একান্ত আবশ্যক; যদি
চিন্তা'ন্ত অপরিভুক্ত থাকে, তবে সত্য, সরসতা,
তপঃ, কমা, যোগ, যজ্ঞ, দম, বেদাধ্যয়ন, ব্রত

সৰ্বস্বমপি যো দদ্যাৎ কলুষোত্তরাশ্রয়ান ।
 ন তেন ধৰ্ম্মভাক্ স স্তাভাব এবাত্র কারণম্ ॥ ১৮৫
 এবং দেবাঃ সপিতর ঋষয়ো মনবন্তথা ।
 তেষাং স্থানমমুগ্ধাস্ত সংহিতানাং প্রচক্ৰতে ॥
 অষ্টাশীতিসহস্রাণি কৰীণানুর্দ্ধিরেতসাম্ ।
 স্মৃতস্ত তেষাং তৎস্থানাং তঃপব গুরুধামিনাম্ ॥
 সপ্তর্ষীণস্ত বৎস্থানাং স্মৃঃ তৈঃ দিবৌ সাম্ ।
 প্রাজাপত্যং গৃহস্থানাং ভাসিনাং ব্রহ্মণোহক্ষম্ ।
 যোগিনামমৃতং স্থানাং নানাধোনাং ন বিদ্যতে ।
 স্থানান্তাপ্রমিণাং তানি যে স্বধৰ্ম্মে ব্যবস্থিতাঃ ॥
 চত্বার এতে পত্নানো দেবযানো বিনির্গৃহিতাঃ ।
 ব্রহ্মণা লোকতত্ত্বেন আলো মনস্তরে ভূবি ॥ ১৯০
 পুত্ৰানো দেবযানায় তেষাং দ্বারং রতিঃ স্মৃতাঃ ।
 তৈধৈব পিতৃযানানাং চন্দ্রমা দারমুচ্যতে ॥ ১৯১

নিয়ম প্রভৃতি কোন বাহু কার্যই সুসম্পন্ন হইতে
 পারে না । অন্তঃকরণ কলুষিত রাখিয়া কোন
 ব্যক্তি ধৰ্ম্মসম্বন্ধ দান করিলেও তাহার ধৰ্ম্মো-
 পার্জ্জন হয় না, যেহেতু চিত্তভিত্তিই ধৰ্ম্মের এক-
 মাত্র কারণ । এই সকল বর্ণাশ্রমের অনুষ্ঠান-
 বিশেষের অনুসারে পরলোকও স্থানবিশেষ
 নির্দিষ্ট আছে । দেব, পিতৃ, ঋষি ও মনু প্রভৃতি যে
 স্থানে অবস্থান করেন, উর্দ্ধরেতা ও গুরুগৃহবাসী
 মুনিগণের পক্ষে সেই অষ্ট শীতি-সংখ্যায় থাক
 স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে । স্বর্গবাগিন সপ্তর্ষি-
 সমূহের স্থানে অধিকার লাভ করেন । এইরূপ
 গৃহস্থগণ স্বধৰ্ম্ম প্রতিপালন করিলে, পরলোকে
 প্রাজাপত্যস্থান, যোগিগণ অমৃত-স্থান এবং
 সন্ন্যাসিগণ অক্ষয় ক্রমলোক লাভ করিয়া
 থাকেন । বিবিধ বিধে মনের ঢাকলা থাকিলে
 কেহ কোন স্থানই পাইতে পারেন না ; কেননা
 স্ব স্ব আশ্রমধৰ্ম্মপ্রতিপালকগণের জন্তই এই
 সকল স্থান স্থিরীকৃত হইয়াছে । আশ্রমধৰ্ম্মের
 লোকনিয়ম ব্রহ্মা এই চারিটা আশ্রম দেবযান-
 নামক পথদ্বারা স্থাপিত করেন । রবি সেই
 দেবযানের দাররূপ । এইরূপ চন্দ্র পিতৃ-
 যানের দার বলিয়া কীৰ্ত্তিত হইয়া থাকে ।

এবং বর্ণাশ্রমাবলী বৈ প্রবিভাগে কৃতে তদা ।
 বদাস্ত ন ব্যবর্তন্ত প্রজা বর্ণাশ্রমায়িকাঃ ॥ ১৯২
 ততোহস্তামানসৌঃসৌধ ত্রেতামধ্যোহম্বজংপ্রজাঃ
 আশ্রমঃ স্বশরীরাক্ত তুল্যাত্ৰৈবাস্তানা তু বৈ ॥ ১৯৩
 তস্মিন্ ত্রেতাযুগে ত্রায়ো মধ্যং প্রাপ্তে ক্রমেণ তু ।
 ততোহস্তা মানসান্তত্র প্রজাঃ প্রবৃৎ প্রচক্ৰমে ॥
 ততঃ সত্তরজোদ্রিতাঃ প্রজাঃ সৌধাযজং প্রভুঃ
 ধৰ্ম্মার্থকামমোক্ষার্থাং বাষ্ঠীয়াত্ৰৈব সাধিকাঃ ॥ ১৯৫
 দেবাশ্চ পিতৃশ্চৈব ঋষয়ো মনবন্তথা ।
 যুগ্মাহুরূপান্ ধৰ্ম্মেণ যৈরিমা বিচিতাঃ প্রজাঃ ॥
 উপস্থিতে তদা তস্মিন্ প্রজাধৰ্ম্মে স্বঃসুঃ ॥
 অভিন্দো প্রজাঃ সৰ্বা নানারূপান্ত মানসীঃ ॥
 পূৰ্ব্বোক্তা যা ময়া তুভ্যং জনলোকং সমাশ্রিতাঃ
 কল্পেহতীতে তু তে হাসন্ দেবান্যাস্ত প্রজা ইহ
 ধায়ত্তন্ত তঃ সৰ্বাঃ সমুত্থার্থমুপস্থিতাঃ ।
 মনস্তরক্রমেণৈব কনিষ্ঠে প্রথম মতাঃ ॥ ১৯৯
 খ্যাত্যানুবদৈকৈষ্টৈষ্টৈষ্ট সৰ্বাধৈরিহ ভাবিতাঃ ।
 কুশলাংশলপ্রায়ৈঃ কৰ্ম্মভিত্তৈঃ সদা প্রজাঃ ॥ ২০০
 তৎকৰ্ম্মফলশেষেণ উপষ্টকঃ প্রজজ্ঞিরে ।
 দেবাসুরপিতৃশ্চৈব পশুপক্ষিসরীষটৈঃ ॥ ২০১

১৮১—১৯১ । এইরূপ বর্ণাশ্রম নির্দেশের
 পর বর্ণাশ্রমধৰ্ম্মাবলম্বী কোন প্রজাকেই জন্ম-
 লাভ করিতে না দেখিয়া, প্রজাপতি ত্রেতা-
 যুগের মধ্য সময়ে আসিয়া ও স্ব শরীর হইতে
 আস্ততুল্য কতকগুলি সমু ও রজোগুণবৎসল,
 ধৰ্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষার্থসাধক মানস-প্রজাঃ সৃষ্টি
 করিলেন । এই সময়ে পূৰ্ব্বোক্ত অঃ ১৪
 কল্পের জন্মলোকান্ত্রিত মহাশ্রমাত ও যুগ্মাহুরূপ
 ধৰ্ম্মমুক্ত হইয়া, দেব, পিতৃ, ঋষি, মনু প্রভৃতি-
 রূপে আবির্ভূত হইলেন । প্রজাপতি আদি
 মনস্তর কাল হইতে যে সকল প্রজা ধায়াব-
 লম্বেও সৃষ্টি করিয়া আসিতেছেন, তাহারা
 যাবতীয় প্রজাই ধৰ্ম্মধৰ্ম্ম কৰ্ম্মানুসারে তত্তৎ
 কৰ্ম্মফলভোগের জন্ত, পরবর্তী দ্ব্যন্তরের প্রথম
 দেবতা, অসুর, পিতৃলোক, পশুপক্ষী, সরীসৃপ,

বৃক্ষনারকীকৌটিল্যৈস্তৈস্তৈর্ভাবৈরুপস্থিতঃ ।

আধীনার্থপ্রজ্ঞানাক আশ্রয়ান্নৈব বিনির্ম্মমে ॥২০২

ইতি ব্রহ্মাণ্ডে মহাপুরাণে চতুরাশ্রমবিভাগে

নামাষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

নবমোহধ্যায়ঃ ।

সূত্র উবাচ ।

ততোহভিধ্যায়ত্তত্ত্ব জজিরে মানসীঃ প্রজাঃ ।
তচ্ছরীরসমুৎপন্নৈঃ কার্ধ্যৈস্তৈঃ কারণৈঃ সহ ॥ ১
ক্ষেত্রজ্ঞাঃ সমবর্তন্ত গাত্রেভ্যস্তন্ত ধীমতঃ ।
ততো দেবাহুরপিতৃনু মানবক চতুষ্টয়মু ॥ ২
সিস্থক্ষুরন্তাংস্ততাংশ্চ স্বাশ্রয়ান সমযুযুজং ।
যুক্তাননস্তত্ত্বমু তমোমাত্রা স্বয়মুভবঃ ॥ ৩
তমোহভিধ্যায়তঃ সর্গং প্রথক্তোহভূৎ প্রজাপতেঃ
ততোহস্ত জঘনাৎ পূর্ষমমুরা জজিরে সূতাঃ ॥ ৪
অমুঃ প্রাঃ স্মৃতো বিপ্রান্তজ্ঞানান্ততোহমুরাঃ ।

বৃক্ষ, নারকী ও কীট প্রভৃতি রূপ পরিগ্রহপূর্ব্বক
জন্মলাভ করিয়া ব্রহ্মসৃষ্টির বৃদ্ধিসাধন করিয়
থাক। ১৯২—২০২ ।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ।

নবম অধ্যায় ।

সূত্র বলিলেন, অনন্তর ব্রহ্মা সৃষ্টি-কামনায়
ধ্যানাবলম্বন করিলে, কার্য্যকারণসমবিত্ত মানসী
প্রজাসমূহ, স্বদেহ হইতে ক্ষেত্রজগণ এবং
দেব, অমুর, পিতৃগণ ও চতুর্বিধ মানবকুলের
প্রাগুর্ভাব হইল। ইহাদিগের প্রত্যেকের
সৃষ্টিকথা এইরূপ কথিত আছে, যথা—স্বয়মু-
যখন ইহাদের উৎপত্তি কামনায় জলরাশির
মধ্যে আশ্রয়-সংযেগ করিলেন, তখন তাঁহার
তনোগুণের আবির্ভাব হয়; সেই তনোগুণযুক্ত
হইয়া সৃষ্টি-চিন্তা করিতে করিতে যে প্রজা-
সমূহ তাঁহার জঘনদেশ হইতে উৎপন্ন হইল,
তাহাদিগের নাম অমুর। অমুর শব্দের অর্থ

বয়স্ক স্ত্রীহীনস্বরূপ। তাৎ তন্মুৎ সমাপোহতঃ
সাপবিক্রা তন্মুন্তেন সন্দোঃ স্ত্রিরজায়ত ।
তাত্মোবহলা যম্মাস্ততো রাত্রিস্থিধ্যামিকা ॥ ৬
আরুতান্তমসা রাত্নৌ প্রজান্তম্মাং স্বয়মুভূঃ ।
দৃষ্টীহরংস্ত দেবেশন্তনুমম্মামপদ্যত ॥ ৭
অব্যক্তাং সত্ত্ববজলং তত্তত্তাং মোহভাযুযুজং ।
তত্তত্তাং যুক্তত্তত্ত প্রিয়মানীং প্রভাঃ কিল ॥ ৮
ততো মুখে সমুৎপন্না দীব্যাত্তত্ত দেবতাঃ ।
যতোহস্ত দীব্যতো জাতান্তেন দেবাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ
ধাতুর্নিবিত্তি যঃ প্রোক্তঃ ক্রৌড়াগ্নাং স বিভাব্যতে
তত্তাং তবাস্ত দিব্যাগ্নাং জজিরে তেন দেবতাঃ ॥ ১০
দেবানু সৃষ্ট্বাধ দেবেশন্তনুম্মামপদ্যত ।
সত্ত্বমাত্রাস্থিকং দেবন্ততোহস্তাং মোহভ্যপদ্যত ॥
পিতৃবম্মম্মানান্তানু পুত্রানু প্রাধ্যায়ত প্রভুঃ ।
পিতরো হু ভপকাত্যাং রাত্র্যহোরন্তরাংস্বজং ॥ ১২
তন্মাস্তে পিতরো দেবাঃ পুত্রং তেন তেষু তং ।

প্রাণ; প্রাণ হইতে উৎপন্ন হইল বলিয়া তাহা-
দিগের নাম হইয়াছে অমুর। প্রজাপতি
অমুর সৃষ্টি করিবার পরই তাঁহার সেই তন্মু
পরিচ্যাগ করিলেন। এই পরিচ্যক্ত তন্মু
তমোবহলা ছিল বলিয়া, তৎকণাং তমঃ-
পরিবৃত্তা ত্রিভামা রাত্রিরূপে পরিণত হইল।
অনন্তর তিনি অমুরদিগকে দেখিয়া সত্ত্বগুণ-
বজলা এক অনির্কটনীয় মূর্ত্তি-পরিগ্রহ করিয়া
প্রীতিপ্রাপ্ত হইলে, তাঁহার মুখদেশ হইতে যে
প্রজার প্রাগুর্ভাব হইল, তাহাদিগের নাম হইল
দেবতা। দিব্ ধাতু ক্রৌড়াগ্নাচক; ক্রৌড়া-
বিশিষ্ট দেহ হইতে ইহাদিগের সৃষ্টি হওয়ার
ইহারা দেবতা নামে অভিহিত হইয়াছেন।
১—১০। দেবসৃষ্টি সমাধা হইলে, ব্রহ্মা দে
মূর্ত্তিরও পরিবর্তন করিয়া সত্ত্বগুণবল অমৃমূর্ত্তি
অবলম্বন করিলেন; তাহা হইতে পিতৃগণের
প্রাগুর্ভাব হইল। এই সকল পিতৃলাক বাস্তব-
পক্ষে স্বয়মুর পুত্র হইলেও তিনি তাহাদিগকে
পিতার আশ্রয় সম্বান করেন; রাত্রি ও দিনস্বরূপ,
এক ও ত্বরূপের সন্ধিসময়ে এই পিতৃগণ
অগ্নিহোত্রিলেন, এতদ্বাৎ তাহারা পিতৃগণ নামে

যয়া সৃষ্টান্ত পিতৃরক্তাং তসুং স ব্যাপোহত ॥ ১৩
 সাপবিক্রা তনুশ্চেন সদ্যাঃ সক্ষ্যা প্রজায়ত ।
 তস্মাদহন্ত দেবানাং রাত্রিধী সাহুতী স্মৃত ॥ ১৪
 তয়োৰ্হৃদ্যে তু বৈ পৈত্রী বা তনুঃ সা গরীমসী ।
 তস্মাদ্ভোগ্যঃ সৰ্গে ঋগয়ো মনবন্তথা ।
 তে যুক্তান্তামুপাস্তে ব্রহ্মণো মধ্যমাতনুম্ ॥ ১৫
 এতেহত্যং স পুনর্ভক্ষা তনুং বৈ প্রত্যপদ্যত ।
 রজোমাত্রাণিকায়ান্ত মনসা মোহস্বপ্নং প্রভুঃ ॥ ১৬
 রজঃপ্রাণাং ততঃ মোহং মানসানস্বপ্নং স্মৃতান্ ।
 মনসন্ত ততস্তত মানসা জজিরে প্রজাঃ ॥ ১৭
 নৃপা পুনঃ প্রজাংচাপি স্বাং তনুং তামপোহত ।
 সাপবিক্রা তনুশ্চেন জ্যোৎস্না সদ্যস্তজায়ত ॥ ১৮
 তস্মান্তপ্তি সংহৃষ্যঃ জ্যোৎস্নায়া উক্তবৈ প্রজাঃ ।
 ইত্যেতান্তনবশ্চেন ব্যপবিক্রা মহাত্মনা ॥ ১৯
 সদ্যো রাত্রাহনী চৈব সক্ষ্যা জ্যোৎস্না চ জজিরে
 জ্যোৎস্না সক্ষ্যা তথাহ'চ সত্ত্বমাত্রাস্বপ্নং স্বপ্নম্ ॥
 তমোমাত্রাণিক্য রাত্রিঃ সা বৈ তস্মাৎ ত্রিযামিকা
 তস্মাদ্বেবা দিব্যতত্ত্বা জ্জ্যোঃ সৃষ্টা যুগ্মতু বৈ ॥ ২১

বিধাত হইয়াছেন । পিতৃসৃষ্টির পর এই তনু
 পরিত্যাগ করিলে, তাহা সক্ষ্যারূপে পরিণত
 হইল । এইরূপে দিবা, রাত্রি ও সক্ষ্যার
 উৎপত্তি হয়; অনন্তর দিবা দেবগণের, রাত্রি
 অশুরদিগের, এবং সক্ষ্যা পিতৃগণের বলিয়া
 নির্দিষ্ট হয় । এমধ্যে এই সক্ষ্যারই সর্কোপেক্ষা
 শ্রেষ্ঠত্ব কথিত হইয়াছে । দেব অশুর, ঋষি,
 মুনি প্রভৃতি মহাত্মগণ এই মধ্যমা ব্রহ্মমূর্তি
 সক্ষ্যার উপাদান করেন । অতঃপর প্রজাপতি
 রজোগুণবহুল অক্ষমূর্তি ধারণপূর্বক কতকগুলি
 মানস-প্রজার সৃষ্টি করিয়া, ওদর্শনে সে মূর্তিও
 পরিত্যাগ করিলেন, তাহা হইতে জ্যোৎস্না
 প্রস্তুত হইল, তাহাতে প্রজাসমূহের ২য় ও
 ৩য় জন্মিল । এইরূপ এক একটি মূর্তি
 পরিত্যাগ করিয়াই প্রজাপতি দিবারাত্রি সক্ষ্যা
 জ্যোৎস্নার সৃষ্টি করিয়াছেন । ইহাদিগের
 মধ্যে জ্যোৎস্না সক্ষ্যা ও দিবা সত্ত্বগুণসম্বিত,
 এবং রাত্রি তমোগুণবহুল, এইজন্ত রাত্রির নাম

যম্যাহেবাং দিবা জন্ম বলিনশ্চেন তে দিবাঃ ।
 তথা যদশুরান্ রাত্রৌ জন্মানস্বপ্নং প্রভুঃ ॥ ২২
 প্রাণেন্তো রাত্রিঃস্বানো প্রমহ নিশি তেন তে
 এতান্যেব ভবিষ্যানং দেবানাস্বপ্নৈঃ সহ ॥ ২৩
 ত্রিভুবাং মানবানাং অত্রীত নাগতেযু বৈ ।
 মনন্তরেণ সর্গেবাং নিমিগুনি ভবতি হি ॥ ২৪
 জ্যোৎস্না রাত্রাহনী সক্ষ্যা চতুর্ধ্যাতামিতানি বৈ ।
 তদ্বিৎস্মান্ততো ভাসি ভাসনে হংস মনোযিভিঃ ।
 ব্যাপ্তিগোষ্ঠ্যর্ নিগদিতঃ পুনস্চাহ প্রজাপতিঃ ॥ ২৫
 মোহন্তঃস্মেতানি নৃপা তু দেহেন্দ্রিয়মানবান্ ।
 ত্রিভুবাং বাসুজং মোহতানান্মনো বিবুধান্ পুনঃ
 তামুকৃত্য তনুং কৃৎস্নাং ততোহহানস্বপ্নং প্রভু
 মূর্তিং রজস্তমঃপ্রাণাং পুনবেবাভায়ুগুপ্তং ॥ ২৭
 অন্ধকারে সূখাবিষ্টান্ততোহতাং স্বপ্নতে পুনঃ ।
 তেন সৃষ্টাঃ সূখান্মনস্তেহস্তাংস্বাদাতুমুদাতাঃ ॥
 অস্তাংস্মেতানি ব্রহ্মম উক্তবস্ত'চ তেষু চ ।

হইয়াছে ক্রিয়ায়া । দেবগণ দিবারাত্রি প্রস্তুত
 হইলে বলিয়া দিব্যতত্ত্বজ, জ্যোতঃ ও দিবা-
 তঃগে অধিক বলশালী; আর অশুরগণ
 প্রাণবরা স্বপ্ন-জন্ম হইতে রাত্রিকালে
 জন্মলাভ করিয়াছিল বলিয়া রাত্রিতে অধিক
 বলশালী হইয়া থাকে । জন্মকালপার্য্যকই
 এইরূপ পরস্পর বিচ্যেদের মূল কারণ ।
 অতীত অনাগত মনন্তরেও দেব-পিতৃ-মানব ও
 অশুরগণের উৎপত্তি-বারণ এইরূপই বুঝিতে
 হইবে । ব্যাপ্তি ও দীপ্তি অর্থে ভা শব্দ
 ব্যবহৃত হয়, সেই ব্যাপ্তি দীপ্তিতে দিবা-
 রাত্রি-সক্ষ্যা-জ্যোৎস্না প্রতিভাত হয় বলিয়া
 ইহাদিগকে আভাসিত কহে । ১১—২৫ ।
 পরমপুরুষ প্রজাপতি এইরূপ জলরাশি, দেব,
 মানব, মানব ও পিতৃগণের সৃষ্টি করিয়া সেই
 সেই তনু পরিত্যাগপূর্বক পুনর্বার রজ ও
 তমোগুণবহুল মূর্তি গ্রহণ করিলেন । তাহা
 হইতে যে সকল প্রজা জন্মলাভ করিলে তন্মধ্যে
 কতগুলি প্রজা সেই অন্ধকার মধ্যে উৎ-
 পন্ন হইয়াই নিত্য সূখাতুর হইয়া জলরাশি-
 পানে সমুদাত হইল, অল্প কতকগুলি

রক্ষসন্তে স্মৃতা লোকে ক্রোধাত্মানো নিশাচরাঃ
যেহক্রবন ক্ষিপুঃস্বৈঃ স্তানি তেষাং সৃষ্টাঃ

পরম্পরম্ ।

তেন তে কর্মণা যক্ষা শুহকাঃ ক্রুরকর্ষিণঃ ॥ ৩০
রক্ষণে পালনে চাপি ধাতুঃস্ব বিভাব্যতে ।

য এষ ক্ষিতিধা কুর্কৈ ক্ষয়শে নরিরুচ্যতে ॥ ৩১
তান্ দৃষ্টা হ্যগ্নিয়েনাত্ কেশাঃ শীঘ্রান্ত ধীমতঃ ।

নীতোকঃশ্চে ছিত হৃদ্বং তদাঃরাহস্ত তং প্রভুম
হীন্য যচ্ছিরশো ব্যালা যস্ম্যাক্ষৈবাপনর্পিতাঃ ।

ব্যালাত্মানো স্মৃতা ব্যালাং হীনভাদহয়ঃ স্মৃতাঃ ॥
পন্নভ্যাপন্নগটৈশ্চ সর্পাটৈশ্চাপনর্পিতাঃ ।

তেষাং পৃথিব্যাং নিলয়া স্বর্ঘ্যচন্দ্রমসোরথঃ ॥ ৩৪
তত্র ক্রোধেভ্যো বেহ্ননাবয়িগর্ভনুগুরুণঃ ।

স তু সর্পনি সহোৎপন্নানাবিবেশ বিষাস্তিকান্ ॥
সর্পান্ সৃষ্টা ততঃ ক্রোধাৎ ক্রোধাত্মানো বিস্মৃমে

বর্ণেন কপিণেনোগ্রাস্তে ভূতাঃ পিশিতাশনাঃ ॥ ৩৬

প্রজা তাহাদিগের করাল কবল হইতে
জলরাশি রক্ষা করিতে চেষ্টিত হইল। এই

রক্ষাকারক প্রজাসমূহ 'রক্ষস্' নামে বিখ্যাত
হইল, এবং যাহারা জলরাশি পান করিয়া

ক্ষয় করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তাহারা ক্রুর-
কর্ষা শুহক ও যক্ষ নামে অভিহিত হইল।

বস্তুতঃ রক্ষধাতু রক্ষা ও পালনার্থে, এবং
ক্ষিপু'তুও ক্ষয়'ার্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

এই অগ্নি প্রজাসমূহ দেখিয়া ধীমান্ ব্রহ্ম-
দেবের কেশরাজি উদ্গত হইয়া গলিত হইতে

লাগিল, তাহা হইতেই নীত ও উষ্ণ অর্থাৎ
সুখ ও দুঃখপ্রল সর্পাদি হিংস্র প্রাণীর উৎ-

পত্তি হইল। মন্তক হইতে সর্পসমূহ হীন
বা চ্যুত হওয়ার ইহাদিগের নাম অহি, পতনস্থ

হেতু অপর নাম পন্নগ, এবং সর্প বা
গমন প্রজা ইহাদিগের নাম হইল সর্প।

ইহাদিগের বাসস্থান চন্দ্রস্বর্গের অধোদেশ-
বস্তী পৃথিবীতে। ক্রোধবশতঃ ব্রহ্মহৃদয়ে যে

সুদারুণ অগ্নির উদ্ভব হইয়াছিল, তাহাই বিষ
রূপে সর্প-শরীরে প্রবেশ লাভ করে।

২৬—৩৫। এইরূপে হিংস্রপ্রকৃতি দুরাচার

ভূতভাস্তে স্মৃতা ভূতাঃ পিশাচাঃ পিশিতাশনাঃ ।

ধ্যায়তো গানতন্তুত গন্ধর্ষাস্তেন তে স্মৃতাঃ ॥ ৩৭
অষ্টান্বেতাসু সৃষ্টাসু দেবযোনিষু স প্রভুঃ ।

ভতঃ স্বচ্ছন্দতোহজ্ঞানি বয়াংসি বয়সোহস্বজং ॥
ছ দ্যতন্তানি ছন্দাংসি বয়সোহপি বয়াংস্তপি ।

শূতান্ দৃষ্টা তু দেবো বাস্বজং পক্ষিগণাংপি ॥ ৩৯
মুখতোহজ্ঞান্ সমজ্জাথ বন্ধনং যয়োহস্বজং ।

গটৈশ্চ বৈদরাদ্ ব্রহ্ম পার্শ্বভ্যাক বিস্মৃমে ॥ ৪০
পুণ্ড্রাণাং শনাতজ্ঞান শরভান্ গবয়ান্ মৃগান্ ।

উষ্ট্রান্ শতরাং গটৈশ্চ তাশ্চাত্তৈশ্চ জাততঃ ॥ ৪১
ওষাঃ ফলমূলানি রোমতন্তুস্ত তঞ্জিরে ।

এবং পশোবধীঃ সৃষ্টা হৃষিক্সং মোহধ্বরে প্রভুঃ ।
তস্মাদানৌ চ বলস্ত ত্রেতাযুগমুখে তদা ॥ ৪২

গৌরজঃ পুরুষো মেঘো হৃথোহবতরগর্ভতো ।
এতান্ গ্রাম্যান্ পশূনাং হরারাগ্যাংশ্চ নিবোধত ॥

স্বাপদা দ্বিখুরো হস্তী বানরঃ পক্ষিপক্ষমাঃ ।

সর্পসমূহের সৃষ্টি হইলে ব্রহ্মার অধিকতর ক্রোধ
উৎপন্ন হইল। তাহা হইতে কপিশবর্ষ উগ্র-

কর্ষা মাংসাশী ভূতগণ প্রমালাভ করিল।
ভূতত্ব হেতু ইহাদিগের নাম ভূত, পিশিত

অর্থাৎ মাংস ভোজন করে বলিয়া অপর নাম
পিশাচ এবং যাহারা ব্রহ্মার গানচিহ্নকালে

উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহাদের নাম হইয়াছে
গন্ধর্ষ। এই অষ্ট দেবযোনি সৃষ্টি হওয়ার

পরও পৃথিবীর বহু স্থান শূন্য আছে, দেখিয়া
ব্রহ্মা, পশুপক্ষাদিগের সৃষ্টি আরম্ভ করিতে

লাগিলেন। তাঁহার আচ্ছাদন বা বন্ধ হইতে
ছাগ, বন্ধঃস্থল বা আয়ু হইতে পক্ষী, উদরদেশ

ও পার্শ্ববয় হইতে গো, পদদ্বয় হইতে অশ্ব,
অবতর, হস্তী, উষ্ট্র, মৃগ, গবয় ও শরভ প্রভৃতি

অগ্রাণ্ড পশুগণ, এবং রোমভাজ হইতে ওষাৎ
ফলমূল প্রভৃতি উৎপন্ন হইল। ত্রেতাযুগের

আদিমকালজাত এই সমস্ত পশু ও ওষাৎ নিচয়
যজ্ঞকার্যে ব্যবহৃত হইত। এই প্রাণিসমূহ

মধ্যে মনুষ্য, গো, অশ্ব, অবতর, ছাগ, গর্ভিত
প্রভৃতি প্রাণীকে গ্রাম্যজীব এবং অপরূপ

যুক্তধর পশু, স্বাপদসমূহ, হস্তী, বানর, পক্ষী,

উদ্ভাভাঃ পশবঃ স্বর্গাঃ সপ্তমাস্ত সন্ন্যাস্তাঃ ॥ ৪৪
 গায়ত্রীঃ বক্রপকৈব ত্রিহংসাম রথন্তরম্ ।
 অগ্নিহোমক যজ্ঞানাং নির্যমে প্রথমানুধাং ॥ ৪৫
 ছন্দঃসি ত্রৈলোক্যে কৰ্ম্মস্লামং পঞ্চদশং তথা ।
 বৃহৎসাম অথোকৃৎক দক্ষিণাং সোহস্রজমুধাং ॥
 সামানি চ, গীতীচ্ছন্দস্তোমং পঞ্চদশং তথা ।
 বৈরূপ্যমতিরাত্রক পশ্চিমাদস্রজমুধাং ॥ ৪৭
 একবিংশমধর্ক্সাপমাগ্নে, ধীমাগমেব চ ।
 অন্ত্রুভং চ বৈরাগ্নমুত্তরাদস্রজমুধাং ॥ ৪৮
 বিদ্যতোহশনিমেঘাংচ রোহিতেন্দ্রধনুংবি চ ;
 বয়াদসি চ মদজ্ঞানো কল্পত ভগবান্ প্রভূঃ ॥ ৪৯
 উচ্চাচান ভূতানি গাত্রেভ্যস্তত্ত জজিরে ।
 ব্রহ্মপশু প্রজাসগং স্বজতো হি প্রজাপতেঃ ॥ ৫০
 সৃষ্টা চতুষ্টয়ং পূর্ক্সং দেবাস্থরপিতৃন্ প্রজাঃ ।
 ততঃ স্বজতি ভূতানি স্বাবরাণি চরাণি চ ॥ ৫১
 যজ্ঞান্ পিশাচান্ গন্ধর্ক্সান্ তথৈবাপ্সাস্রগান্ ।
 নরকিন্নরয়ক্ষাংসি বয়ঃপশুংগোরগান্ ।
 অযাচ্চ ব্যাচকৈব যদিহং হ্যধুদ্রুমম্ ॥ ৫২

উদ্ভক ও সন্ন্যাস্ত প্রভৃতিকে আরণ্যজীব বলা হয় । ৩৬—৪৪ । চতুরানন ব্রহ্মার পূর্ক্সমুখ হইতে যজ্ঞসৃষ্টি কালে অগ্নিহোম যজ্ঞ এবং যজ্ঞিক্রবা মধ্যে গায়ত্রী, বক্রপ, ত্রিহং ও রথন্তর সাম,—দক্ষিণ মুখ হইতে ছন্দঃ, পঞ্চদশ প্রকার ত্রৈলোক্যকর্ম্ম, স্তোম, বৃহৎসাম ও উকৃৎ—পশ্চিম মুখ হইতে মাগ, জগতী-ছন্দঃ, পঞ্চদশবিধ ছন্দস্তোম, বৈরূপ্য ও অতি-রাত্র এবং উত্তর মুখ হইতে একবিংশ অধর্ক্স, অপ্তোধ্যাম, অন্ত্রুভ ও বৈরাগ্ন আবির্ভূত হইগছিল । ভগবান্ প্রজাপতি স্বাবর জন্মাদি ভূত-সৃষ্টির পূর্ক্সই বিদ্যৎ, বজ্র, মেঘ, অগ্নি, ইন্দ্রধনু প্রভৃতি সৃষ্টি করেন; অনন্তর স্বশরীর হইতে বিবিধ ভূতপ্রাণ উৎপাদিত করিয়াছেন । ভৌতিক সৃষ্টি মধ্যেও প্রথমে দেবতা, অশুর, পিতৃলোক ও মানস প্রজাগণের সৃষ্টি করিয়া, পরে বক্ষ, পিশাচ, গন্ধর্ক্স, অপ্সরঃ, নর, কিন্নর, রাক্ষস, পশু, পক্ষী, মৃগ, সর্প এবং অশ্রুত স্বাবর জন্মানাদির সৃষ্টিবিধান করেন । ৪৫—৫২ ।

তেষাং যে যানি কৰ্ম্মাণি প্রাকৃসৃষ্ট্যাং প্রতিপেদিরে
 তাগ্বেব প্রতিপদ্যন্তে স্বজ্যমানাঃ পুনঃপুনঃ ॥ ৫৩
 হিংস্রাহিংস্রে মূহকুরে ধর্ক্সাধর্ক্সরতানুতে ।
 ওদ্ভাবিতাঃ প্রপদ্যন্তে তস্মাত্তত্ত্বং যোচতে ॥ ৫৪
 মহাভূতেষু নানাভুমিস্থিয়ার্থেষু মূর্তিষু ।
 বিনিয়োগক ভূতানাং ধার্তেব ব্যদধাৎ স্বয়ম্ ॥ ৫৫
 কেচিৎ পুরুষকারস্ত প্রাঃ কৰ্ম্ম চ মানবাঃ ।
 দৈবমিত্যপরে বিপ্রাঃ স্বভাবং দৈবচিত্তকাঃ ॥ ৫৬
 পৌরুষং কৰ্ম্ম দৈবক ফলবৃত্তিস্বভাবতঃ ।
 ন চৈকং ন পৃথক্ ভাবমধিকং ন তয়োর্বিভূঃ ॥ ৫৭
 এতদৈবক নৈবক ন চোভে ন চ বাপ্যভে ।
 কৰ্ম্মস্থান্ বিধয়ান্ ক্রয়ঃ সমস্থঃ সমদর্শিনঃ ॥ ৫৮
 নামরূপক ভূতানাং কৃতানাং প্রাপকনম্ ।
 বেদশব্দেভ্য এবানো নির্যমে স মহেশ্বরঃ ॥ ৫৯
 ঋষীণাং নামধেয়ানি যাস্ত দেবেষু দৃষ্টেয়ঃ ।
 শর্ক্সাভ্যন্তে প্রসূতানাং তাগ্বেভ্যস্ত দধাতি সঃ ॥ ৬০

পূর্ক্সসৃষ্টিতে তত্ত্বং প্রজানিচয়ের যে যে কর্ম্ম নির্দিষ্ট ছিল, প্রজাগণ বারবার উৎপত্তি লাভ করিয়া, সেই সেই কর্ম্মফলই ভোগ করিয়া থাকে এবং সেই সেই কর্ম্মানুসারেই তাহা-দিগের হিংস্র, অহিংস্র, মূহ, কুর, ধর্ক্স, অধর্ক্স, সত্য, মিথ্যা প্রভৃতি কৰ্ম্মসমূহে প্রবৃত্তি জন্মে । মহাভূত, ইন্দ্রিয়ার্থ ও মূর্তিসমূহের অনেকত্ব এবং ভূতসমূহের বিবিধ বিনিয়োগ স্বয়ং বিধা-তারই বিধান, এ বিধান তিনিই করিয়াছেন । কেহ কেহ পুরুষকার দৈব স্বভাবই ইহার কারণ বলিয়া নির্দেশ করেন । কেন না পুরুষ-কার কর্ম্ম ও দৈব এক না হইলেও কার্য্য ধারা পরস্পর পরস্পরে পৃথক্ নহে এবং এতলয় ব্যতিরিক্ত অপর কোন কারণ নাই; কিন্তু সমদর্শী সাত্ত্বিক পুরুষগণ এতলয়ের একটিকে বা উভয়কেই কেবল কারণ বলিয়া স্বীকার করেন না, কিন্তু এই তিনটিকেই কারণ বলিয়া থাকেন । পূর্ক্সকালে ব্রহ্মা বেদশব্দ হইতেই মহাভূতসমূহের নামরূপবিভাগ এবং সৃষ্ট পদার্থমাজের পরস্পর বিত্তিন্নতা বিধান করিয়াছেন । খেলয়ের অবসানে প্রথম প্রসূত

যথার্থতুলিঙ্গানি নানারূপাণি পর্ধ্যয়ে ।
 দৃশ্যন্তে তানি তথেষ্ব তথা ভাবা যুগাদিষু ॥ ৬১
 এবংবিধাষু সৃষ্টাষু ব্রহ্মণ্যব্যক্তজ্ঞানা ।
 শরীর্যন্তে প্রদৃশ্যন্তে দিক্ক্ষিমাশ্রিত্য মানসীম্ ॥ ৬২
 এবতুতানি সৃষ্টানি চরাণি স্থাবরাণি চ ।
 যদাস্ত তঃ প্রজাঃ সৃষ্টাঃ ন ব্যৎকিন্ত ধীমতঃ ॥ ৬৩
 অথাগ্নানমানসান্ পুল্লান্ সদৃশানান্ননোহসৃজৎ ।
 তুণ্ডং পুলস্ত্যং পুন্হং ক্রেতুমাস্ত্রিরসং তথা ॥ ৬৪
 মরীচিং দক্ষমত্রিকং বশিষ্ঠকৈব মীনসম্ ।
 নব ব্রহ্মাণ ইতোতে পুরাণে নিশ্চয়জ্ঞতাঃ ।
 তেষাং ব্রহ্মাস্ত্রকানাং বৈ সর্বেষাং ব্রহ্মাবাদিনাম্
 ততোহসৃজৎ পূর্নব্রহ্মা রুদ্রং যোষ স্তনস্তবম্ ।
 সঙ্কলকৈব ধর্ম্মক পূর্কেষামপি পূর্কজঃ ॥ ৬৬
 অগ্রে সমজ্জ্য বৈ ব্রহ্মা মানসানাস্তনঃ সমান্ ।
 সনন্দনং সসনকং বিদ্বৎসক সনাতনম্ ॥ ৬৭
 সনৎকুমারকং বিভূং সনকক সন্দনম্ ।
 ন তে লোকেষু :জ্ঞন্তে নিরপেক্ষাঃ সনাতনাঃ ॥ ৬৮

ঋষিঃসমূহ এবং দেবগণের নামনির্দেশও ব্রহ্মা
 কর্তৃকই বিধিবদ্ধ হইয়াছে। ৫০—৬০ ।
 প্রত্যেক ঋতু বিপর্যয় ঘটিলে ধেম= পদার্থ-
 সমূহেরও বিপর্যয় ঘটিলে থাকে, দেখিতে পাওয়া
 যায়, প্রতি যুগান্তরেও সেইরূপ ভাবমাত্রের
 বিপর্যয় হয়; নিশান্তে ব্রহ্মা মানসমিস্ত্রি অব-
 লম্বন করিলে ঐরূপ বিবিধ চরাচর সৃষ্টি সম্পা-
 দিত হইতে দৃষ্ট হইয়া থাকে। ধীমান্ প্রজা-
 পতির সেই সকল প্রজাসৃষ্টির বুদ্ধিকারণ
 পুনর্কার বিলুপ্ত হইয়া থাকিলে, তিনিও আবার
 স্বসদৃশ তুণ্ড, পুলস্ত্য, পুন্হং, ক্রেতু, অস্ত্রিরস,
 মরীচি, দক্ষ, অত্রি ও বশিষ্ঠ এই নব মানস-
 পুত্রের সৃষ্টি করেন। ঐ সকল ব্রহ্মবাদীরাই
 পুরাণসমূহে নব ব্রহ্মা নামে কীর্তিত হইয়া-
 ছেন। পরে ব্রহ্মা যোষাস্তনস্তব রুদ্রকে
 এবং সঙ্কল ও ধর্ম্মকেই সৃজন করেন। ব্রহ্মা
 সর্বপ্রথমে সনন্দ, সনক, সনাতন, সনৎকুমার
 নামক যে- সকল মানস-পুত্রের সৃষ্টি করিয়া-
 ছিলেন, তাঁহারা সকলেই তত্ত্বজ্ঞান-বলে রাগ-
 মৎসরাদি-পরিশূন্য হইয়া, সৃষ্টিকার্যে উদাসীন

সর্বের তে হ্যাগতজ্ঞানী বীতরাগা বিমৎসরাঃ ।
 তেষেবং নিরপেক্ষেযু লে'করভানু কারণং ॥ ৬৯
 হিরণ্যগর্ভো ভগবান্ পরমেষ্টী হ'চিন্তয়ৎ ।
 তস্ত যোষাং সমুৎপন্নঃ পুরুষোহর্কনমহ্যতিঃ ।
 অর্কনারীনরবপুন্তেজসা জ্ঞানোপমঃ ॥ ৭০
 সর্বং তেজোময়ং জাতমাদিত্যসমতেজসম্ ।
 বিভজ্যাত্মানমিত্যুক্তা তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ৭১
 এবমুক্তে দ্বিধ'ভূতঃ পৃথক্ স্ত্রী পুরুষঃ পৃথক্ ।
 স চৈকাদশধা জজ্ঞে অর্কমাত্মানম'শ্বরঃ ॥ ৭২
 তেনোক্তান্তে মহাত্মানঃ সর্ব এব মহাত্মনা ।
 ভগতো বহুলীভাবমধিকৃত্য হিতৈষণঃ ॥ ৭৩
 লোকবাস্তাহেতোহি প্রযতধর্ম্মতস্ত্রিতঃ ।
 বিশ্বং বিশ্বস্ত লোকস্ত স্থাপনায় হিতায় চ ॥ ৭৪
 এবমুক্তান্ত রুরুহুহু ক্রবুৎ সমস্ততঃ ।
 রোদনাদ্ভাবণ'চেষ্টব রুদ্রা নায়ন্তি বিজ্ঞতাঃ ॥ ৭৫
 যৈহি ব্যাপ্তমিদং সর্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ।
 তেষামনুচরা লোকে সর্বলোকপরায়ণাঃ ॥ ৭৬
 নৈকনাগায়ুতবলা বিক্রান্তাশ্চ গণেশ্বরঃ ।
 তত্র যা সা মংভাগা শঙ্করস্তর্জিকারিনী ॥ ৭৭

হইলেন, তখন তাঁহার ক্রোধাবির্ভাব হইল।
 সেই ক্রোধ হইতে সৃষ্টিসম-দ্রুতি, দীপ্তায়ি-
 তেজা, অর্কনারীনররূপধারী রুদ্রের উৎপত্তি
 হয়। ব্রহ্মা এই আদিত্যসংতেজা তেজস্বী
 পুরুষকে 'তুমি আত্মদেহে বিভক্ত কর', বলিয়া
 অন্তর্হিত হইলেন, পরে সেই অর্কনারীমূর্তি
 বিভিন্নভাবে প্রাহুর্ভূত হইয়াছেন। এই বিভিন্ন
 মূর্তিধর মধ্যে অর্কনরদেহ আবার একাদশ
 ভাগে বিভক্ত হইল। এই একাদশমূর্তি সমগ্র
 জগতের প্রতি হিতৈষী বলিয়া বিখ্যাত।
 প্রজাপতি এই মূর্তি সমুদায়কে নিখিল বিশ্বের
 হিতকার্যে বৃত্তশীল হইতে বলায়, মূর্তিসমূহ
 ইতস্ততঃ রোদন করিয়া বেড়াইতে লাগিল;
 এই রোদন ও ভাবণ কার্যের জন্য মূর্তিগণ
 রুদ্র নামে বিখ্যাত হইল। যে সকল সর্ব-
 লোকপরায়ণ, অগুতনাগবলধারী, বিক্রান্ত
 গণেশ্বর এই ত্রৈলোক্যব্যাপ্ত হইয়া রহিয়া-
 ছেন, তাঁহারা ঐ একাদশ রুদ্রেরই অনু-

প্রোক্তা তু ময়া তুভ্যং স্তৌ স্মরন্তে স্তুত্বং ক্রোশতা ।
 কাগর্জ্জং নক্ষত্রং তস্তাঃ শুক্রং বায়ং তথাসিতম্ ॥
 আশ্বানং বিভজ্জসেতি মোক্তা দেবী সখ্যুবা ।
 সা তু প্রোক্তা বিধাতৃত শুক্রকৃৎ চ বৈ বিজাঃ ।
 তস্তা নামানি বক্ষ্যামি শৃণুধ্বং সুসংহিতাঃ ॥ ৭৯ ॥
 স্বাহা স্বধা মহাবিদ্যা মেধা লক্ষ্মীঃ সরস্বতী ।
 অর্পণা একপর্বা চ তথা স্ত দেব পাটলা ॥ ৮০ ॥
 উমা হৈমবতী যষ্টী কল্যাণী চৈব নামতঃ ।
 খ্যাতিঃ প্রজ্ঞা মহাভাগা লোকে গৌরীতি

বিশ্রুতঃ ॥ ৮১ ॥

বিশ্বরূপমথার্থায়াঃ পৃথক্ দেহবিভাবনাং ।
 শৃণু সংক্ষেপতস্তস্তা যথাবদমুপকীর্ণাঃ ॥ ৮২ ॥
 প্রকৃতিনিমিত্তা রৌদ্রী দুর্গা ভদ্রা প্রমাদিনী ।
 কালরাত্রির্গুহামায়া রেবতী ভূতনাথিকা ॥ ৮৩ ॥
 ষাপরাহুবিভাভেষু দেব্যা নামানি মে শৃণু ।
 গৌতমী কৌশিকী আর্ঘ্যা চণ্ডী কাত্যাবনী সতী
 কুমারী ষাণ্মতী দেবী বরদা কৃষ্ণপিকলা ।
 বহিধ্বজা শূলধরা পরমত্রৈলোক্যারিনী ॥ ৮৫ ॥
 মাহেশ্বী চৈশ্বভগিনী বৃষকৈলোকবাসিনী ॥

চর । ইতিপূর্বে কুজমূর্ত্তির যে অর্জনরী-
 দেহের কথা বলা হইয়াছে, সেই স্তম্ভমুখজাত
 নারীদেহেরও নক্ষত্র অর্জনশ শুক্র ও শুক্রার্জ্জ
 কৃষ্ণবর্ণ ছিল । অস্তু তাঁহার সেই দেহ বিভক্ত
 বর্ণিতে বলেন, সেই জন্ত তিনি সেই দেহ
 বিভাগ করিয়া স্বাহা, স্বধা, মহাবিদ্যা, মেধা,
 লক্ষ্মী, সরস্বতী, অর্পণা, একপর্বা, পাটলা, উমা,
 হৈমবতী, যষ্টী, কল্যাণী, খ্যাতি, প্রজ্ঞা, গৌরী,
 মহাভাগা প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ হইলেন । তিনি
 বিশ্বরূপা পৃথক্ দেহে প্রকৃতি, নিমিত্তা, রৌদ্রী,
 দুর্গা, ভদ্রা, প্রমাদিনী, কালরাত্রি, মহামায়া,
 রেবতী ও ভূতনাথিকা মূর্ত্তিতে প্রকাশিত
 করেন । ৭১—৮০ । ষাপরাহু এই মূর্ত্ত
 অন্যান্য বিবিধ নামে কীৰ্ত্তিত হইয়াছে । তদ-
 যদি এই দেবীই গৌতমী, কৌশিকী, আর্ঘ্যা
 চণ্ডী, কাত্যাবনী, সতী, কুমারী, ষাণ্মতী, দেবী
 বরদা, কৃষ্ণপিকলা, বহিধ্বজা, শূলধরা, পরম-
 ত্রৈলোক্যারিনী, মাহেশ্বী চৈশ্বভগিনী, বৃষকল্যা,

অপরাজিতা বহুভূজা প্রগল্ভা সিংহবাহিনী ॥ ৮৬ ॥
 একানন্দা নৈতাহনী মায়া মহিষমর্দিনী ।
 অমোঘা বিক্রানিলয়া বিক্রান্তা গণনাথিকা ॥ ৮৭ ॥
 দেবীনাথিকারাগি ইত্যেতানি যথাক্রমম্ ।
 ভদ্রকাল্যাস্তবোক্তানি দেব্যা নামানি তদুতঃ ॥ ৮৮ ॥
 দে পঠন্তি নরাস্তেযং বিদ্যাতে ন পরাভবঃ ।
 অরণ্যে প্রান্তরে বাপি পুরে বাপি গৃহস্থে বা ॥
 রক্ষায়েতাং প্রমুগ্ধাঃ স্তলে বাপি স্থলে বাপি বা ।
 ব্যত্রকুস্তীরচৌরৈভো ভূতস্থানে বিশেষতঃ ।
 স্মাদিবাপ চ নক্ষত্রং দেব্যা নামানি কীর্ত্তয়েৎ ॥
 অর্ভগ্নগ্রহভূতৈশ্চ পুতনামাতৃভিঃ সদা ।
 অভ্যর্চিত্তানাম বালানাম রক্ষায়েতাং প্রযোজয়েৎ
 মহাদেবী কুলে দে তু প্রজ্ঞা শ্রীশ্চ প্রকীর্ত্ততে ।
 আত্মাং দেবী মহাস্রাণি বৈব্যাখ্যমখিলং জনং ॥
 স সৃজদ্ব্যবনাগ্নস্ত ধর্ম্মং ভূতসুখ বহম্ ।
 সংকল্পকৈব কল্পাদৌ জঞ্জিরেৎ যস্তথোনিতঃ ॥ ৯০ ॥

একানন্দা, অপরাজিতা, বহুভূজা, প্রগল্ভা,
 সিংহবাহিনী, একানন্দা, নৈতাহনী, মায়া, মহিষ-
 মর্দিনী, অমোঘা, বিক্রানিলয়া, বিক্রান্তা ও গণ-
 নাথিকা প্রভৃতি নামে অভিহিত হইতেছেন ।
 ভদ্রকালীর এই নামসমূহ তোমার নিকট
 কীর্ত্তিত হইল । দেবীর এই নামসমূহ কীর্ত্তন
 করিলে অরণ্য, প্রান্তর, পুর, গৃহ প্রভৃতি
 কোন স্থানেই কোন্রূপে পরাভবের আশঙ্কা
 থাকে না । জলে, স্থলে, বায়ু কুস্তীরাদি
 হিংস্রজন্তু সমূহে, চৌরহস্তে, ভূতাদি
 দুষ্টযোনি সকলে এবং বিবিধ উৎকট রোগ-
 নিচয়ে পতিত হইলে এই সকল নাম কীর্ত্তন
 করিলে উদ্ধার লাভ করা যায় । বালকগণও
 বালহর, ভূতাদি, পুতনা ও মর্দয়াদি দ্বারা
 সীড়িত হইলে এই নাম কীর্ত্তনে রক্ষা প্রাপ্ত
 হয় । ৮৪—৯১ । পুণ্যোক্ত দেবীর উত্তরভাগে
 প্রজ্ঞা ও শ্রী নন্দী সহ দেবীদ্বয় অবস্থিতা
 আছেন । উক্ত দেবীদ্বয় হইতে সহস্র সহস্র
 দেবা আর্জিত হইয়া এই জনগণে পারবাপ্ত
 হইয়াছেন । এই মহালাই যাতায় ভূত-
 গ্রামেব যুগবৎ ধর্ম্ম সৃষ্টি করিয়াছেন ।

মানসং কুচিনাম বিজ্ঞেয়ো ব্রহ্মণঃ সূতঃ ।
 প্রাণাং স্বাদস্বাদককক্ষুভ্যাক মরীচিকম্ ॥ ৯৪
 ভৃগুস্ত হৃদয়াঙ্কজে ঋষিঃ নলিলজম্বলঃ ।
 শিরসোহঙ্গিরসকৈঃ শ্রোত্রানক্তিং ভৈষক চ ॥ ৯৫
 পুলস্ত্যক ভবেদ'নাথ্যানাক পুলহং পুনঃ ।
 সমানত্রং বশিষ্ঠস্ত আপান'নির্ম্মমে ক্রেতুম্ ॥ ৯৬
 অভিম'নাস্তকং ভদ্রং নির্ম্ময়ে নীলগোহিতম্ ।
 ইত্যেতে ব্রহ্মণঃ পুত্রাঃ প্রাণজা দ্বাদশ স্মৃতাঃ ॥ ৯৭
 ইত্যেতে মানসঃ পুত্রা বিজ্ঞেয়া ব্রহ্মণঃ সূতাঃ ।
 ভৃগানয়স্ত যে সৃষ্টা ন চৈতে ব্রহ্মণাধিনঃ ॥ ৯৮
 গৃহমেধিনঃ পুরাণেষু ধর্ম্মশ্চে প্রাক্ প্রবর্তিতঃ ।
 দ্বাদশৈতে প্রবর্তন্তে সহকৃত্রেণ বৈ প্রজাঃ ॥ ৯৯
 ঋতুঃ সনৎকুমারস্ত বাবেতাবুর্জিরতনো ।
 পূর্ক্সো'পনো পুরা তেহ্যঃ সর্ক্সো'মপি পূর্ক্সভো
 ব্যতীতে প্রথমে কলে পুরাণে লোকসাপকৌ ।
 বৈরাজে তাবুভৌ লোকে তেজঃনংক্ষিপ্য চ স্থিতৌ
 তাবুভৌ যোগধর্ম্মাণাবারোপ্যায়ানমাস্তনি ।

প্রজাপত্যক কামক বর্ত্তনোহং মহোজনা ॥ ১০২
 যথাং পন্নস্তথৈবেহ কুমার ইতি চোচ্যতে ।
 তস্মাং সনৎকুমারোহংমিতি নামান্ত কীর্ত্তিতম্ ॥
 তেষাং দ্বাদশ তে বংশা দিব্যা দেবগুণাবিভািতাঃ ।
 ক্রিহাবস্তুঃ চত্বারস্তা মহ'র্ষিভিবলকৃতাঃ ॥ ১০৪
 ইত্যেহ করণে ভূতো লোকান্ স্রষ্টুং পদভূবঃ ।
 মহাদাদিবিষেষভ্যো বিকারঃ প্রকৃতেঃ স্বয়ম্ ॥ ১০৫
 চন্দ্রসূর্য্যগ্রভা লোকো গ্রহনক্ষত্রমণ্ডিতঃ ।
 নদীভিঞ্চ সমুদ্রে'চ পর্ক্সিতৈ'চ সমারবঃ ॥ ১০৬
 পুটৈ'চ বিবিধানাটৈঃ প্রীতৈর্জবপদৈস্তথা ।
 তস্মিন ব্রহ্মবনেহব্যাক্তে ব্রহ্মা চরতি শর্ক্সরীম্ ॥
 অব্যক্তবীজপ্রভবন্তস্তৈবানুগ্রহোথিতঃ ।
 বুদ্ধিস্কময়শ্চৈব ইন্দ্রিয়ানুগোচরৈঃ ॥ ১০৮
 মাতৃতপ্রাণাং'চ বিশেষৈঃ পদ্মবাংস্তথা ।
 ধর্ম্মাধর্ম্মহুপ্পস্ত সুখদুঃখকলোদয়ঃ ॥ ১০৯
 আজীবঃ সর্ক্সভূতানাময়ং বৃক্ষঃ সনাতনঃ ।
 এতদব্রহ্মবলকৈব ব্রহ্মকৃচ্ছ তত্ত্ব হ ॥ ১১০
 অব্যক্তং কারণং যত্তু নিত্যং সদসদাস্রকম্ ।

কালিকালে ভূতসমূহের সৃষ্টিও সেই অব্যক্ত
 মহাদেবী হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। ব্রহ্মার
 পুত্রগণ মধ্যে মন হইতে কুচি, প্রাণবায়ু হইতে
 লক্ষ, চক্ষুর্দ্বয় হইতে মরীচি, হৃদয় হইতে ভৃগু,
 জিহ্বা হইতে ঋষি, মস্তক হইতে অঙ্গিরস,
 কর্ণ হইতে অত্রি, উদানবায়ু হইতে পুলস্ত্য,
 ব্যানবায়ু হইতে পুলহ, সমান বায়ু হইতে
 বশিষ্ঠ, আপান বায়ু হইতে ক্রেতু এবং
 অভিমান হইতে নীলগোহিত ভদ্র উৎপন্ন
 হইয়াছিল। এই দ্বাদশ পুত্র প্রত্যেকে পৃথক্
 পৃথক্ স্থান হইতে উৎপত্তি লাভ করিতেও
 সকলেই ব্রহ্মার মানসপুত্র নামে অভিহিত।
 ইহারা পূর্ক্সতন সনন্দনাদি মানসপুত্রের দ্বায়
 ব্রহ্মবাণী ছিলেন না; কিন্তু প্রত্যেকেই
 গৃহমেধী ও পুরাণপুরুষ বলিয়া বিখ্যাত। এই
 মানসপুত্রগণই ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রবর্ত্তক এবং রুদ্-
 মর্ষির সমকালে সমুৎপন্ন। প্রথমবল অত্যন্ত
 হইলে, বাবতীয় প্রজার পূর্ক্সবর্ত্তী যে ঋতু ও
 সনৎকুমার নামক মানসপুত্রের উৎপন্ন হওয়া
 ছিলেন, তাহারা উভয়েই উল্লেখ্য ও যোগী

হইলেও স্ব স্ব মহত্ত্বজোবলে প্রজাপত্য এবং
 কাম প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। ১২—১০২।
 এই সনৎকুমার জন্মকাল হইতে চিরজীবন
 কোমর্ধ্য অবস্থায় অতিবাহন করেন, তা-
 তিন 'সনৎকুমার' নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।
 ব্রহ্মার পূর্ক্সোক্ত দ্বাদশ পুত্র হইতে দ্বাদশটি
 বংশ উৎপন্ন হয়, সেই বংশসমূহ ক্রিয়াবান্,
 প্রজাপতিরূপ এবং মহর্ষিগণপারশোভিত
 ছিল। প্রজাপতি প্রজানিচয়ের মহদবধি
 বিশেষ পর্য্যন্ত বাবতীয় সৃষ্টি-কারণ উৎপন্ন
 করিয়া চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, নদী, সমুদ্র,
 পর্ক্সত, পুর ও জনপদাদি দ্বারা তাহাদের
 পরিবেষ্টনপূর্ক্সক অব্যক্তরূপ ব্রহ্মবনমধ্যে
 রাত্রি যাপন করেন। প্রথমে ব্রহ্মানুগ্রহে
 অব্যক্তরূপ বীজের উৎপত্তি হইলে তাহা
 হইতে বুদ্ধিরূপ স্কন্ধ, ইন্দ্রিয়রূপ অঙ্গুর, মহা-
 ভূতরূপ শব্দা, বিশেষরূপ পত্র, ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ
 পুষ্প এবং সুখদুঃখরূপ কল-হুশোভিত সর্ক্স-
 ভূতের জীবনধরূপ একটি সনাতন বৃক্ষের

ইত্যেবোহমুগ্রহঃ সর্গো ব্রহ্মণঃ প্রাকৃতস্ত বঃ ॥
 মুখ্যাদয়ন্ত যট্ সর্গা বৈকৃত্য বুদ্ধিপূৰ্ণকাঃ ।
 ত্রৈকালে সমবর্তন্ত ব্রহ্মণস্তেহভিমানিনঃ ॥ ১১২
 সর্গাঃ পরম্পরস্তথা কাঃ স্তে বুদ্ধিঃ স্মৃতাঃ ।
 দিব্যৌ সুপর্ণৌ চতুর্ভৌ চতুর্ভৌ পটবিক্রমৌ ।
 একস্ত যো ক্রমঃ সোক্ত নাতঃ সর্গাঃ অনন্ততঃ ॥

দ্যোগুর্দ্ধানং যন্ত বিহাস্তবন্তি
 ব্রহ্মাভিং বৈ চন্দ্রসুখৌ চ নেত্রৌ ।
 দিশঃ প্রোত্রে চরণৌ চান্ত ভূমিঃ
 মোহচিহ্নায়া সর্গভূতপ্রসূতিঃ ॥ ১১৪
 বক্রাদ্যন্ত ব্রাহ্মণাঃ সংপ্রসূতাঃ
 যবকন্তঃ কত্রিয়াঃ পূর্ণভাগে ।
 বৈশ্বাংগোর্মৈর্ধন্ত পদ্ম্যাক শূদ্রাঃ
 সর্পে বর্ণা গাত্রতঃ সংপ্রসূতাঃ ॥ ১১৫

মহেশ্বরঃ পরোহব্যাক্রাদণ্ডব্যক্তসত্ত্বম্ ।
 অণ্ডজ্জজ্ঞ পুনর্ব্রহ্মা যেন লোকাঃ কৃতাজ্জমে ॥
 ইতি শ্রীমহাপুরাণে ব্রহ্মাণ্ডে দেবাদিসৃষ্টিবর্ণন
 নাম নবমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

উৎপত্তি হয়। সদসদাজ্ঞক নিত্য অব্যক্ত
 ব্রহ্মণলই এই ব্রহ্মক্ষেত্র একমাত্র কারণ।
 ব্রহ্মার এই প্রাকৃত সৃষ্টি অনুগ্রহসৃষ্টি নামে
 কীৰ্ত্তিত। ১০৩—১১১। অভিমানী ব্রহ্মার
 যে বুদ্ধিবলে প্রধান প্রধান ষড়্ভূবধ বিকৃত সর্গ
 কালজন্মে প্রবর্তিত হইতেছে, তাহাই সৃষ্টি-
 পরম্পরার কারণ বলিয়া পণ্ডিতগণ কর্তৃক
 নির্দিষ্ট। এই বিবিধ সৃষ্টিই একমাত্র ব্রহ্ম-
 বুদ্ধির পত্রপুষ্পপল্লাদি-পরিণোভিত শাবাধ্ব
 মাত্র; কদাচ সত্য বুদ্ধ নহে। আকাশ
 বায়ুর শীতস্থানীয়, সর্বলোক বায়ুর নানি, চন্দ্র-
 সূর্য্য বায়ুর নেত্রদ্বয়, দিকৃসকল বায়ুর কর্ণ-
 স্বরূপ এবং ভূমিতল বায়ুর পদব্রজ, সেই
 অচিহ্নায়াই সর্গভূতের প্রসূতি; তাহারই
 মুখদেশ হইতে ব্রাহ্মণগণ, বকঃস্থল হইতে
 কত্রিয়নিকর, উরুদ্বয় হইতে বৈশ্বাঙ্গ এবং
 পদব্রজ হইতে শূদ্রসমূহ প্রোদ্বৃত্ত হইয়াছে।
 নির্দিষ্ট সৃষ্টিসমূহের একমাত্র আদার-স্বরূপ
 হিরাণ্য অণ্ড এই মহেশ্বর হইতে উৎপন্ন

দশমোহধ্যায়ঃ ।

স্বত উবাচ ।

এবং ভূতেশু লোকেষু ব্রহ্মণা লোককর্তৃণা ।
 যদা তান প্রবর্তন্তে প্রজাঃ কেনাপি হেতুনা ॥ ১
 তমোমাত্রাভূতো ব্রহ্মা তদা প্রভৃতি হুংখিতঃ ।
 ততঃ স বিদগ্ধে বুদ্ধিমর্থনিশ্চয়গামিনীম্ ॥ ২
 অথাত্মনি সমস্তাকৌতমোমাত্রাং নিয়ামিকাম্ ।
 রাজসত্ত্বং পরাজিত্য বর্তমানং সংবর্তন্তঃ ॥ ৩
 তপ্যতে তেন হুংখেন শোককক্রে জগৎপতিঃ ।
 তম্চ বাহুদন্ত্যাদ্রজন্তমঃ সমাবৃণোত ॥ ৪
 তন্তমঃ প্রতিবুন্তং বৈ মিথুনং স ব্যজায়ত ।
 অথাত্মচরণাজ্জগ্রে হিংসা শোকানজায়ত ॥ ৫
 ততস্তস্মিন্ সমুদ্রতে মিথুনে চরণাত্মনি ।
 তত্চ ভগবানাসীৎ প্রীতশ্চৈবমশিষ্যঃ ॥ ৬
 স্বাং তনুং স ততো ব্রহ্মা তমপোহনভাস্বরাম্ ।

অব্যক্ত অর্থাৎ প্রাকৃতি হইতে সমুদ্রত, অথচ
 তিনিই আবার ব্রহ্মরূপে ঐ অণ্ড হইতে
 প্রোদ্বৃত্ত হইয়া প্রজাসমষ্টির সৃষ্টি করিয়া-
 ছেন। ১১২—১১৬।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দশম অধ্যায় ।

স্বত বলিলেন—কালান্তরে প্রজাপতির
 প্রজানিচয়ের বুদ্ধিভাব পুনর্বার কোন এক
 কারণে নিবৃত্ত হইয়া গেল; তাহাতে তমো-
 ভাবাক্রান্ত ব্রহ্মা নিত্য হুংখিত হইয়া তদ্বিরা-
 করণের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন; এই
 হুংখ হইতে শোকের সৃষ্টি হইল। অনন্তর
 তিনি উপায় নিশ্চয় করিয়া বর্তমান রক্তোক্তের
 পরাতবপূৰ্ণক তমোক্ত উদ্ভিক্ত করিলেন, এই
 তমোরজঃ একত্র সংসৃষ্ট হওয়ায় তাহা হইতে
 এক মিথুনের উৎপত্তি হইল এবং পূৰ্ণভাত
 শোক অধর্মচরণ করিয়াছিল বলিয়া তাহা হইতে
 হিংসা জন্মলাভ করিল। তদবস্থান ব্রহ্মা ঐ
 হিংসন দমনে প্রীতি লাভ করিয়া, তমোক্তপো-

বিধাকরোঃ স তৎ দেহমর্দনং পুরুষোহভবৎ ॥ ৭
অর্দ্রেন নারী সা তত্র শতরূপা ব্যজায়ত ।
প্রাকৃত্যং ভূতধাত্রীং তৎ কামান্বৈৎসৃষ্টবান্ বিভুঃ
সা দিবং পৃথিবীকৈব মহিমা ব্যাপ্য ধিষ্ঠিতা ।
ব্রহ্মণঃ সা তনুঃ পূর্বা দিব্যমারত্য তিষ্ঠতি ॥ ৯
যা বৃদ্ধাং স্বজতে নারী শতরূপা ব্যজায়ত ।
সা দেবী নিযুতং তপ্তা তপঃ পরমহংসরম্ ॥ ১০
ভর্তারং দীপ্তযশসং পুরুষং প্রতাপন্যত ।
স বৈ স্বায়ত্ত্বং পূর্ষং পুরুষো মনুরুচ্যতে ॥ ১১
তৈশ্চকসপ্ততিযুৎ মনস্তরমিহোচ্যতে ।
লক্শ তু পুরুষঃ পত্নীং শতরূপায়োনিকাম্ ॥ ১২
তত্রা স রমতে সাক্ষিৎ ওষ্মাং সা রতিরুচ্যতে ।
প্রথমঃ সংপ্রায়োগঃ স কল্লানো সমবর্তত ॥ ১৩
বৈরাঙ্গমস্বজং ব্রহ্মা সোহভবৎ পুরুষো বিরাট্ ।
সম্রাট্মানসরূপাত্তু বৈরাঙ্গস্ত মনুঃ স্মৃতঃ ॥ ১৪
স বৈরাঙ্গঃ প্রজাসর্গঃ স সর্গে পুরুষো মনুঃ ।
বৈরাঙ্গাৎ পুরুষাৎ বীর্যং শতরূপা ব্যজায়ত ॥ ১৫

দ্বিত্যবতোস্তানপানো পুত্রো পুত্রবতাং ধরৌ ।
কন্যে ধ্বং চ মহাভাগে যাত্য্য জাতাঃ প্রস্বাস্ত্রিমাঃ
দেবী নান্না তথাকুতিঃ প্রহৃতিশ্চৈব তে শুভে ।
স্বায়ত্ত্বং প্রহৃতিস্ত দক্ষায় বাস্বজং প্রভুঃ ॥ ১৭
প্রাণো দক্ষস্ত বিজ্ঞেয়ঃ সংকল্লো মনুরুচ্যতে ।
কুচোঃ প্রজাপতেশ্চৈব আকৃতিং প্রতাপাদয়ৎ ॥ ১৮
আকৃতাং মিথুনং জজ্ঞে মানসস্ত কুচোঃ শুভম্ ।
যজ্ঞাং দক্ষিণা চৈব যমদ্যৌ মনুভূবতুঃ ॥ ১৯
যজ্ঞস্ত দক্ষিণায়াং পুত্রা দাদশ জজিরে ।
যামা ইতি সমাখ্যাতা দেবাঃ স্বায়ত্ত্ববেহত্তরে ॥ ২০
যমস্ত পুত্রা যজ্ঞস্ত ওষ্মাদ্ব্যামস্ত তে স্মৃতাঃ ।
অজিগৃহীশ্চৈব শূকশ্চ গর্ভো ধৌ ব্রহ্মণঃ স্মৃতে ।
যামাঃ পূর্ষং পরিক্রান্তাঃ যতঃ সংজ্ঞা দিব্যৌকসঃ
স্বায়ত্ত্ববহুতায়ান্ত প্রহৃত্যং লোকমাতরঃ ॥ ২২
ওষ্মাং কন্যাশ্চতুর্কিংশদধ্যস্ত্রজনয়ং প্রভুঃ ।
সর্কাস্তাশ্চ মহাভাগাঃ সর্কাস্তাঃ কমললোচনাঃ ॥ ২৩
যোগপত্ন্যাশ্চ তাঃ সর্কাস্তাঃ সর্কাস্তাঃ যোগমাতরঃ ।
অন্ধা দক্ষ্যধীঃ তপ্তিঃ পুষ্টির্মৈধা ত্রিষা তথা ।

দ্বিত্ব সেই অভাষর তনু দুই ভাগে পরিত্যাগ
করিলেন । তাহার অর্দ্ধাংশ হইতে পুরুষ এবং
অপর অর্দ্ধাংশ হইতে প্রাকৃত্য ভূতধাত্রী শত-
রূপা নারী আবির্ভূত হইলেন । ১—৮ । এই
অর্দ্ধদেহমুতা নারী শতরূপা স্বীয় মহিমায়
স্বর্গ-মর্ত্য-পরিব্যাপ্ত করিয়া পূর্বাকাশে অবস্থান
করিতে লাগিলেন এবং নিযুত বৎসর দক্ষ
তপঃসাধন করিয়া অর্দ্ধদেহজাত যশসী পুরুষকে
ভর্তারূপে প্রাপ্ত হইলেন । এই পুরুষই
স্বায়ত্ত্বব মনু নামে বিখ্যাত এবং এই মনুরই
মনস্তরকাল একসপ্ততি যুগরূপে অভিহিত ।
এই সমুৎপন্ন পুরুষ অযোনিক শতরূপাকে
পত্নীরূপে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার সহিত রমণ
করিতে লাগিলেন । ঐদৃশ প্রায়োগই ব্রহ্মাণিতে
প্রথম প্রবর্তিত হয় । এজন্য শতরূপার আর
একটি নাম হইল রতি । স্বয়ং দীপ্তিমান
ব্রহ্মার মানস হইতে বৈরাঙ্গ মনু উৎপন্ন হন ।
কল্লাদিকালীন এই স্বায়ত্ত্বব পুরুষই সম্প্রতি
বৈরাঙ্গ মনু বলিয়া কীর্তিত হইয়াছেন ।

মহাবীর বৈরাঙ্গ শতরূপা-গর্ভে প্রিয়ব্রত ও
উত্তানপাদ নামক দুইটী পুত্রবত, এবং যাব-
তীয় প্রজাজননী প্রহৃতি ও আকৃতি নামী
কন্যাধর উৎপাদন করেন । এই কন্যাধর মধ্যে
প্রহৃতিকে দক্ষহস্তে এবং আকৃতিকে কুটির
হস্তে সম্প্রদান করিয়াছিলেন । দক্ষ প্রাণ ও
মনু সঙ্কল বসিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন । কুটি
আকৃতির গর্ভে যজ্ঞ ও দক্ষিণা নামক যমজ
মিথুন উৎপাদন করেন । এই মিথুন হইতে
আবার দাদশ পুত্র জন্মিয়াছিল । এই দাদশ
পুত্রই স্বায়ত্ত্বব মনস্তর মধ্যবর্তী যাম নামক
দেবগণ । যম যজ্ঞের নামান্তর, সেই কারণে
তৎপুত্রগণ যাম নামে বিখ্যাত হইয়াছেন ;
অথবা অজিত ও শূক নামক ব্রহ্মার গণধর
কর্তৃক পরিক্রান্ত হইয়াই তাঁহারা যাম নাম
প্রাপ্ত হইয়া থাকিবেন । ওদিকে দক্ষ স্বায়ত্ত্বব-
মুতা প্রহৃতিগর্ভেও চতুর্কিংশতিটি কমললোচনা
কন্যা উৎপাদন করেন ; তাঁহারা সকলেই
মহাভাগ্যবতী, যোগপত্নী ও যোগমাতা বলিয়া

বুদ্ধ্যিহি ক্কা বপুঃ শান্তিঃ সিন্ধিঃ কীর্ত্তির্যোদনী ॥
 পরার্থে প্রতিজ্ঞাহ ধর্মো দাক্ষয়ণীঃ প্রভুঃ ।
 চারাব্যেতানি চৈবান্ত বিহিতানি স্বয়মুবা ॥ ২৫
 তাত্যঃ শিষ্টা যদীয়ন্ত একাদশ স্থোচনাঃ ।
 খ্যাতিঃ সত্যং সমুত্তিঃ স্মৃতিঃ প্রীতিঃ কমা তথা ॥
 সমুত্তিঃচানমুহা চ উর্জা স্বাহা স্বধা তথা ।
 তান্ততঃ প্রত্যপন্যস্ত পুনঃনো মহর্ষিঃ ॥ ২৭
 রুদ্রো ভৃগুর্মরীচিঃ চ অত্রিরাঃ পুলহঃ ক্রতুঃ ।
 পুশ্পস্তোহত্রির্শিষ্টাঃ পিতরোহগ্নিস্থথৈব চ ॥ ২৮
 সতীং ভবায় প্রাধিক্তং ধ্যাতিক ভগবে তথা ।
 মরীচয়ে চ সমুত্তিং স্মৃতিমদ্বিরসে দদৌ ॥ ২৯
 প্রীতিকৈব পুলস্ত্যায় কমাং বৈ পুলহায় চ ।
 ক্রতবে সমুত্তিং নাম অনমুহাং তথাহত্রয়ে ॥ ৩০
 উর্জাং দদৌ বশিষ্ঠায় স্বাহাং বৈ হৃদয়ে দদৌ ।
 স্বধাকৈব পিতৃভ্যস্তাশ্বপত্যানি বক্ষ্যতে ॥ ৩১
 এতে সর্পে মহাভাগাঃ প্রাজ্ঞাঃ স্মৃতিপ্ৰদাঃ স্থিতাঃ
 মনুজৈরেষু সর্কসু ধাবদাতৃতসংপ্রবম্ ॥ ৩২
 প্রজ্ঞা কামং বিত্তজে বৈ দর্পো লক্ষ্মী হুতঃ স্মৃত্যঃ ।

বিখ্যাতা ছিলেন। তন্মধ্যে প্রজ্ঞা, লক্ষ্মী, ধৃতি, তুষ্টি, পুষ্টি, মেধা, ক্রিয়া, বুদ্ধি, লজ্জা, বপুঃ, শান্তি, সিন্ধি ও কীর্ত্তি, এই ত্রয়োদশটি দক্ষ-কর্ত্তা স্বয়ম্বুর বিধানমুসারে ধর্মবর্ত্তক পরিণীতা হইয়াছিলেন। ১—২৫। এতদ্ভিন্ন ন্যনা, খ্যাতি, সত্য, সমুত্তি, স্মৃতি, প্রীতি, কমা, সমুত্তি, অনমুহা, উর্জা, স্বাহা ও স্বধা এই একাদশ কন্যাকে রুদ্র, ভৃগু, মরীচি, পুলহ, ক্রতু, পুলস্ত্য, অত্রি, বশিষ্ঠ, অগ্নি ও পিতৃগণ গ্রহণ করিয়া ছিলেন অর্থাৎ সতী মহাদেবকে, খ্যাতি ভৃগুকে, সমুত্তি মরীচিকে, স্মৃতি অত্রিকে, প্রীতি পুলস্ত্যকে, কমা পুলহকে, সমুত্তি ক্রতুকে, অনমুহা অত্রিকে, উর্জা বশিষ্ঠকে, স্বাহা আয়কে এবং স্বধা পিতৃগণকে প্রদত্ত হইয়াছিল। এই চতুর্দশটি কর্ত্তাগর্ভে যে সকল মহাভাগ পূজনীয় উৎপত্তি লাভ করিয়া প্রতি মনুজেরই আশ্রয়ভক্তকাল অবস্থান করেন, এখন তাঁহাদেরই বিবরণ কথিত হইবে। ১ কর্ত্তাগর্ভে বশিষ্ঠ পুত্রগণ

দ্ব্যত্যন্ত নিয়মঃ পুত্রস্বর্গাঃ সন্তোষ উচ্যতে ॥ ৩৩
 পুষ্ঠা লাভঃ স্মৃত্যচাপি মেধাপুত্রঃ ক্ষতস্তথা ।
 ক্রিয়ায়ান্ত নয়ঃ প্রেক্ষো দণ্ডঃ সময় এব চ ॥ ৩৪
 বুদ্ধের্বৈ ধমুতচাপি অপ্রমাদঃ তাতুতো ।
 লজ্জয়া বিনয়ঃ পুত্রো ব্যবসায়ো বপোঃ স্মৃতঃ ॥ ৩৫
 ক্ষেমঃ শান্তিহুতচাপি সুখং সিদ্ধের্ব্যজ্ঞায়ত ।
 যশঃ কীর্ত্তেঃ স্মৃত্যচাপি ইত্যোতে ধর্ম্মস্বনবঃ ॥ ৩৬
 কামস্ত হর্বঃ পুত্রো বৈ মেধা রত্যা ব্যজ্ঞায়ত ।
 ইত্যোষ বৈ সুখোদকঃ সর্গো ধর্ম্মস্ত কীর্ত্তিঃ ॥ ৩৭
 জন্তে হিংসা ত্বধর্ম্মতৈ নিকৃতিচানুতাবুতো ।
 নিকৃতানুহয়োজ্ঞে ভয়ং নরক এব চ ॥ ৩৮
 মায়্য চ বেদনা চাপি নিখুনব্রহ্মতয়োঃ ।
 ভয়াজ্ঞেহথ সা মায়্য মৃত্যুং ভূতাপহারিশম্ ॥ ৩৯
 বেদনায়ান্তচাপি দুঃখং জন্তেহথ রৌরবায় ।
 স্মৃত্যোর্ব্যাধিক্জিরাঃ শোকাঃ ক্রোধোহমুহা চ
 জজিরে ।
 দুঃখাস্তরাঃ স্মৃতা হেতে সর্কৈ চাধর্ম্মলক্ষণাঃ ॥ ৪০
 তেষাং ভাষ্যাহন্তি পুত্রো বা সর্কৈ বৈ নিধনাঃ
 স্মৃতাঃ ।

মধ্যে প্রজ্ঞাপুত্র কাম, লক্ষ্মীপুত্র দর্প, ধৃতিনন্দন নিয়ম, তুষ্টিতনয় সন্তোষ, পুষ্টিপুত্র লাভ, মেধা-পুত্র স্মৃত, ক্রিয়াপুত্র নয়, দণ্ড ও সময়, বুদ্ধি-পুত্র বোধ ও অপ্রমাদ, লজ্জাপুত্র বিনয়, বপুঃ-পুত্র ব্যবসায়, শান্তিপুত্র ক্ষেম, সিন্ধিপুত্র সুখ এবং কীর্ত্তিপুত্র যশঃ; ইহারা সকলেই ধর্ম্মপুত্র বলিয়া বিখ্যাত। ২৬—৩৬। রতিদেবীর গর্ভে কামের ধর্মনামক একপুত্র জন্মে, এই প্রকারে ধর্ম্ম হইতেই সুখোত্তর সৃষ্টির বিষয় নির্দিষ্ট হইয়াছে। এইরূপে অধর্ম্ম ও হিংসা হইতে নিকৃতি ও অনৃতের উৎপত্তি হয়। নিকৃতি ও অনৃত হইতে ভয়মারী ও নরকবেদনা এই দুই মনুষ্যের উৎপত্তি হইয়াছে। ভয় ও মায়্য হইতে ভূতশিলাশয় মৃত্যু এবং নরক ও বেদনা হইতে দুঃখ জন্মলাভ করিয়াছে। মৃত্যু হইতে ব্যাধি, ঘরা ও শোকের এবং দুঃখ হইতে ক্রোধ ও অমুহুর আবির্ভাব। অপর্যায় এই বংশ-প্রসঙ্গারা সকলেই অধর্ম্ম লক্ষণে প্রজ্ঞায়া।

ইত্যেব তামসঃ সর্গো জ্জ্ঞে ধৰ্মানিগমকঃ ॥ ৪১
 প্রজাঃ সৃজতে ব্যাদিষ্টে। ব্রহ্মণা নৌংগোহিতঃ।
 মোহভিভ্যায় সতীং ভাৰ্ঘ্যং নিৰ্মমে হ্যশ্বদন্তবান্
 নাবিষ্ণু চ হীন্যন্তানমানসানাম্ননঃ সমান্।
 সহস্রং হি সহস্রাধামসৃজৎ কুৰিবাণিনা।
 তুঙ্গ্যাত্চোশ্বনঃ সৰ্বৈঃ রূপভেজোবলশ্রুতৈঃ ॥ ৪৩
 পিতৃলান্ সন্নিবন্ধাংচ সৰূপদান্ বিলোহিতান্।
 বিবদান্ হরিকেশাংচ দৃষ্টিম্নাংচকপালিনঃ ॥ ৪৪
 বহুরূপান্ বিরূপাংচ বিবরূপাংচ রূপিণঃ।
 রবিনো বর্ষ্মিণ্টেচ বর্ষ্মিণ্টেচ বরুধিনঃ ॥ ৪৫
 সহস্রশতবাহুংচ দিব্যান্ ভৌমাস্তরিকগান্।
 সুবশীধনদংষ্ট্রানুবিজিহ্বাংস্ত্রিলোচনান্ ॥ ৪৬
 অন্নানান্ পিশিতান্নাংচ আজ্যপান্ সোমপাংস্তথা
 মেদপাংচাতিকায়ান্চ শিতিকণ্ঠোন্নয়নবঃ ॥ ৪৭
 সোপানঙ্গতনুভ্রাংচ ধৰ্মিনো হৃ পবর্ষ্মিণঃ।
 আদানান্ ধাবতৈচ বজ্রন্তিণ্টেচ বর্ষ্মিণ্টান্ ॥ ৪৮
 অধ্যাপিনোহপ জপতো যুক্ততোহধ্যায়তন্তথা।
 জলতো বর্ষ্মিণ্টেচ দ্যোতমানান্ প্রবৃপিতান্ ॥ ৪৯
 বন্ধান বন্ধতয়াংচ বর্ষ্মিণ্টান্ শুভদর্শনান্।

ব্যাধি প্রভৃতিরও স্ত্রীপুত্র আছে, তাহার। সক-
 লেই একমাত্র নিবননামে কীৰ্ত্তিত হইয়া
 থাকে। এই অবস্থানিয়ামক সৃষ্টিপরম্পরাকে
 তামস সর্গ নামে অভিহিত করা হয়। ক্রুদ্ধদেব
 ব্রহ্মা কর্তৃক প্রজাসৃষ্টি জন্য আদিষ্ট হইয়া ভাধ্য।
 সত্যকে চিন্তা করত আত্মসদৃশ বেজোবল-
 রূপাদিসম্পন্ন সহস্র সহস্র পুত্র উৎপাদন করি-
 লেন। এই সমস্ত পুত্রগণের প্রত্যেকেই গিন্দল-
 বর্ণ, জটাভূটতুণীর-কপালধারী, বিবস্ত্র, বরিংকেশ,
 দৃষ্টিম, রাক্ষরূপ, বিরূপ ও বিংরূপ; বর্ষা, বর্ষা,
 ধাত্মিক, বরুণধারী, সহস্রবাহু, দিব্য, ভৌমান্ত-
 রীক্ষচারী, স্মৃগশীর্ষ, অষ্টপংখ, দ্বিবিহ্বল, ত্রিলো-
 চন, অম-মাংস-মেনো-দ্রুত ও সোমপায়ী, অতি-
 কায়, নীলকণ্ঠ, জ্যোৎস্নাভিত, উপাসঙ্গ ও তমুত্র-
 সম্পন্ন ধৰ্ম্মী, উপবর্ষা, আমীন, ধাবমান, জুতব-
 কারী, স্থিতিশীল, জলনকর্তা, বর্ষবকারী প্রধূপত,
 দ্রাতিমান, উজ্জ্বলিত, বৃহ, বৃহত্তম, ব্রহ্মিষ্ঠ,

নীলগ্রীবান্‌ সহস্রাক্ষান্‌ সর্পাশ্চাথ কপ'চরান্‌ ॥
 অদৃশ্যান্‌ সর্প'ভূতানাং মহাযোগান্‌ মহোজগতঃ ।
 রুদ্রভো দ্রবত'চৈব এবং যুক্তান্‌ সহস্রাণঃ ॥ ৫১
 অপাতয়াম'নস্বজং রুদ্ররূপান্‌ হ্রোত্তমান্‌ ।
 ব্রহ্মা দৃষ্ট্বাব্রহ্মদেতা'ম'আকীরৌদৃশীঃ প্রজাঃ ॥ ৫২
 স্রষ্টব্যো নাস্তদন্তল্যাঃ প্রজা নৈবাধিকান্তরা ।
 অন্যাঃ স্বজ কুং ভদ্রন্তে'স্বতে'হহন্ত্বং স্বজ প্রজাঃ
 এতে যে বৈ ময়া সৃষ্টা বিক্রপা নীলনোহিতাঃ ।
 সহস্রাণং সহস্রশ্চ আশ্রনো'পমনি'শ্চিতাঃ ॥ ৫৩
 এতে দেবা ভবিষ্যন্তি রুদ্রা নাম মহাবলাঃ ।
 পৃথিৱ্যামন্তরিক্ষে চ রুদ্রনাম্না প্রতিক্রতাঃ ॥ ৫৪
 শতরুদ্রসমাদা'গা ভবিষ্যন্তী'হ যজিরাঃ ।
 যজ্ঞভাজো ভবিষ্যন্তি সর্ষে দেবমূগৈঃ সহ ॥ ৫৫
 হবন্ত'রমু যে দেবা' ভবিষ্যন্তী'হ ছন্দ'মঃ ।
 তেঃ সার্কিমোজ্যমা'গন্ত্ব স্রাষ্ট্র'গ্রীহ যুগলয়াং ॥ ৫৬
 এবমুক্তস্তদা ব্রহ্মা মহাদেবেন ধীমতা ।
 প্রভু'বাস চ তদা ভীমং হৃদ্যমানঃ প্রজাপতিঃ ॥ ৫৭

শুভদর্শন, নীলগ্রীব, সহস্রাক্ষ, জপাচর, সকল
 ভূতের অদৃশ, মহাযোগচারী মহত্তেজঃসম্পন্ন,
 রোদন ও জ্বপনশীল ছিলেন। ইহারা জন্ম-
 মাত্রেই বিবিধ রুদ্ররূপ অবলম্বন করিয়া অধ্যয়ন,
 অধ্যাপন, জপ, যোগ, রোদন, ধাবন প্রভৃতি
 বহুবিধ কার্য করিতে লাগিলেন। ৩৭—৫১।
 প্রজ্ঞা এই সমস্ত রুদ্ররূপী রুদ্র-পুত্রগণ দর্শনে
 তাঁহাকে এইরূপ স্বমদৃশ প্রজ্ঞা সৃষ্টিবিষয়ে
 নিষেধ করিয়া অন্যপ্রজ্ঞা সৃষ্টি করিতে বলিলেন ;
 তাহাতে রুদ্রদেব বলিলেন, আমি বিরত হই-
 লাম, ব্রহ্মন্। তুমিই এখন সৃষ্টি করিতে থাক।
 এই বলিয়া তিনি পুনর্বার বলিতে লাগিলেন—
 “আমার এই আশ্রয়দৃশ, মহাবলশালী, নীল-
 লোহিত প্রজাপন হীনদেবতা হইয়া, পৃথিবী
 ও অস্তরীক্ষে রুদ্রনামে বিখ্যাত হইবে। এই
 শত শত রুদ্রদমাজ্জক দেবগণও যুগযুগান্তে প্রতি
 গমস্তরে যে সকল পৃথক পৃথক দেবতা আবির্ভূত
 হইবেন তাঁহাদিগের সহিত সমভাবে পূজিত
 হইয়া বহুভাগ উপভোগ করিবে।” ধীমান

এবং ভবতু ভক্তস্তে যথা তে ব্যাহৃত্য প্রভো ।
 ব্রহ্মণা সমুজ্জ্বলন্তে সঙ্গা সর্বমভূতং কিল ॥ ৫১
 ততঃ প্রভৃতি দেবেশো ন প্রাশ্রয়তু বৈ প্রজাঃ ।
 উর্দ্ধরেতাঃ স্থিতঃ স্বর্গাধিপত্যভূতসংপ্রভম্ ॥ ৫২
 যক্ষ্মাক্তোক্ত দ্বিগোহস্মাতিতঃ স্বাধুবিতি স্মৃতঃ ।
 জ্ঞানং বৈরাগ্যমৈশ্বর্যং তপঃ সত্যং ক্রমা দ্বিতিঃ ॥
 অষ্টৈবমাশ্রমশ্চৈব অধিষ্ঠাতৃমেষব চ ।
 অথ ধ্যানি দশৈতানি নিত্যং তিষ্ঠন্তি শঙ্করে ॥ ৫৩
 সর্কান্ দেবান্ স্ত্রীষংশ্চৈব সমেতানমুচ্যেতৈঃ সহ ।
 অতোতি তেজসা দেবো মহাদেবন্ততঃ স্মৃতঃ ॥ ৫৪
 অতোতি দেবনৈশ্বৰ্য্যাদ্ব্যলেন চ মহামুরাণ ।
 জ্ঞানেন চ মুনীন সর্কান্ যোগাভূতানি সর্কশঃ ॥
 ঋষয়ঃ উচুঃ :

যোগং তপশ্চ সত্যক ধর্মকণি মহামুনে ।
 মাহেশ্বরস্ত জ্ঞানস্ত ধারনক প্রচক্ষ নঃ ॥ ৫৫
 যেন যেন চ ধর্মেণ গতিং প্রাপ্যন্তি বৈ বিজাঃ ।

প্রজাপতি মহাদেবের এই সকল কথা শুনিয়া
 পরিতুষ্ট হইলেন এবং মহাদেবের যাকোই
 স্বীয় সম্মতি জানাইয়া বলিলেন, এইরূপই
 হউক, প্রভো ! তুমি কুশলী হও ! তুমি যাহা
 বলিলে, তাহাই হউক ; সুতরাং ব্রহ্মার ঐশ্বর্য
 অজ্ঞায় তদবধি সেই নিরমই চলিয়া আসি-
 তেছে। দেবশ্রেষ্ঠ রুদ্রদেব সেই অবধিই
 সৃষ্টিকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া প্রলয়াস্তকাল পর্য্যন্ত
 উর্দ্ধরেতা অবস্থায় অবস্থিত রহিলেন ॥ ৫২—৫৩ ॥
 “দ্বিগোহস্মি” অর্থাৎ আমি বিরত হইলাম, এই
 কথা উচ্চারণ করেন বলিয়া তাঁহার একটি নাম
 হইল ‘স্বাধু’ জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য, তপঃ, সত্য,
 ক্রমা, দ্বিতি, অষ্টৈব, আশ্রমসোপ ও অধিষ্ঠাতৃ,
 এই দশগুণ শঙ্কর-শরীরে নিহতই অবস্থত
 আছে। শঙ্কর ঐশ্বর্য দ্বারা দেবগণকে, বল
 দ্বারা অসুরসমূহকে, জ্ঞান দ্বারা মুনিদিগকে
 এবং যোগ দ্বারা ভূতগ্রামকে অতিক্রম করিয়া-
 ছেন বলিয়া ‘মহাদেব’ নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন।
 গবিগণ ব্যকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—হে
 প্রভো ! মহেশ্বরের যোগ, তপঃ, সত্য, ধর্ম ও
 জ্ঞানসম্বন্ধ এই পঞ্চধর্মের বিষয় এবং বিজগণ

তৎসর্কং শ্রোতুমিচ্ছামি যোগং মাহেশ্বরং প্রভো
 বায়ুকাচ ।

পঞ্চধর্ম্যঃ পুরাণে তু রুদ্রেন সমদাহৃত্যঃ ।
 মাহেশ্বর্যং যথা প্রোক্তং রুদ্রৈরুর্দ্ধকর্ম্মভিঃ ॥ ৫৭
 আদিত্যৈশ্বর্যভিঃ সাধৈর্যশ্চৈত্যৈকৈব সর্কশঃ ।
 মরুভির্ভূতৈশ্চৈত্যং যে চাত্রে বিবুধানয়াঃ ॥ ৫৮
 যমস্তপ্পুরোমৈশ্চ পিঃ কালাত্তকৈশ্চবা ।
 এতৈশ্চান্যৈশ্চৈত্যং বহুভিঃ ধর্ম্যঃ পর্যু পাসিতাঃ ॥
 তে বৈ প্রক্ষীণকর্ম্মণঃ শারদাস্বরনির্ম্মলাঃ ।
 উপাসতে মুনিগণাঃ সন্ধ্যায়ান্নানমাস্তনি ॥ ৫৯
 গুরুশ্রিয়হিতে যুক্তা গুরুণাং বৈ প্রিয়েসবঃ ।
 বিমুচ্য মানুষ্যং জন্ম বিংরন্তি চ দেববৎ ॥ ৬০
 মহেশ্বরেণ যে প্রোক্তাঃ পঞ্চধর্ম্যঃ সনাতনাঃ ।
 তান্ সর্কান্ ক্রমযোগেন উচ্যমানাবোধত ॥ ৬১
 প্রাণায়ামস্তথা ধ্যানং প্রত্যাহারৈশ্চ ধারণা ।
 স্মরণকৈব যোগৈশ্চৈত্যং পঞ্চধর্ম্যঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥
 তেষাং ক্রমবিশেষেণ লক্ষণং কারণং তথা ।

যে ধর্ম্ম আচরণ করিলে যেক্রম গতি প্রাপ্ত
 হইতে পারেন, তৎসমুদায় আমরা শুনিতে
 ইচ্ছা করি, আমাদের নিকট আপনি তাহা
 প্রকাশ করিয়া বলুন। ভগবান্ বায়ু ঋষি-
 গণের প্রার্থে বলিতে লাগিলেন,—মুনিগণ !
 অক্লিষ্টকর্ম্মা রুদ্রগণ-কথিত যে পঞ্চধর্ম্মের বিষয়
 পুরাণনিচয়ে কীর্তিত রহিয়াছে ; আদিত্য,
 বহু, সাধ্যা, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মরুগণ, ভূগু,
 যম, তপ্পু, পিতৃগণ ও কালাত্তক প্রভৃতি দেবগণ
 সর্কণা যে ধর্ম্মের উপাসনা করিয়া কর্ম্মবন্ধন
 ক্ষীণ করত শারদাকালের জায় নির্ম্মল দেহে
 বিরাজ করিয়া থাকেন এবং গুরুশ্রিয় ও
 হিতকারক নির্ম্মলচেতা মুনিগণ যে ধর্ম্মের উপা-
 সনার আশ্রমে আশ্রমকে ধ্যানপূর্ব্বক মানুষ্য
 জন্ম পরিহার করত দেবতার জায় ভোগসুখ
 লাভ করেন ; মহেশ্বর-কথিত সেই সনাতন
 পঞ্চধর্ম্মের বিষয় যথাক্রমে কীর্তন করিতেছি,
 শ্রবণ করুন। প্রাণায়াম, ধ্যান, প্রত্যাহার,
 ধারণা ও স্মরণ এই পাঁচটিকে যোগধর্ম্ম
 বলা যায়। যথাক্রমে মহাদেব কথিত ইহার

প্রবক্ষ্যামি তথা তৎ যথা কুজের ভাষিতম্ ॥৭৪
 প্রাণায়ামগতিচাপি প্রাণায়াম উচ্যতে ।
 স চাপি ত্রিবিধঃ প্রোক্তে মন্দঃ মধ্যোত্তমস্তথা ॥
 প্রাণানক নিরোধস্ত স প্রাণায়ামসংজ্ঞিতঃ ।
 প্রাণায়ামপ্রমাণস্ত মাত্রা বৈ দ্বাদশ স্মৃতাঃ ॥ ৭৭
 মন্দো দ্বাদশমাত্রাশ্চ উদ্ধাতা দ্বাদশ স্মৃতাঃ ।
 মধ্যমশ্চ দ্বিবিধাঃ চতুর্বিংশতিমাত্রিকঃ ॥ ৭৭
 উত্তমস্তত্রিবিধাঃ মাত্রাঃ ষট্ ত্রিংশদুচ্যতে ।
 শ্বেদকম্পবিধানানাং জননে হ্যুত্তমঃ স্মৃতঃ ॥ ৭৮
 ইত্যেতৎ ত্রিবিধং প্রোক্তং প্রাণায়ামস্ত লক্ষণম্ ।
 প্রমাণক সমাসেন লক্ষণক নিবেদিত ॥ ৭৯
 সিংহো বা কুজরো বাপি তথ্যাহত্যা বা
 মৃগো বনে ।

গৃহীতঃ পেষ্যমানস্ত মূহঃ সমুপজায়তে ॥ ৮০
 তথা প্রাণো দুর্বার্ধবঃ সর্কেষামকৃতান্ননাম্ ।
 যোগতঃ সেব্যমানস্ত স এবাত্যাসতো ব্রজেৎ ॥

লক্ষণ ও কারণ কীৰ্ত্তন করিতেছি শ্রবণ
 করুন। প্রাণের আয়াম অর্থাৎ যাহা দ্বারা
 প্রাণ দীর্ঘকাল অবস্থিত হইতে পারে, তাহাকে
 প্রাণায়াম বলা হয়। মন্দ, মধ্য ও উত্তমভেদে
 প্রাণায়াম ত্রিবিধরূপে কথিত; প্রাণসমূহের
 নিরোধের নামও প্রাণায়াম। প্রাণায়াম প্রমাণ
 দ্বাদশরূপে নির্দিষ্ট। এই দ্বাদশমাত্রা উদ্ধাত
 প্রাণায়াম মন্দ, তাহার দ্বিগুণ অর্থাৎ চতু-
 র্বিংশতিমাত্রা উদ্ধাত প্রাণায়াম মধ্য এবং
 ষট্ ত্রিংশৎ মাত্রা উদ্ধাত প্রাণায়াম উত্তম বলিয়া
 অভিহিত। উত্তম প্রাণায়াম দ্বারা শ্বেদ, কম্প
 ও বিধানের উৎপত্তি হয়। এই ত্রিবিধ প্রাণ-
 য়াম যথাক্রমে যথাযথ শ্রযুক্ত হইলে যোগ সামর্থ্য
 উৎপন্ন হইয়া থাকে। এইরূপে ত্রিবিধ প্রাণা-
 য়ামের লক্ষণ কথিত হইল। এখন সংক্ষেপে
 ইহার প্রমাণের বিষয় কীৰ্ত্তন করিতেছি। ৬১ ৭৯।
 সিংহ হউক, কুজর হউক, কিম্বা অশ্ব কোন
 হর্কষ মৃগ হউক, ঐ সকল প্রাণীদিগকেও যেমন
 সেব্যদ্বারা বশীভূত করিতে পারা যায়, সেইরূপে
 যোগাত্যাস দ্বারা অতি হর্কষ প্রাণবায়ুকেও

স সেইব হি যথা সিংহঃ কুজরো বাপি হর্কষলঃ ।
 কাণ্ডস্তরবশাৎ যোগাৎ গম্যতে পরিমর্দনাৎ ॥৮২
 পরিধায় মনো মন্দং বশত্বং চাধিগচ্ছতি ।
 পরিধায় মনোদেবং তথা জীবতি মারুভঃ ॥৮৩
 বশত্বং হি যথা বায়ুর্গচ্ছতি যোগমাস্থিতঃ ।
 তদা স্বচ্ছন্দতঃ প্রাণং নয়তে যত্র চেচ্ছতি ॥ ৮৪
 যথা সিংহো গজো বাপি বশত্বাদবতিষ্ঠতে ।
 অতয়ায় মনুষ্যাপ্যং মৃগেভ্যঃ সংপ্রবর্ততে ॥ ৮৫
 যথা পরিচিতশচায়ং বায়ুর্বে বিষতোমুখঃ ।
 পরিধ্যায়মানঃ সংকুদ্ধঃ শরীরে কিস্বিৎ দহেৎ ॥
 প্রাণায়ামেন যুক্তস্ত বিপ্রস্ত নিয়তান্ননঃ ।
 সর্কে দোষাঃ প্রবশন্তি সন্তপ্তশ্চৈব জায়তে ॥ ৮৭
 তপাংসি যানি তপ্যন্তে ব্রতানি নিয়তান্চ বে ।
 সর্কযজ্ঞফলকৈব প্রাণায়ামশ্চ তৎসমঃ ॥ ৮৮
 অক্লিষ্টং বঃ কুশাগ্ৰেণ মাসি মাসি সমশ্লুতে ।
 সংবৎসরশতং সাগ্রং প্রাণায়ামকং তৎসমম্ ॥ ৮৯
 প্রাণায়ামৈর্দহেদোষান ধারণাভিঃ কিল্বিম্ ।
 প্রত্যাহারেণ বিষয়ান্ ধ্যানেনানীশ্বরান্ শুভান্ ॥৯০

স্বায়ত্ত করা যায়। প্রাণবায়ু বশীভূত হইয়া
 একমাত্র মনকে অবলম্বন করিয়াও জীবিত
 থাকে। তখন হর্কষ সিংহ বা কুজরের দ্বারা দীর্ঘ-
 কাল যোগাত্যাসে প্রাণবায়ুও বশীভূত হওয়ায়,
 স্বচ্ছন্দেই তাহাকে ইচ্ছামত চালিত করিতে
 পারা যায় এবং বশীভূত সিংহকুজরাদি যেমন
 মনুষ্য পশু প্রভৃতির অনিষ্ট চেষ্টা পরিত্যাগ
 করিয়া সর্কদা উপকার সাধন করে, সেইরূপ
 নিয়তান্না ব্যক্তির স্বায়ত্তীকৃত বায়ু ধ্যানকালে
 অন্তনিকর হইয়া আভ্যন্তরিক পাপরাশির
 বিনাশসাধনপূর্বক তাঁহাকে সত্ত্বমাত্রাে অধিষ্ঠিত
 করিয়া দেয়। তপা, ব্রত, নিয়ম, সর্কবিধ যজ্ঞ
 এবং মাসান্তরে কুশাগ্র-পরিমিত বারিবিষ্ট পান
 করিয়া শত শত বৎসর অনাহারে তপস্তা
 করিলে যে ফল লাভ হয়, এই প্রাণায়ামও
 সেই ফলসমূহের তুল্যফলপ্রদ। প্রাণায়াম-
 দ্বারা দোষসমূহ, ধারণা দ্বারা পাপরাশি,
 প্রত্যাহার দ্বারা বিষয়াসক্তি এবং ধ্যান দ্বারা

তস্মাৎ যুক্তঃ সদা যোগী প্রাণায়ামপঃ প্রভবেৎ ।

সৰ্গপাপবিনষ্টকাত্মা পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি ॥ ১১

বায়ুকুৰাচ ।

একং মহাস্তং দিবসমহোরাত্রমধাপি বা ।

অৰ্দ্ধমাসং তথা মাসময়নাক্ষয়ুগানি চ ॥ ১২

মহাযুগসহস্রাণি ঋষয়স্তপসি স্থিতাঃ ।

উপাসতে মহাত্মানঃ প্রাপং দিব্যেন চক্ষুৰ্বা ॥ ১৩

অত উৰ্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি প্রাণায়ামপ্রয়োজনম্ ।

ফলকৈব বিশেষেণ যথাহ ভগবন্ প্রভুঃ ॥ ১৪

প্রয়োজনানি চত্বারি প্রাণায়ামস্ত বিদ্ধি যৈ ।

শান্তিঃ প্রশান্তির্দীপ্তিঃ চ প্রশাদঃ চ চতুষ্টিয়ম্ ॥ ১৫

যোরাকারশিবানাক্ষ কৰ্ম্মণাং ফলসম্ভবম্ ।

স্বয়ংকৃতানি কালেন ইহামূত্র চ দেহিনাম্ ॥ ১৬

পিতৃমাতৃ ব্রহ্মষ্টান্যং জ্ঞাতিসম্বন্ধিসম্বন্ধৈঃ ।

কপণং হি কষায়ণাং পাপান্যং শাস্তিরূঢ়্যতে ॥ ১৭

লোভমানাক্ষকানাং হি পাপানামপি সংঘমঃ ।

ইহামূত্র হিতার্থায় প্রশান্তিস্তপ উচ্যতে ॥ ১৮

অনীশ্বর গুণ-নিচয় বিনাশ প্রাপ্ত হয় ;

সুতরাং যোগিত্রয়েরই নিয়মিতরূপে প্রাণায়াম

অবলম্বন করা আবশ্যক । তাঁহার তথা দ্বারা

সৰ্গপাপ হইতে পরিশুদ্ধ হইয়া ক্রমে

পরমব্রহ্মে লীন হইতে পারেন । ৮০—৯১ ।

বায়ু পাশ্চপতযোগ কীর্জন করিয়া পুনরায় বলিতে

লাগিলেন, ঋষিগণ একদিন হইতে আরম্ভ

করিয়া যথাক্রমে অহোরাত্র, অৰ্দ্ধমাস, মাস,

অয়ন, বৎসর, যুগ, যুগসহস্রকাল পর্য্যন্ত তপস্তা-

চরণপূৰ্ণক এই প্রশ্নের উপাসনা করিয়া দিব্য

চক্ষু লাভ করেন । অতঃপর মহাশেব যেরূপে

প্রাণায়ামের প্রয়োজন ও ফলের বিষয় কীর্জন

করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় বর্ণন করিতেছি ।

শান্তি, প্রশান্তি, দীপ্তি ও প্রশাদ, এই চারিটি

প্রাণায়ামের প্রয়োজন । দেহিগণের ইহকাল-

পরকালীন স্বয়ংকৃত কৰ্ম্মসমূহের ফললাভ এবং

পিতা, মাতা, জ্ঞাতিগণ প্রভৃতি আত্মীয়গণ জন্য

পাপপ্রাণির বিনাশসাধনের নাম শান্তি ; কাল-

কালের হিতকামনার পাপজনক লোভ ও আভি-

হৃদোন্মুখগ্রহচারাণ্য তুল্যস্ত বিষয়ো ভবেৎ ।

ঋষিগণ প্রসিদ্ধান্যং জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পদাম্ ॥ ১১

অতীতানাগতানাক দর্শনং সাম্প্রত্যন্ত চ ।

বুদ্ধস্ত সমতঃ যান্তি দীপ্তিঃ স্তান্তপ উচ্যতে ॥ ১২

ইন্দ্রিয়বিন্দ্রিয়ার্থং চ মনঃ পঞ্চ চ মারুতান্ ।

প্রাণায়ামিতি যেনাসৌ প্রশাদ ইতি সংশ্লিষ্টঃ ॥ ১৩

ইতোষ ধর্ম্মঃ প্রথমঃ প্রাণায়ামঃ চতুর্ধিঃ ।

সম্বিকৃষ্টফলো জ্ঞেয়ঃ সদ্যঃ কালপ্রসাদজঃ ॥ ১৪

অত উৰ্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি প্রাণায়ামস্ত লক্ষণম্ ।

আদানক যথা তত্ত্বং যুক্ততো যোগমেব চ ॥ ১৫

ওঁকারং প্রথমং কৃতা চন্দ্রসূর্য্যৌ নমস্ত চ ।

আদানং স্বস্তিকং কৃতা পশ্চমর্দ্ধাসনং তথা ॥ ১৬

সমজাহুরেকজাহুরুস্তানঃ সূর্য্যিতোহপি চ ।

সমো দৃঢ়ানমনো ভূহা সংস্কৃত্য চরণাবুভৌ ॥ ১৭

সংবৃত্যস্তোহববন্ধাক উরৌ বিষ্টভ্য চাগ্রতঃ ।

পার্কিভ্যাং বৃষণৌ চ্ছাদ্য তথা প্রজননসংঘতঃ ॥ ১৮

কিকিহ্নামিতশিরাঃ শিরোগ্রীবায় তৈধেব চ ।

মান সংযমের নাম প্রশান্তি ; বাহা দ্বারা সূর্য্য-

চন্দ্র গ্রহতারাসদৃশ তেজস্বী হইতে পান্না যায়,

বাহা দ্বারা জ্ঞান-বিজ্ঞানসম্পন্ন সুপ্রসিদ্ধ

অতীতানাগত ঋষিদমূহের দর্শন লাভ করা

যায়, এবং বর্তমান বুদ্ধির সাম্য বিহিত

হয়, তাহার নাম দীপ্তি, আর বাহা দ্বারা

ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ার্থ, মন ও পঞ্চবায়ু প্রশমিত

প্রাপ্ত হয়, তাহাকে প্রশাদ বলা যায় । এই

সম্বিকৃষ্ট ফলপ্রদ চতুর্ধি প্রাণায়ামই প্রথম ধর্ম্ম

বলিয়া পরিকীৰ্ত্তিত । সাম্প্রতি প্রাণায়ামের

লক্ষণ, আদানতত্ত্ব ও যোগের বিষয় বর্ণিত

হইতেছে । সৰ্গ প্রথমেই ওঁকার উচ্চারণ

করত স্বস্তিবাচনসহকারে চন্দ্র-সূর্য্যকে নমস্কার

করিয়া, স্বস্তিকাসন ও অৰ্দ্ধপদাসন বদ্ধ

করিবে । অথবা সমজাহু, একজাহু, কিন্না

উতানভাবে অবস্থিত হইয়া দৃঢ়ানমন অবলম্বন

করত পদদ্বয় সংযুক্ত করিবে । ১২—১৮ ।

অনন্তর মুখপুট ও চক্ষুদ্বয়ের নিম্নলিখন, সমুদ্ব-

ভাবে বক্ষঃস্থলের বিস্তৃতি, পার্কিধর দ্বারা

বৃষণের আচ্ছাদন এবং মস্তক ও গ্রীবাদেশের

সংগ্ৰেহ্য নাসিকাগ্ৰং স্বং দিশং চানবলোকয়ন্ ॥
 তমঃ প্রচ্ছাদ্য রজসা রজঃ সন্তেন ছাদয়েৎ ।
 ততঃ সৰ্ব্বস্থিতে ভূত্বা যোগং যুজ্জন্ সমাহিতঃ ॥
 ইন্দ্রিয়বিন্দ্রিয়ার্থাংশ্চ মনঃ পঞ্চ স মাক্রতান্ ।
 নিগৃহ্য সমবাসেন প্রত্যাহারমুপক্ৰমেৎ ॥ ১০৯
 যন্ত প্রত্যাহরেৎ কামান্ কুর্যোহিহানৌব সৰ্ব্বতঃ
 তথাস্থরতিরেকহঃ পশ্চাত্যান্মানমস্মান ॥ ১১০
 পুরয়িত্বা শরীরন্ত স বাহ্যভ্যন্তরং কুচিঃ ।
 আকর্ষণভিবোপেন প্রত্যাহারমুপক্ৰমেৎ ॥ ১১১
 কলামাত্রস্ত বিচ্ছিন্নো নিমেষোন্মেষ এব চ ।
 তথা দ্বাপশমাত্রস্ত প্রাণায়ামো বিধীয়তে ॥ ১১২
 ধারণা দ্বাপশায়ামো যোগো বৈ ধারণাশ্রয়ম্ ।
 তথা বৈ যোগযুক্তশ্চ ক্রৈরর্থং প্রতিপদ্যতে ।
 বীক্ষতে পরমাত্মানং দীপ্যমানং স্বতেজস্বা ॥ ১১৩
 প্রাণায়ামেন যুক্তস্ত বিপ্রশ্চ নিয়তাস্মনঃ ।
 সৰ্ব্বে দোষাঃ প্রশান্তস্তি সত্ত্বস্থশ্চৈব জায়তে ॥ ১১৪

এবং বৈ নিরতাহারঃ প্রাণায়ামপরায়ণঃ ।
 জিত্বা জিত্বা সদা ভূমিমারোহেতু সদা মূনিঃ ॥
 অজিতা হি মহাভূমির্দাবানুংপাদয়েৎ বহুম্ ।
 বিবর্দ্ধতি স মোহং ন ঐহেদজিতাং ততঃ ॥ ১১৬
 নালেন তু যথা ভোগং যন্তেঐব বলং বিতঃ ।
 আপিবেত প্রযত্নেন তথা ব যুক্তিতত্ত্বমঃ ॥ ১১৭
 নাভ্যাক্ হৃদয়ে চৈব কণ্ঠে উরসি চাননে ।
 নাসাগ্ৰে তু তথানত্রে ক্রবোর্মধ্যেহপ মূর্ধনি ॥ ১২৮
 কিঞ্চিদুর্দ্ধ্বং পরশ্মিৎ চ ধারণা পরমা স্মৃতা ।
 প্রাণপানসমারোধানং প্রাণায়ামঃ স কথ্যতে ॥ ১১৯
 মনসো ধারণা চৈব ধারণেতি প্রকীর্তিতা ।
 নিবৃত্তিবিষয়ানাং প্রত্যাহারস্ত সংজ্ঞিতঃ ॥ ১২০
 সর্বেষাং সমবাসে তু সিদ্ধিঃ সাদৃষণলক্ষণম্ ।
 তথোৎপন্নস্ত যোগস্ত ধ্যানং বৈ সিদ্ধিলক্ষণম্ ।
 ধ্যানযুক্তঃ সদা পশ্চদাত্মানং সূৰ্য্যচন্দ্রবৎ ॥ ১২১
 সত্ত্বস্তানুপপত্তৌ তু দর্শনস্ত ন বিদ্যতে ।

উন্নতি বিধানপূর্বক ইত্যন্তঃ কোনদিকেই
 দৃষ্টি চালনা না করিয়া, কেবলমাত্র নাসিকার
 অগ্রভাগে দৃষ্টি স্থাপন করিতে হইবে। এই-
 রূপ প্রক্রিয়ার অনুশীলনে প্রথমে রজোগুণ
 দ্বারা তমোগুণ, পরে সত্ত্বগুণ দ্বারা রজোগুণও
 আবৃত্তি হইয়া যাইবে; তখন সেই সাত্ত্বিক
 ভাব অবলম্বন করত, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ার্থ, মন ও
 পঞ্চবস্তু প্রভৃতির নিগ্রহ করত প্রত্যাহার
 অবলম্বন করিবে। কূর্মগণের অবয়ব সঙ্কেচের
 দ্বারা যে জন কামমাত্রের সঙ্কেচ বিধান
 করিয়া পরমাত্মায় রতি সংস্থাপন করিতে পারে,
 সেই ব্যক্তিই আত্মসাক্ষ্য করিতে সমর্থ
 হইয়া থাকে। এইরূপ বাহ্যভ্যন্তর পরিশুদ্ধ
 ব্যক্তি নিরাস বায়ুর নিরোধ করত আর্তনাভি
 পর্ধ্যন্ত শরীর পূর্ণ করিয়া প্রত্যাহারের উপক্রম
 করিবে। নিমেষোন্মেষের পরিমাণ কলামাত্র;
 এই দ্বাদশ নিমেষোন্মেষের প্রাণায়াম, দ্বাদশ প্রাণা-
 যামে ধারণা এবং ধারণাশ্রয়ে যোগ হইয়া থাকে।
 এবমিধ যথাযথ প্রণালীতে যোগযুক্ত হইলে,
 ষড়ৈখ্যের অধিকারী হইয়া, সত্ত্বজ্ঞানপ্রাপ্ত

পরমাত্মার সাক্ষ্যকার লাভ হয়। নিরতাহার
 সংযতেন্দ্রিয় হইয়া প্রাণায়ামপরায়ণ হইলে, যোগ
 বিরুদ্ধ অবস্থাকে পরাজয় করিয়া ক্রমে যোগা-
 নুকূল পথে আরোহণ করিতে পারা যায়। যোগ
 প্রতিপক্ষ ভূমি সকল জয় না করিলে বহুবিধ
 দোষ জন্মিয়া থাকে এবং সেই দোষ দ্বারা মোহ
 হইয়া থাকে, এজন্ত যেমন বলবান্ ব্যক্তি নাল
 দ্বারা বহু পরিশ্রম করিয়াও জল পান করিয়া
 থাকে, সেই মত যোগবিরুদ্ধ পূর্ক্সাবস্থাসম্পন্ন বায়ু
 জয় করা কর্তব্য। বায়ু স্বেচ্ছাধীন হইলে নাভি,
 হৃদয়, কণ্ঠ, বক্ষঃ, মুখ, নাসাগ্র, নেত্র, ক্রবর্মধ্যে
 ও মস্তকে মনের ধারণা করিতে হয়। প্রাণ
 ও অপানাদি বায়ুর সংরোধ কার্যের প্রাণায়াম
 সংজ্ঞার দ্বারা মনের ধারণা জন্তই ইহার নাম
 ধারণা হইয়াছে। এইরূপ বিষয়সমূহের নিবৃ-
 ত্তিকে প্রত্যাহার; প্রাণায়াম, ধারণা ও প্রত্যা-
 হারের সমবায় জন্ত যে সিদ্ধি, তাহাকে যোগ
 এবং ধারণা জন্ত সিদ্ধি বিশেষকে ধ্যান বলা
 হয়। এই ধ্যানযুক্ত হইতে পারিলে চন্দ্র-
 সূর্য্যের দ্বারা প্রদীপ্ত পরমাত্মার দর্শনলাভ করা
 যায়; কিন্তু সত্ত্বগুণের অল্পবলি অবস্থায়

অদেশকালযোগন্ত দর্শনন্ত ন বিদ্যতে ॥ ১২২
অধ্যাত্ম্যসে বনে বাপি শুকপর্ণচয়ে তথা ।
লত্ব্যাপ্তে শ্যানে বা জীর্ণগোষ্ঠে চতুষ্পথে ॥ ১২৩
সপক্ষে সতয়ে বাপি চৈত্যবল্লীকসকয়ে ।
উপপানে তথা নদ্যাং ন বাধাতঃ কলাচন ॥ ১২৪
ক্ষুণ্ণাবিত্তান্তবাহশ্রীতা ন চ ব্যাকুলচেতসঃ ।
যুজীত পরমং ধ্যানং যোগী ধ্যানপরঃ সদা ॥ ১২৫
এতান্ দোষান্ বিনিশ্চিত্য প্রমাদ দ্বোষা যুক্তি বৈ
তস্ত দোষাঃ প্রকৃপান্তি শরীরে বিষকারকাঃ ॥ ১২৬
প্রভুং বধিরদ্রুপ মুকুটকাধিরহতি ।
অকৃতং স্মৃতিলোপং জরা রোগন্তথৈব চ ॥ ১২৭
তস্ত দোষাঃ প্রকৃপান্তি অজ্ঞানাং যো যুক্তি বৈ
তস্যাত্তজনেন শুক্লেণ যোগী যুজ্জেৎ সমাহিতঃ ॥
অপ্রমত্তঃ সদা চৈব ন দোষান্ প্রাপ্নুয়াৎ কচিৎ ।
তেষাং চিকিৎসাং বক্ষ্যামি দোষাণাং যথাক্রমম্
যথা গচ্ছতি তে দোষাঃ প্রাণায়ামসমুখিতাঃ ॥ ১২৯

কিহা অদেশ বা অকালে ধ্যানতৎপর হইলে
আত্মদর্শন লাভ করা অনন্তর । ১০৬—১২১ ।
অগ্নির সমীপবর্তী স্থান, শুক পত্ররাশিদ্বারা
সমাক্ষাদিত বন, বিবিধ প্রাণিগণ-পরিবৃত
শ্যান, জীর্ণগোষ্ঠ, চতুষ্পথ, শব্দ বা ভয়সঙ্কুল
চৈত্য, বলাক, উপপান ও নদী প্রভৃতি বাধা-
কর স্থানমাত্রই যোগের অপ্রশস্ত দেশ, এবং
ক্ষুধা, অসন্তোষ, মানসিক ব্যাকুলতা প্রভৃতি
যে'গের অপ্রশস্ত কাল। এই অদেশ বা অকালে
কদাপি যোগযুক্ত হইবে না। কেননা, বাধাকর
স্থানে যোগাবলম্বন করিলে শারীরিক দোষ
সকল প্রকৃপিত হইয়া অভূতা, বধিরতা, মুকতা,
অকৃত্য ও স্মৃতিলোপ প্রভৃতি বিবিধ
রোগনিচয় এবং জরা জন্মাইয়া থাকে।
এইরূপ অজ্ঞানাবস্থায় যোগোপক্রম করিলে
দোষের প্রকোপ ঘটয়া থাকে। এজন্য
দেশ সাধন হইয়া যথাযথ জ্ঞানপূর্বক
যোগাবলম্বন করা উচিত, অপ্রমত্তভাবে যোগ
করিলে কোনরূপ দোষাংশতির আশঙ্কা
থাকে না। অতঃপর প্রাণায়াম কালে যে সকল
রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে, প্রথমে তাহারই

নির্ণায় যথাগুমত্যাং ভুক্তা ওদ্রাবধারণেৎ ।
এতেন ক্রমযোগেন বাতশূলং প্রশম্যতি ॥ ১৩০
উদাবর্ত প্রত্যকারমিদং বুধ্যাচ্চিকিৎসিতম্ ।
ভুক্তা দধি যথাগূর্বা বায়ুরুজ্জং ততো ব্রজেৎ ॥
বায়ুস্থিৎ ততো ভিষ্মা বায়ু দংশ প্রযোজয়েৎ ।
তথাপি ন বিশেষঃ স্ফাকারবাং মূর্ধ্বি ধারয়েৎ ॥
যুগ্মনস্ত তনুস্তস্ত সত্ত্বহস্তৈব দেহিনঃ ।
উদাবর্ত প্রত্যাবৃত্তে এতৎ বুধ্যাচ্চিকিৎসিতম্ ॥
সর্কগাত্রপ্রকম্পেন সমারক্ত যোগিনঃ ।
ইমাং চিকিৎসাং বুধ্যাত তয়া সম্পদ্যতে শ্রুতী
মনসা যদ্বতং কিংকথিত্তীকৃত্য ধারয়েৎ ।
উরোষাতে উরুস্থানং কঠদেশে চ ধারয়েৎ ॥
বাচোহবধাত তং বাচি বাধির্থে শ্রোত্রয়োস্তথা
ভিহ্মস্থানে ত্বর্ভক্ত অগ্রে স্নেহাংস্ত তন্ততিঃ ॥
ফলং বৈ চিত্তয়েৎ যোগী ততঃ সম্পদ্যতে শ্রুতী ।
ফলে কুষ্ঠে স্কীলসে ধারয়েৎ সর্কসান্তিকীম্ ॥

চিকিৎসা কথিত হইতেছে। ইহাতে প্রাণা-
য়াম-সমুখিত দোষরাশি পলায়ন করে, অত্যুচ্চ
যথাগু হৃতাতি দ্বারা নিদ্রা করিয়া ভোজন
ও শুশ্রূষানে ধারণ করিলে বাতশূল প্রশমিত
হয়। উদাবর্ত পীড়ায় দধিমিশ্রিত যথাগু পান
ও বায়ুস্থানে প্রয়োগ করিলে বায়ুগ্রস্থ শ্লিষ
হইলে নিরুদ্ধ বায়ু উর্দ্ধদিকে নিঃসৃত হইয়া
পীড়া প্রশমিত হয়। এইরূপ প্রয়োগে কোন
উপকার না পাইলে ঐ যথাগু মস্তকে ধারণ
করিবে। লত্বহ মেহীর যোগোপক্রম জন্ত
উদাবর্ত রোগে এইরূপ চিকিৎসা নির্দিষ্ট
আছে। গাত্র কম্পন রোগেও এই উদাবর্ত
রোগনির্দিষ্ট চিকিৎসা। দ্বারা ই রোগী শাস্তি-
লাভ করিয়া থাকে। উৎকট ধ্যানাদি বশতঃ
বক্ষঃস্থলের অভিষাত হইলে বক্ষঃ ও কঠদেশে
বাগলিঙ্গের অভিষাত হইলে বাগলিঙ্গিয়ে, বাধির্থে
রোগে কর্ণদেশে, এবং তৃকারোগে ভিহ্মায়
ঐ দধিমিশ্রিত মূর্ধ্বি যথাগু স্ত্রজ দ্বারা ধারণ
করিলে যোগী স্বাস্থ্যলাভ করিতে পারেন।
১২৩—১৩৬। জ্বর, কুষ্ঠ ও কীলাসরোগে
বহুবিধ প্রাণিধাংস-নিদ্রা যথাগু ধারণ করিতে

যস্মিন্ যস্মিন্ রজ্জোদেশে তস্মিন্মুক্তে। বিনির্দিশেৎ
 যোগোৎপন্নস্ত বিপ্রস্ত ইদং কুর্য্যাক্চিকিৎসিতম্ ॥
 বংশকীলেন মূর্দ্ধানং ধারয়ান্ন তাড়য়েৎ ।
 মূর্দ্ধি কৌলং প্রতিষ্ঠাপ্য কাষ্ঠ চাঠেন তাড়য়েৎ ১৩৯
 ভয়ভীতস্ত সা সংজ্ঞা ততঃ প্রত্যাগমিষ্যতি ।
 অথবা লুপ্তসংজ্ঞস্ত হস্তাভ্যাং তত্র ধারয়েৎ ॥১৪০
 প্রতিলভ্য ততঃ সংজ্ঞাং ধারণাং মূর্দ্ধি ধারয়েৎ ।
 স্নিগ্ধমল্লকং ভুঞ্জীত ততঃ সম্পাদ্যতে স্তুখী ॥১৪১
 অমালুষণে সন্তেন যদা বুধ্যতি যোগবিৎ ।
 নিবন্ধ পৃথিবীকৈব বায়ুঘণিক ধারয়েৎ ॥ ১৪২
 প্রাণায়ামেন তৎজর্যং দহমানং বশীভবেৎ ।
 অথাপি প্রবিশেদেহং ততস্তৎ প্রতিবেধয়েৎ ॥১৪৩
 ততঃ সংস্তভ্য যোগেন ধারয়ান্ন মূর্দ্ধনি ।
 প্রাণায়ামাগ্নিনা দগ্ধং তৎ সর্বং বিলম্বং ব্রজেৎ ।
 কৃকসর্পপরাধস্ত ধারয়েদ্ধনয়োদরে ।
 মহো জনস্তপঃ সত্যং হৃদি কৃত্য তু ধারয়েৎ ॥১৪৫
 বিষস্ত তু ফলং পীত্বা বিশল্যাং ধারয়েন্ততঃ ।

সর্বতঃ মনগাং পৃথ্বীং কৃত্বা মনসি ধারয়েৎ ॥১৪৬
 হৃদি কৃত্বা সমুদ্রাংস্ত চ তথা সর্বাশ্চ দেবতাঃ ।
 সহস্রৈশ্বটানাক যুক্তঃ স্যাদীত যোগবিৎ ॥১৪৭
 উদকে কণ্ঠযাত্রে তু ধারণং মূর্দ্ধি ধারয়েৎ ।
 প্রতিশ্রোতো বিষাবিষ্টো ধারয়েৎ সর্ব-
 গাত্রীশীম্ ॥ ১৪৮
 শীর্ণোহর্কপত্রপুটকৈঃ পিবেদগ্নীকমুত্তিকাম্ ।
 চিকিৎসিতবিধিহেঁষ বিক্ষতো যোগনির্মিতঃ ॥১৪৯
 ব্যাখ্যাতস্ত সমাসেন যোগদৃষ্টেন হেতুনা ।
 ক্রবতো লক্ষণং বিদ্ধি বিপ্রস্ত কথয়েৎ বচিৎ ॥
 অথাপি কথয়েম্মোহান্তদ্বিজ্ঞানং প্রলীঃতে ।
 তস্যাং প্ররুতির্যোগস্ত ন বক্তব্য্য কথকন ॥ ১৫০
 সত্ত্বং তথারোগ্যমলোলুপ্তং
 বর্ণপ্রভা সুধরমোযাতা চ ।
 গন্ধঃ শুভো মূত্রপুরীষমল্লং
 যোগপ্ররুতিঃ প্রথম শরীরে ॥ ১৫২

হয়। যোগোৎপন্ন ব্যাধিনিচয়ের এইরূপ
 চিকিৎসা নির্দিষ্ট আছে। যোগকালে কোনরূপ
 ভয় প্রাপ্ত হইয়া সংজ্ঞালুপ্ত হইলে, তাহার মস্ত-
 কের উপর এক বস্ত্র বংশ ধরিয়া অপর বংশ
 দ্বারা তাহাতে আঘাত করিতে হয়,
 অথবা দুই হাত দিয়া শিরোদেশ চাপিয়া ধরিতে
 হয়; তাহাতে সংজ্ঞা হইলে স্তম্ভিক যোগ
 অঙ্গপরিমাণে ভোজন ও মস্তকে বারণ করিতে
 দিবে। মনুষ্য ব্যতীত অত্র কোন জন্তু কর্তৃক
 পীড়িত হইলে, আকাশ, পৃথিবী, বায়ু ও
 অগ্নি চিন্তা করিতে হয়। প্রাণায়াম ক্রিয়া
 দ্বারা সমুদায় প্রতিবেধই দগ্ধ ও বশীভূত করিতে
 পারা যায়, এজ্জ প্রতিবেধমাত্রই শরীর প্রবিষ্ট
 হইলে, প্রাণায়াম দ্বারা তাহাদিগকে বিনষ্ট
 করা উচিত। এই কার্যের পরেও মস্তকে
 যোগ ধারণ করা কর্তব্য। কৃকসর্প-দংশনে
 মহঃ, জন, তপঃ ও সত্যলোকের চিন্তাপূর্বক,
 হৃদয় ও উদরপ্রদেশে পূর্বোক্ত যোগ ধারণ
 করিবে। বিষফলভোজনে বিশল্যকরনী ধারণ

করিতে হয়, ধারণকালে নিখিল পৃথিবীই পর্কত-
 ময়, অথবা সমুদায় পৃথিবীই সমুদ্রময় এইরূপ
 চিন্তা, কিম্বা যাবতীয় দেবগণের চিন্তা করা
 কর্তব্য। পরিশেষে সহস্র কলস জল দ্বারা
 রোগীকে স্নান করাইতে হইবে। অত্র কোনরূপে
 শরীরে বিষ প্রবেশ করিলে জলমধ্যে আকণ্ঠ
 ডুবিয়া, মস্তকে পূর্বোক্ত বিশল্যকরনী
 অথবা সমুদায় গাত্রে কেবলমাত্র ধারণ করিতে
 হইবে। শরীর শীর্ণ হইয়া উঠিলে আকন্দ-
 পত্রের পুটমধ্যে বয়ীকমুত্তিকা পূর্ব করিয়া
 তাহাই ভোজন করিবে। এইরূপে যোগ-
 কালে সমুদায় ব্যাধিনিচয়ের চিকিৎসা প্রণালী
 সংক্ষেপে কথিত হইল। মানব মোহাস্তর
 হইলেই তাহার জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যায়, এজ্জ
 যোগের প্ররুতি বলিয়া প্রকাশ করিতে পারা
 যায় না, তথাপি সংক্ষেপতঃ তাহার লক্ষণ বলি-
 তেছি। সন্তপ্তনের আবির্ভাব, আরোগ্য,
 লোভহীনতা, বর্ণ, প্রভা ও স্বরাদির মনোজ্ঞতা,
 গাত্র হইতে শুভগন্ধের উৎপত্তি এবং মল
 মুত্রাদির অস্তিত্বই প্রথম যোগ প্ররুতির লক্ষণ।

আত্মানং পৃথিবীকৈব জ্ঞানন্তীং যদি পশুতি ।
কৃত্যন্তং বিশতে চৈব বিদ্যাং সিদ্ধিমুপস্থিতাম্ ১৫৩
ইতি ত্রীত্রক্ষাণ্ডে মহাপুরাণে যোগোপসর্গো নাম
দশমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

একাদশোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

অত উক্তং প্রবক্ষ্যামি উপসর্গা যথা তথা ।
প্রাহুর্ভবন্তি যে দোষা দৃষ্টতত্ত্বং দেহিনঃ ॥ ১
মানুষ্যান্ বিবিধান কামান্ কাময়েত ঋতুং স্ত্রিয়ঃ
বিদ্যানান্যফলকৈব উপস্থষ্টস্ত যোগবিন্ ॥ ২
অগ্নিহোত্রং হবির্ধজ্জমেতং প্রায়তনস্তথা ।
মায়াকর্ম্ম ধনং স্বর্গমুপস্থষ্টস্ত কাজ্জকৃতি ॥ ৩
এষ কর্ম্মস্থ যুক্তস্ত মোহবিদ্যাবশমাগতঃ ।
উপস্থষ্টস্ত জানীয়াৎ বুদ্ধ্যা চৈব বিসর্জ্যয়েৎ ।
নিত্যং ব্রহ্মপরো যুক্ত উপসর্গাৎ প্রমুচ্যাতে ॥ ৪

যোগচর্য্যায় যে সময়ে প্রদীপ্ত পৃথিবী মধ্যে
আত্মা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে এইরূপ অনুকৃত হয়,
তখনই যোগসিদ্ধির সময় উপস্থিত হইয়াছে
বুঝিতে হইবে । ১৩৭—১৫৩ ।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

একাদশ অধ্যায় ।

সূত বলিলেন—অতঃপর তত্ত্বজ্ঞানীগণের
দেহ মধ্যে যে সকল উপসর্গের আবির্ভাব হয়,
তাহাই কীর্তন করিব । যোগিগণ উপসর্গযুক্ত
হইলেই, নভোভাগ্য বিবিধ অস্তিসাধ, ঋতুস্থল,
রমণীসঙ্গ, বিদ্যানান্য-ফল ; অগ্নিহোত্র, হবির্ধজ্জ
ও অনশনাদি মাগ্নার কর্ম্ম এবং ধন ও স্বর্গ
প্রভৃতির অস্তিসাধ করিয়া থাকেন । আদিত্য-
বন্দীভূত হইলেই যোগিজন এই সকল কর্ম্মে
লিপ্ত হইলে এবং তত্ত্ব কর্ত্তে আত্মাক্রম
আবির্ভাব হয় । সর্ক্সনা ব্রহ্মনিষ্ঠ হইতে
পারিলে উপসর্গের কোন আশঙ্কা থাকে না ।

জিতপ্রত্যুপসর্গস্ত জিতবাসস্ত দেহিনঃ ।

উপসর্গাঃ প্রবর্ত্তন্তে সাত্ত্বরাজসতামাসাঃ ॥ ৫

প্রতিভাশ্রবণে চৈব দেবান্যাকৈব দর্শনম্ ।

ভ্রমাবর্ত্তং ইত্যেতে সিদ্ধিলক্ষণসংজ্ঞিতাঃ ॥ ৬

বিদ্যা কাব্যং তথা শিল্পং সর্ক্সবাচারুতানি তু ।

বিদ্যাথ্যাশোপাতিষ্ঠতি প্রভাবস্তৈব লক্ষণম্ ॥ ৭

শৃণোতি শব্দান্ শ্রোতব্যান্ যোজনানাং শতাদপি

সর্ক্সজ্ঞং বিধিজ্ঞং যোগী চোদ্যন্তবদৃভবৎ ॥ ৮

যক্ষরাক্ষসগন্ধর্ক্সান্ বীকতে দিগ্য়মানুষ্যান্ ।

বেত্তি তাংস্ মহাযোগী উপসর্গস্ত লক্ষণম্ ॥ ৯

দেবদানবগন্ধর্ক্সান্ ঋষীংস্চাপি তথা পিতৃন ।

প্রেক্ষতে সর্ক্সতশ্চৈব উদ্যন্তং তবিনির্দিশেৎ ॥ ১০

ভ্রমেণ ভ্রাম্যতে যোগী চোদ্যমানোহন্তরাস্তনা ।

ভ্রমেণ ভ্রাস্তুক্লেস্ত জ্ঞানং সর্ক্সং প্রপশুতি ॥ ১১

বার্তা নাশয়তে চিস্তং চোদ্যমানোহন্তরাস্তনা ।

বর্ত্তনাক্রান্তবুদ্ধেস্ত সর্ক্সজ্ঞানং প্রপশুতি ॥ ১২

পূর্ক্সোক্ত উপসর্গসমূহ ও বাসবায় বন্দীভূত
হওয়ার পরেই সার্বিক, রাজস ও তামস উপসর্গ
উৎপন্ন হয় । এই উপসর্গের সিদ্ধিলক্ষণ
চতুর্কিধ নির্দিষ্ট আছে, যথা—প্রতিভা, শ্রবণ,
দেবদর্শন ও ভ্রমাবর্ত্ত ; এতদ্ব্যতীত বিদ্যা, কাব্য,
শিল্প, ব্যভাচার শাস্ত্রসমূহ এবং বিদ্যার উপা-
সনাকে প্রভাব বলা হয় । ঐ উপসর্গ সময়ে
যোগিগণ শতযোজন দূরে অবস্থিত হইয়াও
শ্রোতব্য শব্দসকল স্তন্যভেদে পান এবং সর্ক্সজ্ঞ
ও বিধিজ্ঞ হইয়া উদ্যন্তের ভ্রায় হইয়া উঠেন ।
যোগীর যখন উপসর্গ-লক্ষণ উপস্থিত হয়, তখন
তিনি যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ক্স ও দিব্য মানুষ
অন্যলোকন করেন । দেবতা, অসুর, গন্ধর্ক্স, ঋষি
ও পিতৃপুরুষ প্রভৃতির দর্শন করিতে করিতে
প্রহার উদ্যন্তবৎ অবস্থা ঘটিয়া থাকে । ১—১০ ।
সেই অবস্থায় তিনি সর্ক্সদাই ভ্রম দর্শন করেন,
অন্তরাস্তা বৃত্তি হইতে থাকে, বুদ্ধিভ্রম উপস্থিত
হয় এবং সমস্ত জ্ঞান তিরোহিত হইয়া যায় ।
অন্তরাস্তা হইতে বিবিধ বিষয় বাস্তব আবির্ভূত
হইয়া চৈতন্য বিকার সমূহইরা দেয় এবং তদুপ
বিষয়বাহী ক্রান্ত বুদ্ধিতে যোগীর সকল জ্ঞানই,

প্রারম্ভে মনসা শুক্লং পটং বা কনকং ইথা ।
 ততস্ত পরমং ব্রহ্ম ক্ষিপ্রেমবান্ চিস্তয়েৎ ॥ ১৩
 তস্মাক্ষৈবাত্মনো দোষাংস্তূপনগ্গসমম্বিতান্ ।
 পরিত্যজেত মেধাবী যদৌচ্ছ্রেৎ সিদ্ধিমান্বনঃ ॥ ১৪
 ঋষয়ো দেবগন্ধর্ব্বা যক্ষোরগমহাসুরাঃ ।
 উপসর্গেষু সংযুক্তা আবর্ত্তন্ত পুনঃ পুনঃ ॥ ১৫
 তস্মাদ্দ্যুতঃ সদা যোগী লব্ধাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
 তথা সপ্তশু স্ত্যজেদু ধারণাং বুদ্ধি ধরয়েৎ ॥ ১৬
 ততস্ত যোগযুক্তস্ত জিতেন্দ্রস্ত যোগিনঃ ।
 উপসর্গাঃ পুনশ্চাস্তে জায়ন্তে বিঘ্নসংজ্ঞিতাঃ ॥ ১৭
 পৃথিবীং ধারয়েৎ সর্ক্বাং ততশ্চাপো হনন্তয়ম্ ।
 ততোহগ্নিকৈব বায়ুক হাকাশং মন এব চ ॥ ১৮
 ততঃ পরাং পুনবু ক্তিং ধারয়েদ্যত্নতো যতী ।
 নিদ্রানষ্টকৈব সিদ্ধানি দৃষ্ট্বা দৃষ্ট্বা পরিত্যজেৎ ॥ ১৯

বিনষ্ট হইবার উপক্রম হয়। এইরূপ হইলে
 যোগী পূর্ক্বোক্ত উপসর্গ লক্ষণ হইতে চিস্তরুস্তি
 সংযত করিয়া পরমব্রহ্মকে মনে মনে শুক্লপট
 বিন্দা খেত কনক দ্বারা আবরিত করত চিস্তা
 করিবেন। যে যোগী নিজের সিদ্ধিলাভের
 অভিলাষ করেন, তিনি ঐ চিস্তা দ্বারাই উপসর্গ
 দোষ সকল পরিহার করিবেন। যতদিন ঐ
 সকল উপসর্গদোষ থাকে, ততদিন পূর্ক্বোক্ত
 ঋষি, দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, উরগ ও অসুর
 প্রভৃতি পুনঃপুন মনে উদ্ভিত হইতে থাকে।
 অনন্তর যোগী লবু আহার দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে
 জয় করিবেন এবং একাগ্রচিত্তে মনকে সপ্ত
 স্ত্য পদার্থবিষয়ক চিস্তা করিবেন। তৎপরে
 যোগযুক্ত জিতেন্দ্র যোগীর বিঘ্নসংজ্ঞক অশ্র-
 প্রকার উপসর্গের আবির্ভাব হয়। অতঃপর
 যোগী এই সমস্ত পৃথিবী ধারণা করিবে এবং
 এইরূপে ক্রমান্বয়ে জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ,
 মন ও বুদ্ধি এই সপ্ত পদার্থ ধারণা করা যোগীর
 পক্ষে কর্তব্য। যোগী ঐ সকল ধারণায়, এক
 একটি ধারণা করিবার সময়ে তাহার সিদ্ধির
 লক্ষণ দেখিতে পাইলে, পূর্ক্ব পূর্ক্ব পদার্থের
 ধারণা পরিত্যাগ করিয়া পর পর পদার্থের

পৃথ্বীং ধারণমাশ্রিত মহী স্ত্যাক্ষা প্রবর্ত্ততে ।
 আত্মানং মনতে পৃথ্বী পৃথ্বী রক্ষঃ প্রবর্ত্ততে ॥ ২০
 অপোধারণমাশ্রিত আপঃ স্ত্যাক্ষা ভবন্তি হি ।
 আত্মানং মনতে আপ রসান্তেভ্যঃ প্রবর্ত্ততে ॥ ২১
 তেজো ধারণমাশ্রিত তেজঃ স্ত্যাক্ষা প্রবর্ত্ততে ।
 আত্মানং মনতে তেজস্তত্ত্বাবমনুপশ্রুতি ॥ ২২
 বায়ুং ধারণমাশ্রিত বায়ুঃ স্ত্যাক্ষা প্রবর্ত্ততে ।
 আত্মানং মনতে বায়ুং বায়ুব্রহ্মণ্ডলী ভবেৎ ॥ ২৩
 আকাশং ধারণমাশ্রিত ব্যোম স্ত্যাক্ষা প্রবর্ত্ততে ।
 পশুতে মণ্ডলং স্ত্যাক্ষাং যোগশ্চাস্ত প্রবর্ত্ততে ॥ ২৪
 তথা মনো ধারণতো মনঃ স্ত্যাক্ষা প্রবর্ত্ততে ।
 মনসা সর্ক্বভূতানাং মনস্ত বিপতে হি সঃ ।
 বুদ্ধ্যা বুদ্ধিং যদা যুঞ্জেৎ তদা বিজ্ঞায় বুধাতে ॥ ২৫

ধারণা করিতে থাকিবেন। মনে পৃথিবীর
 ধারণা করিতে করিতে প্রথমতঃ যোগীর স্ত্যাক্ষা
 পৃথিবীর জ্ঞান জন্মিয়া পরে আপনাকেই পৃথিবী
 বলিয়া ভাবিতে থাকিবেন এবং এই পৃথিবী-
 জ্ঞান হইতেই পরে গন্ধজ্ঞান উৎপন্ন হয়।
 ১১—২১। এইরূপ জলের ধারণা দ্বারা স্ত্যাক্ষা
 জলের জ্ঞান, তাহার সহিত আত্মার
 অভেদ জ্ঞান, পরে তাহা হইতে রসজ্ঞান
 প্রবর্ত্তিত হয়। তেজোধারণা দ্বারা প্রথমতঃ
 স্ত্যাক্ষা তেজোজ্ঞান, পরে আত্মাকেই তেজো-
 ময় বলিয়া দর্শন করেন। বায়ু ধারণা
 করিতে করিতে প্রথমে স্ত্যাক্ষাবায়ুর জ্ঞান, পরে
 আত্মাকে বায়ু বলিয়া অনুভব হওয়ার,
 যোগীও বায়ু দ্বারা মণ্ডলী হইয়া উঠেন।
 আকাশ ধারণা দ্বারা প্রথমে স্ত্যাক্ষা আকাশজ্ঞান;
 তৎপরে স্ত্যাক্ষামণ্ডল দর্শন এবং পরিশেষে
 তাহা হইতে শব্দের প্রবৃ্ত্তি হয়। মনের
 ধারণা করিতে করিতে স্ত্যাক্ষামনের প্রবৃ্ত্তি
 হইলে, যোগী স্বীয় মনোদ্বারা সর্ক্বভূতের
 মনোমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পেরেন এবং তাহা-
 দ্বারা বুদ্ধির সহিত স্বীয় বুদ্ধি সম্বলিত
 হওয়ার, তাহাদিগের অনুভূত বিষয়ও অনুভব
 করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। যখন যোগী-
 পুরুষের বুদ্ধিতত্ত্ব-সংযম জন্মিয়া থাকে, তখন

এতানি সপ্ত হৃদ্যানি বিদিত্বা বস্তু যোগবিৎ ।
 পরিভ্রাজতি মেধাবী স বুদ্ধা পরমং তজ্জেন ॥২৬
 যশিন্ যশ্চিৎ সংযুক্তো ভূত ঐশ্বর্যলক্ষণে ।
 তত্রৈব সঙ্গং ভজতে তেইনৈব প্রবিশ্ৰুতি ॥২৭
 তস্মাদ্বিদিত্বা হৃদ্যানি সংসক্তানি পরম্পরম্ ।
 পরিভ্রাজতি যো বুদ্ধা স পরং প্রাপ্নুয়াদ্ভিজঃ ॥২৮
 দৃষ্টান্তে হি মহাত্মান ঋষয়ো দিব্যচক্ষুষঃ ।
 সংসক্তাঃ হৃদ্যভাবেষু তে দোষাঃস্তেষু সংজ্ঞিতাঃ
 তস্মান্ নিষ্চয়ঃ কর্ণাঃ হৃদ্যৈষিহ কদাচন ।
 ঐশ্বর্যজ্জায়তে রাগো বিরাগং ব্রহ্ম চোচ্যতে ॥৩০
 বিদিত্বা সপ্ত হৃদ্যানি যদুৎসব মহেশ্বরম্ ।
 প্রধানং বিনিয়োগজ্ঞঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি ॥ ৩১
 সৰ্ব্বজ্ঞতা তৃপ্তিরনাদিৰোধঃ
 স্বতন্ত্রতা নিত্যমলুপ্তশক্তিঃ ।

তখন তিনি সমুদয় পদার্থ বিজ্ঞান অনুভব
 করিতে সমর্থ হইলেন । যে বুদ্ধিমান যোগ-
 জ্ঞানী এই সপ্তহৃদ্য পদার্থ বিদিত হইয়া বুদ্ধি-
 পূৰ্ব্বক এই সমস্ত পরিহার করিতে পারেন,
 তিনিই পরমপদলাভে অধিকারী হইয়া থাকেন ।
 যে যে ঐশ্বর্যলক্ষণে ভূতের সংযোগ আছে,
 যোগিগণ তাহাতেই আসক্ত হইয়া বিনষ্ট
 হইতে পারেন, এতন্ত যে দ্বিজ উল্লিখিত হৃদ্য
 পদার্থসমূহ পরস্পর সংসক্ত বিবেচনা করিয়া
 পরিবর্জন করেন, তিনিই পরমপদ প্রাপ্ত হইতে
 পারেন । অনেক দ্ব্যবদর্শী মহাত্মা ঋষিগণ
 এই হৃদ্যভাবসমূহে আসক্ত থাকেন সত্য,
 কিন্তু তাহা হইলেও ঐ সকল পদার্থ দোষ
 নামে অভিহিত হইয়া থাকে । অতএব হৃদ্য
 পদার্থসমূহে কদাচ নিষ্চয়জ্ঞান কর্তব্য নহে ।
 ঐশ্বর্য হইতে রাগ বা অভিলাষ জন্মিয়া
 থাকে এবং ব্রহ্মই বিয়োগ বলিয়া অভিহিত
 হইলেন, সুতরাং সপ্তহৃদ্য পদার্থ ও প্রধান
 পদার্থ যদুৎসব মতেশ্বরকে অবগত হইয়া বিনি-
 যোগজ্ঞানী হইতে পারিলেই পরব্রহ্ম প্রাপ্ত
 হওয়া যায় । ২১—৩১ । সৰ্ব্বজ্ঞতা, তৃপ্তি,
 অনাদিকাল, স্বতন্ত্রতা, নিষ্কল অলুপ্তশক্তি ও

অনন্তশক্তিঃ বিভোবিবিজ্ঞাঃ
 বড়াহরদ্যানি মহেশ্বরম্ ॥ ৩২
 নিত্যং ব্রহ্মপরো যুক্ত উপসর্গৈঃ প্রমুচ্যতে ।
 দ্বিত্বান্মোপসর্গস্ত দ্বিত্বরাস্ত্র যোগিনঃ ॥ ৩৩
 একা বহিঃ শরীরেহাস্মিন্ ধারণা সৰ্ব্বকামিকী ।
 বিশেষদ্বন্দ্বা দ্বিজো যুক্তো যত্র যত্রাপদ্যৈশ্বর্যমঃ ॥ ৩৪
 ভূতাত্মাবিশিষ্টে বাপি ত্রৈলোক্যাকাশে কল্পয়েৎ ।
 এতয়া প্রবিশেৎ দেহং হিত্বা দেহং পুনর্জিহ ॥৩৫
 মনোধারণং হি যোগানামাদিত্যকং বিনির্দিশেৎ ।
 আদানাদিলিঙ্গাধাতু আদিত্য ইতি চোচ্যতে ॥৩৬
 এতেন বিধিনা যোগী বিরক্তঃ হৃদ্যবর্জিতঃ ।
 প্রবৃন্তি সমভিক্রম্য রুদ্রলোকে মহীংতে ॥ ৩৭
 ঐশ্বর্যগুণসম্প্রাপ্তং ব্রহ্মভূতস্ত তৎ প্রভূম্ ।
 দেবস্থানেষু সৰ্ব্বেষু সৰ্ব্বতন্ত্র নিবর্তয়েৎ ॥ ৩৮
 পৈশাচেন পিশাচাংস্ চ রাক্ষসেন চ রাক্ষসান্ ।

অনন্তশক্তি, এই ছয়টীকে বিধিজ ব্যক্তির
 মহেশ্বরের যদুৎসব বলিয়া থাকেন । নিয়ত ব্রহ্ম-
 নিষ্ঠ হইয়া যোগযুক্ত হইলে, উপসর্গসমূহ
 হইতে মুক্তিলাভ করা যায় । যে সকল যোগীর
 শ্বাস, প্রশ্বাস, উপসর্গসমূহ ও অভিলাষাদি
 আগন্তীকৃত হইয়াছে, তাহাদিগের শরীরে
 একটি বাহ্যিক সার্বকামিকী ধারণা জন্মিয়া
 থাকে । তৎপ্রভাবে তিনি যোগযুক্ত হইয়া,
 যে কোন স্থানে মনঃসংযোগ করিয়া তাহাতে
 প্রতিষ্ঠ হইতে পারেন এবং স্বীয় মনোবধ্যে
 ভূতবল ও ত্রিলোক প্রবেশ করাইতে সমর্থ
 হইয়া থাকেন । তন্নিম্ন ঐ ধারণা বারাই দেহ
 হইতে দেহান্তরে গমন এবং পুনর্বার সে দেহ
 হইতে স্বীয় দেহে প্রত্যাবর্তন কার্যেও সামর্থ্য
 জন্মে । মনই যোগসমূহের আরম্ভরূপ ; এই
 মন সমুদায় ইন্দ্রিয়ের গ্রহণকারক, এতন্ত ইহা
 আদিত্য নামে নির্দিষ্ট হয় । যোগী ব্যক্তি
 এইরূপ বিধানানুসারে বিরক্ত ও হৃদ্যবর্জিত
 হইয়া, প্রবৃন্তি অতিক্রম করিতে পারিলে রুদ্র-
 লোকে অবস্থান করিতে পেরেন । ঐশ্বর্য-
 গুণপ্রাপ্ত সেই ব্রহ্মময় প্রভূকে সমুদায় দেব-
 স্থানে ও সৰ্বত্র নিবৃত্ত করিবে । পৈশাচস্থান

গাক্ষর্ষণ চ গাক্ষর্ষান কোবেরণ কুবেরকান্ ॥৩৯
ইন্দ্রমৈল্লেন স্থানেন সৌম্যং সৌম্যন চৈব হি ।
প্রজাপতিং তথা চৈব প্রাজাপত্যেন সাধয়েৎ ॥ ৪০
ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণে চাপ্যেবমুপামনয়তে প্রভুম্ ।
তত্র সন্তস্ত উন্নতস্তস্ত্যান্ সর্কং প্রবর্ততে ॥ ৪১
নিত্যং ব্রহ্মপরো যুক্তঃ স্থানাশ্চেতানি বৈ ত্যজেৎ
অসম্যমানঃ স্থানেষু দ্বিজঃ সর্কগতো ভবেৎ ॥৪২
ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডে মহাপুরাণে উপশ্চর্য্যা
নাটমেকাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

বাদশোহধ্যায়ঃ ।

বাগ্‌যুগবাচ ।

অত উক্তং প্রবক্ষ্যামি ঐশ্বর্য্যগুণবিশুঃম্ ।
যেন যোগবিশেষেণ সর্কলোকানতিক্রমেৎ ॥ ১
তদ্রাষ্ট্রগুণমৈশ্বর্য্যং যোগিনাং সমুদাহৃতম্ ।
তৎসর্কং ক্রমযোগেণ উচ্যমানং নিবোধত ॥ ২

দ্বারা গিণাচদিগকে, ব্রাহ্মসংস্থান দ্বারা ব্রাহ্মস-
দিগকে, গাক্ষর্ষস্থান দ্বারা গাক্ষর্ষদিগকে, কোবের,
স্থান দ্বারা কুবেরদিগকে, ইন্দ্রস্থান দ্বারা
ইন্দ্রকে, সৌম্যস্থান দ্বারা সৌম্যকে, প্রজাপত্য-
স্থান দ্বারা প্রজাপতিকে এবং ব্রাহ্মস্থান দ্বারা
ব্রহ্মপ্রভুকে আহবান করিতে হয় এবং তাগতে
আসক্ত হইলে উন্নত হইতে হয়। এই হেতু
নিয়ত ব্রহ্মতৎপর হইয়া যোগাবলম্বন করত
ঐ সমস্ত স্থান পরিভ্রমণ করিবে। যে দ্বিজ
কোন স্থানেই আসক্ত নহেন, তিনি সর্কগত
হইয়া থাকেন। ৩২—৪২।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

বাদশ অধ্যায় ।

বাগ্‌য বলিলেন, অনন্তর আমি ঐশ্বর্য্যগুণ-
রাশির বিষয় কীর্ত্তন করিব। যোগিগণ যে
যোগবিশেষ অবলম্বনে সর্কলোক অতিক্রম
করেন, সেই যোগবিশেষে অষ্টগুণযুক্ত ঐশ্বর্ঘ্যের

অনিমা লম্বিমা চৈব মহিমা প্রাপ্তিরেব চ ।
প্রাকাম্যাকৈব দর্শিত্ব ঐশিত্বকৈব সর্কতঃ ॥ ৩
বশিত্বমথ সর্কতঃ যত্র কামাবসায়িতা ।
তচ্চাপি ত্রিবিধং জ্ঞেয়মৈশ্বর্য্যং সর্ককামিকম্ ॥ ৪
সাবদ্যং নিরবদ্যক হৃদ্যাকৈব প্রবর্ততে ।
সাবদ্যং নাম তদন্তঃ পকভূতাত্মকং স্মৃতম্ ॥ ৫
নিরবদ্যং তথা নাম পকভূতাত্মকং স্মৃতম্ ।
ইন্দ্রিয়াণি মনশ্চৈব অহঙ্কারশ্চ বৈ স্মৃতম্ ॥ ৬
তত্র হৃদ্যপ্রবৃত্তস্ত পকভূতাত্মকং পুনঃ ।
ইন্দ্রিয়াণি মনশ্চৈব বুদ্ধ্যহঙ্কারসংজ্ঞিতম্ ॥ ৭
তথা সর্কমঃকৈব আত্মহা ব্যাতিরেক চ ।
সংযোগ এবং ত্রিবিধঃ সৃষ্ট্যেষেব প্রবর্ততে ॥ ৮
পুনরষ্টগুণতাপি তেষেবাথ প্রবর্ততে ।
তস্ত রূপং প্রবক্ষ্যামি যথাহ ভগবান্ প্রভুঃ ॥ ৯
ত্রৈলোক্যে সর্কভূতেষু জীবন্তানিয়তঃ স্মৃতঃ ।
অনিমা চ তথাব্যক্তং সর্কং তত্র প্রতিষ্ঠিতম্ ॥১০

কথা কথিত আছে। আমি যথাক্রমে
তৎসমস্ত বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন।
অনিমা, লম্বিমা, মহিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য,
ঐশিত্ব, বশিত্ব ও কামাবসায়িতা, এই কয়েক-
টিকে ঐশ্বর্য্য বলা হয়। এই সর্ককামপ্রদ
ঐশ্বর্য্য সকল তিন ভাগে বিভক্ত,—সাবদ্য, নির-
বদ্য ও হৃদ্য। পকভূতময় তত্ত্বের নাম সাবদ্য ;
পকভূতময় ইন্দ্রিয়, মন ও অহঙ্কারের নাম
নিরবদ্য এবং পকভূতময় ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি
ও অহঙ্কার হৃদ্যনামে অভিহিত। হৃদ্য ঐশ্বর্য্য
সর্কময় বলিয়া ইহা আত্মহৃদ্যাতি নামেও
পরিচিত। পকভূতাদি ঐশ্বর্য্যও এই শ্রেণীতে
হৃদ্যসংজ্ঞক ঐশ্বর্য্যের অন্তর্গত। কারণ হৃদ্য
ঐশ্বর্য্য সর্কময় অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ বিষয়
অবলম্বন করিয়া সাবদ্য ও নিরবদ্য ঐশ্বর্য্য অবি-
ভূত হয় ; কিন্তু সমুদায় বিষয় অবলম্বন করিয়া
হৃদ্য ঐশ্বর্য্য উৎপন্ন হইয়া থাকে ; সুতরাং
সর্কাবধায়াবলম্বন হৃদ্য ঐশ্বর্য্য হইতে পূর্কোক্ত
সাবদ্য ও নিরবদ্য ঐশ্বর্য্য পৃথক্ বলিয়া প্রতিপন্ন
হয় না। ভগবান্ এই ত্রিবিধ ঐশ্বর্য্যের অন্তর্ভূত
পূর্কোক্ত অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্যের লক্ষণ যথা কহিয়া-

ত্রৈলোক্যে সৰ্বভূতানাং হৃৎপ্রাপ্য সমুদ্রতম্ ।
 তচ্চাপি ভবতি প্রাপ্য প্রথমং যোনিমাং বলাং ॥
 লব্ধং প্রবনং যোগে রূপমস্ত সঙ্গা ভবেৎ ।
 শীঘ্রং সৰ্বভূতেষু দ্বিতীয়ং তৎপনং স্মৃতম্ ॥১২
 মহিমা চাপি যো যস্মিন্ভূতীয়ো যোগ উচ্যতে ।
 ত্রৈলোক্যে সৰ্বভূতানাং প্রাপ্তিঃ প্রাকাম্যমেব চ ।
 ত্রৈলোক্যে সৰ্বভূতেষু যথেষ্টগমনং স্মৃতম্ ।
 প্রকামানু বিঘ্নানু ভুক্তেন চ প্রতিহতঃ কচিং
 ত্রৈলোক্যে সৰ্বভূতানাং সুখদুঃখং প্রবর্ততে ।
 ঈশো ভবতি সৰ্বত্র প্রবিভাগেন যোগবিৎ ॥ ১৫
 বজ্রানি চৈব ভূতানি ত্রৈলোক্যে সচরাচরে ।
 ভবন্তি সৰ্বকার্যেষু ইচ্ছতো ন ভবন্তি চ ॥১৬

হিনেন, আমি তাহাই কহিতেছি । ত্রিলোক মধ্যে
 সৰ্বভূতেই জীবের অণিমা শক্তি অনিয়ত-
 ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে । অণিমা শক্তিতেই
 সমস্ত যুক্ত পদার্থ প্রতিষ্ঠিত । এই ত্রিলোক
 মধ্যে যাহা কিছু হৃৎপ্রাপ্য, যোগিগণ তৎসমস্তই
 অণিমা শক্তির প্রভাবে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ।
 ১—১১। যেণীর দ্বিতীয় ঐশ্বর্য লব্ধিমা ।
 এই লব্ধিমা লাভ হইলে তিনি অতিশয় লঘুতা
 প্রাপ্ত হইবেন । এই অবস্থায় যোগীর লব্ধ-
 প্রবন ও সৰ্বভূতগণ মধ্যে শীঘ্রগমনাদিকার্য্যে
 সামর্থ্য জন্মে । যে শক্তির প্রভাবে ক্ষুদ্র বস্তু
 মহৎ হয়, তাহাকে মহিমা বলে, ইহাই তৃতীয়
 ঐশ্বর্য । যে ঐশ্বর্য দ্বারা ত্রিলোকস্থ সমস্ত
 ভূতবর্গকে নিকটে পাওয়া যায়, তাহাকে প্রাপ্তি
 বলা হয় । ত্রিলোক মধ্যে সৰ্বভূতে অপ্রতি-
 হতভাবে যথেষ্ট গমন ও যথেষ্ট বিষয় ভোগ
 হইলেই তাহাকে প্রাকাম্য ঐশ্বর্য বলা যায় ।
 যে যোগী সুখদুঃখময় সংসারে সুখ ও দুঃখের
 উপর আধিপত্য স্থাপন করিতে সমর্থ, তিনিই
 ঈশিত্ব ঐশ্বর্য লাভ করিয়াছেন বলা যায় ।
 যিনি ত্রৈলোক্যে সৰ্বভূতকে বশীভূত করিয়া
 আপনার সকল কার্য্যে ইচ্ছানুসারে নিযুক্ত
 বা মুক্ত করিতে পারেন, বুঝিতে হইবে
 তাঁহারই বশিষ্ঠ শক্তি হইয়াছে । যিনি নিজের

যত্র কামাবশায়িত্বং ত্রৈলোক্যে সচরাচরে ।
 ইচ্ছয়া চেন্দ্রিয়ানি স্থাৰ্ভবন্তি ন ভবন্তি চ ॥ ১৭
 শব্দঃ স্পর্শো রসো গন্ধো রূপকৈব মনস্তথা ।
 প্রবর্ততেহস্ত চেচ্ছাতো ন ভবতি তথেষ্টয়া ॥১৮
 ন জায়তে ন ম্রিয়তে ভিধ্যতে ন চ ছিদ্যতে ।
 ন দহতে ন মুহতে হীয়তে ন চ নিপ্যতে ॥ ১৯
 ন ক্রীড়তে ন ক্ষরতি ন বিদ্যাতি কদাচন ।
 ক্রিয়তে চৈব-সৰ্বত্র তথা বিক্রিয়তে ন চ ॥ ২০
 অগন্ধরূপরূপ স্পর্শশব্দবিবৰ্জিতঃ ।
 নির্ঘম্যো নিরহঙ্কারো বুদ্ধিস্তানবিবৰ্জিতঃ ॥ ২১
 অবর্ণো হবরশ্চৈব তথা বর্ণচ কহিচিং ।
 ভুক্তেন্থং বিঘ্নাংশ্চৈব বিঘ্নৈশ্চ চ যুক্তো ॥ ২২
 জ্ঞাত্বা তু পরমং স্মৃত্যং স্মৃত্বাচ্চাপবর্গকঃ ।
 ব্যাপকস্তপবর্গাক্ষ ব্যাপিত্বাং পুরুষঃ স্মৃতঃ ॥ ২৩
 পুরুষঃ স্মৃত্যবাত্তু ঐশ্বৰ্য্যে পরতঃ স্থিতঃ ।
 গুণস্তরস্ত ঐশ্বৰ্য্যে সৰ্বতঃ স্মৃত উচ্যতে ॥ ২৪

ইন্দ্রিয়গণকে আপনার ইচ্ছামত ত্রিলোকের
 সমস্ত স্থানেই কার্য্যে নিযুক্ত ও মুক্ত করিতে
 পারেন, তাঁহারই কামাবশায়িত্ব স্বীকার করা
 যায় । এই সময়ে তিনি শব্দ, স্পর্শ, রূপ,
 রস ও গন্ধাদি বিষয়ে ইচ্ছানুসারে মন প্রবর্তিত
 ও অপ্রবর্তিত রাখিতে পারেন এবং জন্ম, মৃত্যু,
 ভেল, ছেলন, দহন, মোহ, নিপত্তা, কয়, ক্ষয়
 ও দুঃখ প্রভৃতি কোন কিছুতে কদাচ সংশ্লিষ্ট
 না হইয়া কখন কার্য্য আরম্ভ এবং কখন বা
 কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া থাকেন । স্মৃত্যং
 তখন তিনি শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধশূন্য, নির্ঘম্য,
 নিরহঙ্কার, নির্বুদ্ধি, অজ্ঞান, অবর্ণ ও অবর
 হইয়া বিষয়ান্ধ পরিহার করত বিষয় ভোগ
 করেন । এইরূপে পরম স্মৃতির অমৃতত্ব
 হইলে পর মোক্ষের ব্যাপকতা গুণবশতঃ
 সেই মোক্ষার্থী ব্যক্তিও ব্যাপক পুরুষ নামে
 অভিহিত হইয়া থাকেন । স্মৃত্যবাত্তু
 পুরুষ ঐশ্বর্য হইতে বিভিন্ন, কিন্তু স্মৃত্য
 ঐশ্বৰ্য্যের গুণাত্মক বলিয়া কথিত হয় ।

ঐশ্বর্যমপ্রতিষাতি প্রাপ্য যোগমমুত্তমম্ ।

অপবর্গং ততো গচ্ছন্ত সুস্থস্য পরমং পদম্ ॥

ইতি ত্রীব্রহ্মাণ্ডে মহাপুরাণে যোগৈশ্বর্যধ্যানি
নাম ষাণ্শোহধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ।

বায়ুকুবাচ ।

তথৈবাগতবিজ্ঞানো রাগাং কন্ম সমাচরন ।

রাজসং তামসং বাপি ভুক্ত্বা তত্রৈব যুগ্মতে ॥ ১

তথা মুকুতকন্মা তু ফলং স্বর্গে সমধুতে ।

তস্মাদ্ভূতানাং পুনর্ভ্রষ্টো মানুস্যমমুপদ্যতে ॥ ২

তস্মাৎ ব্রহ্ম পরং হৃদ্যং ব্রহ্মণাশ্রতমুচ্যতে ।

ব্রহ্ম এব হি স্বেবেত ব্রহ্মৈব পরমং সুখম্ ॥ ৩

পরিশ্রমস্ত যজ্ঞানাং মহতর্থেন বর্জ্যতে ।

ভূয়ো মৃত্যুবশং যাতি তস্মাৎ মোক্ষঃ পরং সুখম্ ॥

কথিত অপ্রতিষাতি ঐশ্বর্যযুক্ত স্মৃত্যুংকুট যোগ
প্রাপ্তি হইলে, তৎপরে হৃদ্য পরমপদস্বরূপ
মোক্ষ প্রাপ্তি হইয়া থাকে । ১২—২৫ ।

ষাণ্শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

বায়ু বলিলেন, উল্লিখিত প্রকারে জ্ঞান-
লাভ করিয়াও অভিলাষবশতঃ পুনরায় রাজস
বা তামস কার্যের আরম্ভ করিলে, কন্মাত্ম-
সারে তাহার ফলভোগে নিযুক্ত হইতে হয় ।
মুকুতের অনুষ্ঠান করিলে, স্বর্গে তাহার ফল
ভোগ করিবার পর সেই স্থান হইতে ভ্রষ্ট
হইয়া পুনর্বার মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করিতে
হয় । অতএব পরমহৃদ্য ব্রহ্মের নিত্যই নিয়ত
সেবা করা কর্তব্য ; কেননা ব্রহ্মই পরম
সুখ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন । যজ্ঞ-
সকল অত্যন্ত পরিশ্রম ও অর্থসাধ্য এবং
তদ্বারা যে ফল হয়, তাহা হইতে মৃত্যুর আক্র-
মণ অতিক্রম করা যায় না ; এক্ষণ মোক্ষই

অথ বৈ ধ্যানসংযুক্তো ব্রহ্মবজ্রপরায়ণঃ ।

ন স স্তাদ্ভ্যাপিতুং শক্যো মনস্তরশতৈরপি ॥ ৫

দৃষ্ট্বা তু পুরুষং দিব্যং বিশ্বাখ্যং বিশ্বরূপিনম্ ।

বিশ্বপাদশিরোগ্রীবং বিশেষশং বিশ্বভাবনম্ ।

বিশ্বসংকং বিশ্বমালাং বিশ্বাস্বরধরং প্রভূম্ ॥ ৬

গোভির্মহো সংযততে পতত্রিণং

মহাস্মানং পরমমতিং বরৈণ্যম্ ।

কবিং পুরাণমনুশাসিতারং

হৃদ্যাত হৃদ্যং মহতো মহাত্মম্ ।

যোগেন পশ্যন্তি ন চক্ষুষা, তং

িরিঙ্গিৎ পুরুষং রুদ্রবর্ণম্ ॥ ৭

অলিঙ্গনং ত্রিগুণং নির্দ্বিকারং

সলিঙ্গনং নির্গুণং চেতনকং ।

নিত্যং সদা সর্বগতস্ত শৌচং

পশ্যন্তি যুক্তা হচলং প্রকাশম্ ॥ ৮

তদ্ভাবিতেন্তেজসা দীপ্যমানঃ

অপাণিপাদোদরপার্শ্বাভিহঃ ।

পরম সুখ বলিয়া পরিগণিত ; সুতরাং যে ব্যক্তি
ব্রহ্মবজ্রপরায়ণ হইয়া ধ্যানাবস্থান করেন,
বিশ্বসংজ্ঞক, বিশ্বরূপ-পাদ-শিরোগ্রীবাসম্পন্ন,
বিশেষশর, বিশ্বভাবন, বিশ্বসংক, বিশ্বমালা ও বিশ্বা
স্বরধারী দিব্যপুরুষের দর্শন জ্ঞাত শত মনস্তরও
তাঁহাকে আর ব্যাপ্ত করিতে পারে না । যিনি
ইন্দ্রিয়গণের সহিত মিলিত হইলে যত্নপরায়ণ
হন, যিনি মহৌ অর্থাৎ স্বপ্রকাশ তেজোময়,
যিনি পত্তনলীল, জগতের পরিব্রাজকতা এবং
যিনি মহাস্মা, পরমমতি, শ্রেষ্ঠ, কবি, পুরাণ-
পুরুষ, অনুশাসক, হৃদ্য হইতেও হৃদ্য ও মহৎ
হইতেও মহান, সেই নিরিঙ্গিয় রুদ্রবর্ণ পুরুষ
কেবল যোগ দ্বারাই দৃষ্ট হইয়া থাকেন ; কিন্তু
কদাচ তিনি চক্ষুর গোচরীভূত হইবেন না এই
লিঙ্গহীন ত্রিগুণ, নির্দ্বিকার, লিঙ্গযুক্ত, নির্গুণ,
চেতন, নিতা, সর্বদা সর্বগত, পবিত্র, অচল
ও স্বপ্রকাশ পুরুষকে যুক্তি দ্বারা দর্শন করা
যায় । এই চেতনীয় পুরুষ তেজঃপ্রদীপ্ত,
কঁহাব দন্ত নাই, পদ নাই, উদর নাই, পার্শ্ব

অতীন্দ্রিয়ঃ সদ্যপি হৃদয়ঃ একঃ
পশ্চাত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যাকর্ণঃ ।
নাস্তস্ত্যবুদ্ধং ন চ বুদ্ধিরস্তি
স বেদ সৰ্ব্বং ন চ বেদবেদ্যাঃ ॥ ৯
তমাহরদ্রাং পুরুষং মহাত্মং
সচেতনং সৰ্ব্বগতং সূক্ষ্মম্ ।

তমাহরদ্রাং সর্বে লোকে প্রসবধক্ষ্মিণীম্ ।
প্রকৃতিং সৰ্বভূতানাং যুক্তাঃ পশ্চাত্তি চেতসা ॥ ১০
সৰ্বভূতঃ পানিপানাত্তং সৰ্বভোহক্ষিপিরোমুখম্ ।
সৰ্বভূতঃ ক্রতিমালোকে সৰ্বসাম্যাত্ত তিষ্ঠতি ॥ ১১
যুক্তা যোগেন চেশানং সৰ্বভূতং সনাতনম্ ।
পুরুষং সৰ্বভূতানাং তমাহরদ্রাতা ন মুহতি ॥ ১২
ভূতাস্তানং মহাস্তানং পরমাস্তানমব্যয়ম্ ।
সৰ্বাস্তানং পরং ব্রহ্ম তদৈ ধাত্তা ন মুহতি ॥ ১৩
পবনো হি যথা গ্রাহো বিচরন্ সৰ্বমুত্তিস্থি ।
পুৰি শেতে তথাত্রে চ তস্যাত্ত পুরুষ উচ্যতে ॥ ১৪
অথ চেল্পপুধ্বশ্চ স বিশেষৈশ্চ কৰ্ম্মভিঃ ।

নাই, জিহ্বা নাই, তিনি অতীন্দ্রিয়, অতি-
সূক্ষ্ম ও অতিবীর । ইনি চক্ষুঃশূন্য হইলেও
দর্শন করেন এবং কর্ণবিহীন হইয়াও শ্রবণ
করেন; ইহার বুদ্ধি না থাকিলেও কোন বিষয়
ইহার অবুদ্ধ নহে এবং ইনি সৰ্বভূত ও বেদের
অবিষয় অর্থাৎ বৈদিক শব্দ দ্বারাও ইহায় প্রকৃত-
রূপ সম্পষ্টভাবে পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না ।
মুনিগণ এই পুরুষকে শ্রেষ্ঠ, মহান, সচেতন,
সৰ্বগত সূক্ষ্ম বলিয়া নির্দেশ করেন এবং
যোগিজনগণ ইহাকে অস্তঃকরণ মধ্যে প্রসবধক্ষ্মিণী
প্রকৃতিরূপে দর্শন করিয়া থাকেন । ১—১০ ।
যিনি সৰ্বভূত হস্তপদ-বিস্তারী ও সৰ্বদিকে
দ্রিস্ত, ইহার চক্ষুঃ, যন্তু ও মুখ সৰ্বদিকে
বিদ্যমান, যিনি সৰ্বভূত কর্ণযুক্ত, সৰ্বস্থান আ-
বরণকারী, সৰ্বভূতের প্রভূ, ভূতাস্তা, মহাত্মা,
পরমাত্মা, সৰ্বাস্তা ও অব্যয়, সেই পরমব্রহ্মকে
যোগকালে ধ্যান করিয়া ধ্যানকারী ব্যক্তি কখনও
মোহ প্রাপ্ত হন না । সৰ্বমুত্তিতে বিচরণ অস্ত
বায়ু যেমন জাহ্ননামে অতিহিত হয়, সেইরূপ
গগনব্যাপ্তি ব্রহ্ম দেহমধ্যে অবস্থান করেন বলিয়া

ততস্ত ব্রহ্ম যোহাত্মং যৈ শুক্রেণোণিতসংযুতম্ ॥ ১৫
স্ত্রীপুংসয়োঃ প্রয়োগেন জায়তে হি পুংসঃ পুনঃ ।
ততস্ত গর্তকালেন কলনং নাম জায়তে ॥ ১৬ ॥
কালেন কলনকালি বুদ্ধনং সম্প্রজায়তে ।
মুংপিওস্ত যথা চক্রে চক্রাবর্তেন পীড়িতঃ ॥ ১৭
হস্তাত্মাং ক্রিয়মাণস্ত বিধতমুপগচ্ছতি ।
এবমাস্তাঙ্গিসংযুক্তো বায়ুনা সমুদীরিতঃ ॥ ১৮
জায়তে মানুসভূতঃ যথা রূপং যথা মনঃ ।
বায়ুঃ সন্তততে তেষাং বাতাং সম্ভারতে জলম্ ॥ ১৯
জলং সন্তততি প্রাণঃ প্রাণচ্ছত্ৰং বিবর্তিতে ।
রক্তভাগাস্তরস্ত্রিংশচ্ছক্রেভাগাশ্চতুর্দশ ॥ ২০
ভাগতোহর্দ্ধপলং কৃত্বা ততো গর্তে নিষেবতে ।
ততস্ত গর্তসংযুক্তঃ পক্ভির্বাযুভির্ভূতঃ ॥ ২১
পিতুঃ শরীরাত্ত প্রত্যাহরুপমঃ স্তাপজায়তে ।
ততোহস্ত মাতুরাহারাত্ত পীতলৌহ প্রবেশিতম্ ॥ ২২
নাভিভ্রোতঃপ্রবেশেন প্রাণাধারো হি দেহিনাম্ ।
নবমাসান্ পরিক্রিষ্টঃ সংবেষ্টতিশিরোনদরঃ ॥ ২৩

পুরুষনামে অতিহিত হইয়া থাকেন । ইহার
সুকৃতকৰ্ম্মা না হইয়া ধর্মপথ পরিত্যাগ করেন,
তাঁহার কৰ্ম্মবিশেষানুসারে স্ত্রীপুরুষসংযোগে
শুক্রেণোণিত হইতে বারম্বার যে নিম্নোক্ত জন্ম-
গ্রহণ করেন । গর্তকালে প্রথমেই কলন উৎ-
পন্ন হয়, তৎপরে কলন বৃদ্ধরূপে পরিণত
হইয়া থাকে, এই সময়ে ঘূর্ণিত চক্রের মধ্যগত
মুংপিও হস্তসংযোগ করত যেমন বিবিধ
আকারের দ্রব্য প্রস্তুত করা হয়, সেইরূপ বায়ু
ক্রিয়ানুসারে এই বৃদ্ধ হইতে আস্তা ও অস্থি-
সম্পন্ন যথাসম্ভব রূপ ও মনোবিশিষ্ট মানুসা-
কারের সৃষ্টি হয় । বায়ু হইতে শুক্রমধ্যস্থ
জলের উৎপত্তি, জল হইতে প্রাণ ও প্রাণ
হইতে শুক্রের বৃদ্ধি হইয়া থাকে । গর্তোৎ-
পত্তির মূল কারণ শুক্রশোণিত মধ্যে শোণিত
তেত্রিশ ভাগ ও শুক্র চতুর্দশ ভাগ নির্দিষ্ট ॥ ১১
—২০ ॥ এই শুক্রশোণিত উভয় বস্তুই অর্দ্ধপদ-
ভাগে গর্তমধ্যে প্রবেষ্ট হইয়া, পক বায়ু দ্বারা
আবৃত হয়; তৎপরে পিতামাতার শরীর-গুণা-
নুসারে অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি উদ্ভূত হইলে, মাতার

বেষ্টিতঃ সৰ্ব্বগাত্রৈশ্চ অপৰ্যায়ক্ৰমাগতঃ ।
 নবমাসোষিতৈশ্চ বৈশ্বানিচ্ছিদদ্বাভুগুঃ ॥ ২৪
 ততস্ত কৰ্ম্মভিঃ পাপৈর্নিরুৎ প্রাপ্তিপদ্যাতে ।
 অসিপত্রবনকৈব শাল্মলীচ্ছদভেদয়োঃ ॥ ২৫
 তত্র নির্ভৎসনকৈব পুষ্পোণানভোজনন ।
 এতাস্ত যাতনা স্বোরাঃ কুন্তীপাকমুহঃসহাঃ ॥ ২৬
 তথা হাপো ভূবচ্ছিন্নাঃ স্বরূপমুপাশ্চ বৈ ।
 তস্মাচ্ছিন্নাশ্চ ভিন্নাশ্চ যাতনাস্থানমুগতাঃ ॥ ২৭
 এবং জীবন্ত তৈঃ পাপৈস্তপ্যমানঃ স্বয়ং কুঠৈঃ ।
 প্রাপ্তুয়াৎ কৰ্ম্মভিহঃখং শেষং বা যশি চেতরম্ ॥
 একেনৈব তু গন্তব্যং সৰ্ব্বমুত্থানবিশেষনম্ ।
 একেনৈব চ ভোক্তব্যং তস্মাৎ স্নাত্যুতমাচরেৎ ॥ ২৮
 ন হেনং প্রস্থিতং কশ্চিৎকচ্ছন্তমুগচ্ছতি ।
 যদনেন কৃতং কৰ্ম্ম তদেনমুগচ্ছতি ॥ ৩০
 তে নিত্যং যমবিষয়ে বিভিন্নদেহাঃ
 ক্রোশন্তঃ সততমনিষ্টসংপ্রয়োগৈঃ ।

ভুক্ত পীত অন্নপান রস নাভিনাড়ী দ্বারা
 তাহার শরীরে প্রবেষ্ট হইয়া তাহাকে জীবিত
 রাখে। এইরূপে যথাক্রমে নবমাস যাবৎ সৰ্ব্ব-
 গাত্র দ্বারা মস্তক ও উদর বেষ্টন করত অতি
 কষ্টে অতিবাহিত করিয়া, দশমমাসে নিম্মুখ
 হইয়া যোনি ছিদ্র দিয়া নির্গত হয়। এইরূপে
 জন্মগ্রহণের পর পাপকৰ্ম্মে নিরত হইলে
 অসিপত্রবন ও শাল্মলী ছেদভেদ প্রভৃতি
 যাতনায় কুন্তীপাক নরকে গমন করিতে হয়।
 তথায় ভূসমা, পুষ্পোণিত ভোজন প্রভৃতি
 কুন্তীপাক নরকনিদিষ্ট বিবিধ যাতনা ভোগ
 করিবার পর ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ভূবিছিন্ন জলের
 শ্রায় পুনঃ স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। এইরূপে জীবগণ
 স্বয়ংকৃত কৰ্ম্মের ফলে সন্তপ্ত হইয়া, অপর
 কোন কৰ্ম্মফলজনিত দুঃখ অবশিষ্ট থাকিলে
 তাহাও ভোগ করিয়া থাকে। একটিমাত্র কৰ্ম্ম
 দ্বারাই মৃত্যুবলে পতিত হইতে হয়, আবার
 একটিমাত্র কৰ্ম্মদ্বারাই অশেষ ভোগসুখও প্রাপ্ত
 হওয়া যায়; সুতরাং কেবলমাত্র ধৰ্ম্মাচরণই
 একান্ত কর্তব্য। মৃত্যুকালে কেহই জীবগণের
 অনুগমন করে না, কেবলমাত্র কৃতকৰ্ম্মই

শুভাস্তে পরিগতবেদনাশরীরঃ
 বহুবীভিঃ হ ভৃগুমধর্ষযাতনাভিঃ ॥ ৩১
 কর্গণা মনসা বাচা যদভীষ্টং নিষেযাতে ।
 তৎপ্রদহ হরেৎ পাপং তস্মাৎ স্নাত্যুতমাচরেৎ ।
 যদৃগ্জাতানি পাপানি পূৰ্ব্বং কৰ্ম্মানি দেহিনঃ ।
 সংসারং তামনং তাদৃক্ ষড়্বিধং প্রাপ্তিপদ্যাতে ॥
 মানুষ্যং পশুভাবক পশুভাবান্মনো ভবেৎ ।
 মুগত্যাং পক্ষিভাবস্ত তস্মাট্টৈব সন্ন্যস্থপঃ ॥ ৩৪
 সন্ন্যস্থপত্যাচ্ছান্তি স্থাবরত্বং ন সংশয়ঃ ।
 স্থাবরত্বং পুনঃ প্রাপ্তে যাবহৃন্মিষ্যত নরঃ ।
 কৃশাচক্রবন্ত্যস্তস্তত্রৈব পরিবর্তনম্ ॥ ৩৫
 ইতোব্যং হি মনুষ্যাণিঃ সংসারঃ স্থাবরাস্তকঃ ।
 বিজ্ঞেয়স্তামসো নাম তত্রৈব পরিবর্ততে ॥ ৩৬
 সাত্ত্বিকশ্চাপি সংসারো ব্রহ্মাদিঃ পরিকীর্তিতঃ ।
 পিশাচান্তঃ স বিজ্ঞয়ঃ স্বর্গস্থানেষু দেহিনাম্ ॥ ৩৭
 ব্রাহ্মে তু কেবলং সত্ত্বং স্থাবরে কেবলং তমঃ ।

তাহার অনুগমন করিয়া থাকে। উল্লিখিত
 অধর্ম্মাচারিণ নিরতই যমভবনে বিভিন্ন দেহ
 ধারণপূর্বক বিবিধ অনিষ্টকর কার্যে দুঃখ ভোগ
 করে এবং বহুবিধ যাতনা ভোগপ্রাপ্ত শুদ্ধ হইয়া
 থাকে। লোকে কায়মনোবাক্যে যে সকল
 অভীষ্ট বস্তুর প্রার্থনা করিয়া থাকে, পাপ স্বীয়
 বলপ্রয়োগে তৎসমস্তই নষ্ট করিয়া ফেলে;
 এ কারণ সৰ্ব্বদা ধৰ্ম্মাচরণ প্রয়োজন। জীবগণ
 পূর্বজন্মাস্তরে ধেরূপ পাপকৰ্ম্মের অনুষ্ঠান
 করে, পরজন্মে তদনুসারেই ছয়প্রকার তামস-
 জন্ম লাভ করিয়া থাকে। কৰ্ম্মানুসারেই মনুষ্য
 হইতে পশুভাব, পশুভাব হইতে মুগত্ব, মুগত্ব
 হইতে পক্ষিভাব, পক্ষিভাব হইতে সন্ন্যস্থপত্ব
 এবং সন্ন্যস্থপত্ব হইতে স্থাবরত্ব প্রাপ্ত হইতে
 হয়। স্থাবরত্বপ্রাপ্তির পর যখন তাহার পুনর্বার
 ধর্ম্মচিন্তা উপস্থিত হয়, তখন সে কুন্তকার চক্র-
 ভ্রমণের শ্রায় পুনরায় মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া
 থাকে। এইরূপ মনুষ্য হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত
 তামসসংসার নামে অভিহিত, তাহারা পূৰ্ব্বোক্ত
 নিয়মানুসারে পুনঃ পুনঃ পরিবর্তিত হইয়া
 থাকে। ব্রহ্ম হইতে পিশাচ পর্য্যন্ত সাত্ত্বিক-

চতুর্দশানাং স্থানানাং মধ্যে বিষ্টভুক্তং ব্রজঃ ॥৩৮
কর্ম্মহু হিদ্য়ানেন্দ্রু বেদনার্কৃত্য দেহিনঃ ।
তত্ত্ব পরমং ব্রহ্ম কথং বিপ্র স্মরিত্যতি ॥ ৩৯
সংস্কারাং পূর্ব্বধর্ম্মস্ত ভাবনায়াং প্রবোধিতঃ ।
মহুয্যং ভজতে নিত্যং তস্মাৎপ্রতিত্য সম'চরৎ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডে মহাপুরাণে পাণ্ডপতযোগো
নাম ত্রয়েদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ।

ব. যুরুবাচ ।

চতুর্দশবিধং হেতুং বুদ্ধা সংসারমণ্ডলম্ ।
তথা সমারভেৎ কর্ম্ম সংসারভয়পীড়িতঃ ॥ ১
ততঃ স্মরতি সংসারং চক্রেণ পরিবর্তিতঃ ।
তস্মাত্তু সততং যুক্তো ধ্যানতৎপরযুক্তকঃ ।
তথা সমারভেৎ যোগং যথাস্থানং স পশ্যতি ॥ ২

সংসার, ইহাদিগের স্থান স্বর্গ। ব্রাহ্মসংসারে কেবলমাত্র সন্তুগণ ও স্থাবরসংসারে কেবলমাত্র তমোগুণ অবস্থিত। তন্নিম্ন চতুর্দশ স্থানস্থিত অপর পদার্থ পরম্পরায় রজোগুণ অবস্থান করে। যাতনা-পীড়িত দেহিগণ কর্ম্মাবসানে কিরূপে পরম ব্রহ্মকে স্মরণ করিবে, এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে; কিন্তু তাহার সংসার-বশতঃ পূর্ব্বধর্ম্মের ভাবনাসক্ত হইয়া মহুয্য লাভে সমর্থ হয়। অতএব ধর্ম্মাচরণই নিয়ত কর্তব্য। ২১—৪০।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

চতুর্দশ অধ্যায় ।

বায়ু বলিলেন, এইরূপে চতুর্দশ প্রকার সংসারমণ্ডল বিদিত হইয়া সংসারভয়পীড়িত ব্যক্তির ঐ ভয় হইতে বিমুক্ত হইবার অজ্ঞ একপ কর্ম্ম আচরণ করা কর্তব্য, বাহা বাগা আত্মদর্শন লাভ হয়। আত্মকে দর্শন করিতে হইলে ষোড়শক ও ধ্যানপাঠন হস্তা উচিত।

এব আদ্যঃ পরং জ্যোতিঃস্ব সেতুরমুত্তমঃ ।
বিবুদ্ধো হ্যেব ভূতানাং ন সন্তেদনশ্চ শাশ্বতঃ ॥ ৩
তদনং সেতুমাশ্রানমায়ং বৈ বিশ্বতোমুখম্ ।
হৃদিস্থং সৰ্ব্বভূতানামুপাসীত বিধানবিৎ ॥ ৪
তত্ৱাধাবাততীঃ সমাকৃ শুচিত্তদৃগতমানসঃ ।
বৈশ্বানরং হৃদিস্থং ধ্বাবদহুপূর্ব্বশঃ ॥ ৫
অপঃ পূর্ব্বং সক্রং প্রাণ্ড তুফ্যং ভূহা উপাসতে
প্রাণায়ৈতি তত্তত্ত্ব প্রথম হা'হাতিঃ স্মৃতা ॥ ৬
অপানায় বির্তীয়া তু সমানায়ৈতি চাপরা ।
উদানায় চতুর্থীতি ব্যানায়ৈতি চ পঞ্চমৌ ॥ ৭
স্বাহাকারৈঃ পরং হত্বা শেষং ভুক্ত্বীত কামতঃ ।
অপঃ পুনঃ সক্রং প্রাণ্ড জ্যোত্ম্য হৃদয়ং স্পৃশৎ ॥
ওঁ প্রাণানাং গ্রহিরাশ্রায়া রুদ্রো হ্যাত্মা বিশাতকঃ
স রুদ্রো হ্যাত্মনঃ প্রাণা এবমাপায়য়েৎ স্বয়ম্ ॥ ১০
ত্বং দেবানামপি জ্যেষ্ঠ উগ্রস্ত্বং চতুরো বুধা ।

আত্মাই সংসারের আদিভূত, জ্যোতির্ম্ময় এবং সর্ব্বোত্তম মধ্যাদারক্ষক। আত্মাই সকলের প্রধান ও সংযোগবিহীন শাশ্বত পদার্থ। সংসারসাগর-তরঙ্গের সেতু স্বরূপ ভোজ্যময় সর্ব্বমুখ ও সর্ব্বভূতের হৃদয়স্থ ঐ আত্মাই যোগবিধানজ্ঞ ব্যক্তির অধিতায় উপাস্ত। প্রথমে ভূচি ও ওদগ্ধচিত্ত হইয়া আচমনান্তে হৃদয়স্থ বৈশ্বানরকে মনে মনে ধ্যান করত আটটি আহতি দান করিবে। অনন্তর একবার আচমনপূর্ব্বক মৌনভাবে বৈশ্বানরের উপাসনা করিতে করিতে 'প্রাণায় স্বাহা' এই মন্ত্রে প্রাণহাতি নামক প্রথম আহতি দান করিবে। "অপানায় স্বাহা" এই মন্ত্রে বিতীয়াহতি, "সমানায় স্বাহা" এই মন্ত্রে তৃতীয়াহতি, "উদানায় স্বাহা" এই মন্ত্রে চতুর্থীহতি এবং "ব্যানায় স্বাহা" এই মন্ত্রে পঞ্চমাহতি দান করিয়া অবশিষ্ট স্বাহা রহিবে, তাহাই স্বয়ং ভোজন করিবে। পরে একবার জলপান করিয়া তিনবার আচমনের পর হস্তদ্বারা স্বীয় হৃদয় স্পর্শ করিবে। আত্মা এই দেহস্থিত প্রাণের গ্রহি-স্বরূপ, আত্মা বিশাতক রুদ্র। রুদ্র আত্মারও প্রাণ। এইরূপ চিন্তা করিয়া নিজের তৃপ্তিবিধান

মৃত্যুশ্লোহসি তুমস্বভ্যং তদ্বশেতকৃতং হবিঃ ॥ ১০ ॥

এবং হৃদয়মারভ্য পাদাস্মুষ্ঠে তু দক্ষিণে ।

বিশ্রাব্য দক্ষিণং পাবিং নাভিং বৈ পাবিনা স্পৃশং

ততঃ পুনরপস্পৃশ্য চাত্মানমভিনং স্পৃশং ।

অক্ষিণী নাসিকা শ্রোত্রে হৃদয়ং শির এব চ ।

দ্বাবাস্ত্রানবুভাবেতৌ প্রাপ্যপানাবুদ্বহে ॥ ১২ ॥

তয়োঃ প্রাপোহস্তরাস্ত্রাভ্য বাহোহপানোহত

উচ্যতে ।

অন্নং প্রাপন্তথাপানং মৃত্যুর্জীবিতমেব চ ॥ ১৩ ॥

অন্নং ব্রহ্ম চ বিজ্ঞেয়ং প্রজ্ঞানং প্রনবন্তথা ।

অমৃতত্বং তনি জায়ন্তে স্থিতিরনেন চেব্যতে ॥ ১৪ ॥

বর্জন্তে তেন তুতানি তস্মাদন্নং তদ্রূচ্যতে ॥ ১৫ ॥

তদেবাধৌ হতং হন্নং ভুঞ্জতে দেবদানবাঃ ।

গন্ধর্ব্বযক্ষরাক্ষসি পিশাচাশ্চানমেব হি ॥ ১৬ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মসং মহাপুরাণে পাণ্ডপতযোগো

নাম চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ।

বায়ুস্বর্গাচ ।

অত উক্কিং প্রবক্ষ্যামি শৌচাচারস্ত লক্ষণম্ ।

বদনুষ্ঠায় শুক্লাস্ত্রা প্রেতঃ স্বর্গং হি চানুষ্ঠায় ॥ ১ ॥

উদকার্ধ্যস্ত শৌচান্তং মুনীনামুত্তমং পদম্ ।

যন্ত তেষাং প্রমত্তঃ স্ত্রাং স মুনির্যবসীদতি ॥ ২ ॥

মানাবমানৌ দ্বাবেতৌ তাবাবাহুবিমামুতে ।

অবমানং বিমং তত্র মানন্তুমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

গুরোঃ প্রিরহিতে যুতঃ স তু সংবৎসরং বদেৎ ।

নির্যমেষ প্রমত্তস্ত যমেযু চ সর্গা ভবেৎ ॥ ৪ ॥

প্রাপ্যনুজ্ঞাং ততশ্চৈব জ্ঞানাগমনমুত্তমম্ ।

অবিরোধেন ধর্ম্মস্ত বিচরেৎ পৃথিবীমিমাম্ ॥ ৫ ॥

চক্ষুঃপূতং ব্রজেমার্গং বহুপূতং জলং পিবেৎ ।

সত্যপূতং বন্দেদ্বালীমতি ধর্ম্মাহুশাসনম্ ॥ ৬ ॥

পঞ্চদশ অধ্যায় ।

করিবে । তুমি শুরজ্যোষ্ঠ, উগ্র, চতুর ও ইন্দ্র,

তুমি আমাদিগের মৃত্যুসংহারক, তোমার

উদ্দেশে অর্পিত এই হবিঃ আমাদিগের

মঙ্গল সাধন করুক । এইরূপ বলিয়া হৃদয়

হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণ পাদাস্মুষ্ঠে দক্ষিণ-

হস্ত স্থাপনপূর্ব্বক পরে তদ্বারা নাভি স্পর্শ

করিবে । ১—১১ । অতঃপর পুনরায় জল

স্পর্শপূর্ব্বক স্বশরীর স্পর্শ করিয়া চক্ষুর্বাণ,

নাসিকা, কর্ণরয়, হৃদয় ও মস্তক যথাক্রমে

স্পর্শ করিবে । পূর্কোক্ত প্রাণ ও অপান এই

উভয়ই আত্মস্বরূপ । তন্মধ্যে প্রাণবায়ু অন্ত-

রাস্ত্রস্বরূপ এবং অপানবায়ু বহিরাস্ত্রস্বরূপ ।

অন্নই প্রাণ, অপান, মৃত্যু ও জীবিতস্বরূপ ।

অন্ন ব্রহ্মস্বরূপ এবং উহা প্রজাগণের উদ্ভবের

কারণ । অন্ন হইতেই ভূতগণ উৎপন্ন হয়

এবং অন্নই উহাদিগের রক্ষক । অন্ন দ্বারাই

ভূতগণের বৃদ্ধি হয় বলিয়া, উহার নাম হই-

য়াছে অন্ন । ঐ অন্ন অগ্নিতে আহুত হইলে

দেবতা, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও পিশাচ

সকল উহা ভোজন করিয়া থাকে । ১২—১৬ ।

চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

বায়ু বলিলেন,—অতঃপর শৌচাচারের

লক্ষণ বিবৃত করিতেছি, যাহার অনুষ্ঠানে শুক্লাস্ত্রা

ব্যক্তি ইহলোক পরিত্যাগের পর স্বর্গলাভ

করেন । শৌচান্ত উদকার্ধ্য মুনিগণের উত্তম-

পদ । যিনি অশ্রমস্ত হইয়া সেই কার্য্য করেন,

তিনি কখনই অবদানগ্রস্ত হন না । মান ও অপ-

মান যথাক্রমে অমৃত ও বিষস্বরূপে উল্লিখিত ।

অপমান বিষতুল্য এবং মান অমৃতরূপ নির্দিষ্ট ।

সদাচারসম্পন্ন ব্যক্তি সম্বৎসরকাল গুরুর

শ্রিয়কর্মে ও হিতে রত হইয়া তাঁহার সমীপে

বাস করিবেন । ঐ সময় সত্য যম নিয়মাদি

আচরণে সাধন হইবেন । ঐরূপ ধর্ম্মের

অবিরোধী আচরণ করিতে করিতে উত্তম

জ্ঞানলাভান্তে গুরুর আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া গৃহ-

স্থাদি আশ্রম অবলম্বনপূর্ব্বক পৃথিবীতে

বিচরণ করিবেন । মনোযোগের সহিত দেবীয়া

পথ বিচরণ করিবে, তাহা না হইলে পশ্চিমধ্যে

অনেক কীটাদি পলাষাতে বিনষ্ট হইতে পারে ।

কলস প্রভৃতি পাত্রের মুখে বস্ত্র দিয়া তন্মধ্যে

জল উঠাইয়া সেই জল পান করিবে । যে

ব্যাক্যে বিশ্বাসস্বক নাই, তাত্ত্বণ ব্যাক্যই প্রয়োগ

আতিথ্যং শ্রাদ্ধযজ্ঞেষু ন গচ্ছতঃ ধোপবিত্তং কচিৎ
 এবং হাহিংসকো যোগী ভবেদিত্তি বিচারণা ॥ ৭
 বহৌ বিধুমে ব্যাকারে সর্কস্মিন তুতবজ্জনে ।
 বিচরেন্নতিমান যোগী ন তু তেষেব নিত্যশঃ ॥ ৮
 যথৈবমবমন্তস্তে যথা পরিভবন্ত চ ।
 যুক্তস্তথা চরেন্তৈক্যং সত্যং ধর্মমদৃশয়ন ॥ ৯
 তৈক্যং চরেন্দৃগৃহেষু সনাতনগৃহেষু চ ।
 শ্রেষ্ঠা তু পরমা চেয়ং বৃত্তিরস্তোপদিষ্টতে ॥ ১০
 অত উক্লং গৃহেষু শাসীনেষু চরেন্দিগ্ধঃ ।
 শ্রাদ্ধানেষু দাস্তেষু শ্রোত্রিয়েষু মহাশ্রম ॥ ১১
 অত উক্লং পুনশ্চাপি অহুতপতিতেষু চ ।
 তৈক্যচর্যা বিবর্ণেষু জবজ্জা বৃত্তিরচ্যতে ॥ ১২
 তৈক্যং যথাগং তক্রং বা পয়ো যাবকমেব চ ।
 ফলমূলং বিপকং বা পিণ্যাকং শক্তিভোহপি বা ॥
 ইত্যেতে বৈ ময়া প্রোক্তা যোগিনাং সিদ্ধিবিধিনাঃ
 আহারাশ্চেষু মিথেষু শ্রেষ্ঠং তৈক্যমিত্তি স্মৃতম্ ॥
 অবিন্দুং যঃ কুশাগ্ৰেণ মাসে মাসে সমশ্নুত ॥

করিবে । ধর্মশাস্ত্রের অনুশাসন এইরূপই । যোগ-
 যিত্ত ব্যক্তি শ্রাদ্ধযজ্ঞে আতিথ্য গ্রহণ করিবেন
 না এবং সর্কদা অহিংসা আচরণ করিবেন ।
 যোগিব্যক্তি অস্বারহীন বহুরূপে সর্কভোজ্যে
 পরিভূত জনেরই সংসর্গ করিবেন; তাহাও
 আবার সর্কক্ষণ করিবেন না । যেখানে যোগীরা
 ভিক্ষা গ্রহণ করিতে গেলে বা করিলে অবমানিত
 ও পরিভূত হইলেন, সে সকল স্থলে ও সজ্জনের
 ধর্মে দোষারোপ না করিয়া তৈক্য গ্রহণ করা
 যোগিগণের পক্ষে যুক্তিযুক্ত । যোগী সনাতন-
 রত গৃহস্থের গৃহেই ভিক্ষা গ্রহণ করিবেন;
 উহাই তাহার শ্রেষ্ঠ বৃত্তি বলিয়া উপদিষ্ট হইয়া
 থাকে । এতদ্ভিন্ন সম্পত্তিশালী গৃহস্থ অথবা
 ধর্মবিধানী মহাত্মা শ্রোত্রিয়ের নিকট ভিক্ষা
 লইবেন । ইহা ভিন্ন নির্দিষ্ট নিকটবর্ত্ত গৃহ-
 স্থের গৃহেও ভিক্ষা করিতে পারেন; কিন্তু ইহা
 তাহার পক্ষে নিকট বৃত্তি । ভিক্ষালব্ধ যথা,
 তক্র, দুগ্ধ, দানক, বিপক, ফল, মূল, পিণ্যাক,
 এই সকলই যোগীর উৎকৃষ্ট আহার সামগ্র্য ।
 ১—১০। যে যোগী মাসে মাসে কুশাগ্র দ্বারা

গ্রাসিতো বস্ত্র ভিক্ষিত স পূর্বোক্তাধিশিষ্যতে ॥ ১৫
 যোগিনাকৈব সর্কেষাং শ্রেষ্ঠং চান্দ্রাচরণং স্মৃতম্ ।
 একং ধৌ ত্রীণ চত্বারি শক্তিভো বা সমাধয়েৎ ॥
 অশ্বেষং ব্রহ্মচর্য্যক অলোভন্ত্যাগ এব চ ।
 ব্রতানি চৈব ভিক্ষুণামহিংসা পরমার্থগ ॥ ১৭
 অক্রোধো গুরুশ্রমঃ শৌচমাহারলাভবম্ ।
 নিত্যং স্বাধ্যায় ইত্যেতে নিয়মাঃ পরিকীর্তিতাঃ ॥
 বীজযোনির্গুণপূর্বকঃ কর্ম্মভিরেব চ ।
 যথা দ্বিণ ইবারণ্যে মনুষ্যাণাং বিধীয়তে ॥ ১৯
 প্রাপ্যতে বাচিরাদেবাক্ষুণেনেব নিবারিতঃ ।
 এবং জ্ঞানেন শুদ্ধেন দক্ষবীজো হৃক্কাঃ ॥
 বিযুক্তবকঃ শান্তোহর্মনো মুক্ত ইত্যভিধীয়তে ॥ ২০
 বৈদৈন্ত্যুতাঃ সর্কযজ্ঞক্রিয়াস্ত
 যজ্ঞে জপ্যং জ্ঞানিনামাহরগ্রাম্য ।
 জ্ঞানাদ্যানং সঙ্গরাগব্যাপেত্যং
 তস্মিন প্রাপ্তে শাস্তস্তোপলব্ধিঃ ॥ ২১

ভলিহিন্দু পান করেন বা যিনি গ্রাসিতাসারে
 ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবন ধারণ করেন, জানিবে,
 সেই যোগী পূর্বোক্ত যোগী হইতে বিশিষ্ট ।
 সমস্ত যোগীর পক্ষেই শ্রেষ্ঠ ব্রত চান্দ্রাচরণ ।
 যোগিমাাত্রেরই যথাশক্তি একটি হুইটি তিনটি
 অথবা চারিটি চান্দ্রাচরণ করা কর্তব্য । অশ্বেষ,
 ব্রহ্মচর্য্য, অলোভ, ত্যাগ, অহিংসা, অক্রোধ,
 গুরুশ্রম, শৌচ, আহার-লাভ, স্বাধ্যায়, এই
 সকল যম নিয়ম যোগিব্যক্তির সর্কধা পাল-
 নীয় । আশ্রম গঙ্গ মনুষ্য কর্তৃক প্রত হইয়া
 অজ্ঞানাবাতে অচিরেই বেক্রপ বস্ত্রাচার
 করে, তেমনি সবাজ ত্রিগুণাময় শরীরধারী
 কর্ম্মবদ্ধ ব্যক্তি যোগাত্ম্যাসে ইন্দ্রিয়সমূহকে অবশে
 স্থাপন করিবে, পরে শুদ্ধ জ্ঞানদ্বারা বাসনাভাজন
 হইতে নির্মুক্ত হইলে যোগী নিম্পাপ ও বহন-
 বিহীন হইয়া পরম শান্তিলাভ করত মুক্ত বলিয়া
 কথিত হন । বেদে যথার্থ বজ্ঞাক্রিয়া
 কথিত হইয়াছে । সেই সেই বজ্ঞে আনিগণের
 সঙ্গপ্রদান উপাত্ত দেবতার নামও কীর্তিত
 হইয়াছে । উপাত্তের জ্ঞান হইতে সঙ্গ-
 রাসাদি-বাক্তি উপাত্তের ধ্যান প্রাপ্ত হওয়া

দমঃ দশঃ সত্যমকল্মষভূৎ
মৌনক ভূতেষু খিলেষথার্জ্জবম্ ।
অতীন্দ্রিয়জ্ঞানমিদং তথার্জ্জবং
প্রাহুস্তথা জ্ঞানবিশুদ্ধসত্তাঃ ॥ ২২
সমাহিতো ব্রহ্মপরোহ প্রমাদী
শুচিচিন্তধৈবাস্তরতিজিতেন্দ্রিয়ঃ ।
সমাপ্নুযুর্ধোগমিমং মহাধিয়ো
মহর্ষিঃশৈবমনিন্দিতামলাঃ ॥ ২৩
ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডে মহাপুরাণে শৌচাচারলক্ষণং
নাম পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

ষোড়শোহধ্যায়ঃ ।

আশ্রমত্রয়মুৎসৃজ্য প্রাপ্তস্ত পরমাশ্রমম্ ।
অতঃ সংবৎসরস্তান্ত্রে প্রাপ্যাজ্ঞানমনুত্তমম্ ॥ ১
অনুজ্ঞাপ্য গুরুকৈব বিচরেৎ পৃথিবীমিমাম্ ।
সারভূতমুপাসীত জ্ঞানং বজ্রজ্ঞেয়সাধকম্ ॥ ২
ইদং জ্ঞানমিদং জ্ঞেয়মিতি যন্তুযিতচ্চরেৎ ।

যায় এবং তাহা পাইলে পরম নিত্য-পদ-লাভ হয়। জ্ঞানবিশুদ্ধ-সত্তা যোগিগণ শম, দম, সত্যপরতা, নিষ্পাপত্ব, মৌন ও অখিলভূতে সারল্য প্রভৃতিকেই অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের নিদান বলিয়া থাকেন। যাহারা সমাহিত, ব্রহ্মনিষ্ঠ, অপ্রমাদী, শুচি, আস্ত্রপ্রিয় ও জিতেন্দ্রিয়, সেই সমস্ত ব্যক্তি এই যোগের অধিকারী। মহাজ্ঞানী মহর্ষি । এই যোগাবলম্বনেই নির্মূল হইয়া, পরমানন্দ লাভ করিয়াছেন । ১৫—২৩ ।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

ষোড়শ অধ্যায় ।

যায় বলিলেন,—যোগিব্যক্তি আশ্রমত্রয় পরিত্যাগ করিয়া চতুর্থাশ্রমে গুরুর নিকট সম্বৎসর বাস করিবেন। পরে জ্ঞানলাভের পর গুরুর আজ্ঞা লইয়া সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণপূর্বক পৃথিবীর নানাস্থানে বিচরণ করিবেন। ৬

অপি কল্পসংলক্ষ্যমুন্নৈব জ্ঞেয়মবাপুয়াৎ ॥ ৩
ত্যক্তসঙ্গো জিতক্ৰোধো লব্ধ হারো জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
পিধায় বুদ্ধ্যা দ্বারাবি ধ্যানে হেবং মনো দধেৎ ॥ ৪
শূন্যবেদ্যাবকাশেষু শুহাশু চ বনে তথা ।
নদীনাং পুলিনে চৈব নিত্যং বৃন্তঃ সদা ভবেৎ ॥ ৫
বাগ্দগুণ্ডঃ কন্দুদগুণ্ড মনোদগুণ্ড তে ত্রয়ঃ ।
যত্নৈতে নিয়তা দণ্ডাঃ স ত্রিদণ্ডী ব্যবস্থিতঃ ॥ ৬
অবস্থিতো ধ্যানরতিজিতেন্দ্রিয়ঃ
শুভাশুভ হিত্য চ কর্ম্মণী উভে ।
ইদং শরীরং প্রবিমুচ্য ধর্ম্মতো
ন জায়তে ন ত্রিয়তে বা কদাচিত্ ॥ ৭
ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডে মহাপুরাণে পরমাশ্রমপ্রাপ্তি-
বর্ণনং নাম ষোড়শোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

অবস্থায় যে জ্ঞান হইতে জ্ঞেয় বস্তুর জ্ঞান হইয়া থাকে, সকল জ্ঞানের সারভূত সেই জ্ঞানের উপাসনাই কর্তব্য। কেবল ইহা জ্ঞান এবং ইহা জ্ঞেয় এইরূপ বিভক্ত জ্ঞান লাভ হইলেই হয় না, কারণ তাদৃশ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি সংস্রবকালেও জ্ঞেয় বস্তুকে প্রাপ্ত হইবেন না। সঙ্গ পরিত্যাগ ও ক্রোধ পরাজয়পূর্বক লব্ধ হারো ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া বুদ্ধি দ্বারা বিবরণ দ্বার সকল অবরোধ করত ধ্যান অবলম্বন করা কর্তব্য। আকাশের গ্রায় অবকাশসমবিত শুহা, অরণ্য, নদীতীর প্রভৃতি নির্জীব স্থানে যোগাবলম্বী হওয়া উচিত। যিনি বাকুদণ্ড, কন্দুদগুণ্ড ও মনোদগুণ্ড সাধন করিয়াছেন অর্থাৎ যাহার কথার উপর কর্ম্মের ও মনের সম্পূর্ণ শাসন রাখিবার ক্ষমতা জন্মিয়াছে, তিনিই ত্রিদণ্ডী নামে অভিহিত। এই প্রকারে যে যোগী সমাহিত ধ্যানানুরক্ত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া শুভাশুভ বিবিধ কর্ম্ম ত্যাগ করিতে সমর্থ হন, তিনিই এই দেহত্যাগের পর নিত্যধাম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাহাকে আর কখন জীব-ধর্ম্মের বশীভূত হইয়া জন্ম-মৃত্যুভোগ করিতে হয় না। ১—৭ ।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ।

বায়ুৰূপা চ ।

অত উৰ্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি যতীনাং নিশ্চয়ম্ ।
 প্রায়শ্চিত্তানি তন্মেন যানি কামকৃতানি তু ॥ ১
 অথ কামকৃতকাঃ স্মৃদ্ধাধর্মবিনো জনাঃ ।
 পাপকঃ ত্রিবিধং প্রোক্তং বাহ্যনঃকায়মন্ত্রযম্ ॥ ২
 সত্যং হি দিবা রাত্ৰৌ যেনেদং বধাতে জগৎ ।
 ন কৰ্ম্মাণি ন চাপোষ তিষ্ঠতীতি পরা শ্রুতিঃ ॥ ৩
 কথমেব প্রায়েজ্যস্ত অযুষস্ত বিধায়কং ২ ।
 তেবদ্ধারেহপ্রমত্তস্ত যোগো হি পরমং বলম্ ॥ ৪
 নহি যোগাৎ পরং কিকিররাণামিহ দৃশ্যতে ।
 তদ্বাদুযোগঃ প্রশংসতি ধর্ম্মযুক্তা মনৌষধাঃ ৫
 অবিদ্যাং বিদ্যায় তীত্ব । প্রপৈধ্যধর্ম্মমুক্তমম্ ।
 দৃষ্টৌ পরাপরং ঘোরাঃ পরং গচ্ছন্তি তৎপদম্ ॥ ৬
 ব্রতানি যানি তিক্কাণাং তৈধবোপব্রতানি চ ।
 একৈকপত্রমে তেষাং প্রায়শ্চিত্তং বিধীয়তে ৭

সপ্তদশ অধ্যায় ।

বায়ু বলিলেন,—একপে অ.যি যতিগণের
 কামকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত সযিস্তর নির্দেশ
 করিতেছি, শ্রবণ কর। স্মৃদ্ধা ধর্ম্মবিনোরা
 ইচ্ছাকৃত পাপ সম্বন্ধে বলিয়া থাকেন যে, এই
 পাপ বাক্যজ, মনোজ ও কায়জ ছেদে ত্রিবিধ ।
 এই সমুদয় কর্ম্ম হারাই জগৎ দিবারাত্র
 আবদ্ধ । এই ভগ্নং জগবিনশ্বর অযুঃ পরিমাণ-
 জাপকমাত্র । অর্থাৎ এই জগতের অস্তিত্ব
 হারাই আমরা অযুঃ পরিমাণ নিরূপণ করিয়া
 থাকি । যোগই মহামোর প্রধান বল । এই
 সংসারে যে। তির মহামোর পক্ষে আর কিছুই
 শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হয় না, এই নিমিত্তই সাধু-
 গণ যোগের বহুল প্রশংসা করেন । জ্ঞানিগণ
 যোগসিদ্ধি বিদ্যা অবিদ্যা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া
 পরম ঐক্য লাভের ব্রহ্মলোক অপেক্ষাও
 উৎকৃষ্ট পরম ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত করেন । তিক্কা-
 পত্রের বাহা ব্রত এবং ব্রতঙ্গ কর্ম্ম, তাহার এক
 একটির ব্যতিক্রম হইলে প্রায়শ্চিত্ত বিহিত

উপেতা তু স্থিরং কামাং প্রায়শ্চিত্তং বিনির্দেশেৎ
 প্রাণায়ামমযুক্তং কুর্ধ্যাৎ সাত্তপনং তথা ॥ ৮
 তৎশ্রুতি নির্দেশং কৃচ্ছ্রাস্তে সমাহিতঃ ।
 পুনরাশ্রমমগত্য চরেত্তিক্কাব্রতশ্রিতঃ ।
 ন ধর্ম্মযুক্তং বচনং হিনস্তীতি মনৌষধাঃ ১
 তথাপি চ ন কর্তব্যঃ প্রশংসো হেব দারুণঃ ।
 অহো বাগধিকঃ কশ্চিচ্ছাস্ত্যধর্ম্ম ইতি শ্রুতিঃ ।
 হিংসা হেবা পুরাস্থষ্টা দৈবতৈর্গুণিতিক্কা ১০
 যদেতদ্দ বিধং নাম প্রাণা হেতে বহিঃচরাঃ ।
 স তস্ত হরতি প্রাণান্ যো যত হরতে ধনম্ ১১
 এবং কৃত্বা স দৃষ্টায়া ভিন্নব্রতো ব্রতাক্যুতঃ ।
 ভূয়ো নির্বেদমপন্নশ্চরেচ্চাত্মায়ণং ব্রতম্ ১২
 বিধিনা শাস্ত্রদৃষ্টে মংবৎসরমিতি শ্রুতিঃ ।
 ততঃ সংবৎসরহাতে ভূয়ঃ প্রকৌণবহ্মযঃ ১৩
 ভূয়ো নির্বেদম পন্নশ্চরেত্তিক্কাব্রতশ্রিতঃ ।
 হইয়া থাকে । মাত্র ইন্দ্রিয় চরিতার্থতার নিমিত্ত
 ইচ্ছা-পূর্ব্বক স্ত্রোগমন করিলে প্রাণায়ামের
 সহিত কৃচ্ছ্রাস্তপন ব্রতরূপ প্রায়শ্চিত্ত নির্দিষ্ট
 হইয়া থাকে । কৃচ্ছ্রাস্তপন সমাহিত হইলে
 ঐ ভিক্স পুনরাশ্রম আশ্রমে আসিয়া সাবধানে
 স্ব স্ব নির্দিষ্ট কার্য্য করিতে থাকিবেন । যদিও
 পণ্ডিতগণকে পরিহাসযুক্ত বাক্য শ্রীড়া প্রদান
 না বরুণ, তথাপি এই দারুণ ব্যবহার করা
 কর্তব্য নহে । ফল কথা, যতিগণ পরিহাসচ্ছলেও
 কার্য্যকে শ্রীড়াজনক বাক্য প্রয়োগ করিবেন
 না । শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, বাক্য অপেক্ষা
 অধিক ধর্ম্ম কিছুতেই হয় না । দেবতা
 ও মুনবর্গ বাক্যকেই ভোষ্ট হিংসা বলিয়া
 উল্লেখ করিয়াছেন । ১—১০ । ধন-মান-
 বের বহিঃচর প্রাপব্রত । ধন-ব্যবহার
 ধন হরণ করেন, তিনি তাহার প্রাপব্রত
 করিয়া থাকেন । যে দৃষ্টায়া গরুধ বরণ করে,
 সে সেই অসল্যচরণে ব্রতচ্যুত হয় । এইরূপে
 কতি কতি পরে পরিভাগ উপস্থিত হইলে
 শাস্ত্রবিধিত নিয়মানুসারে একবৎসর চাত্মায়ণ
 ব্রত করিবে, ইহাতেই সে ব্যক্তির পাপ প্রশমন
 নিশ্চিত । নির্বেদ অদ্বিলে সে ব্যক্তি পুন-

অহিংসা সৰ্বভূতানাং কৰ্মণা মনসা গিরা ॥ ১৪
 আকামানপি হিংসেত যদি ভিক্ষুঃ পশুন মৃগান্ ।
 কৃচ্ছাতিকৃচ্ছং কুৰ্বীত চান্দ্ৰায়ণমথাপি বা ॥ ১৫
 স্বদেদিস্ত্রিয়দৌৰ্ব্বিধ্যাং স্ত্রিয়ং দৃষ্ট্বা যতির্ধনি ।
 তেন ধারয়িতব্যং বৈ প্রাণায়ামাস্ত যোড়শ ॥ ১৬
 দিব্য ক্ষমস্ত বিপ্রস্ত প্রায়শ্চিত্তং বিধীয়তে ।
 ত্রিরাত্রমুপবাসংচ প্রাণায়ামশতং তথা ॥ ১৭
 রাত্ৰৌ ক্ষমঃ শুচিঃ স্নাতো দ্বাদশৈব তু ধারণাঃ ।
 প্রাণায়ামেন শুদ্ধাস্তা বিরজা অয়ন্তে বিজঃ ॥ ১৮
 একাশ্রমং মধু মাংসং বা হ্যামশ্রাদ্ধং তথৈব চ ।
 অভোজ্যানি যতীনাঞ্চ প্রত্যক্ষসবধানি চ ॥ ১৯
 একৈকাতিক্রমে তেষাং প্রায়শ্চিত্তং বিধীয়তে ।
 প্রাণাপত্যেন কৃচ্ছ্বেণ ততঃ পাপাৎ প্রযুচ্যতে ॥
 যাতিক্রমেচ্চ যে কেচিত্তদ্বায়নঃ কাশ্মসত্ত্বম্ ।
 সন্তিঃ সহ বিনিশ্চিত্য বদ্রুয়ন্তঃ সমাচরেৎ ॥ ২১
 বিগুহুৰ্দ্ধিঃ সমলোষ্ট্রিকাঙ্কনঃ
 সমস্তভূতেশু চরন্ সমাহিতঃ ।

স্বীয় ভিক্ষুর্ত্তি অবলম্বন করিয়া অতল্লিতভাবে
 অবস্থান করিবে; কাশ্মনোবাক্যে সৰ্বভূতে
 হিংসাশূন্য হওয়া অবশ্যকর্তব্য। যদি ভিক্ষু
 অনিচ্ছাক্রমেও কোন পশু, কি মৃগের হিংসা
 করেন, তবে তাঁহার কৃচ্ছাতিকৃচ্ছ বা চান্দ্রায়ণ
 করা বিধেয়। যদি কোন যতির কামিনীসমন্বনে
 ইন্দ্রিয় দৌৰ্ব্বিধ্য হেতু রেতঃস্খলন হয়, তবে
 তিনি যোড়শবার প্রাণায়াম করিবেন। দ্বাদশে
 একরূপ রেতঃস্খলনে ব্রাহ্মণের ত্রিরাত্র উপবাস
 ও শতসংখ্যক প্রাণায়ামরূপ প্রায়শ্চিত্ত বিহিত
 হইয়া থাকে। রাত্রেই রেতঃস্খলনে স্নান ও
 দ্বাদশবার প্রাণায়ামে শুদ্ধি কথিত হয়। ব্রাহ্মণ
 প্রাণায়াম ছাড়াই নিষাপ হইয়া শুদ্ধি লাভ
 করেন। একাশ্রম, মধু, মাংস, আমশ্রাদ্ধ ও প্রত্যক্ষ
 লবণ যতির অভক্ষ্য। উহাদের এক একটির
 বজ্রনে কৃচ্ছ প্রাণাপত্যরূপ প্রায়শ্চিত্ত শুদ্ধির
 অস্ত্র বিহিত হয়। ভ্রমক্রমে বাক্য, মন ও
 শরীরদ্বারা পাপকর্ম্ম অসুষ্ঠিত হইলে সাধুগণের
 পরামর্শানুসারে তাঁহাদের ব্যবস্থা হইয়া প্রায়-
 শ্চিত্ত করা কর্তব্য। যে ব্যক্তি বিগুহুচিহ্ন,

স্থানং ধ্রুবং শাখতমব্যয়ং সত্যং
 পরং স গত্য ন পুনর্হি জায়তে ॥ ২২
 ইতি শ্রীব্রহ্মসং মহাপুরাণে যতিপ্রায়শ্চিত্ত-
 বিধিনির্নাম সমুদ্রদেশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ।

বায়ুক্ৰবাচ ।

অত উক্কং প্রবক্ষ্যামি অরিষ্ঠানি নিবোধত ।
 যেন জ্ঞানবিশেষেণ মৃত্যুং পশ্যতি চাস্তনঃ ॥ ১
 অরুক্ষতীং ধ্রুবকৈব সোমচ্ছায়াং মহাপঞ্চম ।
 যো ন পশ্যেৎ স নো জীবেরঃ সংবৎসরাৎ পরম্
 অরশ্চিবন্তমালিতং রাশিাংস্তক পাবকম্ ।
 যঃ পশ্যেদ্ব চ জীবতে মানাদেকালশাং পরম্ ॥ ৩
 বহ্মেন্দ্রুতং করীষং বা সুবর্ণং ব্রজতং তথা ।
 প্রত্যক্ষমথ বা স্বপ্নে লণ মালান্ স জীবতি ॥ ৪

বাহার লোষ্ট্রকাঙ্কনে সমান জ্ঞান এবং যিনি
 সমাহিত-চিত্ত হইয়া সৰ্বভূতে সমভাবে বিচরণ
 করেন, তিনিই নিত্য, অব্যয়, সজ্জনোচিত
 পরম অকরুণ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তাঁহাকে
 পুনঃ পুনঃ ভ্রমভোগ করিতে হয় না ॥ ১—২২ ॥

সমুদ্রশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশ অধ্যায় ।

বায়ু বলিলেন,—অতঃপর বাহা অবগত
 হইলে মনুষ্য নিজের মৃত্যু জানিতে পারেন,
 সেই সকল অরিষ্ট লক্ষণ কীর্তন করিতেছি,
 শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি অরুক্ষতী, ধ্রুব, চন্দ্র-
 ছায়া ও মহাপঞ্চমুখে পান না, তিনি এক
 বৎসর পরেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকেন।
 যিনি সৰ্বদা সূর্যকে রাশিযীন ও অর্যকে রাশি-
 ময় দেখেন, তিনি একাদশ মাসের অধিক
 জীবিত থাকেন না। যিনি স্বপ্নে কিম্বা জাগ্রত
 অবস্থায় মৃত, করীষ সুবর্ণ বা ব্রজত বমন করেন,
 তাঁহার জীবন লণমাস মাত্র অবশিষ্ট আছে

অগ্রাতঃ পৃষ্ঠতো বাপি ধণ্ডং যন্ত পদং ভবেৎ ।
 পাংস্তলে কর্দমে বাপি সপ্ত মাসান্ স জীবতি ॥৫
 কাকঃ কপোতো গৃধ্রা বা নিলোমেদ্যন্ত মুর্ছনি ।
 ক্রথ্যানো বা খগঃ কশ্চিৎ যমাসান্নাশিবর্ততে ॥ ৬
 বধোঘায়সংভুক্তীতিঃ পাংস্তুর্ধ্বং বা পুনঃ ।
 ছায়ানং বা বিকৃতানং পশ্চোচ্চতুঃপদং স জীবতি ॥৭
 অনন্ত্রে বিদ্রুতং পশ্চোদ্বদিক্কাং দিশমশ্রিত্যম্ ।
 উনকেত্বধূর্বাপি ত্রয়ো যো বা স জীবতি ॥ ৮
 অপস বা যদি বাদর্শে ভাস্ত্রানং যো ন পশ্যতি ।
 অশিরন্তং তথাস্ত্রানং মাসাদূর্দ্ধং ন জীবতি ॥ ৯
 শবগন্ধি ভবেদগাত্রং বসাগন্ধি হৃথাপি বা ।
 মৃত্যুর্হা পশ্চিৎস্তম্ভং বর্দ্ধমানং স জীবতি ॥ ১০
 সন্তিম্নো মাকুতো যন্ত মর্ষস্থানানি কুন্ততি ।
 আন্তিঃ স্পৃষ্টো ন হৃথোচ্চ তন্ত মৃত্যুরূপ হৃতঃ ॥১১

জানিতে হইবে। সম্মুখে পশ্চাতে বুলিতে বা কর্দমে যাহার পদচিহ্ন খণ্ডিতাকার দৃষ্ট হয় তাঁহার জীবনের সাত মাস মাত্র অবশিষ্ট আছে জানিতে হইবে। কাক, কপোত, গৃধ্র অথবা অপর কোন মাংসানী পক্ষী যাহার মস্তকে পতিত হয়, তাহার জীবন ছয়মাস মাত্র বুলিতে হইবে। যিনি বায়ুসপ্তক্ৰি বা গাংস্তুর্ধ্বং আবদ্ধ হইলেন, অর্থাৎ যাহার চারিদিকে কাক উড়িতে থাকে বা যাহার চতুর্পার্শ্বে ছাই উড়িয়া পড়ে অথবা যিনি নিজের ছায়া নিম্নত দর্শন করেন, তাঁহার জীবনের পাঁচমাস মাত্র অবশিষ্ট আছে বুলিবে। যিনি বিনাশেষে দক্ষিণদিকে বিদ্রুত দর্শন করেন অথবা ইন্দ্রদহ দেখেন, তিনি তৎপরে দুই তিন মাস কালমাত্র জীবিত থাকেন। যিনি সলিলে বা আদর্শে নিজের প্রতিবিম্ব দেখিতে পান না অথবা আপনাকে মস্তকহীন দেখেন, একমাস মগোই তাঁহার মৃত্যু জানিতে হইবে। যাহার শরীর শবগন্ধি অথবা বসাগন্ধি হয়, তাঁহার মৃত্যু অতি নিকটবর্তী, বলা বাহুল্য, পঞ্চদশ দিনের অধিক তিনি জীবিত থাকেন না। ১—১০। যাহার সম্মুখস্থান বাসতে পীড়িত হয় এবং যাহার শরীর জলস্পর্শে রোমকিত না হয়, তাঁহার মৃত্যু উপস্থিত

কৃকবানরযুক্তেন রথেনাশান্ত দক্ষিণাম্ ।
 গায়ত্র্যং ব্রহ্মেৎ স্বপ্নে বিন্যাস্তুরূপস্থিতঃ ॥ ১২
 কৃকানরধরা শ্রামা গায়ত্রী বাথ চাক্রনা ।
 যময়েদক্ষিণামাশং স্বপ্নে মোহপি ন জীবতি ॥১৩
 ছিত্রং বাসন্ত কৃকক স্বপ্নে যো বিদ্রুগ্নরঃ ।
 ভগ্নং বা শ্রবণং দৃষ্টা বিন্যাস্তুরূপস্থিতঃ ॥ ১৪
 আমস্তকভলদ্যন্ত নিমঃস্বং পক্ষমাকর ।
 দৃষ্টা তু তাদৃশং স্বপ্নং সদা এব ন জীবতি ॥ ১৫
 ভস্মাকারং স্ত কেশাংস্ত নদীং শুক্লং ভূজসমান্
 পশ্চোদ্যো দশরাত্রস্ত ন স জীবতে তাদৃশঃ ॥ ১৬
 কৃকৈশ্চ বিকটেটৈশ্চ ন পুরুষৈরুদ্যাত্যুদ্যৈঃ ।
 পাষাণৈশ্চাত্যতে স্বপ্নে যঃ সন্দো ন স জীবতি ॥
 সূর্যোদয়ে প্রত্যুসি প্রত্যাকং যন্ত বৈ শিবা ।
 ক্রোশন্তী সমুখাভোতি স গত্যুর্ভবেৎ ॥ ১৮
 যন্ত বৈ স্নাতমাত্রস্ত স্নানং পীডাতে ভ্রম্য ।
 জায়তে নন্তহর্ষৎ তং গতঃস্বয়াদিগেৎ ॥ ১৯

জানিতে হইবে। যিনি স্বপ্নকালে ভুলুক বা বানরাখিত রথে, দক্ষিণদিকে গমন করিতে করিতে গমন করেন, তাঁহার মৃত্যু অদৃশ্যবর্তী। যিনি স্বপ্নে আপনাকে কৃকানরধারিণী গানকারিণী শ্রামাদী অন্ধনাকর্তৃক দাম্বদিকে নৌগমন হইতে দেখেন তাঁহারও মৃত্যু নিকটে। যিনি স্বপ্নে আপনাকে ছিন্নভিন্ন কৃকবানর পরিহিত দেখেন, কিম্বা শ্রবণশক্তিহীন বিবেচনা করেন, তাঁহারও মৃত্যু নিকটবর্তী জানিতে হইবে। যিনি স্বপ্নে পক্ষময় জলবি মধ্যে আপনাকে মস্তক পণ্ডিত ময় করিতে দেখেন, তাঁহার সদ্যই মরণ ঘটে। যিনি স্বপ্নে ভস্ম, অশ্রু, কেশ, শুক নদী ও ভূজসম দেখেন, দশরাত্রির মধ্যে তাঁহার মৃত্যু নিশ্চিত। যিনি স্বপ্নে আপনাকে কৃকবানর উদ্যাত্যুদ্যাতী বিকটাকার পুরুষকর্তৃক পাবানবারা আড়িত হইতে দর্শন করেন, তাঁহার সদ্যই মরণ ঘটে। প্রত্যুদয়ে বা সূর্যোদয়ে শ্রাবণী নিকরে যাহার আতিমুখে রূপ করিতে করিতে আইসে, তাহার আয়ঃ শেষ হইরকে জানিতে হইবে। স্নানমাত্র যাহার জলকরে পীড়া উপস্থিত হয় এবং নন্তহর্ষ নামক নন্তরোগ জন্মে,

ভূয়া ভূয়ঃ স্বসেদ্বস্ত রাত্রে বা যদি বা দিবা ।
দীপগন্ধক নো বৈতি বিদ্যানমৃত্যুপস্থিতম্ ॥ ২০ ॥
রাত্রে চেন্দ্রায়ুধং পশেদৃ দিবা নক্ষত্রমণ্ডলম্ ।
পরনৈত্রেযু চাস্ত্রানং ন পশেৎ স জীবতি ॥ ২১ ॥
নেত্রেদেহং ত্রবেদ্বস্ত কর্ণে স্থানাক্র ভ্রমতঃ ।
নাসা চ বক্রা ভবতি স জ্ঞেয়ো গতজীবিতঃ ॥ ২২ ॥
যস্ত কৃষ্ণা খরা তিহ্বা পঙ্কভাসক বৈ মুখম্ ।
গণ্ডে চিপিটকে রক্তে তস্ত মৃত্যুকুপস্থিতঃ ॥ ২৩ ॥
মুক্তকেশো হসংশৈব গাঃ স্ত্যত্যাংচ যো নরঃ ।
সাম্যশাভিমুখো গচ্ছন্তগন্তং তস্ত জীবিতম্ ॥ ২৪ ॥
যস্ত শ্বেদসমুদ্ভূতাঃ শ্বেতসর্বপন্নভিতাঃ ।
শ্বেদা ভবন্তি হসংস্তস্ত মৃত্যুরূপস্থিতঃ ॥ ২৫ ॥
উদ্রা বা রানভা বাপি যুক্তাঃ স্বপ্নে রণে শুভাঃ ।
যস্ত সোহপি ন জীবতে দক্ষিণাভিমুখো গতঃ ॥ ২৬ ॥
ধে চাত্র পরমেহরিষ্ঠে এতজ্জপং পরং ভবেৎ ।

যোবং ন শৃণুয়াৎ কর্ণে জ্যোতির্নে ত্রে ন পশ্যতি ।
শ্বেদে যো নিপতেৎ স্বপ্নেদ্বারকাত্ত ন বিদ্যতে ।
ন চোচ্চিষ্ঠতি যঃ স্বভ্রাস্তনস্তং তস্ত জীবিতম্ ॥ ২৮ ॥
উদ্রা চ দৃষ্টম্ চ সম্প্রতিষ্ঠা ।
রক্তা পুনঃ সম্প্রিবার্তমানা ।
মুখস্ত চোদ্রা শুধিরা চ নাভি-
রত্যুসমুদ্ভূতা বিষমহ এব ॥ ২৯ ॥
দিবা বা যদি বা রাত্রে প্রত্যক্ষং যোহন্তি হস্ততে
তং পশেদধ হস্তারং স হস্তস্ত ন জীবতি ॥ ৩০ ॥
অগ্নিপ্রবেশং কুরুতে স্বপ্নান্তে যস্ত মানবঃ ।
স্মৃতিং নোপলভেচ্চাপি তদন্তং তস্ত জীবিতম্ ॥ ৩১ ॥
যস্ত প্রাবরণং শুক্লং স্বকং পশ্যতি মানবঃ ।
রক্তং কৃষ্ণমপি স্বপ্নে তস্ত মৃত্যুরূপস্থিতঃ ॥ ৩২ ॥
অরিষ্টহৃতিতে দেহে তাম্বন্ কাল উপাগতে ।
ভ্যক্তা ভয়বিধাৎক উদ্রগচ্ছেদবুদ্ধিমানঃ ॥ ৩৩ ॥
প্রাচ্যাং বা যদি বোদীচীং দিশং নিষ্ক্রম্য বৈ শুচি

তাহারও মৃত্যু অদূরবর্তী বুঝিবে। যে ব্যক্তি
অহোরাত্র ঘন ঘন শ্বাস ত্যাগ করেন এবং
যিনি দীপনির্বাণগন্ধ প্রাপ্ত হন না, তাহার
মৃত্যু উপস্থিত বুঝিতে হইবে। ১১—২০ ।
যিনি রাত্রিকালে ইন্দ্রধনু ও দিবাভাগে নক্ষত্র-
মণ্ডল দর্শন করেন এবং অপরের চক্ষু মধ্যে
নিজের প্রতিবিম্ব দেখিতে পান না, তাহারও
জীবন নিঃশেষ হইয়াছে বুঝিতে হইবে।
যাহার একটি নেত্র দিয়া সর্বদা জল পতিত
হইয়া থাকে, কর্ণ দুইটী নিয়মিতকৈ ঝুলিয়া
পড়িয়াছে এবং নাসিকা বক্রাকৃতি হইয়াছে,
তাঁহার মরণ অদূরবর্তী বুঝিবে। যাহার তিহ্বা
ধারাল ও কৃষ্ণবর্ণ, মুখ বিবর্ণ এবং গণ্ড ও
চিবুক রক্তবর্ণ হয়, তাহারও নীচ্রাই মৃত্যু ষ্টে।
যে ব্যক্তি স্বপ্নে মুক্তকেশে হস্ত, গীত ও নৃত্য
করিতে করিতে দক্ষিণদিকে যাইতে থাকেন,
তাঁহারও মৃত্যু নিকটবর্তী। যাহার গাত্র হইতে
বেতসর্বপের ছায়া নিয়ত বর্ষাবিন্দু বহির্গত
হইতে থাকে, জানিতে হইবে, তাহার মৃত্যু
নিকটবর্তী। যিনি স্বপ্নে উদ্র বা গর্দভযুক্ত
রূপে আপনাকে দক্ষিণাভিমুখে দীর্ঘমান
দেখেন, জানিতে হইবে তাঁহারও জীবন

শেষ হইয়াছে। যাহার কর্ণে শব্দশ্রবণ
এবং চক্ষুতে জ্যোতির্দর্শন হয় না, জানিবে
তাঁহার এই দুইটিই প্রধান অরিষ্ট। যে
ব্যক্তি রূপাবস্থায় গর্তমধ্যে পতিত হইয়া
ঐ গর্ত হইতে উঠিবার পথ পায় না, বুঝিবে
তাঁহার জীবন শেষ হইয়াছে। যাহার চক্ষুর
দৃষ্টি নানাদিকে পরিবর্তিত হইলেও বিষয়বিরহিত
হইয়া উদ্রদিকে অবস্থান করে; যাহার মুখ
হইতে উদ্রা বহির্গত হয়, নাভি গর্তের ছায়া ও
মূত্র অত্যুচ্চ হইয়া যায়, তাহার জীবন সংশয়
জানিবে। যিনি দিবসে বা রাত্রিকালে স্বপ্নে
নিজ হস্তকে সন্মুখে দেখেন এবং আপনাকে
হত বলিয়া বিবেচনা করেন, তাঁহারও জীবন
অবসান জানিতে হইবে। যে ব্যক্তি স্বপ্না-
বস্থায় অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করেন, কিন্তু তাঁহার
মনে থাকে না, তাঁহার মৃত্যু সন্ধ্যাই ষ্টে। যে
ব্যক্তি স্বপ্নে নিজের প্রাপ্তপন্ন ভরু রক্ত কিম্বা
কৃষ্ণবর্ণ দেখেন, জানিতে হইবে তাঁহার মৃত্যু
সন্নিকট। এইরূপ অরিষ্ট সকল দৃষ্ট হইলে,
বুদ্ধিমান ব্যক্তি তজ্জন্ত ভয় বা বিস্ময় করিবেন
না। তিনি তখন পূর্ষ বা উত্তরদিকে গিয়া

সমেহতিহাবরে দেশে বিবর্তে জনবর্জিতে ॥ ৩৪ ॥

উদযুগঃ প্রায়ুখো বা স্বহঃ স্বাচাত্ত এব চ ।

স্বস্তিকে পনিবিশেষে নমস্কৃত্য মহেশ্বরম্ ।

সমকায়শিরোগ্রীবং ধারয়েন্নালোকয়েৎ ॥ ৩৫ ॥

বধা দীপো নিবাতহো নেত্রতে সোপমা স্মৃতা ।

প্রোত্তরকৃৎপ্রবেশে দেশে তস্যং যুক্তো যোগবিন্ ॥

প্রাণে চ রমতে নিত্যং চক্ষুঃ স্পর্শনে তথা ।

প্রোত্তে মনসি বুদ্ধৌ চ তথা বকসি ধারয়েৎ ॥ ৩৬ ॥

কালধর্মকি বিজ্ঞায় সমুদ্বৈক্যে সর্কশঃ ।

শতমুখশতং বাপি ধারণাং নৃদ্ধি ধারয়েৎ ॥ ৩৮ ॥

ন তন্ত ধারণাযোগাভাসঃ সর্কশঃ প্রবর্ততে ।

ততস্তাপুরয়েদেহং উকারেণ সমাহিতঃ ।

অথোক্তারময়ো যোগী ন জরেত্বকরী ভবেৎ ॥ ৩৯ ॥

ইতি শ্রী ব্রহ্মাণ্ডে মহাপুরাণে অষ্টোত্তা ন নাম

অষ্টোত্তাধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

সমস্ত পবিত্র নির্জনপ্রদেশে স্থঃ ও পবিত্র
ভাবে পূর্কমুখে অবধা উত্তরমুখে স্বস্তিকাসনে
উপবেশন করত আচমনাদি পূর্কক দেবাদিদেব
মহেশ্বরকে প্রণাম করিবেন । পরে সর্কশরীর
সমভাবে ধারণ করত কোন দিকে চুটি নিক্ষেপ
করিবেন না । নির্কাতদেশস্থ ঘোপ যেমন
নিশ্চলভাবে অবস্থান করে, সেইরূপ পূর্ক ও
উত্তরদিগ্ প্রবলদেশে যোগতত্ত্ব ব্যক্তি চিত্তের
ধারণা করিয়া যোগাভাস করিবেন । ধারণাকালে
যোগিব্যক্তি প্রাণ অর্থাৎ পরম ব্রহ্মে রত থাকি-
বেল এবং ক্রমে চক্ষুঃ, শ্রোত্র, স্পর্শ, মন, বুদ্ধি
ও বকঃস্থলে চিত্তের ধারণা সাধন করিবেন ।
এইরূপে মূঢ়ালক্ষণ জানিতে পারিয়া একশত
বা আটশত বার 'ও' মন্ত্র জপদ্বারা শিরে বায়ু-
ধারণ করিবে, ইহাতে বায়ু কোনদিকে পরি-
বর্তিত হইবে না; অন্তর 'ওঁকার' দ্বারা
স্থিতিতে দেহকে পুষ্ট করিলে, যোগীব্যক্তি
ওঁকারময় অর্থাৎ ওঁকারাত্মক ব্রহ্মরূপ স্থিরতা
প্রাপ্ত হইবেন, তখন কিছুতেই তাঁহাকে বিচলিত
করিতে পারে না । ২১—৩৯ ।

অষ্টোত্তাধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

একোবিংশোহধ্যায়ঃ ।

বায়ুধ্বনিচ ।

অত উক্তঃ প্রবক্ষ্যামি ওঁকারপ্রাপ্তিলক্ষণম্ ।

এম ত্রিমাত্রো বিজ্ঞোহো ব্যঞ্জনকাত্ত নমস্করম্ ॥ ১ ॥

প্রথম বৈদ্রুতী মাাত্রা বিত্যাগ তামসী স্মৃতা ।

তৃতীয়া নির্ভুগী বিদ্যামাত্রামকরগামিনী ॥ ২ ॥

গাণ্ডারীতি চ বিজ্ঞো গাণ্ডারসংসত্তবা

পিপীলিকা সমস্পর্শা প্রযুক্তা মূর্দ্ধি লক্ষ্যতে ॥ ৩ ॥

যথা প্রযুক্তমেদারং প্রতিনির্বীতি মূর্দ্ধি ।

ততোক্তারময়ো যোগী হৃদয়েভ্যস্তরী ভবেৎ ॥ ৪ ॥

প্রণবো ধনুঃশরো হাশ্বা ব্রহ্ম তন্নকাম্যুচ্যতে ।

অগ্রমন্তেন চেবিদ্ধং শরবক্ষ্যম্যো ভবেৎ ॥ ৫ ॥

ওঁমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম শুভদায়ং নিহিতং পদম্ ।

ওঁমিত্যেত্যং ত্রয়ো বেদান্ত্রয়ো লোকাষ্ট্রয়োহয়ম্ ॥

বিষ্ণুক্রমান্নস্বভূতং বৃক্কসামানি বজ্রং চ ॥ ৬ ॥

উনিবংশ অধ্যায় ।

বায়ু বলিলেন, অনন্তর ওঁকারপ্রাপ্তির
লক্ষণ কহিতেছি, শ্রবণ কর । এই সঙ্গ-
ব্যঞ্জনাত্মক ওঁকার ত্রিমাাত্র রূপে নিশ্চিত । ঐ
ওঁকারের প্রথমমাাত্রা বৈদ্রুতী, দ্বিতীয়া তামসী
ও তৃতীয়া নির্ভুগী । অক্ষরগামিনী মাাত্রাকে
এইরূপেই বিদিত হইতে হইবে । ঐ গাণ্ডার-
সত্তবা প্রণবরূপিত শক্তিকে গাণ্ডারী নামে
অভিহিত করা হয় । ঐ শক্তি যখন মন্তকে
প্রযুক্ত হয়, তখন পিপীলিকা স্পর্শের দ্বারা
স্পর্শ অনুভূত হইয়া থাকে । ওঁকার উচ্চা-
রিত হইয়া যখন শিরোদেশে গমন করে,
যোগী ব্যক্তি তখনই ওঁকারময় হইয়া অক্ষর-
রূপ হইবেন । প্রণব ধনুঃশরূপ, মন উহার
শর এবং ব্রহ্ম উহার লক্ষ্য । যদি অগ্রমন্ত-
ভাবে ঐ লক্ষ্য চিত্তদ্বারা বিদ্ধ হয়, তবে জীব
ব্রহ্মরূপ হইবেন । 'ওঁ' এই একবাক্য ব্রহ্ম-
রূপে নির্দিষ্ট । তৎসং জ্ঞানসংহার উহার
অবস্থান । ওঁকার বৃক্ক, বজ্র ও সাম এই বেদ-
ত্রয়রূপ; তুভুবঃ ও অলোকরূপ এবং
ত্রিবিধ অধিবরূপ । ইহাই বিষ্ণু ক্রমবরূপ

মাত্রাশ্চাত্ত চতস্রস্ত বিজ্ঞেয়াঃ পরমর্থতঃ ।
 তত্র যুক্তং যো যোগী তস্ত মালোক্যতাং ব্রজেৎ
 অকারম্বকরো জ্ঞেয় উকারঃ স্মরিতঃ স্মৃতঃ ।
 মকারস্ত প্লুতো জ্ঞেয়ঃ স্মিত ইতি সংজ্ঞিতঃ ॥ ৮
 অকারম্বক ভুলোক উকারো ভুব উচ্যতে ।
 সব্যঞ্জনো মকারশ্চ স্বল্পৈকিঞ্চ বিধীয়তে ॥ ৯
 ঔকারস্ত ত্রয়ো লোকাঃ শিরস্তস্ত ত্রিপিষ্টপম্ ।
 ভুবনাত্তক তৎসর্কং ব্রাহ্মং তৎপদুমুচ্যতে ॥ ১০
 মাত্রাপদং ক্রুদ্ধলোকো হুমাত্রস্ত শিবং পদম্ ।
 এবং ধ্যানবিশেষেণ তৎপদং সমুপাসতে ॥ ১১
 তস্মাদ্ধ্যানরতিনিত্যমমাত্রং হি তদক্ষরম্ ।
 উপাস্তং হি প্রযত্নেণ শান্তং পদমিচ্ছতাং ॥ ১২
 হুয়া তু প্রথম মাত্রা ততো দীর্ঘা ত্বনন্তরম্ ।
 ততঃ প্লুতবতী চৈব তৃতীয়া উপদিষ্টতে ॥ ১৩
 এতাস্ত মাত্রা বিজ্ঞেয়া বধ্যবদনুপূর্ণশঃ ।
 বাবৈচৈব তু শক্যন্তে ধার্যন্তে তাবদেব হি ॥ ১৪
 ইন্দ্রিগাণি মনোবুদ্ধিঃ ধ্যায়ন্নাস্মিন যঃ সদা ।
 অত্রাষ্টমাত্রমপি চেচ্ছৃণুয্যৎ কসমাপুণ্যং ॥ ১৫

বেদত্রয় । পরমার্থতঃ ঔকারের চারিটী মাত্রা ।
 যে যোগজিন ভাংহাতে যোগযুক্ত হইলেন, তিনি
 তৎসালোক্য লাভ করিয়া থাকেন । অকার
 অক্ষর, উকার স্বরিত এবং মকার প্লুতস্বরূপ;
 প্রণবের এই তিন মাত্রা; অকার ভুলোক,
 উকার ভুবলোক এবং সব্যঞ্জক মকার স্বলোক
 বলিয়া নির্দিষ্ট । ত্রিলোকাত্তক ঔকারের মন্তক-
 প্রদেশই ত্রিপিষ্টপ । ভুবনাত্ত সমস্ত লোকের
 আশ্রয়ভূত ঔকারই ব্রহ্মপদরূপে অভিহিত
 হইয়া থাকে । ১—১০ । ক্রুদ্ধলোক মাত্রা-
 বিশিষ্ট, পরস্ত শিবপদ মাত্রাহীন এইরূপ
 চিন্তাতে জীব তৎপদ লাভ করেন । অত-
 এব যে ব্যক্তি নিগুণ স্বাণতপদলাভে অভি-
 লষ করেন, তাহার পক্ষে সেই অমাত্র
 নিত্যপদের উপাসনা করাই এমত বিধেয় ।
 পূর্বে যে হুয়াদি তিন মাত্রা কথিত হই-
 যাছে, উহারই আনুপূর্বিক ধারণা শক্তি
 অনুসারে অভ্যাস করিবে । আত্মাতে ইন্দ্রিয়,
 মন এবং বুদ্ধির উপাসনা করিলে যে কস

মাসে মাসেই স্বমেধেন যো ব্রজেত শতং সমাঃ ।
 ন স তৎ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যং মাত্রয়া যদবাগ্নুয়াৎ ॥ ১৬
 অকিন্দুং যঃ কুণাশ্চৈব মাসে মাসে পিবেদ্রবঃ ।
 সংবৎসরশতং পূর্ণং মাত্রয়া তদবাগ্নুয়াৎ ॥ ১৭
 ইষ্টাপূর্ত্তস্ত বক্ষত সত্যবাক্যে চ যৎকলম্ ।
 অভক্ষণে চ মাংসস্ত মাত্রয়া তদবাগ্নুয়াৎ ॥ ১৮
 স্বার্থার্থে যুযমানানাং শূরাণামনিবর্ত্তিনাম্ ।
 যন্তবেত্তৎকলং দৃষ্টং মাত্রয়া তদবাগ্নুয়াৎ ॥ ১৯
 ন তথা তপসেগ্ধেণ ন যজ্ঞৈর্ভূরিদাক্ষিণৈঃ ।
 যৎফলং প্রাপ্নুয়াৎ সম্যক্ত মাত্রয়া তদবাগ্নুয়াৎ ॥ ২০
 তত্র বৈ ধোহর্কমাত্রো যঃ প্লুতো ন্যমোপদিষ্টতে ।
 এষা এব ভবেৎ কার্ঘ্যা গৃহস্থানাস্ত যোগিনাম্ ॥ ২১
 এষা চৈব বিশেষেণ ঐশ্বর্যসমলক্ষণা ।
 যোগিনাস্ত বিশেষেণ ঐশ্বর্যং হষ্টলক্ষণম্ ।
 আশ্রমাদ্যোতি বিজ্ঞেয়া তস্মাদব্যুজীত তং বিজ্ঞঃ ॥

লাভ হয়, এই অষ্টমাত্র ঔকার উপাসনা দ্বারাও
 যোগী সে যে ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেব ।
 এই ঔকার মাত্রার উপাসনা দ্বারা যে ফল
 পাওয়া যায়, শত বৎসর পর্যন্ত মাসে মাসে
 অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলেও সেই ফল প্রাপ্ত
 হওয়া যায় না । সর্কদা কুশাশ্র দ্বারা জল-
 বিন্দুমাত্র পান করত শতবৎসর তপস্তা করিলে
 যেরূপ পুণ্যসঞ্চয় হয়, এই মাত্রা উপাসনা
 দ্বারাও তদনুরূপ পুণ্য হইয়া থাকে । ইষ্টাপূর্ত্ত
 যজ্ঞে, সত্যবাক্যকথনে এবং মাংসের
 অভোজনে যে ফল, ঔকারের উপাসনাতেও
 সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় । স্বামীর উপকার
 আশয়ে যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়া বীরগণ যে
 পুণ্যসঞ্চয় করেন, ঔকার উপাসকেরও তাদৃশ
 পুণ্য হয় । অত্যাগ্র তপস্তা বা বহনক্লিষ্ট যজ্ঞ
 করিয়াও ঔকারোপাসনা-লব্ধ পুণ্যফল লাভ
 করা যায় না । পূর্বে যে অর্হমাত্র প্লুতমাত্র
 ঔকারের কথা বলা হইয়াছে, তাহাকে উপাসনা
 করা গৃহস্থ ও বেগীনগের একান্ত কর্তব্য ।
 পূর্বেকৃত ঔকারমাত্রা সকলেরই ঐশ্বর্য সমান;
 কিন্তু তদুপাসক যোগিগণের অশ্রমাদি অষ্টবিধ
 ঐশ্বর্য হইয়া থাকে । এতদন্ত মহৎ ফলমদ

এবং হি যোগী সংযুক্তঃ শুচির্দীপ্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
 আত্মানং বিন্দতে যন্ত স সর্বং বিন্দতে বিজঃ ॥
 কচা যজুঃ শি নামানি বেদোপনিষদন্তথা ।
 যোগজ্ঞানান্বাপ্নোতি ব্রাহ্মণো ধ্যানচিন্তকঃ ॥২৪
 সর্বভূতলয়ে ভূত্বা অভূতঃ স তু জায়তে ।
 কারণং সমতিক্রমং যাতি বৈ শাশ্বতং পদম্ ॥২৫
 অপি চাত্ম চতুর্হে তং ধ্যানমানচতুর্ধুখীম্ ।
 প্রকৃতিং বিশ্বরূপাখ্যাং দৃষ্ট্বা দিব্যেন চক্ষুষা ॥ ২৬
 অজামেধং লোহিতভক্তকৃষ্ণং
 বহ্নীঃ প্রজাঃ সৃজমানং স্বরূপাম্ ।
 অজো হেকো জুষমাণোহমুশেতে
 জহাতেনাং ভুক্তভোগামজোহমুঃ ॥ ২৭
 অষ্টাক্ষরাং যে'ডমপাণিপাদাং
 চতুর্ধুখীং ত্রিশিরামেকশৃগাম্ ।
 আদ্যামভাং বিশ্বস্রজাং স্বরূপাং
 জ্ঞাত্বা বুধাস্তমৃতং ব্রহ্মস্বিত্ ।
 যে ব্রাহ্মণঃ প্রবৎ বেদগ্রস্তি
 ন তে পুনঃ সংসারস্তীহ ভুয়ঃ ॥ ২৮

“ওঁ” উপাসনার প্রতি যোগিজন বিশেষ যত্ন করিবেন। যোগিজন শম, দম, ইন্দ্রিয়জয় ও শৌচসম্পন্ন হইয়া ওঁকারায়ক আত্মাকে উপাসনা করিয়া প্রাপ্ত হইলে এই সংসারের সমস্ত বন্ধনই লাভ করিয়া থাকেন। বৃক্, যজুঃ, সাম, উপনিষদ্ প্রভৃতি সমুদায়ই যোগানুষ্ঠানে জানা যায়, কোন বিষয়ই অপরিজ্ঞাত থাকে না। ওঁকার উপাসন করা ভূতের লভ্যস্থান হইয়া স্বয়ং উৎপত্তি প্রভৃতি বিকারযুক্ত হইয়া এবং সমস্ত কার্যাবরণের অতীত হইয়া শাশ্বত পদ লাভ করেন। পুরুষেরা ‘ওঁ’ উপাসনা করিয়া চক্ষুঃ লাভ করিয়া এই চতুর্ধুখী, নিত্য, লোহিত, শুক্ল কৃষ্ণবর্ণ, বহুবিশ প্রজাসৃষ্টিকারী, স্বরূপপরিণামবতী, বিশ্বরূপাখ্যা প্রকৃতিকে দর্শন পূর্বক তদীয় দোষাদি বিমিত হইয়া তাহাকে পরিত্যাগ করেন। ১০—২৭। এই অষ্টপদা, ষোড়শপাণিপাদা, চতুর্ধুখী, ত্রিশিরা, একশৃগা, আদ্যা অজা, বিশ্বরূপা, প্রবৎভক্তিকে পরিজ্ঞাত হইলে,

ইত্যেতদক্ষরং ব্রহ্মপরমোক্ষারসংজ্ঞিতম্ ।
 যন্ত বেদগ্রস্তে সমাকৃ তথা ধ্যায়তি বা পুনঃ ॥২৯
 সংসারচক্রমুৎসৃজ্য মুক্তবন্ধনবন্ধনঃ ।
 অচলং নির্ভবং স্থানং শিবং প্রাপ্নোত্যসংশয়ঃ ।
 ইত্যেতদৈব ময়া শ্রোতুমোক্ষারপ্রাপ্তিগন্ধনম্ ॥৩০
 ননো লোকেশ্বরার সঙ্কলকগ্রহণায় মহান্ত-
 মুপতিষ্ঠেতে তথো হিতং বদব্রহ্মণে নমঃ ।
 সর্বত্র স্থানিনে নির্ভবায় সন্তুতযোগীশ্বরায় চ ॥৩১
 পুরুষপর্ণিমিবাঙ্কিবিভুক্তমিব ব্রহ্মোপতিষ্ঠেৎ
 পবিত্রং পবিত্রাণং পবিত্রং পবিত্রেণ পরিপূরি-
 তেন পবিত্রেণ হ্রস্বং দীর্ঘপ্লুতমিতি তদেতমো-
 ক্ষারমশকমস্পর্শমরূপমরসমগন্ধং পদ্মাপাসেত
 অবিদ্যোশানায় বিশ্বরূপো ন তন্ত অবিদ্যো-
 শানায় নমো যোগীশ্বরায়েতি চ যেন দ্যৌরুগ্র

জ্ঞানিজনেরা অমৃত প্রাপ্ত হইবেন। যে ব্রাহ্মণ নিয়ত ঐ প্রবণের ধ্যান করেন, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ সংসারে যাতায়াত করিতে হয় না। এই পরব্রহ্মসংজ্ঞিত ওঁকার যিনি অধ্যয়ন বা অধ্যাপনা করেন, তিনি নিশ্চয়ই বিমুক্তবন্ধন হইয়া সংসারচক্রে অতিক্রম করত অচল নির্ভব মঙ্গলময় ধাম প্রাপ্ত হইবেন। আমি এই ওঁকার প্রাপ্তির লক্ষণ বর্ণন করিলাম। ওঁকাররূপী ব্রহ্ম সতত আমাদের হিতসান কার্যেছেন, অতএব সংকলস্বক বিস্তৃত লগতের আশ্রয় স্বরূপ সেই ব্রহ্মকে নমস্কার করি। এই ব্রহ্ম নির্ভব, ইন সর্বত্র অবাস্তত। তিনি ভক্ত যোগীর অভীষ্ট ফল প্রদান করিয়া থাকেন। যেমন পদ্মপত্র জলধারণ করিয়াও তাহাতে লিপ্ত হয় না, সেইরূপ এই ওঁকাররূপী ব্রহ্ম সকল লগতের আশ্রয় হইয়াও তাহা হইতে পৃথক্ ভাবে ও সকল পবিত্র পদার্থ হইতে পবিত্রভাবে বিরাজ করেন। এই হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুতবিশিষ্ট ইকার, শব্দের গম্য নহে, তাঁহার স্পর্শ, রূপ, রস বা গন্ধ নাই, তিনিই এই অজানকায়ত লগতের একমাত্র ঈশ্বর অর্থাৎ তাঁহার প্রেরণাতেই অবিদ্যা স্বীয় শক্তি বিস্তার দ্বারা এই সমস্ত সৃষ্টি করিয়া থাকেন। যিনি

পৃথিবী চ দৃঢ়া যেন স্বস্তিনিতং যেন নাকন্তদো-
রন্তরীক্ষং ইমে বরীয়সো দেবানাং জলয়ং
বিশ্বরূপো ন তন্ত প্রাণাপানোপমাকান্তি
ওঁকারো বিশ্ববিশ্বা বৈ যজ্ঞঃ যজ্ঞো বৈ বেদঃ
বেদো বৈ নমস্কারঃ নমস্কারো রুদ্রো নমো
রুদ্রায় যোগেশ্বরাদিপত্যয়ে নমঃ ॥ ৩২
ইতি সিদ্ধিপ্রতাপস্থানং সায়াং প্রাতর্মধ্যাহ্নে
নম ইতি ॥ ৩৩

সর্বকামফলোৎকর্ষঃ ॥ ৩৪

যথা ব্রহ্মাং ফলং পকং পবনেন সমীরিতম্ ।
নমস্কারেণ রুদ্রস্ত তথা পাপং প্রবচ্ছতি ॥ ৩৫
যথা রুদ্রনমস্কারঃ সর্বধর্মফলো দ্রবঃ ।
অহ্মদেব-নমস্কারো ন তং ফলমবাধুয়াং ॥ ৩৬
তস্মাৎ ত্রিষবৎ যোগী উপাস্যত মহেশ্বরম্ ।
দশবিস্তারকং ব্রহ্ম তথা চ ব্রহ্মবিস্তরম্ ॥ ৩৭

এই আবদ্যা প্রেরক যোগীস্বরকে উপাসনা করেন, তাঁহার অবিদ্যা নষ্ট হয়। তিনি নিজের অস্তিত্বকে অস্তের অস্তিত্ব বলিয়া মনে করেন অর্থাৎ অহ্মকে নিজের মত জ্ঞান করিয়া থাকেন। যিনি ছালোককে উগ্র, পৃথিবীকে কঠিন ও স্বর্গলোককে শকায়মান করেন, যিনি নাকনামক স্বর্গ ও আকাশস্বরূপ, যিনি দেবতাদের হৃদয় এবং এই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি তাহার সৃষ্ট সর্ব পদার্থ-স্বরূপ। তাঁহার প্রাণ বা অপানের সহিত কাহারও উপমা হয় না। এই ওঁকার বিশ্ব, যজ্ঞ, বেদ ও নমস্কারস্বরূপ, ইনিই রুদ্র, এই যোগেশ্বর রুদ্রকে নমস্কার করি। এই রুদ্র বামনরুসারে ফল প্রদান করেন, সুতরাং সায়াংকাল, প্রাতঃকাল ও মধ্যাহ্নকালে সিদ্ধি-প্রদ রুদ্রকে নমস্কার করিবে। ২৮—৩৪। সুপক ফল যেরূপ বায়ুবিচালিত হইলে বৃক্ষ-শাখা হইতে ভট্ট হইয়া ভূমিতে পতিত হয়, তদ্রূপ রুদ্রের নমস্কারে সবল পাপ বিলুপ্ত হয়। রুদ্রের নমস্কারে সর্বকল লাভ করা যায়, কিন্তু অহ্ম দেবতার নমস্কারে নৈরূপ হয় না। সুতরাং যোগিযুক্তির ত্রৈকালিক স্থানধ্যানে

ওঁকারং সর্বকৃতঃ কালে সর্বং বিহিতবান্ শ্রুতঃ
তেন তেন তু বিষ্ণুস্তং নমস্কারং মহাযশাঃ ॥ ৩৮
নমস্কারস্তথা চৈব প্রণবস্তবতে শ্রুতম্ ।
প্রণবং স্তবতে যজ্ঞো যজ্ঞং সংস্তবতে নমঃ ।
নমস্তুবতি বৈ রুদ্রস্তস্মাৎ রুদ্রপদং শিবম্ ॥ ৩৯
ইত্যেতানি রহস্যানি যতীনাং বৈ স্বধাক্রমম্ ।
যন্ত বেদমতে ধ্যানং স পরং প্রাপ্নোতি পদম্ ॥ ৪০
ইতি ত্রীত্রিকাণ্ডে মহাপুরাণে ওঁকারপ্রাপ্তিলক্ষণং
নামৈকোনবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

বিংশোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

ঋষীণামগ্নিবজ্রানাং নৈমিষারণ্যবাসিনাম্ ।
ঋষিঃ ক্রতিধরঃ প্রাজ্ঞঃ সাবর্বির্নাম নামতঃ ॥ ১
তেষাং সোপাহরতো ভূত্বা বায়ুং বাক্যবিশারদঃ ।
সাতত্যং তত্র কুর্কন্তং প্রিয়ার্ঘ্যে সত্ব্যজিনাম্ ।

মহেশ্বরের উপাসনা করা কর্তব্য। দশাঙ্গুল-পরিমিত বিস্তৃত স্থান হইতেও বিস্তৃত ব্রহ্মরূপ ওঁকারের উপাসনা সর্বকালেই বিহিত। ওঁকারের উপাসনা করিলে অধম ব্যক্তিও মহা-দশা হইয়া বিষ্ণু লাভ করে ও ক্রমে সকলের পূজ্য হয়। প্রণব যজ্ঞাদি পরস্পর উৎকর্ষ-ভাবে রুদ্রেরই স্তব করে, অতএব সর্বস্তব-নীয় সেই রুদ্রপদকে নমস্কার। যে ব্যক্তি এই যতিরহস্ত স্বধাক্রমে অধ্যয়ন ও ধ্যান করেন, তিনিই পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ৩৫—৪০।

উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

বিংশ অধ্যায়ঃ ।

সূত বলিলেন,—নৈমিষারণ্যবাসী ঋষি-
তুলাভেজা ঋষিগণের মধ্যে সাবর্বি নামে
কোনও বাগিশ্রেষ্ঠ ক্রতিধর প্রাজ্ঞ ঋষি ছিলেন।
তিনি যাজ্ঞকগণের প্রিয়কাণ্ডে তৎপর মহাত্ম্যতি

বিনয়েনোপসম্ভব্যা পঞ্চজ্ঞ স মহাহুতিম্ । ২

সাবর্ণিকবাচ ।

যিতো পুরাণসম্বন্ধাং কথং বৈ বেদসম্বিতাম্ ।

শ্রোতুমিচ্ছাম্যহে সম্যক্ প্রসংগং সর্গদর্শিনঃ । ৩

হিরণ্যগর্ভো ভগবান্ ললাটবীৰীললোহিতম্ ।

কথং তত্ত্বজস্য দেবং লজ্জবান্ পুত্রমায়নঃ । ৪

কথক্ ভগবান্ জজ্ঞে ব্রহ্মা কমলসম্ভবঃ ।

রুদ্রত্বকৈব শর্করং স্বাত্ত্বজস্ত কথং পুনঃ । ৫

কথক্ বিধো রুদ্রেণ সাক্ষিৎ প্রীতিরনুস্ময়া ।

সর্কে বিষ্ণুময়্য দেবো সর্কে বিষ্ণুময়্য গণাঃ । ৬

ন চ বিষ্ণুসমা কাচিৎগতিরজ্ঞা বিধীয়তে ।

ইত্যেবং সত্যং দেবা গায়ন্তে নাত্র সংশয়ঃ ।

ভবন্ত স কথং নিত্যং প্রণামং কুরুতে হরিঃ । ৭

সূত উবাচ ।

এবমুক্তে তু ভগবান্ বায়ুঃ সাবর্ণিমব্রবীৎ ।

অহো সাধু ত্বয়া সাধো পৃষ্ঠে প্রশ্নো হৃদন্তমঃ । ৮

ভবন্ত পুত্রজমতঃ ব্রহ্মণঃ সোহভবদ্ব্যথা ।

ব্রহ্মণঃ পদ্ব্যধোনিৎ রুদ্রত্বং শকরন্ত চ । ৯

বায়ুদেবের সম্মুখীন হইয়া সবিনয়ে জিজ্ঞাসি-
লেন, হে যিতো! আপনি সর্গদর্শী, আপনার
প্রসাদে আমরা বেদানুমোদিত পুরাণ কথ্য
তনিতে ইচ্ছা করি। হিরণ্যগর্ভ ভগবান্ ব্রহ্মা
কিরূপে স্বীয় ললাট দেশ হইতে নীললোহিত
স্বীয় সমানতেজা অগ্নিদেবকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত
হয়েন, কিরূপে ভগবান্ ব্রহ্মা পদ্ম হইতে উদ্ভূত
হইলেন, কিরূপে শর্কর নামক শিবের রুদ্রত্ব
নির্দিষ্ট হয়, কিরূপে রুদ্রেণ সহিত বিষ্ণুর অশ-
তিম প্রীতির সাকার হয়, আর কেবল বা 'সমস্ত
দেবতা ও গণ বিষ্ণুরূপ, বিষ্ণুত্বা আর অজ্ঞ
যিতার সতি নাই' দেবগণ একপ কীন্তন
বরেন? কি কারণে সর্গদরূপ বিষ্ণু ভবকে
প্রণাম করেন, এই সমস্ত সত্যতার কীন্তন
করিয়া আমাদের কৌতুহল অপনয়ন করুন।
সূত বলিলেন,—ভগবান্ বায়ু সাবর্ণি কবিঃ
প্রশ্নাবলী তন্নিয়া নিরূপণর আশ্রয় সংকারে
কহিলেন, হে সাধুশ্রবণ সাধকণ। তুমি আমার
নিকট সত্য উত্তম প্রশ্নেরই অবতারণা করি-

দ্বাত্যামপি চ সম্প্রীতিবিকোশৈশ্চৈব ভবন্ত চ ।

ব্রহ্মাপি কুরুতে নিত্যং প্রণামং শকরন্ত চ । ১০

বিত্তব্রহ্মণ্যপূর্ণ্যা চ শৃণুত ক্রমতো যম ।

মহত্তরন্ত সংহারে পশ্চিমন্ত মহাস্তনঃ । ১১

আসীত্তু সপ্তমঃ কল্পঃ পলো নাম বিজ্ঞোত্তম ।

বারাহঃ সাম্প্রতন্ত্বেষাং তন্ত বক্ষ্যামি বিস্তরম্ । ১২

সাবর্ণিকবাচ ।

কিয়ন্ত চৈব কালেন কল্পঃ সম্ভবতে কথম্ ।

কিক্ প্রমাণং কল্পন্ত তন্ত প্রজ্ঞহি পৃচ্ছতাম্ । ১৩

বায়ুত্ববাচ ।

মহত্তরাণং সপ্তাণাং কালসংখ্যা বধ্যাক্রমম্ ।

প্রবক্ষ্যামি সমাসেন ক্রমতো মে নিবেদ্যত । ১৪

কৌতীনাং যে সহস্রে বৈ অষ্টী কৌতীশতানি চ ।

বিষষ্টিশ্চ শুধা কোট্যাঃ শিশুতানি চ সপ্ততিঃ । ১৫

কল্পক্কন্ত তু সংখ্যায়ামেতৎ সর্কমুদাহৃতম্ ।

পুঙ্কোক্তো চ শুণুচ্ছেদো বর্ধায়মণ চানিশং ।

শতকৈব তু কৌতীনাং কৌতীনাঃ ষ্টসপ্ততিঃ ।

যে চ শত সহস্রে তু নবতিনিশুতানি চ । ১৭

য়াছ। আমিও ভোমদেবের নিকট ব্রহ্মার জন্ম-
কথা, তাঁহার পুত্রোৎপত্তিবৃত্তান্ত, ব্রহ্মের পদ-
যোনিভ্য, শঙ্করের রুদ্রত্ব, বিষ্ণুর সহিত ভবের
প্রীতিসাকার এবং শঙ্করের নিকট বিষ্ণুর প্রণাম
কারণ, সমস্তই বিস্তাররূপে অজ্ঞাত কীন্তন
করিতেছি। ইহা ভিন্ন বর্তমান বরাহকল্পের
পূর্ণবর্তী সপ্তম পদ্মকল্প ও তত্তৎপূর্ণবর্তী
অষ্টম কল্পসমূহেরও বিবরণ বলিব। ১—১২।
সাবর্ণি বলিলেন,—কিরূপে কত কালে এক
এক কল্প হয়? তৎসমস্ত আমাদের অংশতির
জ্ঞ বর্ণন করুন। বায়ু বলিলেন,—আমি বধ্যা-
ক্রমে সংক্ষেপতঃ সপ্ত মহত্তরের কালসংখ্যা
কীন্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। অষ্টকল্পের পরি-
মাণ বিদ্যন্ত অষ্টশত বিংশতিকৌতী সপ্ততি শিশু
কাল নির্দ্ধারিত হইয়াছে। পুঙ্কোক্ত শুণুচ্ছেদ-
বর্ধায়মণ নামে অভিহিত। এই বর্ধায়মণ
পরিমাণ কাল বৈবৰ্ত্ত মহত্তরের দ্ব্যবর্ত্তি মাহু-
প্রমাণসূত্রে একশত অষ্ট সত্ততিকৌতী ও দুই

মানুষেণ প্রমাণেন যাবদৈবস্বতান্তরম্ ।
 এষ কল্পস্ত বিজ্ঞেয়ঃ কল্পার্দ্ধগুণীকৃতঃ ॥ ১৮
 অনাগতানাং সপ্তানামেতদেব যথাক্রমম্ ।
 প্রমাণং কালসংখ্যায় বিজ্ঞেয়ং মতমৈশ্বরম্ ॥ ১৯
 নিযুতান্তষ্টপকাশং তথাকীৰ্ত্তিতানি চ ।
 চতুরশীতি চাত্তানি প্রযুতানি প্রমাণতঃ ॥ ২০
 সপ্তর্ধয়ো মনুশৈব দেবাশ্চৈন্দ্রপুরোহিতাঃ ।
 এতং কাণ্ডস্ত বিজ্ঞেয়ং বর্ধগ্রন্থ প্রমাণতঃ ॥ ২১
 এতমবস্তরে তেষাং মানুযাত্তঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ।
 প্রণবাত্তাশ্চ যে দেবাঃ সাধ্যা দেবগণাশ্চ যে ।
 বিশ্বেদেবাশ্চ যে নিত্যাঃ কল্পে জীবান্ত তে নৃপাঃ
 অস্মৎ যো বর্ত্ততে কল্পো বাসাহঃ স তু কীর্ত্ত্যে
 যস্মিন্ স্বায়ত্ত্বাদ্যাস্চ মনবশ্চ চতুর্দশ ॥ ২৩
 ঋষয় উচুঃ ।
 কস্মাদ্ভারাহকল্পোহস্মৎ নামতঃ পরিকীৰ্ত্তিতঃ ।
 কস্মাচ্চ কারণাদেবো বরাহ ইতি কীর্ত্ত্যতে ॥ ২৪
 কো বা বরাহো ভগবান্ কস্ত যোনিঃ কিমাস্মকঃ ।
 বরাহঃ কথমুৎপন্ন এতদিচ্ছাম বোদতুম্ ॥ ২৫
 বায়ুফবাচঃ ।
 বরাহস্ত যথোৎপন্নো যস্মিন্মর্থে চ কল্পিতঃ ।

সংস্র হুইশত নবাত নিযুত । পূর্ক্সোজ্জিষত
 কল্পার্দ্ধকাল দ্বিগুণ করিলে যে পরিমাণ হয়,
 তাহাই কল্পকালের পরিমাণ বলিয়া বিজ্ঞেয় ।
 কিন্তু অনাগত সপ্তকল্পের কাল সংখ্যা অশীতি-
 শত অষ্টপকাশং এবং চতুরশীতি নিযুত
 মিলাইলে যে পরিমাণ হইবে, সেই পরিমাণ
 জানিবে । এই কাল কল্পকালের সপ্ত-
 ঋষি, মনু, ইন্দ্রাদি দেবগণ এবং বর্ধগ্রের
 পরিমাণ প্রত্যেক কল্প বর্ণনাকালে বিদিত
 হইবে । শুদ্ধি এই বর্ত্তমান মবস্তরের মানব-
 গণ, প্রণবাত্ত দেবগণ, সাধ্যসমূহ এবং শাস্ত
 বিশ্বেদেবাসমূহ বিদ্যমান আছেন । স্বায়ত্ত্বাদি
 চতুর্দশ মনু কর্ত্তক অধিকৃত এই কল্পের নাম
 বরাহকল্প । ঋষয় বলিলেন,—বর্ত্তমান কল্পের
 নাম কি কারণে বরাহ কল্প হইল এবং কি
 কারণে কোন্ যোনিতে কোন্ রূপ পরিগ্রহ
 করিয়া, কিরূপে ভগবান্ বরাহদেব আর্জুত

বারাহশ্চ যথা কল্পঃ কল্পহং কল্পনাশ্রয়াৎ ॥ ২৬
 কল্পয়োরন্তরং যন্ত তন্ত চাত্ত চ কল্পিতম্ ।
 তৎসর্কং সম্প্রবক্ষ্যামি যথানৃষ্টং যথাক্রমম্ ॥ ২৭
 ভবন্ত প্রথমঃ কল্পো লোকানৌ প্রথিতঃ পুরা ।
 জ্ঞাতব্যো ভগবানত্র হানন্দঃ সাম্প্রতঃ বহুম্ ॥ ২৮
 ব্রহ্মস্থানমিদং দিব্যং প্রাপ্তবান্ ন তু সন্তমঃ ।
 দ্বিতীয়স্ত ভুবঃ কল্পস্তৃতীয়স্তপ উচ্যতে ॥ ২৯
 ভাবশ্চতুর্থো বিজ্ঞেয়ঃ পঞ্চমো রন্ত্র এব চ ।
 ঋতুকল্পস্তথা ষষ্ঠঃ সপ্তমস্ত ক্রতুঃ স্মৃতঃ ॥ ৩০
 অষ্টমস্ত ভবেহর্জুনবমো হব্যবাহনঃ ।
 সাবিত্রো দশমঃ কল্পো ভুবস্বকাদশঃ স্মৃতঃ ॥ ৩১
 উশিকো ষাদশস্তত্র কুশিকস্ত ত্রয়োদশঃ ।
 চতুর্দশস্ত গাকারো যত্র গাকারো বৈশ্বরঃ ।
 উৎপন্নস্ত মহানানো গন্ধর্ক্যো যত্র চোখিতঃ ॥ ৩২
 ঋষভস্ত ততঃ কল্পো জ্যেষ্ঠঃ পঞ্চদশো দ্বিভাঃ ।
 ঋষয়ো যত্র সন্তুতাঃ স্বরো লোকমনোহরঃ ॥ ৩৩
 ষড়্জস্ত ষোড়শঃ কল্পঃ ষড়্ জনা যত্র চর্ধয়ঃ ।

হয়েন, তাহা জানিতে ইচ্ছা করি । বায়ু
 বলিলেন,—যে প্রয়োজন সাধনের জন্ত ভগবান্
 বরাহ আবির্ভূত হয়েন, যেক্রমে বরাহ কল্প
 কল্পিত হইয়াছে, এবং কল্পের মধ্যভাগে যে
 সকল ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে, আমি তৎ-
 সমস্ত যেমন যেমন শ্রবণ ও দর্শন করিয়াছি,
 তদনুরূপ বর্ণন করিতেছি । ১৩—২৭ । আদি
 লোক স্থতির প্রথমকালেই ভব নামক কল্পের
 উৎপত্তি হয়, এই কল্পে ভগবান্ আনন্দরূপে
 আবির্ভূত হয়েন । ভব কল্পের অবসানে-ই
 ভগবান্ আনন্দ দিব্য ও ব্রহ্ম স্থানে প্রস্থান
 করেন । দ্বিতীয় কল্পের নাম ভুব, তৃতীয়
 তপঃ, চতুর্থ ভাব, পঞ্চম রন্ত্র, ষষ্ঠ ঋতু, সপ্তম
 ক্রতু, অষ্টম বর্হি, নবম হব্যবাহন, দশম
 সাবিত্র, একাদশ ভুব, ষাদশ উশিক, ত্রয়োদশ
 কুশিক এবং চতুর্দশ কল্প গাকার নামে অভি-
 হিত । এই চতুর্দশ কল্পে মহানান গাকার
 ও গন্ধর্কসমূহের উৎপত্তি হইয়াছিল । পঞ্চদশ
 কল্পের নাম ঋষভ, ইহাতে লোকমনোহর ঋষভ
 স্বর ও ঋষিসমূহ আবির্ভূত হয়েন । এইরূপ

শিশিরং বসন্তং নিদাষা বর্ষা এব চ ॥ ৩৪
 শরৎক্ৰমস্ত ইতোতে মানস। ব্রহ্মণঃ সূতাঃ ।
 উৎপন্নঃ বহুঃ সৎসংসিদ্ধাঃ পুত্রাঃ কলে তু বোড়শে
 যস্মাক্ষৈঃ তৈঃ বড়ভিঃ সন্যোক্তো মহেশ্বরঃ
 তস্মাৎ সনুৎ ॥ ৩৫ ॥ বহুতুদধিসম্মিতঃ ॥ ৩৬
 ততঃ সপ্তদশঃ কলো মার্জ্জানি ইতি স্মৃতঃ ।
 মার্জ্জানীকৃত্য তৎকণ্ম যস্মান্দ্রাক্ষমকরং ॥ ৩৭
 ততস্ত মধ্যমো নাম স্ববে' ধৈবতপুঞ্জিতঃ ।
 উৎপন্নঃ সর্কভূতেষু মধ্যমো বৈ সপ্তত্বয়ঃ ॥ ৩৮
 তত্কেকোনবিংশস্ত কলো বৈরাগজঃ স্মৃতঃ ।
 বৈরাগ্যো যত্র ভগবান্ মনুর্বে ব্রহ্মণঃ সূতঃ ॥ ৩৯
 তত্র পুত্রস্ত ধর্মাস্তা দধৌচির্নাম ধার্মিকঃ ।
 প্রজাপতির্মহাতেজো বভূব ত্রিশশেষবঃ ॥ ৪০
 অকামরত গায়ত্রী যজমানং প্রজাপতিম্ ।
 তস্মাৎ যজ্ঞেশ্বরঃ স্নিগ্ধঃ পুত্রস্তস্ত দধৌচিনঃ ॥ ৪১
 ততো বিংশতিমঃ কলো নিবদঃ পরিকীর্তিতঃ ।
 প্রজাপতিস্ত তৎ দৃষ্ট্বা স্বহস্তপ্রভবং তম।
 বিহরাম প্রজাঃ শুভ্রং নিবদস্ত অপোহতপং ॥ ৪২

বোড়শ কলের নাম বড়জ, ইহাতে
 শিশির, বসন্ত, নিদাষ, বর্ষা, শরৎ ও হেমন্ত
 নামক ছয়টি ব্রহ্মার মানস পুত্র বড়জস্বরসং-
 সিত্ত ধ্বনি জন্মগ্রহণ করিয়া মহেশ্বর ও সাগর-
 সন্নিহিত বড়জস্বরকে আবির্ভূত করিয় ছিলেন।
 তৎপরবর্তী সপ্তদশকলে মার্জ্জানীকৃত্য নামক
 ব্রাহ্মকর্ণের সঞ্জন করাই তাহা মার্জ্জানীকৃত
 নামে কীর্তিত হইয়াছে। ধৈবত স্বরোৎপাদক
 অষ্টাদশ কল মধ্যম নামে অভিহিত। উনবিংশ
 কলের নাম বৈরাগজ। এই কলে ব্রহ্মপুত্র
 ভগবান্ বৈরাগ নামক মনুর উৎপত্তি হয়।
 তেজস্বী ধার্মিকবর প্রজাপতি দধৌচি এই মনুর
 পুত্র। তিনি ত্রিশশাপতি হইলেন। গায়ত্রী
 এই দধৌচি প্রজাপতিকে কামনা করায়, তৎপরে
 দধৌচির প্রিয়পুত্র যজ্ঞেশ্বর জন্মলাভ করেন।
 ২৮—৪১। অনন্তর নিবদ নামক বিংশতি
 বর্ষ, এই কলে পরম্প্রভব নিবদের আবির্ভাব
 দেখিয়া প্রজাপতি প্রজাপতি বিংশ বিংশ
 হইয়াছিলেন। নিবদ এই সময় নিরাহার

নিবায় বর্ষসহস্রস্ত নিরাহারো জিতেশ্রিয়ঃ ।
 তমুবাচ মহাতেজা ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ॥ ৪৩
 উর্দ্ধবাহুং তপোমানং দুর্ভিঃ স্মৃৎপিপাসিতম্ ।
 নিবদেত্যত্রবীদেনং পুত্রং শান্তং পিতামহঃ ।
 তস্মান্নিবদঃ সন্তঃ স্বরস্ত স নিবদবান্ ॥ ৪৪
 একবিংশতিমঃ কলো বিজ্ঞেয়ঃ পঞ্চমো বিজাঃ ।
 প্রাণোহপাং সমানশ্চ উননো ব্যান এব চ ॥ ৪৫
 ব্রহ্মণা মানসঃ পুত্রাঃ পটেকতে ব্রহ্মণঃ সযাঃ ।
 তেতুর্ভবাদিতিস্তু তৈর্বাগ্ভিতিষ্ঠো মহেশ্বরঃ ॥ ৪৬
 দস্মাৎ পরিগঠিতঃ পঞ্চভিত্তৈর্মহাস্থভিঃ ।
 স্বরস্ত পঞ্চমঃ স্নিগ্ধঃ তস্মাৎ কলস্ত পঞ্চমঃ ॥ ৪৭
 ষাট্টিংশস্ত তথা কলো বিজ্ঞেয়ো মেঘবাহনঃ ।
 যত্র বিষ্ণুর্মহাবাহুর্মৈবীভূতা মহেশ্বরম্ ॥ ৪৮
 দিব্যং বর্ষসহস্রস্ত অবহং কৃতিবাসসম্ ।
 তস্ত নিবদমানস্ত ভাৱাক্রান্তস্ত বৈ মুখ্যং ॥ ৪৯
 নির্জগম মহাকায়ঃ কালো লোকপ্রকাশনঃ ।
 বহুত্বং পর্যাতে বিপ্রবিশ্বকর্ষে কতপাতকঃ ॥ ৫০
 ত্রয়োবিংশতিমঃ কলো বিজ্ঞেয়শ্চিহ্নস্তত্থা।

ও জিতেশ্রিয় হইয়া, দিব্য পরিমাণে সহস্র
 বৎসর পর্য্যন্ত তপস্তা করিলে, মহাতেজা লোক-
 পিতামহ ব্রহ্মা তপঃক্লিষ্ট স্মৃৎপিপাসাপীড়িত,
 উর্দ্ধবাহু শান্ত পুত্রকে 'নিবদ' বলিয়া নিষেধ
 করেন, তাহাতে তিনি 'নিবদ' নামে প্রখ্যাত
 হইয়াছিলেন। নিবদস্বরও এই কলে সন্ত
 হইয়াছিল। একবিংশতি কলের নাম পঞ্চম।
 ইহাতে প্রাণ, অপান, সমান, উনান ও ব্যান
 নামক ব্রহ্মার ব্রহ্মত্বল্য পঞ্চ মানসপুত্র আবি-
 র্ভূত হইয়া, সুমধুর মিলিত পঞ্চমকরে মহে-
 শ্বরের স্তব করেন, তাহাতে কলের নামও
 'পঞ্চম' হইয়াছে। ষাট্টিংশ কলে মহাবাহু
 বিষ্ণু বেষ্ণরূপ ধারণ করিয়া, দিব্য সহস্রকংসর
 মহেশ্বর কৃতিবাসকে বধন করেন, এইকলে
 এই কলের নাম হইয়াছে 'মেঘবাহন'। এই
 কলে বিষ্ণু ভাৱাক্রান্ত হইয়া নিবাস ত্যাগ
 করেন; তাই লোকপ্রকাশক বিপুল কলের
 উদ্ভব হয়। এই কলেই কতপপুত্র বিষ্ণু বলিয়া
 বিখ্যাত হইয়া থাকেন। ৪২—৫০। ত্রয়ো-

প্রজাপতিত্বতঃ শ্রীমান্ চিতিশ্চ মিথুনক ভৌ ॥৫১॥
 ধায়তো ব্রহ্মবৈশ্বং বস্মাচ্চিহ্না সমুখিতা ।
 তস্মাত্তু চিত্তকঃ সো বৈ কল্পঃ প্রেক্তঃ স্বাস্তুবা ॥
 চতুর্বিংশতিমণ্যপি হাকৃতিঃ কল্প উচ্যতে ।
 আকৃতিশ্চ তথা দেবী মিথুনঃ সমুভব হ ॥ ৫৩ ॥
 প্রজাঃ স্রষ্টুং তথা কৃতিং যস্মাদাহ প্রজাপতিঃ ।
 তস্মাৎ স পুরুষো জেয় আকৃতিকল্পসংজ্ঞিতঃ ॥৫৪॥
 পঞ্চবিংশতিমঃ কল্পো বিজ্ঞাতিঃ পশ্বিকীর্ণিতঃ ।
 বিজ্ঞাতিশ্চ তথা দেবী মিথুনঃ সঃ প্রস্বয়তে ॥ ৫৫ ॥
 ধায়তঃ পূজকামস্ত মনস্তথ্যাস্তসংজ্ঞিতম্ ।
 বিজ্ঞাতং বৈ সমাসেন বিজ্ঞাতিস্ত ততঃ স্মৃতঃ ॥৫৬॥
 ষড়্বিংশত ততঃ কল্পো মন ইত্যভিধীয়তে ।
 দেবী চ শঙ্করী নাম মিথুনঃ সম্প্রস্বয়তে ॥ ৫৭ ॥
 প্রজা বৈ চিত্তমানস্ত স্রষ্টুকামস্ত বৈ তদা ।
 যস্মাৎ প্রজা-সন্তবনাতুং পন্নস্ত স্বস্তুবা ।
 তস্মাৎ প্রজানন্তবাত্তবানাস্তবঃ স্মৃতঃ ॥ ৫৮ ॥
 সপ্তবিংশতিমঃ কল্পো ভাবো বৈ কল্পসংজ্ঞিতঃ ।

পৌর্বমাসৌ তথা দেবী মিথুনঃ সমপদাত ॥ ৫৯ ॥
 প্রজা বৈ স্রষ্টুকামস্ত ব্রহ্মণঃ পরমোষ্ঠিনঃ ।
 ধায়তস্ত পরং ধ্যানং পরমাস্ত্রানমৌষধম্ ॥ ৬০ ॥
 অগ্নিস্ত মণ্ডলীভূত্বা রশ্মি কালসমাবৃতঃ
 ভুবং দিবকং বিষ্টভ্য দীপ্যতে স মহাবপুঃ ॥৬১॥
 ততো বর্ধনহস্তঃ স্তে সম্পূর্ণে জ্যোতির্মণ্ডলে ।
 আবিষ্টয়া মহোৎপন্নমপশ্যৎ সূর্যমণ্ডলম্ ॥ ৬২ ॥
 যস্মাদবৃষ্টো ভূতানাং ব্রহ্মণা পথমেষ্ঠিনা ।
 দৃষ্টস্ত ভগবান্ দেবঃ সূর্যঃ সম্পূর্ণমণ্ডলঃ ॥ ৬৩ ॥
 সূর্যে যোগাশ্চ মন্ত্রাশ্চ মণ্ডলে সঃ স্থিতাঃ ।
 যস্মাৎ কল্পো হুয়ং দৃষ্টস্তস্মাস্তং দর্শমুচ্যতে ॥ ৬৪ ॥
 যস্মান্মনসি সম্পূর্ণো ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ ।
 পুরা বৈ ভগবান্ সোমঃ পৌর্বমাসৌ
 ততঃ স্মৃতঃ ॥ ৬৫ ॥
 তস্মাত্তু পূর্ক দর্শ্য বৈ পৌর্বমাসক যোগিভিঃ ।
 উভয়োঃ পঞ্চমোজ্যোষ্ঠমাস্তনো হিতকামায়া ॥৬৬॥
 দর্শক পৌর্বমাসক যো যজতি বিজাতয়ঃ ।
 ন তেষাং পুনরাবৃতির্ব্রহ্মলোকাং কদাচন ॥ ৬৭ ॥

বিংশতি কল্পের নাম 'চিত্তক'। প্রজাপতি-
 তনয় শ্রীমান্ চিতি ও মিথুন এই সময়ে
 সমবেত হইয়া ব্রহ্মার ধ্যান করেন বলিয়া,
 চিত্তার উৎপত্তি হয়; এইহেতু কল্পের নামও
 চিত্তক হইয়াছে। চতুর্বিংশ কল্পের নাম
 আকৃতি। এই কল্পে অকৃতি ও দেবীর
 উৎপত্তি হয়। প্রজাপতি আকৃতিকে প্রজা-
 যুষ্টি করিতে আদেশ করেন, তাহাতে এই
 বক্তও আকৃতি নামে অভিহিত হইয়াছে।
 পঞ্চবিংশ কল্পের নাম হয় বিজ্ঞাতি।
 ইহাতে বিজ্ঞাতি নামক মহাদেবী মিথুন
 জন্মাইয়াছিলেন। সেই সময়ে পুত্রাভিলষে
 ধ্যান করিতে করিতে হিরণ্যগর্ভের মনোমধ্যে
 অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের উদ্ভব হয়, এ কারণ কল্পের
 নামও হইয়াছে 'বিজ্ঞাতি'। অনন্তর 'মন'
 নামক ষড়্বিংশ কল্প, এই কল্পে দেবীশঙ্করী
 মিথুন প্রসব করিয়াছিলেন এবং অস্বস্ত এই-
 সময়ে স্রষ্টুকামনার প্রজা-যুষ্টি বিষয়ে চিন্তা
 করেন, তাই ভাবনার উদ্ভব হইয়াছিল। সপ্ত-

বিংশতি কল্প 'ভাব' নামে অভিহিত। এই কল্পে
 দেবী পৌর্বমাসৌ স্রষ্টুকামনার পরমাস্ত্রান-
 পর পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার সহিত সম্মিলিত করেন।
 এই ভাবকল্পে অগ্নিমণ্ডল রশ্মিমালাে পরিবৃত্ত
 হইয়া অতি বৃহৎ বপুঃ ধারণ করত মহৎ বৎ-
 সর পথান্ত ভুবলোক ও তাহাতে দিবলোক
 প্রকাশিত করিয়া রাখেন। তাহাতে তদ্বধ্যে
 ভূতগণের অপ্রত্যক্ষীভূত সূর্যমণ্ডল ব্রহ্ম-
 দেবের গোচরীভূত হয় এবং ঐ সূর্যমণ্ডলের
 সহিত বাবতীর যোগ ও মন্ত্রানুষ্ঠান আবির্ভূত
 হইয়াছিল; এই কারণে ইহাকে 'দর্শক'
 নামে অভিহিত করা হয়। পূর্ক ভগবান্
 সোম ষৎকালে ব্রহ্মমলোমধ্যে সম্পূর্ণতা লাভ
 করিয়াছিলেন, সেই সময়ের নাম পৌর্বমাসৌ;
 যোগিভবনরা এই পৌর্বমাসৌকে উভয়পক্ষ
 মধ্যে জেষ্ঠ বলিয়া অভিধার করেন। যে বিজ্ঞা-
 তিগণ এই দর্শ ও পৌর্বমাসৌ কালে যজ্ঞানুষ্ঠান
 করেন, ব্রহ্মলোক হইতে কদাচ ঐহানিন্দকে

যো বাহিতাশ্বঃ স্বযতো বীরাদ্বানং গতোহপি বা

সমাধায় মনস্তীত্রং মত্তমুস্কারয়েচ্ছনৈঃ ॥ ৬৮

তুমধে রুদ্রা! অহুরো মহো দিবঃ

জ্বং শর্কো! মারুতং পৃষ্ঠ ঈশিষে ।

ত্বং পাশপক্ষর্কশিষং পুষা বিধস্তপাসিনা ॥ ৬৯

ইত্যেব মন্ত্রং মনসা সম্যগুচ্চারয়েদ্বিজঃ ।

অগ্নিং প্রবিশতে যন্ত রুদ্রলোকং স গচ্ছতি ॥ ৭০

সোহগ্নিস্ত ভগবান্ কালঃ কালো রুদ্র

ইতি শ্রুতিঃ ।

তস্মাৎ বঃ প্রবিশেদগ্নিং স রুদ্রান্ন নিবর্ততে ॥ ৭১

অষ্টাবিংশতিমঃ কল্পো বৃহদিত্যভিসংজ্ঞিতঃ ।

ব্রহ্মণঃ পূজ্যকামস্ত অষ্টৌরামস্ত বৈ প্রজাঃ ।

ধ্যায়মানস্ত মনসা বৃহৎসাম রথন্তরম্ ॥ ৭২

যস্মান্তস্ত সমুৎপন্নো বৃহতঃ সর্ষতোমুখঃ ।

তস্মান্ন বৃহতঃ কল্পো বিজ্ঞেয়স্তত্ত্বচিন্তকৈঃ ॥ ৭৩

অষ্টাশীতিসহস্রাণাং যোজনানাং শ্রমাণতঃ ।

রথন্তরস্ত বিজ্ঞেয়ং পরমং সৃধ্যমগুলয় ॥ ৭৪

তস্মাদব্রহ্ম বিজ্ঞেয়মভেদ্যং সৃধ্যমগুলয় ॥

সংসৃধ্যমগুসকপি বৃহৎসাম তু ভিন্যতে ॥ ৭৫

ভিক্কা চৈনং বিজ্ঞা যান্তি যোগাআনো দৃঢ়ব্রতাঃ ।

প্রত্যবৃত্ত হইতে হয় না। অথবা যে ব্যক্তি
অগ্নিহোপন করিয়া, বীরাচার অবলম্বনে সমা-
হিত মনে “তুমধে রুদ্রো! অহুরো মহো
দিবন্ত্বং” ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্র উচ্চারণ
করিয়া অগ্নিপ্রবেশ করিতে পারেন, তিনি
রুদ্রলোক লাভ করিয়া থাকেন। ভগবান্
অগ্নিই কাল এবং কালই রুদ্র নামে অভিহিত।
এইজন্তই ঐরূপে অগ্নি প্রতিষ্ঠা হইলে তাঁহাকে
আর রুদ্রলোক হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে হয়
না। ৫১—৭১। অষ্টাবিংশতি কল্পো নাম
বৃহৎ। এই কল্পে পূজ্যপ্রাণী ব্রহ্মা সৃষ্টিকাম-
নায় দ্যান-পরায়ণ হইয়া ছিলেন; অনন্তর
রথন্তর বৃহৎসামের উৎপত্তি হইয়াছিল; এই-
জন্ত এই কল্পের নাম হইয়াছে ‘বৃহৎ’। অষ্টা-
শীতি সহস্রদেশে সঙ্গ পরিমিত সৃধ্যমগুসকেই
রথন্তর কল্প হইয়াছে। এই সৃধ্যমগুসকল্পে

সংযাতমুপনীতাশ্চ অস্ত্রে কল্পা রথন্তরে ॥ ৭৫

ইত্যেতত্ত্ব ময়া প্রোক্তং চিন্তমধ্যান্নদর্শনম্ ।

অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি কল্পানং বিস্তরং শুভম্ ॥ ৭৬

ইতি ব্রহ্মাণ্ডে মহাপুরাণে বয়প্রোক্তে কল্প-

নিরূপণং নাম বিশেষোহধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

একবিংশোহধ্যায়ঃ ।

পঞ্চমঃ উচুঃ ।

অত্যদুতমিদং সর্ষৎ কল্পানং তে মহামুনে ।

বৃহন্তং বৈ সমাখ্যাতং মন্ত্রাণ্যক প্রকল্পনম্ ॥ ১

ন তবাবিদিত্যং কিঞ্চিৎ ত্রিষু লোকেষু বিন্যতে ।

তস্মাদ্বিস্তরতঃ সর্ষাঃ কল্পসংখ্যা ত্রবীহি নঃ ॥ ২

বায়ুরুবাচ ।

অত্র বঃ কথয়িষ্যামি কল্পসংখ্যা যথা তথ্য।

যুগাগ্রক বর্ষাহস্ত ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ ॥ ৩

একং কল্পমহস্ত ব্রহ্মণোহস্তঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ।

এতদষ্টসহস্রস্ত ব্রহ্মণস্তদ্যুগং স্মৃতম্ ॥ ৪

প্রকৃতপক্ষে অভেদ্য হইলেও, দৃঢ়ব্রত যোগিগণ
তাহা ভেদ করিয়া গমন করিয়া থাকেন।
এইরূপে অধ্যান্নদর্শন চিন্তের বিষয় বিবৃত
হইল। অতঃপর আমি কল্পবিবরণ বিস্তৃতরূপে
বর্ণনা করিতেছি। ৭২—৭৭।

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০ ॥

একবিংশ অধ্যায় ।

ঋষিগণ বায়ুকে পুনরায় বলিলেন, হে মহা-
মুনে! আপনি এই ত্রিলোকের অবিজ্ঞাত যে
কল্পব্রহ্ম ও মন্ত্র কল্পনায় বিষয় বর্ণন করিলেন,
তাহা অত্যন্ত অপূর্ণ। এখন ঐ সকল কল্প-
সংখ্যা বিস্তৃতরূপে বর্ণন করুন। বয় বলিলেন,
—ঋষিগণ! আপনাদিগের প্রার্থনা মত আমি
যথাক্রমে কল্পসংখ্যা ও ব্রহ্মের যুগবৎসরের
পরিমাপকাল করিতেছি। এক সহস্র কল্প
ব্রহ্মের এক বৎসর হয়, এবং ঐরূপ অষ্ট-

একং যুগসহস্রস্ত সৰ্বনং তৎ প্রজাপতেঃ ।
 সৰ্বনানং সহস্রস্ত দ্বিপুংসং ত্রিবৃত্তং তথা ॥ ৫
 ব্রহ্মণঃ স্থিতিকালস্ত চৈতৎসৰ্বকং প্রকীৰ্ত্তিতম্ ।
 তস্ত সংখ্যাং প্রবক্ষ্যামি পুরস্তাধৈ যথাক্রমম্ ॥ ৬
 অষ্টাবিংশতির্ধে কল্পা নামতঃ পরিকীৰ্ত্তিতাঃ ।
 তেষাং পুরস্তাক্ষ্যামি কল্পদ্বিজ্ঞা যথাক্রমম্ ॥ ৭
 রথন্তরস্ত সান্নস্ত উপরিষ্টান্নিবোধত ।
 কল্পান্তে নামধেয়ানি মন্ত্রোৎপত্তিঃ যস্ত য়া ॥ ৮
 একোনত্রিংশকঃ কল্পো বিজ্ঞয়ঃ শ্বেতলোহিতঃ ।
 যস্মিন্ত্বং পরমধ্যানং ধ্যায়তো ব্রহ্মলন্তথা ॥ ৯
 শ্বেতোকীষঃ শ্বেতমাণ্যঃ শ্বেতান্বরধরঃ শিখী ।
 উৎপন্নস্ত মহাতেজাঃ কুমারঃ পাবকোপমঃ ॥ ১০
 ভীমং মুখং মহারোজং সুধীরং শ্বেতলোহিতম্ ।
 দীপ্তং দীপ্তেন বপুষা মহাস্তং শ্বেতবর্চসম্ ॥ ১১
 তং দৃষ্ট্বা পুরুষং শ্রীমান্ ব্রহ্মা বৈ বিশ্বতোমুখঃ ।
 কুমারং লোকধাতারং বিশ্বরূপং মহেশ্বরম্ ॥ ১২
 পুরাণপুরুষং দেবং বিশ্বাত্মা যোগিনাং চিরম্ ।
 ববন্দে দেবদেবেশং ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ॥ ১৩
 হৃদি কৃত্বা মহাদেবং পরমাত্মানমীশ্বরম্ ।

সদ্যোজ্ঞাতং ততো ব্রহ্ম ব্রহ্মা বৈ সমচিন্তয়ৎ ।
 জ্ঞাত্বা মুমোচ দেবেশো হৃষ্টো হাসং জগৎপতিঃ
 ততোহস্ত পার্শ্বতঃ শ্বেতঃ স্বৰ্গো ব্রহ্মবর্চসমঃ ।
 প্রাবৃত্ত্বা মহাত্মানঃ শ্বেতমাণ্যলুপনঃ ॥ ১৫
 সুনন্দো নন্দকশৈব বিশ্বনন্দোহথ নন্দনঃ ।
 শিষ্যাত্তে বৈ মহাত্মানো বৈশ্ব ব্রহ্ম ততো বৃতম্ ।
 তস্তাগ্রে শ্বেতবর্ণাভঃ শ্বেতাননা মহামুনিঃ ।
 বিজ্ঞেহথ মহাতেজা যশাজ্জজ্ঞে নবস্তমো ॥ ১৭
 তত্র তে স্বৰ্গঃ সৰ্কে সদ্যোজ্ঞাতং মহেশ্বরম্ ।
 দিব্যং পাতপতং যোঃসং দিব্যবর্ষসহস্রকম্ ॥ ১৮
 যদা ব্রহ্মা তদা ব্রহ্মা তদা তে বিগতজরাঃ ।
 ধর্মোপদেশনিরতাঃ সৰ্কে বিগতমৎসরাঃ ।
 পুনরবং মহাদেবং প্রবিষ্টা বিশ্বমৌসরাঃ ॥ ২০
 তস্মাদ্বিশেষরং দেবং যে প্রপচ্ছাত্ত বৈ দ্বিজাঃ ।
 প্রাণায়ামপরা যুক্তা ব্রহ্মণি ব্যবসায়িনঃ ॥ ২০
 তে সৰ্কে পাপানশ্মুক্তা বিমলা ব্রহ্মবর্চসমঃ ।
 ব্রহ্মলোকমতিক্রম্য ব্রহ্মলোকং ব্রজন্তি চ ॥ ২১
 ব.য়ুৰ্বাচ ।
 ততস্ত্রিংশতমঃ কল্পো রক্তো নাম প্রকীৰ্ত্তিতঃ ।

সহস্র কল্পে ব্রহ্মার এক যুগকাল হইয়া থাকে ।
 একসহস্র যুগে এক 'সৰ্বন', এবং দ্বি-সহস্র
 সৰ্বনে এক 'ত্রিবৃত্ত' হয় । ব্রহ্মার স্থিতিকাল
 এইরূপ নামানুসারে বিভক্ত হইয়াছে । স্থিতি
 কালের পরিমাণ সংখ্যা পরে বলা হইবে ।
 পূর্কোজ্ঞাখিত অষ্টাবিংশতি কল্পের কল্পসংজ্ঞার
 কারণ এবং পূর্কোক্ত রথন্তর সামের বজ্রান্ত-
 কালীয় নাম যে কল্পে যে মন্ত্রের উৎপত্তি
 হইয়াছে, তাহা পরে ব্যক্ত করিব । এখন অশ্ব
 বিষয় বলিতেছি, শুন । উনত্রিংশ কল্পের নাম
 'শ্বেতলোহিত' । এইকল্পে ব্রহ্মা সৃষ্টি করি-
 বার অভিলাষে ধ্যানপরায়ণ হইলে, শ্বেত
 বস্ত্র, শ্বেত মালা ও উকীষধারী, অগ্নিসমতেজা,
 কুমার শিখীর আবির্ভাব হইল । শ্রীমান্ ব্রহ্মা
 সেই ভীমমুখ, তরুণমূর্তি প্রদীপ্ত লোককর্তা,
 বিশ্বরূপ, মহেশ্বর, মহাযোগী, পুরাণপুরুষ, সুধীর,
 শ্বেতকিরণ, শ্বেতলোহিত-মূর্তি নেত্রগোচর
 করিয়া, হৃদয়মধ্যে সেই সদ্যোজ্ঞাত কুমার-

মূর্তির পরমাআর সংস্থাপন করত তাঁহার
 বন্দনা করিতে লাগিলেন । জগৎপতি মহা-
 দেব ব্রহ্মার এইরূপ স্মৃতিবিষয় বিদিত হইয়া
 সানন্দে হাস্য করিলেন । ১—১৭ । হাস্য
 মাত্রেই তাঁহার পার্শ্বদেশে সুনন্দ, নন্দক, বিশ্ব-
 নন্দ ও নন্দন নামক ব্রহ্মতেজোদীপ্ত, শ্বেত-
 মালাধর শিষ্যচতুষ্টয় আবির্ভূত হইলেন ।
 অনন্তর ঐ মহাপুরুষ হইতেই পুনর্বার শ্বেত
 নামক শ্বেতবর্ণ মহামুনি জন্মলাভ করিলেন ।
 অতঃপর এই ঋষিসমূহ দিব্য সহস্রবৎসর পাত-
 পতযোগ অবলম্বনে নিরাময় দেহ ও নির্মৎসর
 মনে ধর্মোপদেশে ব্যাপ্ত রহিয়া, পুনর্বার সেই
 বিশেষর শরীরে বিলীন হইলেন । এইরূপে
 প্রাণায়ামনিরত ও ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়া, যে কোন
 বিজ্ঞাতি বিশেষরকে অবলোকন করেন, তিনি
 সর্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া, অপর ব্রহ্মলোক
 প্রাপ্তিপূর্বক বিমল পরব্রহ্মলোক লাভে সমর্থ
 হইয়া থাকেন । বায়ু বলিলেন, তৎপরবর্তী

রক্তো যত্র মহাতেজা রক্তবর্ণমধারয়ৎ ॥ ২২
 ধ্যানতঃ পুত্রকামস্ত ব্রহ্মণঃ পরমোষ্ঠিনঃ ।
 প্রাহুর্ভূতো মহাতেজাঃ কুমারো রক্তবিগ্রহঃ ।
 রক্তমালাধরধরো রক্তনেত্রঃ প্রতাপবান্ ॥ ২৩
 স তং দৃষ্ট্বা মহাদেবঃ কুমারং রক্তযানমম্ ।
 ধ্যানযোগং পরং গতা বুবেণ বিশ্বমীশ্বরম্ ॥ ২৪
 স তং প্রণম্য ভগবান্ ব্রহ্মা পরমহংসতঃ ।
 বামদেবঃ ততো ব্রহ্মা ব্রহ্মাশ্বকং বচিস্থয়ৎ ॥ ২৫
 এবং ধ্যাতে মহাদেবো ব্রহ্মণা পরমোষ্ঠিনা ।
 মনসা ঐতিত্বুজেন পিতামহমধাত্রবীং ॥ ২৬
 ধ্যানতঃ পুত্রকামেন ষষ্মাস্তেহংসং পিতামহ ।
 দৃষ্টঃ পরময়া ভক্ত্যা ধ্যানযোগেন সন্তম ॥ ২৭
 তস্মাক্ষানং পরং প্রাপ্য কল্পে কল্পে মহাতপাঃ ।
 বেৎস্তপে মাং মংগলং শৌক্যভারমীশ্বরম্ ।
 এবমুক্তা ততঃ শৰ্কঃ অট্টহাসং মুমোচ হ ॥ ২৮
 ততস্তত্র মহাত্মানং চত্বারং কুমারকাঃ ।
 সমুত্থুর্মহাত্মানো বিরেজুঃ শুক্লবুদ্ধয়ঃ ॥ ২৯
 বিরজন্ত বিবাহন্ত বিশেকো বিশ্বভাবনঃ ।

ত্রিংশৎ কল্পের নাম হইল 'রক্ত'। এই কল্পে
 ব্রহ্মা পুত্রকামনায় ধ্যানাবগম্বন করেন, তাহাতে
 রক্ত বস্তু ও রক্তমালাধর রক্তকান্তি, আরক্তনেত্র
 প্রতাপশালী রক্তবিগ্রহ কুমারের আবির্ভাব
 হইয়াছিল। ভগবান্ ব্রহ্মা এই রক্তবসন মহা-
 মহাদেব কুমারমূর্ত্তি দর্শনমাত্রেই ধ্যানযোগে
 ঐহাকে বিপরূপ দৈবর বলিয়া জানিতে পারি-
 লেন এবং অতীব ভক্তিভরে এই ব্রহ্মময় বাম-
 দেব মূর্ত্তিকে আদিপাত করত ঐহার ধ্যান
 করিতে লাগিলেন। ১৫—২৫ । মহাদেব
 রক্ত, পরমোষ্ঠীর এইরূপ ভক্তিফলকৃত ধ্যান-
 দর্শনে প্রীতি প্রাপ্ত হইয়া ঐহাকে বলিলেন,
 —হে সানুপ্রবর পিতামহ! তুমি পুত্রপ্রার্থী
 হইয়া ভক্তিপ্রবণ ক্রমে অন্য বেক্রপ ধ্যানযোগে
 আমার দর্শনলাভ করিতে সক্ষম হইয়াছ; হে
 মহাসমুদ্রাশ্রয়! এইরূপ প্রত্যেক কল্পেই তুমি
 আমাকে লোককণ্ঠা দ্বৈবরূপে অনুভব করিতে
 পারিবে। রক্তকান্ত শৰ্ক এই বলিয়া অট্টহাস
 করিলেন। তাহাতে সেই মুহূর্ত্তেই বিরজ,

ব্রহ্মণ্যা ব্রহ্মণস্তন্যা বীরা অব্যবসায়িনঃ ॥ ৩০
 রক্তাশ্বধরাঃ সর্কৈ রক্তমালাভুলেপনাঃ ।
 রক্তভস্মানুগিগ্ধা রক্তাশ্চা রক্তলোচনাঃ ॥ ৩১
 ততো বর্ষসংস্রাতে ব্রহ্মণ্যা অব্যবসায়িনঃ ।
 গৃণন্তু মহাত্মানো ব্রহ্ম তবামদৈবকম্ ॥ ৩২
 অনুগ্রহার্থং লোকানাং শিষ্যাণাং হিতকাময়া ।
 ধর্ম্মোপদেশমর্থিনং কৃত্বা তে ব্রাহ্মণা স্বয়ম্ ।
 পুনরেব মহাদেবঃ প্রবিষ্টা রুদ্রমব্যয়ম্ ॥ ৩৩
 যেহপি চাত্রে বিজ্ঞেষ্টো যুজ্ঞানা বামমীশ্বরম্ ।
 প্রপদ্যতে মহাদেবঃ তত্ততান্তং পরাধবাঃ ॥ ৩৪
 তে সর্কৈ পাপনির্মুক্তা বিমলা ব্রহ্মবর্চসঃ ।
 রুদ্রলোকং পমিষান্তি পুনরাবৃন্তিহ্রস্বভম্ ॥ ৩৫
 ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডে মহাপুরাণে কল্পসংখ্যানিরূপকং
 নাম একবিংশোধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

বিবাহ, বিশোক ও বিশ্বভাবন নামধেয় বিভূত-
 বুদ্ধি, ব্রহ্মতুল্য, অব্যবসায়ী এবং বীর কুমার-
 চতুষ্টয় প্রাহুর্ভূত হইলেন। ইহারা সকলেই
 রক্তবসন ও রক্তমালাধর, রক্তবলন, রক্তলোচন
 ছিল, এবং ইহাদের সকলেরই দেহ রক্ততম
 ও রক্ত অনুলেপন দ্বারা অনুলিপ্ত হইয়াছিল।
 এই সমস্ত মহাত্মমণ বামদেব ব্রহ্মে নিষ্ঠাবান্,
 নদাচারী, এবং নিবিল ধর্ম্মোপদেশ দিয়া লোক-
 নিগের প্রতি অনুগ্রহকারক হইয়া, সহস্র
 বৎসর অতিবাহন করত আবার সেই অব্যয়
 রুদ্রদেহে প্রবেশলাভ করিলেন। কুমার-
 চতুষ্টয়ের দ্বারা অস্ত্র কোন বিঘ্ন ঐরূপে মহাদেব
 বামদেবের প্রতি ভক্তিপরাধন হইয়া যোগনিরত
 হইলে, তিনিও সঙ্গপাপ বিনাশের পর বিমল
 ব্রহ্মতেজঃ প্রাপ্ত হইয়া অনন্তকালের অস্ত্র
 রুদ্রলোক লাভ করিয়া থাকেন। ১৬—৩৫ ।

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশোহধ্যায়ঃ ।

বায়ুস্বৰূপঃ ।

একত্রিংশতমঃ বক্সঃ পীতবাসা ইতি স্মৃতঃ ।
 ব্রহ্মা যত্র মহাতেজাঃ পীতবর্ণধুম্রাগতঃ ॥ ১
 ধ্যায়তঃ পুত্রকামস্ত ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ ।
 প্রাহুর্ভূতো মহাতেজাঃ কুমারঃ পীতবস্ত্রবান্ ॥ ২
 পীতগন্ধানুলিপ্তঃ পীতমাল্যধরো যুবা ।
 পীতযজ্ঞোপবীতঃ পীতোকীৰ্ষো মহাতুঙ্গঃ ॥ ৩
 তং দৃষ্ট্বা ধ্যানসংযুক্তং ব্রহ্মা লোকেশ্বরং প্রভূম্ ।
 মনসা লোকধাতারং ববন্দে পরমেশ্বরম্ ॥ ৪
 ততো ধ্যানগতস্তত্র ব্রহ্মা মাহেশ্বরীং পরাম্ ।
 অপমৃত্যুং গাং বিরূপাকং মহেশ্বরমুখচ্যুতম্ ॥ ৫
 চতুষ্পদং চতুর্ভুজং চতুর্হস্তং চতুঃশ্রীম্ ।
 চতুর্নেত্রং চতুঃশৃঙ্গীং চতুর্দংষ্ট্রাং চতুর্মুখীম্ ।
 দ্বাত্রিংশলোকসংযুক্তামীশ্বরীং সর্কতে মুখীনু ॥ ৬
 স তাং দৃষ্ট্বা মহাতেজা মহাদেবীং মহেশ্বরীম্ ।
 পুনরাহ মহাদে ৷ সর্কদেবনমস্কৃতঃ ॥ ৭
 মতিঃ স্মৃতিবুদ্ধিরিতি গায়মানঃ পুনঃ পুনঃ ।

দ্বাবিংশ অধ্যায় ।

বায়ু বলিগেন, একত্রিংশত বক্স পীত-
 বাসা নামে পরিচিত ; ব্রহ্মা স্বয়ং এই বক্সে
 পীতবর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সময়ে
 ব্রহ্মা পুত্রাভিলাষে ধ্যানপরায়ণ হইলেন।
 তাহাতে—এক পীতবস্ত্র, পীতমাল্য, পীতযজ্ঞো-
 পবীত, পীতউকাষধারী এবং পীতগন্ধানুলিপ্ত,
 তরুণবস্ত্র আতি তেজস্বী কুমারের আবির্ভাব
 হইয়াছিল ; ব্রহ্মা সেই সন্মানভূত শক্তি-
 মান্ ধ্যানসম্পন্ন লোকধাতা পরমপুরুষের দর্শন-
 মাত্র তৎকণাৎ তাঁহাকে মনে মনে প্রণাম-
 করত পুনর্বার ধ্যাননিরত হইয়া, চতুষ্পদা,
 চতুর্হস্তা, চতুঃশ্রী, চতুর্নেত্রা, চতুঃশৃঙ্গী, চতু-
 র্দংষ্ট্রা এবং চতুর্মুখী, দ্বাত্রিংশলোকসমমিতা,
 সর্কতেমুখী মাহেশ্বরীকে মহেশ্বরদ্বন্দ্ব হইতে
 নিঃসৃত হইতে অবলোকন করিলেন। আরও
 দেখিলেন যে, পূর্বেপ্রাহুর্ভূত মহাতেজা মহা-

এহেহতি মহাদেবী সোষ্ঠিঃ প্রাহ্লনির্ভূতম্ ৷
 বিশ্বমাবৃত্য যোগেন জগৎ সর্কৎ বশীকুরু ।
 অথবা মহাদেবেন রুদ্রাণী ত্বং ভবিষ্যসি ॥ ১
 ব্রাহ্মণানাং হিতার্থায় পরমার্থং ভবিষ্যসি ।
 অষ্টৈখ্যং পুত্রকামস্ত ধ্যায়তঃ পরমেষ্ঠিনঃ ॥ ১০
 প্রদদৌ দেবদেবেশ্চতুষ্পাদাং মহেশ্বরীম্ ।
 ততস্তাং ধ্যানযোগেন বিদিত্বা পরমেশ্বরীম্ ॥ ১১
 ব্রহ্মা লোকমনস্কারঃ প্রপদ্যে তাং মহেশ্বরীম্ ।
 গায়ত্রীস্ত ততো রৌদ্রীং ধ্যাত্বা ব্রহ্ম হৃষিক্ততঃ ॥ ১২
 ইত্যেতাং বৈদিকীং বিন্যাস রৌদ্রীং গায়ত্রীমপি-
 তাম্ ।
 অপিত্বা তু মহাদেবীং রুদ্রলোকনমস্কৃতাম্ ।
 প্রপন্নস্ত মহাদেবং ধ্যানযুক্তেন চেতসা ॥ ১৩
 ততস্তত্র মহাদেবো দিব্যং যোগং পুনঃ স্মৃতঃ ।
 ঐশ্বর্যং জ্ঞানসম্পত্তিং বৈরাগ্যক দদৌ পুনঃ ॥ ১৪
 অথাট্টহাসং মুমুচে ভীষণং দীপ্তমৌষধম্ ।
 ততোহস্ত সর্কতে দীপ্তাঃ প্রাহুর্ভূতাঃ কুমারকাঃ ॥
 পীতমাল্যস্ববধরাঃ পীতগন্ধাবিলেপনাঃ ।
 পীতোকীষশিরাস্টৈশ্চ পীতাস্তাঃ পীতমুর্কজাঃ ॥ ১৬

দেব এই মহাদেবী মহেশ্বরীকে কৃতজ্ঞানি
 করে কহিলেন, তুমি মতি, স্মৃতি ও বুদ্ধি অথবা
 ব্রাহ্মণগণের হিতেষণায় মহাদেবের সঙ্গে
 মিলিত হইবার জন্ত, রুদ্রাণীমূর্তিতে প্রাহুর্ভূত
 হইয়াছ, অধুনা এই স্থানে আসিয়া যোগ
 দ্বারা সমস্ত জগৎ বশীভূত কর। মহাদেব
 ইত্যাদি বাক্যে বারম্বার দেবীর শ্রব করি-
 তেছেন। অতঃপর দেবদেব মহাদেব পুত্রকাম-
 নাগ ধ্যানযুক্ত পরমেষ্ঠী ব্রহ্মাকে চতুষ্পদা মহে-
 শ্বরী গায়ত্রী দান করিলেন। তখন ব্রহ্মাও আতি
 সমাহিতচিত্তে ধ্যানযোগে তাঁহার পরিদর্শন করত
 রৌদ্রী গায়ত্রী মূর্তির ধ্যান এবং ঐ রৌদ্রী মূর্তি-
 বিষয়িণী বৈদিকী বিন্যাস জপাদি সমাপনপূর্বক,
 মহাদেবের ধ্যানে নিযুক্ত হইলেন। ১—১৩।
 মহাদেব তাহাতে তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে দিব্য
 যোগ, যদৈশ্বর্য, জ্ঞানসম্পদ, এবং বৈরাগ্য
 অর্পণ করিলেন। অনন্তর মহাদেব একবার
 অট্টহাস্ত করিলে তৎকণাৎ তাঁহার চারিদিকে

ততো বর্ষসহস্রাণ্ডে উষিত্বা বিমলোজসঃ ।
 যোগাস্তানন্ততঃ স্নাতা ব্রাহ্মণানাং হিতৈষিণঃ ॥ ১৭ ॥
 ধর্মযোগবলোপেতা স্বর্গীণাং দীর্ঘাঃ ত্রিণাম্ ।
 উপদিষ্টা তু তে যোগাঃ প্রবিষ্টা কুজবীরবঃ ॥ ১৮ ॥
 এবমেতেন বিধিনা প্রপন্না যে মহেশ্বরম্ ।
 তন্ত্বেহপি নিম্নতান্ত্রনো ধ্যানযুক্তা জিতেশ্রিয়াঃ ।
 তে সর্গে পাপমুৎসৃজ্য বিরজা ব্রহ্মবর্চসঃ ।
 প্রবিশন্তি মহাদেবং কুজং তে ত্বপুনর্ভবাঃ ॥ ২০ ॥
 ব্যুৎকবাচঃ ।

ততস্তম্ভিন্ গতে কলে পীতবর্ণে স্বয়ংযুগঃ ।
 পুনরন্যঃ প্রবৃন্তস্ত সিতকলো হি নামতঃ ॥ ২১ ॥
 একাৰ্ণবে তদা কুন্তে দিব্যো বর্ষসহস্রকঃ ।
 স্রষ্টুং যমঃ প্রজা ব্রহ্মা চিত্তগ্রামাস হুংখিতঃ ॥ ২২ ॥
 তত্র চিত্তগ্রামেন্ত পুত্রকামস্ত বৈ প্রভোঃ ।
 কৃষ্ণাঃ সমভববর্ণো ধ্যানতঃ পরমেষ্ঠিনঃ ॥ ২৩ ॥
 অধাপস্তমহাতেজাঃ প্রাহুর্ভূতং কুমারকম্ ।
 কৃষ্ণবর্ণং মহাবীৰ্য্যং দীপ্যমানং স্ততেজসা ॥ ২৪ ॥
 কৃষ্ণাশ্বরবরোকোবৎ কৃষ্ণবজ্রোপবীতিনম্ ।

পীতবর্ন, পীতমালা ও পীতোকোষধারী, পীত-
 গন্ধামূলিগুণ, পীতাত্ম এবং পীতকেশ প্রদীপ্ত-
 কুমারগণের আবির্ভাব হইল। সেই সকল
 ব্রাহ্মণহিতৈষী বিমলতেজা কুমারেরা যোগাব-
 লম্বন করতঃ সমস্ত বৎসর অতিবাহন করিয়া,
 দীর্ঘজীবীল কবিশিখকে যোগোপদেশ দিলেন
 এবং পুংস্কীর কুজদেহে লীন হইলেন। এই
 প্রকারে যদি অপর কেহও সংযতেশ্রয় হইয়া,
 মহেশ্বরের ধ্যানাবলম্বন করেন, তবে তিনিও
 সর্গপাপ পরিহার করিয়া অনন্তকালের জ্ঞান
 কুজদেহে লীন হইয়া থাকেন। বায়ু বলিলেন,
 সংযত এই পীতবর্ণ কুমারগণের অতি হইবার পর
 সিত 'কম' নামক অস্ত্র বজ্র প্রযুক্ত হইয়াছিল।
 পুংস্কীর বয়েঃ অবসানে পৃথিবী যখন দিব্য সংগ্রহ
 বৎসর একাৰ্ণবে অবস্থিত ছিল, ব্রহ্মা সেই
 সময়ে পুংস্কীরূপে হস্তগ্রহ হুংখিত হইয়া
 পুংস্কীরূপে চিত্তা করিতে করিতে কৃষ্ণ-
 বর্ণ হইয়া উঠেন। এই চিত্তগ্রামসঙ্গেই তিনি
 দেখিলেন, তেজঃপ্রদীপ্ত, মহাবীর, এবং কৃষ্ণবয়,

কৃষ্ণেন মৌলিনা যুক্তং কৃষ্ণস্রগ্বলেনপনম্ ॥ ২৫ ॥
 স তৎ দৃষ্ট্বা মহাত্মানমমরং ধোমহম্মিণম্ ।
 ববনে দেবদেবেশং বিবেশং কৃষ্ণপিঙ্গলম্ ॥ ২৬ ॥
 প্রাণায়ামপন্নঃ শ্রীমান্ হৃদি কৃষ্ণাঃ সংবেশম্ ।
 মনসা ধ্যানসংযুক্তং প্রপন্নস্ত যতীশ্বরম্ ।
 অধোরেতি ততো ব্রহ্মা ব্রহ্ম এবাহুচিহ্নয় ॥ ২৭ ॥
 এবং বৈ ধ্যানতত্ত্বস্ত ব্রহ্মাঃ পরমেষ্ঠিনঃ ।
 মুখোচ ভগবান্নি কুজঃ স্রষ্টহাসং মহাশয়নম্ ॥ ২৮ ॥
 অথাত পার্শ্বতঃ কৃষ্ণাঃ কৃষ্ণস্রগ্বলেনপনঃ ।
 চত্বরস্ত মহাত্মানঃ সমভূবুঃ কুমারকাঃ ॥ ২৯ ॥
 কৃষ্ণাঃ কৃষ্ণাশ্বরোকোবঃ কৃষ্ণাতাঃ কৃষ্ণবাসসঃ ।
 তৈশ্চাস্রষ্টহাসঃ হুমহান্ হুকারঃ শৈব পুত্রগঃ ।
 নমস্করণং হুমহান্ পুনঃ পুনঃ দীপ্যিতঃ ॥ ৩০ ॥
 ততো বর্ষসহস্রাণ্ডে যোগাস্তং পারদেবরম্ ।
 উপাসিত্বা মহাত্মাণাঃ শিষ্যভাঃ প্রবৃন্ততঃ ॥ ৩১ ॥
 যোগেন যোগসম্পন্নঃ প্রবিশ্ত মনসা শিবম্ ।
 অমলং নিম্ভং যং হানং প্রবিশ্তা বিমলাশ্বরম্ ॥ ৩২ ॥
 এবমেতেন যোগেন যে চাপ্যন্তে বিভ্রাতয়ঃ ।

কৃষ্ণকোষ, কৃষ্ণবজ্রোপবীত, কৃষ্ণমালা ও কৃষ্ণা-
 নুলেনপনসম্পন্ন, কৃষ্ণবর্ণ এক কুমারমূর্ত্তি প্রাহুর্ভূত
 হইতেছেন। শ্রীমান্ ব্রহ্মা সেই বিবেশর,
 দেবদেবাধিপ, কৃষ্ণপিঙ্গল মূর্ত্তি দেখিযামাত্রই
 প্রাণায়াম অবলম্বন করতঃ হৃদয়ে যতীশ্বর পরম-
 ব্রহ্ম মহাদেবরূপ প্রাপ্তি করিয়া, তদীর বন্দনা
 এবং সেই অধো মূর্ত্তির চিত্তা করিতে লাগি-
 লেন। তদবস্থান কুজ সেই সময়ে ধ্যানপরায়ণ
 ব্রহ্মার সম্মুখে মহাশয় স্রষ্টহাস করিয়া উঠিলেন,
 তাহাতে তৎকাল্যে তাহার চারিপার্শ্বে কৃষ্ণবয়
 ও কৃষ্ণোকোষধারী, কৃষ্ণবর্ণ, কৃষ্ণবন কুমারগণ
 আবির্ভূত হইলেন। তাহারা আবির্ভূত হই-
 যাই, মনসে অটোহাস ও চারুণ কোমল করত
 বৎসবার কৃষ্ণদেবকে নমস্কার করিতে লাগিলেন।
 ১৪—৩০। অনন্তর প্রহার্য সমস্ত বৎসর
 দ্বাবৎ যোগাস্তান ও শিষ্যগণকে যোগোপদেশ
 দিয়া মনোমত্তা মহাদেব-মূর্ত্তির চিত্তা করত
 ত্রিভুবাতিত বিমলাবরণ মূর্ত্তিরূপে যোগে প্রস্থান
 করিলেন। অস্ত্র কোন বিভ্রাতীও যদি এইরূপ

স্মরিত্বা বিধানজ্ঞা পস্তারো রুদ্রমব্যয়ম্ ॥ ৩৩
তত্ত্বমস্মিন গতে কল্পে কৃষ্ণরূপে ভয়ানকে ।
অন্তঃ প্রবর্তিতঃ কল্পে বিধরূপন্ত নামতঃ ॥ ৩৪
বিনিরুন্তে তু সংহারে পুনঃ সৃষ্টে চরাচরে ।
ব্রহ্মণঃ পুস্ত্রকামস্ত ধ্যাততঃ পরমেষ্ঠিনঃ ।
প্রাহুর্ভূতা মহানাদা বিধরূপা সরস্বতী ॥ ৩৫
বিশ্বমাল্যাস্বরধরং বিশ্বয়ন্তোপবীতিনম্ ।
বিশেষ্যৌষং বিশ্ববন্ধং বিশ্বস্থানং মহাভূজম্ ॥ ৩৬
অথ তৎ মনসা ধাত্বা যুক্ত্বা বৈ পিতামহঃ ।
ববন্দে দেবমীশানং সর্কেষণং সর্কেষণং প্রভুম্ ॥ ৩৭
ওমীশান নমস্তেহস্ত মহাদেব নমোহস্ত তে ।
এবং ধ্যানগতং তত্র প্রথমস্তং পিতামহম্ ।
উবাচ ভগবানীশঃ প্রীতোহহং তে কিমিচ্ছসি ॥ ৩৮
ততঃ প্রণতো ভূত্বা বাগ্ভিঃ স্তত্বা মহেশ্বরম্ ।
উবাচ ভগবান্ ব্রহ্মা প্রীতঃ প্রীতেন চেতসা ॥ ৩৯

বিধানানুসারে যোগানুষ্ঠান করত রুদ্রমূর্তির
চিন্তা করেন, তবে তিনিও অতিমে অক্ষয়
রুদ্রলোক লাভ করিতে পারেন। অতঃপর এই
সিতকল্পের অবসানে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিলয় পাই-
বার পর, পুনর্বার সৃষ্টিকাল উপস্থিত হইলে,
ব্রহ্মা পুস্ত্রান্তিলাবে ধ্যানাবলম্বন করিলেন;
তাহাতে মহানাদ-শালিনী বিধরূপা সরস্বতীর
আবির্ভাব হইল। তদর্শনে পিতামহ সংযত-
চিত্ত হইয়া, বিধরূপ মায়া, বস্ত্র, যজ্ঞোপবীত ও
উক্ষীষধারী, বিশ্বনিবাসী, বিশ্বগকযুক্ত, মহাভূজ
সর্কেষণতি, সর্কেষণর, ঈশানদেবকে স্মরণ করিয়া
এইরূপ বাক্যে বন্দনা করিতে লাগিলেন যে,
'ও ঈশান, হে মহাদেব! তোমাকে নমস্কার
করি' ভগবান্ মহাদেব তাহাতে পরিতুষ্ট
হইয়া প্রণত পিতামহকে বলিলেন,—আমি
তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছি, অতএব অভীষ্ট
প্রার্থনা কর। ভগবান্ ব্রহ্মাও তাহাতে একান্ত
প্রীত হইয়া প্রণতিপূর্ব্বক বলিলেন, হে মহেশ!
এই বিশ্বই তোমার প্রতিমূর্তি এবং বিশ্বা পৃথি-
বীই ঈশ্বরমূর্তী বলিয়া বিদিত হইয়াছি;
হুত্তরায় একান্ত কোতুহলী হইয়া জিজ্ঞাসা
করিতে হইতেছে যে, এই প্রাহুর্ভূত

যদিদং বিধরূপং তে বিশ্বনৌর্কিষমৌষরী ।
এতদ্বেনিতুমিচ্ছামি কস্যায়ং পরমেধরঃ ॥ ৪০
কৈব। ভগবতৌ দেবৌ চতুঃপাদা চতুঃশ্রী ।
চতুঃশ্রী চতুর্ভুজা চতুর্দন্তা চতুঃস্তনী ॥ ৪১
চতুর্হস্তা চতুর্নেত্রা বিধরূপা কথং স্মৃতা ।
কিন্নামধেয়া কোহস্তাস্মা কিংবৌধ্যা বাপি কৰ্ম্মতঃ ॥
মহেশ্বর উবাচ।

রহস্তং সর্কেষমস্ত্রাণাং পাণ্ডনং পুষ্টিবর্দ্ধনম্ ।
শৃণুস্বৈতং পরং শুদ্ধমাদিসর্গে যথাভবম্ ॥ ৪৩
অয়ং যো বর্ত্ততে কল্পে বিধরূপস্তনৌ স্মৃতঃ ।
যস্মিন্ ভবানয়ো দেবঃ ষড়্বিংশত্মনবঃ স্মৃতঃ ॥ ৪৪
ব্রহ্মস্থানমিদকাপি যদা প্রাপ্তং তদা বিতো ।
তদা প্রভৃতি কলশে ত্রয়স্ত্রিংশত্তমো হয়ম্ ॥ ৪৫
শতং শতসহস্রাণামতীতা য়ে স্বস্তুবঃ ।
পুরস্তান্তব দেবেশ তান্ শৃণু মহামুনে ॥ ৪৬
আনন্দস্ত স যিজ্ঞেয় আনন্দতে মহাগয়ঃ ।
গালব্যগোত্রতপসা মম পুত্রস্তমাপতঃ ॥ ৪৭

পরমেধর এবং এই চতুঃপাদা, চতুঃশ্রী,
চতুঃশ্রী চতুর্দন্ত, চতুঃস্তনী, চতুর্ভুজ ও চতু-
র্কক্ষুঃসম্পন্ন বিধরূপা মহাদেবী কে? ইহার
নাম কি? কোন্ দেবতা ইহার আশ্রয়রূপ
এবং কৰ্ম্মানুসারে ইহার বৌধ্যই বা কৌশল?
মহেশ্বর বলিলেন, ব্রহ্মন! প্রথমে পবিত্রতা ও
পুষ্টিবর্দ্ধনকারী, আদিশ্রুতি-কালীয় মন্ত্রসমূহের
গূঢ়রহস্যের বিষয় তোমার নিকট সম্যকরূপে
কীৰ্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। এই বর্ত্তমান
কল্পের নাম বিধরূপ; ভবপ্রভৃতি এই কল্পের
দেবতা এবং মহাসংখ্যা ষড়্বিংশতি। হে
অনন্তশক্তিশালিন! যে সময়ে তুমি এই
ব্রহ্মস্থান প্রাপ্ত হইয়াছিলে, সেই অবধি
সংখ্যানির্দেশ করিয়া এই কল্পের সংখ্যা
ত্রয়স্ত্রিংশৎ হইয়াছে। তোমার পূর্ব্ববর্ত্তীকালে
যে সকল শতসহস্রকল্প অতীত হইয়া গিয়াছে,
অধুনা তাহাই তোমার বলিতেছি, শ্রবণ কর।
যে কবে গালব্যগোত্র তপস্বী ব্যাধা তুমি
আমার পুত্ররূপে জন্মিয়াছিলে, তাহা 'আনন্দ'
নামে বিদিত। ঐ কবে জন্মিবার সময়

ত্মি যোগন্ত সাংখ্যন্ত তপো বিদ্যা বিধিঃ ক্রিয়া
 কৃতং সত্যক বদ্ব্রজ্ঞ অহিংসা সন্ততিক্রমাঃ ॥৪৮
 ধ্যানং ধ্যানবপুঃ শান্তির্বিদ্যা বিদ্যামতিষ্ঠিতিঃ ।
 কান্তিঃ শান্তিঃ স্মৃতিঃখ্যা লজ্জা শুদ্ধিঃ স্বরস্বতী ॥
 তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্রিয়া চৈব লজ্জা কান্তিঃ প্রতিষ্ঠিতা
 বড়বিশন্তদৃশ্যং হোষা বাদ্রিংশাক্ষরসংজ্ঞিতা ॥৫০
 প্রকৃতিং বিদ্ধি ত্যং ব্রহ্মন্ তৎপ্রহৃতিং মহেশ্বরীম্
 সৈব ভগবতী দেবী তৎপ্রহৃতিঃ স্বরস্বতীঃ ॥ ৫১
 চতুর্মুখী ভগবত্যানিঃ প্রকৃতিগৌঃ প্রকীৰ্ত্তিতা ।
 প্রধানং প্রকৃতিকৈব যদাছন্তকৃতিতকাঃ ॥ ৫২
 অজ্ঞামেতাং লোহিতশুককৃষ্ণাং
 বিবং সংপ্রহৃজমানাং স্বরূপাম্ ।
 অজ্ঞোহহং বৈ বিদ্ধি মাং বিবরূপং
 গায়ত্রীং গাং বিবরূপাং হি বিদ্ধি ॥ ৫৩
 এবমুক্তা মহাদেবঃ অটহাসমধাকরোৎ ।
 বলিতাক্ষোটিতরবং কহাকহননং তথা ॥ ৫৪
 ততোহন্ত পার্শ্বতো দিব্যাঃ সৰ্বরূপাঃ কুমারকাঃ ।

তোমাতে যোগ, সাংখ্য, তপঃ, বিদ্যা-বিধি,
 ক্রিয়া, স্বত, সত্য, ব্রহ্মজ্ঞান, অহিংসা,
 সন্ততিক্রম, ধ্যান, ধ্যানদেহ, বিদ্যা, অবিদ্যা,
 মতি, ধৃতি, কান্তি, শান্তি, স্মৃতি, মেধা, লজ্জা,
 শুদ্ধি, সরস্বতী, তুষ্টি, পুষ্টি ও কান্তিনামক,
 গুণসমূহ প্রতিষ্ঠিত ছিল। বাহার এই
 বাদ্রিংশ অক্ষর নামক বড়বিশন্তি গুণ,
 জানিবে—সেই মহেশ্বরী প্রকৃতিই তোমার
 প্রহৃতি । তৎসজ্জানিগণ যে প্রধান ও প্রকৃতির
 নাম নির্দেশ করেন, তোমার সর্গুণবর্তিনী এই
 সন্যাসভূতা চতুর্মুখী দেবীই তোমার প্রহৃতি
 সেই প্রকৃতিদেবী । ৩১—৫২ । এই অমুহ-
 পরা, বিবপ্রদর্শিনী, লোহিত শুক-কৃষ্ণ অর্থাৎ
 ব্রহ্মঃ, সন্ত, তমোগুণান্বিতা, স্বরূপপরিধািনী
 প্রকৃতিকেই বিবরূপা গায়ত্রী এবং আমাকে
 বিবরূপ ও অজ্ঞাত বলিয়া জানিবে । মহাদেব
 ব্রহ্মার সমীপে এইরূপ বলিয়াই অতি
 উচ্চরবে একবার অটহাস করিলেন । তাহাতে
 তাঁহার পার্শ্বদেশে সৰ্বরূপশালী দিব্য কুমারগণ
 দ্ব্যবর্ত্ত হইলেন । তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ

জটী মুণ্ডী শিখত্রী চ অর্দ্ধমুণ্ডাশ্চ অজ্ঞিতে ॥ ৫৫
 ততস্তে তু যথোক্তেন যোগেন স্তমহোজসঃ ।
 দিব্যং বর্গসংস্রুত উপাসিতা মহেশ্বরম্ ॥ ৫৬
 ধর্মোপদেশং নিরতং কুত্র যোগময়ং দৃঢ়ম্ ।
 শিষ্টানাম নিরতজ্ঞানঃ প্রবিষ্টা কুদ্রমীশ্বরম্ ॥ ৫৭
 বায়ুকাচ ।
 ততো বিশ্বায়মাপনো ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ।
 প্রপন্নস্ত মহাদেবাং ভক্তিযুক্তেন চেতসা ।
 উবাচ বচনং সর্বং শ্রোতব্ধং তে কথং বিত্তো ॥৫৮
 ইতি শ্রীব্রহ্মপুত্রো মহাপুরাণে কলনিরূপণং
 নাম দ্বাবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশোহধ্যায়ঃ ।

ভগবানুবাচ ।

শ্রোতব্রহ্মো বলা হানীদহং শ্রোতব্রহ্মোহভবম্ ।
 শ্রোতাক্ষীষঃ শ্রোতমাণ্যঃ শ্রোতাস্বরধরঃ শিবঃ ॥ ১

জটাজুটধারী, কেহ মুণ্ডিতমস্তক, কেহ শিখত-
 মুণ্ডিত এবং কেহ কেহ বা অর্দ্ধমুণ্ডিত । এই
 বিপুল-ভেজঃশালী কুমারগণ যথাবিধি যোগানু-
 ষ্ঠান করত দিব্য সহস্রবৎসর মহেশ্বরের আরা-
 ধনা করিয়া এবং শিষ্টনিগকে যোগময় ধর্মো-
 পদেশ দিয়া পরে কুদ্রদেহে প্রবেশ লাভ করি-
 লেন । বায়ু-বলিলেন,—লোকপিতামহ ব্রহ্মা
 এই দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং
 অতীব ভক্তিভরে মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করি-
 লেন, হে প্রকৃতশক্তিমন্ ! আপনার শ্রোত
 হইবার কারণ কি ? অমুগ্রহপূর্বক
 বলুন । ৫৩—৫৮ ।

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ঃ ।

ভগবান্ বলিলেন—আমি শ্রোতব্রহ্মকালে
 শ্রোত উক্ষীষ, শ্রোত মাণ্য ও শ্রোতব্রহ্ম পরিবা

বেতাহ্মিমাংসরোমা চ খেতত্বকু খেতলোহিতঃ ।
 তেন নান্না চ বিধ্যাতঃ খেতকল্পত্বা হসৌ ॥ ২
 মৎপ্রসাদাচ্চ দেবেশঃ খেতাক্রঃ খেতলোহিতঃ ।
 খেতবর্ণা তদা হ্যাদীপ্যাহতী ব্রহ্মসংজ্ঞতা ॥ ৩
 বস্মানহক দেবেশ ত্বয়া শুভ্র পদে স্থিত ।
 বিজ্ঞাতঃ শ্বেন তপসা সদ্যোজাতঃ সনাতনঃ ।
 সদ্যোজাতোতি ক্রীহৈ তদুগ্ধকৈব প্রকীৰ্ত্তিতম্ ॥ ৪
 তস্মাৎ শুভ্রত্বাপন্নং যে বেৎস্ফুটী দ্বিজাত্যঃ ।
 তৎসমীপং গমিষ্যন্তি পুনর্যাবুতিতূল্যম্ ॥ ৫
 বদাহক পুনঃ সৎ লোহিতো নাম নামতঃ ।
 সমকৃতেন বর্ণেন কল্পো বৈ লোহিতঃ স্মৃতঃ ॥ ৬
 তদা লোহিতমাংসাস্থিলোহিতকীরমন্নিভা ।
 লোহিতাকল্পন্তনবতী গায়ত্রী গোঃ প্রকীৰ্ত্তিতা ॥ ৭
 ততোহস্ত লোহিতত্বেন বর্ণস্ত চ বিপর্যয়ে ।
 বামত্বচ্চৈব যোগস্ত বামদেবত্বমাগতঃ ॥ ৮
 তথাপি হি মহাসত্ত্ব ত্বয়াহং নিয়তাস্তনা ।
 বিজ্ঞাতঃ খেতবর্ণেন তস্মাদ্বর্ণোক্তমঃ স্মৃতঃ ।

খেত অস্থি, খেত মাংস, খেত'লোম, খেত ত্বকু,
 খেত রক্ত এবং খেত নামাধিত শিশুমূর্ত্তিতে
 আবির্ভূত হইয়াছিলাম । আমার অনুগ্রহে
 খেতকল্পেরও খেতবর্ণ এবং খেত রক্ত হয় ।
 ঐ সময়ে ব্রাহ্মী গায়ত্রীও খেতবর্ণা হইয়া
 আবির্ভূত হইলেন । হে দেবপ্রবর! আমি ও
 প্রকৃতি তৎকালে ঐরূপ শুভমূর্ত্তিতে আবির্ভূত
 হইলেও তুমি আমাদিগের স্বরূপজ্ঞানে সমর্থ
 হইয়াছিলে এবং আমার আদেশমত ঐ শুভ-
 বিষয় প্রকাশ করিতেও সক্ষম হইয়াছিলে ।
 অত্ৰ কোন দ্বিজাতি এইরূপ আমার গুঢ় বিষয়
 বিদিত হইতে পারিলে, অনন্তকালের জ্ঞাত
 তাঁহার কুদ্রলোক লাভ হয় । অনন্তর লোহিত-
 বর্ণ লোহিতনামক কল্পে আমি লোহিত
 নাম ও লোহিত বর্ণ ধারণ করিয়া এবং
 প্রকৃতি গায়ত্রী ও লোহিতবর্ণ মাংস, অস্থি,
 ত্বকু, স্তন ও নেত্রশালিনী হইয়া আবির্ভূত
 হইলে, আমাদিগের বর্ণের বিপর্যয় এবং যোগ-
 বিমুখতা হেতু আমার বামদেবত্ব প্রাপ্তিসম্বন্ধে
 তুমি আমাদিগকে অনুভব করিয়াছিলে । হে

ততোহহং বামদেবেতি ধ্যাতিং বাতো মহীতলে
 যে চাপি বামদেবত্বং জ্ঞাততীহ বিজাতয়ঃ ।
 বিজ্ঞায় চেমাং কুদ্রাণীং গায়ত্রীং মাতরং বিতো ॥
 সৰ্ব্বপাপবিনিস্কৃতা বিরজা ব্রহ্মবৰ্চ্চসঃ ।
 কুদ্রলোকং গমিষ্যন্তি পুনর্যাবুতিতূল্যম্ ॥ ১১
 যদা তু পুনরেষঃ কৃষ্ণবর্ণো ভগ্ননকঃ ।
 মৎকৃতেন চ বর্ণেন মৎকল্পঃ কৃষ্ণ উচ্যতে ॥ ১২
 তত্রাহং কালনংকাশঃ কালো লোকপ্রকালনঃ ।
 বিজ্ঞাতোহহং ত্বয়া ব্রহ্মন যোরে' যোরপরাক্রমঃ
 তস্মাৎ স্বীকৃত্বাপন্নং যে মাং বেৎস্ফুটী ভূতলে ।
 তেষামযোরে' শাস্ত্রশ্চ ভবিষ্যামাহমব্যয়ঃ ॥ ১৪
 তস্মাদ্বিশ্বত্বাপন্নং যে মাং পশুস্ত ভূতলে ।
 তেষাং শিবশ্চ সৌম্যশ্চ ভাবিষ্যামি সনৈব তু ॥ ১৫
 তস্মাক্ত বামরূপো বৈ কল্পোহহং সমুৎপ্লবতঃ ।

মহাসত্ত্বশালিন! আমি চিরদিনই তোমার
 নিকট খেতবর্ণরূপে পরিচিত; তাই সমস্ত
 বর্ণমধ্যে খেতবর্ণই উত্তম বলিয়া বর্ণিত হয় ।
 যে ক'লে আমি যোগবিমুখ হইয়া বামদেবত্ব
 প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তদবধি পৃথিবীমধ্যে আমার
 বামদেব নাম প্রচারিত হইয়াছিল । অত্ৰ
 কোন বিজাতিও যদি বামদেব ও গায়ত্রীমাতা
 কুদ্রাণীর স্বরূপ পরিচয়ে তোমার জ্ঞান সক্ষম
 হইতে পারে, তবে তাহাকে আর কুদ্রলোক
 হইতে কখনও প্রত্যাবর্তন করিতে হয় না ।
 ১—১১ । তাহার পর কৃষ্ণনামক কৃষ্ণবর্ণ
 ভগ্ননক কল্পকালে আমি বিপুল পরাক্রমশালী
 কালপ্রাতম লোকপ্রকালন কালমুখীতে প্রাভূ-
 ত হই, তখনও তোমার নিকট আমি অপরি-
 জ্ঞাত হই নাই । পৃথিবীতলে আমার সেই
 মহাবীরমূর্ত্তির তত্ত্ব যাহারা বিদিত হইতে পারে,
 আমি তাহাদিগের চক্ষে অনন্তকালস্থায়ী, শাস্ত
 এবং ভীষণতাশূন্য । আর বাহারা আমার
 বিশ্বরূপ স্বরূপজ্ঞানে সমর্থ হইতে পারে, আমি
 সৰ্ব্বদাই তাহাদিগের নিকট সৌম্যমূর্ত্তি ও
 মঙ্গলময়রূপে বর্তমান । আমার বিশ্বরূপ ধারণের
 জন্তই এই কল্পের নাম হইয়াছে 'বিশ্বরূপ' ।

বিশ্বরূপা তথা চেৎ সাবিত্রী সমুদাহতা ॥ ১৬
 সৰ্বরূপান্তথা চেৎ সংরূপা মমপুত্রকাঃ ।
 চত্বারস্তে সমাখ্যাতাঃ পান্না বৈ লোকসম্মতাঃ ॥ ১৭
 তস্মাচ্চ সৰ্ববর্ণত্বং প্রজাত্বং মে ভবিষ্যতি ।
 সৰ্বভক্যা চ মেধ্যা চ বর্ণত্বং ভবিষ্যতি ॥ ১৮
 মোক্ষো ধৰ্ম্মস্তুধাৰ্থং কামশ্চেতি চতুষ্টিমম্ ।
 তস্মাদ্বেষা চ বেদ্যক চতুর্জা বৈ ভবিষ্যতি ॥ ১৯
 তুতগ্রামাশ্চ চত্বারঃ আশ্রমাশ্চতুরন্তথা ।
 ধৰ্ম্মস্ত পান্নাশ্চত্বারশ্চত্বারো মম পুত্রকাঃ ॥ ২০
 তস্মাচ্চতুর্গুণাবস্থং জগদ্বৈ সচরাচরম্ ।
 চতুর্জীববস্থিতকৈব চতুষ্পাদং ভবিষ্যতি ॥ ২১
 ভূলোকোহথ ভুবো লোকঃ স্বর্লোকোহথ মহন্তথা
 জনস্তপশ্চ শান্তশ্চ রুদ্রলোকান্ততঃ পরম্ ॥ ২২
 স্বর্লোকো হি তৃতীয়স্ত চতুর্থস্ত মহঃ স্মৃতঃ ।
 তত্র লোকঃ পরং স্থানং পরং তদযোগিনাং স্মৃতম্ ॥
 নির্মমা নিরহঙ্কারাঃ কামক্রোবিবর্জিতাঃ ।
 দ্রব্যস্তে তদ্বিনো যুক্তা ধ্যানতৎপরযুক্তকাঃ ॥ ২৪
 বস্মাচ্চতুষ্পাদা হোষা ত্বরা দৃষ্টা সরস্বতী ।

এই সাবিত্রী প্রকৃতি বিশ্বরূপা এবং আমার এই
 পুত্রগণও সৰ্বরূপধর হইয়াছে । এই পুত্রচতু-
 ষ্টয়ই লোকানিচয় মধ্যে চারিপাদ বলিয়া খ্যাতি-
 লাভ করিয়াছে । এই কারণেহেতু মদীয় প্রজাগণ
 সৰ্ববর্ণ, সৰ্বভক্যা এবং বর্ণানুসারে পবিত্র
 হইবে । আমার এই পুত্রচতুষ্টয় হইতেই ধৰ্ম্ম,
 অর্থ, কাম, মোক্ষ ; চারিপ্রকার বেদা ও বেদ্য,
 চারিপ্রকার ভূতরূপ, চতুর্গুণ আশ্রম, ধৰ্ম্মের
 চারিপাদ, যুগসমূহের চারিপ্রকার অবস্থা ইত্যাদি
 চরাচর সমুদায়ই চারিভাগে বিভক্ত হইবে ।
 লোকগণ মধ্যে প্রথমে ভূলোক, পরে ভুবলোক,
 এইরূপ ত্রৈমংসঃ, মহঃ, জন, তপঃ, শান্তলোক,
 অন্তর রুদ্রলোক অবস্থিত । সুতরাং স্বর্লোক
 তৃতীয় এবং মহর্লোক চতুর্থ ; এই মহর্লোক
 যোগিগণেরই প্রাপ্যস্থান । অহঙ্কার, মমতা,
 কাম ও ক্রোধাদি পরিহার করত ধ্যানযুক্ত
 হইয়া তাঁহারা এই স্থান অধিকারন করেন ।
 যে লক্ষণ। তুমি প্রথমে এই সরস্বতীর

তস্মাচ্চ পশবঃ সর্কৈ ভবিষ্যন্তি চতুষ্পাদাঃ ।
 তস্মাচ্চৈবাং ভবিষ্যন্তি চত্বারো বৈ পঃপ্রাধরাঃ ॥ ২৫
 সৌমশ্চ মন্ত্রসংযুক্তা বস্মাশ্চম মুখাচ্চাতঃ ।
 জীবঃ প্রাপভূতাং ব্রহ্মণ সর্কঃ পিতৃভা স্তমৈধ্বতম্ ।
 তস্মাৎ সৌময়রকৈতলমুতকৈব সংজিতম্ ।
 চতুষ্পাদা ভবিষ্যন্তি শ্বেতবৃকশ্চ তেন তৎ ॥ ২৬
 বস্মাচ্চৈবং ক্রিয়া ভূত্বা দ্বিপদা বৈ মহেশ্বরী ।
 দৃষ্টা পুনস্তয়া চৈবা সাবিত্রী লোকভাবিনী ।
 তস্মাৎ বৈ দ্বিপদাঃ সর্কৈ বিস্তনান্চ নরাঃ স্মৃতাঃ ॥ ২৮
 বস্মাচ্চৈবমজা ভূত্বা সর্কবর্ণা মহেশ্বরী ।
 দৃষ্টা ত্বয়া মহানন্দা সর্কভূতধরা পরা ॥ ২৯
 তস্মা তু বিশ্বরূপত্বমজানং বৈ ভবিষ্যতি ।
 অজতৈশ্চৈব মহাতেজা বিশ্বরূপো ভবিষ্যতি ॥ ৩০
 অমোঘরেতাঃ সর্কিত মুখে চান্ত হতাশনঃ ।
 তস্মাৎ সর্কগতো মেধ্যাঃ পশুরূপী হতাশনঃ ॥ ৩১
 পশু ভাবিতাত্মানো যে বৈ দ্রব্যান্তি বৈ বিজাঃ ।
 ঈশিত্তে চাশবত্বে চ সর্কগং সর্কিতঃ স্থিরম্ ॥ ৩২
 রতন্তমো বিনির্গুক্তান্ত্যক্তা মানুয্যকং ভুবি ।
 মৎসমীপং গমিষ্যন্তি পুনরাবৃতির্হলভম্ ॥ ৩৩

চতুষ্পাদাদি লক্ষণ করিবে, তাই পশুগণ চতু-
 পাদ ও চতুস্তনশালী হইবে । আমার
 মুখদেশ হইতে মন্ত্রময় বে সৌম নিঃসৃত
 হইয়াছে, পশুগণ সেই অমৃতধরূপ সৌম স্তনে
 ধরিয়া জীবগণের জীবন রক্ষা করিবে । আরও
 সরস্বতী শ্বেতবর্ণ, সে জন্য তাহারাও শ্বেতবর্ণ
 হইবে । ১২—২৭ । চতুষ্পাদাদি দেখিবার
 পর তুমি পুনর্বার সাবিত্রীকে বিপাদাদিসম্পন্ন
 লক্ষণ করিলে, মনুবাগণ দ্বিপদ ও বিস্তন
 হইবে । অজাতা, সর্কভূতধাত্রী, মহেশ্বর্যতী
 মহেশ্বরীকে তুমি সর্কবর্ণরূপে দেখিয়াছ, অজ-
 গণ বিশ্বরূপ প্রাপ্ত হইবে । পুতান্ধা হতা-
 শনদেব পশুরূপ-সম্পন্ন, এজ্ঞা অজও মহা-
 তেজস্বী, বিশ্বরূপ, অমোঘবর্ষ ও মুখে
 ততাননশালী হইবে । যে ব্রাহ্মণগণ আমার
 সর্কগতি এবং শক্তিমত্তা ও শিবময়্য বিবরে
 সর্কিত স্থির অধিকারন করেন, তাঁহারা মনুয্যক
 বর্জনপূর্বক রজঃ ও তমোগুণ-বিমুক্ত হইয়া

ইত্যেবমুক্তো ভগবান্ ব্রহ্মা রুদ্রেন বৈ দ্বিজাঃ ।
প্রথম্য প্রযতো ভূত্বা পুনরাহ পিতামহঃ ॥ ৩৪
ব্রহ্মোবাচ ।

ভগবন্ দেবদেবেশ বিধরূপ মহেশ্বর ।
ইমান্তব মহাদেব তনবো লোকবন্দিতঃ ॥ ৩৫
বিধরূপ মহাসত্ত্ব কশ্মিন্ কালে মহাত্ম ।
কস্তাং বা যুগসত্ত্বাত্যং দ্রক্ষ্যন্তি ত্বাং দ্বিজাতয়ঃ ॥
কেন বা তত্ত্বযোগেন ধ্যানযোগেন কেন বা ।
তনবন্তে মহাদেব শক্যা দ্রষ্টুং দ্বিজাতিভিঃ ॥ ৩৭
ভগবানুবাচ ।

তপনা নৈব যোগেন দানধর্মফলেন বা ।
ন তীর্থফলযোগেন ক্রৈতুর্ভিবা সদাক্ষিপৈঃ ॥ ৩৮
ন বেদাধ্যয়নৈর্ক্সাপি ন চিন্তেন নিবেদনৈঃ ।
শক্যোহহং মানুষৈর্দ্রষ্টুং স্বতে ধ্যানাৎ পরং ন হি
সাধ্যো নারায়ণশ্চৈব বিষ্ণুস্তিভূবনেশ্বরঃ ।
ভবিষ্যতীহ নয়া তু বারাহো নাম বিক্রমতঃ ॥ ৪০
চতুর্বাহুশ্চতুষ্পাদশ্চতুর্ভ্রাজশ্চতুর্মুখঃ ।

অনন্তকালের জন্ত আমার নিকটে বাস করিয়া
ধাকেন । ভগবান্ ব্রহ্মা রুদ্রদেবের এই সকল
কথা শুনিয়া সংযতচিত্তে প্রশ্নামপূর্ব্বক পুনর্ক্সার
তঁাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন । ব্রহ্মা বলিলেন,
হে বিধরূপধারিন্ দেবাধিপতি ভগবন্ মহেশ !
কোন যুগাবসরে তত্ত্বযোগ, ধ্যানযোগ বা অষ্টবিধ
কোন্ যোগদ্বারা দ্বিজাতিবর্গ ভবনীয় এই
ত্রিলোকবন্দিত মূর্ত্তি সকল দর্শন করিতে
পারিবে ? অনুরূপপূর্ব্বক তাহা প্রকাশ করিয়া
আমার কৌতুহল নিরুত্তি করুন । ভগবান্
বলিলেন, হে ব্রহ্মন্ ! একমাত্র ধ্যানযোগব্যতীত
অপর তপস্তা, যোগ, দানফল, তীর্থফল,
সদাক্ষিপ যজ্ঞফল, বেদাধ্যয়ন বা চিন্তানিবেদন
প্রভৃতি কোন উপায় দ্বারাই মানবেরা আমার
দর্শন লাভ করিতে পারে না ; ফলতঃ কেবল
ধ্যান দ্বারাই দ্বিজাতিগণ আমার দর্শন লাভ
করিয়া থাকে । ত্রিভূবনেশ্বর সাধ্যানামধেয়
নারায়ণ বিষ্ণু এই কল্পে বরাহ-মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ
হইয়া, উল্লিখিত নামেই বিখ্যাত হইবেন ।
তখন ভগবান্ নারায়ণ সম্বৎসর, চতুর্বাহু,

তদা সংবৎসরো ভূত্বা যজ্ঞরূপো ভবিষ্যতি ।
ষড়ঙ্গশ্চ ত্রিশীর্ষশ্চ ত্রিখানে ত্রিশরীরবান্ ॥ ৪১
কৃত্ব ত্রেতাধাপরঞ্চ কলিশ্চৈব চতুর্মুখম্ ।
এতস্ত পাদাশ্চত্বার অঙ্গানি ক্রৈতবস্তথা ॥ ৪২
ভূজাশ্চ বেদাশ্চত্বারো ঋতুঃ সন্ধিমুখানি চ ।
ধে মুখে ধে চ অয়নে নেত্র্যশ্চ চতুঃশৃঙা ॥ ৪৩
শিরাংসি ত্রীণি পর্ক্সানি ফাল্গুশাষাঢ়শুক্রিকাঃ ।
দ্বিধ্যাত্তরীকভৌমানি ত্রীণি স্থানানি যানি তু ।
নস্তবঃ প্রলয়শ্চৈব আশ্রমো ধৌ প্রকীর্ত্তিতৌ ॥
স যদা কালরূপাভো বরাহভে ব্যবস্থিতঃ ।
ভবিষ্যতি যদা সাধ্যো বিষ্ণুর্নারায়ণঃ প্রভুঃ ॥ ৪৫
তদা তুমপি দেবেশ চতুর্ক্সক্ৰো ভবিষ্যসি ।
ব্রহ্মলোকনমস্কার্যো বিষ্ণুর্নারায়ণঃ প্রভুঃ ॥ ৪৬
একর্ণবে প্রবে চৈব শয়নং পুরুষং হরিম্ ।
যদা দ্রক্ষ্যসি দেবেশং ধ্যানমুক্তং মহামুনিম্ ॥ ৪৭
তদা বাৎ মম যোগেন মোহিতৌ নষ্টচেতসৌ ।
অশ্রোতৃস্পর্ক্কিনৌ রাত্রাববিজ্ঞায় পরম্পরম্ ॥ ৪৮

চতুষ্পাদ, চতুর্ভ্রাজ ও চতুর্মুখ হইয়া ষড়ঙ্গ,
ত্রিশীর্ষ এবং ত্রিলোকব্যাপী শরীরদ্বারা যজ্ঞরূপ
ধারণ করিবেন । ২৮—৪১ । সত্য, ত্রেতা,
ধাপর ও কলি এই যুগচতুষ্টয় তঁাহার চারিপদ ;
যজ্ঞসকল তঁাহার অঙ্গ ; চতুর্ক্সক্ৰো তঁাহার ভূজ ;
ঋতুসমূহ তঁাহার সন্ধিমুখ ; অশ্রয়স্থ তঁাহার
চতুর্ভ্রাজ ; ফাল্গুনী, আষাঢ়া ও কাশ্যকা, এই
তিন পর্ক্স তঁাহার মস্তকত্রয় ; দ্বিধ্য, আন্তরীক
ও ভৌম, এই তিনটি তঁাহার স্থান এবং উৎপত্তি
ও ধ্বংস এই দুইটী তঁাহার আশ্রম । অনন্ত-
শক্তিসম্পন্ন সাধারণস্বী নারায়ণ বিষ্ণু যখন কাল-
রূপতুল্য এই বরাহমূর্ত্তি ধারণ করিবেন, হে
দেবেশ ! তখন তুমিও ব্রহ্মলোকবন্দনীয়
চতুর্মুখরূপ প্রাপ্ত হইবে । অনন্তর পুনর্ক্সার
পৃথিবী একর্ণধাকারে পরিণত হইলে, যখন
তুমি পরম পুরুষ, মহামু'ন হরিকে অর্ঘ্যবো-
পার শয়ন হইয়া ধ্যানমগ্ন দেখাবে, তখন
তুল্যশক্তিসম্পন্ন উভয়েই তোমরা আমার
যোগবলে মুক্ত ও নষ্টজ্ঞান হইয়া প্রলয়জ্ঞান
ভুলিয়া পরস্পর পরস্পরের উল্লয় মধ্যে

একৈক্যোদয়ঃ স্তব্ধা দৃষ্টা লোকাং চরাচরান্ ।
 বিশ্বায় পরমং গতা ধ্যানাৎ বুদ্ধা তু মানুযৌ ॥ ৪১ ॥
 ততস্ত্বং পদ্মসত্ত্বতঃ পদ্মনাভঃ সনাতনঃ ।
 পদ্মাস্কিতস্তদা কল্পে খ্যাতিং বাস্তুসি পুঙ্কলাম্ ॥ ৪২ ॥
 ততস্ত্বম্ভিনু তদা কল্পে বারাহে সন্তমে প্রভোঃ ।
 পূর্নাবধূর্মহাতেজাঃ কালো লোকপ্রকালনঃ ।
 মনুর্কৈবল্যতো নাম তব পুত্রো ভবিষ্যতি ॥ ৪৩ ॥
 তদা চতুর্ধাবস্থে কল্পে তস্মিন যুগান্তকে ।
 ভবিষ্যামি শিখায়ুক্তঃ শ্বেতো নাম মহামুনিঃ ॥ ৪৪ ॥
 হিমবচ্ছিত্তরে রম্যে ছাগলে পর্কতোত্তমঃ ।
 চতুর্দশাঃ শিবো যু ক্তা ভবিষ্যন্তি তদা মম ॥ ৪৫ ॥
 শ্বেতশ্চৈব শিখৈশ্চৈব শ্বেতাশ্বঃ শ্বেতলোহিতঃ ।
 চত্বারস্তে মহাস্ত্রানো ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ ॥ ৪৬ ॥
 ততস্তে ব্রহ্মভূচ্চিষ্টা দৃষ্টা ব্রহ্মগতিং পরাম্ ।
 তৎসমীপং গমিষ্যন্তি পুনরারুহির্লভ্যম্ ॥ ৪৭ ॥
 পুনস্ত মম দেবেশো দ্বিতীয়রাপরে প্রভুঃ ।
 প্রজাপতির্গণা ব্যাসঃ সত্যো নাম ভবিষ্যতি ॥ ৪৮ ॥
 তদা লোকহিতার্থায় সূতারো নাম নামতঃ ।

চর'চর লোকসকল দেবিয়া বিম্বিত হইয়া
 উঠিবে এবং ধ্যানাবলম্বন করত প্রকৃত-জ্ঞানে
 সামর্থ্য লাভ করিবে । পরে তুমি নিত্য পুরুষ
 হইলেও, পদ্মনাভ পদ্মাস্কিত মূর্তিতে পদ্ম হইতে
 প্রাহুর্ভূত হইয়া অনন্তকালস্থায়িনী খ্যাতি লাভ
 করিবে । অনন্তর এই বরাহাখা সপ্তগবজেই
 লোককর্ত্তা মহাতেজাঃ বিষ্ণু পুনরায় বৈবস্বত-
 মনু নামে তোমার পুত্ররূপে আবির্ভূত হইবেন
 এবং সেই কল্পে আমিও হিমাশ্ব-শিখরস্থিত
 ছাগল নামধেয় রমণীয় শৈলদেশে বেত নামক
 শিখাশ্বশর মহামুনিরূপে প্রাহুর্ভূত হইব । বেত-
 শিখ, শ্বেতাশ্ব ও শ্বেতলোহিতাভিধেয় শিবপা-
 দ্য বেদপারগ মহাস্ত্রা ও ব্রাহ্মণগণের আমার
 চারিটি শিষ্য হইবে । বরাহালে ব্রহ্মজ্ঞানশালী
 সেই শিষ্যগণ, শ্রেষ্ঠতম ব্রহ্মগতি নশন করিয়া,
 অনন্ত কালের জন্য পরস্পর বিলীন হইবে ।
 ৪২—৪৫ । অনন্তর দ্বিতীয় রাপর কালে
 প্রজাপতি ব্যাস সত্য নামে বিখ্যাত হইলে,
 আমিও সেই বালি নদীর তীরে যুগান্ত, লোক

ভবিষ্যামি কলৌ তস্মিন লোকানুগ্রহকরণাৎ ॥ ৪৭ ॥
 তত্রাপি মম তে পুত্রা ভবিষ্যা নামনামতঃ ॥
 হনুভিঃ শতরূপাশ্চ ঋচীকঃ ক্রতুর্মাংস্তথা ॥ ৪৮ ॥
 প্রাপ্য বোণং তথা জ্ঞানং ব্রহ্ম চৈব সনাতনম্ ।
 রুদ্রলোকং গমিষ্যন্তি পুনরারুহির্লভ্যম্ ॥ ৪৯ ॥
 চতুর্থে রাপরে চৈব বদা ব্যাসোহগ্নিরাঃ স্মৃতঃ ।
 তদাঃপ্যহং ভবিষ্যামি সূহোত্রো নামনামতঃ ॥ ৫০ ॥
 তত্রাপি মম সন্তপুত্রাশ্চত্বারশ্চ তপোধনাঃ ।
 ভবিষ্যন্তি বিজশ্রেষ্ঠা যোগাত্মানো দৃঢ়ব্রতাঃ ॥ ৫১ ॥
 সূমুখো হুর্মুখশ্চৈব হর্দমো দুর্ভতিক্রমঃ ।
 প্রাপ্য বোণগতিং সূম্যং বিমলা দন্ধকিষ্কিণাঃ ।
 তেহপি তেনৈব মার্গেণ গমিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৫২ ॥
 পঞ্চমে রাপরে চৈব ব্যাসস্ত সবিভা বদা ।
 তদা চাপি ভবিষ্যামি কলৌ নাম মহাতপাঃ ।
 অনুগ্রহার্থং লোকানাং যোগাত্মা নৈককর্ম্মকৃৎ ॥
 চত্বারস্ত মহাতাণা বিরজাঃ শুদ্ধযোনয়ঃ ।
 পুত্রা মম ভবিষ্যন্তি যোগাত্মানো দৃঢ়ব্রতাঃ ॥ ৫৩ ॥
 সন্তঃ সনন্দনশ্চৈব ঋতুর্ধ্বশ্চ সনাতনঃ ।
 ঋতুঃ সনৎকুমারশ্চ নির্ঘমা নিরহংকৃতাঃ ।

সকলের হিতকামনায় তাহাদিগকে অনুগ্রহ
 করিবার জন্য সূতার নামে অবতীর্ণ হইব ।
 তখন আমার হনুভি, শতরূপ, ঋচীক ও ক্রতু-
 মানু নামক চার পুত্র জন্মিয়া বোণবলে ব্রহ্ম-
 জ্ঞান লাভপূর্ব্বক পুনরারুহি-রহিত রুদ্রলোকে
 গমন করিবে । চতুর্থ রাপরে যখন অগ্নিরা
 নামধেয় ব্যাসের উদ্ভব হইবে, তখন আমিও
 সূহোত্র নামে আবির্ভূত হইব । ঐ সময়েও
 আমার সূমুখ, হুর্মুখ, হর্দম ও দুর্ভতিক্রম
 নামক যোগ-নিরত তপস্বীরাপর দৃঢ়ব্রত
 এবং বিজশ্রেষ্ঠ চারটি সন্তপুত্র উৎপন্ন হইবে ।
 তাহারও পাপনির্মুক্ত হইয়া বিমলাভঃরূপে
 সূম্যবোণগতি প্রাপ্তিক্রমে পূর্ব্ব পূর্ব্ব পুত্রগণের
 দ্বার রুদ্রলোকে প্রস্থান করিবেন । সবিভা
 নামক ব্যাসের অধিকারকাল পঞ্চম-রাপরে
 আমি কলনামে উৎপন্ন হইয়া, লোক সকলের
 প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন জন্য বহু কর্ম্মশীল,
 যোগচাত্রী ও তপোব্রত হইব । তখনও আমার

মংসমীপং গমিষ্যন্তি পুনরারুহিহর্লভম্ ॥ ৬৫
 পরিবর্তে পুনঃ বঠে মূর্ত্যুর্ব্যাসো বশ বিভূঃ ।
 ওদাহপ্যহং ভবিষ্যামি লোকাক্রিন্মানমাতঃ ॥ ৬৬
 শিষ্যাশ্চ মম তে দিব্যা যোগাস্ত্রানো দৃঢ়ব্রতঃ ।
 ভবিষ্যন্তি মহাভাগাশ্চত্বারো লোকসম্মতাঃ ॥ ৬৭
 হুধামা বিরম্যৈশ্বর্যশ্চাপা দ্রব এব চ ।
 যোগাস্ত্রানো মহাস্ত্রানন্তে সর্ক্রে দক্ষকিষ্কিবাঃ ।
 তেহপি তে নৈব মার্গেণ গমিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৬৮
 সপ্তমে পরিবর্তে তু যদা ব্যাসঃ শতক্রতুঃ ।
 বিভূর্নাম মহাতেজাঃ পূর্ক্সমাসীচ্ছতক্রতুঃ ॥ ৬৯
 ওদাহপ্যহং ভবিষ্যামি কলৌ তস্মিন্ যুগান্তিকে ।
 জৈগীষ্যোতি বিখ্যাতঃ সর্ক্রেষাং যোগিনাং বরঃ ॥
 তত্রাপি মম তে পুত্রা ভবিষ্যন্তি যুগে ওদা ।
 সারস্বতঃ স্রুমধেচ্চ বহুবাহঃ স্রুবাহনঃ ॥ ৭১
 তেহপি তে নৈব মার্গেণ ধ্যানযুক্তিং সমাপ্রিতাঃ ।
 ভবিষ্যন্তি মহাস্ত্রানো রুদ্রলোকপরায়ণাঃ ॥ ৭২
 বশিষ্ঠশ্রুতমে ব্যাসঃ পরিবর্তে ভবিষ্যতি ।

কপিলশ্চাহুরিষ্টেব তথা পর্কশিখো মুনিঃ ।
 বায়লিষ্ট মহাযোগী সর্ক্রে এব মহোজসঃ ॥ ৭৩
 প্রাপ্য মাহেশ্বরং যোগং ধ্যানিনো দক্ষকক্লম্বাঃ ।
 মংসমীপং গমিষ্যন্তি পুনরারুহিহর্লভম্ ॥ ৭৪
 পরিবর্তেহং নবমে ব্যাসঃ সারস্বতো যদা ।
 ওদা চাহং ভবিষ্যামি ঋষভো নাম নামতঃ ॥ ৭৫
 তত্রাপি মম তে পুত্রা ভবিষ্যন্তি মহোজসঃ ॥ ৭৬
 পরাশরশ্চ গার্গ্যশ্চ ভার্গবো হস্তিরাস্তথা ।
 ভবিষ্যন্তি মহাস্ত্রানো ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ ॥ ৭৭
 সর্ক্রে তপোবলোৎকৃষ্টাঃ শাপানুগ্রহকোবিদাঃ ।
 তেপি তে নৈব মার্গেণ যোগোক্তেন তপস্বিনঃ ।
 ধ্যানমার্গং সমানাল্য গমিষ্যন্তি তথৈব তে ॥ ৭৮
 দশমে দ্বাপরে ব্যাসপুত্রিধামা নাম নামতঃ ।
 যদা ভবিষ্যতি বিশ্রুতদাহং ভবিতা পুনঃ ॥ ৭৯
 হিমবচ্ছিবরে রম্যে ভৃগুভৃগু নগোদমে ।
 নাম্না ভৃগোশ্চ শিবরং তস্মাক্ষিবরং ভৃগুঃ ॥ ৮০
 তত্রেব মম তে পুত্রা ভবিষ্যন্তি দৃঢ়ব্রতঃ ।
 বলবন্ধুনিরামিত্রঃ কেতুশ্চক্ৰপোধনঃ ॥ ৮১

সনক, সনন্দন, ঋতু ও সনৎকুমার নামে
 শুদ্ধযোনিজাত মহাভাগ্যসম্পন্ন রজোগুণ হীন
 দৃঢ়ব্রত পুত্রচতুষ্টয় প্রাহুর্ভূত হইয়া, নিশ্চয়
 এবং নিরহঙ্কারভাবে যোগানুষ্ঠান করত মনোর
 সমীপে গমন করিয়া অনন্তকাল অবস্থান
 করিবে। ৫৬—৬৫। বঠ দ্বাপরে ব্যাস
 মৃত্যুনাশ ধারণ করিলে, আমি পুনরায় লোকাক্রি
 নামে অবতীর্ণ হইব। তখন আমার হুধামা
 বিরজ, শ্চাপা ও দ্রবনামক যোগাচারী দৃঢ়-
 ব্রত মহাভাগ্যশালী লোকপ্রিয় চারিটি শিষ্য
 অনুগ্রহণ করিয়া যোগাচার প্রভৃতি তাঁহারা
 পাপসমূহের বিনাশসাধনান্তে পূর্ক্সপুত্রগণের
 শ্রায় রুদ্রলোক লাভ করিবেন। কলিযুগ-
 সমীপস্থ সপ্তম দ্বাপর কালে ব্যাস শতক্রতু
 নাম ধারণ করিলে, আমিও পুনরায় অবতীর্ণ
 হইয়া যোগপ্রাপ্ত জৈগীষ্য নামে খ্যাতি লাভ
 করিব। এই সময়ও আমার সারস্বত, স্রুমধ,
 বহুবাহ ও স্রুবাহন নামক চারি পুত্র জন্ম
 গ্রহণ করিয়া পূর্ক্সপুত্রগণের শ্রায় ধ্যানাবলম্বন-
 করত অন্তিমে রুদ্রলোক প্রাপ্ত হইবে। অষ্টম

দ্বাপরে বশিষ্ঠ ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হইবেন;
 ঐ সময়ে আমার কপিল, আহুরি, পর্কশিখ
 ও বায়লনামক মহাতেজঃশালী মহাযোগী
 চারি পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়া মাহেশ্বরযোগ এবং
 ধ্যানবলে পাপপ্রাণির বিনাশসাধন করত অন্তিমে
 অনন্তকালের প্রভু মংসমীপে গমন করিবে।
 নবম দ্বাপরে সারস্বত ব্যাসের প্রাহুর্ভাব হইলে,
 আমি ঋষভ নাম আবির্ভূত হইব। তখন
 আমার পরাশর, গার্গ্য, ভার্গব ও হস্তিরা নামক
 বেদপারগ মহাস্ত্রা ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন পুত্রচতুষ্টয়
 আবির্ভূত হইয়া তপস্শাচরণ ও অভিশপ্তগণের
 প্রাণ অনুগ্রহপ্রকাশ করত অন্তিমে পূর্ক্স
 পুত্রগণের শ্রায় যোগ ও ধ্যানবলে রুদ্রলোক
 লাভ করিবে। দশম দ্বাপরে ত্রিধামা নামক
 বিশ্র ব্যাসরূপে উৎপন্ন হইবেন, আমিও পর্কশিখ-
 বর অত্যাচ হিমালয় শৈলের রমণীয় শিবরে
 ভৃগুনামে প্রাহুর্ভূত হইব। মনোর ভৃগুনামা-
 মুসারেই সেই শিবর 'ভৃগু' নামে বিখ্যাত
 হইবে। এই সময়ে বলবন্ধু, নিরামিত্র, কেতুশ্চ

যোগাত্মানো মহাত্মানো ধ্যানযোগমুদিতাঃ ।
 রুদ্রলোকং গমিষ্যন্তি তপসা পঙ্ককশ্রবাঃ ॥ ৮২ ॥
 একাদশে দ্বাপরে তু ত্রিহৃদ্ব্যানো ভবিষ্যতি ।
 তদাহপাতং ভবিষ্যামি গঙ্গাস্বারে কলধূরি ॥ ৮৩ ॥
 উগ্রা নাম মহানাদন্তত্বেষ মম পুত্রকঃ ।
 ভবিষ্যন্তি মহৌজস্থাঃ সুরভা লোকবিশ্রুতাঃ ॥ ৮৪ ॥
 লম্বোদরশ্চ লম্বশ্চ লম্বাক্ষো লম্বকেশকঃ ।
 প্রাপ্য মাহেশ্বরং যোগং রুদ্রলোকায় সংস্থিতাঃ ।
 তেহপি তেনৈব মার্গেণ গমিষ্যন্তি পরাং গতিম্ ॥
 দ্বাদশে পরিবর্তে তু শতভেজা মহামুনিঃ ।
 ভবিষ্যতি মহাসত্ত্বো ব্যাসঃ কবিরোগেন্তনঃ ॥ ৮৫ ॥
 ততোহপ্যহং ভবিষ্যামি অত্রিনাম যুগান্তিকে ।
 হৈমকং বনমাসান্য যোগমাস্থায় ভূতলে ॥ ৮৬ ॥
 তত্রাপি মম তে পুত্রা ভ্রমস্নানানুলেপনাঃ ।
 ভবিষ্যন্তি মহাযোগা রুদ্রলোকপরায়ণাঃ ॥ ৮৭ ॥
 সর্ষঙ্গঃ সমবুদ্ধিশ্চ সাধ্যঃ সর্ষঙ্গস্তথৈব চ ।
 রুদ্রলোকং গমিষ্যন্তি ধ্যানযোগপরায়ণাঃ ॥ ৮৮ ॥
 ত্রয়োদশে পুনঃ প্রাপ্তে পরিবর্তে ক্রেমেন তু ।

ধর্মো নারায়ণো নাম ব্যাসস্ত ভবিতা যদা ।
 তদাপ্যহং ভবিষ্যামি বালিনাম মহামুনিঃ ।
 বালিধিল্যাশ্রমে পুণ্যে পর্কতে গঙ্গমাননে ॥ ৯১ ॥
 তত্রাপি মম তে পুত্রা ভবিষ্যন্তি তপোধরাঃ ।
 সুধামা কাশ্যপটৈশ্চ বশিষ্ঠৌ বিরজান্তথা ॥ ৯২ ॥
 মহাযোগবলোপেতা বিমলা উর্দ্ধরেতসঃ ।
 তেনৈব যোগমার্গেণ গমিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৯৩ ॥
 যদা ব্যাসঃ সুরকেশঃ পর্বাণে তু চতুর্দশে ।
 তত্রাপি পুনরেবাং ভবিষ্যামি যুগান্তিকে ॥ ৯৪ ॥
 বনে ত্রিস্রিমাঃ শ্রেষ্ঠৌ গৌতমো নাম যোগবিন্ ।
 তস্মান্ত্রবধ্যতে পুণ্যং গৌতমং নাম তন্নম ॥ ৯৫ ॥
 তত্রাপি মম তে পুত্রা ভবিষ্যন্তি কলৌ তথা ।
 অত্রিকুণ্ডপটৈশ্চ আবণোহং প্রবিষ্টকঃ ॥ ৯৬ ॥
 যোগাত্মানো মহাত্মানো ধ্যানযোগপরায়ণাঃ ।
 তেহপি তেনৈব মার্গেণ রুদ্রলোকনিবাসিনঃ ॥ ৯৭ ॥
 ততঃ প্রাপ্তে পঙ্কদশে পরিবর্তে ক্রেমাগতে ।
 আকুণ্ঠিত যদা ব্যাসো দ্বাপরে ভবিতা প্রভূঃ ॥ ৯৮ ॥
 তদাপ্যহং ভবিষ্যামি নামা বেদশিরা দ্বিজাঃ ।

ও তপোধন নামক যোগাচারী দৃঢ়ব্রত মহাত্মা
 পুত্রসকল জন্মগ্রহণ করিয়া তপস্তা ও ধ্যানবলে
 পাপসমূহের বিনাশসাধন করত অস্তিমে রুদ্র-
 লোকে গমন করিবে । একাদশ দ্বাপরে ত্রিহৃৎ
 ব্যাসরূপে আবির্ভূত হইলে, আমি গঙ্গাস্বারে
 অবতীর্ণ হইব । তখন আমার লম্বোদর লম্ব,
 লম্বাক্ষ ও লম্বকেশক নামা উহমুখি মহানাদ-
 সমণিত মহাশ্রেষ্ঠেশালী সবাচারী ত্রিলোকবিখ্যাত
 চারি পুত্র প্রাহুর্ভূত হইয়া, রুদ্রলোকা-
 ভিল্যে মাহেশ্বর-যোগাস্থান করত যথাকালে
 পুর্কপুত্রগণের ত্রায় রুদ্রলোকে প্রস্থান করিবে ।
 দ্বাদশ দ্বাপরে মহাসন্তনশ্বর মহামুনি শতভেজা,
 কবিরূপে ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হইলে, আমি অত্রি
 নামে অবতীর্ণ হইয়া হৈমকবনে যোগাস্থান
 করিব । তখনও আমার নামান্তে ভ্রমস্নানলপ-
 নাদিকারী সবাচারী যোগজ সর্ষঙ্গ, সমবুদ্ধি,
 সাধ্য ও সর্ষঙ্গনামক পুত্রগণ প্রাহুর্ভূত হইয়া
 যোগযোগপ্রভানে যথাকালে রুদ্রলোক প্রাপ্ত

হইবে । ত্রয়োদশ দ্বাপরে ব্যাসরূপে ধর্ম-
 নারায়নের উৎপত্তি হইবে, তখন আমি গঙ্গমানন
 পর্কতস্থ বালিধিল্যাগণের পবিত্র আশ্রম পার্শ্বে
 মহামুনি বালি নামে আবির্ভূত হইব । সুধামা,
 কাশ্যপ, বশিষ্ঠ ও বিরজা নামক আমার তপো-
 নিষ্ঠ পুত্রগণও তখন অবতরণ করত মহাযোগ-
 প্রভাবে বিমলান্তঃকরণ ও উর্দ্ধরেতা হইয়া,
 যোগমার্গাসুসারেই রুদ্রলোকে পুনরায় প্রস্থান
 করিবে । ৯৬—১০০ । চতুর্দশ দ্বাপরে যখন
 ব্যাসরূপে সুরকেশের আবির্ভাব হইবে, আমি
 তখন অত্রি নামে পবিত্রবনে গৌতমনামে
 আবির্ভূত হইয়া যোগচরণ করিব । আমার
 নামাসুসারেই সেই পাবিত্র বনের নাম হইবে
 গৌতম । কলিকালে আমার অত্রি, উগ্রতপা,
 আবণ ও প্রবিষ্টক নামে ধ্যানযোগরত যোগাচারী
 মহাত্মা চারি পুত্র প্রাহুর্ভূত হইয়া পুর্ক পুত্র-
 গণের ত্রায়ই অস্তিমে রুদ্রলোকে স্থান লাভ
 করিবে । অনন্তর পঙ্কদশদ্বাপর পরিবর্তন
 ঘটিলে আকুণ্ঠিত কবি যখন ব্যাসরূপে আবির্ভূত

তত্র বেদশিরা নাম অস্ত্রং তং পারমেশ্বরম্ ॥ ১১
ভবিষ্যতি মহাবীৰ্য্যং বেদশীর্ষং পরিত্যজ্যঃ ।
হিমবৎপৃষ্ঠমাশ্রিত্য সরস্বত্যা নগোত্তমঃ ॥ ১০০
তদাপি মম তে পুত্রা ভবিষ্যন্তি তপোধনঃ ।
কুশিষ্ঠ কুশিবাছষ্ঠ কুশারীরঃ কুনেত্রকঃ ॥ ১০১
যোগাস্ত্রানো মহাস্ত্রানো ব্রহ্মিষ্ঠাশ্চোক্তিরেতসঃ ।
তেহপি তেনৈব মার্গেণ রুদ্রলোকং গতাস্ত তে ॥
ততঃ ষোড়শমে চাপি পরিবর্তে ক্রমাগতে ।
বাসন্ত বোসঙ্গ নাম ভবিষ্যতি তদা প্রভুঃ ॥ ১০৩
তদাপ্যহং ভবিষ্যামি গোকর্ণো নাম নামতঃ ।
তস্মা ভবিষ্যতে পুণ্ড্রং গোকর্ণ নাম তদনং ॥ ১০৪
তত্রাপি মম তে পুত্রা ভবিষ্যন্তি মহৌজসঃ ।
কণ্ঠপো হ্যশনান্টেব চ্যবনোহং বৃহস্পতিঃ ।
তেহপি তেনৈব মার্গেণ গমিষ্যন্তি পরং পদম্ ॥
ততঃ সপ্তদশে চৈব পরিবর্তে ক্রমাগতে ।
তদা ভবিষ্যতে ব্যাসো নামা দেবকৃতজ্ঞয়ঃ ॥ ১০৬
তদাপ্যহং ভবিষ্যামি শুহাবাসীতি নামতঃ ।
হিমবচ্ছিত্তরে চৈব মহাতুঙ্গে মহালয়ে ॥

সিদ্ধিক্রমঃ মহাপুণ্ড্র ভবিষ্যতি মহালয়ে ॥ ১০৭
তত্রাপি মম তে পুত্রা ব্রহ্মণ্য যোগবৈদিনঃ ।
ভবিষ্যন্তি মহাস্ত্রানো মৰ্ম্মজ্ঞা নিরহঙ্কৃতাঃ ॥ ১০৮
উত্তম্যো বামনেবং মহাকালো মহালয়ঃ ।
তেনং শতসংস্রজ শিষ্যপাং ধ্যানসাধনম্ ॥ ১০৯
ভবিষ্যন্তি তদা কল্পে সৰ্কে তে ধ্যানযুগ্মকঃ ।
তে তু সন্নিহিতা যোগে ছদিকৃত্য মহেশ্বরম্ ।
মহালয়পদং ক্রিপ্তা প্রসিদ্ধা শিবমব্যয়ম্ ॥ ১১০
যে চাচ্ছেৎপি মহাস্ত্রানঃ কালে তস্মিন্ যুগান্তিকে
ধ্যানযুক্তেন মনসা বিমলাঃ শুভবুদ্ধয়ঃ ॥ ১১১
গত্ব মহালয়ং পুণ্ড্রং দৃষ্ট্বা মহেশ্বরং পদম্ ।
তুৰ্ব্বং ভবন্তে জহন্ত নৃশপুংসান্ দশাপরান্ ॥ ১১২
আস্ত্রানেমেকবিংশক তারশিষ্টা মহাবনম্ ।
মম প্রসাদাৎ যাচন্তি রুদ্রলোকং গতন্তরাঃ ॥ ১১৩
ততোহষ্টাদশমে চৈব পরিবর্তে যদা ভবেৎ ।
তদা ঋতঞ্জয়ো নাম ব্যাসস্ত ভবিষ্যে মুনিঃ ॥ ১১৪
তদাপ্যহং ভবিষ্যামি শিখণ্ডী নামনামতঃ ॥

হইবেন, বিজগণ। তখন আমিও বেদশিরা
নামে আবির্ভূত হইব। আমার সেই জন্ম-
ভূমি মধ্যে বেদশিরা নামধেয় মহাবীৰ্য্যধর
পারমেশ্বর অস্ত্র এবং হিমালয়পৃষ্ঠে সরস্বতী
সমীপে বেদশীর্ষ নামক একটি পর্বতও উদ্ভূত
হইবে। এই সময়ে কুশি, কুশিবাছ, কুশারীর
ও কুনেত্রক নামে আমার ব্রহ্মনিষ্ঠ উর্দ্ধরেতাঃ
মহাস্ত্রা পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করিষ্য যোগ'বুষ্ঠান
ও তপস্চারণ করত যথাকালে রুদ্রলোকে
অবস্থিতি লাভ করিবে। ষোড়শ দ্বাপরকালে
যখন বোসঙ্গ নামক ব্যাস উৎপন্ন হইবেন, তখন
আমিও গোকর্ণ নামে আবির্ভূত হইব। তদনু-
সারে সেই জন্মস্থানবনও গোকর্ণ নামে অভি-
হিত হইবে। আমার এই কালোৎপন্ন তেজস্বী
পুত্রগণের নাম যথ—কণ্ঠ, উশনাঃ, চ্যবন ও
বৃহস্পতি। ইহারাও পুরুপুত্রগণের দ্বারা ধ্যান-
যোগনিরত হইয়া পরমপদের অধিকার প্রাপ্ত
হইবেন। সপ্তদশ দ্বাপরে ব্যাসরূপে কৃতজ্ঞ
দেবের উৎপত্তি হইলে, আমি হিমালয় শিখর-

স্থিত অতুচ্চ মহালয়নামধেয় স্থানে শুহাবাসী
নামে আবির্ভূত হইব। তদনুসারে সেই মহালয়
মহাপুণ্ড্রজনক সিদ্ধিক্রমরূপে অভিহিত হইবে।
উত্তম্য, বামনেব, মহাকাল ও মহালয় নামে
আমার তৎকালিক পুত্রগণ প্রত্যেকেই ব্রহ্ম-
বাদী যোগজ্ঞ মহাস্ত্রা মৰ্ম্মজ্ঞ ও নিরহঙ্কৃৎ হইবে
এবং তাহাদের শিষ্যগণেরা বহুবিধ ধ্যান-
চরণে প্রবৃত্ত রহিবে। ঐ চারি পুত্র ধ্যানযোগে
জগৎ মধ্যে মহেশ্বরমূর্তি প্রতিষ্ঠিত করিষ্য
মহালয়পদ সংসার পারহারপূৰ্ব্বক পুনরায়
অব্যয় শিবলোকে প্রস্থান করিবে ১০—১১০।
সেই বক্সে অত্র কোন মহাস্ত্রাও মহালয়স্থানে
গমন করিষ্য এইরূপ ধ্যানযোগ সহকারে
মহেশ্বরপদ দর্শন করত নির্মলজগৎ এবং
বিশুদ্ধবুদ্ধি হইতে পারিলে, তিনিও পূৰ্ব্ব-
বর্তী দশপুরুষ, পরবর্তী দশপুরুষ এবং
স্বয়ং এই একবিংশতি পুরুষকে ভবরূপ
মহানাগর হইতে উদ্ধার করিষ্য মদীয়
অনুগ্রহে অহংকারহীন হইয়া রুদ্রলোক লাভ
করিতে পারিবেন। ঐষ্টাদশদ্বাপরে ঋতঞ্জয়

সিদ্ধক্ষেত্রে মহাপুণ্যে দেবদানবপুঞ্জিতে । ১১৫
 হিমবচ্ছিখরে পুণ্যে শিখণ্ডী যত্র পৰ্শ্বতঃ ।
 শিখণ্ডিনো বনকপি ঋষিসিদ্ধনৈবেদিতাঃ । ১১৬
 তত্রাপি মম তে পুত্রা ভবিষ্যন্তি অপোদনঃ ।
 বাচঃশ্রব ঋচীক্লপ শবাপন্য চূড়রতঃ । ১১৭
 যোগান্বানো মহাসত্ত্বঃ সৰ্গে তে বেদশাসনঃ ।
 প্রাপ্য মাহেশ্বরং যোগং কুদ্ৰলোকং ব্রজন্তি তে ।
 তত্শক্তো বানশিখোক্ত পৰিহৰ্ত্তে ক্রমাগত ।
 ব্যাসস্ত ভবিষ্য ন দ্রা ভববংশো মহামুনিঃ । ১১৮
 তত্রাপ্যহং ভবিষ্যামি ভটামালীতি নামতঃ ।
 হিমবচ্ছিখরে বসো ভট যুগ্মত পৰ্শ্বতঃ । ১১৯
 তত্রাপি মম তে পুত্রা ভবিষ্যন্তি মহৌজসঃ ।
 হিরণ্যমামা কৌশলাঃ কাক্ষীযঃ কুমুদন্তথা ॥ ১২০
 ঈশ্বর্য যোগবর্ষণঃ সৰ্গে তে হৃদ্ধিরেতসঃ ।
 প্রাপ্য মাহেশ্বরং যোগং গমিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ১২১
 ততো বিংশতিঃ সৰ্গে পরিবর্তে ক্রমেণ তু ।
 বাচঃশ্রবঃ স্মৃতো ব্যাসো ভবিষ্যতি মহামতিঃ ॥

নামে ঋষি ব্যাসরূপে জগৎগ্রহণ করিলে আমি
 হিমালয়-শিখরস্থিত দেবদানব পুঞ্জিত মহাপুণ্য
 সিদ্ধক্ষেত্রে দেখানে শিখণ্ডী নামে পৰ্শ্বত বিদ্যা-
 মান আছে, সেখানে শিখণ্ডিনামে আবির্ভূত
 হইব। এই শিখণ্ডী পৰ্শ্বতস্থিত বনে ঋষি
 ও সিদ্ধদমুহ বান করিয়া থাকেন। তখন
 আমার বাচঃশ্রবা ঋচীক্লপ, শবাপন ও চূড়রত
 নামক মহাসত্ত্বদম্পর তপোনিরত পুত্রগণের
 আবির্ভাব হইবে। তাহার মাহেশ্বর যোগানুষ্ঠান
 করিয়া বাক্যকালে কুদ্ৰলোকে অবস্থান করিবে।
 উনবিংশ অঙ্কে মহামুনি ভটামালী নামে
 আবির্ভূত হইবেন, তখন আমিও হিমালয়শিখর-
 স্থিত বনবীর ভটামালী নামে
 আবির্ভূত হইব। তখন আমার হিরণ্য,
 কৌশল্য, কাক্ষীয ও কুমুদ নাম উদ্ভিরেতাঃ
 যোগদ্বারা মহতেজঃশালী পুত্রগণ নবতীর্ণ হইয়া
 মাহেশ্বরযোগপ্রভাবে পুনর্বার কুদ্ৰলোক লাভ
 করিবে। ১১১—১২২। বিংশতিঅঙ্কে মহা-
 মতি বাচঃশ্রব ব্যাস নাম ধারণ করিলে, আমি

তদাপ্যহং ভবিষ্যামি হট্টহাসেনিতি নামতঃ ।
 অট্টহাসপ্রিয়ান্শপি ভবিষ্যন্তি তদা নরাঃ । ১২৩
 তত্ৰৈব হিমবৎপাঠে সিদ্ধচারণসেবিতো ।
 তত্রাপি মম তে পুত্রা ভবিষ্যন্তি মহৌজসঃ ।
 যুক্তান্বানো মহাসত্ত্বা ধ্যানিনো নিরতব্রতাঃ । ১২৪
 স্মৃত্যবর্জিতবিধিগান্ স্মৃত্যঃ কৃশিকল্পরঃ ।
 প্রাপ্য মা হেশ্বরং যোগং কুদ্ৰলোকায় তে গতাঃ ।
 এবাবিশে পুণ্ড্রপ্রে প'বর্তে ক্রমেণ তু ।
 বচস্পতিঃ স্মৃতো ব্যাসো দো স ঋষিসত্তমঃ ॥ ১২৫
 তদাহ প্যাহং ভবিষ্যামি দ ক্লকো নাম নামতঃ ।
 তস্মাহ ভবিষ্যতে পুণ্যং দেবদানবনং মহং ॥ ১২৬
 তত্রাপি মম তে পুত্রা ভবিষ্যন্তি মহৌজসঃ ।
 প্রক্কা দাক্ষায়ণিষ্ঠেব কেতুমালী বকন্তথা ॥ ১২৭
 যোগান্বানো মহাসত্ত্বানো নিরতাঃ হৃদ্ধিরেতসঃ ।
 পরমং যোগমায়ায় কুদ্ৰং প্রাপ্যন্তবনবঃ । ১২৮
 এবাবিশে পরিবর্তে তু ব্যাসঃ কুদ্ৰলোকায় গতাঃ ।
 তদাহ প্যাহং ভবিষ্যামি বারবন্তাং মহামুনিঃ ॥ ১২৯
 ন'ন বৈ লাক্সলী ভীমো যত্র দেবাঃ সবাশবাঃ ।
 জ্ঞানান্তি মাং কলৌ তস্মিন্ধবতীর্ণং হলায়ুধম্ ॥ ১৩০

হিমাচলশিখরস্থিত সিদ্ধচারণসেবিত পুণ্ড্রো-
 ল্লিখিত স্থানেই অট্টহাস নামে অবতীর্ণ
 হইব। এই সময় মানবমাত্রেই অট্টহাসপ্রিয়
 হইবে। এই কালে স্মৃত্য, বর্জিত, স্মৃত্য ও
 কৃশিকল্প নামক মহাসত্ত্বযুক্ত মহাতেজস্বী নিরত-
 ব্রত এবং ধ্যানযোগনিরত মদীয় পুত্রচতুষ্টয়
 প্রাহুর্ভূত হইয়া, মাহেশ্বর যোগচরণ করত
 অতিশয়ে কুদ্ৰলোকে প্রস্থান করিবে। এক-
 বিংশ কলে ঋষবর বাচস্পতি ব্যাস হইবেন
 এবং আমিও তৎকালে পবিত্রতম বিশাল
 দেবদানবনে দাক্ক নামে আবির্ভূত হইব।
 আমার উদ্ভিরেতাঃ অতিতেজঃ, যোগনিরত
 মহাত্মা পুত্রগণ তখন প্রক, দাক্ষায়ণি, কেতুমালী
 ও বকনামে জগৎগ্রহণ করিয়া পরম যোগানুষ্ঠান
 করত নিশ্চাপ অবস্থায় কুদ্ৰলোক প্রাপ্ত হইবে।
 ঋষিগণ কলে কুদ্ৰলোক ঋষি ব্যাসরূপে অবতীর্ণ
 হইলে, আমি বারবন্তীকল্পে লাক্সলীভীম নামে
 আবির্ভূত হইব। ইত্যাদি দেবদানব কলি-

তত্রাপি মম তে পুত্রা ভবিষ্যন্তি সুধার্মিকঃ ।
তুল্যার্চির্মধুপিপ্লাকঃ শতকেতুর্হৃদৈব চ ॥ ১৩৩
তেহপি মাহেশ্বরং যোগং প্রাপ্য ধ্যানচর্যমাণাঃ ।
বিরজা ব্রহ্মভূমিষ্ঠা ব্রহ্মলোকায় সংস্থিতাঃ ॥ ১৩৪
পরিবর্তে ত্রয়োবিংশে ত্রণবিন্দুর্দদা মুনিঃ ।
ব্যাসো ভবিষ্যতি ব্রহ্মন্ তদাহং ভবিষ্য পুনঃ ॥
শ্বেতো নাম মহাকবী মুনিপুত্রঃ সুধার্মিকঃ ।
তত্র কালং গ্রহিষ্যামি তদা গিরিবরোত্তম ॥ ১৩৫
তেন কালজরো নাম ভবিষ্যতি স পরমতঃ ।
তত্রাপি মম তে পুত্রা ভবিষ্যন্তি মহোৎসবঃ ॥ ১৩৬
উসিজো বৃহৎকৃৎশ্চ দেবলঃ কবিঃ শ্রেষ্ঠঃ ।
প্রাপ্য মাহেশ্বরং যোগং ব্রহ্মলোকং গত্বা হি তে
পরিবর্তে চতুর্বিংশে ব্রহ্মো ব্যাসো ভবিষ্যতি ।
তত্রাহং ভবিতা ব্রহ্মন্ কলৌ তস্মিন্ যুগান্তকে
শূলী নাম মহাযোগী নৈমিষে যোগিবৃন্দতে ।
তত্রাপি মম তে পুত্রা ভবিষ্যন্তি তপস্বিনঃ ॥ ১৩৭
শালিহোত্রে হৃষিকেশ্চ যুবনাথঃ শরৎশুভঃ ।
তেহপি যোগবলেপেতা ব্রহ্মং যান্তস্তি সুব্রতাঃ ॥

কালে আমার এই মূর্তিকেই হলায়ুধরূপে দর্শন
করিবেন। এতৎকালক্রান্ত আমার পুত্রগণের
নাম সুধার্মিক, তুল্যার্চি, মধুপিপ্লাক ও
শতকেতু। তাহারা মাহেশ্বর যোগ ও মাহেশ্বর
ধ্যানচরণে পাপপরিহীন এবং ব্রহ্মজ্ঞানী
হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিবে। ১২০—১৩৪।
ত্রয়োবিংশ কলে ত্রণবিন্দু ঋষি ব্যাসরূপে জন্ম
গ্রহণ করিলে, আমি শ্বেত নাম ধারণ করত
মহাকার ও ধর্মশীল হইয়া মুনিপুত্ররূপে
আবির্ভূত হইব। আমি যে পরমতে কালান্তিপাত
করিব, সেই পরমত শ্রেষ্ঠ, সেই হেতুই কালজর
নামে বিখ্যাত হইবে। এইকালে আমার
মহাতেজস্বী পুত্রগণ উসিজ, বৃহৎকৃৎশ, দেবল
ও কবি নামে অবতীর্ণ হইয়া মাহেশ্বর যোগা-
ষ্ঠান করত পুনর্বার ব্রহ্মলোকে গমন করিবে।
কলি নিকটবর্তী চতুর্বিংশাব্দপরে ব্রহ্ম ঋষি
ব্যাসরূপে আবির্ভূত হইলে, আমি যোগজ-
পুঞ্জিত সৈম্বৎসরে মহাযোগী শূলী নামে
অবতীর্ণ হইব। তৎকালে আমার তপোনিষ্ঠ

পঞ্চবিংশে পুনঃ প্রাপ্তে পরিবর্তে যথাক্রমম্ ।
বাশিষ্ঠস্ত যদা ব্যাসঃ শত্রুর্নাম ভবিষ্যতি ॥ ১৪২
তদাপ্যহং ভবিষ্যামি নগী মুণ্ডীশ্বরঃ প্রভুঃ ।
কোটিবর্ষং সমাসাদ্য নগরং দেবপুঞ্জিতম্ ॥ ১৪৩
তত্রাপি মম তে পুত্রা ভবিষ্যন্তি ক্রমান্বতাঃ ।
যোগান্ত্রনো মহাস্ত্রানঃ সর্ষে তে হৃদ্বিরতঃ ॥
ছগলঃ কুন্তকর্ণাভঃ কুন্তশ্চৈব প্রবাহকঃ ।
প্রাপ্য মহেশ্বরং যোগং গমিষ্যন্তি তথৈব তে ॥ ১৪৪
ষড়বিংশে পরিবর্তে তু যদা ব্যাসঃ পরাশরঃ ।
তদাপ্যহং ভবিষ্যামি সাহস্কূর্ম নামকঃ ॥ ১৪৫
পুণ্ড্রং ব্রহ্মবটং প্রাপ্য কলৌ তস্মিন্ যুগান্তিকে ।
তত্রাপি মম তে পুত্র ভাব্যন্তি সুধার্মিকঃ ॥ ১৪৬
উলূকো বৈদ্যাতশ্চৈব সর্ষকঃ ছাণ্ডলায়নঃ ।
প্রাপ্য মাহেশ্বরং যোগং গত্বারন্তে তথৈব হি ॥ ১৪৭
সপ্তবিংশতিষে প্রাপ্তে পার্বর্তে ক্রমান্বতে ।
জাতুকর্ণো যদা ব্যাসো ভবিষ্যতি তপোনিধঃ ॥ ১৪৮
তদাপ্যহং ভবিষ্যামি দোমশর্মা । যজ্ঞোত্তমঃ ॥

পুত্রগণ শালিহোত্র, অঘবেশ, যুবনাথ ও
শরৎশুভ নামে উৎপন্ন হইয়া, যোগাষ্ঠান
করত যোগপ্রভাবে পুনর্বার তাহারা ব্রহ্ম-
লোকে গমন করিবে। যথাক্রমে পঞ্চবিংশ
ষাপরের পরিবর্তন ঘটিলে, বাশিষ্ঠনয়ন শত্রু
ব্যাসরূপে আবির্ভূত হইবেন। আমিও তখন
দেবপুঞ্জিত কোটিবর্ষ নামধেয় নগরে নগী-
ধারী মুণ্ডীশ্বর নামে অবতীর্ণ হইব। এই
সময়ে আমার উল্লিরত মহাস্ত্রা
পুত্রগণ ছগল, কুন্তকর্ণাভ, কুন্ত ও প্রবাহক
নামে আবির্ভূত হইয়া, মাহেশ্বর যোগাষ্ঠান-
করত পুনর্বার মাহেশ্বর লোকে গমন করিবে।
ষড়বিংশ ষাপরে পরাশর ঋষি ব্যাসরূপে অব-
তীর্ণ হইবেন, তখন আমি সেই কাল-সম্বিহিত
সময়ে ও ত্রুট নামক স্থানে সাহস্কূর্ম নাম গ্রহণ
করত আবির্ভূত হইব। উলূক, বৈদ্যাত, সর্ষক
ও ছাণ্ডলায়ন নামে মদার পরম ধার্মিক
চারি পুত্র তখন উৎপন্ন হইয়া, মাহেশ্বর
যোগাচরণ করত ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইবে।
সপ্তবিংশতিষাপরে তপস্বী জাতুকর্ণ ব্যাসরূপ

প্রভাসতীর্থমাসাদ্যা যোগাস্ত্রা লোকবিস্তৃতঃ ॥ ১৫০ ॥
 তত্রাপি মম তে পুত্রা ভবিষ্যন্তি উপোধনঃ ।
 অক্ষপাদঃ কণাদশ উলূকো বৎস এব চ ॥ ১৫১ ॥
 যোগাস্ত্রানো মহাস্ত্রানো বিমলাঃ শুক্রবদ্ধকঃ ।
 প্রাপ্য মাহেশ্বরং যোগং রুদ্রলোকং ততো গতঃ ।
 অষ্টাবিংশে পুনঃ প্রাপ্তে পরিবর্ত্তে ক্রমাগতে ।
 পরাশরমুতঃ শ্রীমান্ বিষ্ণুলোক পিতামহঃ ॥ ১৫৩ ॥
 বলা ভবিষ্যতি ব্যাসো নম্না ষৈপায়নঃ প্রভুঃ ।
 তদা ষষ্ঠেন চাংশেন কৃষ্ণঃ পুরুষসত্তমঃ ।
 বসুদেবাৎ বহুশ্রেষ্ঠো বাসুদেবো ভবিষ্যতি ॥ ১৫৪ ॥
 তদা চাহং ভবিষ্যামি যোগাস্ত্রা যোগমায়য়া ।
 লোকবিস্তৃগনার্থং ব্রহ্মচারিশরীরকঃ ॥ ১৫৫ ॥
 শ্মশানে মৃতমুৎস্থষ্টেং দৃষ্ট্বা লোকমনাথকম্ ।
 ব্রাহ্মণানাং হিতার্থং প্রবিত্তো যোগমায়য়া ॥ ১৫৬ ॥
 দিব্যং মেরুগুহাং পুণ্যং তুগা সার্ককং বিষ্ণুনা ।
 ভবিষ্যামি তদা ব্রহ্মন্ নকুলী নামনামতঃ ॥ ১৫৭ ॥

ধারণ করিলে, আমি প্রভাসতীর্থে যোগনিষ্ঠ
 দ্বিজবর, সোমশর্মা নামে আবির্ভূত হইয়া
 ত্রিলোক-বিখ্যাত হইব। এই সময় জাত
 মদীর যোগাস্ত্রা তপোনিরত পুত্রগণের নাম
 যথা,—অক্ষপাদ, কণাদ, উল ও বৎস। ইহার।
 যোগাচারে যোগাস্ত্রা ও বিমলবুদ্ধি হইয়া মাহে-
 শ্বর যোগপ্রভাবে রুদ্রলোকে গিয়া অবস্থান
 করিবে। ১৫০—১৫২। অনন্তর ক্রমানুসারে
 অষ্টাবিংশাবসরের পরিবর্ত্তন ঘটিলে, লোক
 পিতামহ শ্রীমন্ বিষ্ণু পরাশর ঋষির পুত্র
 অক্ষীকার করিয়া, ষৈপায়ন নাম ধারণপূর্ব্বক
 ব্যাসরূপে আবির্ভূত হইলে, পুরুষোত্তম কৃষ্ণ
 বসুদেবগৃহে যোগেশে বহুশ্রেষ্ঠ বাসুদেব নামে
 অবতীর্ণ হইবেন। তৎকালে আমিও প্রথমে
 লোকের বিষ্ণু উৎপত্তনের জন্য যোগমায়ার
 সহিত যোগাস্ত্রা ব্রহ্মচারিরূপে প্রাণীভূত হইব।
 তৎপরে হে ব্রহ্মন্! শ্মশানভ্যস্ত অনাথ
 হৃত লোকনিগকে দেখিয়া এবং ব্রাহ্মণগণের
 হিতাভিলাষে যোগমায়।, ভূমি ও বিষ্ণু সহিত
 পবিত্র দিব্য মেরুগুহাং পুণ্যং তুগা সার্ককং
 নকুলী নামে জন্মগ্রহণ করিব। ততদিন

কাগ্যারোহণমিত্যেবং সিদ্ধকেন্দ্রকং বৈ তদা ।
 ভবিষ্যতি তু বিখ্যাতং বাবলুমিধবিষ্যতি ॥ ১৫৮ ॥
 তত্রাপি মম তে পুত্রা ভবিষ্যন্তি উপাধিনঃ ।
 কুশিকশ্চৈব গার্গ্যশ্চ মিত্রকো রুষ্ঠ এব ব ॥ ১৫৯ ॥
 যোগসুতা মহায়াত্রো ব্রাহ্মণী বেদপারগাঃ ।
 প্রাপ্য মাহেশ্বরং যোগং বিমলা হৃদ্বিরতসঃ ।
 রুদ্রলোকং গামিষ্যন্তি পুনরাবৃন্তিহর্লভম্ ॥ ১৬০ ॥
 ইত্যোতশ্চৈব ময়া প্রোক্তমবতারেষু লক্ষণম্
 ময়াদি কৃষ্ণপঞ্চমস্তোত্রবংশযুগক্রমাৎ ।
 তত্র স্মৃতিসমুহানাং বিভাগো ধন্বলক্ষণম্ ॥ ১৬১ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডে মহাপুরাণে

জ্যোতিষশোভন্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

চতুর্বিংশোধ্যায়ঃ ।

বায়ুস্বাচ ।

চত্বারি ভারতে বধে বুগানি মুনয়ো বিহুঃ ।
 কৃতং ত্রেতা ষাপরকং তিষ্যাকেতি চতুর্গুণম্ ॥ ১ ॥

পৃথিবী থাকিবে, ততদিন সেই নকুলী মুণ্ডির
 অধিকৃত স্থানসকল কাগ্যারোহণ নামে সিদ্ধ-
 কেন্দ্র বলিয়া বিখ্যাত হইবে। আমার তৎ-
 কালজাত কুশিক, গার্গ্য, মিত্রক ও রুষ্ঠ নামক
 ব্রাহ্মণজাতীয়, বেদপারদর্শী, যোগনিরত, মহাস্ত্রা
 তপঃপারায়ণ পুত্রগণ মাহেশ্বর যোগপ্রভাবে
 নিমগ্নবুদ্ধি ও উদ্ধীরতাঃ হইয়া অনন্তকালের
 জন্য রুদ্রলোকে বাসস্থান লাভ করিবে। এইরূপে
 আমি বচনক্রমে অষ্টাবিংশ যুগের যত্ন হইতে
 কৃষ্ণ পঞ্চম অংকভাগের লক্ষণ সকল বর্ণন
 করিলাম। এই সকল যুগকালে স্মৃতিসমূহের
 বিভাগানুসারে ধন্বলক্ষণ নির্ণয় করিতে
 হইবে। ১৫০—১৬১।

জ্যোতিষশোভন্যায়ঃ সমাপ্তঃ ২০ ॥

চতুর্বিংশ অধ্যায়ঃ ।

বায়ু বলিলেন, এই ভারতবর্ধে মতা, ত্রেতা,
 ষাপর ও তিষ্য (কলি) নামে চারিটি যুগ মুনি-

এতৎ সহস্রপর্ষ্যস্তমহর্ষিব্রহ্মণঃ স্মৃতম্ ।
 বামান্যাস্ত গণাঃ সপ্ত রোমবস্তুচতুর্দশ ॥ ২
 শরীর্যাঃ শ্রয়ন্তে স্ম জনলোকং সহস্রগাঃ ।
 এবং দেবেষু তীতেষু মহর্লোকোজ্জনং তপঃ ॥ ৩
 মনস্তরেষু তীতেষু দেবঃ সর্ষে মনোজসঃ ।
 তত্তন্তেষু গতেষুর্দ্ধিং সাযুজ্যং ব্রহ্মবাসিনাম্ ॥ ৪
 সমেত্য দেবৈস্তে দেবঃ প্রাপ্তে সঙ্গ জনে তদা ।
 মহর্লোকং পরিভ্যজ্য গণান্তে বৈ চতুর্দশ ॥ ৫
 ভূতাদিবিশিষ্টেষু স্থাবরান্তেষু বৈ তদা ।
 শৃঙ্খেষু তেষু লোকেষু মহোহন্তেষু ভূগাদিষু ।
 দেবেষু গতেষুর্দ্ধিং ব্রহ্মাসিষু বৈ জনম্ ॥ ৬
 তৎ সংহৃত্য ততো ব্রহ্মা দেবধিগণদানবান্ ।
 সংস্থাপয়তি বৈ সর্কান্ দাহরুষ্টিয়া যুগক্ষয়ে ॥ ৭
 যোহতীতঃ সপ্তমঃ কল্পে ময়া বঃ পরিকীর্তিতঃ ।
 সমুদ্ভূতঃ সপ্তভির্গাঢ্যমকীভূতৈর্মহর্ষাবৈঃ ।
 আসীদেকার্ণবং ষোড়শমভিগাণ্ড তমোময়ম্ ॥ ৮

মায়ৈকৈর্কার্ণবে তস্মিন্ শস্যচক্রগদাধরঃ ।
 প্রৌঢ়াতোহবুজাক্ষতৈরিটী ত্রীপতির্হরিঃ ॥ ৯
 নারায়ণমুখোদগার্ণঃ সোহষ্টমঃ পুরুষেত্তমঃ ।
 অষ্টবাহুর্মহারকো লোকানং যেনিরুচ্যতে ॥ ১০
 কিমপ্যচিহ্নং যুক্তাস্তা যোগমাস্তায় যোগবিৎ ।
 কণাগহস্তকগিতং তমপ্রতিমবচসম্ ॥ ১১
 মহাভোগপতের্ভগমহাস্তীর্ধ্য মহোজ্জয়ম্ ।
 তস্মিন্ মহতি পর্ধ্যক্ষে শেতে বৈ কনকপ্রভঃ ॥ ১২
 এবং তত্র শয়ানেন বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা ।
 আশ্রায়ামেণ ক্রৌড়িণং সৃষ্টং নাভ্যাস্ত পঙ্কজম্ ।
 শতযোজনবিস্তীর্ণ-ওরুনাভিত্যবচ্চনম্ ।
 বজ্রাণ্ডং মহোৎসেধং লীলয়া প্রভাবিষ্ণুনা ॥ ১৪
 তন্ত্ৰেবং ক্রৌড়মাস্ত সমীপং দেবনৌচু বঃ ।
 হেমগর্ভাশ্রিতো ব্রহ্মা কুরুবর্ষো অতীতায়ঃ ।
 চতুর্মুখো বিশালাক্ষঃ সগগয়া যতুক্ষুয়া ॥ ১৫
 ত্রিায়া যুক্তেন নবোদন সূপ্রভেণ সূগন্ধিনা ।

গণ নির্দেশ করিয়া থাকেন, এই সহস্র যুগ
 পর্ষ্যস্ত ব্রহ্মার যে দিনসংখ্যা, তৎপরিমিতকাল
 রোমবাস্ত শরীরসম্পন্ন যামাদি সপ্তগণ অনু-
 চরণের সহিত চতুর্দশ সংখ্যায়ুক্ত হইয়া জন-
 লোকে অবস্থিতি করেন। এইরূপে দেবগণ
 মহর্লোক হইতে জন ও তপোলোকে অবস্থান
 করিলে এবং মনস্তরসকল অতীত হইয়া গেলে,
 দেবগণ উর্দ্ধগত হইয়া ব্রহ্মবাসীদিগের সহিত
 সাযুজ্য লাভ করেন। এইরূপে প্রায় কাল
 উপস্থিত হইলে, পুর্কোল্লিখিত চতুর্দশগণ
 মহর্লোক পরিভ্যাগ করিয়া দেবগণের সহিত
 মিলিত হওয়ায় স্থাবরাস্ত ভূতাদিমাত্র অবশিষ্ট
 রহিয়া যায়। তৎকালে দেবগণ উর্দ্ধগত হইয়া
 ব্রহ্মবাসিনদের সহিত মিলিত হওয়ায়, ভুব
 প্রভৃতি মহঃ পর্ষ্যস্ত সমস্ত লোকশূন্য হইয়া
 উঠিলে, ব্রহ্মা দাহ ও বৃষ্টির দ্বারা যুগক্ষয় করত
 দেবধি দানব প্রভৃতিকে উৎপাদন কারয়া পুন-
 রায় তাহাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করেন। আমি যে
 বিগত সপ্তম কল্পে কথা আপনাদিগের নিঃসৃত
 কহিয়াছি, পরবর্তী মিলিত সপ্ত মহাসমুদ্র দ্বারা
 সমুদ্র পৃথীভাগ গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন ভয়ঙ্কর

একার্ণবরূপে অবস্থান করিলে, সেই একার্ণব
 উপরে শস্যচক্রগদাধর নীরদ্র্যতি কিরীটো-
 জ্বল কমললোচন, ত্রীপতি হরি মারাবলে
 বিশালবক্ষঃ অষ্টবাহুরূপ ধারণ করত নারায়ণ-
 মুখ হইতে উদ্গীর্য হইয়া লোকসমূহের উৎ-
 পত্তি কারণ অষ্টম পুরুষ নামে প্রখ্যাত হই-
 হইলেন। ১—১০। সেই যোগজ্ঞ যোগাস্ত্রা
 কনককান্তি অষ্টম পুরুষ কোনও অচিন্তনীয়
 যোগানুষ্ঠান করত মহানাগপতিঃ সংহ্রফণা-
 ব্যাপ্ত অপ্রতিম দীপ্তসম্পন্ন অত্যন্ত কণা
 বিস্তার করিয়া সুবিস্তৃত পৃথাক্তিভ সেই
 ফণার উপরিভাগে শয়ন করিয়া রহিলেন।
 প্রভাবশালী আশ্রায়াম বিষ্ণু সেই ফণারূপ
 শয্যায়া থাকিয়াই ক্রৌড়া করিবার অভিপ্রায়ে
 স্বীয় নাভিরূপ হইতে ওরুণতপনোপম দীপ্তি-
 বিশিষ্ট, শতযোজনবিস্তীর্ণ, বজ্রের দ্বারা দণ্ড-
 সমাধিত, অত্যাচ্চ একটি পঙ্কের সৃষ্টি
 করিলেন। সেই অচিরোৎপন্ন, সূক্ষ্ম ও
 সুপ্রভাসম্পন্ন সুন্দর পঙ্ক লইয়া তিনি ক্রৌড়া-
 স্ত্র আছেন, এমন সময়ে হেমব্রহ্মাও জাত,
 স্বর্ষবর্ষ, চতুর্মুখ, বিশাললোচন ও ইন্দ্রিয়াতীত

তং ক্রীড়মানং পশ্যেন দৃষ্ট্বা ব্রহ্মা তু ভেজিবান্ ।
 স বিশ্বময়ধাণম্যা শস্যসংপূর্ণ্যা গিরা ।
 প্রোবাচ কো ভবান্ শেতে আশ্রিতো মধ্যমস্তনাম্
 অথ তস্মাচ্চাতঃ শ্রুত্বা ব্রহ্মবস্ত শুভং বচঃ ।
 উনতিষ্ঠত পৰ্য্যঙ্কাস্থিস্থায়োংফুল্ললোচনঃ ॥ ২৮
 প্রত্যুবাগোত্তরকৈব ক্রিয়তে ষষ্ঠ কিকন ।
 দৌরন্তরীক্যং ভূতক পরং পদমহং প্রভুঃ ॥ ১৯
 তমেবমুক্তা ভগবান্ বিষ্ণুঃ পুনরথাব্রবীৎ ।
 কল্পং খলু সমায়াতঃ সমীপং ভগবান্ কুতঃ ।
 কুতশ্চ ভূয়ো গন্তব্যং কুত্র বা তে প্রতিশ্রয়ঃ ॥ ২০
 কো ভবান্ বিশ্বমুর্তিস্ত্বং কর্তব্যং কিক তে ময়া ।
 এবং ক্রবাণং বৈকুণ্ঠং প্রত্যুবাচ পিতামহঃ ॥ ২১
 যথা ভবাংস্তথা চাহমাদিকর্তা প্রজাপতিঃ ।
 নারায়ণসমাখ্যাতঃ সৰ্ব্বং বৈ ময়ি তিষ্ঠতি ॥ ২২
 সবিস্ময়ং পরং শ্রুত্বা ব্রহ্মণা লোককর্তৃণা ।
 মোহলুপ্তজ্ঞাতে ভগবতা বৈকুণ্ঠো বিশ্বসস্তবঃ ॥ ২৩
 কোতুল্লগ্নমহাযোগী প্রবিষ্টো ব্রহ্মণো মুখম্ ।

ব্রহ্মা যদৃচ্ছাক্রমে তথায় উপস্থিত হইয়া
 সবিস্ময়ে প্রশংসিতবচনে তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন,
 “কে আপনি এই জলমধ্যে শয়ন করিয়া ক্রীড়া
 করিতেছেন?” ভগবান্ অচ্যুত ব্রহ্মবাক্যে শ্রবণে
 বিম্বিত হইয়া গাত্ৰোত্থান করত প্রত্যুত্তরে
 বলিলেন, “স্বর্গ, অন্তরীক্ষ, ভূত প্রভৃতি যে
 যে সকল পদার্থ সৃষ্ট হইয়া থাকে, আমিই
 তৎসমস্তের সৃষ্টি কর্তা।” ভগবান্ বিষ্ণু এইরূপ
 প্রত্যুত্তর দিবার পর পুনরায় তাঁহাকে বলিলেন,
 “কে আপনি? কোথা হইতে মৎসরূপে
 উপস্থিত হইলেন? এখান হইতেই বা আপনি
 কোথায় গমন করিবেন? এবং আপনার বাস-
 স্থান কোথায়?” পিতামহ ব্রহ্মা বিষ্ণুর এইরূপ
 প্রশ্ন শুনিয়া তাঁহাকে এই উত্তর প্রদান করি-
 লেন যে, “আপনার জ্ঞান আমিও একজন
 আদিসৃষ্টি কর্তা প্রজাপতি, আমার নাম নারায়ণ
 আমিই সমগ্র জগতের আশ্রয়স্থল।” মহাযোগী
 বিশ্বময় বিষ্ণু ব্রহ্মবাক্যশ্রবণে নিতান্ত বিস্ময়-
 পন্ন হইয়া, কোতুল্লগ্নবাক্যের নিমিত্ত তাহার
 আদেশগ্রহণ করত ব্রহ্মমুখে প্রবিষ্ট হইলেন।

ইমানষ্টাদশ দ্বীপান্ সমুদ্ভূতান্ সপৰ্শতান্ ॥ ২৪
 প্রবিষ্টা স মহাতেজাঃ চতুর্ধর্মসমাবুতান্ ।
 ব্রহ্মাদিস্তত্শপাৰ্শ্বাত্তান্ সপ্তলোকান্ সনাতনান্ ॥ ২৫
 ব্রহ্মবস্তুরঃ দৃষ্ট্বা সৰ্ম্মান্ বিকূর্মহাধনাঃ ।
 অহোহস্ত তপসো বীধাঃ পুনঃ পুনরভ্যবত ॥ ২৬
 পৰ্য্যটনং বিবিধান্ লোকান্ বসুর্নানাবিধাশ্রমান্ ।
 ততো বর্ষদ্ব্যশ্রান্তে নাস্তং হি দদৃশে তদা ॥ ২৭
 তদাশ্চ বক্তারিত্ত্বা ম্যা পল্লগেন্দ্রারিকতনঃ ।
 অজ্ঞাতশকুর্ভগবান্ পিতামহমথাব্রবীৎ ॥ ২৮
 ভগবন্ আদি মধ্যক অস্তং কালদিশোর্ন চ ।
 নাহমস্তং প্রপশ্যামি হৃদয়স্ত তবানব ॥ ২৯
 এবমুক্তাব্রবীদ্বয়ঃ পিতামহমিদং হরিঃ ।
 ভবানপোবমেবাদ্য হৃদয়ং মম শাণ্ডতম্ ।
 প্রদিশ্য লোকান্ পঠিত্তাননৌপম্যান্ বিজ্ঞেস্তথ ॥
 মনঃপ্রক্লাম্বনীয়ং বাণীং শ্রুত্বা তস্মাভিনন্দ্য চ ।
 শ্রীপতেক্লমরং ভূয়ঃ প্রবিবেশ পিতামহঃ ॥ ৩১
 তানেব লোকান্ গর্তস্থঃ পশ্যন্ মোহচেত্যাব্যক্রমঃ
 পৰ্য্যটিক্লাম্বদেবস্ত দদর্শাস্তং ন বৈ হরেঃ ॥ ৩২

সহাযণা বিষ্ণু এইরূপে ব্রহ্মোদরमध्ये প্রবেশ-
 লাভ করিয়া তথায় সাগর পক্ষ্যাদি-পরিবেষ্টিত
 অষ্টাদশ দ্বীপ এবং চতুর্ধর্মবিধিষ্ট ব্রহ্মাদি
 স্তম্ভাধ্যাত্ত সপ্ত সনাতনলোকাদি যাবতীয় পদার্থ
 অবস্থিত দেখিয়া, বারবার তাঁহার তপোবলের
 প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ১১—২৬। সেই
 উদর মধ্যেই তিনি নানাবিধ আশ্রমশালী
 বিবিধ লোক পণ্ডিতমণ করিয়া সহস্রবৎসরেও
 তাহার ইচ্ছা করিতে পারিলেন না। তখন
 অজ্ঞাতশকু ভগবন্ বিষ্ণু পুংক্ষার ব্রহ্মমুখ
 হইতে বর্হগত হইয়া পিতামহকে বলিলেন,—
 “হে বিমলচিত্ত ভগবন্! আমি তৎদৌর উদর-
 মধ্যে কাল ও দিকের আদি, মধ্য, অস্ত এবং
 উল্লেরও শেষদীর্ঘা লক্ষ্য করিতে পারিলাম
 না। এই ব্যাক্যের পর হরি পুনরায় পিতা-
 মহকে বলিলেন, “হে বিজ্ঞশ্রেষ্ঠ! আপনিও
 একবার আমার এই চিরন্তন উদরमध्ये প্রবেশ
 করিয়া অপ্রতিম লোক সকল অবলোকন করুন,
 অচিৎত্যাব্যক্রম পিতামহ আদিনেব লক্ষ্যপতি-

জ্ঞাতাগমং তস্ত পিতামহস্য

ধারানি সর্বাণি পিধায় বিষ্ণুঃ ।

বিভূর্মনঃ কৰ্ত্তুমিষেব চাণ্ড

স্থখং প্রপ্তোহস্মি মহাজলৌষে ॥ ৩০

ততো ধারানি সর্বাণি পিহিতান্যাপলক্য হি ।

হৃদ্যং কৃত্যন্তনো রূপং নাভ্যাং ধারমবিন্দত ॥ ৩১

পদ্মহৃদ্যানুমাগেণ হৃদগম্য পিতাযঃ ।

উজ্জহারান্তনো রূপং পুষ্করচ্চতুরাননঃ ।

বিররাজাবিন্দ হঃ পদ্মগর্ভসমদ্যাতঃ ॥ ৩২

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডে মহাপুরাণে

চতুর্বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশোহধ্যায়ঃ ।

স্বত উবাচ ।

এতস্মিন্ধস্তরে তাভ্যাং একৈকস্তু তু কার্ষ্মাতঃ ।

প্রবর্তমানেন সংহর্ষে মধ্যে ওস্তার্ধবস্ত তু ॥ ১

মুখনির্গত এই আফ্লাদকর বাক্য শুনিয়া তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক তাঁহার উদরमध्ये প্রবেশ করত বহু-পরিভ্রমণেও অস্ত নির্দেশ করিতে পারিলেন না। এই সময়ে অনন্তশক্তি বিষ্ণু ব্রহ্মার নির্গমনকাল অনুভব করিয়া ধার-সমূহের অবগোধ করত সেই সাগরজলमध्ये নির্দ্রিত হইয়া রহিলেন। তখন ব্রহ্মা সমুদ্রায় ধারপথ অবরুদ্ধ দেখিয়া, হৃদ্যরূপ গ্রহণ করত নাভিধারে উপনীত হইলেন এবং তথা হইতে পদ্মহৃদ্যস্থের অনুসরণ করত নির্গত হইয়া, সেই নাভিপদ্মের উপরিভাগে পদ্মগণের স্বায় কান্তি-সম্পন্ন চতুর্মুখ মূর্তিতে বিরাজ করিতে লাগিলেন । ২৭—৩২ ।

চতুর্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশ অধ্যায় ।

স্বত বলিলেন, এইরূপে সাগরের মধ্যদেশে তাঁহাদিগের যখন পরস্পর সংঘর্ষ উপস্থিত

ততো হ্যপরিমেয়াস্মা ভূতানাং প্রভূরীশ্বরঃ ।

শূলপার্শ্বির্মহাদেবো হৈমচীরাম্বরচ্ছনঃ ॥ ২

আগচ্ছদ্বত্ব সোহনন্তো নাগভোগপতির্হরিঃ ।

শীত্ৰং বিক্রমতস্তস্ত পদ্মান্যতাত্তীড়িতাঃ ৩

উদ্ভূতাস্তূর্ণমাকশে পৃথুগান্তোঃপ্রবিন্দবঃ ।

অত্যাশংচাতীতশ্চ বায়ুস্তত্ত ববৌ ভূশম্ ॥ ৪

তদৃষ্ট্বা মহদাশ্চর্য্যং ব্রহ্মা বিষ্ণুযভাষত ।

অবিন্দবো হি স্থূলোক্ষাঃ কম্পিত চাম্মুহং ভূশম্

এতং মে সংশয়ং ক্রাহি কিঞ্চাশ্চং ত্বং চিকীর্ষসি ॥

এতদেবংবিধং বাক্যং পিতামহমুখান্তবম্ ।

শ্রুত্বাপ্রতিমকশ্মাহ ভগবান্নুরাস্তকুং ॥ ৬

কিন্ন খল্বত্র মে নাভ্যাং ভূতমশ্চং কৃতালয়ম্ ।

বদতি শ্রিয়মতার্থং বিশ্রিয়েহপি চ তে ময়া ॥ ৭

ইত্যেবং মনসা ধাত্বা প্রভাবাণেদমুত্তমম্ ।

কিন্ন ত্র ভগবান্ তস্মিন্ পুঙ্খবে জাতমুভয়ং ॥ ৮

কিং ময়া যং কৃতং দেব যন্মাং শ্রিয়মনুত্তমম্ ।

হইল, তখন অপ্রমোদ্য ভূতপতি মহাদেব শূলপাণি কনকপরিচ্ছদে পরিণোভিত হইয়া অনন্তনাগস্বামী শ্রীহরি-সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তাঁহার শীত্ৰ পদবিক্রেপে জলবিন্দুনকল শীড়িত হইয়া অত্যাশ, অতি-শীতল এবং সূলাকার ধারণ করত আকাশপথে উড়তান হইতে লাগিল এবং সমীরণও তখন অতি বেগে প্রবাহিত হইল। ব্রহ্মা এই সমস্ত দর্শনে অতীব আশ্চর্য্যাবিত হইয়া বিষ্ণুকে এই কথা কহিলেন যে, জলবিন্দুগুলি অতীব উষ্ণ ও সূক্ষ্ম হইয়াছে এবং এই নাভিকমলও নিত্যন্ত কম্পিত হইতেছে। ইহা দেখিয়া আমি একান্ত সংশয়াপন্ন হইয়াছি; অতএব আপনি কি কার্যের অনুষ্ঠান করিতেছেন, তাহা প্রকাশ করিয়া মন্দীয় সংশয় নিবারণ করুন। অপ্রতিমকশ্মা অশ্লঃক্ষংসী ভগবান্ বিষ্ণু এইরূপ পিতামহবাক্য শুনিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, “আমার নাভিদেশ আশ্রয় করিয়া কে একরূপ শ্রিয়বাক্য উচ্চারণ করিতেছে?” কিছুকণ চিন্তার পর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আমাদ্বারা কখনও আপনার প্রিয়কার্য্য আচরিত না হইলেও কে

ভাষ্যে পুরুষশ্রেষ্ঠ কিমর্থং ক্রুহি তত্ত্বতঃ ॥ ১
 এবং ক্রত্যাণং দেবেশং লোকযাত্রান্ত উত্তরাম্ ।
 প্রত্যাচানুজ্ঞাতাঙ্কঃ ব্রহ্মা বেদনিধিঃ প্রভোঃ ॥ ১০
 যোহসৌ তেবোদরং পূর্ষং প্রবিশ্টোহহং ত্বদ্বিচ্ছ
 বধা মমোদরে লোকাঃ সর্ক্সে দৃষ্টাঙ্গরা প্রভো ॥ ১১
 তথৈব দৃষ্টাঃ কার্ষ্মোন ময়া লোকান্তবোদরে ।
 ততো বর্ষসংস্রতে উপাবৃত্তস্তা মেহনব ॥ ১২
 নূনং মৎসবভাবেণ মাং বন্দীং তুচ্ছিতা ।
 আন্ত দ্বারাণি সর্ক্সাণি বটিতানি ত্বয়া পুনঃ ॥ ১৩
 ততো ময়া মহাভাগ সন্ধিত্য স্বেন চেতনা ।
 লক্কো নাভ্যাং প্রবেশন্ত পদ্মহৃতাধ্বিনির্গমঃ ॥ ১৪
 মাত্তং তে মনসেহল্লৈহপি ব্যাব তেহয়ং কথকন
 ইত্যেযান্নগতিবিধোঃ কার্ধ্যাবমৌপসর্গিকো ॥ ১৫
 যদ্যদানন্তরং কার্ধ্যং মহাধাবসিতং ত্বরি ।
 ত্বাকাবধিত্বকামেন ক্রৌড়াপূর্ষং যচ্ছর্যা ॥ ১৬

আপনি মদীয় নাভিজাত হইয়া এই প্রিয়বাক্য
 উচ্চারণ করিতেছেন ? হে পুরুষবর ! আপনি
 বলুন, আমি আপনার এমন কি প্রিয়কার্য্য
 করিয়াছি, বাহাতে আপনি এইরূপ প্রিয়বাক্য
 আমার প্রবণ করাইলেন । পদ্মানাভ প্রভু বেদ-
 নিধি ব্রহ্মা দেবেশ্বরমুখে এইরূপ লৌকিক কথা
 শুনিয়া বলিলেন,—প্রভো ! আপনি মদীয়
 উদরে প্রবিশ্ট হইয়া সমস্ত লোক দর্শন করেন ।
 পরে, যে ব্যক্তি ভবদীয় আদেশানুসারেই আপ-
 নার উদরমধ্যে প্রবিশ্ট হইয়া লোকসকল
 অবলোকন করিয়াছিল এবং সংস্র বৎসর
 উদরমধ্যে পরিভ্রমণ করিবার পর বহির্গত
 হইবার উপক্রম করিলে, আপনি মৎসরভাবে
 বাহাকে বন্দীকরণার্থ স্বীয় নির্গমবার সকল
 নিরোধ করিয়াছিলেন, আমিই সেই ব্যক্তি ;
 ভবদীয় সর্ক্স দ্বার অবরুদ্ধ দেখিয়া নাভিদেবে
 পদ্মহৃৎ হইতে নিঃসৃত হইয়াছি । ১—১৪ ।
 বিষ্ণু বলিলেন, অতি অল্প পরিমাণেও কিছুতেই
 আপনার মানসিক ব্যাঘাত উপস্থিত না হয়,
 বিষ্ণু স্বতকাধের এইরূপ উদ্বেজ হইলেও
 আমি ক্রৌড়াঙ্গলে আপনাকে ক্রেশ দিবার ইচ্ছা
 করিয়া গারসমূহের নিরোধ করিয়াছিলম্ ।

আন্ত দ্বারাণি সর্ক্সাণি বটিতানি ময়া পুনঃ ।
 ন তেহত্থথাবমন্তব্যো মাত্তং পূজাশ্চ মে ভবান্ ॥
 সর্ক্সং মর্ষয় কল্যাণ যদ্যদা যং কৃতং তব ।
 তদ্যদ্যোচ্যামানস্ত্বং পদ্মাদবতর প্রভো ॥ ১৮
 নাহং ভবত্বং শক্রে মি মোঢ়ুং তেজোময়ং গুরুম্
 স চোবাচ বরং ক্রুহি পদ্মদবতরামাহম্ ॥ ১৯
 পুত্রো ভব সমাশ্রিত্য মুদং প্রাপ্যসি শোভনম্ ।
 সত্যধনো মহাযোগী তুমীডাঃ প্রণবাস্করঃ ॥ ২০
 অদ্যপ্রভৃতি সর্ক্সেশ শ্বেতোকীর্ষবভূষণঃ ।
 পদ্মযোগিনিদ্রীত্যেব খ্যাতো নামা ভবিষ্যসি ।
 পুত্রো মে ত্বং ভব ব্রহ্মন্ সর্ক্সলোকাধিপ প্রভো
 ততঃ স ভগবন্ ব্রহ্ম বরং গৃহ্য কিরীটিনঃ ।
 এবং ভবতু চেতুঃকৃা প্রীতাস্তা গতমৎসরঃ ॥ ২২
 প্রত্যাগমনমথ্যাতং বালার্কাত্তং মহাননম্ ।
 ভূতমতাত্ত্বং দৃষ্টী নারায়ণমথাব্রবীৎ ॥ ২৩

ইহা ভিন্ন অত্ৰ কিছুই মনে করিবেন না ;
 কেননা আপনি আমার মাননীয় এবং পূজ্য ;
 এই কার্য্য করিবার অত্ৰ আমার যে সকল অপ-
 রাধ হইয়াছে, ওহে মঙ্গলময় ! আমি অনুরোধ
 করিতেছি, ক্ষতরাং আমার ক্ষমা প্রদান করত
 নাভিপত্র হইতে অবতরণ করুন ; কারণ আপ-
 নার ত্রাণ গুরুতর ব্যক্তির তেজঃ সঙ্ঘ করিতে
 আমি একান্ত অক্ষম । বিষ্ণুর বাক্যে ব্রহ্মা
 বসিলেন, আপনি বরপ্রদান করুন । আমি
 পত্র হইতে অবতরণ করি । এই কথার
 উত্তরে বিষ্ণু বলিলেন,—ওহে অবিন্দম !
 আপনি মদীয় পুত্র স্বীকার করুন, তাহাতে
 অত্যধিক প্রীতিলাভ করিতে পারিবেন । হে
 সর্ক্সবর ! আত্ম হইতে আপনি সত্যধন মহা-
 যোগী ও কারায়ক পুত্র্য পদ্মযোগিনি নামে
 প্রখ্যাত হইবেন । হে সর্ক্সলোকপতে ! হে
 অনন্তশক্তির ব্রহ্মন্ ! আমি আমার পুনর্স্বার
 বলিতেছি, আপনি আমার পুত্র স্বীকার
 করুন । ভগবন্ ব্রহ্মা বিষ্ণুর নিকট এইরূপ
 বর লাভ করিয়া প্রীতমনে সমস্ত বিধেবচাব
 পরিত্যাগ করিলেন । তৎকালে তিনি সেই
 অক্ষবর্ণ ও বিশালমুখগামী সমীপস্থ অক্ষত

অগ্রমেষো মহাবক্তো দংষ্ট্রী ব্যস্তশিরোরুহঃ ।
 দশবাহুস্তিশূলাঙ্কো নয়নৈর্বিবর্তোমুখঃ ॥ ২৪
 লোকপ্রভুঃ স্বয়ং সাক্ষাদ্বিক্রতো মুঞ্জমেখলী ।
 মেচোবোদ্ধেন মহতা নদমানোহতিভৈরবম্ ॥ ২৫
 কঃ খল্বেষ পুমান্ বিধো তেজোরশির্মহাত্ম্যতিঃ ।
 ব্যাপ্য সর্ক্য দিশেঃ দ্যোচ্চ ইত এবাভিবর্ততে ॥ ২৬
 তেনৈববুদ্ধো ভগবান্ বিষ্ণুর্ভ্রাম্যমব্রবীৎ ।
 পদ্ম্যাং তলনিপাতেন যন্ত বিক্রমতেহর্ববে ॥ ২৭
 বেগেন মহতাকাশে ব্যতিষ্ঠাৎ জলাশয়াঃ ।
 ছটাভিবর্ততোহ দ্যর্ঘ্য মিচ্যতে পরমসত্ত্বঃ ॥ ২৮
 ভ্রাণজেন চ বাতেন কম্পমানং তুরা সহ ।
 দৌধুত মহাপরং স্বচ্ছন্দং মম নাভিঙ্গম্ ॥ ২৯
 স এষ ভাগবানীশো হৃদাদিচ্চাত্তকৃৎ হৃদিভূঃ ।
 ভবানহক্ শোভ্রেণ হ্যাপতিষ্ঠাব গোধ্বজম্ ॥ ৩০
 ততঃ ক্রোধোহন্থজাভাসং ব্রহ্মা প্রোবাচ কেশবম্ ।
 ন ভবান্ নানমাগ্নানং লোকানাং যোনিমুদ্রমাম্ ৩১
 ব্রহ্মাণং লোককর্তারং যাক্ বেত্তি সনাতনম্ ।

ভূতদর্শন করিয়া নারায়ণকে জিজ্ঞাসিলেন,
 বিধো! এই যিনি অস্ত্রেয়, বিপুল মুখসম্পন্ন,
 দংষ্ট্রাবিশিষ্ট বিকিপ্তকেশ, দশহস্ত, ত্রিশূলধর,
 ত্রিনয়ন, পক্ষমুখ! মুঞ্জমেখলাবৃত, উর্দ্ধগদ্যো,
 ভীমানাদী, বিকৃতরূপ হইলেও সাক্ষাৎ লোক-
 প্রভুরূপী, তেজোরশির হায় মহাহৃতিশালী
 ইনি কে? যিনি দিক্‌সকল ও আকাশমণ্ডল
 ব্যাপ্ত করিয়া এই দিকে অগ্রসর হইতেছেন?
 ভগবান্ বিষ্ণু ব্রহ্মার এই বাক্য শুনিয়া প্রত্যু-
 ত্তরে বলিলেন, সমুদ্রবক্ষে ঘাঁহার এইরূপ
 পদবিক্ষেপে জলরাশি বাধিত হইয়া প্রবতবেগে
 আকাশে উথিত হইতেছে এবং ঘাঁহার নিখাস
 মারুত বেগে মদীয় নাভিজাত মহাপত্রও আপ-
 নার সহিতই অত্যধিক কম্পিত হইতেছে, তিনিই
 এই সংহারকর্তা স্বয়ং অনাদি অনন্ত প্রভু মহা-
 দেব। আহুন, আপনি ও আমি আমরা উভয়ে
 মিলিয়া এই বৃক্ষধ্বজের অভিবাক্য বোধন করি।
 ১৫—৩০। বিষ্ণুর এই আদেশে ব্রহ্মা অত্য-
 ধিক ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতে লাগিলেন, লোককারণ
 আপনি, আপনাকে এবং লোককর্তা সনাতন

কোহয়ং ভোঃ শঙ্করো নাম ছাবয়োর্ব্যতিরিচ্যতে
 তত্র তং ক্রোধজং বাক্যং ক্রুদ্বা বিষ্ণুরভাষত ।
 মা মৈবং বদ কল্যাণ পরিবাক্যং মহাস্তনঃ ॥ ৩৩
 মায়াযোগেশ্বরো ধর্ম্মো হ্রদধর্ম্মো বরপ্রদঃ ।
 হেতুরস্তাত্ৰ জগতঃ পুরাণঃ পুরুষেহ বয়ঃ ॥ ৩৪
 জীবঃ খল্বেষ জীবানাং জ্যোতিরেকং প্রকাশতে ।
 বালক্ৰৌড়নৈর্দেবৈঃ ক্রৌড়িতে শঙ্করঃ স্বয়ম্ ॥ ৩৫
 প্রধানমব্যং জ্যোতিরব্যক্তং প্রকৃতিস্তুমঃ ।
 অস্ত চৈতানি ন্যমানি নিত্যং প্রসবধর্ম্মণঃ ।
 যঃ কঃ ন ইতি হুঃখঃ ঐশ্বর্য়গ্যতে বাততিঃ শিবঃ ॥
 এষ বীজী ভবান্ বাগ্‌মহং যোনিঃ সনাতনঃ ।
 এদমুক্তেহব বিখাত্তা ব্রহ্মা বিষ্ণুভাষত ॥ ৩৭
 ভবান্ যোনিরহং বীজং কথং বীজী মহেশ্বরঃ ।
 এতন্মে হৃদ্যমব্যক্তং সংশয়ং ছেত্তুমর্হসি ॥ ৩৮
 জ্ঞাত্বা চৈবং সমুৎপত্তিং ব্রহ্মণা লোকতত্ত্বিণা ।

ব্রহ্মা আশ্রকেও নান বলিয়া ধারণা করিবেন
 না। এই শঙ্কর নামক আগন্তুক আমাদিগের
 অপেক্ষা কোন্‌ গুণে শ্রেষ্ঠ? ব্রহ্মার এইরূপ
 সক্রোধ বাক্য শ্রবণপূর্বক বিষ্ণু কহিলেন, হে
 কল্যাণ! মহাত্মা ব্যক্তির এরূপ নিন্দাবাদ
 করিবেন না। [কেমনা এই শঙ্করই মায়া,
 যোগেশ্বর, ধর্ম্ম, দুর্ধ্ব, বরদাতা, নিখিল জগ-
 তের কারণ, পুরাণপুরুষ ও অব্যয়। ইনিই
 স্বয়ং জীবনস্বরূপ, জীবগণমধ্য ইহার একটি
 মাত্র জ্যোতিঃ প্রস্ফুরিত হয়; ইনি তাহা লইয়া
 শিশুগণের ন্যায় নিজেই ক্রৌড়া করিতে থাকেন।
 এই শঙ্কর নিত্যপ্রসবধর্ম্মী ইনি প্রধান, অব্যয়,
 জ্যোতিঃ অব্যক্ত, প্রকৃতি ও ওম নামে
 অভিহিত হইয়া থাকেন। হুঃখপীড়িতব্যক্তি-
 গণ শিশুগণ শঙ্করকেই 'যঃ কঃ ও সঃ' শব্দে
 উদ্দেশ করিয়া অহসঙ্কান করে। সৃষ্টি
 ব্যাপারে ইনিই বীজবিশিষ্ট। আপনাই বীজ
 এবং আমি যোনিস্বরূপ। বিখাত্তা ব্রহ্মা
 ঐদৃশ বিষ্ণুবাক্য শুনিয়া পুনর্বার তাঁহাকে
 বলিলেন আপনি যোনি, আমি বীজ এবং এই
 মহেশ্বর বাজসম্পন্ন কিরূপে হইলেন, আমার
 এই অনির্বচনীয় হৃদ্যমংশ আপন অপনাত

ভবিষ্যি বিমুক্তস্য মায়য়া শঙ্করস্ত তু ॥ ৫৬
 এবং কল্পে তু বৈকল্পে সংস্কা নশ্চতি তেহনব ।
 কল্পশেষাণি ভূতানি হৃদ্যানি পার্থিবানি চ ॥ ৫৭
 সা চৈষা হৈশ্বরী মায়্যা জগৎ সমুদাহৃত ।
 স এষ পৰ্ব্বতো মেরুর্দ্বৈলোক উদাহৃতঃ ॥ ৫৮
 তথৈবেকং হি মাহাত্ম্যং দৃষ্ট্বা চাস্ত্রানমাস্তনা ।
 জ্ঞাত্বা চেশ্বর্য ভূতানাং বরদং প্রভুম্ ।
 মহাদেবং মহাযোগং ভূতানাং বরদং প্রভুম্ ।
 প্রণবাত্মা-মাসান্য নমস্কৃত্য অগদগুরুম্ ।
 ত্যাক্ মাঠৈব সংক্রুদ্ধো নিশ্বাসান্নির্দহেদয়ম্ ॥ ৬০
 এবং জ্ঞাত্বা মহাযোগং কৃত্বাশ্চিহ্নং মহাবল ।
 অহং ত্বামব্রতঃ কৃত্বা শ্রোতব্যেহমনলপ্রভম্ ॥ ৬১

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডে মহাপুরাণে

পঞ্চবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

—

হইলে, আগনি শঙ্করমায়্য বিমুক্ত হইবেন ।
 হে নিম্পাপ ! তখন কল্পবিকল্প-বিষয়ে ভবদায়
 জ্ঞান এবং কল্পশেষ, ভূত, হৃদ্য ও পার্থিবাদি
 পদার্থপরম্পরা বিনাশপ্রাপ্ত হইবে । জগতে
 ইহাই ঐশ্বরী মায়্যা বলিয়া অভিহিত হইয়া
 থাকে এবং এই সেই সুমেরু পর্বত দেব-
 লোক বলিয়া পরিচিত । এই আগন্তুক মহা-
 পুরুষ আপনাব এইরূপ মাহাত্ম্য এবং কমল-
 লোচন অমর বর্ণনে স্বীয় মনে মধ্যে নিজশক্তি
 অনুভব করিয়া প্রণবরূপী, মহাযোগশীল, ভূত-
 বর্গের বরপ্রদ, অগদগুরু, প্রভু মহাদেবকে
 নমস্কার করত সক্রোধে নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক
 আপনাকে ও আমাকে দ্রুত বরিয়া ফেলি-
 বেন । অতএব হে মহাবল ! ইহাঁর এইরূপ
 মহাযোগকথা শ্রবণ করিয়া আসুন এই
 অনলপ্রতিম মহাপুরুষকে আমরা উভয়ে
 মিলিয়া সন্তুষ্ট করি ।” ৪৩—৬১ ।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

ষড়বিংশোহধ্যায়ঃ ।

সূত্র উবাচ ।

ব্রহ্মাণমব্রতঃ কৃত্বা ততঃ স গুরুভৃদ্বজঃ ।
 অতীতৈশ্চ ভবিষ্যশ্চ বর্তমানৈশ্চ বৈব চ ।
 নামাভিস্চ্ছান্দনৈশ্চ ইদং শ্রোত্রমুনীরয়েৎ ॥ ১
 নমস্কাভ্যং ভগবতে সূত্রত নন্ততেজসে ।
 নমঃ ক্ষেত্রাদিপত্যে বৌজিনে শূলিনে নমঃ ॥ ২
 অগ্রে চার্যে ক্ৰীয়েতাং নমো বৈকুণ্ঠরেতসে ।
 নমো জ্যোষ্ঠায় শ্রেষ্ঠায় অপূর্ব্বপ্রথমায় চ ॥ ৩
 নমো হব্যায় পূজ্যায় সদ্যোজাতায় বৈ নমঃ ।
 গহ্বরায় ধনেশায় হৈমচীরস্বরায় চ ॥ ৪
 নমস্তে হৃদ্যানৌনাং ভূতানাং প্রভবায় চ ।
 বেদকর্ম্মাবদানানাং দ্রব্যানাং প্রভবে নমঃ ।
 নমো যোগস্ত প্রভবে সাংখ্যস্ত প্রভবে নমঃ ।
 নমো ধ্রুবনিশীথানামৃষাণাং পত্যয়ে নমঃ ॥ ৬
 বিহৃদশানমেবানাং গর্জ্জতপ্রভবে নমঃ ।
 উদধীনাং প্রভবে দ্বীপানাং প্রভবে নমঃ ॥ ৭

ষড়বিংশ অধ্যায় ।

সূত্র বসিলেন, এই বাক্য শেষ হইলে
 গুরুভৃদ্বজ বিষ্ণু ব্রহ্মাকে অগ্রে লইয়া তাঁহার
 অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান বৈদিক নাম
 সকলদ্বারা এইরূপে স্তব করিতে লাগিলেন ।
 যথা—তুমি অসীম তেজঃশালী, সূত্রত, ক্ষেত্র-
 দিপতি, বৌজরূপ, ভগবান্ শূলী নামধারী,
 তোমাকে নমস্কার । অগ্রে, উজ্জল, বৈকুণ্ঠ-
 রেতাঃ, জ্যোষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ, অপূর্ব্ব ও আদিত্য
 তোমাকে নমস্কার । তুমি অব্যয়, পূজ্য,
 সদ্যোজাত গহ্বর, ধনেশ্বর ও সূর্যবসনধারী,
 তোমাকে প্রণাম করি । অমরাদি দেবগণ,
 ভূতসমূহ, বেদকর্ম্ম, দানকর্ম্ম এবং দ্রব্য-
 সমূহের উৎপত্তি কারণকে নমস্কার করি ।
 যোগ ও তত্ত্বজ্ঞানের উৎপত্তি কারণ এবং
 ধ্রুব, নিশীথ ও ঋষিগণের অদিপতি
 তোমাকে প্রণাম করি । তুমি বিহৃৎ,
 বজ্র ও মেঘগর্জ্জন, সমুদ্রসমূহ, এবং দীপ-

অদ্রীনাং প্রভবে চৈব বর্ধনাং প্রভবে নমঃ ।
 নমো নদানাং প্রভবে নদীনাং প্রভবে নমঃ ॥ ৮
 নমশ্চৌষধিপ্রভবে বৃক্ষানাং প্রভবে নমঃ ।
 ধর্ম্মাধ্যক্ষায় ধর্ম্মায় স্থিতীনাং প্রভবে নমঃ ॥ ৯
 নমো রাসানাং প্রভবে রক্তানাং প্রভবে নমঃ ।
 নমঃ কপানাং প্রভবে কলানাং প্রভবে নমঃ ॥ ১০
 নিমেষপ্রভবে চৈব কাষ্ঠানাং প্রভবে নমঃ ।
 অহোরাত্রাক্রিয়ামাসানাং মাসানাং প্রভবে নমঃ ॥ ১১
 নমো ঋতুনাং প্রভবে সংখ্যায়াঃ প্রভবে নমঃ ।
 প্রভবে চ পরাক্রিয় পরস্ত প্রভবে নমঃ ॥ ১২
 নমঃ পুরাণপ্রভবে যুগস্ত প্রভবে নমঃ ।
 চতুর্দশস্ত সর্গস্ত প্রভবে নমঃ চক্ষুষে ॥ ১৩
 কলোদয়ে নিবন্ধানাং বার্ত্তানাং প্রভবে নমঃ ।
 নমো বিশ্বস্ত প্রভবে ব্রহ্মাদি প্রভবে নমঃ ॥ ১৪
 বিদ্যানাং প্রভবে চৈব বিদ্যানাং পতয়ে নমঃ ।
 নমো ব্রতানাং পতয়ে মন্ত্রানাং পতয়ে নমঃ ॥ ১৫
 পিতৃণাং পতয়ে চৈব পশুনাং পতয়ে নমঃ ।
 বাগ্‌বৃষায় নমস্তত্যং পুরাণবৃষভায় চ ॥ ১৬
 হুচাক্‌চাক্‌কেণায় উদ্ধচক্ষুঃশিরায চ ।
 নমঃ পশুনাং পতয়ে গোবৃক্ষেন্দ্রধ্বজায় চ ॥ ১৭
 প্রজাপতীনাং পতয়ে সিদ্ধানাং পতয়ে নমঃ ।
 গন্ধর্ভোরগসর্পাণাং পক্ষিণাং পতয়ে নমঃ ॥ ১৮

পুঙ্খের উৎপত্তিকারণ তোমাকে নমস্কার ।
 তুমি পর্শ্বতনিকর, বর্ধনমূহ ও নদনদীগণের
 সৃষ্টিকর্ত্তা, তোমাকে নমস্কার ওষধি বৃক্ষসমূহের
 উৎপাদক, ধর্ম্মাধ্যক্ষ, ধর্ম্ম এবং স্থিতিপ্রভব,
 তোমাকে নমস্কার । তুমি রস ও রক্তসমূহাদিগের
 সৃষ্টিকর্ত্তা, এবং কপ, কলা, নিমেষ, কাষ্ঠ,
 অহোরাত্র, অর্দ্ধমাস, মাস, ঋতু, সংখ্যা, পরাক্রি-
 য়, পুরাণ, যুগ, চতুর্দশ সৃষ্টি, কলোদয়কালীন
 বার্ত্তাসমূহ, বিশ্ব ও ব্রহ্মাদি যৈবগণের প্রা-
 ভাবক, অনন্ত চক্ষুঃশীর্ষ, তোমাকে নমস্কার । ১—
 ১৪ । যিনি বিদ্যার প্রভব এবং বিদ্যা, ব্রত, মন্ত্র,
 পিতৃগণ পত্নীমূলের পতি, ঋতাহাকে নমস্কার ।
 তুমি বাগ্‌বৃষ, পুরাণবৃষ, হুচাক্‌-চাক্‌কেণ, উদ্ধ-
 চক্ষুঃ, উদ্ধশিরাঃ, পতপতি, গোপধ্বজ ও বৃষপ্র-
 ধ্বজ নামধারী, তোমাকে নমস্কার করি ।

গোকর্ণায় চ গোষ্ঠায় শঙ্খকর্ণায় বৈ নমঃ ।
 বারাহায়া প্রমেয়ায় রক্ষোঃধিপত্যে নমঃ ॥ ১৯
 নমোহপ্সরাণাং পতয়ে গণনাং পতয়ে নমঃ ।
 অন্তসাং পতয়ে চৈব তেজসাং পতয়ে নমঃ ॥ ২০
 নমোহস্ত লক্ষ্মীপতয়ে শ্রীমতে ধীমতে নমঃ ।
 বলাবলসমূহায় হক্ষোভ্যাক্ষোভণায় চ ॥ ২১
 দীর্ঘশৃঙ্গৈকশৃঙ্গায় বৃষভায় কক্কুদ্রায়ে ।
 নমঃ হৈর্ধায়া বপুবে তজসে সুপ্রভায় চ ॥ ২২
 ভূতায় চ ভাবিষ্যায় বর্ত্তমানায় বৈ নমঃ ।
 হুবর্চ্চহেতব বীরায় শুরায় হুতিণায় চ ॥ ২৩
 বরদায় বরেন্যায় নমঃ সর্কগতায় চ ।
 মনোভূতায় ভব্যায় ভবায় মহতে তথা ॥ ২৪
 জনায় চ নমস্তত্যং তপসে বরনায় চ ।
 নমো বন্দ্যায় মোক্ষায় জনায় নরকায় চ ॥ ২৫
 ভবায় ভজমানায় ইষ্টায় যাজকায় চ ।
 অভ্রাদীর্ঘায় দীপ্তায় তস্ত্রায় নির্ভণায় চ ॥ ২৬
 নমঃ পাশায় হস্তায় নমঃ স্বাভরণায় চ ।
 জ্ঞতায় অপহৃতায় প্রহত-প্রাণিতায় চ ॥ ২৭
 নমস্তষ্টায় মূর্ত্তায় হৃদয়েষ্টোমস্তিজায় চ ।
 নমো ঋতায় সত্যায় ভূতাদিপত্যে নমঃ ॥ ২৮

প্রজাপতি, সিদ্ধ, গন্ধর্ভ, উরগ, সর্প ও
 পক্ষাদিগের অধীশ্বরকে নমস্কার করি । গোকর্ণ-
 গোষ্ঠ, শঙ্খকর্ণ, বরাহ, অপ্রমেয় ও রক্ষো-
 ধিপতিকে আমরা নমস্কার করি । অপরাপতি,
 গণপতি, জনপতি, তেজঃপতি, লক্ষ্মীপতি,
 শ্রীমান্, ধীমান্, বলাবলসমূহ, অক্ষোভা ও
 ক্ষোভকে নমস্কার করি । তুমি দীর্ঘশৃঙ্গ,
 একশৃঙ্গ, বৃষভ, কক্কুদ্রী, হৈর্ধায়া, বপু, তেজঃ ও
 সুপ্রভ তোমাকে নমস্কার । তুমি ভূত, ভবিষ্য,
 বর্ত্তমান, হুবর্চ্চা, বীর, শুর ও অতিশয়ক তোমাকে
 নমস্কার । তুমি বরদ, বরেন্য, সর্কগত, ভূত,
 জ্ঞাত ও মহান্, তোমাকে নমস্কার । জন, তপঃ,
 বরদ, বন্দ্য, মোক্ষ, নরক, তোমাকে আমি
 নমস্কার করি । তুমি ভব, বজমান, ইষ্ট, যাজক,
 অভ্রাদীর্ঘ, দীপ্ত, তস্ত্র ও নির্ভণ তোমাকে
 নমস্কার । পাশহস্ত, স্বাভরণ, হত, অপহৃত,
 প্রহত ও প্রাণতকে নমস্কার করি । অষ্টমূর্ত্তি,

সদস্য নমশ্চৈব দক্ষিণাবভূধ্য চ ।
 অহিংসার্য লোকানাং পশুমন্ত্রোষ্য চ ॥ ২১ ॥
 নমস্তুষ্টিপ্রদানায় ত্র্যম্বকায় সুগন্ধিনে ।
 নমোহস্তিত্রিপুরপত্রে পরিহারায় অগ্নিণে ॥ ৩১ ॥
 বিশ্বায় বিশ্বরূপায় বিশ্বতোহক্ষিমুখায় চ ।
 সৰ্ব্বভূতঃ পানিপাদায় রুদ্রায় প্রমিতায় চ ॥ ৩১ ॥
 নমো হব্যায় কব্যায় হব্যকব্যায় বৈ নমঃ ।
 নমঃ দিক্কায়া মেধায়া চেষ্ঠায় ভুবায় চ ॥ ৩২ ॥
 সুবীরায়া সুবীরায়া হকোভ্য কোভায়া চ !
 সুমেধে সুপ্রজায় দীপ্তায় ভাস্করায়া চ ॥ ৩৩ ॥
 নমো নমঃ সুপর্ণায় তপনীয়নিভায় চ ।
 বিরূপাক্ষায় ত্র্যক্ষায় পিঙ্গলায় মহৌজসে ॥ ২৪ ॥
 দৃষ্টিদ্বায় নমশ্চৈব নমঃ সৌম্যকর্ণায় চ ।
 নমো ধূম্রায় শ্বেতায় কৃষ্ণায় লোহিতায় চ ॥ ৩৫ ॥
 পিশিতায় পিণ্ডায় পীতায় চ নিবন্ধিণে ।
 নমস্তে সবিশেষায় নির্বিশেষায় বৈ নমঃ ॥ ৩৬ ॥
 নমো বৈ পদ্মপর্ণায় মৃত্যুদ্বায় চ মৃত্যুবে ।
 নমঃ শ্রামায় গোরায় কচ্ছবে রোহিতায় চ ॥ ৩৭ ॥
 নমঃ কান্তায় সঙ্ঘাত্র-বর্ণায় বহুরূপিণে ।

অগ্নিষ্টোম, ঋত্বিজ, ঋত, সত্য ও ভূতাবিপত্যিকে
 আমার প্রণাম । তুমি সদস্য, দক্ষিণ, অবভূথ ও
 লোকসমূহের অহিংসক এবং পশু, মন্ত্র ও
 ঔষধ, তোমাকে নমস্কার করি । ১৫—২১ । তুমি
 তুষ্টিপ্রদ, ত্র্যম্বক, সুগন্ধি, ইন্দ্রিয়পতি, পরিহার
 ও মাংসবান্ তোমাকে নমস্কার । বিশ্ব, বিশ্বরূপ,
 বিশ্বনয়ন, বিশ্বমুখ, সৰ্ব্বদিকব্যাপ্ত, পানিপাদ,
 অপ্রমিত, হব্য, কব্য, হব্যকব্য, দিক্কা, মেধা, চেষ্ঠ
 ও অব্যয়কে নমস্কার করি । তুমি সুবীর, সুবীর,
 অকোভা, অকোভ, সুমেধা, সুপ্রজ, দীপ্ত,
 ভাস্কর, সুপর্ণ, তপনীয়নিভ, বিরূপাক্ষ, ত্র্যক্ষ,
 পিঙ্গল ও মহৌজা তোমাকে নমস্কার করি ।
 দৃষ্টিদ্ব, সৌম্যদৃষ্টি, ধূম্র, শ্বেত, কৃষ্ণ ও লোহিতকে
 আমার নমস্কার । পিশিত, পিণ্ড, পীত,
 নিবন্ধধারী, সবিশেষ ও নির্বিশেষকে আমার
 নমস্কার । পদ্মপর্ণ, মৃত্যুদ্ব, মৃত্যু, শ্রাম, গোর,
 কচ্ছ ও রোহিতকে নমস্কার করি । কান্ত,

নমঃ কপালহস্তায় দিব্যস্তায় কপর্দিনে ॥ ৩৮ ॥
 অপ্রমেয়ায় শর্করায় হব্যধায় বরায়া চ ।
 পুরস্তাৎ পৃষ্ঠতঃশ্চ বিভাণায় কৃশানবে ॥ ৩৯ ॥
 দুর্গায় মহতে চৈব রোধ্যায় কপিলায় চ ।
 অর্কপ্রভ-শরীরায় বলিনে রংহসায় চ ॥ ৪০ ॥
 পিনাকিনে প্রসিক্কায়া ক্ষীতায় প্রহৃতায় চ ।
 সুমেধেহক্ষমালায় দিব্যাসায় শিখণ্ডিনে ॥ ৪১ ॥
 চিত্রায় চিত্রবর্ণায় বিচিত্রায় ধরায় চ ।
 চেকিভানায় তুষ্টিয়া নমস্তুনিহিতায় চ ॥ ৪২ ॥
 নমঃ কান্তায় শান্তায় বজ্রসংহননায় চ ।
 রক্ষোদ্বায় মথদ্বায় শিতিকণ্ঠোদ্ধারেতসে ॥ ৪৩ ॥
 অরিহার্য কৃতান্তায় তিষ্ঠাযুধরায় চ ।
 সমোদায় প্রমোদায় ইরিণায়ৈব তে নমঃ ॥ ৪৪ ॥
 প্রণব-প্রণবেশায় ভক্তানাং শর্মদায় চ ।
 মৃগবাধ্যায় দক্ষায় দক্ষযজ্ঞহরায় চ ॥ ৪৫ ॥
 সৰ্বভূতায় ভূতায় সর্কেশাতিশয়ায় চ ।
 পূরভেলৈ চ শান্তায় সুগন্ধায় বদ্রেবৈ ॥ ৪৬ ॥
 পুষ্পদন্ত-বিনাশায় ভগনেন্দ্রোক্তকায় চ ।
 কণাদায় বরিষ্ঠায় কামান্ধননায় চ ॥ ৪৭ ॥
 রবেঃ করালচক্রায় নাগেন্দ্রনয়নায় চ ।
 দৈত্যানামস্তকায়ৈব দিব্যান্দ্ৰনন্দকরায় চ ॥ ৪৮ ॥

সঙ্ঘাত্রবর্ণ, বহুরূপী, কপালহস্ত, দিব্যস্তর ও
 কপর্দীকে আমার প্রণাম । অপ্রমেয়, শর্কর,
 অবধ্য, বর, অপ্রপঞ্চাৎ বিভাণ, কৃশানু, দুর্গ-বহন,
 রোথ, কপিল, অর্কপ্রভশরীর বলী ও রংহসকে
 নমস্কার করি । পিনাকী, প্রসিক্কা, ক্ষীত,
 প্রহৃত, সুমেধা, অক্ষমাল, দিব্যন, শিখণ্ডী,
 চিত্র, চিত্রবর্ণ, বিচিত্র, ধর, চেকিভান, তুষ্টি ও
 অনিহিতকে আমার নমস্কার । কান্ত, শান্ত,
 বজ্রদেহ, রক্ষোদ্ব, মথনাশক, শিতিকণ্ঠ ও উদ্ধ-
 রেতাকে আমি নমস্কার করি । শর্মদান, কৃতান্ত,
 তিষ্ঠাযুধর, সমোদ, প্রমোদ ও ইরি-
 ণকে আমার নমস্কার । প্রণব, প্রণবেশর, ভক্ত-
 যুথপ্রদ, মৃগবাধ্য, দক্ষ, দক্ষযজ্ঞহর, সৰ্বভূত,
 ভূত, সর্কেশর শ্রেষ্ঠ, পূরভেল, শান্ত, সুগন্ধ,
 বদ্রেয়, পুষ্পদন্তনাশক, ভগনেন্দ্রোক্তক, কণাদ,
 বরিষ্ঠ, কামান্ধ-বহন, রবির করালচক্র, নাগেন্দ্র-

শাশানরতিনিভ্যায় নমস্তাস্মকধারিণে ।
 নমস্তে প্রাণপালায় ধবমালাধরায় চ ॥ ৪১
 প্রহৌশোঠৈর্বাধিভূতৈঃ পরিস্থিতায় চ ।
 নরনারীশরীরায় দেব্যাঃ প্রিয়করায় চ ॥ ৪০
 জটিনে দণ্ডিনে তুভ্যং ব্যালযজ্ঞোপবীতিনে ।
 নমোহস্ত নৃত্যশীলায় বাদানৃত্যপ্রিয়ায় চ ॥ ৪১
 মত্তবে শীতশীলায় সুগীতিগায়তে নমঃ ।
 কটকরায় ভীমায় চোৎকরপধরায় চ ॥ ৪২
 বিভীষণায় ভীমায় ভগপ্রমথনায় চ ।
 সিদ্ধসংঘাতনীতায় মহাভাগায় বৈ নমঃ ॥ ৪৩
 নমো মুক্তট্টহাসায় ক্লেভতত্ক্ষোটিতায় চ ।
 নদতে কুর্দতে চৈব নমঃ প্রমদিতায় চ ॥ ৪৪
 নমোহদ্ভুতায় স্বপতে ধাবতে প্রস্থিতায় চ ।
 ধায়তে জুহতে চৈব তুদতে দ্রবতে নমঃ ॥ ৪৫
 চলতে ক্রোড়তে চৈব লম্বোদর-শরীরিণে ।
 নমঃ কৃতায় কম্পায় মুণ্ডায় বিকরায় চ ॥ ৪৬
 নমঃ উন্নম্বেশায় কিস্কিনীকায় বৈ নমঃ ।
 নমো বিকৃতবেশায় ক্রুরাগ্রামধনায় চ ॥ ৪৭
 অপ্রমেয়ায় দীপ্তায় দীপ্তয়ে নির্ভুগায় চ ।
 নমঃ প্রিয়ায় বাদায় মুদ্রামবিধরায় চ ॥ ৪৮

দমনকর্তা, দৈত্যাস্তক, দিব্যাক্রন্দকর, নিত্য-
 শাশানপ্রিয়, ত্র্যম্বকধারী, প্রাণপালক ও
 ধবমালাধরকে আমার নমস্কার । ৩০—৪১ ।
 শোকবিয়গিতে বিবিধভূতগণপ্রস্তুত নরনারী-
 শরীর, দেবীপ্রিয়কারী, জটাজুটধারী, দণ্ডী,
 সর্পোপবীতধারী, নৃত্যশীল ও নৃত্যবাদ্যপ্রিয়কে
 আমি নমস্কার করি । মহা, শীতশীল, সুগীতি-
 গায়ক, কটকর, ভীম, উৎকরপধর, বিভীষণ,
 ভীম, ভগপ্রমথন, সিদ্ধগণস্তুত ও মহাভাগকে
 আমার নমস্কার । অট্টহাসপ্রকাশ, ক্লেভিত
 ক্ষোটিত, নাদকারী, কুর্দনকারী ও প্রম-
 দিতকে নমস্কার করি । অদ্ভুত, নিম্নিত, ধাবন-
 শীল প্রস্থিত, ধ্যানকারী জুহাকারক,
 পীড়নকারী ও বৌদনশীলকে আমার নমস্কার ।
 চল, ক্রোড়, লম্বোদরদেহ, কৃত, কম্প, মুণ্ড,
 বিকর, উন্নম্বেশ, কিস্কিনীক, বিকৃতবেশ, ক্রুর,
 উগ্র, অময়, অপ্রমেয়, দীপ্ত, দীপ্তি, নির্ভুগ,

নমস্তোকার তনবে শুভৈরপ্রতিমায় চ ।
 নমো গগায় শুভায় অগম্যাগমনায় চ ॥ ৪৯
 লোকধাত্রী ত্রিযং ভূমিঃ পানৌ মজ্জনসেবিতৌ ।
 নর্কেষাং সিদ্ধযোগানামাধিষ্ঠানং তবোদরম্ ॥ ৫০
 মধোহন্তরীক্ষং বিস্তীর্ণং তারাগণবিভূষিতম্ ।
 তারাপথ ইবাভতি শ্রীমান হারস্তবোরসি ॥ ৫১
 কণ্ঠস্থে শোভতে শ্রীমান্ হেমমুত্রবিভূষিতঃ ।
 দংষ্ট্রকরালহৃদ্বর্ষধনোপম্যং মুখং তব ॥ ৫২
 পদ্মমালাকূতোক্ষীষং লীর্ষ্যং শোভতে কথম্ ।
 দীপ্তিঃ সূর্য্যো বপুশ্চন্দ্রে স্বর্ষ্যে ভূহা নিলোবলে ॥
 তৈক্ষ্মময়ৌ প্রভা চন্দ্রে খে শব্দঃ শৈত্যমপ্য চ
 অক্ষরোত্তমনিষ্পন্দান্ শুণ্বানেতান্ বিহর্ষুবাঃ ॥ ৫৪
 ভূপো জপ্যে মহাযোগী মহাদেবো মহেশ্বরঃ ।
 পূরেশয়ো শুহবাসী খেচরো রজনীচরঃ ॥ ৫৫
 তপোনিবিন্ধুহস্তকর্মদনো নন্দিবর্দ্ধনঃ ।
 হয়শীর্ষো বরাধাতা ধোতা ভূতবাহনঃ ॥ ৫৬
 বোধব্যো বোধনো নেত্রা ধর্ম্মহো দুষ্টকম্পকঃ ।

প্রিয়, বাদ, মুদ্রাধর, মনিধর, স্তোক, তনু,
 অপ্রতিমগুণ, গগ, শুভ ও অগম্যাগমনকে
 নমস্কার করি । লোকধাত্রী ধরিত্রী তোমার
 সাধুসেবিত পদদ্বয়, যোগাসিদ্ধ ঋষিগণ তোমার
 উদর, মধো বিরাজমান, তারাগণবিভূষিত
 অন্তরীক্ষ তোমার বক্ষোদেশে তারাপথহারের
 ছায় শোভমান এবং সেই হেতু ভবনীয় কর্ণদেশ
 স্বর্ণসুভূষিতের ছায় দীপ্যমান । তোমার
 করালদংষ্ট্রাবিরাজিত মুখ অতুলনীয় । লীর্ষদেশে
 পদ্মমালায় উক্ষীষ কেমন এক অনির্কটনীয়-
 রূপে শোভা পাইতেছে । সূর্য্য তোমার দীপ্তি,
 চন্দ্রে তোমার শরীর, পৃথিবীতে তোমার স্বর্ষ্য,
 বায়ুতে তোমার বল, অগ্নিতে তোমার তৈক্ষ্মতা,
 চন্দ্রে তোমার প্রভা আকাশে শব্দ এবং জলে
 তোমার শীতলতা বিরাজিত । পাণ্ডুগণ
 তোমার এই সকল গুণকে অব্যয়, উত্তম,
 ও স্পন্দরহিত বলিয়া বিদিত করেন । ৪০-৫৪ ।
 তুমি জপ, জপ্য, মহাযোগী, মহাদেব, মহেশ্বর,
 পূরেশয়, শুহবাসী, খেচর, রজনীচর, তপো-
 নিধি, শুহস্তক, নন্দন, নন্দিবর্দ্ধন, হয়শীর্ষ,

বৃহজ্জধো ভীমকর্মা বৃহৎকীর্তির্ধনঞ্জয়ঃ ॥ ৬৭
 বটাপ্রিয়ো ধ্বজী ছত্রী পিনাকী ধ্বজিনীপতিঃ ।
 কবচী পি ট্রী শত্রী পাশস্ত্যস্তঃ পরশভূঃ ॥ ৬৮
 অগমস্তনবঃ শূরো দেবরাজারিমর্দনঃ ।
 ত্বাং প্রদাদ্য পূর্য্যাত্তিবিধন্তো নিহতা যুধি ॥
 অগ্নিস্ত্বং চর্ণবান্ সর্ষান্ পিবন্তে ন তৃপ্যসে ।
 ক্রোধাংগারঃ প্রসন্নাত্মা কামহা কামদঃ প্রিয়ঃ ॥ ৭০
 ব্রহ্মণ্যো ব্রহ্মচারী চ গে ঘৃত্যং শিষ্টপুঞ্জিতঃ ।
 বেদানামব্যয়ঃ কোশস্ত্রয়া যজ্ঞঃ প্রকল্লিঃ ॥ ৭১
 হব্যক বেদং বহতি বেদোক্তং হব্যবাহনঃ ।
 প্রীতে ত্বয়ি মহাদেব বয়ং প্রীতা ভবামহে ॥ ৭২
 ভবানীশো নাদিমান্ ধামরাশি-
 ব্রহ্মা লোকানাভুং কর্ত্তা ত্বাংসর্গঃ ।
 সাত্ম্যঃ প্রকৃতিভ্যঃ পরমং ত্বাং বিদিত্বা
 ক্লীষধ্যানান্তে ন মৃত্যুং বিশন্তি ॥ ৭৩
 যোগেন ত্বাং ধ্যানিনো নিত্যযুক্তা
 জ্ঞাত্বা ভোগান্ সন্ত্যজ্যন্তে পুনস্তান্ ।

ধরাধাতা, বিধাতা, ভূতিবাহন, বোদ্ধব্য, বোধন, নেতা, ধর্ম্মহ, হুপ্রকম্পক, বৃহজ্জ, ভীমকর্মা, বৃহৎকীর্তি, ধনঞ্জয়, বটাপ্রিয়, ধ্বজী, ছত্রী, পিনাকী, ধ্বজিনীপতি, কবচ, পি ট্রী ও শত্রু ধারী, পাশস্ত্য, পরশভূ, অগম, অনব, শূর, দেবরাজ এবং শক্রনাশন, তোমার প্রসন্নতালাভ করিয়াই পূর্বে আমরা যুদ্ধস্থলে, শত্রু সংহার করিয়াছিলাম । তুমিই আগ্নেয়; সমগ্র সাগর পান করিয়াও তুমি তৃপ্ত হও না; তুমি ক্রোধাংগার, প্রসন্নাত্মা, কামনাশন, কামদ, প্রিয়, ব্রহ্মণ্য, ব্রহ্মচারী, গোত্র, শিষ্টপুঞ্জিত, বেদপ্রতিপাদ্য, অব্যয় ও কোশ; তোমাকর্ত্তৃকই যজ্ঞ কল্লিত হয়, তুমিই হব্যবাহনরূপে বেদোক্ত হব্যবাহন করিয়া থাক। হে মহাদেব! তোমার সন্তুষ্টি হইলেই আমরাও প্রীতলাভ করিয়া থাকি। তুমি ভবানীপতি, অনাদ্য, তেজোরাশি, ব্রহ্মা, লোক-কর্ত্তা, আদি সৃষ্টি ও জ্ঞানস্বরূপ; তুমি প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ। তোমাকে চিন্তা করিয়াই ধ্যানকারিগণ মৃত্যু-ভয় হইতে পরত্রাণ পাইয়া থাকেন। নিত্যযোগমূলক যোগিগণ তোমার

যেহেতু মর্ত্ত্যাত্ম্য প্রপন্ন বিমুক্তাঃ
 তে কব্ধির্দিব্যভোগান্ ভজন্তে ॥ ৭৩
 অপ্রমেয়স্ত তত্ত্বং যথা বিদ্বাঃ স্মশ্রুতঃ ।
 কীর্তিতং তব মাহাত্ম্যমপারং পরমাত্মনঃ ।
 শিবো নো ভব সর্কৃত্ত যোহদিনোহনি নমোন্ততে
 ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডে মহাপুরাণে
 ষড়্বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ ।

সূত্র উবাচ ।

তহো বিস্ময়নীয়ান্ রহস্তানি মহামতে ।
 ত্রয়োক্তানি যথাতত্ত্বং লোকানুগ্রহকারিণ্যং ॥ ১
 তত্র বৈ সংশয়ো মহ্যমবত্যাগেষু শূনিনঃ ।
 কিং কারিণ্যং মহাদেবঃ কলিং প্রাপ্য স্তুদাক্রণম্ ॥
 হিত্ব যুধা'ন পূর্বাণি অবতারণ করোতি বৈ ।
 অস্মিন্মহত্তরে চৈব প্রাপ্তে বৈদমতে প্রভো ॥ ৩

ধ্যান করিয়াই যোগবলে সমস্ত ভোগ অনুভব করিয়া পুনর্বার তাহা পরিত্যাগ করেন এবং অতঃপর মর্ত্ত্যগণও বিমুক্তচিত্তে ভাবনীয় শরণাপন্ন হইয়া, কল্মশকলে দিব্যফল সকল ভোগ করেন। তোমার তত্ত্বনিচয় অপ্রমেয়, তোমার মাহাত্ম্যের সীমা নাই, তথাপি হে পরমাত্মন! স্বীয় শক্তি অনুসারে যথাজ্ঞান বিকিৎ কীর্তন করিলাম। তুমি যেই হও তোমায় আমার নমস্কার; আমাদের মঙ্গল বিধান কর। ৬৫—৭৫।

ষড়্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশ অধ্যায় ।

সূত্র বলিলেন, হে মহামতে! আপনি লোকদিগের প্রত্যহ অনুগ্রহ প্রদানের জন্য যে সকল বিষয়কর তত্ত্ব বিবৃত করিলেন, তাহাতে আমার অনেক সন্দেহ আছে, শূন্যপাণ-মহা-দেবের অবতারাবধি কারণ কি? তিনি অগাধ সমস্ত যুগ পরিত্যাগ করিয়া, এই ভীষণ কলি-যুগে কেন অবতীর্ণ হইলেন? হে প্রভো! এই

অবতারং কথং চক্রে এতদিচ্ছামি বেদিতুম্ ।
ন তেহস্ত্যাবিনিভং কিঞ্চিদিহ লোকে পরত্র চ ॥ ৪
ভক্তানাম্পদেষার্থং বিনাশ্যং কুরুতো মম ।
কথয়স্ব মহাপ্রাজ্ঞ যদি শ্রাব্যং মহামতম্ ॥ ৫

লোমশ উবাচ ।

এবং পৃষ্ঠোহথ ভগবান্ বায়ুর্লোক-হিতে রতঃ ।
ইদমাহ মহাতেজা বায়ুর্লোক-নমস্কৃতঃ ॥ ৬
এতদ্ব্যপ্তমং লোকে যমাং ত্বং পরিপূচ্ছসি ।
তৎসর্বং শৃণু গ'ধেয় উচ্যমানং যথাক্রমম্ ॥ ৭
পুরা হেকার্ণবে বৃশ্চৈ দিব্যো বর্ষনহস্তকে ।
অষ্ট-কামঃ প্রজা ব্রহ্মা চিত্তয়ামাস হুঃখিতঃ ॥ ৮
তস্তা চিত্তয়মানস্ত প্রাহুর্ভূতঃ কুমারকঃ ।
দিব্যগন্ধঃ সূধ্যাপেক্ষী দিব্যং শ্রুতিমুদীরয়ন্ ॥ ৯
অশ্বক্ষস্পর্শরূপান্তামগন্ধাং রসবর্জিতাম্ ।
শ্রুতিং হাদীরয়ন্ দেবো যামবিন্দচ্চতুর্মুখঃ ॥ ১০
ততস্তা ধ্যানসংযুক্তস্তপ আস্থায় ভৈরবম্ ।
চিত্তয়ামাস মনসা ত্রিতয়ং কোষধ্বস্ত্রুতি ॥ ১১

বৈবস্বত মনস্তরে তিনি কি প্রকারে অবতাররূপ
আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এই সমস্ত আমি
জানিতে ইচ্ছা করি। হে মহাপ্রাজ্ঞ! ইহকাল
বা পরকাল সম্বন্ধে আপনার কোন বিষয়ই
জ্ঞাত নাই, অতএব ভক্তগণের প্রতি উপদেশ
প্রদানার্থ ঐ সকল বিষয় প্রকাশ করুন।
লোমশ বলিলেন—লোকগণবন্দিত মহাতেজা
ভগবান্ মারুত এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া
বলিলেন—হে গা'ধেয়! তুমি যে সকল বিষয়
জানিতে ইচ্ছা করিতেছ, তাহা সাতিশয়
গোপনীয় হইলেও যথাক্রমে কওঁন করিতেছি,
শ্রবণ কর। পূর্বে দিব্য সংস্রব বর্ষ ষাৎ
বিষব্রহ্মাণ্ড একাধিকাকারে অবস্থিত থাকিলে
ব্রহ্মা সৃষ্টিকামনায় হুঃখিতচিত্তে চিন্তা করিতে-
ছিলেন। সেই সময়ে সূধ্যাকাজক্ষী দিব্যগন্ধ-
শালী কুমার প্রাহুর্ভূত হইয়া স্বর্গীয় শ্রুতি
উচ্চারণ করিলেন। সেই শব্দ-স্পর্শরূপ-রস-
গন্ধরহিত শ্রুতি ব্রহ্মা লাভ করিলেন। ১—১০।

তৎপরে তিনি ত্রয়্যবহ তপোমুঠান করত
ধ্যানসংযুক্ত হইয়া মনোগদ্যে 'এই ব্যক্তি কে'?

তস্তা চিত্তয়মানস্ত প্রাহুর্ভূতঃ তদক্ষরম্ ।
অশ্বক্ষস্পর্শরূপং রসগন্ধবিবর্জিতম্ ॥ ১২
অধোভমং স লোকেষু স্বমূর্ত্তিকাপি পশ্যতি ।
ধ্যায়ন্ বৈ স তদা দেবমধৈনং পশ্যতে পুনঃ ॥ ১৩
তৎ শ্বেতমথ রক্তঞ্চ পীতং কৃষ্ণং তদা পুনঃ ।
বর্ণস্থং তত্র পশ্যেত ন স্ত্রী ন চ নপুংসকম্ ॥ ১৪
তৎ সর্বং হুচিরং জ্ঞাত্বা চিত্তয়ন্ হি তদক্ষরম্ ।
তস্তা চিত্তয়মানস্ত কণ্ঠাহুর্ভিষ্টেহেতরঃ ॥ ১৫
একমাত্রো মহাবোষঃ শ্বেতবর্ণঃ সূনির্ম্মলঃ ।
স ওঁকারো ভবেবেদেণ অক্ষরং বৈ মহেশ্বরঃ ॥ ১৬
ততশ্চিত্তয়মানস্ত তদক্ষরং বৈ স্বয়ভূবঃ ।
প্রাহুর্ভূতস্ত রক্তস্ত স দেবঃ প্রথমঃ স্মৃতঃ ॥ ১৭
ঋগেয়ং প্রথমং তস্ত ত্বয়ীমীড়েপূরোহিতম্ ।
এতাং দৃষ্ট্বা ঋচং ব্রহ্মা চিত্তয়ামাস বৈ পুনঃ
তদক্ষরং মহাতেজাঃ কিমেতদিতি লোককৃতং ॥ ১৮
তস্তা চিত্তয়মানস্ত তস্মিন্নথ মহেশ্বরঃ ।
দ্বিমাত্রমক্ষরং জজ্ঞে ঐশিত্বেন দ্বিমাত্রিকম্ ॥ ১৯

'কো নু অয়ম্' এই তিনটি শব্দ চিন্তা করিতে
লাগিলেন। তাহার এইরূপ চিন্তাকালে শব্দ
স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধহীন অক্ষরের আবির্ভাব
হইল। অনন্তর পুনর্বার ধ্যানাবলম্বনপূর্ব্বক
তিনি শ্বেত রক্ত, পীত ও কৃষ্ণবর্ণসম্পন্ন স্ত্রী-
পুরুষ-চিহ্ন-বিরহিত এক দেবমূর্ত্তি দেখিতে
পাইলেন। এই সমুদয় অনুভব করিবার পর
তিনি সেই অক্ষরই চিন্তা করিতে লাগিলেন,
তাহাতে তাহার বর্ণ হইতে শ্বেতবর্ণ সূনির্ম্মল
মহাশব্দসমবিত একমাত্র অক্ষর বহির্গত হইল;
এই অক্ষরই ওঁকার, বেদ ও মহেশ্বররূপ।
অনন্তর স্বয়ম্ এই অক্ষর চিন্তা করিতেছেন,
এরূপ সময়ে এক রক্তবর্ণ অক্ষরের উৎপত্তি
হয়; তাহাই আদিত্য নামে প্রসিদ্ধ। এই
অক্ষরই প্রথম ঋগেয়, তাহার প্রথমই 'আম-
মীড়ে' ইত্যাদি মন্ত্রটি আছে। লোককর্ত্তা মহা-
তেজা ব্রহ্মা এই অক্ষররূপ ঋক্ দর্শনপূর্ব্বক
'ইহা কি?' বলিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।
ব্রহ্মার এই ঋগুবিষয়িনী চিন্তাসময়ে মহেশ্বর

ততঃ পুনর্বিমাত্রস্ত চিত্তয়ামাস চাক্ষরম্ ।
 ঐহর্ভূতক রক্তং তচ্ছেনেন গৃহ সা যজুঃ ॥ ২৪
 ইবে হোজ্জৈ ত্বা বাহুবহুদেবো বঃ সবিতা পুনঃ ।
 ঋগেন একমাত্রস্ত বিমাত্রস্ত যজুঃ স্মৃতম্ ॥ ২১
 ততো বেদং বিমাত্রস্ত দৃষ্ট্বা চৈব তদক্ষরম্ ।
 বিমাত্রং চিত্তয়ন্ ব্রহ্মা তক্ষরং পুনরীশ্বরঃ ॥ ২২
 তস্ত চিত্তয়মানস্ত ঔকারঃ সম্বভূব হ ।
 ততস্তদক্ষরং ব্রহ্মা ঔকারং সমচিত্তয়ৎ ॥ ২৩
 অখাপশ্চাত্ততঃ পীতামৃচকৈব সমুখিতাম্ ।
 অগ্ন আরাহি বীতয়ে গৃণাণো হব্যদাতয়ে ॥ ২৪
 ততস্ত স মহাতেজাঃ দৃষ্ট্বা বেকানুপাস্তান্ ।
 চিত্তয়িত্বা চ ভগবাৎস্রিসক্ষ্যং ত্রিবিধকৈব ॥ ২৫
 ত্রিবর্ণং যৎ ত্রিষবণমোহাং ব্রহ্মসংজ্ঞিতম্ ॥ ২৬
 ততশ্চৈব ত্রিসংযোগাৎ ত্রিবর্ণস্ত তদক্ষরম্ ।
 লক্ষ্যালক্ষ্যপ্রদৃষ্টক সহিতং ত্রিদিবং ত্রিকম্ ॥ ২৭
 ত্রিমাত্রং ত্রিপদকৈব ত্রিধোঃকৈব শাশ্বতম্ ।
 তস্মাত্তদক্ষরং ব্রহ্মা চিত্তয়ামাস বৈ প্রভুঃ ॥ ২৮
 তস্মাত্তদক্ষরং সোহং ব্রহ্মরূপং স্বভূতবঃ ।

ঐশিত্বগুণ গ্রহণ করিয়া বিমাত্র অক্ষররূপে
 জন্ম গ্রহণ করিলেন এবং বিমাত্র অক্ষর চিত্তা
 করিতে করিতে সেই অক্ষর রক্তবর্ণ যজুর্কৈদ-
 রূপে পরিণত হইল। তাহারই প্রথমে
 “ইবে হোজ্জৈ ত্বা” ইত্যাদি মন্ত্রটি আছে। এই
 জন্ত ঋগেন একমাত্র ও যজুর্কৈদ বিমাত্র বলিয়া
 কথিত হইয়া থাকে। তৎপরে ব্রহ্মা পুনরায়
 ঐ বিমাত্র অক্ষরবিষয়ক চিন্তা করিতে লাগিলে,
 ঔকারের আবির্ভাব হয়। তখন তিনি কেবল
 ঐ ঔকারের চিন্তাতেই ব্যাপৃত হইলেন।
 ১১—২০। এই সময়ে তিনি পীতবর্ণ সম্পন্ন
 ‘অগ্ন আরাহি’ ইত্যাদি সাম আবির্ভূত হইতে
 দেখিলেন। এইরূপে ভগবান্ মহাতেজা ব্রহ্মা
 উপস্থিত বেদগণকে দর্শন করিয়া, ত্রিসম্ব্য,
 ত্রিধকর, ত্রিবর্ণ, ত্রিষবণ ও ব্রহ্ম নামক ঔকারের
 চিন্তা করত পরে ত্রিসংযোগজনিত বর্ণত্রয়সম্পন্ন
 লক্ষ্য, অলক্ষ্য, প্রদৃষ্ট, সহিত, ত্রিদিব, ত্রিক,
 ত্রিমাত্র, ত্রিপদ, ত্রিধোঃ ও নিত্য সেই অক্ষর-
 দ্বায়ে ব্যাপৃত হইলেন। এইরূপ ব্যানবশতঃ

চতুর্দশমুখং দেবং পশ্যতে দীপ্ততেজসম্ ।
 তমোহকারং স কৃত্যাদৌ বিজ্ঞেয়ঃ স স্বভূতবঃ ॥ ২৮
 চতুর্দশমুখাস্তস্মাদজায়ন্ত চতুর্দশ ।
 নানাবর্ণাঃ স্বরা দিব্যমান্যাত্তক তদক্ষরম্ ।
 তস্মাৎ ত্রিষষ্টিবর্ণা বৈ অকারপ্রভবাঃ স্মৃতাঃ ॥ ২৯
 ততঃ সাধারণার্থায় বর্ণানাস্ত স্বয়ভূতবঃ ।
 অকাররূপে আদৌ তু স্থিতঃ স প্রথমঃ স্বরঃ ॥ ৩০
 ততশ্চৈভ্যঃ স্বরেভ্যস্ত চতুর্দশ মহামুখাঃ ।
 মনবঃ সম্প্রসৃষ্টে দিব্যা মনুহরে স্বরাঃ ॥ ৩১
 চতুর্দশমুখা যন্ত অকারো ব্রহ্মসংজ্ঞিতঃ ।
 ব্রহ্মবল্লঃ সমাখ্যাতঃ সর্ববর্ণঃ প্রজাপতিঃ ॥ ৩২
 মুখাত্তু প্রথমাত্ত মনুঃ স্বাভূতবঃ স্মৃতঃ ।
 অকারস্ত স বিজ্ঞেয়ঃ ষেতবর্ণঃ স্বভূতবঃ ॥ ৩৩
 দ্বিতীয়াত্তু মুখাস্ত আকারো বৈ মুখঃ স্মৃতঃ ।
 নান্যা যারোচিষো নাম বর্ণাঃ পাণ্ডুর উচ্যতে ॥ ৩৪
 তৃতীয়াত্তু মুখাস্ত ইকারো যজুর্মাং বরঃ ।
 যজুর্ময়ঃ স চানিত্যো যজুর্কৈদো যতঃ স্মৃতঃ ॥ ৩৫

স্বভূত ব্রহ্মরূপী সেই অক্ষর প্রদীপ্ততেজা
 চতুর্দশমুখদেবরূপে পরিণত হয়; এই ঔকার-
 জাত অক্ষর স্বভূত নামে প্রসিদ্ধ। অনন্তর
 ব্রহ্মার মুখ হইতে বিবিধ বর্ণযুক্ত চতুর্দশস্বরের
 আবির্ভাব হইল। ইহাদের আদ্যেতে সেই
 ঔকাররূপ দিব্য অক্ষর বিরাজমান। অনন্তর
 সাধারণ অর্থ প্রকাশ নিমিত্ত সেই বর্ণসমূহ
 মধ্যে অকার হইতে ত্রিষষ্টি বর্ণের উৎপত্তি হয়।
 অকাররূপ আদি বর্ণ এই প্রথম স্বররূপে নির্দিষ্ট।
 এই স্বরসমূহ হইতে মহামুখশালী চতুর্দশ
 দিব্য মনু প্রসূত হইয়াছিল। চতুর্দশমুখমণ্ডিত
 ও ব্রহ্ম-সংজ্ঞিত অকার ব্রহ্মকল্প সর্ববর্ণ প্রজা-
 পতি নামে প্রসিদ্ধ। তাহার প্রথমমুখ হইতে
 স্বাভূত মনুর আবির্ভাব হয়; তিনিই স্বাভূত
 ও অকার নামে পরিচিত। তাহার বর্ণ ষেত।
 দ্বিতীয়মুখ হইতে আকারের উৎপত্তি, ইহার
 নাম যারোচিষ, তাহার বর্ণ পাণ্ডু ২৪—৩৪।
 তৃতীয়মুখ হইতে যজুর্শ্রেষ্ঠ ইকার আবির্ভূত হয়,
 ইহার যজুর্ময় আদিত্য নামে বিখ্যাত এবং
 ইহা হইতেই যজুর্কৈদের আবির্ভাব হয়।

ঐকারঃ স মনুজ্ঞেগো রক্তবর্ণঃ প্রতাপবান্।
 ততঃ ক্রমঃ প্রবর্ততে তস্মাদ্রক্তস্ত ক্রত্বিয়ঃ ॥ ৩৬
 চতুর্থস্তু মুখান্তস্ত উকারঃ স্বর উচ্যতে।
 বর্ণতস্ত স্মৃতস্তম্ভঃ স মনুস্তামসঃ স্মৃঃ ॥ ৩৭
 পঞ্চমস্তু মুখান্তস্ত উকারো নাম ভায়তে।
 পীতকে বর্ণতৈশ্চব মনুচাপি চরিকবঃ ॥ ৩৮
 ততঃ ষষ্ঠ্যমুখান্তস্ত উকারঃ কপিলঃ স্মৃঃ।
 বরিত্তৈশ্চ ততঃ ষষ্ঠো বিজয়ঃ স মহাপাঃ ॥ ৩৯
 সপ্তমস্তু মুখান্তস্ত ততো বৈবস্বতো মনুঃ।
 ঋকারশ্চ স্বস্তত্ব বর্তঃ কৃষ্ণ উচ্যতে ॥ ৪০
 অষ্টমস্তু মুখান্তস্ত ঋকারঃ শ্রামবর্ণতঃ।
 শ্রামাকরসবর্ণশ্চ ততঃ সাবর্ণিকচ্যতে ॥ ৪১
 মুখস্তু নবমাস্তস্ত ঐকারো নবমঃ স্মৃঃ।
 ধূম্রা বৈ বর্ণতশ্চাপি ধূম্রশ্চ মনুরুচ্যতে ॥ ৪২
 দশমাস্তু মুখান্তস্ত ঐকারো প্রভুরুচ্যতে।
 সমশ্চৈব সবর্ণশ্চ ততো সাবর্ণিকো মনুঃ ॥ ৪৩
 মুখাদেকাদশান্তস্ত একারো মনুরুচ্যতে।
 পিশঙ্গো বর্ণতৈশ্চব পিশঙ্গো বর্ণ উচ্যতে ॥ ৪৪
 দ্বাদশান্তু মুখান্তস্ত ঐকারো নাম উচ্যতে।
 পিশঙ্গো ভস্মবর্ণতঃ পিশঙ্গো মনুরুচ্যতে ॥ ৪৫

ঐকারই মহাপ্রতাপসম্পন্ন মনু, ইহার বর্ণ
 রক্ত; ক্রত্বিয়গণ ঐকার হইতে উৎপন্ন, এই
 অস্ত্র তাহারও রক্তবর্ণ হইয়াছে। চতুর্থমুখ
 হইতে উকারের উদ্ভব, ইহার বর্ণ তাম্র, ইনি
 তামস মনু নামে পরিচিত। পঞ্চমমুখ হইতে
 উকার পীতবর্ণ ও চরিকব মনু নামে উদ্ভূত
 হইয়াছেন। ষষ্ঠমুখ হইতে কপিলবর্ণ উকার
 আবির্ভূত হইয়া, সর্কপেকা শ্রেষ্ঠ ও মহাতপা
 বিজয় নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। সপ্তমমুখ
 হইতে কৃষ্ণবর্ণ বৈবস্বত মনু নামে ঋকারের
 উৎপত্তি এবং অষ্টম মুখ হইতে শ্রামাকর
 সপ্তম শ্রামবর্ণ সাবর্ণিক নামক ঋকারের আবির্ভাব
 হয়। নবমমুখ হইতে ধূম্রবর্ণ ধূম্রমনু নামক নবম
 ঐ বর্ণের আবির্ভাব হইয়াছিল। সাবর্ণিক নামক
 সম ও সবর্ণরূপ প্রভু ঐকার দশমমুখ হইতে
 উৎপন্ন হয়। একাদশ মুখ হইতে একার
 ভস্ম, ইহার নাম পিশঙ্গমনু এবং ইহার

ত্রয়োদশ মুখান্তস্ত ওকারো বর্ণ উচ্যতে।
 পঞ্চবর্ণসমায়ুক্ত ওকারো বর্ণ উক্তমঃ ॥ ৪৬
 চতুর্দশমুখান্তস্ত ওকারো বর্ণ উচ্যতে।
 কর্বুরো বর্ণতৈশ্চব মনুঃ সাবর্ণিকচ্যতে ॥ ৪৫
 ইত্যেতে মনবতৈশ্চব স্বরা বর্ণাশ্চ কল্পতঃ।
 বিজ্ঞেয়া হি যথ তস্ব স্বরতো বর্ণতস্তথা ॥ ৪৮
 পরস্পরঃসবর্ণাশ্চ স্বরা যস্মাদ্ বৃত্তা হি বৈ।
 তস্মাৎসেবাং সবর্ণবৃত্তস্যস্বর প্রকীর্তিতঃ ॥ ৪৯
 সবর্ণাঃ সদৃশাশ্চৈব যস্মাজ্জাতাস্ত কল্পজাঃ।
 তস্মাৎ প্রজানাম্ লোকেহেশ্মিন স বর্ণঃ সর্বসমকয়ঃ
 ভবিষ্যন্তি তথা শৈলা বর্ণাশ্চ দ্বারগতোহর্থতঃ।
 অভ্যাসাং সন্ধিতৈশ্চব তস্মাজ্জ্ঞেয়াঃ স্বরা ইতি ॥

ইতি ত্রীত্রিংশাণ্ড মহাপুরাণে সপ্ত-

বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

বর্ণও পিশঙ্গ। দ্বাদশমুখ হইতে ঐকার;
 ইহারও নাম পিশঙ্গ, বর্ণ ভস্মনিভ
 পিশঙ্গ ত্রয়োদশ মুখ হইতে পঞ্চবর্ণময়,
 বর্ণশ্রেষ্ঠ ওকারের উৎপত্তি এবং চতুর্দশ
 মুখ হইতে বিচিত্রবর্ণ, সাবর্ণিক মনু নামক
 উকারের আবির্ভাব হইয়াছিল। মনু ও
 স্বরসমূহের উৎপত্তি বিবরণ এইরূপ কথিত
 আছে। কল্প ও বর্ণ অনুসারে ইহাদিগের
 ওস্ত পৰিভ্রাত হইতে হয়। কেননা,
 সমুদায় স্বরই পরস্পর সবর্ণ, এজন্ত ইহাদিগের
 অস্বরও সেইরূপ কথিত হইয়া থাকে। কল্প-
 জাত স্বরবর্ণময় যে কারণ সবর্ণ ও সদৃশ,
 সুতরাং ইহালোকে প্রজাগণের সর্বসমক
 ও সবর্ণ হইয়াছে। শৈলসমূহের দ্বার ও অর্বা-
 চসারে অভ্যাসবশতঃ বর্ণসকলের সন্ধি
 হইবে; এজন্ত ইহারা স্বর নামে বিখ্যাত
 হইয়াছে। ৩৫—৫১।

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৭ ॥

অষ্টাবিংশোহধ্যায়ঃ ।

ঋষ্য উচুঃ ।

অস্মিন্ কল্পে ত্বা চোক্তঃ প্রাহুর্ভাবো মহান্ননঃ

বহাদেবস্ত কুদ্ভস্ত সাধনৈশ্চুনিভিঃ সহ ॥ ১

স্বত উবচ ।

উৎপত্তিরাতিসর্গস্ত ময়া প্রোক্তা সমাপতঃ ।

বিস্তরণস্ত বক্ষ্যামি নামানি তনুভিঃ সহ ॥ ২

পত্নীসু জনয়ামাস মহাদেবঃ সূতান সুনু ।

কল্পেহষ্টমে ব্যতীতে তু যস্মিন্ কাল ত তচ্চূণু ॥

কল্পাদৌ চান্ননস্তলাং সূতং প্রধায়তঃ প্রভো ।

প্রাহুরানীকতোক্ষেহস্ত কুমারো নীললোহিতঃ ।

তং দধে সুষরং ঘোরং দির্দগ্নিৰি তেজসা ॥ ৪

দৃষ্ট্বা কুদন্তং সহসা কুমারং নীললোহিতম্ ।

কিং রোদিষীতি কুমারোহি ব্রহ্মা তং প্রত্যভাষত ॥ ৫

সোহব্রবীদেহি মে নাম প্রথমং বৈ পিতামহ ।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়ঃ ।

ঋষিগণ বলিলেন, আপনি এই কল্পে সাধক-
মুনিগণের সহিত মহান্না মহাদেব কুদ্ভের
আবির্ভাব-বিবরণ ব্যক্ত করিয়াছেন। স্বত
তঁাহারিগের এই কথা শেষ হইতে না হই-
তেই উত্তর করিলেন, আমি আদিত্যের শরীরের
অবতার বিবরণ অতি সংক্ষেপে একবার বলি-
য়াছি, এখন তঁাহার নাম ও মূর্তির কথা বিস্তার-
রূপে বর্ণন করিব। অষ্টম কল্প অতীত হইলে,
যে কল্পে মহাদেব স্বীয় ভাষ্যাগর্ভে বহুপুত্র
উৎপাদন করিয়াছিলেন, তাহাও বলিতেছি,
সুনু। আদিকল্পকালে ব্রহ্মা আশ্রয়প্রতিম
পুত্রের জন্ত চিন্তা করিতেছিলেন, ঐ সময়
তঁাহার ক্রোড়দেশে যেন তেজোজ্বালার দহনোন্মাত
নীল-লোহিত-বর্ণ এক কুমার প্রাহুর্ভূত হইয়া
ঘোর সুষরে রোদন করিতে লাগিলেন।
ব্রহ্মা কুমার নীললোহিতকে সহসা এইরূপ
রোদন করিতে দেখিয়া তঁাহাকে জিজ্ঞাসিলেন,
কুমার! কেন রোদন করিতেছ? কুমার উত্তর
করিলেন, আমার প্রথম নাম দান করুন।

কুদ্ভস্তং দেবনাম্মাসি ইত্যুক্তঃ সোহব্রবৎ পুনঃ ॥ ৬

কিং রোদিষীতি তং ব্রহ্মা কুদন্তং পুনরব্রবীৎ ।

নাম দেহি দ্বিতীয়ং মে ইত্যাচ স্বস্তুম্ ॥ ৭

ভবস্ত দেবনাম্মাসি ইত্যুক্তঃ সোহব্রবৎ পুনঃ ।

কিং রোদিষীতি তং ব্রহ্মা প্রত্যাচাষ শস্তুম্ ॥ ৮

তৃতীয়ং দেহি মে নাম ইত্যুক্তঃ প্রত্যাচাষ তম্ ।

শিবস্ত দেবনাম্মাসি ইত্যুক্তঃ সোহব্রবৎ পুনঃ ॥ ৯

কিং রোদিষীতি তং ব্রহ্মা কুদন্তং পুনরব্রবীৎ ।

চতুর্থং দেহি মে নাম ইত্যাচ স্বস্তুম্ ॥ ১০

পশুনাং ত্বং পতির্দেব ইত্যুক্তঃ সোহব্রবৎ পুনঃ ।

কিং রোদিষীতি তং ব্রহ্মা কুদন্তং পুনরব্রবীৎ ॥

পঞ্চমং দেহি মে নাম ইত্যুক্তঃ প্রত্যাচাষ তম্ ।

ঈশস্ত দেবনাম্মাসি ইত্যুক্তঃ সোহব্রবৎ পুনঃ ।

কিং রোদিষীতি তং ব্রহ্মা কুদন্তং পুনরব্রবীৎ ।

তদনুসারে ব্রহ্মা তঁাহাকে বলিলেন, তুমি 'কুদ্ভ'
নাম প্রাপ্ত হইলে। এইরূপ নাম প্রাপ্তির পর
পর কুমার পুনর্বার রোদন করিতে আরম্ভ
হইলে ব্রহ্মা তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।
উত্তরে কুমার দ্বিতীয় নাম প্রার্থনা করিলেন।
ব্রহ্মাও সেই প্রার্থনা মত তঁাহাকে 'ভব' নাম
দান করিলেন। কুমার তথাপি রোদন করিতে
আরম্ভ করিলে ব্রহ্মা পুনর্বার 'বেন কাঁদি-
তেছ?' জিজ্ঞাসা করায়, তিনি 'আমায় তৃতীয়
নাম দান করুন' এইরূপ প্রার্থনা জানাইলেন।
ব্রহ্মা তখন তঁাহাকে তুমি 'শিব' নাম প্রাপ্ত
হইলে' এইরূপ উত্তর প্রদান করিলে, কুমার
পুনরায় রোদন করিতে লাগিলেন এবং ব্রহ্মা
তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি 'আমায়
চতুর্থ নাম দান করুন' এই উত্তর দিলেন।
১—১০। এবার ব্রহ্মা তঁাহাকে পশুপতি
নামে অভিহিত করিলেন। কুমার পুনর্বার
রোদন করিলেন, ব্রহ্মাও পুনর্বার কারণ
জিজ্ঞাসিলেন; কুমার তদন্তরে পঞ্চম নাম
প্রার্থনা করিলে, ব্রহ্মা তঁাহাকে 'ঈশ' নামে
আখ্যাত করিলেন। কুমার তথাপি রোদন
করিতেছেন দেখিয়া, ব্রহ্মা আবার তঁাহাকে

বষ্টং মে নাম দেহীতি ইতুবাচাৎ তৎ প্রভুং ॥ ১৩ ॥
 ভীমস্তং দেবনায়াসি ইতুক্তঃ সোহরুদং পুনঃ ।
 কিং রোদিষ্যতি তৎ ব্রহ্মা রুদস্তং পুনরববীৎ ॥
 সপ্তমং দেহি মে নাম ইতুক্তঃ প্রতুবাচ তম্ ।
 উগ্রাঙ্গং দেবনায়াসি ইতুক্তঃ সোহরুদং পুনঃ ॥
 কিং রোদিষ্যতি তৎ ব্রহ্মা রুদস্তং পুনরববীৎ ।
 অষ্টমং দেহি মে নাম তৎ বিভো পুনরববীৎ ।
 মহাদেবস্ত নামাশি ইতুক্তো বিরাম হ ॥ ১৬ ॥
 লঙ্কা নামানি চৈতানি ব্রহ্মণো নীললোহিতঃ ।
 প্রোবাচ নামমেষেবাং ভূতানি প্রদিশেতি হ ॥ ১৭ ॥
 ততোহভিসৃষ্টান্তনব এবাং নামাং স্বয়মুবা ।
 সূর্য্যো মহী জলং বহির্কৃষ্ণায়াকাশমেব চ ॥ ১৮ ॥
 দীক্ষিতো ব্রাহ্মণচন্দ্র ইত্যেতে ব্রহ্মণ্যতবঃ ।
 তেষু পূজ্যং বন্দ্যঃ সাদৃকুদ্ভস্তান্ন হিনস্তি বৈ ॥ ১৯ ॥

কারণ জিজ্ঞাসিলেন। কুমারও পূর্ব্বের জায়
 বষ্ট নামের প্রার্থনা করিলে, ব্রহ্মা তাঁহাকে
 'ভীম' নাম দান করিলেন। পুনর্বার কুমার
 ঐরূপ রোদন আরম্ভ করায়, ব্রহ্মা কারণ
 জিজ্ঞাসিলেন, কুমার তাহাতে সপ্তম নাম প্রার্থনা
 করেন, ব্রহ্মা এবার তাঁহাকে 'উগ্র' নাম দান
 করিলেন। তথাপি কুমার রোদন করিতেছেন
 দেখিয়া আবার ব্রহ্মা কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন,
 কুমার তাহাতে এইরূপ উত্তর দিলেন; 'হে
 প্রভো! আমায় অষ্টম নাম প্রদান করুন';
 ব্রহ্মাও তদনুসারে তাঁহাকে মহাদেব নাম
 প্রদান করিলেন এবং তখন সেই কুমার
 রোদন হইতে বিরত হইলেন। নীললোহিত
 ব্রহ্মসমীপে এইরূপে বহু নাম প্রাপ্ত
 হইয়া বলিলেন, এখন এই সকল নামের
 লজ্জা আমার ভূত অর্পণ করুন। স্বয়ম্
 কুমারের এই প্রার্থনামত তাঁহার নামনিষ্করের
 অস্ত্র সূর্য্য, পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু আকাশ,
 দীক্ষিত ব্রাহ্মণ ও চন্দ্ররূপ শরীর সৃষ্টি করি-
 লেন। ইহঁরা সকলেই ব্রহ্মণ্যতু নামে অভি-
 হিত। রুদ্র দেহী সমস্ত মূর্ত্তিতে পূজা ও
 বন্দনাগ্ৰাণ্য হইয়া থাকেন; সুতরাং তিনি

প্রোবাচ স পুনর্ব্রহ্মা তং দেবং নীললোহিতম্ ।
 যদুক্তং তে ময়া পূর্ব্বং নাম রুদ্র ইতি প্রভো ।
 তস্তাদিত্যন্তুর্নাম প্রথম প্রথমস্ত তে ॥ ২০ ॥
 ততোহব্রবীৎ পুনর্ব্রহ্মা তং দেবং নীললোহিতম্
 দ্বিতীঃ নামধেয়ং তে ময়া প্রোক্তং ভবেতি ষৎ ।
 এতস্তাপো দ্বিতীয়া তে তুর্নামা ভবিষ্যতি ॥ ২১ ॥
 ইতুক্তে ষৎ স্থিরং তস্ত শরীরস্থং রসাস্রকম্ ।
 তদ্বিবেশ ততস্তোম্যং তস্মানাপো ভবঃ স্মৃতঃ ॥ ২২ ॥
 যস্মাদ্ভবন্তি ভূতানি তাত্যন্তা ভাবয়ন্তি চ ।
 ভবনান্ভাবনাচ্চৈব ভূতানাং সন্তবঃ স্মৃতঃ ॥ ২৩ ॥
 তস্মান্মুদ্রং পুরাঞ্চ নাপ্স কুর্য্যত সর্কদা ।
 ন স্নায়েদপ্স ন গচ্চ ন নিষ্ঠীবেৎ কদাচন ॥ ২৪ ॥
 মৈথুনং নৈব স্বেবেত শিরঃস্নানঞ্চ বর্জ্জয়েৎ ।
 ন প্রীতঃ পরিচক্ষ্যত বহু সংস্থিতোপি বা ॥ ২৫ ॥
 মেথ্যামেথ্যশরীরত্বাৎ চৈব দৃশ্যভ্যাপঃ কচিৎ ।
 বিবর্ণরসগন্ধাচ্চ অস্মাচ্চ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ২৬ ॥
 অপাং যোনিঃ সমুদ্রশ্চ তস্মাস্তং কাময়ন্তি তাঃ ।

তাহাঁদিগের হিংসা করেন না। অনন্তর ব্রহ্মা
 পুনর্বার নীললোহিতদেবকে বলিতে লাগি-
 লেন, আমি তোমার প্রথম যে রুদ্র নাম নির্দেশ
 করিয়া দিয়াছি, সেই প্রথমনামের প্রথম
 শরীর আদিত্য। অনন্তর ব্রহ্মা আবার
 তাঁহাকে বলিলেন, আমি তোমার যে দ্বিতীয়
 ভব নাম দান করিয়াছি, জল সেই নামের
 মূর্ত্তি হইবে। এই বাত্যা শেষ হইলে কুমারের
 শরীরস্থ 'রসময় স্থিরজল জলমধ্যে প্রবিষ্ট
 হইল। কেননা ভূত সকল জল হইতে উৎপন্ন
 হয় এবং জলই ভূতসকলকে প্রকাশিত করে।
 এই কারণ ভূতগণের ভয় ও ভাবন এই দুই
 কাৰ্য্যানুসারে এই মূর্ত্তি ভূতসমস্ত ও ভব নামে
 বিখ্যাত। ১১—২০। এই হেতু জলমধ্যে
 মলমুদ্রত্যাগ, উলঙ্গ হইয়া স্নান, নিষ্ঠীবনত্যাগ,
 মৈথুন-আচরণ ও শিরঃস্নান করা কৰ্ত্তব্য নহে।
 শরীরের পরিচ্ছন্ন বা অপরিচ্ছন্নতা হেতু জল কথ-
 নও দূষিত হয় না। কিন্তু বিবর্ণ, বিরস, দুর্গন্ধ-
 যুক্ত ও অঙ্গপরিমিত জল পরিত্যাগ করা
 বিবেক। সমুদ্র জলসকলের উৎপত্তিস্থান,

মেঘাষ্টেচামৃতাতৈব ভবন্তি প্রাপ্য সাগরম্ ॥ ২৭
তস্মাদপো ন ক্লকীত সমুদ্রং কাময়ন্তি তাঃ ।
ন হিনস্তি ভবো দেবঃ সদৈবং যোহপ্য বর্ত্ততে ॥
ততোহব্রবীৎ পুনর্ব্রহ্মা তং দেবং কৃষ্ণলোহিতম্ ।
শর্কস্তুমিতি যন্মাম তৃতীয়ং সমুদ্রাহতম্ ।
তস্ত ভূমিস্তৃতীয়া তু তনুর্নামা ভবত্বিয়ম্ ॥ ২৯
ইত্যুক্তে যৎস্থিরং তস্ত শরীরস্তাস্তিসংজ্ঞিতম্
তদ্বিবেশ ততো ভূমিং তস্মাভূঃ শর্ক চ্চ্যতে ॥ ৩০
তস্মাৎ কুর্ক্বাত নো বিদ্বান্ পুরীষং মূত্রমেব বা ।
ন চ্ছায়ায়ং ন সোপানে স্বচ্ছায়ং নাপি মেহয়েৎ
শিরঃ প্রারত্য কুর্ক্বাত অন্তর্দ্বারং তৃণৈর্মহীম্ ।
য এবং বর্ত্ততে ভূমৌ তং শর্কো ন হিনস্তি বৈ ॥
ততোহব্রবীৎ পুনর্ব্রহ্মা তং দেবং নীললোহিতম্ ।
ঈশান ইতি যৎ প্রোক্তং চতুর্থং নাম তে ময়া ॥
চতুর্থস্ত চতুর্থী সাদ্বায়ুর্নামা তনুস্তব ।

এ কারণ সমস্ত জলই সমুদ্রের কামনা করে ;
তাহারা সমুদ্রে মিলিত হইলে পবিত্র ও অমৃত-
স্বরূপ হয়। সুতরাং সমুদ্রগামী জলপ্রবাহ
রুদ্ধ করা কর্তব্য নহে। যে ব্যক্তি সতত
জলের প্রতি প্রকৃবান থাকে, মহাদেব ভব
তাহার কখনও অমঙ্গল করেন না। অনন্তর
ব্রহ্মা নীললোহিত দেবকে পুনরায় বলিলেন,
‘আমি তোমার শর্ক’ এই তৃতীয় নাম দান
করিয়াছি, এই ভূমি তাহার তৃতীয় তনু।
ব্রহ্মা এই কথা বলিবামাত্র কুমারের শরীরস্থ
অস্থি নামধেয় স্থিরপদার্থ সকল ভূমিতে প্রবিষ্ট
হইল। এই জন্তই ভূমি শর্কনামে বিখ্যাত।
সুতরাং বিদ্বান্ ব্যক্তি ভূমিতে মলমূত্র বিসর্জন
করিবেন না। এইরূপ ছায়াস্থলে, সোপানে
বা নিজের শরীরচ্ছায়ায় মূত্রত্যাগ করা অবৈধ।
মলমূত্রাদি ত্যাগ করিবার কালে স্থায় মস্তক
আবৃত এবং ভূমিতে তৃণ আচ্ছাদন করিয়া
মলাদি ত্যাগ করিতে হয়। ভূমির প্রতি এই-
রূপ আচরণ করিলে, মহাদেব শর্ক তাহার
অন্ততঃ বিধান করেন না। এই বাক্য শেষ
হইলে ব্রহ্মা পুনর্বার নীললোহিতকে বলিলেন,
আমি তোমার চতুর্থ যে ‘ঈশান’ নাম দিয়াছি,

ইত্যুক্তে যচ্ছরীরস্থং পঞ্চাশাং-সংজ্ঞিতম্ ॥ ৩৪
বিবেশ তৎ তদা বায়ুরীশানো বায়ুরুচ্যতে ।
তস্মাদেনং পরিবদেদায়তং বায়ুমীধরম্ ।
এবং যুক্তমধেশানো নৈব দেবো হিনস্তি তম্ ॥ ৩৫
ততোহব্রবীৎ পুনর্ব্রহ্মা তং দেবং ধূম্রলোহিতম্ ।
যন্তে পশুপতীত্যুক্তং ময়া নামেহ পঞ্চমম্ ।
পঞ্চমী পঞ্চমস্তৈব তনুর্নামা ধিরস্ত তে ॥ ৩৬
ইত্যুক্তে যচ্ছরীরস্থং তেজস্ত্যোপদংজ্ঞিতম্ ।
বিবেশ তন্তদা হৃদিস্তস্মাৎ পশুপতিঃ স্মৃতঃ ॥ ৩৭
চন্দ্রমাস্ত স্মৃতঃ সোমস্তাস্মাৎ হোষবীগণঃ ।
এবং যো বর্ত্ততে বিদ্বান্ সদা পর্কনি পর্কণি ।
ন হস্তি তং মহাদেব এবং বন্দেত তং প্রভূম্ ॥ ৩৮
গোপারতি দিবাদিত্যঃ প্রজা নক্তস্ত চন্দ্রমাঃ ।
একরাত্রে সমেয়াভাং সূর্য্যচন্দ্রমসবুভৌ ।
অমাবাস্তানিশাচাং তু তস্যং যুক্তঃ সদা বসেৎ ॥
তত্রাবিষ্টং সর্কায়মং তনুভির্নামতিঃ সহ ।

বায়ু তাহার শরীর। ব্রহ্মা এই বাক্য বলিবা-
মাত্রই দেহস্থ প্রাণনামক পঞ্চবায়ুতে প্রবিষ্ট
হইল। এই হেতু বায়ু ঈশান নাম প্রাপ্ত
হইয়াছে। অতএব এই বিস্তৃত বায়ুকে ঈশ্বর-
জ্ঞান করা কর্তব্য; তাহা হইলে ঈশানদেব
তাহার আর হিংসা করেন না। অনন্তর ব্রহ্মা
পুনর্বার ধূম্রলোহিতকে বলিলেন, আমি তোমার
ষে পঞ্চম ‘পশুপতি’ নাম নির্দেশ করিয়াছি, এই
অগ্নি তাহার শরীর। ব্রহ্মার এই বাক্য সমাপ্ত
হইলে তাঁহার শরীরস্থ সমস্ত তেজোভাগ অগ্নি-
মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। অতএব অগ্নি পশুপতি
নামে প্রসিদ্ধ। সোমনামের মূর্ত্তি চন্দ্রমা,
ওষধি সকল ইহার আস্রা। যে বিদ্বান্ ব্যক্তি
প্রতিপর্কে ঐ মূর্ত্তির প্রতি শ্রদ্ধাবান হয় এবং
সেই প্রভুর বন্দনা করে, মহাদেব তাহাকে
বিনষ্ট করেন না। ২৪—৩৮। দিবাভাগে
সূর্য্য এবং রাত্রিকালে চন্দ্র প্রজাগণকে
রক্ষা করেন। কিন্তু একরাত্রে চন্দ্র সূর্য্য
একত্র মিলিত হইয়া থাকেন, সেই রাত্রি
অমাবস্তা নামে অভিহিত। অমাবস্তা রাত্রিতে
রুদ্ধদেব ষাবতীর নাম ও তনুগণসহ সূর্যালোকে

একাকী বশরতোষ সূৰ্য্যোহসৌ রুদ্র উচ্যতে ॥
 সূৰ্য্যস্ত বশপ্রকাশেন বৌক্যস্তে চক্ষুৰা প্রজ্ঞাঃ ।
 শুক্র'স্ত্রা সংস্থিতো রুদ্রঃ পিবতাস্তো গভস্থিভিঃ ॥
 অদ্বাতে পীড়তে চৈবাপ্যবপানান্ত্র কানি যা ।
 তল্লর'স্ত্রভবা সা বৈ দেবেষেবোপচীয়তে ॥ ৪২
 যয়া ধন্তে প্রজাঃ সৰ্ব্বাঃ স্থিরোভূতেন চেতনা ।
 পার্থিবী সা তল্লুস্তস্ত শাকী ধরয়তি প্রজাঃ ॥ ৪৩
 যাবৎ স্থিতা শরীরমু ভূতানাং প্রাপ্যস্তিভিঃ ।
 বায়ান্ত্রিকা তু ঐশানী সা প্রাণাঃ প্রাণিনা সহ ॥
 পীতশিতানি পচতি ভূতানাং ভৰ্ত্তরেনু যা ।
 তহুঃ পাতপতী তস্ত পাচিকা শক্তিরুচ্যতে ॥ ৪৪
 যানীহ সুষিগাণি স্বাদেদে স্বভুগতানি বৈ ।
 বায়োঃ সৰ্ব্বপাণীয়া স্য ভীষা চোচ্যতে তনুঃ ॥ ৪৫
 বৈতানদীকৃতানাস্ত্র যা স্থিতো ব্রহ্মবাদিনাং ।
 তল্লুগ্রাশিক্য সা তু তেনোদ্যে দীক্ষিতঃ স্মৃতঃ ॥

অবস্থান করেন। এই একাকী বিচরণশীল
 রুদ্রমূর্ত্তিই সূৰ্য্যনামে প্রখ্যাত। সূৰ্য্যের যে
 অংশ প্রকাশিত হইলে প্রজাগণের চক্ষু দৃষ্টি-
 কার্যে সমর্থ হয়, সূৰ্য্যোদয়িত রুদ্রদেব সেই
 কিরণজাল দ্বারা জলীয় পদার্থ পান করেন।
 কথিত মূর্ত্তিমূহ মধ্যে যে মূর্ত্তি অবপাননি
 নানাবিধ দ্রব্য ভোজন করে, সেই মূর্ত্তি
 আশ্রভবা এবং তাহাই দেহে উপাচিত হইয়া
 থাকে। যে মূর্ত্তি স্থিরচিতে প্রজাদিগকে
 ধারণ করিতেছে, তাহাই রুদ্রদেবের শৰ্ক-
 নামসম্বন্ধীয়া পার্থিবমূর্ত্তি। ভূতবর্গের শরীর
 মধ্যে প্রাপ্যস্তিহ যে মূর্ত্তি অবিধান করিতেছে
 তাহাই তাঁহার বয়ুম্বয়ী ঐশানীমূর্ত্তি। প্রাণি-
 শরীরে ইংকেই প্রাণ বলিয়া অভিহিত করা
 হয়। যে মূর্ত্তি ভূতবর্গের জঠর মধ্যে পীত ও
 কুস্ত বস্তু সকল প'রপাক করিয়া দেয়, তাহাই
 তাঁহার পাতপতমূর্ত্তি; এই মূর্ত্তিকেই পাচিকা
 শক্তি নামে অভিহিত করা হয়। বায়ুসঞ্চরণ
 হেতু দেহমধ্যে যে সকল ছিদ্র আছে, তাহাই
 মহাদেবের ভীম নামের মূর্ত্তি। ব্রহ্মদীক্ষিত
 ব্রহ্মবদিকণের যে অস্থি, তাহাই মহাদেবের
 উগ্র নামের কণেবর; এই হেতু দীক্ষিতকে

যত্নে সংকল্পকঃ তস্ত প্রজ্ঞাযিহ সমং স্থিতম্ ।
 সা তল্লুগ্মানসী তস্ত চন্দ্রমাঃ প্রাণিষু স্থিতঃ ॥ ৪৬
 নবো নবো ভবতি হি জায়মানঃ পুনঃ পুনঃ ।
 নোদতে যো বধাকামঃ বিবুধৈঃ পিতৃভিঃ সহ ।
 মহা'দেবোহমৃতাস্ত্রাহসৌ হস্ম'চন্দ্রমাঃ স্মৃতঃ ॥
 তস্ত যা প্রথমা নাম্না তন্ রৌদ্রী প্রকীৰ্ত্তিতা ।
 পত্নী সূৰ্য্য চ লী তস্ত পুত্রস্ত্রতাঃ শনৈশ্চরঃ ॥ ৪৭
 ভবন্ত যা দ্বিতীয়া তু তল্লুগাপঃ স্মৃতা তু বৈ ।
 তস্তে যাত্র স্মৃতা পত্নী পুত্র'চাপ্যুগনাঃ স্মৃতঃ ॥
 শৰ্ক'স্ত্র যা তৃতীয়া তু নাম ভূমিস্তমুঃ স্মৃতা ।
 পত্নী তস্ত বিকেশী তু পুত্র'চান্দ্রারকঃ স্মৃতঃ ॥ ৪৮
 ঐশান'স্ত্র চতুর্থ'স্ত্র স্বর্গগত'স্ত্র চ যা তনুঃ ।
 তস্ত পত্নী শিবা নাম পুত্র'চাস্ত্র মনোজবঃ ॥ ৪৯
 নাম্না পতপতেধা তু তল্লুগাধিভৈঃ স্মৃতা ।
 তস্ত পত্নী স্মৃতা স্বাহা স্বন্দ'চাপি স্মৃতঃ স্মৃতঃ ॥
 নাম্না ষষ্ঠ'স্ত্র বা ভীমা তল্লুগাকাশ উচ্যতে ।
 দিশঃ পত্নাঃ স্মৃতাশ্চ স্ত্র স্বর্গ'চাস্ত্র স্মৃতঃ স্মৃতঃ ॥ ৫০

উগ্র নামে অভিহিত করা হয়। প্রজাবর্গে
 তাঁহার যে সঙ্কল্প অবস্থিত আছে, সেই প্রজা-
 সংস্থিত সঙ্কল্পই তাঁহার চন্দ্রনামে মানসী তনু
 এবং পুনঃ পুনঃ নব নব ভাবে জন্মগ্রহণ করিয়া,
 যে মূর্ত্তি দেবগণ ও পিতৃগণ কর্তৃক নীত হয়
 অর্থাৎ বার বার তাঁহার। যে মূর্ত্তি পান
 করেন, তাহাই মহাদেবের অমৃতাস্ত্রা ও
 জলময় চন্দ্রমা মূর্ত্তি নামে অভিহিত। মহা-
 দেবের যে রৌদ্রী তনু প্রথম বলিয়া কীৰ্ত্তিত
 হইয়াছে, তাঁহার পত্নী সূৰ্য্যচন্দ্রা এবং পুত্র
 শনৈশ্চর নামে নির্দিষ্ট। ২৫—৫০। দেবদেব
 ভবের দ্বিতীয় মূর্ত্তি জল, তাঁহার পত্নী উবা
 এবং পুত্র উশনা নামে খ্যাত। তৃতীয় ভূমি-
 দেহযুক্ত সৰ্কদেবের পত্নী বিকেশী এবং পুত্র
 অন্দারক। স্বর্গগত চতুর্থ ঐশানদেবের যে
 মূর্ত্তি, শিবা তাঁহার পত্নী এবং মনোজব
 তাঁহার পুত্র নামে অভিহিত। দ্বিজগণ পতপতি
 নামের রুদ্রদেবের যে আধমূর্ত্তি নির্দেশ
 করেন; স্বাহা তাঁহার পত্নী এবং স্বন্দ তাঁহার
 পুত্র। ষষ্ঠ ভীমদেবের যে আকাশমূর্ত্তি, দিকু

উগ্রা তনুঃ সপ্তমী বা দীক্ষিতৈঃ স্রাক্ষণৈঃ স্মৃতা ।
 দীক্ষাপত্নী স্মৃতা তন্ত সন্তানঃ পুত্র উচ্যতে ॥ ৫৬
 নাম্নাষ্টমস্ত মহতন্তনুর্ধা চন্দ্রমাঃ স্মৃতঃ ।
 পত্নী তু রোহিণী তন্ত পুত্রচ্যস্ত বুধঃ স্মৃতঃ ॥ ৫৭
 ইত্যেত্যন্তনবস্তস্ত নামাভিঃ পরিকীৰ্ত্তিতাঃ ।
 তাস্ত বন্দ্যা নমস্তাস্য প্রতিনাম তনুষু বৈ ॥ ৫৮
 ততৈঃ সূর্য্যহপ্স পৃথিব্যাং বায়ুধি যোমদীক্ষিতে
 তথা চ বৈ চন্দ্রমসি তনুভির্নামাভিঃ সহ ॥ ৫৯
 এবং যো বেদ তং দেবং তনুভির্নামাভিঃ সহ ।
 প্রজাবানেতি সাযুজ্যমধঃস্ত নরো হি সঃ ॥ ৬০
 ইত্যেত্যেদো মায়াখ্যাভ্যং গুহ্যং ভীমস্ত তদ্বশঃ ।
 শমোহস্ত বিপদে নিতাং শমোহস্ত চ চতুষ্পদে ॥
 এতং প্রোক্তং নিদানং বস্তনুনাং নামাভিঃ সহ ।
 মহাদেবস্ত দেবস্ত ভূগোস্ত শৃণুত প্রজাঃ ॥ ৬২
 ইতি মহাপুরাণে শ্রীব্রহ্মাণ্ডে
 অষ্টবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৮ ॥

সমস্ত তাঁহার পত্নী এবং সর্গ তাঁহার পুত্র ।
 দীক্ষিত ব্রাহ্মণগণ দ্বারা উগ্রদেবের যে মূর্তি
 স্থিরীকৃত হইয়াছে, তাঁহার পত্নীর নাম দীক্ষা
 ও পুত্রের নাম সন্তান । অষ্টম মহান্ নামের
 তনুই চন্দ্রমা; রোহিণী ইহার পত্নী এবং বুধ
 ইহার পুত্র । এইরূপে মহাদেবের নাম সহ
 সমস্ত মূর্তি কীর্ত্তিত হইল । প্রত্যেক নামের
 সহিত সূর্য্য, জল, পৃথিবী, বায়ু, অগ্নি, আকাশ
 ও দীক্ষিত মূর্তির বন্দনা ও নমস্কার করা ভক্ত-
 গণের কর্ত্তব্য । যে ব্যক্তি এইরূপ নাম ও
 মূর্তিভেদের সহিত মহাদেবের স্বরূপ বিজ্ঞানে
 সমর্থ হয়, সে পুত্রবনু হইয়া, অন্তিমে ঈশ্বরের
 সাযুজ্য লাভ করে । মহাদেবের এই সকল
 গুহ্য বশঃসমূহ আমি ভোমাদিগের নিকট কীর্ত্তন
 করিলাম । এখন বিপদ ও চতুষ্পদ জীবগণ
 মধ্যে নিয়ত মঙ্গল সংস্থান হউক । আমি
 মহাদেব ভৃগুদেবের নাম ও মূর্তি সকলের ধে
 সমস্ত কারণ কীর্ত্তন করিলাম, প্রজাগণ তাহা
 শ্রবণ করুন । ৫১—৬২ ।

অষ্টবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

একোনিত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

ভূগোঃ খ্যাতিবিজ্ঞেহধ ঈশ্বরো সুখহঃখয়োঃ ।
 শুভাশুভপ্রণাতারো সর্কপ্রাণভৃতামিহ ॥ ১
 দেবো ধাতাবিধাতারো মনস্তরবিচারিনো ।
 তয়োর্যোষ্ঠা তু ভগিনী দেবী শ্রীলোকভাবিনী ॥ ২
 সা তু নারায়ণং দেবং পতিমাসাদ্য শোভনম্ ।
 নারায়ণাত্মজো সাধ্বী বলোংসাহো ব্যাজয়ত ॥ ৩
 তস্তাস্ত মানসাঃ পুত্রা যে চাতো দিব্যচারিণঃ ।
 যে বহন্তি বিমানানি দেবানাং পূণ্যকর্ম্মণাম্ ॥ ৪
 যে তু কশ্চ স্মৃতে ভাষণে বিধাতৃধৃতুরেব চ ।
 আয়তির্নিয়তিশ্চৈব তয়োঃ পুত্রৌ দৃঢ়ব্রতৌ ॥ ৫
 পাণ্ডুশ্চৈব মুকতুশ্চ ব্রহ্মকোশো সনাতনৌ ।
 মনস্বিত্যং মৃগেশোচ মার্কণ্ডেয়ো বভূব হ ॥ ৬
 সূতো বেদশিরাস্তস্ত মুর্কিত্যয়ামজায়ত ।
 পীবধ্যাং বেদশিরসঃ পুত্রা বংশকরাঃ স্মৃতাঃ ।
 মার্কণ্ডেয় ইতি খ্যাতা ঋষয়ো বেদপারগাঃ ॥ ৭

উনত্রিংশ অধ্যায়ঃ ।

সূত বলিলেন, ভূঙ্গপত্নী খ্যাতির গর্ভে সর্ক-
 প্রাণিগণের সুখহঃখবিধাতা শুভাশুভ দানকর্ত্তা
 মনস্তরচারী ধাতা ও বিধাতা নামক দেবদেবের
 আবির্ভাব হয়; লোকশ্রিয়তমা শ্রীদেবী তাঁহা-
 দিগের যোষ্ঠা ভগিনী ছিলেন । সাধ্বী শ্রীনারা-
 য়ণদেবকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়া, তাহা হইতে
 বল ও উৎসাহ নামক দুই পুত্র প্রসব করেন ।
 এতদ্ভিন্ন শ্রীদেবীর আরও কয়েকটি মানসপুত্র
 জন্মিয়াছিল, তাঁহারাই আকাশে দেবগণ ও
 পূণ্যকর্ম্মা মানবগণের বিমানবহন করেন ।
 বিধাতা ও ধাতার পত্নীর অয়তি ও নিয়তি
 নামে অভিহিত । ইহাদিগের উভয়ের গর্ভে
 পাণ্ডু ও মুকতু নামে দৃঢ়ব্রত ব্রহ্মজ্ঞানী পুত্রদ্বয়
 জন্মগ্রহণ করেন । মুকতুপত্নী মনস্বিনীর গর্ভে
 মার্কণ্ডেয়ের জন্ম হইয়াছিল । মার্কণ্ডেয় মূর্কনৈ
 নাম্নী পত্নীর গর্ভে বেদশিরা নামে এক পুত্র
 উৎপাদন করেন । পীবরীগর্ভে বেদশিরার যে
 সকল পুত্র জন্মিয়া বংশবিস্তার করিয়াছিলেন,

পাণ্ডোশ্চ পুণ্ডরীকায়্য হ্যুতিমান্নজ্ঞোহভবৎ ।
 উৎপন্নো হ্যুতিমন্তশ্চ স্বজ্ঞবান্শ্চ তাবুভৌ ॥ ৮
 তয়োঃ পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ ভার্গবানাং পরম্পরম্ ।
 স্বায়ত্ত্ববেহন্তরেহতীতে মরীচেঃ শৃণুত প্রজ্ঞাঃ ॥ ৯
 পত্নী মরীচেঃ সন্তুতিবিজ্ঞেজ্ঞে সাত্ত্বসত্ত্বম্ ।
 প্রজ্ঞাষতে পূৰ্ণমাসং কচ্ছাশ্চমা নিবোধত ।
 তুষ্টিঃ পৃষ্টিস্থিষা চৈব তথা চাপচিতিঃ শুভা ॥ ১০
 পূৰ্ণমাসঃ সরস্বত্য্যাং ধৌ পুত্রাবুদপাদয়ৎ ।
 বিরজকৈব ধর্ম্মিষ্ঠং পর্কসকৈব ত বুভৌ ॥ ১১
 বিরজস্তাত্ত্বজো বিধান্ সুধামা নাম বিপ্রতঃ ।
 সুধামসুতবৈরাজঃ প্রাচ্যাং দিশি সমাপ্রিতঃ ।
 লোকপালঃ সুধর্ম্মাত্মা গৌরীপুত্রঃ প্রতাপবান্ ॥
 পর্কসঃ সর্কগবানাং প্রবিষ্টঃ স মহাযশঃ ।
 পর্কসঃ পর্কসায়ান্ত জনয়ামাস বৈ সুভৌ ॥ ১৩
 যজ্ঞবাক্যক শ্রীমন্তং সুতং কাশ্যপমেব চ ।
 তাম্রোর্গোত্রকরৌ পুত্রৌ তৌ জ্ঞাতৌ ধর্ম্মনিচিতে

সেই সমস্ত বেদপারগ ঋষিগণ মার্কণ্ডেয় নামে
 খ্যাতিলাভ করেন। পাণ্ডুপত্নী পুণ্ডরীকার
 গর্ভে তদীয় হ্যুতিমান্ নামক পুত্র জন্মগ্রহণ
 করেন। হ্যুতিমানের পুত্র হ্যুতিমন্ত ও স্বজ-
 বান্ । ক্রমে ইহাদিগের এবং অজ্ঞাত ভার্গব-
 গণের বহু পুত্রপৌত্রাদি উৎপন্ন হইয়াছিল।
 অনন্তর স্বায়ত্ত্বব মন্বন্তর অতীত হইলে, মরী-
 চির যে সকল সন্তান জন্মিয়াছিল, তাহা কহি-
 তেছি, শ্রবণ করুন। মরীচিপত্নী সন্তুতি পূর্ণ-
 মাস নামক পুত্র এবং তুষ্টি, পৃষ্টি, স্থিষা ও
 অপচিতি নামী চারি কন্যা সন্তান প্রসব
 করেন। ১—১০। পূর্ণমাস সরস্বতীগর্ভে ধর্ম্ম-
 নিষ্ঠ বিরজ ও পর্কস নামক পুত্রদ্বয় জন্মগ্রহণ
 করিয়াছিলেন। বিরজের পুত্র বিধান্ সুধামা;
 সুধামার গৌরীগর্ভে এক পুত্র উৎপন্ন হয়, ঐ
 পুত্র মহাপ্রতাপশালী ও ধার্ম্মিক, তিনি পূর্কদিকে
 অবস্থান করিতেন। মহাযশঃ পর্কস সর্কগণ
 মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, তিনি পর্কসাগর্ভে
 শ্রীমান্ যজ্ঞবাক ও কাশ্যপ নামক দুই পুত্র উৎ-
 পাদন করেন। ইহাদিগেরও দুই পুত্র উৎপ-
 ন্ন হইয়াছিল। তাহারা পোত্রপ্রবর্তক ও ধর্ম্মনিষ্ঠ

স্মৃতিশাস্ত্রিরসঃ পত্নী ভজ্ঞে তাবান্নসন্তবৌ ।
 পুত্রৌ কচ্ছাশ্চতশ্শ্চ পুণ্যাত্মা লোকবিশ্রুতাঃ ॥
 সিনীবালী কুহুশ্চৈব রাকা চানুমতিস্তথা ।
 তথৈব ভরতায়্যক কীর্ত্তিমন্তক তাবুভৌ ॥ ১৬
 অগ্নেঃ পুলস্ত পর্জক্শ্চ সন্তুভৌ স্ময়ুবে প্রভূম্ ।
 হিরণ্যরোমা পর্জন্যো মারীচ্যামুদপাদয়ৎ ।
 আভূতসংপ্রবস্থারী লোকপালঃ স বৈ স্মৃতঃ ॥ ১৭
 ভজ্ঞে কীর্ত্তিমন্তশ্চাপি ধেনুকা তাবকন্যধৌ ।
 বরিষ্ঠং ধৃতিমন্তকাপ্যুভাবজিরমাং বরৌ ॥ ১৮
 তয়োঃ পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ য়েহ তীতা বৈ সহশ্রশঃ
 অনসূয়াপি ভজ্ঞে তান্ পকাত্রেয়ানকন্যবান্ ॥ ১৯
 কচ্ছাকৈব শ্রুতিং নাম মাতা শজ্ঞপদস্তথা ।
 কর্দমস্ত তু যা পত্নী পুলহস্ত প্রজাপতেঃ ॥ ২০
 সত্যনেত্রশ্চ হব্যশ্চ আপো মূর্ত্তিঃ শনীবরঃ ।
 সোমশ্চ পকমন্তেষামাসীং স্বায়ত্ত্ববেহন্তরে ।
 যামেহতীতে সহাতীতাঃ পকাত্রেয়াঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ
 তেষাং পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ হাত্রণা বৈ মহাত্মনা ।

ছিলেন। অঙ্গিরসপত্নী স্মৃতি ভরতায়্যি ও
 কীর্ত্তিমন্ত নামক পুত্রদ্বয় এবং সিনীবালী,
 কুহু, রাকা ও অনুমতি নামী লোকপ্রসিদ্ধা
 পুণ্যকারিণী চারিটা কন্যাসন্তান প্রসব করেন।
 অগ্নিপুত্র পর্জন্য সন্তুতিগর্ভে জন্মলাভ করেন,
 পরে তিন মারীচীগর্ভে হিরণ্যরোমা নামক পুত্র
 উৎপাদন করিয়াছিলেন। এই হিরণ্যরোমা
 প্রলম্বকাল-যাবৎ লোকপাল নামে বিখ্যাত।
 ১১—১৭। ধেনুকাগর্ভে কীর্ত্তিমানের বরিষ্ঠ
 ও ধৃতিমান্ নামক দুইটি পুত্রবান্ পুত্র জন্ম
 লাভ করেন, ইহারা আঙ্গিরসবংশমধ্যে অতি
 শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিখ্যাত। এই উভয়ের যে সহস্র
 পুত্রপৌত্র জন্মিয়াছিল, তন্মধ্যে অনসূয়া
 পাঁচটি নিম্পাপ পুত্র ও শ্রুতিনামা এক কন্যা
 সন্তান প্রসব করেন। এই শ্রুতি শজ্ঞপদের
 মাতা ও প্রজাপতি পুলহের পত্নী ছিলেন।
 উক্ত পক আত্রেয়ের নাম সত্যনেত্র, হব্য,
 আপোমূর্ত্তি, শনীবর ও সোম, ইহারা সক-
 লেই স্বায়ত্ত্বব মন্বন্তরে জন্মিয়াছিলেন এবং মন-
 ত্তর অতীত হইলেই বিনষ্ট হইয়াছিলেন।

স্বায়ত্ত্ববেহতরে যামে শতশোহত্ব সহস্রশঃ ॥ ২২
 প্রীত্যাং পুলস্ত্যভাধ্যায়ঃ দন্তোলিন্তংসুতোহভবৎ
 পূৰ্ণজমনি সোহগন্ত্যঃ স্মৃতঃ স্বায়ত্ত্ববেহতরে ।
 মধ্যমো দেববাহুঃ বিনীতো নাম তে ত্রয়ঃ ॥ ২৩
 স্বসী যবীয়সী তেষাং সঘতী নাম বিপ্রতা ।
 পৰ্জ্জজ্ঞননী শুভা পত্নী তুগ্ধে স্মৃতা শুভা ॥ ২৪
 পৌলস্ত্যস্ত ঋষেচাপি প্রীতিপল্লভ ধীমতঃ ।
 দন্তোলে: সুষুবৈ পত্নী সুজ্জ্বাদীনু বহুন সূতান্ ।
 পৌলস্ত্য ইতি বিখ্যাতা: স্মৃতা: স্বায়ত্ত্ববেহতরে
 কমা তু সুষুবৈ পুত্রান্ পুণহস্ত প্রজাপতে: ।
 তে চাঘ্নিবর্ষন: সর্কে যেষাং কীর্তি: প্রতীর্ণিতা ॥
 কর্দমশ্চানরীষশ্চ সহিষ্ণুশ্চেতি তে ত্রয়: ।
 ঋষিধনকপীব্যাংশ্চ শুভা কণ্ডা চ পীবরী ॥ ২৭
 কর্দমস্ত ঋতি: পত্নী আত্রেয়াজনয়ং সূতান্ ।
 পুত্রং শজাপদকৈব কণ্ডাং কাম্যাং তথৈব চ ॥ ২৮
 স বৈ শজাপদ: ক্রীমান্ লোকপাল: প্রজাপতি: ।
 দক্ষিণস্তাং দিশি রত: কাম্যাং দত্তা প্রিয়ব্রতে ॥ ২৯

কাম্যা প্রিয়ব্রতেন্তে স্বায়ত্ত্ববদমান্ সূতান্ ।
 দশকথাধর্যকৈব যৈ: ক্রতং সম্প্রবর্তিতম্ ॥ ৩০
 পুত্রো ধনকপীব্যাংশ্চ সহিষ্ণুর্নামবিশ্রুতঃ ।
 যশোধারী বিপ্রজ্ঞে বৈ কামদেব: সুমধ্যম: ॥ ৩১
 ক্রতো: ক্রেতুসমান্ পুত্রান্ বিজ্ঞে সন্নতি: শুভা
 নৈবাং তার্থ্যান্তি পুত্রো বা সর্কে তে হৃদ্ধিরেতস:
 যন্তোতানি সহস্রাণি বালখিলা ইতি শ্রুতা: ॥ ৩২
 অরুণশ্চাগ্রতো যান্তি পরিবার্ধা দিবাকরম্ ।
 আভূতসংল্লাবাং সর্কে পতঙ্গসহচারিণ: ॥ ৩৩
 স্বসারো তু যবীয়স্তো পুণ্যায়সুমতী চ তে ।
 পর্কসস্ত সুষুবৈ তে বৈ পূর্বমাসসুতস্ত বৈ ॥ ৩৪
 উজ্জাদান্ত বশিষ্ঠস্ত পুত্রা বৈ সপ্ত জজ্ঞিরে ।
 জ্যায়সী চ স্বসী তেষাং পুণ্ডরীকা সুমধ্যমা ॥ ৩৫
 জননী সা দ্যুতিমত: পাণ্ডোস্ত মহিষী শ্রিয়া ।
 অস্তাং ত্বিমে যবীয়াংসো বাসিষ্ঠা: সপ্ত বিপ্রতা:
 রজ:পুত্রোহর্দ্ধিবাহুশ্চ সঘনশ্চাধনশ্চ য: ।
 সূতপা: শুক্ল ইত্যোতে সর্কে সপ্তর্ষয়: স্মৃতা: ॥ ৩৭

ইহাদিগের স্বায়ত্ত্ববমবস্তুর সমুৎপন্ন শত সহস্র
 পুত্রপৌত্রেরা মহাত্মা অত্রি কর্তৃক আত্রেয়
 নামেই অভিহিত হইয়াছিলেন। পুলস্ত্য-ভাধ্যা
 প্রীতির গর্ভে দন্তোলি নামক পুত্র উৎপন্ন হয়,
 ইনি আদিজন্মে স্বায়ত্ত্বব মবস্তুরে অগন্ত্য নামে
 বিখ্যাত ছিলেন। প্রীতির মধ্যম পুত্রের নাম
 দেববাহু ও তৃতীয় পুত্রের নাম বিনীত। ইহা-
 দিগের সঘতী নামী এক জ্যেষ্ঠা ভগিনী ছিলেন,
 তিনি পর্জ্জজ্ঞের জননী ও অগ্নির ভাধ্যা বলিয়া
 বিখ্যাত। প্রীতিপুত্র ধীমান্ পৌলস্ত্য দন্তো-
 লির পত্নী সুজ্জ্বাদী প্রভৃতি বহুপুত্র প্রসব
 করেন। তাঁহার স্বায়ত্ত্বব মবস্তুরে পৌলস্ত্য
 নামেই প্রসিদ্ধ ছিলেন। কমা প্রজাপতি
 পুত্রের ঔরসে যে সকল অগ্নিসমভেজা পুত্র
 কণ্ডা প্রসব করেন, তাঁহাদের নাম—কর্দম,
 অশ্বরায়, সহিষ্ণু, ধনকপীবান্, ঋষি ও মঙ্গল-
 ময়ী পীবরী। কর্দমপত্নী অত্রিনন্দিনী ঋতি
 অনেকগুলি পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন, শজাপদ
 নামক পুত্র ও কাম্যানারী কণ্ডাও তাঁহারই
 সন্ততি। লোকপালক, প্রজাপতি ক্রীমান্

শজাপদ প্রিয়ব্রতকে কাম্যাকণ্ডা সম্প্রদানপূর্বক
 দক্ষিণদিকে অবস্থান করেন। কাম্যা প্রিয়-
 ব্রত হইতে স্বায়ত্ত্ববতুল্য দশটি পুত্র ও দুইটি
 কণ্ডা প্রাপ্ত করেন। এই দশপুত্র হইতেই
 ক্রতবংশের আবির্ভাব। ১৮—৩০। সেই
 পুত্রগণের নাম যথা—ধনকপীবান্, সহিষ্ণু,
 যশোধারী, কামদেব ও সুমধ্যম। ক্রেতুপত্নী
 সন্নতি ক্রেতুতুল্য বহু পুত্র প্রসব করেন।
 ইহাদিগের কাহারও ভাধ্যা বা পুত্র ছিল না,
 সকলেই উদ্ধিরেতা ছিলেন। ইহারাই ষষ্টিসহস্র
 বালখিলা নামে বিখ্যাত। এই বালখিলাগণ
 সূর্যকে পরিবৃত্ত করত অরুণের অগ্রভাগে
 গমন করেন। এইরূপে সকলেই ইহার প্রায়-
 কাল পর্যন্ত সূর্যদেবের সহচারী। পুণ্যাত্মা ও
 সুমতী নামী ইহাদিগের দুই জ্যেষ্ঠা ভগিনী,
 পূর্বমাসপুত্র পর্কসের পুত্রবধু ছিলেন। উজ্জা-
 গর্ভে বশিষ্ঠের সপ্ত পুত্র জন্মিয়াছিলেন, এতদ্ভিন্ন
 পুণ্ডরীকা নামী তাঁহাদিগের এক জ্যেষ্ঠা সহো-
 দরা ছিলেন। ইনি দ্যুতিমানের জননী এবং
 পাণ্ডুর প্রিয়ভমা মহিষী। ইহারই গর্ভে

রজসো বাপ্যজনয় কৰ্ণেণৈ বশস্বিনী ।
 প্রতীচ্যাং দিশি রাজানং কেতুমন্তং প্রজাপতিম্ ।
 গোত্রাণি নমন্তেষ্বাং বাসিষ্ঠানাং মহাস্বনাম ।
 স্বাত্ত্বং বেহত্বরেতীতত্ত্বং শৃণুত প্রজাঃ ॥ ৩৯ ॥
 ইত্যেব ঋষিগণস্ত সানুবকঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ।
 বিত্তবেণাহুপূৰ্ণ্য চাপায়েন্ত শৃণুত প্রজাঃ ॥ ৪০ ॥
 ইতি শ্রীমহাপুরাণে ব্রহ্মাণ্ডে ঋষিবংশানু কীর্তনং
 একোনত্রিংশে অধ্যায়ঃ ॥ ২৯ ॥

ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

যোঃসাবল্লবভীমানী হ্যাসীৎস্বায়ত্ত্বং বহত্তরে ।
 ব্রহ্মণা মানসঃ পুত্রস্তস্মাৎ স্বাহা ব্যজায়ত ॥ ১ ॥
 পাবকঃ পবমানশ্চ শুচিচাপি ত্রয়ঃ স্মৃতাঃ ।

বশিষ্ঠবংশীয় রজঃপুত্র অর্জবাহু, সর্বন, অয়ন, সূতপা ও শুক নামক সপ্ত পুত্র জন্মলাভ করেন। তাঁহারা সকলেই সপ্তর্ষি নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। বশস্বিনী মার্কণ্ডেয়ী রজঃপুত্র প্রজাপতি কেতুমানকে প্রসব করেন, কেতুমান পশ্চিমদিশের অধিপতি হইলেন। যে সকল বশিষ্ঠ মহাত্মাগণের নাম ও গোত্র উক্ত হইল, তাঁহারা সকলেই স্বায়ত্ত্বং মনস্তরে আবির্ভূত হইয়া, ঐ মনস্তরেই বিনষ্ট হইয়াছেন। অনন্তর ঋষিবংশের কীর্তন করিতেছি, হে প্রজাগণ! তোমরা তাহা শ্রবণ কর। এইরূপে সানুবক ঋষি-সর্গের বিষয় বিবৃত হইল। এক্ষণে অনুপূর্বিক সবিস্তারে ঋষিবংশ বর্ণন করিতেছি, প্রজাগণ! তোমরা শ্রবণ কর। ৩৯—৪০ ।

উনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৯ ॥

ত্রিংশ অধ্যায় ।

সূত বলিলেন, স্বায়ত্ত্বং মনস্তরে ব্রহ্মার যে ঋষিান্বয়েণে অন্তিমামশালী এক মানসপুত্র ছিলেন, তাঁহা হইতে স্বাহার জন্ম হয়।

শুচিঃ শৌরভ বিজ্ঞেয়ঃ স্বাহাপুত্রায়ত্ত্বং তে ॥ ২ ॥
 পাবকা বৈহ্যতশ্চৈব তেবং স্থানানি যানি বৈ ॥ ৩ ॥
 পবমানস্মকশ্চৈব কবাবাহন উচ্যতে ।
 পাবকং সহরক্ষ হব্যগণঃ শুচৈঃ স্মৃতঃ ।
 দেবানাং হব্যবাহোহগ্নিঃ পিতৃবং কবাবাহনঃ ॥ ৪ ॥
 সহরক্ষোহমুরগন্ত ত্রয়ানন্ত ত্রয়োহঘরঃ ।
 এতেষং পুত্রপৌত্রস্ত চত্বারিংশদবৈ তু ॥ ৫ ॥
 বক্ষ্যামি নামন্তেষ্বাং প্রবিভাগং পৃথক্ পৃথক্ ।
 বৈহ্যতো লৌকিকায়ন্ত প্রথমো ব্রহ্মণঃ স্মৃতঃ ॥ ৬ ॥
 ব্রহ্মোদনায়িস্তং পুত্রো ভরতো নাম বিষ্ণুতঃ ।
 বৈশ্বানরমুখস্ত মহঃ কাব্যো হ্যাপাং রসঃ ॥ ৭ ॥
 অমৃতোহর্থবনা পূর্ষং মণ্ডিতঃ পুরুষোদধৌ ।
 সোহধর্মী লৌকিকায়ন্ত দধ্যাকোহর্থর্ষণঃ স্মৃতঃ ॥ ৮ ॥
 অধর্মী তু ভৃগুজ্ঞেয়ঃ প্যত্রিহর্থর্ষণঃ স্মৃতঃ ॥ ৯ ॥
 তস্মাৎ স লৌকিকায়ন্ত দধ্যাকোহর্থর্ষণঃ স্মৃতঃ ॥ ১০ ॥
 অথ যঃ পবমানেহগ্নিনির্মুখাঃ কবিত্তিঃ স্মৃতঃ ।
 স জ্ঞেয়ো গার্হপত্যোহগ্নিস্ততঃ পুত্রধরঃ স্মৃতম্ ॥ ১১ ॥

পাবক, পবমান ও শুচি নামক স্বাহার তিন পুত্র হয়; তন্মধ্যে শুচি শৌর নামে বিখ্যাত হইলেন। পবমানের পুত্র কবাবাহন, পাবক-পুত্র সহরক্ষ এবং শুচির সন্তান হব্যবাহ। দেবগণের অগ্নি হব্যবাহন, পিতৃগণের অগ্নি কবাবাহন এবং অমুরগণের অগ্নি সহরক্ষ নামে খ্যাত। ইহাদিগের যে উনপঞ্চাশৎ পুত্রপৌত্র জন্মিয়াছিলেন, এতোকেরই নাম নির্দেশ করত তাঁহাদিগের বিষয় বর্ণন করিব। ব্রহ্মার প্রথম পুত্র; লৌকিকায়ি বৈহ্যত ভরত নামে প্রসিদ্ধ ব্রহ্মোদনায়ি ঐ বৈহ্যতের পুত্র। বৈশ্বানর ইহার মুখ এবং জলরস ইহার বক্ষ্যন্তোদধৌ। পূর্ষে পুরুষ সাগরে যে অধর্মী ওমুত মনন করেন, তিনিও একজন লৌকিকায়ি; দধ্যাক এই অধর্মার পুত্র। ভৃগু ঋষিও অধর্মী নামে পরিচিত, ভৃগু ঋষির পুত্রের নাম অত্রিয়া। দধ্যাক অধর্মার পুত্র বলিয়া, তিনিও লৌকিকায়িরূপে বিখ্যাত। যে পবমান নামক অগ্নি মননবোধ্য, কবিরূপে তিনি গার্হপত্য অগ্নিমননে পরিচিত। এই

শংকরাহবনৌষোহগ্নিধঃ স্মৃতাঃ হব্যবাহনঃ ।
 দ্বিতীয়স্ত সূতঃ প্রোক্তঃ শুক্লোহগ্নিধঃ প্রণীয়তে ১১
 তথা সব্যাপসব্যো চ শংকরাগ্নিঃ স্মৃতাবুভৌ ।
 শংকরাস্ত যোড়শ নদীশ্চকমে হব্যবাহনঃ ।
 যোহসাবাহবনৌষোহগ্নিরভিমানী দ্বিষ্টঃ স্মৃতঃ ১২
 কাবেরীং কৃষ্ণবেণীক নর্মদাং যমুনাস্থা ।
 গোদাবরীং বিত্তস্তাক চন্দ্রভাগামিরাবতীম্ ১৩
 বিপাশাকৌশিকৌকৈব শতজং সরযুত্থা ।
 সীতাং সরস্বতীকৈব হ্রাদিনীং পাবনীং তথ্ণা ১৪
 তান্ন যোড়শাস্ত্রানং প্রবিভজ্য পৃথক্ পৃথক্ ।
 অস্ত্রানং ব্যদধন্তানু দ্বিফৌষথ বভূব সঃ ১৫
 দ্বিফো দিব্যভিচারিণ্যস্তাহংপরাস্ত দ্বিফয়ঃ ।
 দ্বিফৌষজ্জিরে যস্মাদ্বিক্ষয়ন্তেন কৌন্তিতঃ ১৬
 ইতোতে বৈ নদীপুত্রা দ্বিফৌষেব বিজজিরে ।
 তেষাং বিহরণীয়া যে উপন্থেয়াশ্চ বেহগ্নয়ঃ ।
 তান্ শৃণুধ্বং সম্যসেন কীর্ত্তমানান্ যথা তথা ১৭

গার্হপত্য অগ্নি হইতে দুইটি পুত্র উৎপন্ন
 হইয়াছিল। ১—১০। প্রথম পুত্রের নাম
 শংকর, ইহাকে আহবনীয়। হব্যবাহন ও দ্বিতীয়
 পুত্র শুক্লকে প্রণীত অগ্নি কহিয়া থাকে।
 শংকরের সব্য ও অপসব্য নামে দুই পুত্র হয়।
 পরে এই দ্বিজগণ কর্তৃক হব্যবাহন আহবনীয়
 নামে পরিচিত হইয়া প্রশংসনীয় যোড়শ নদীর
 কামনা করেন। এই নদীসমূহের নাম যথা—
 কাবেরী, কৃষ্ণবেণী, নর্মদা, যমুনা, গোদাবরী,
 বিত্তস্তা, চন্দ্রভাগা, ইরাবতী, বিপাশা, কৌশিকী
 শতজ, সরযু, সীতা, সরস্বতী, হ্রাদিনী ও
 পাবনী। হব্যবাহন আপনাকে পৃথক্ পৃথক্
 যোড়শ ভাগে বিভক্ত করিয়া, এই সকল নদী-
 গণের সহিত সঙ্গত করেন, তাহাতে তাহা
 হইতে দ্বিফোসমূহ উৎপন্ন হয়। উক্ত নদীগণ
 স্বর্গাভিচারিণী দ্বিফৌ বা দ্বিষণ বলিয়া প্রসিদ্ধ।
 দ্বিফগণ এই দ্বিফোসমূহ হইতে জন্মগ্রহণ করে,
 এইজন্য তাহারদিগকে দ্বিফি নামে বিখ্যাত হই-
 য়াছে। এই দ্বিফোসমূহ হইতে উৎপন্ন
 নদীপুত্রগণ মধ্যে বিহরণীয় ও উপন্থের
 নামানুসারে যে সকল অগ্নি নির্দিষ্ট আছে,

কতুঃ প্রবাহণোহগ্নীধঃ পুরুষাদ্বিক্ষয়োহপরে ।
 বিধীয়ন্তে বধ্যস্থানং সৌতোহহি সর্বনক্রমাং ।
 অনির্দেশ্যাত্ত্রাবাচ্যনামগ্নীনং শৃণুত ক্রমম্ ।
 সম্রাডগ্নিঃ কৃশানুর্ধো দ্বিতীয়োত্তরবেদিকঃ ১১
 সম্রাডগ্নিঃ স্মৃতা হৃষ্টৌ উপতিষ্ঠতি তান্ দ্বিজাঃ ।
 অধস্তানং পর্বাদন্তস্ত দ্বিতীয়ঃ সোহত্র দৃশ্যতে ১২
 প্রতষেচে নভো নাম চত্বারি সা বিভাব্যতে ।
 ব্রহ্মজ্যোতির্বহুর্নাম ব্রহ্মস্থানে স উচ্যতে ১৩
 হব্যস্থূর্ণাদ্যসংসৃষ্টঃ শামিত্রে স বিভাব্যতে ।
 বিশ্বস্তাথ সমুদ্রোদগ্নির্ব্রহ্মস্থানে স কীর্ত্যতে ১৪
 ঋতুধামা চ সূর্য্যোতিরৌহৃষধ্যাঃ স কীর্ত্যতে ।
 ব্রহ্মজ্যোতির্বহুর্নাম ব্রহ্মস্থানে স উচ্যতে ১৫
 অজৈকপাদুপন্থেয়ঃ স বে শালামুখীয়কঃ ।
 অনুদ্দেশ্যোপ্যহিবুধঃ সোহগ্নিগৃহপতিঃ স্মৃতঃ ১৬
 শংকরৈব সূতাঃ সর্ষে উপন্থেয়া দ্বিষ্টঃ স্মৃতাঃ
 ততো বিহরণীয়াশ্চ বক্ষ্যমাণৌ তু তৎস্মৃতান্ ।
 ক্রতুপ্রবাহণোহগ্নীধস্তত্রহা দ্বিফয়োহপরে ।

তাহা সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর।
 পূর্ববর্তী ঋতু নামক অগ্নি প্রবাহণ ও অগ্নীধ
 নামে বিখ্যাত। যজ্ঞীয় দিবসে সর্বনক্রমানুসারে
 এই সকল অনির্দেশ্য ও অনির্কায্য অগ্নিগণের
 মধ্যে যে সকল বিধি যে যে স্থানে বিহিত
 হইয়া থাকে, তাহা ক্রমে কহিতেছি, শ্রবণ
 কর। দ্বিতীয় উত্তরবেদিকে আশ্রমে সম্রাট
 অগ্নি নামে অভিহিত করা হয়। দ্বিজগণ এই-
 রূপ আটটি সম্রাট অগ্নির উপাসনা করিয়া
 থাকেন। পরবর্তী পর্য্যদন্ত নামক অগ্নি দ্বিতীয়
 অগ্নি বলিয়া বিখ্যাত। ১১—২০। পশুবধ-
 স্থলে হব্যস্থূর্ণাদি অসংসৃষ্ট অগ্নি, ব্রহ্মস্থানে
 সমুদ্র নামক অগ্নি, ঐহৃষরীস্থলে সূন্দরজ্যোতিঃ-
 সম্পন্ন ঋতুধামা অগ্নি এবং ব্রহ্মস্থানে, ব্রহ্মতুল্য
 জ্যোতিঃসম্পন্ন বহু নামক অগ্নি কীর্ত্তিত হইয়া
 থাকে। তন্ত্রের অজৈকপাদু নামে উপন্থেয়
 অগ্নি শালামুখীয়ক নামে এবং আহিবুধ নামক
 উদ্দেশ্যবিহীন অগ্নি গৃহপতি নামে বিখ্যাত।
 দ্বিজগণ এই সকল শংকর পুত্রগণকে উপন্থেয়
 ম নির্দেশ করেন। অনন্তর তাঁহারই অষ্ট-

বিবীরক্তে বধাস্থানং সৌভোহহি সননক্রমাৎ ॥২৬
পৌত্রৈঃ স্তো ততো হুগিঃ স্মৃতো যো হব্যবাহনঃ ।
শান্তি-শ্রাঘিঃ প্রচেতাশ্চ বিতীয়ঃ সত্য উচ্যতে ॥২৭
তথাগ্নির্বিষ্মদেবস্ত ব্রহ্মহ্মানে স উচ্যতে ।
অ-স্মুৎস্রোত্বাকস্ত তুবঃ স্থানে বিভাঘ্যতে ॥ ২৮
উলীরাগ্নিঃ সর্বাধ্যস্ত নৈষ্টীয়ঃ সংবিভাঘ্যতে ।
অষ্টমস্ত ব্যরতিস্ত মার্জ্জালীঃ প্রকীর্তিতঃ ॥ ২৯
বিদ্যা বিহরণীয়া যো সৌম্যোনাঞ্চে ন চৈব হি ।
ততো যঃ পাবকে নাম স চাপাং গর্ভ উচ্যতে ॥
অগ্নিঃসোহবভূষো জ্ঞেয়ঃ সমাকু প্রাপ্যাপ্স হুয়তৈঃ
হুহুয়ন্তং স্মৃতে হুগির্জঠরে যো নৃপং হিতঃ ॥৩১
মহ্যমান্ জাঠরাগ্নিঃ সর্বাধ্যস্ত নৈষ্টীয়ঃ সত্য উচ্যতে ॥
পরস্পরোচ্ছ্রিতঃ সোহগ্নির্ভূতানাং হবির্ভূতহান্ ॥
পুত্রঃ সোহগ্নের্মহ্যমতো ঘোরঃ সংবর্তকঃ স্মৃতঃ
পিবনঃ স বসতি সমুদ্রে বড়বামুখঃ ॥ ৩৩
সমুদ্রবাসিনঃ পুত্রঃ সহরক্ষে বিভাঘ্যতে ।

বিহরণীয়া পুত্রের বিষয় বলিতেছি । ক্রতু প্রবা-
হণ অগ্নীধ্র এবং ষষ্ঠীয় দিবসে অপরাপর
ধিকিগণ সননক্রমায়ুসারে বধাস্থানে বিহিত
হইয়া থাকে । পৌত্রের অগ্নি হব্যবাহন, শান্তি
অগ্নি প্রচেতা, সত্য অগ্নি দ্বিতীয়, বিষ্মদেব
অগ্নি ব্রহ্মহ্মানীয়, অবসু অস্রোত্বাক অগ্নি
পৃথিবীস্থানীয়, সর্বাধ্য উলীরাগ্নি নৈষ্টীয় এবং
অষ্টম ব্যরতি নামক অগ্নি মার্জ্জালীর নামে
নিরূপিত হইয়া থাকে । এইরূপে বিহরণীয়া
ধিকিগণ উল্লিখিত হইল । অপর যে পাবক
নামক অগ্নির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে,
তাহাকে জলসমূহের উত্তর স্থান বলিয়া নির্দেশ
করা হয় এবং এই পাবকাগ্নিই সত্য ; ইহাকেই
জলের উদ্দেশে আহৃত করা হয় । এই
পাবকাগ্নির পুত্র হুহুয়, ইনি মনুয্যগণের জঠরে
অবস্থান করিয়া থাকেন । জাঠরাগ্নির পুত্র বিদ্যান
মহ্যমান্ । এই মহৎ অগ্নি পরস্পর উদ্ভাঙ
হইয়া ভূতবর্গের হবিঃ ভোজন করেন । মহ্য-
মনের পুত্র সংবর্তক, ইনি বড়বামুখ নামে
সাগরে অবস্থান করিয়া, জলপান করিয়া
থাকেন । সমুদ্রবাসী সমস্তের পুত্র সহরক্ষ,

সহরক্ষমৃতঃ ক্রমো গৃহাণি স দহেহৃণাম্ ॥ ৩৪
ক্রব্যাদোহগ্নিঃ স্মৃতস্তস্ত পুরুষানন্তি যো যুতান্ ।
ইতোতে পাবকভাগ্যে পুত্রা ছেৎ প্রকীর্তিতাঃ ।
ততঃ শুচেস্ত নৈঃ সৌরোগকর্কৈরহুরাবৃতৈঃ ।
মথিতো যজ্ঞবর্ণ্যাং বৈ সোহগ্নিরগ্নিঃ সমিধাতে ॥
আয়ুর্নামাথ ভগবান্ পশৌ যন্ত প্রণীয়তে ।
আয়ুৰ্যো মহিমান্ পুত্রঃ সূক্ষণ্যামৃতঃ স্মৃতঃ ॥৩৭
পাকবজ্জেষ্ভিমানী সোহগ্নিস্ত সননঃ স্মৃতঃ
পুত্রঃ সননশ্রাঘের্দুহুতঃ স মহাযশাঃ ॥ ৩৮
বিবিচিস্তুভুতশ্রুপি পুত্রোহগ্নেঃ স মহান্ স্মৃতঃ ।
প্রায়শ্চিত্তেস্থেত্ব ভীমানাং হতং তুত্বে হবিঃ সদা
বিবিচেষ্ট স্মৃতো হর্কো হেংগ্নিস্ত স্মৃতাঙ্জিমে ।
অনীকবান্ বাসুজবাংচ রকোহা পিতৃকৃন্তবা ।
সুরভির্বহুভাণো প্রবিত্তৌ যশে কৃন্তবান্ ॥ ৪০
শুচেরগ্নেঃ প্রোক্তা হোষাংহুয়ন্ত চতুর্দশ ।
ইতোতে হুয়ঃ প্রোক্তাঃ প্রণীয়ন্তেহধ্বনয়ৈঃ ॥
আদিনর্গে হতীতা বৈ বাটমৈঃ সহ সুরোন্তমৈঃ ।
স্বায়ত্তুবেংস্তরে পুরুষময়স্তেহভিমানিনঃ ॥ ৪২

সহরক্ষের পুত্র কাম, এই অগ্নি মনুয্যগণের
গৃহ দগ্ধ করে । ২১—৩৪ । কামপুত্র ক্রব্যাদ,
এই ক্রব্যাদ অগ্নি মৃত পুরুষদিগকে উদ্ধার
করে । পাবকপুত্রগণ এইরূপ নাম-কর্মায়ু-
সারে কীর্তিত হইয়া থাকে । অনন্তর শুচির
যে পুত্র দেবতা ও গন্ধর্ব্ব ও অসুরবর্গ কর্তৃক
মথিত হইয়া অরণ্যমধ্যে যজ্ঞকাষ্ঠরূপে পরিণত
হইয়াছিলেন, তাঁহার নাম আয়ু, তিনি পশু-
বিষয়ে প্রণীত হইয়া থাকেন । আয়ুর মহিমা/যত
পুত্রের নাম সূক্ষণ্য, এই অগ্নি পাকবজ্জে
সনন নামে বিখ্যাত । সননাগ্নির পুত্র মহাযশা
হুহুত । হুহুতের পুত্র বিবিচি, এই অগ্নি
অতি মহৎ এবং ভীমকর্মাদিগের আহৃত
এবং হবিঃ ভোজন করেন । বিবিচির পুত্র
অক এবং অর্কঃ পুত্র অনীকবান্, বাসুজবান্
রকোহা, পিতৃকৃৎ, সুরভি ও কৃন্তবান্ । এই
চতুর্দশ অগ্নি শুচির বংশধর ; এই সমস্ত
অগ্নিই যজ্ঞকাষ্ঠানিতে প্রণীত হইয়া থাকেন ।
এই সকল অতিমানীরা আদিপুত্রিকণে

এতে বিহরণীয়াস্ত চেতনাচেতনেবিহ ।

স্থানাভিম্যানিনো লোকে প্রাগ্ভবনু হব্যবাহনাঃ ॥

কাম্যনৈমিত্তিকাজ্ঞেবেত কৰ্ম্মস্বস্থিতাঃ ।

পূৰ্ণমবস্তরেন্তীতে শুক্লৈর্ঘৈমৈঃ সূতৈঃ সহ ।

দৈর্ঘ্যমহাভিঃ পূৰ্ণৈঃ প্রথমস্তাতরে মনোঃ ॥৪৪

ইত্যেতানি ময়োক্তানি স্থানানি স্থানিনশ্চ হ ।

তৈরেব তু প্রসংখ্যাতমতীতানাগতেষপি ।

মবস্তরেষু সৰ্কেষু লক্ষণং জাতবেদসাম্ ॥ ৪৫

সৰ্কে ওপশ্বিনো হোতে সৰ্কে হবভূতান্তথা ।

প্রজ্ঞানাং পতয়ঃ সৰ্কে জ্যোতিষ্কান্তে তে সূতাঃ

স্মারোচিষাদিসু জ্ঞেয়াঃ সাবর্ণ্যন্তেষু সপ্তম্ ।

মবস্তরেষু সৰ্কেষু নানারূপগ্রহোক্তনৈঃ ॥ ৪৬

বর্তন্তে বর্তমানৈশ্চ দৈবৈরিহ সহায়ঃ ।

অনাগতৈঃ সূতৈঃ সার্কিণ বর্তন্তেহনাগতায়ঃ ॥৪৮

ইত্যেব বিনয়ৈঃপ্ৰীনাং ময়া প্রোক্তো যথাতথম্ ।

বিস্তরেণানুপূৰ্ণ্য চ পিতৃণাং বক্ষ্যতে ততঃ ॥৪৯

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডে মহাপুরাণে অগ্নিবংশবর্ণনং

নাম ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩০ ॥

একত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

ব্রহ্মণঃ স্বভূতঃ পুত্রান্ পূৰ্কে স্বায়ত্ত্ববেহস্তরে ।

অত্রাসি জজিরে তানি মনুষ্যাসুরদেবতাঃ ॥ ১

পিতৃবন্মহমানস্ত জজিরে পিতরোহস্ত বৈ ।

তেষামিসর্গঃ প্রাপ্তক্ভো বিস্তরস্তথ বক্ষ্যতে ॥ ২

দেবাসুদমনুষ্যাণাং দৃষ্টা দেবেহস্তানস্তুত ।

পিতৃবন্মহমানস্ত জজিরে তেহপি বক্ষ্যঃ ॥ ৩

মহাদেবঃ ষড় ভবস্তান্ পিতৃন্ পরিচক্ষতে ।

ঋতবঃ পিতরো দেবা ইত্যেবা বৈদিকী ক্রতিঃ ॥৪

মবস্তরেষু সৰ্কেষু হ তীতানাগতেষপি ।

এতে স্বায়ত্ত্ববে পূৰ্ণমুৎপন্ন্য হস্তরে ভূভে ॥ ৫

অগ্নিষ/স্তাঃ সূতা নারী তথা বহিষদশ্চ বৈ ।

অবজ্ঞানস্তথা তেষামাসন্ বৈ গৃহমেধিনঃ ॥৬

অগ্নিষাভাঃ সূতান্তে বৈ পিতরোহনাহিতায়ঃ ।

তদ্র পিতৃগণের আনুপূৰ্ণিক বিবরণ বিস্তৃতরূপে
কীৰ্ত্তন করিব । ৩৫—৪৯ ।

ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩০ ॥

একত্রিংশ অধ্যায় ।

সূত বলিলেন, ব্রহ্মা পূৰ্ণতন স্বায়ত্ত্ববে স্বয়ং
স্তরে পুত্র সৃষ্টি করিবার উপক্রম করিলে সেই
সমস্ত জলরাশি, মনুষ্য অশ্বর, দেবগণ এবং
ব্রহ্মার নিকটও পিতৃবন্ম সম্মানিত পিতৃগণ উৎপন্ন
হয়েন । তাঁহাদিগের সৃষ্টিবিবরণ পূৰ্কে কথিত
হইলেও এখন বিস্তৃতরূপে কীৰ্ত্তন করিব ।
দেবতা, অশ্বর ও মনুষ্যগণের সৃষ্টি হওয়ার পর
ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে দেবীয়া আনন্দিত হইলে
বক্ষ হইতে পিতৃগণের আবির্ভাব হইয়াছিল ।
বসন্তাদি ছয় ঋতু এই পিতৃলোকনামে অভি-
হিত । বেলেও পিতৃদেবগণ ঋতু নামে কীৰ্ত্তিত
হইয়াছেন । মঙ্গলকর স্বায়ত্ত্ববমবস্তরোৎপন্ন
এই সকল পিতৃগণ অতীত ও অনাগত অতীত
মহন্তরেও উৎপন্ন হইয়া থাকেন । অগ্নিষাভ,
বাহিষদ, অবজ্ঞান ও গৃহমেধী পিতৃগণের এই

দেবশ্রেষ্ঠ যামগণের সহিত স্বায়ত্ত্বব মহন্তরে
অতীত হইয়াছে । ইহলোকে প্রথম এই
স্থানাভিম্যানী বিহরণীর অগ্নি সকল বর্তমান
ছিলে, পরে পূৰ্ণমবস্তর অতীত হইলেও
ইহারা প্রথম মনুর অন্তরে শুক্লধাম ও
পুণ্ড্রাকারী মহাত্মা দেবগণের সহিত নিরন্তর
কাম্যকর্মানিচয়ে অবস্থিত থাকিতেন । এই যে
সমস্ত স্থান ও স্থানাধিকারী অগ্নিগণের বিষয়
আমি বর্ণনা করিলাম, তাঁহাদিগের দ্বারা
অতীত অনাগত সমস্ত মহন্তরস্থ অগ্নিলক্ষণ
কথিত হইল । এই যাবতীয় কথিত অগ্নিই
উপম্বী, সত্যনিষ্ঠ, অবভূষ, প্রজাপতি এবং
জ্যোতিঃসম্পন্ন । আরোচিষ হইতে সাবর্ণি
পর্যন্ত সপ্ত মহন্তরেই প্রয়োজন মত এই অগ্নি-
গণ বর্তমান দেবগণসহ বর্তমান ছিলেন,
এইরূপ ভবিষ্যৎকালীন অগ্নিগণও ভবিষ্যৎ
দেবগণসহ বিরাজ করিরা থাকেন । এইরূপে
আমি অগ্নিবংশ যথার্থ বর্ণন করিলাম । অন-

যজ্ঞানন্তেষু যে হ্যসন্ পিতরঃ সোমপীথিনঃ ॥ ৭
 স্মৃতা বর্হিষদন্তে বৈ পিতরস্ত্রিহোত্রিণঃ ।
 ঋতবঃ পিতরো দেবাঃ শাস্ত্রেহশ্মিগ্নিঃ১৫০ মতঃ ।
 মহীমাধবো রসৌ ক্ষেয়ৌ শুচিশুক্রৌ তু শুগ্নিণৌ
 নভশ্চৈব নভস্তশ্চ জীবাবৈতাবুনাহুতো ॥ ৯
 ইবশ্চৈব তথোজ্জশ্চ সুধাবতাবুনাহুতো ।
 সহশ্চৈব সহস্রশ্চ মহীমন্তৌ তু তৌ স্মৃতৌ ।
 তপশ্চৈব তপস্তশ্চ যোরাবৈতো তু শৈশিরৌ ॥ ১০
 কালাবহাস্ত যট্ তেষাম্মাসাখ্যা বৈ ব্যবস্থিতাঃ ।
 ত ইমে ঋতবঃ প্রোক্তাশ্চেতনাচেতনস্ত বৈ ॥ ১১
 ঋতবো ব্রহ্মণঃ পুত্রা বিজ্ঞেয়াশ্চেহভিমানিনঃ ।
 মাসার্দ্ধমাসস্থানেব স্থানক ঋতবোক্তবোঃ ॥ ১২
 স্থানান্য ব্যতিথ্যেকেন ক্ষেয়ঃ স্থানাত্তিমানিনঃ ।
 অহোরাত্রক মাসাশ্চ ঋতবঃচায়নানি চ ॥ ১৩
 সংবৎসরাশ্চ স্থানানি কালাবস্থাভিমানিনঃ ।
 নিমেষাশ্চ কলাঃ কাষ্ঠা মুহূর্ত্তা বৈ দিনকপাঃ ॥ ১৪
 এতেসু স্থানিনো যে তু কালাবস্থাস্ববস্থিতাঃ ।
 তদ্ব্যবস্থাস্তদানন্তানন্তান বক্ষ্যামি নিবোধত ॥ ১৫

চারি প্রকার নাম নির্দিষ্ট আছে। পিতৃগণ
 মধ্যে দীহার্য অনাহিত্যগ্নি, তৌহাদিগ্নের নাম
 অগ্নিষাক্ত, সোমপায়ী পিতৃগণের নাম যজ্ঞা ও
 অগ্নিহোত্র পিতৃগণের নাম বহিষদ। এই
 শাস্ত্রে ঋতুনিগ্ধকেই পিতৃগণ বলিয়া নিশ্চয় করা
 হইয়াছে। চৈত্র ও বৈশাখ রস নামে, জ্যৈষ্ঠ ও
 আষাঢ় শুক্ল নামে, শ্রাবণ ও ভাদ্র জীব নামে,
 আশ্বিন ও কার্তিক পুধা নামে, অগ্রায়ণ ও
 পৌষ মহীমন্তু নামে এবং মাঘ ও ফাল্গুন
 ভয়স্কর শৈশির নামে অভিহিত। ১—১০।
 এইরূপে মাসবিভাগে ব্যবস্থিত ছয় কালাবস্থা
 গুরু নামে চেতন ও অচেতনরূপে নির্দিষ্ট। ব্রহ্ম-
 নন্দন অভিমানী ঋতুগণ মাস অর্দ্ধমাসাদি
 স্থানসমূহের অবস্থান করেন এবং স্থানসমূহও
 আর্তব নামে অভিহিত হয়। স্থানসমূহের
 ব্যতিরেক অমুসারে অহোরাত্র, মাস ঋতু, অয়ন,
 সম্বৎসর, নিমেষ, কলা, কাষ্ঠা, মুহূর্ত্ত, দিন
 ও রাত্রি প্রভৃতি স্থান সকল কালাবস্থাভিমানী
 বলিয়া কথিত হইয়া থাকে এই সকল

পর্কব্যাপ্তিধরঃ সক্ষ্য। পক্ষা মাসার্দ্ধসংজ্ঞিতাঃ ।
 ধাবর্দ্ধমাসৌ মাসস্ত দ্বৌ মাসারতুস্কৃত্যতে ॥ ১৬
 ঋতুরয়কাপয়নং বেহয়নে দক্ষিণোত্তরে ।
 সংবৎসরঃ সূর্যমেকস্ত স্থানাশ্চেতানি স্থানিনাম্ ॥ ১৭
 ঋতবঃ সূর্যমেকপুত্রা বিজ্ঞেয়া হৃষ্টধা তু যট্ ।
 ঋতুপুত্রাঃ স্মৃতাঃ পক্ষ প্রজ্ঞাত্ত্বাৰ্ত্তবলকপাঃ ॥ ১৮
 বস্মাচ্চৈবাবর্দ্ধবেদ্যস্ত জায়ন্তে স্থানুজস্রমাঃ ।
 আর্তবোঃ পিতরশ্চৈব ঋতবশ্চ পিতৃগহাঃ ॥ ১৯
 সূর্যমেকাত্ম প্রহ্মহন্তে ত্রিহন্তে চ প্রজাত্যঃ ।
 তস্মাৎ স্মৃতঃ প্রজ্ঞানানং বৈ সূর্যমেকঃ প্রপিতামহঃ ।
 স্থানেষু স্থানিনো হেতে স্থানাত্তানঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ।
 তদাখ্যাস্তদ্ব্যবস্থাক্ত তদান্নানশ্চ তে স্মৃতাঃ ॥ ২১
 প্রজাপতিঃ স্মৃতো যন্ত স তু সংবৎসরো মতঃ ।
 সংবৎসরঃ স্মৃতো হৃদ্বিধ্বর্ত্তমিত্যুচ্যতে বিধৈঃ ॥ ২২
 ঋতুতু ঋতবো যস্মাৎ জজ্ঞিরে ঋতবস্ততঃ ।
 মাসাঃ যট্ ঋতবো জ্ঞেয়াশ্চেযাং পকার্ত্তবাঃ স্মৃতাঃ

কালাবস্থায় তদ্ব্যবস্থাহেতু সেই সেই স্থানে যাহারা
 অবস্থান করে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর।
 পর্কসমূহের নাম তিনি, সন্ধির নাম পক্ষ ও
 অর্দ্ধমাস, দুই অর্দ্ধমাসের নাম মাস, দুই মাসের
 নাম ঋতু, তিন ঋতুর নাম অয়ন, দক্ষিণ ও
 উত্তরভেদসম্পন্ন অয়নদ্বয়ের নাম সম্বৎসর,
 ইহার অপরা নাম সূর্যমেক, এই সকলই স্থানি-
 গণের স্থান বলিয়া নির্ণীত। অষ্টধা বিভক্ত
 সূর্যমেকপুত্রগণ ঋতু নামে কথিত, ইহাদিগের
 সংখ্যাও ছয়। ঋতুগণের স্থাবর জঙ্গম নামে
 আর্তব লক্ষণযুক্ত পাঁচ পুত্র, এই কারণ
 আর্তবগণ পিতৃনামে ও ঋতুগণ পিতামহ নামে
 কীর্ত্তিত। প্রজাগণ সূর্যমেক হইতেই উৎপন্ন
 হইয়া পুনর্বার নিহত হয়, এ কারণ সূর্যমেককে
 প্রপিতামহ বলে। এইরূপে স্থানময়ত্ব হেতু
 স্থানাত্তা স্থানিগণ স্থানসমূহে কীর্ত্তিত হইল।
 যাহাকে প্রজাপতি নামে নির্দিষ্ট করা হয়,
 তিনিই সম্বৎসর, সম্বৎসরের অপরা নাম ঋগ্নি,
 বিঅয়ন ইহাকে ঋত বলিয়া নির্দেশ করেন।
 ঋত হইতে ঋতুগণের উদ্ভব হয় বলিয়া তাহারা
 ঋতু নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। আর যাহাকে ঋতু

দ্বিপদাকৃত্পদাকৈব পক্ষিসংসর্পতামপি ।
 স্থানরাণ্যক পক্ষানাং পুষ্পং কালার্ভবং স্মৃঃ ॥ ২৪ ॥
 ঋতুভুমার্ভবত্বক পিতৃত্বক প্রকৌড়িতম ।
 ইত্যেতে পিতরো জ্যেষ্ঠা ঋতবশ্চার্ভবশ্চ যে ॥ ২৫ ॥
 সর্কভূতানি তেভ্যোহং ঋতুকালাদ্বিজজিরে ।
 তস্মাদেভেহপি পিতর আর্ভবা ইতি নঃ শ্রুতম ॥
 মন্বন্তরেণ সর্কেষু স্থিতাঃ কালান্তিম্যানিনঃ ।
 স্থানান্তিম্যানিনো হ্মেতে তিষ্ঠন্তীহ প্রসংঘমাং ॥ ২৬ ॥
 অগ্নিষাক্তা বর্হিষদঃ পিতরো দ্বিবিধাঃ স্মৃতাঃ ।
 তজ্জাতে চ পিতৃভ্যস্তা যে কথ্যে লোকাবিশ্রুতে ॥
 মেনা চ ধরিতী চৈব যাত্নাং বিশ্বমিদং শ্রুতম ।
 পিতরন্তে নিজে কথ্যে ধর্ম্মার্থং প্রদহুঃ শুভে ।
 তে উভে ব্রহ্মবাদিনৌ যোগগতো চৈব তে উভে ॥
 অগ্নিষাক্তাস্তা যে প্রোক্তান্তেষাং মেনা তু মানসী ।
 ধারিতী মানসী চৈব কথ্য বর্হিষদাং স্মৃতা ॥ ৩০ ॥
 মেরোস্ত ধারিতীং নাম পত্ন্যর্থং বাহুজন শুভাম্ ।
 পিতরন্তে বর্হিষদঃ স্মৃতা যে সোমপাণিনিঃ ॥ ৩১ ॥

বলা হয়। আর্ভব নামক ইহানিগের পাঁচ পুত্র ।
 দ্বিপদ, চতুষ্পদ, পক্ষী ও সরীসৃপগণের রজঃ
 এবং স্থাবর বৃক্ষদিগের পুষ্প আর্ভব নামে
 নির্ণীত ॥ ২৪—২৫ ॥ এইরূপে ঋতু, আর্ভ-
 বত্ব ও পিতৃত্ব প্রকৌড়িত হইল। এই ঋতু ও
 আর্ভবগণ পিতৃগণ নামে অভিহিত। সেই
 পিতৃগণ ও ঋতুকাল হইতে সমগ্র ভূতই জন্ম
 লইয়াছে; এই কারণ আর্ভবগণও পিতৃগণ বলিয়া
 বিখ্যাত। ইহারা সকল মন্বন্তরেই কালান্তিম্যানী
 ও স্থানান্তিম্যানী হইয়া অবস্থান করেন।
 অগ্নিষাক্ত ও বর্হিষদ নাম ভেদে পিতৃগণ দ্বিবিধ।
 এই পিতৃগণ হইতে ত্রিলোকবিশ্রুত মেনা ও
 ধরিতী নামী দুই কস্তার উদ্ভব হয়। তাঁহারা
 এই ধাবতীয় বিশ্ব ধারণ করিয়া আছেন। পিতৃ-
 গণ এই দুই মঙ্গলময়ী ব্রহ্মবাদিনী ও যোগিনী
 একত্রে ধর্ম্মপালনার্থ প্রদান করিয়াছিলেন। মেনা
 অগ্নিষাক্ত নামক পিতৃগণের মানসী কস্তা এবং
 ধারিতী বর্হিষদগণের মানসী কস্তা বলিয়া
 বিখ্যাত। সোমপানী বর্হিষদ পিতৃগণ ধরিতীকে

অগ্নিষাক্তাস্তা তাং মেনাং পত্নীং হিমবতে দদুঃ ।
 স্মৃতাশ্চৈব তু দৌহিত্রাস্তদৌহিত্রান্ নিবোধত ॥
 মেনা হিমবতঃ পত্নী মৈনাকং সাবস্থত ।
 গঙ্গাং সরিষরাট্টকৈব পত্নী যা লবণোলদধেঃ ॥
 মৈনাকস্তামুজঃ ক্রৌকঃ ক্রৌকদ্বাপো যতঃ স্মৃতঃ
 মেরোস্ত ধারিতী পত্নী দিব্যৌষধিসমম্বিতম্ ।
 মন্দরং সুরবে পুত্রং ভিশ্রঃ কথ্যং চ বিক্রতাঃ ॥ ৩৪ ॥
 বেলা চ নিয়তি চৈব ততীয়া চায়তিঃ পুনঃ ।
 ধাতুশ্চৈবায়তিঃ পত্নী বিধাতুনিয়তিঃ স্মৃতা ॥ ৩৫ ॥
 স্বায়ত্ত্ববেহন্তরে পূর্কং তয়োর্বৈ কীর্তিতাঃ প্রজাঃ
 সুরবে সাগরাদ্বেলা কথ্যমেকামনিন্দিতাম্ ॥ ৩৬ ॥
 সর্বগাং নাম সামুদ্রীং পত্নীং প্রাচীনবহিষঃ ।
 সর্বগা সাধ সামুদ্রীং দশ প্রাচীনবর্হিষঃ ।
 সর্কেষ প্রচেতসো নাম ধনুর্কেন্দ্রস্ত পারগাঃ ॥ ৩৭ ॥
 তেষাং স্বায়ত্ত্ববো দক্ষঃ পুত্রস্তে জজিবাণ্ প্রভুঃ ।
 ত্র্যম্বকস্তাভিশাপেন চাক্ষুষস্তাতরে মনোঃ ॥ ৩৮ ॥

সুমেরুর পত্নীত্বে সম্প্রদান করেন এবং অগ্নিষাক্ত-
 গণ মেনাকে হিমালয়ের পত্নীত্বে অর্পণ করেন।
 ইহানিগের দৌহিত্রগণ যে যে নামে প্রসিদ্ধ,
 তাহা, কহিতেছি শ্রবণ কর। হিমালয়পত্নী
 মেনা মৈনাক নামে পুত্র ও সরিষরা গঙ্গা
 নামে কস্তা প্রসব করেন। এই গঙ্গা লবণা-
 ধির পত্নী। ইহা ভিন্ন ক্রৌকনামক মৈনাকের
 একটি সহোদর ছিল, তাহা হইতেই ক্রৌক-
 দ্বাপের উৎপত্তি হইয়াছে। মেরুপত্নী ধারিতী
 দিব্য ঔষধিগণসমবিত মন্দরনামধেয় পুত্র
 এবং বেলা নিয়তি ও আয়তি নামে প্রসূতা তিন
 কস্তা প্রসব করিয়াছিলেন। আয়তি ধাতার
 এবং নিয়তি বিধাতার পত্নী বলিয়া বিখ্যাত।
 ২৬—৩৫ ॥ স্বায়ত্ত্বব মন্বন্তরে এই উভয়ের
 যে সকল প্রজা জন্মিয়াছিল, তাহা পূর্কে
 উল্লিখিত হইয়াছে। সাগরপত্নী বেলা একটা
 অনিন্দিতা কস্তা প্রসব করেন। এই সমুদ্র-
 কস্তা সর্বগা প্রাচীনবর্হিষের পত্নী হইলেন।
 প্রাচীনবর্হিষ হইতে তিনি যে দশ পুত্র প্রসব
 করেন, তাঁহারা সকলেই প্রচেতাঃ নামে
 বিখ্যাত এবং সকলেই ধনুর্কেন্দ্রায় পারদর্শী

এতচ্ছব্দা ততঃ স্তম্ভপৃষ্ঠস্থানশায়নঃ ।
 উৎপন্নঃ স কথং দক্ষো হৃতিশাপাভবন্ত তু ।
 চাক্ষুবস্তমসে পূৰ্ণং তমঃ প্রকৃতি পৃষ্ঠতাম্ ॥ ৩৯
 ইত্যুক্তঃ কথয়ামাস সূতো দক্ষাশ্রিতং কথাম্ ।
 শাংশপায়নমাম্র্য ত্র্যম্বকাস্থাপকারণম্ ॥ ৪০
 দক্ষস্তান্ন স্ততা হৃষ্টৌ কন্যা য়াঃ কীর্তিতা ময়া ।
 স্বেভ্যো গৃহেভ্যো হানায়্য তাঃ পিতাভ্যর্চয়দৃগৃহে
 তত্তত্ত্ব্যর্চিতাঃ সর্ষা ন্যবসন্তাঃ পিতৃগৃহে ॥ ৪১
 তাসাং জ্যেষ্ঠা সতী নাম পত্নী য়া ত্র্যম্বকস্ত বৈ ।
 নাজুহাবাত্তজাং তাং বৈ দক্ষো রুদ্রমতিবিষনু ॥ ৪২
 অকরোং স নতিং দক্ষো ন কদাচিমহেশ্বরঃ ।
 জামাতা বন্তরে তস্মিন্ স্বভাবাং তেজসি স্থিতঃ ॥
 ততো জ্ঞাত্বা সতী সর্ষাঃ স্বস্রঃ প্রাপ্তাঃ পিতৃগৃহম্
 জগাম সাপানাহুতা সতী তং স্বং পিতৃগৃহম্ ॥ ৪৪
 তভ্যো হীনাং পিতা চক্রে সত্যাঃ পূজামসম্মতাম্
 ততোহব্রবীৎ সা পিতরং দেবী ক্রোধাদমর্ষিতা ॥

ছিলেন। চাক্ষুব মরুত্রে মহাদেবের অভি-
 শাপে ঋয়ভুব প্রভু দক্ষ তাঁহাদিগেরই পুত্র-
 রূপে জন্মিয়াছিলেন। শাংশপায়ন ঋষি
 স্তম্ভের এই কথা শুনিয়া কহিলেন, মহাদেবের
 অভিশাপে দক্ষ কিরূপে চাক্ষুব মরুত্রে আবি-
 র্ভূত হইয়াছিলেন, তাহাই সম্প্রতি কীর্তন
 করিয়া আমাদিগের কৌতুহল অপনয়ন করুন।
 স্তম্ভ ওষাক্য অবশে ত্র্যম্বকের শাপের কারণ
 প্রভৃতি দক্ষসম্বন্ধীয় সমস্ত কথা শাংশপায়নকে
 বলিতে লাগিলেন। আমি অগ্রে যে দক্ষের
 অষ্ট কন্যার কথা উল্লেখ করিয়াছি, একদা দক্ষ
 সেই সকল কন্যাকে স্ব স্ব গৃহ হইতে আনিয়া
 স্বীয় গৃহে আদর অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন।
 অনন্তর কিছুদিন যাবৎ তাঁহারা পিতৃগৃহেই
 বাস করিতেছিলেন। কিন্তু কন্যাগণ মধ্যে
 জ্যেষ্ঠা কন্যা সতী যিনি মহাদেবের ঐশ্বর্যিনী
 ছিলেন, মহাদেবের প্রতি ক্রোধবশতঃ তাঁহাকে
 এই সময়ে আশ্রয় কণা হয় নাই। কোন
 সময়ে তেজসী জামাতা মহেশ্বর বন্তর দক্ষকে
 প্রণাম করেন নাই বলিয়া মহাদেবের প্রতি

যবায়সীভ্যো ঋয়সীং কিত্ত পূজামিমাং প্রভো ।
 অনস্ম্যতামবজ্ঞায় কৃতবানসি নহিতাম্ ।
 অহং জ্যেষ্ঠা বরিষ্ঠা হি ন ত্বনংকর্তুর্মহসি ॥ ৪৬
 এবমুক্তোহব্রবীদেনাং দক্ষঃ সংরক্তলোচনঃ ।
 তস্ত শ্রেষ্ঠা বরিষ্ঠা চ পূজ্যা বালা সদা মম ॥ ৪৭
 তাসাং যে চৈব ভর্তাঃস্তে মে বহুমতাঃ সদা ।
 ব্রহ্মিষ্ঠাঃ তপিতাঃ মহাযোগাঃ সুধার্মিকাঃ ।
 শুভৈশ্চৈবধিকাঃ শ্লাঘ্যাঃ সর্ষে তে ত্র্যম্বকং সতি
 বসিতোহত্রিঃ পুলস্ত্যঃ অগ্নিরাঃ পুলহঃ ক্রতুঃ ।
 তৃণ্ডয়বীচিঃ তথা শ্রেষ্ঠা জামাতরো মম ॥ ৪৯
 শুদ্ধস্তৈঃ পত্তৈঃ শর্কো ভক্তা চাসি হিতং সদা ।
 তেন ত্বাং ন বুভুধামি প্রতিকুলো হি মে ভবঃ ॥ ৫০
 ইতুবাচ তদা দক্ষঃ সম্প্রমুঢ়েন চেতসা ।
 শাপার্থমাত্মনশ্চৈব যে চোক্তাঃ পরমর্ষয়ঃ ॥ ৫১

দক্ষের ক্রোধ জন্মিয়াছিল। পিতৃগৃহে ভগিনী
 সকল বাস করিতেছেন, এই সংবাদ পাইয়া, সতী
 বিনা আহ্বানেও পিতৃগৃহে উপস্থিত হইলেন।
 দক্ষ অপর কন্যা অপেক্ষা তাহাকে অল্প আদর
 করায় সতী ক্রোধবশে পিতাকে বলিলেন,
 প্রভো! আমি অজ্ঞাত ববীয়সী ভগিনীগণ
 অপেক্ষাও জ্যেষ্ঠা, তথাপি আমার অবজ্ঞা করিয়া
 এরূপ অসৎকার করিলেন কেন ৭৩৬—৪৩৮ দক্ষ
 সতীর কথায় নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া আরক্তনেত্র
 বলিতে লাগিলেন, জানি তুমি আমার কন্যারূপ
 মধ্যে জ্যেষ্ঠা, শ্রেষ্ঠা এবং সর্ষপ্রকায়ে আদর-
 বীয়া; কিন্তু এই সমস্ত কন্যাদিগের ঋয়গণ
 আমার একান্ত প্রিয়তম, তাহারা সকলেই
 ব্রহ্মজ্ঞানী, তপোনিষ্ঠ, মহাযোগরত, ধার্মিক
 এবং হে সতি! সকলেই ত্র্যম্বক অপেক্ষা
 সমধিক গুণশালী ও প্রশংসার্হ। বসিষ্ঠ,
 অত্রি, পুলস্ত্য, অগ্নিরা, পুলহ, ক্রতু, তৃণ্ড
 ও মরীচি আমার আটজন জামাতাই শ্রেষ্ঠ।
 তাহাদের সহিত মহাদেব স্পর্ধা করে, তুমিও
 তাহাতে অনুরক্তা, এইজন্যই তোমার আমি
 আহ্বান করি নাই; বিশেষতঃ মহাদেব আমার
 শত্রুস্বরূপ। এইরূপে দক্ষ বোঝায় ঋয়
 শাপপ্রাপ্তির অস্তই এই সকল বাক্য উচ্চারণ

তথোক্তা পিতরং সা বৈ ক্রুকা দেবীদমব্রবীৎ ।
 বাজ্রনঃকর্ষ্যতিধন্যাদৃষ্টাং মাং বিগর্হসে ।
 তস্যাং তাজাম্যহং দেহমিহং তাত তবান্নজম্ ।
 তত্তস্তে বাবমানেন সতী দুঃখান্নমবিতা ।
 অত্রবীধচনং দেবী নমস্কৃত্য মহেশ্বরম্ ॥ ৫৩
 বত্ৰাহমুপপৎস্তেহং পুনর্দেহেন ভাগতা ।
 তত্রাপ্যহমসম্মুতা সন্তুতা ধর্ম্মিকী পুনঃ ।
 গচ্ছেহং ধর্ম্মপত্নীত্বং ত্র্যম্বকস্ত্রৈব ধর্ম্মতঃ ॥ ৫৪
 তত্রৈবাহ সমাসীনী যুক্তাস্ত্রানং সমাদধে ।
 ধারয়ামান চাশ্বেয়ীং ধারণাং মনসাত্মনঃ ॥ ৫৫
 তত আস্রনমুখেন বায়ুবা সমুদীরিতঃ ।
 সর্ষাক্ষেভ্যো বিনিঃসৃত্য বহুভিক্ষা চকার তাম্ ।
 তদুপশ্রুত্য নিধনং সত্যা দেবোহং শূলধৃক্ ।
 সংবাদক তয়োব্রীক্ষা যথাতথ্যেন শঙ্করঃ ।
 দক্ষস্তাথ ঋষীণাং চুকেপ ভগবান্ প্রভুঃ ॥ ৫৭
 যস্মাদবমতা দক্ষ মংকুতে নাম সা সতী ।

প্রশস্তান্তেভ্যঃ সর্ষাঃ সূতাঃ তুর্ভূতিঃ সহ ॥ ৫৮
 তস্মাৎবৈবস্বতং প্রাপ্য পুনরেষ মহর্ষয়ঃ ।
 উৎপৎস্তন্তে দ্বিতীয়ে বৈ মম যজ্ঞে হবোনিজাঃ ।
 হতে বৈ ব্রহ্মণা শপ্তে চান্দ্রবাস্তান্তরে মনোঃ ।
 অভিব্যাহত্যা চ ঋষীন্ দক্ষমভ্যগমং পুনঃ ॥ ৬০
 ভবিতা চান্দ্রবো রাজা চান্দ্রবাস্ত সমবশে ।
 প্রাচীনবর্হিবঃ পৌত্রঃ পুত্রশ্চৈব প্রচেতসঃ ॥ ৬১
 দক্ষ ইত্যেব নগ্না ত্বং মার্ঘায়াং জনয়িষ্যসি ।
 কন্যায়াং শাখিনাকৈব প্রাপ্তে বৈ চান্দ্রবেহস্তরে ॥
 দক্ষ উবাচ ।

অহং তত্রাপি তে বিশ্বমাচারিষ্যামি তুর্ম্মতে ।
 ধর্ম্মার্থকামযুক্তেষু কর্ষস্বিহ পুনঃপুনঃ ॥ ৬৩
 যস্মাং ত্বং মংকুতে ক্রুরমৃষীন্ ব্যাহতবানসি ।
 তস্যাং সর্ক্ষিণে সূরৈর্ধজ্ঞে ন ত্বাং যক্ষান্তি বৈ বিদ্মাঃ
 হত্বাহতিং ততঃ ক্রুর অপশ্র্যক্ষ্যন্তি কর্ষস্ব ।
 ইহৈব বংসস্তসি তথা দিবং হিত্বা যুগক্ষয়াং ॥ ৬৫

করেন এবং বসিষ্ঠাদি ঋষিগণও শাপাভিভূত
 হইবেন বলিয়াই বোধ হয় দক্ষ কর্তৃক কীর্তিত
 হইলেন । দেবী সতী পিতার এবম্বিধ বাক্যে
 একান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, তাত! আমি
 কায়মনোবাক্যে কখন হুইল কার্য্য করি নাই,
 তথাপি আপনি আমার এইরূপ অবজ্ঞা করি-
 লেন; অতএব আপনা হইতে উৎপন্ন এই
 দেহ আমি পরিভ্যাগ করিব। অনন্তর সতী
 অপমান জ্ঞাত্তিমাত্র হুংখিত হইয়াই মহেশ্বর
 উদ্দেশে প্রণামপূর্ব্বক পুনর্বার বলিতে লাগি-
 লেন, আমি পুনর্বার যেখানে ধর্ম্মচারিণী ও
 অজাতা হইয়া জন্ম লইব, সেখানেও যেন আমি
 ধর্ম্মানুসারে ত্র্যম্বকেরই ধর্ম্মপত্নী হইতে পারি।
 দেবী এই কথার পর সেইখানেই উপবেশন-
 পূর্ব্বক আশ্রা ও মনের সংযোগ করিয়া আশ্রয়ী
 ধারণা করিলেন। তাঁহার সর্ষাক্ষ হইতে নির্গত
 অগ্নি আশ্রোথিত বায়ুবেলে চালিত হইয়া
 দেহকে তস্মীভূত করিল। অনন্তর মহাদেব
 শূলপাণি সতীদেবীর নিধনলংঘন বিশেষরূপে
 আদিষ্টা দক্ষ ও ঋষিগণের প্রতি অতীব ক্রুদ্ধ

হইয়া উঠিলেন এবং বলিলেন, দক্ষ আমারই
 জন্ত সতীর অবমাননা করিল, এবং অপর কন্যা-
 গণকে ও তাহাদিগের স্বামীদিগকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া
 কীর্তন করিল; এজন্ত ঐ সকল ঋষিরা মৃত্যু-
 মুখে পতিত হইবে এবং মদ্যের দ্বিতীয় যজ্ঞ-
 কালে ব্রাহ্মণগণ আহুতি অর্পণ করিলে পুনরায়
 অবোনিজ হইয়া উৎপন্ন হইবে। এইরূপে
 শঙ্কর ঋষিদিগকে অভিশপ্ত করত দক্ষের নিকট
 উপস্থিত হইয়া বলিলেন, যখন চান্দ্রব মন্ডরে
 চান্দ্রব নামক নৃপতি উৎপন্ন হইবেন, তৎকালে
 তুমি শাখিকন্যা মারিয়ার গর্ভে প্রাচীনবর্হিষের
 পুত্র হইয়া দক্ষ নামেই পুনরায় জন্মগ্রহণ
 করিবে। ৪৭—৬২। দক্ষ কহিলেন, তুর্ম্মতে!
 আমি সে জন্মেও তোমার ধর্ম্মার্থকামযুক্ত
 কর্ষসমূহে পুনঃপুনঃ বিশ্ব উৎপাদন করিব।
 আমার জন্ত তুমি ঋষিদিগকে অভিশাপ দিয়ছ,
 একারণ দ্বিজগণ তোমার সুরগণের সহিত যজ্ঞে
 যতন করিবে না। যক্ষাদি কর্ষসমূহে দ্বিজগণ
 আহুতি দিয়া জল নিক্ষেপ করিবে। যুগ-পর্ধ্যব-
 মান কালপর্যন্তও তোমার স্বর্গ পরিভ্যাগ করিয়া

রুদ্র উবাচ ।

সর্বেষামেব লোকানাং ভূলোকস্তানি কৃতাং ।

তস্মহং ধারয়াম্যেকো নিদেশাং পরমেশ্বিনঃ ॥ ৬৬

অস্তাং ক্রিভৌ ধৃত্য লোকাঃ সর্বে ঐতিষ্ঠি

শাখতাঃ ।

তানহং ধারয়ামিহ সত্যং ন ভবাজ্জয়া ॥ ৬৭

চাতুর্কর্ণ্যং হি দেবানাং তে চাপ্যেকত্র ভুঞ্জতে ।

নাহং তৈঃ সহ ভোক্তামি ততো দাত্ত্বি তে

পৃথক্ ।

ততো দেবৈঃ স তৈঃ সার্কিৎ নেদ্র্যতে পৃথগিচ্ছাতে

ততোহভিব্যাহতে দক্ষো রুদ্রেণামিততেজসা ।

স্বায়ত্ত্বীণ্ড তন্নং তাত্ত্বা সঞ্জাতো মনুজৈষিহ ॥

জাত্বা গৃহপতিং দক্ষো জ্ঞানানামীশ্বরং প্রভূম্ ।

সমস্তেনেহ যজ্ঞেন সোহযজদৈবতৈঃ সহ ॥ ৭০

অথ দেবী সত্যী য়া তু প্রাপ্তে বৈবস্বতেহস্তরে ।

মেনায়াং তামুমাং দেবীং জনয়ামাস শৈলগাট ॥ ৭১

স্যা তু দেবী সত্যী পূর্নং ততঃ পশ্চাহ্মাভবৎ ।

এই লোকে অবস্থান করিতে হইবে । রুদ্র

বলিলেন, যাবতীয় লোক মধ্যে ভূলোকই আমি

বলিয়া নির্দিষ্ট । আমি ব্রহ্মার আদেশেই ইহা

ধারণ করিয়া থাকি । এই পৃথিবীতে লোক

সকল আমাকর্তৃক ধৃত হইয়া নিত্যকাল অবস্থান

করে । ব্রহ্মার আদেশেই আমি তাহাদিগকে

ধারণ করি; কিন্তু তোমার আজ্ঞানুসারে আমি

চলি না । দেবগণ চতুর্কর্ণ একত্র হইয়া ভোজন

করেন, তাই আমি তাহাদিগের সহিত ভোজন

করি না; এ কারণে বিজগৎ আমার পৃথকরূপে

প্রদান করিয়া থাকেন এবং এই কারণেই

তাহাদিগের সহিত আমার একত্র পূজা না

হইয়া পৃথকভাবে হয় । অমিততেজা রুদ্রের

এই সকল কথা শুনিয়া দক্ষ স্বায়ত্ত্ব বসন্তর-

জাত শরীর পরিহার করত মাছুষকুলে জন্ম

লইলেন এবং প্রভু রুদ্রকে গৃহপতি ও ঐশ্বর-

রূপে বিদিত হইয়া যথাবিধি অহুষ্ঠানেন দেব-

গণসহ তাহার পূজা করিলেন । জনতর

বৈবস্বত মনুস্বরের প্রারম্ভকালে দেবী সত্যী

শৈলগাট হিমালয়ের ঠিকাসে মেনকাগটে

সহব্রতা তবত্যোষা ন তস্মা মুচ্যতে তবঃ ।

যাবদিক্রুতি সংহাতুং প্রতুর্মমন্তরেষিহ ॥ ৭২

মারীচং কণ্ঠপং দেবী যথা দিতিরমৃততা ।

সাধ্বী নারায়ণং শ্রীশ্চ মন্বন্তরং শচী যথা ।

বিষ্ণুং কীর্তী ক্রুচিঃ সূর্য্যং বশিষ্ঠকাপ্যরুদ্রতঃ ॥ ৭৩

নৈতান্ত বিজহত্যেতান ভর্তৃনু দেব্যঃ কথকন ।

আবর্তমানকল্পে পুনর্জায়ন্তি তৈঃ সহ ॥ ৭৪

এবং প্রোচেতম্ । দক্ষো অজ্ঞে বৈ চাক্ষুষেহস্তরে

প্রাচীনবর্ষিষঃ পৌত্রঃ পুত্রশ্চৈব প্রোচেতসঃ ॥ ৭৫

দশভ্যস্ত প্রোচেতোভ্যো মার্য্যাক পুনর্নৃপঃ ।

অজ্ঞে রুদ্রাভিশাপেন বিতীরেহম্মিতি ক্রতম্ ।

ভূয়ানবস্তু তে সর্ষে জজিবে বৈ মন্বন্তরঃ ।

আদ্যে ত্রেতাযুগে পূর্নং মনোর্ষৈবস্বতেহস্তরে ।

দেবস্ত মহতো যজ্ঞে বাক্ষণীং বিভ্রতন্তুসু ॥ ৭৭

ইতোষোহনুশয়োহহাদীন্তয়োর্জাত্যন্তরাগতঃ ।

প্রজাপতেস্ত দক্ষস্ত্র্যামকস্ত চ ধীমতঃ ॥ ৭৮

তস্মানানুশয়ঃ কার্য্যো বৈরিষিহ কদাচন ।

উমাদেবী নামে জন্মগ্রহণ করেন । সত্যী

উমা নামে জন্মান্তর লইলেও মহাদেব

ভবেরই সহধর্ম্মচারিণী হইয়াছিলেন । দিতি

দেবী মারীচ কণ্ঠপকে, সাধ্বী শ্রীনারায়ণকে,

শচী ইন্দ্রকে, কীর্তী বিষ্ণুকে, ক্রুচি সূর্যকে এবং

অরুদ্রতী যেমন বশিষ্ঠকে কখনও পরিত্যাগ

করেন না, এবং কম পরিবর্তন অনুসারে

জন্মান্তর গ্রহণকালেও যেমন তাহাদিগের সহিত

পর জন্মগ্রহণ করেন; সেইরূপ সত্যীও কখন

মহাদেব ভবকে পরিত্যাগ করেন না । এইরূপে

ষিটীয় চাক্ষুষ মন্বন্তরে দক্ষরাজ রুদ্রের অতি-

শাপে দশ প্রোচেতা হইতে মারিষ্যকর্তে প্রাচীন-

বর্ষিষের পৌত্র ও প্রোচেতার পুত্ররূপে প্রোচেতস

নামে জন্মিয়াছিলেন । আর পূর্কোক্ত ত্রৈ-

প্রভৃতি মূনিগণ বৈবস্বত মন্বন্তরের ত্রেতাযুগের

প্রারম্ভে বাক্ষণী শরীরবিশিষ্ট মহাদেবের যজ্ঞ-

স্থানে জন্মগ্রহণ করেন । এইরূপে প্রজাপতি

দক্ষ ও ধীমান ত্র্যমকের জন্মস্তর পর্যন্ত বিব-

ভাব ছিল; তৎপরে ত্রেতাযুগে পুত্রত

জাতান্তরগতস্তাপি ভাবিনস্ত শুভাশুভৈঃ ।
জন্তং ন মুকুতি খ্যাতিস্তত্র কার্যং বিজানতা ॥ ৭১ ॥
কথং উচুঃ ।

প্রাচ্যেতসস্ত নকশ্ত কথং বৈবস্বতেহন্তরে ।
বিনাশমগমং সূত হস্তমেধঃ প্রজাপতেঃ ॥ ৮০ ॥
দেব্যা মৃত্যুং কৃতং মহা ক্রুদ্ধং সর্কীয়কং প্রভুম্
কথং প্রাসাদদ্রবঃ স যজ্ঞঃ সাধিতঃ কথম্ ।
এতঃশ্রিতুমিচ্ছামস্তমো ক্রাহি যথা তথম্ ॥ ৮১ ॥
সূত উবাচ ।

পুরা মেরোর্বিজশ্রেষ্ঠাঃ শৃঙ্গং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্ ।
জ্যোতিষ্কং নাম সাবিত্রং সর্কীরত্ববিভূষিতম্ ॥ ৮২ ॥
অপ্রমেয়মনাধ্বাং সর্কীলোকনমস্কৃতম্ ।
তস্মিন্ দেবো গিরিশ্রেষ্ঠে সর্কীধাতুবিভূষিতে ॥ ৮৩ ॥
পর্ধ্যাক ইব বিভ্রাজন্ন পবিত্রে। বভূব হ ।
শৈলরাজসূতা চাত্ৰ নিত্যং পার্শ্বস্থিতাবতং ।
আদিত্যাচ্ মহাস্ত্রানো বসবচ্চামির্ভোজসঃ ॥ ৮৪ ॥
ওঐব চ মহাস্ত্রানাবশ্বিনো ভিষজাং বরো ।

কখনই করা উচিত নহে ; কেননা শুভাশুভ
অনুসারে জন্মান্তর পরিবর্তিত হইলেও খ্যাতি
তাহাকে পরিচ্যোগ করে না; একারণ বিজ্ঞ ব্যক্তি
কখনও স্থায়িক্রমে শত্রুতাচরণ করিবেন না ।
কথিগণ বলিলেন, সূত! বৈবস্বত মনস্তরে
প্রজাপতি প্রাচ্যেতস নকশের অশ্বমেধ যজ্ঞ
কিরূপে বিধিস্ত হইয়াছিল এবং সতীদেবীর
মৃত্যু ঘটনা বিদিত হইয়া সর্কীয়া ক প্রভু রুদ্র-
দেব ক্রুদ্ধ হইলে নক কিরূপ যজ্ঞানুষ্ঠান করত
তাহাকে প্রশম করেন, তৎসমস্ত জাতিতে
বাসনা হইয়াছে, যথাযথরূপে বর্ণন করুন ।
৬০—৮১ । সূত বলিলেন, হে বিজ্ঞশ্রেষ্ঠগণ!
পুরাকালে সূমেরু পর্বতের সাবিত্র নামে
একটি ত্রিলোকবিখ্যাত, সর্কীরত্ব-বিভূষিত,
জ্যোতির্শ্রয়, অজ্ঞেয়, অগম্য ও সর্কীলোক-
বন্দিত শৃঙ্গ ছিল। একদা মহাদেব পর্ধ্যাকের
স্ত্রায় সেই সর্কীধাতুবিভূষিত গিরিশ্রেষ্ঠের শৃঙ্গ-
দেশে উপবেশন করিয়াছিলেন। তখন তাহার
পার্শ্বদেশে দেবী পার্শ্বতী, মহাস্ত্রা আদিত্যগণ,
অমিত্যেজা বসুসমূহ, চিবিংসকপ্রবর মহাস্ত্রা

তথা বৈশ্রবণো রাজা গুহকৈঃ পরিবারিতঃ ।
যক্ষাণামীশ্বরঃ শ্রীমান্ কৈলাসনিগমঃ প্রভুঃ ॥ ৮৫ ॥
উপাসতে মহাস্ত্রানমুশনাচ্ মহামুনিঃ ।
সনৎকুম রত্নমুখ্যন্তে চৈব পরমর্ষয়ঃ ॥ ৮৬ ॥
অঙ্গিরঃপ্রমুখাট্চৈব তথা দেবর্ষয়োহপরে ।
বিশ্বাবসুচ্চ গন্ধর্কস্তুথা নারদপর্বতৌ ॥ ৮৭ ॥
অঙ্গরোগণসজ্জাচ্চ সমাজগ্ন্য রনেকশঃ ।
ববৌ শিবঃ সুখো বায়ুর্নানাগন্ধবহঃ শুচিঃ ॥ ৮৮ ॥
সর্কীর্ভুকুহুমোপেতাঃ পুষ্পবস্ত্রো ক্রমাস্তথা ।
তথা বিনাধ্যধরাট্চৈব সিদ্ধাট্চৈব তপোধনাঃ ।
মহাদেবং পশুপতিং পর্ধ্যুপাসতি তত্র বৈ ॥ ৮৯ ॥
ভূতানি চ তথাত্মানি নানারূপধরাণ্যথ ॥ ৯০ ॥
রাক্ষসাচ্চ মহারোদ্রাঃ পিশাচাচ্চ মহাবলাঃ ।
বহুরুপধরা ছষ্টা নানাপ্রহরণোদ্যতাঃ ।
দেবস্তানুচরাস্তত্র তনুর্বৈবানরোপমাঃ ॥ ৯১ ॥
নন্দীশ্বরচ্চ ভগবান্ দেবস্তানুমেতে স্থিতঃ ।
প্রগৃহ্য জগিতং শূলং দীপ্যমানং স্বতেজসা ॥ ৯২ ॥
গন্ধা চ স্রিতাং শ্রেষ্ঠা সর্কীর্ভুর্জলোদ্ভবা ।
পর্ধ্যুপাসত তং দেবরূপিনী বিজসন্তমাঃ ॥ ৯৩ ॥
এবং স ভগবাৎস্তত্র দীপ্যমানঃ সুরবীভিঃ ।
দেবৈশ্চ সূমহাতীগৈর্গৃহান্দেবো ব্যবস্থিতঃ ॥ ৯৪ ॥

অশ্বিনীকুমারদ্বয়, গুহকগণ-পরিবৃত রাজা
বৈশ্রবণ, মহামুনি উশনা, সনৎকুমারাদি কথি-
গণ, অঙ্গরা প্রভৃতি দেবর্ষি সকল, বিশ্বাবসু
গন্ধর্ক, দেবর্ষি নারদ ও পর্বত উপবিষ্ট হইয়া
মহাদেবের উপাসনা করিতেছিলেন। এতদ্ভিন্ন
বহুসংখ্যক অঙ্গরোগণও সেখানে উপস্থিত
ছিলেন; পবিত্র মুহুবায়া চারিদিকে মৌরত
বিস্তার করিতেছিল; রুক্সকল ঋতুকালীন
পুষ্প প্রসব করিতেছিল এবং চতুর্দিকে বিন্যা-
ধর, সিদ্ধ, তপস্বী, নানারূপধারী ভূতগণ,
ভয়ঙ্কর রাক্ষসেরা, মহাবলশালী বহুরুপধর
বিবিধ অস্ত্রধারী পিশাচগণ, অগ্নিপ্রতিম মহা-
দেবের অনুচরগণ, ভগবান্ নন্দীশ্বর ও নন্দী-
শ্রেষ্ঠা সর্কীর্ভুর্জলোৎপন্ন দেবরূপিনী গন্ধা
মহাদেব পশুপতির ত্বব করিতেছিলেন। এই
রূপে ভগবান্ মহাদেব, দেবর্ষি প্রভৃতি মহাস্ত্রা

পুরা হিমবতঃ পৃষ্ঠে দক্ষো বৈ যজ্ঞমারভত ।
 গঙ্গাধারে শুভে দেশে ঋষিসিদ্ধির্নিষেধিতে ॥ ১৫
 ততস্তত্র মথৈ দেবাঃ শতক্রতুপূরোগমাঃ ।
 গমনায় সমাগম্য বুদ্ধিরাপেদিরে তদা ॥ ১৬
 সৈবিস্মাটৈর্মহাত্মানো জ্ঞানভির্জলনপ্রভাঃ ।
 দেবস্তানুযতেহগচ্ছনু গঙ্গাধার ইতি ক্রতিঃ ॥ ১৭
 গন্ধর্বাশ্রমসাকোর্বৎ নানাজয়লতারুতম্ ।
 ঋষিসজ্জৈঃ পরিবৃতং দক্ষং ধর্ম্মভূতং বরম্ ॥ ১৮
 পৃথিব্যামন্তরীক্ষে বা যে চ সর্বলোকবাসিনঃ ।
 সর্ক্সে প্রাজ্ঞসম্বো ভূত্যা উপত্যুঃ প্রজাপতিম্ ॥ ১৯
 আনিত্যা বনবো রুদ্রাঃ সাধাঃ সহ মরুদগণৈঃ ।
 জিহ্মনা সহিতাঃ সর্ক্সে আগতা যজ্ঞভাগিনঃ ॥ ২০
 উগ্রপাঃ সোমপাশ্চৈব আজ্যপা ধূমপাস্তথা ।
 অশ্বিনৌ পিতরশ্চৈব আগতা ব্রহ্মণা সহ ॥ ২১
 এতে চাশ্তে চ বহবো ভূতগ্রামান্তথৈব চ ।
 জরায়ুপ্রাণ্ডাশ্চৈব শ্বেনজ্যোতিজ্যকান্তথা ॥ ২২
 আতুতা মন্ততঃ সর্ক্সে দেবাশ্চ সহ পত্তিভিঃ ।
 বিরাজন্তে বিমানস্থা দীপ্যমানা ইবাঘ্নয়ঃ ॥ ২৩
 তান্ দৃষ্ট্বা মনুষ্যমাবিষ্টৌ দধীচৌ বাক্যমব্রবীৎ ।

গণে পরিবৃত হইয়া অবস্থিত ছিলেন। এই সময়ে দক্ষ হিমালয়স্থিত গঙ্গাধারনামধের ঋষি-
 সিদ্ধ-পরিবৃত মঙ্গলময় স্থানে যজ্ঞ আরম্ভ
 করিলেন। ৮২—১৫। এই যজ্ঞে ইন্দ্রাদি দেব
 সকল উপস্থিত হইতে অভিলাষ করিয়া স্ব স্ব
 উজ্জ্বলতম বিমানে আরোহণ করত গঙ্গাধারে
 দক্ষসমীপে আগমন করিলেন। এইরূপে
 ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ দক্ষ ক্রমশঃ গন্ধর্ব্ব, অশ্রমা, বিবিধ
 বৃক্ষ, লতা ও ঋষিগণে পরিবৃত হইয়া উঠিলেন।
 তখন পৃথিবী, অন্তরীক ও স্বর্গলোকবাসীগণ
 সকলেই কৃতজ্ঞ হইয়া প্রজাপতির উপাসনা
 করিতে লাগিলেন। যজ্ঞস্থলে আনিতাগণ, বহু-
 গণ, রুদ্রগণ, সাধাগণ, বায়ুগণ, জিহ্ম, উগ্রপাদী,
 সোমপাদী, আজ্যপাদী, ধূমপাদী, অশ্বিনীকুমার-
 গণ, পিতৃগণ এবং অন্যান্য বহুবিধ জরায়ুজ,
 অণ্ডজ, শ্বেনজ, উজ্জ্বল প্রভৃতি যজ্ঞভাগীগণ
 সকলেই উপস্থিত হইলেন; সপ্তাহিক দেবগণ
 মন্তাহত হইয়া বিমান উপরেই প্রদীপ্ত অগ্নিবৎ

অপূজ্যপূজনে চৈব পূজ্যানাং চাপ্যপূজনে ।
 নরঃ পাপমবাপ্নোতি মহতৈ নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১০৪
 এবমুক্তা তু বিশ্বাঃ পুনর্দক্ষমভাষত ।
 পূজাস্ত পত্তত্তর্য্যং কস্মিন্নাস্থ্যগ্নে প্রভূম্ ॥ ১০৫
 দক্ষ উবাচ ।
 স্তি মে বহবো রুদ্রাঃ শূলহস্তাঃ কপর্দিনঃ ।
 একাদশাবস্থাগতা নাত্রং বেদী মহেশ্বরম্ ॥ ১০৬
 দধীচ উবাচ ।
 সর্ক্সে নিমন্ত্রিতঃ দেবা যেন ঐশো নিমন্ত্রিতঃ ।
 যথাহং শকরাধ্বজং নাত্রং পশ্যামি দৈবতম্ ।
 তথা দক্ষস্ত বিপুলো যস্তোহহং ন ভবিষ্যতি ॥ ১০৭
 দক্ষ উবাচ ।
 এতমুখে শূর সুবর্ণপাঙ্গে
 হবিঃ সমস্তং বিধিমন্তপুতম্ ।
 বিষ্ণোর্নয়াম্যপ্রতিমস্ত সর্ক্সং
 প্রভোবিভো হাহবনৌ নিত্যম্ ॥ ১০৮
 গতান্ত দেবতা জ্যোতা শৈলরাজসুতা তদা ।

শোভা পাইতে লাগিলেন। এই সমস্ত দেবিয়া
 দধীচ ঋষি ক্রুদ্ধচিত্তে কাহিলেন, অপূজ্যগণের
 পূজা করিলে এবং পূজ্যগণের পূজা না করিলে,
 নিরতিশয় পাপভাগী হইতে হয়, সন্দেহ নাই।
 এই কথার পর পুনরায় তিনি দক্ষকে সম্বোধিয়া
 বলিলেন, পূজনীয় পত্তপতি প্রভূকে কি জন্য
 আহ্বান করা হয় নাই? ১০৬—১০৫। দক্ষ
 বলিলেন, একাদশ অবস্থাপ্রাপ্ত, শূলপাণি ও
 কপর্দী রুদ্র আমার অনেক রহিয়াছে। আমি
 এ সকল ভিন্ন অন্য মহেশ্বর জানি না। দধীচ
 বলিলেন, এই যজ্ঞে সমুদায় দেবগণই নিম-
 ন্ত্রিত হইয়াছেন, কিন্তু মহেশ্বরকে নিমন্ত্রণ করা
 হয় নাই। আমি অন্য কোন দেবতাকেই
 মহেশ্বরের উপরিতন বলিয়া মনে করি না;
 সুতরাং তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করা হয় নাই বলিয়া
 আপনায় এই বিপুল যজ্ঞ সিদ্ধ হইবে না।
 দক্ষ বলিলেন, এই যজ্ঞে অপ্রতিম দেব বিষ্ণুর
 উদ্দেশে এই যজ্ঞীয় মন্তপুত হবিঃ সুবর্ণপাঙ্গে
 প্রতিনিয়ত প্রদত্ত হইতেছে। এদিকে সাধ্বী
 শৈলরাজমণিনী সমুদায় দেবগণকে যজ্ঞস্থলে

উবাচ বচনং সাধ্বী দেবং পশুপতিং তদা ॥ ১০৯
উমোবাচ ।

ভগবন্ ক গতা হেতে দেবাঃ শক্রেপুরোগমাঃ ।
ক্রুহি তত্ত্বেন তত্ত্বজ্ঞ সংশ্লোমে মহানয়ম্ ॥ ১১০
মহেশ্বর উবাচ ।

দক্ষো নাম মহাভাগঃ প্রজানাং পতিরুত্তমঃ ।
হয়মেধেন যজ্ঞতে তত্র যান্তি দিবৌ দৃশঃ ॥ ১১১
দেবুবাচ । •

যজ্ঞমেতৎ মহাভাগ কিমর্থং ন গতোহসি বৈ ।
কেন বা প্রতিবেধেন গমনং প্রতিষিধ্যতে ॥ ১১২
মহেশ্বর উবাচ ।

সূরৈরেব মহাভাগে সৰ্ব্বমেতদনুষ্ঠিতম্ ।
যজ্ঞেষু মম সৰ্ব্বেষু ন ভাগ উপকল্পিতঃ ॥ ১১৩
পূৰ্ব্বোপায়োপপন্নেন মার্গেণ বরবর্ণিনি ।
ন মে সূর্যঃ প্রযচ্ছন্তি ভাগং যজ্ঞস্ত ধৰ্ম্মতঃ ॥ ১১৪
দেবুবাচ ।

ভগবন্ সৰ্ব্বদেবেষু প্রভাবানবিকো গুণৈঃ ।
অজ্ঞেয়শ্চাপ্যধ্যাস্ত তেজসা যশসা ভ্রিয়া ॥ ১১৫
অনেন তু মহাভাগ প্রতিবেধেন নামতঃ ।

গমন করিতে দেখিয়া, দেব পশুপতিকে
জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! এই ইন্দ্রাদি
দেবগণ কোথায় গমন করিতেছেন, তাহা যথার্থ
প্রকাশ করিয়া আমার এই মহৎ সংশয় নিবা-
রণ করুন। মহেশ্বর বলিলেন, মহাভাগ প্রজা-
পতি দক্ষ অৰ্থমেধ যজ্ঞ করিতেছেন, দেবগণ
সেই স্থানেই যাইতেছেন। দেবী বলিলেন
মহাভাগ! আপনি কেন এই যজ্ঞে গমন
করিলেন না? কোন বিঘ্ন জন্য আপনার যজ্ঞ-
গমন নিষিদ্ধ হইয়াছে? মহেশ্বর প্রত্যুত্তরে
বলিলেন, মহাভাগে। দেবগণ এইরূপ নিয়ম
করিয়াছেন যে, কোন যজ্ঞেই আমাকে আর
ভাগ প্রদত্ত হইবে না। বরবর্ণিনি! পূৰ্ণ-
কালীন ষটনা বশতই দেবগণ আমার যজ্ঞভাগ
নিষিদ্ধ করিয়াছেন। দেবী পুনর্বার বলিলেন,
ভগবন্! নিখিল দেবগণমধ্যে আপনিই গুণে
ও শ্রীতবে সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ, এবং তেজঃ, যশঃ ও
সম্পত্তি বলে অজ্ঞেয় ও অধ্যায়; কিন্তু অন্য!

অতীবহুঃখমাপন্নং বেপথুশ্চ মমানষ ॥ ১১৬
কিং নাম দানং নিয়মত্বপো বা
বুধ্যামহং যেন পতিৰ্ম্মদ্য।
লভেত ভাগং ভগবানচিন্ত্য।
যজ্ঞস্ত চার্কিমথ বা তৃতীয়ম্ ॥ ১১৭
এবং ক্রবাণাং ভগবানচিন্ত্যঃ
পত্নীং ব্রহ্মষ্টঃ স্তুভিতামুবাচ ।
ন বেৎসি দেবেশি কৃশোদরাদ্ধি
কিং নাম যুক্তং বচনং তবেদম্ ॥ ১১৮
অহং হি জ্ঞানামি বিশাগনেত্রে
ধ্যানেন সৰ্ব্বং হি বদন্তি সত্যঃ ।
নবাধ্য মোহেন মহেন্দ্রদেবো
লোকত্রয়ং সৰ্ব্বথা সম্প্রমুচম্ ॥ ১১৯
সামধ্বরে সাম শাংসিতারঃ স্তবন্তি
রথন্তরে সাম গাধন্তি গেষম্ ।
মা ব্রাহ্মণা ব্রহ্মসম্রে যজ্ঞতে
মঃপর্য্যবঃ কল্পন্তে চ ভাগম্ ॥ ১২০ ॥

আপনার এইরূপ যজ্ঞভাগ নিষিদ্ধ হইয়াছে এ
সংবাদে আমার নিতান্ত দুঃখিত হইতে হইল;
এবং এই জন্য আমার সৰ্ব্বশরীরে কম্প
উপস্থিত হইয়াছে। ১০৬—১১৬। অন্য আমি
এমন কি দান, নিয়ম বা উপস্তার অনুষ্ঠান
করিব, যাহাতে আমার অচিন্তনীয় ভগবান্ স্বামী
যজ্ঞের অৰ্কভাগ বা তৃতীয়ভাগ লাভ করিতে
পারেন। দুঃখিতহৃদয়্য দেবীর এইরূপ কথা
শুনিয়া অচিন্তনীয় ভগবান্ মহেশ্বর হৃষ্টচিত্তে
কাহাকে কহিলেন, অগ্নি দেবেশ্বর! কৃশোদরি!
তুমি কি কিছুই জান না। সমুদয় অবগত
হইয়াও তোমার এইরূপ বাক্য কখনই যুক্তি-
সম্মত নহে। হে বিশলনয়নে! আমি ধ্যানযোগে
সমস্ত অবগত হইয়াছি। সাধুগণ বলিতেছেন,
অন্য কেবল মহেন্দ্রদেব মুক্ত নহেন, যাবতীয়
ত্রিলোকই মোহ প্রাপ্ত হইয়াছে। ব্রাহ্মণেরা
ব্রহ্মযজ্ঞে আমার পূজা এবং যাজ্ঞিকেরা আমার
যজ্ঞভাগ কল্পনা না করিলেও, শ্রাবকগণ যজ্ঞ-
স্থলে আমারই স্তব করিয়া থাকে, এবং সাম-

দেবুবাচ ।

অশ্রাকৃতোহপি ভগবান্ সৰ্ব্বমীজনসংসঙ্গি ।
স্তোতি গোপায়তে বাপি স্বমাস্ত্রাননং ন সংশয়ঃ ॥

ভগবানুবাচ ।

নাস্ত্রানং স্তোমি দেবেশি পশু ভূমুপগচ্ছ চ ।
যং স্রক্ষ্যামি বরারোহে ভাগার্থং বরবর্ণিনি ॥১২২
এবমুক্তা তু ভগবান্ পত্নীং প্রাপৈবপি প্রিয়াম্ ।
সোহস্রজন্তগবান্ বক্তাদ্ভূতং ক্রোধাগ্নিসমিভম্ ॥
সহস্রশীর্ষং দেবকং সহস্রচরণক্ষেপম্ ।
সহস্রমুকারধরং সহস্রশরপাণিনম্ ॥ ১২৪
শতচক্রগদাপাণি পৌণ্ড্রকাম্মু কথারিপম্ ।
পরশসিধরং দেবং মহারোজং ভয়াবহম্ ॥ ১২৫
ষোরুপেণ দীপ্যন্তং চন্দ্রাঙ্কিতভূষণম্ ।
বসনং চর্ম্ম বৈয়াজ্রং মহারুধিরনিস্রবম্ ॥ ১২৬
দংষ্ট্রাকরালং বিভ্রান্তং মহাবক্রং মহোদরম্ ।
বিদ্যাচ্ছিন্নং প্রলম্বোষ্ঠং লম্বকর্ণং ভ্রাসদম্ ॥১২৭
কুলিশোদ্যোতিতকরস্তাতিজ্জলিতমূৰ্দ্ধজম্ ।

বেদে আমারই গান গীত হইয়া থাকে । দেবী বলিলেন, ভগবান্ শ্রাকৃত না হইলেও স্ত্রীজন-সন্নিধানেনো আত্মগোপন করিতেছেন । ভগবান্ উত্তরে বলিলেন,—না দেবেশ্বরী ! আমি আত্মপ্রশংসা করি নাই । হে বরবর্ণিনি ! আমি আমার যজ্ঞভাগ পাইবার জন্য বাহার সৃষ্টি করিতেছি, তুমি মৎসমীপে অবস্থিত হইয়া তাহাকে দর্শন কর । মহেশ্বর প্রাণাধিকা পত্নীর সমীপে এই কথা কহিয়া স্বীয় মুখদেশ হইতে ক্রোধাগ্নিপ্রতিম এক অদ্ভুত ভূতের সৃষ্টি করিলেন । এই ভূতের সহস্র মস্তক, সহস্র চরণ, সহস্র চক্ষু এবং ইহার হস্তে সহস্র মুকার, সহস্র শর এবং শত, চক্র, গদা, প্রদীপ্ত ধনু, কুঠার ও অসি । সে ভূত দেখিতে অতি প্রচণ্ড, ভয়ঙ্কররূপে দীপ্যমান ; লগাটে অর্দ্ধচন্দ্র ভূষণ, পরিধান রুধিরস্রাবী ব্যাজ্রচর্ম্ম । করাল দন্ত, বৃহৎ মুখ, দীর্ঘ উদর, বিহ্বাতঃ শ্রাব্য গ্রিহ্মা, ওষ্ঠ ও কর্ণ লম্বিত ; হস্তরাং মূর্ত্তি অতি ভীতিপ্রদ এবং অসম্যা । ১১৭—১২৭ । ঐ

জালামালাপরিকল্পং মুক্তাদামবিভূষিতম্ ॥ ১২৮
তেজসা চৈব দীপ্যন্তং যুগান্তমিব পাবনম্ ॥
আকর্ণদারিতান্ত্রান্তং চতুর্দিক্ ভয়ানকম্ ॥ ১২৯
মহাবলং মহাতেজং মহাপুরুষমীশ্বরম্ ।
বিশ্বহর্তৃমহাকাশং মহাশ্রোত্রোদগমম্ ॥
যুগপচ্চন্দ্রশতবদ্যোপ্যন্তং মম্বধাঘিবং ॥ ১৩০
চতুর্মহাস্তং সিততীক্ষ্ণদংষ্ট্রং
মহোত্তরোজ্জ্বলকৌতুকাঢ্যম্ ।
যুগান্তস্বর্ঘ্যাগ্নিসহস্রভাসং
সহস্রচন্দ্রামলকান্তিকাস্তম্ ॥
প্রদীপ্তসকৌষধিমন্দরাতং
হুমেক্ষকৈলাসহিমাদিতুল্যম্ ॥ ১৩১
যুগাকীভং মহাবীর্ঘং চাক্রনাসং মহাননম্ ।
প্রচণ্ডগণ্ডং দীপ্তাক্ষমগ্নিজালাবিলাননম্ ॥ ১৩২
মৃগেন্দ্রকৃতিবসনং মহাভূষণবেষ্টিতম্ ।
উক্ষীষিৎ চন্দ্রধরং কচিৎপ্রং কচিৎসমম্ ॥ ১৩৩

ভূতের হস্তস্থিত বজ্রকিরণে কেশরাশি উজ্জ্বল হইয়াছে, চারিদিকে জালামালা বিকল্পিত হইতেছে, কর্ণদেশ মুক্তামালায় মণ্ডিত, প্রলয়-কালীন অনলের জ্বায়া সর্কশরীর তেজোব্যাগ, মুখবিবর আকর্ণ বিস্তৃত ; হস্তরাং সর্কপ্রকারে ভীতিপ্রকাশক । আরও এই মূর্ত্তি মহাবল-সম্পন্ন, মহাতেজস্বী, ঈশ্বরপ্রতিম মহাপুরুষ বিশ্বহস্তার জ্বায়া বিপুলদেহ, বিশাল বটবৃক্ষবৎ বিস্তৃত, এককালে শত চন্দ্রতুল্য দীপ্তযুক্ত ও কাম্যগ্নিসদৃশ । ইহার চারিটি বিশাল মূখ, দন্তসকল ভদ্র ও তীক্ষ্ণ, সর্কশরীর উগ্রতেজঃ, বন ও কৌতুকবাজক, অঙ্গদীপ্তি যুগান্তকালের সহস্র-স্বর্ঘ্য ও সহস্র অগ্নিতুল্য, অঙ্গান্তি সহস্র চন্দ্রবৎ নির্মল এবং সর্কশরীর প্রদীপ্ত ওষধি-গণদংযুক্ত মন্দর, হুমেক্ষ, কৈলাস ও হিমালয়-সদৃশ । যুগান্তকালের স্বর্ঘ্যসম এই মূর্ত্তি মহাবীর্ঘশালী ; হৃন্দর নাসিকা, বৃহৎ বদন, প্রচণ্ড গণ্ড ও প্রদীপ্ত চক্ষুবিশিষ্ট ; ইহার মুখবিবর হইতে অগ্নিশিখা সকল নির্গত হইতেছে এবং পরিধানে সিংহচর্ম্ম ও সর্কশ মহাসর্পে পরিবেষ্টিত । মস্তকে উক্ষীষ, ললাটে চন্দ্র,

নানাকুহুমমূৰ্দ্ধানং নানাগন্ধানুলেপনম্ ।
 নানারত্নবিচিত্রাং নানাতরুভূষিতম্ ॥১৩৪
 কর্ণিকারশ্রবণং দীপ্তং ক্রোধাদুদ্ভাস্তলোচনম্ ।
 কচিন্ ত্যতি চিত্রাঙ্গং কচিৎকচিৎ সুস্বরম্ ॥ ১৩৫
 কচিদ্ধ্যায়তি যুক্তাস্ত্রা কচিৎ স্কুলং প্রমার্জ্জতি ।
 কচিৎগাগতি বিশ্বাস্ত্রা কচিদ্রোতি মুত্তম্ভূষঃ ।
 জ্ঞানং বৈরাগ্যমৈশ্বর্যং তপঃ সত্যং ধৃতিঃ ক্ষমা ।
 প্রভুত্বমাস্ত্রসম্বোধো হৃদিষ্ঠানন্তু বৈদ্যুতঃ ॥ ১৩৭
 আনুভ্যামবনিং গতা প্রপতঃ প্রাজ্জলিঃ স্থিতঃ ।
 আজ্ঞাপয় ত্বং দেবেশ কিং কার্যং করবাণি তে ॥
 তুম্বাচাক্ষিপ মখং দক্ষস্নেহ মহেশ্বরঃ ।
 দেবস্তানুমতিং শ্রুত্বা বীরভদ্রো মহাবলঃ ।
 প্রংম্য শিরসা পাদৌ দেবেশস্ত উমাপতে ॥১৩৯
 ততো বন্ধাং প্রমুক্তেন সিংহেনেবেহ লীলয়া ।

সুত্তর্যং কখন উগ্রমূৰ্ধি, কখন বা শান্তমূৰ্ধি
 বলিয়া বোধ হইতে লাগিল । শিরোদেশে নানা-
 বিধ কুহুম ভূষণ ; অঙ্গে বিবিধ অনুলেপন,
 নানাপ্রকার রত্ন ও বহুবিধ আভরণ শোভমান ।
 এতদ্ভিন্ন কর্ণদেশে কর্ণিকার কুহুমের মালা
 শোভা পাইতেছে, এবং লোচনসকল ক্রোধে
 ঘূর্ণিত হইতেছে । এই মূৰ্ত্তি আবির্ভূত হইবা
 মাত্রই কখন নৃত্য, কখন সুস্বরে বাক্য বিজ্ঞাস,
 কখন যুক্তাস্ত্রা হইয়া ধ্যান, কখন স্কুল মূৰ্ত্তি
 পরিহার, কখন সঙ্গীত ও কখন বা বারম্বার
 রোদন করিতে লাগিল । অনন্তর জ্ঞান,
 বৈরাগ্য, ক্রিয়, তপঃ, সত্য, ক্ষমা, ধৈর্য,
 প্রভুত্ব ও আস্ত্রজ্ঞান এবং বাবতীর অধিষ্ঠান
 গুণসম্পন্ন এই বীরভদ্র ভূমিতলে জানু
 স্থাপনান্তে কৃতাজ্জলি করে প্রণাম করিয়া
 মহেশ্বরকে বলিলেন, হে দেবেশ্বর ! আজ্ঞা
 করুন, আমি কোন কার্য সমাধা করিব ?
 ১২৮—১৩৮ । মহেশ্বর তাহাকে এইরূপ অনু-
 মতি দিলেন যে, 'তুমি দক্ষস্নেহ ধ্বংস কর'
 মহাবল বীরভদ্র মহাদেবের এই আদেশ প্রাপ্ত
 হইয়া তাঁহার পদতলে মস্তকপাতপূৰ্ব্বক প্রণাম
 করিলেন এবং ত্রিযজ্ঞই দেবীর ক্রোধ-কারণ

দেব্য। মন্যকৃতং মত্বা হতো দক্ষস্ত স ক্রতুঃ ॥
 মন্যনা চ মহাভীমা ভদ্রকালী মহেশ্বরী ।
 আশ্রয়ঃ সৰ্ব্বসাক্ষিতে তেন সাক্ষিঃ সহানুগা ॥১৪১
 স এব ভগবান্ ক্রুদ্ধঃ প্রোভাসকৃতালয়ঃ ।
 বীরভদ্র ইতি খ্যাতে দেব্য। মন্যপ্রমার্জকঃ ॥১৪২
 সোহস্বজ্জদ্রোমকূপেভ্যো রৌদ্রানাম গণেশ্বরান্ ।
 রুদ্রানুগা মহাবীৰ্যা রুদ্রবীৰ্য্যপরাক্রমাঃ ॥ ১৪৩
 রুদ্রস্তানুচরঃ সৰ্বে সৰ্বে রুদ্রসমধভাঃ ॥ ১৪৪
 ততঃ কিলকিলাশন্ধ আকাশং পুরয়ন্নিব ।
 তেন শব্দেন মহতা ত্রস্তাঃ সৰ্বে দিবৌকসঃ ॥১৪৫
 পর্ততাশ্চ ব্যানীৰ্য্যস্ত কম্পতে চ বহুক্ষরা ।
 মেরুশ্চ ঘূর্ণতে বিপ্রাঃ স্তুভ্যন্তে বরুণালয়াঃ ॥১৪৬
 অগ্নয়ে নৈব দীপ্যন্তে ন চ দীপ্যতি ভাস্করঃ ।
 গ্রহা নৈব প্রকাশন্তে নক্ষত্রাণি ন তারকাঃ ॥১৪৭
 ঋষা নাভ্যভাবন্ত ন দেবা ন চ দানবাঃ ।
 এবং হি তিমিবরীভূতং নির্দহন্তি বিমানিতাঃ ॥

অবগত হইয়া, তৎক্ষণাৎ বন্ধনমুক্ত সিংহের
 গ্রায় অবলীলাক্রমে বজ্র ধ্বংস করিবার জ্ঞপ্ত
 বজ্রস্বগে গমন করিলেন । মহেশ্বরীও সমস্ত
 ঘটনা-স্বয়ং স্বচক্ষে দেখিবার জ্ঞপ্ত ক্রোধভরে
 ভয়ঙ্কর ভদ্রকালীমূৰ্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহার
 অনুগমন করিলেন । মহেশ্বরীর ক্রোধমার্জন-
 কারী, প্রোভালয়বাসী ভগবান্ বীরভদ্র ক্রুদ্ধ
 হইয়া তখন স্বীয় রোমকূপ হইতে রৌদ্রনামক
 গণেশ্বরদিগকে উৎপাদিত করিতে লাগিলেন ।
 তাহার সকলেই মহাবীৰ্য্যসম্পন্ন, রুদ্রানুগত,
 রুদ্রবীৰ্য্যে বলীয়ান, রুদ্রের অনুচর ও রুদ্রতুল্য
 প্রভাশালী । এইরূপ শত সহস্র রৌদ্রগণ
 উৎপন্ন হইবামাত্র কিল কিল শব্দে আকাশ-
 দেশ পূর্ণ করিয়া তুলিল ; স্বর্গবাসীরা সেই
 মহাশব্দে ত্রস্ত ও ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন ।
 গিরি সকল বিলীর্ণ হইল, মেদিনী কাপিতে
 লাগিল, সুরমের ঘূর্ণিত হইল, বরুণলোকবাসীরা
 হুঙ্কার হইয়া উঠিল, অগ্নিগণ ও সূর্য্যদেব স্বীয়
 দীপ্তিজাল পরিত্যাগ করিলেন ; গ্রহ, নক্ষত্র ও
 তারকাগণ আর প্রকাশিত হইতে পারিল না,
 এবং ঋষি, দেবতা ও দানব, সকলেই মৌন

সিংহনাদং প্রমুখস্তে যোররূপা মহাবলঃ ।
 প্রভক্ত্যন্ত পরে যোরা যূপানুংপাটয়ন্তি চ ॥ ১৫১
 প্রমদন্তি তথা চাত্রে বিনুত্যন্তি তথাপরে ।
 আধাবন্তি প্রধাবন্তি বায়ুবেগা মনোজবাঃ ॥ ১৫২
 চূর্ণস্তে বজ্রপাতাশি যাগস্তায়তনানি চ ।
 সৌখ্যমাণানি দৃষ্টান্তে তারা ইব নভস্তলাং ॥ ১৫৩
 দিব্যান্নপানভক্ষ্যাণাং রাশয়ঃ পৰ্শ্বতোপমঃ ।
 কীরনদ্যন্তথা চাত্ৰা দূতপায়সকৰ্দমাঃ ।
 মধুমণ্ডোলকা দিব্যাঃ খণ্ডশৰ্করবালুকাঃ ॥ ১৫৪
 যদ্রসান্নবহন্ত্যাতা শুভ্রলুপা মনোরমাঃ ।
 উচ্চাষটানি মাংসানি ভক্ষ্যাশি বিবিধানি চ ॥ ১৫৫
 যানি কানি চ দিব্যানি লেছকোষাং তথাপরে ।
 তুণ্ডতে বিবিধৈর্বৈক্ৰৈর্বিদ্যুৎস্তি চ সৰ্কশঃ ।
 ক্রৌড়ন্তি বিবিধাকারান্তিকিপুঃ সুরযোষিতঃ ॥ ১৫৬
 রুদ্রকোপপ্রযুক্তাস্ত সৰ্কদেবৈঃ সুরাক্তম্ ॥

তং যজ্ঞমহনন্ শীঘ্রং রুদ্রকল্পাঃ সনীপতঃ ॥ ১৫৭
 চক্ররঞ্জে তথা নাদান্ সৰ্কভূতভয়ঙ্করান্ ।
 দ্বিত্বা শিরোহস্তে যজ্ঞস্ত বিনদন্তি ভয়ঙ্করাঃ ॥ ১৫৮
 দক্ষো দক্ষপতিশ্চৈব দেবো যজ্ঞপতিস্তথা ।
 মৃগরূপেণ চাক্ষে প্রপলায়িতুমারভত ॥ ১৫৯
 বীরভদ্রোহপ্রমেয়াস্তা স্ত্রীত্বা তস্ত বলস্তদা ।
 অন্তরীকগতস্তাং চিহ্নেনাস্ত শিরো মহান ॥ ১৬০
 দক্ষঃ প্রজাপতিশ্চৈব বিনষ্টো ভ্রাতৃচেতনঃ ।
 ক্রুদ্ধেন বীরভদ্রেণ শিরঃ পাদেন স্পীড়িতঃ ।
 জরাভিতূততীত্বাস্তা নিপপাত মহীতলে ॥ ১৬১
 ত্রয়স্বিংশদেবতানাং তাঃ কোট্যো বিমলাস্তকঃ ।
 পাশেনাশ্বিযগেনান্ত বজ্জাঃ সিংহবলেন চ ॥ ১৬২
 ততো জগদ্রুমহাত্মানং সৰ্কৈ দেবো মহাবলম্ ।
 প্রসীদ ভগবন্ রুদ্র ভূত্যানাং মা ক্রোধঃ প্রভো ॥
 ততো ব্রহ্মানুরো দেবো দক্ষশ্চৈব প্রজাপতিঃ ॥

হইয়া রহিলেন। এইরূপে আকাশস্থ ভয়ঙ্করা-
 কার মহাবল রৌদ্রগণ জগৎ অন্ধকারাবৃত
 করিয়া, সিংহনাদ করিতে করিতে যূপ সকল
 ভগ্ন ও উৎপাটন করিতে লাগিল। অপরাপর
 কেহ কেহ বজ্রস্থলস্থ ব্যক্তিদ্বিগকে স্পীড়িত
 করিতে প্রবৃত্ত হইল, কেহ বা নৃত্য করিতে
 লাগিল, কেহ বাগগতি বা মনোগতি তুল্য অর্ভ
 বেগে নৌড়িতে লাগিল, কেহ বা বজ্রপাত্র ও
 যজ্ঞায়তন সকল চূর্ণ করিতে লাগিল। সেই
 সতন আকাশতল হইতে ভূমিতলে স্থানিত
 ভারবালোর দ্বায় প্রকাশ পাইতে লাগিল।
 ১০১—১৫১। দিব্য অন্নপান ও ভক্ষ্য-
 সমূহের পৰ্শ্বভোকার রাশি সকল, দূত পা-
 মের কর্দমাক্ত কীর নদী সকল, দিব্য মধু,
 মতাকৃত পানীয়গণ, শৰ্করা, যদ্রসবাহী মনো-
 রম শুভ্রনিবৃত্ত কুণ্ড নদী ও নানাবিধ মাংস
 প্রভৃতি যে সকল দিব্য ভক্ষ্য লেছ ও চেয়া
 পদার্থনিচয় বজ্রস্থলে সঞ্চিত ছিল, তাহারা
 বিবিধ রূপ ধার্য্য তৎসকল ভোজন ও লুপ্তন
 করত ক্রৌড়া করিয়া পোড়াইতে লাগিল, এবং
 বলপূৰ্ব্বক দেবরমণীদ্বন্দ্বকে ধরয়া ইত্যন্ত:

নিষ্কেপ করিতে লাগিল। এই রুদ্রকল্পগণ
 রুদ্রকোপ হইতে উৎপন্ন হওয়ায় বজ্রস্থল সৰ্ক-
 দেব কর্ত্তক সুরাক্ত রহিলেও তাহারা শীঘ্রই
 যজ্ঞ বিনাশে সমর্থ হইয়াছিল। এইরূপ
 অত্যাচার করিতে করিতে কেহ বা ভয়ঙ্কর
 শব্দে সৰ্কভূতের ভীতি জনাইতেছিল, এবং
 কেহ বা যজ্ঞস্থিত ব্যক্তিদ্বিগের শিরোচ্ছেদন
 করত ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিতেছিল। এই সময়ে
 দক্ষ, দক্ষপতি ও বজ্রপাত মৃগরূপ ধারণপূৰ্ব্বক
 আকাশপথে পলায়ন করিতেছিলেন, অপ্রমেয়াস্তা
 বীরভদ্র ঔৎসাহিকের সেই কাণ্ড অবগত
 হইয়া, অবিলম্বে আকাশগামী দক্ষের বিশাল
 মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। প্রজাপতি
 দক্ষ তাহাতে হতচেতন হইলে বীরভদ্র
 সক্রোধে সেই ছিন্নমস্তকে পদাঘাত করত
 তাহা ভূমিতলে নিষ্কেপ করিলেন। অনন্তর
 সিংহসম পরাক্রান্ত বীরভদ্র তেরিশকোটি
 বিভীষিকা দেবদগ্ধকে অগ্নিভূত প্রভাবশালী
 পাণঘরা বজ্র করিয়া ফেলিলেন। তখন দেব-
 গণ মহাবলশালী মহাত্মা বীরভদ্রকে বলিতে
 লাগিলেন, হে ভগবন্ রুদ্র। প্রসন্ন হউন; হে
 প্রভো। এই ভূত্যাগের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ

উচুঃ প্রাজ্ঞস্যে ভূতা কথ্যতাং কো

ভবানিতি ॥ ১৬২ ॥

বীরভদ্র উবাচ ।

ন চ দেবো ন চাদিত্যো ন চ ভোক্তৃ মিহাগতঃ ।

নৈব ত্রুষ্ণে হি দেবেশ্বরা চ কোতুহলাক্ৰিত ॥ ১৬৩

দক্ষযজ্ঞবিনাশার্থং সম্প্রাপ্তং বিদ্ধি মাযিহ ।

বীরভদ্র ইতি খ্যাতং রুদ্রকোদিনিগম্য ॥ ১৬৪

ভদ্র কালী চ বিজ্ঞেয়া দেব্যাঃ ক্রোধাবিনির্গতা ।

প্রোষিতা দেবদেবেন যজ্ঞান্তকমিহাগতা ॥ ১৬৫

শরণং গচ্ছ রাজেন্দ্র দেবং তং তুম্যাপতিম্ ।

বরং ক্রোধোহপি রুদ্রস্ত বরদানং ন দেবতঃ ॥ ১৬৬

বীরভদ্রবচঃ শ্রুত্বা দক্ষো ধর্ম্মভূতাং বরঃ ।

ভোষণ্যামাস দেবেশং শূলপাণিং মহেশ্বরম্ ॥ ১৬৭

প্রহৃষ্টে যজ্ঞবান্দে তু বিক্রতেষু বিজ্ঞাতিষু ।

তারামৃগময়ে দীপ্তে রৌদ্রে ভীমমহানলে ॥ ১৬৮

শূলনির্ভিন্নবদনৈঃ কুজভিঃ পরিচারকৈঃ ।

করিবেন না । অনন্তর ব্রহ্মাদি দেবগণ ও
প্রজাপতি দক্ষ কৃতাজ্ঞালিকরে তাঁহাকে কহিলেন
তগবান্ ; আপনি কে ? অল্পগ্রহপূর্ব্বক আমা-
দিগের নিকট পরিচয় প্রদানকরুন । বীরভদ্র
বলিলেন, আমি কোন দেব বা আদিত্য
নহি এবং কোন পদার্থ ভোগার্থ, কোন
দেবেশ্বকে দর্শন করিবার জ্ঞাত অথবা কোনরূপ
কোতুহলাকান্ত হইয়াও আমি এখানে উপস্থিত
হই নাই । কেবলমাত্র দক্ষযজ্ঞ ধ্বংসের
জন্যই আমি এখানে আসিয়াছি ; রুদ্রকোপ
হইতে আমার জন্ম, আমার নাম বীরভদ্র ।
এতদ্ভিন্ন তগবতীর ক্রোধসজ্জাত ভদ্রকালী
মূর্ত্তিও মহাদেবের আজ্ঞানুসারে এই যজ্ঞ-
স্থলে উপস্থিত হইয়াছেন । অতএব হে
রাজেন্দ্র ! তুমি সেই উষাপতি মহাদেবের
শরণ লও ; কেননা, অপর দেবতার বরদান
অপেক্ষাও তাঁহার ক্রোধ অধিক বলশালী ।
ধার্ম্মিকপ্রবর দক্ষ বীরভদ্রের এইরূপ কথা
শ্রবণ করিয়া, দেবাবিপতি শূলপাণি মহেশ্বরের
সম্মুখ করিতে লাগিলেন । এই সময় পূর্ব্বোক্ত
অভ্যাচারে যজ্ঞস্থল দূষিত হইয়াছিল, বিজয়

নিখাতোং পাটিলৈর্গুপৈরপবিদ্বৈধ্বতস্ততঃ ॥ ১৬৯

উৎপত্তিঃ পতন্তি চ গৃধৈরামিষগৃধৃভিঃ ।

পক্ষপাতবিনিক্ষিপ্তৈঃ শিবাশতনিবাদিতৈঃ ॥ ১৭০

প্রাণাপানৌ সন্নিবৃত্তা ততঃ স্থানেন যত্নতঃ ।

বিচার্য্যাস্কর্তো দৃষ্টং বহুদৃষ্টির্মিত্রজিৎ ॥ ১৭১

সহসা দেবদেবেশ অগ্নিকুণ্ডাহপাগতঃ ।

চন্দ্রসূর্য্যসহস্রস্ত তেজঃ সম্বর্ত্তকোপমম্ ॥ ১৭২

প্রহস্ত চৈনং ভগবানিদং বচনযত্রবাৎ ।

নষ্টস্তে জ্ঞানতো দক্ষ প্রীতিস্তে ময়ি সম্প্রাপ্তম্ ।

স্মিতং কৃতান্তবাবীক্যং ত্র হ কিং করবাণি তে ।

প্রাবিতক সমাখ্যায় দেবানাং গুরুভিঃ সহ ॥ ১৭৪

তুম্যুচাজ্ঞানং কৃত্বা দক্ষো দেবং প্রজাপতিঃ ।

ভীতশঙ্কিতবিস্তস্তঃ সবাংসবদক্ষপুংসঃ ॥ ১৭৫

যদি প্রনমো ভগবান্ যদি বাহং তব প্রিয়ঃ ।

পলায়ন করিলেন, তারা ও মূরুরূপী ভয়ঙ্কর
রৌদ্র অনল প্রদীপ্ত ছিল, পরিচারকগণ
শূলাধাতে ভয়মুখ হইয়া আর্তনাদ করিতেছিল,
চতুর্দিকে নিখাত যূপদক্ষ উৎপাটিত, অপ-
বিদ্ধ ও বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, মাংসলোভী
গৃধ্রমূল ইত্যন্তঃ উদ্ভীত হইতেছিল এবং
শত শত শৃগাল চারিদিকে শব্দ করিতেছিল ।
১৫২—১৭০ । প্রজাপতি দক্ষ তৎকালে প্রাণ
ও অপান বায়ু নিরোধপূর্ব্বক যত্নসহকারে
অবস্থান করিয়া মহাদেবের সন্তোষ সাধনে
নিযুক্ত ছিলেন । দক্ষের সৈন্য কাণ্ডে অরি-
ন্দম দেবের ত্রিনয়ন ইত্যন্তঃ সকালন
করত সহসা অগ্নিকুণ্ড হইতে সহস্র-চন্দ্র-সূর্য্য-
প্রতিম সম্বর্ত্তক তেজের ন্যায় আবর্ত্তিত হইয়া,
সহস্রাচেনে তাঁহাকে বলিলেন, দক্ষ ! জ্ঞান-
প্রভাবে আমার প্রতি তোমার শত্রুতাব
বিনষ্ট হইয়া এখন প্রীতি লাভ হইয়াছে ।
এই কথার পর পুনর্বার তিনি হস্ত করিয়া
বলিলেন, তুমি দেবগণ ও দেবগুরু সহিত
তোমার বক্তব্য বিষয় প্রকাশ করিয়া বল, আমি
তোমার কি করিব ? প্রজাপতি দক্ষ ভীত,
শঙ্কিত ও ত্রস্ত হইয়া অশ্রুপূর্ব্বনয়নে কৃতাজ্ঞা-
লিকের কহিলেন, ভগবন্ ! আপনি যদি আমার

যদি বাহমুগ্রাহো যদি দেয়ো বরো যম ॥ ১৭৬
 যজ্ঞকং ভক্তিং পীতমশিতং যজ্ঞ নাশিতম্ ।
 চূর্ণীকৃতপাবিক্তং যজ্ঞসন্তারমীদৃশম্ ॥ ১৭৭
 দৌৰ্ব্বিকালে মহতা প্রযত্নেন সক্তিম্ চ ।
 তন্ন মিথ্যা ভবেমহং বরমেতং বুণোম্যহম্ ॥ ১৭৮
 তথাস্তিত্যাহ ভগবান্ ভগনেত্রহরো হরঃ ।
 ধৰ্ম্মাধ্যাক্ষ মহাদেবং ত্র্যক্ষন্তং বৈ প্রজাপতিঃ ॥
 জানুভ্যামবনৌ গতা দক্ষো ব্রহ্মা ভতাঃ ॥
 নাম্নামষ্টসহস্রৈশ্চ স্তবান্ বুযভধ্বজম্ ॥ ১৮০
 দক্ষ উবাচ ।

নমস্তে দেবদেবেশ দেবারিবলহৃদন ।
 দেবেশ হমরশ্রেষ্ঠ দেবদানবপুঞ্জিত ॥ ১৮১
 সহস্রাক্ষ বিরূপাক্ষ ত্র্যক্ষ যক্ষাধিপপ্রিয় ।
 সৰ্ব্বভূতপাপিণাদম্বলং সৰ্ব্বভূতহৃদিশিরোমুখঃ ।
 সৰ্ব্বভূতঃ ক্রতিমান্ লোকে সৰ্ব্বাণ্যাত্য তিষ্ঠসি ॥
 শত্ৰুকর্ণ মহাকর্ণ কুন্তকর্ণাবালয় ।
 গজেন্দ্রবর্ণ গোবর্ণ পানিকর্ণ নমোহস্ত তে ॥ ১৮৩

এতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, আমি যদি আপনার
 প্রিয় ও অনুগ্রহের উপযুক্ত হইয়া থাকি এবং
 যদি আমার বরদানে অভিলাষ করিয়া থাকেন,
 তবে এই বর দিন যে, আমার বহু যত্নমহকৃত
 দৌৰ্ব্বিকালে সক্তি যে যাক্ষ যজ্ঞোপকরণ ভুক্ত,
 ভক্তি, পীত, অশিত, নাশিত, চূর্ণীকৃত ও
 অপবিক্ত হইয়াছে, সে সমস্ত বুধা নষ্ট না হয় ।
 ভগনেত্রহর ভগবান্ মহাদেব দক্ষবাণ্যে 'তথাস্ত'
 বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন । তখন প্রজাপতি
 দক্ষ ভূতলে জানুভয় পাতিত করিয়া ধৰ্ম্মাধ্যাক্ষ
 ত্রিনয়ন বুযভধ্বজাদি মহাদেবের অষ্টসহস্র
 নাম কীৰ্ত্তন করত স্তব করিতে লাগিলেন ।
 ১৭১—১৮০ । দক্ষ বলিলেন, হে দেবদেবেশ্বর
 দেবশক্রনাশন । দেবশ্রেষ্ঠ, অমরোত্তম, দেব-
 দানবপুঞ্জিত । তোমার নমস্কার করি । হে
 সহস্রলোচন, বিরূপাক্ষ, ত্রিনয়ন, বুযেরপ্রিয়,
 সৰ্ব্বভূতই তোমার হস্ত, পাদ, চক্ষু, গপ্তক, মুখ
 ও কর্ণ বিদ্রুত ; হুতরাং তুমি সমস্তই আধরণ
 করিয়া অবস্থিত । হে শত্ৰুকর্ণ, মহাকর্ণ,
 কুন্তকর্ণ, অর্ববালয়, গজেন্দ্রকর্ণ, গোবর্ণ,

শতোদর শতাবর্ত শতজিহ্বা শতানন ।
 গায়ন্তি ত্বাং গায়ত্রিশে হৃদয়ন্তি তথ্যজিনঃ ॥
 দেবদানবগোপ্তা চ ব্রহ্মা চ ত্বং শতক্রতুঃ ।
 মূর্তীণাং ত্বং মহামূর্তে সমুদ্রাসুধায় চ ॥ ১৮৫
 সৰ্ব্বা হুস্মিন্ দেবতান্তে গাবো গোষ্ঠ ইবাসতে ।
 শরীরন্তে প্রপশ্যামি সোমময়িং তলেধরম্ ॥ ১৮৬
 আদিত্যমথ বিষ্ণুক ব্রহ্মাণ্যং সবৃহস্পতিম্ ।
 ক্রিয়া কার্য্যং কারণক কৰ্ত্তা করণমেব চ ॥ ১৮৭
 অসচ্চ সদসচ্চৈব তৈধৈব প্রভাবায়ম্ ।
 নমো ভবায় শর্যায় রুদ্রায় বরদায় চ ॥ ১৮৮
 পশূনাং পতয়ে চৈব নমস্ত্র্যক্ষকষাভিনে ।
 ত্রিজটায় ত্রিশীর্ষায় ত্রিশূলবরধারিণে ॥ ১৮৯
 ত্র্যক্ষকায় ত্রিনেত্রায় ত্রিপুংগায় বৈ নমঃ ।
 নমঃচণ্ডায় মুণ্ডায় প্রচণ্ডায় ধরায় চ ॥ ১৯০
 দণ্ডিমাশক্তকর্ণায় দণ্ডিমুণ্ডায় বৈ নমঃ ।
 নমোহর্দ্ধদণ্ডকেশায় নিকায় বিকৃতায় চ ॥ ১৯১
 বিলোহিতায় ধূম্রায় নীলগ্রীবায় তে নমঃ ।

পানিকর্ণ । আমি তোমার নমস্কার করি !
 হে শতোদর, শতাবর্ত, শতজিহ্বা ও শতানন !
 গায়কগণ তোমারই গুণমাহাত্ম্য গান করেন
 এবং পুজকেরা তোমারই অর্চনা করিয়া
 থাকেন । তুমি দেব-দানবগণের রক্ষাকর্ত্তা
 এবং তুমিই ব্রহ্মা, ইন্দ্র, মূর্তীধর, মহামূর্তি
 ও সমুদ্রাসুধর ! তোমার আমার নমস্কার ।
 গোষ্ঠস্থলে গোবৎসের ন্যায় তোমারই শরীর
 মধ্যে দেবগণ অবস্থান করেন এবং তোমার
 দেহেই আমি সোম, অগ্নি, বরুণ, সূর্য, বিষ্ণু,
 ব্রহ্মা, বৃহস্পতি, ক্রিয়া, কার্য্য, কারণ, কৰ্ত্তা,
 করণ, অসৎ, সৎ, প্রভব, অব্যয় প্রভৃতি
 সমস্তই দেখিতেছি । হে ভব, শর্য, রুদ্র
 বরপ্রদ ! তোমার নমস্কার করি । হে পতপতে,
 অন্ধকনাশিন্, ত্রিজট, ত্রিশীর্ষ, ও ত্রিশূলশ্রেষ্ঠ-
 বারিন্ ! তোমার আমার নমস্কার । তুমি
 ত্র্যক্ষক, ত্রিনেত্র, ত্রিপুংগনাশন, চণ্ড, মুণ্ড,
 প্রচণ্ড ও ধর । তোমার নমস্কার । তুমি দণ্ডি-
 মাশক্তকর্ণ, দণ্ডিমুণ্ড, অর্দ্ধদণ্ডকেশ, নিক ও
 বিকৃত, তোমার নমস্কার । তুমি বিলোহিত,

নমস্ত্ব প্রতিক্রপার শিবায় চ নমোহস্ত তে ॥ ১১২
 স্বর্ধায় স্বর্ধাপত্যে স্বর্ধাধ্বজপতাকিনে ।
 নমঃ প্রমথনাথায় বুধস্কায় ধ্বিনে ॥ ১১৩
 নমো হিরণ্যগর্ভায় হিরণ্যকবচায় চ ।
 হিরণ্যকুতচূড়ায় হিরণ্যপত্যে নমঃ ॥ ১১৪
 সত্ত্বাতায় দণ্ডায় বর্ণপানপুটায় চ ।
 নমস্ত্বাতায় স্তত্যায় স্ত্রয়মানায় বৈ নমঃ ॥ ১১৫
 সর্কীয়াতক্যাতক্যায় সর্কভূতান্তরায়নে ।
 নমো হোত্রায় মন্ত্রায় শুক্লধ্বজপতাকিনে ॥ ১১৬
 নমো নমায় নম্যায় নমঃ কিলিকিলায় চ ।
 নমস্তে শয়মানায় শয়িতায়োথিতায় চ ॥ ১১৭
 স্থিতায় চলমানায় মুদ্রায় কুটিলায় চ ।
 নমো নর্জনশীলায় মুখবাদিত্রকারিণে ॥ ১১৮
 নাট্যোপহারলুকায় গীতবাদ্যরতায় চ ।
 নমো জ্যোষ্ঠায় শ্রেষ্ঠায় বলপ্রমথনায় চ ॥ ১১৯
 কলনায় চ কল্লায় ক্ষরায়োপক্ষরায় চ ।
 ভীমহৃদভীহাসায় ভীমসেনপ্রিয়ায় চ ॥ ২০০
 উগ্রায় চ নমো নিত্যং নমস্তে দশবাহবে ।
 নমঃ কপালহস্তায় চিত্তভাস্মপ্রিয়ায় চ ॥ ২০১

বিভীষণায় ভীষ্মায় ভীষ্মব্রতধরায় চ ।
 নমো বিকৃতবক্ষ্য খড়্গাঙ্ঘ্রিহাগ্রদংষ্ট্রিণে ॥ ২০২
 পক্ষ্যমাংসলুকায় তুষবীণাপ্রিয়ায় চ ।
 নমো বুধায় বুধ্যায় বৃক্ষয়ে বুধণায় চ ॥ ২০৩
 কটকটায় চণ্ডায় নমঃ সাবয়বায় চ ।
 নমস্তে বরকক্ষায় বরায় বরদায় চ ॥ ২০৪
 বরগন্ধমাণ্যবস্ত্রায় বরাতিবরয়ে নমঃ ।
 নমো বর্ধায় বাতায় ছায়ায়ৈ আতপায় চ ॥ ২০৫
 নমো রক্তবিরক্তায় শোভনায়াক্ষমালিনে ।
 সন্তানায় বিভিষ্মায় বিবিক্তবিকটায় চ ॥ ২০৬
 অবোরুপরূপায় ষোরষোরতরায় চ ।
 নমঃ শিবায় শাস্ত্রায় নমঃ শাস্ত্রতরায় চ ॥ ২০৭
 একপাদবহনেন্দ্রায় একশীর্ষ নমোহস্ত তে ।
 নমো বুদ্ধায় লুকায় সংবিভাগপ্রিয়ায় চ ॥ ২০৮
 পক্ষমালার্চিতাক্ষায় নমঃ পান্তপত্যায় চ ।
 নমঃ চণ্ডায় বটায় বটয়া জগ্ধরজ্জিণে ॥ ২০৯
 সহস্রশতবটায় বটামালাপ্রিয়ায় চ ।
 প্রাণদণ্ডায় ত্যাগায় নমো হিলিহিলায় চ ॥ ২১০

বৃক্ষ, নীলগ্রীব, অপ্রতিক্রপ ও শিব! তোমায়
 নমস্কার। তুমি স্বর্ধা, স্বর্ধাপতি, স্বর্ধাধ্বজ,
 পতাকিন, প্রমথনাথ, বুধস্কন্ধ ও ধনুর্ধর, তোমায়
 নমস্কার। তুমি হিরণ্যগর্ভ, হিরণ্যকবচ,
 হিরণ্যকুতচূড় ও হিরণ্যপতি, তোমায় আমার
 নমস্কার। তুমি যজ্ঞনাশিন, দণ্ড, বর্ণপানপুট,
 স্তত, স্তত্য ও স্ত্রয়মান, তোমায় নমস্কার।
 সর্ক, অতক্যাতক্য, সর্কভূতের অন্তরায়ন,
 হোত্র, মন্ত্র, ও বেতধ্বজপতাকাশালী, তোমায়
 আমি নমস্কার করিতেছি। নম, নম্যা, কিলি-
 কিল, শয়মান, শয়িত, উথিত, তোমায় নমস্কার।
 স্থিত, চলমান মুদ্র, কুটিল, নর্জনশীল, মুখ-
 বাদিত্রকারিন, তোমায় নমস্কার। হে নাট্যোপ-
 হারলুক! গীতবাদ্যরত! জ্যোষ্ঠ! শ্রেষ্ঠ! বল-
 প্রমথন! তোমায় নমস্কার করি। তুমি কলন,
 কল, ক্ষয়, উপক্ষয়, ভয়ক্ষয়, হৃদভীষকনমহাত-
 যুক্ত, ও ভীমসেনপ্রিয়, তোমায় আমি নমস্কার
 করি। ১৮১—২০০। তুমি উগ্র, দশভূজ-

কপালপাণি, চিত্তভাস্মপ্রিয়, তোমায় নিত্য নম-
 স্কার করিতেছি। বিভীষণ, ভীষ্ম, ভীষ্মব্রত-
 ধর, বিকৃতবক্ষ, খড়্গাঙ্ঘ্রিহা, উগ্রদণ্ডঃযুক্তকে
 নমস্কার করি। তুমি পক্ষ্যপক্ষমাংসলুক, তুষ-
 বীণাপ্রিয়, বুধ, বুধ্য, বৃক্ষি ও বুধণ, তোমায়
 নমস্কার। কটকট, চণ্ড, সাবয়ব, বরকক্ষ, বর
 ও বরগন্ধকে নমস্কার। প্রকৃষ্টমাণ্যগন্ধবস্ত্র-
 ধারিন, বরাতিবর, বর্ধ, বাত, ছায়া ও আতপ,
 তোমায় নমস্কার করি। ২০১—২০৫। তুমি
 রক্ত, বিরক্ত, শোভন, অক্ষমালাধর, সন্তান,
 বিভিন্ন, ও বিবিক্ত বিকট তোমায় নমস্কার।
 তুমি অবোরুপরূপ, ষোরষোরতর, শিব,
 শাস্ত্র, ও শাস্ত্রতর, তোমায় নমস্কার। তুমি
 একপাদ, বহনেন্দ্র, একশীর্ষ তোমায় নমস্কার।
 বুদ্ধ, লুক, সংবিভাগপ্রিয়কে নমস্কার। তুমি
 পক্ষমালাপুজিতদেহ, পান্তপত, চণ্ড, ও বট,
 ঈশ্বরীর সহিত সকল পাপ নাশ করিগা ষাক,
 তোমায় নমস্কার। তুমি সহস্রশতবট, বটামা-
 লাপ্রিয়, প্রাণদণ্ড, ত্যাগ ও হিলিহিল,

হহকারায় পারায় হহকারপ্রিয়ায় চ ।
 নমস্ শত্ৰবে নিত্যং গিরিবৃক্ষকলায় চ ॥ ২১১
 গৰ্ভমাংসশৃগলায় তারকায় তরায় চ ।
 নমো যজ্ঞাধিপত্যে ক্রতুশ্রেণীকৃতায় চ ॥ ২১২
 যজ্ঞবাহার দানায় তপ্যায় তপনায় চ ।
 নমস্তায় ভব্যায় তড়িতায় পতয়ে নমঃ ॥ ২১৩
 অন্নদায়ানপত্যে নমোহস্ত্রভব্যায় চ ।
 নমঃ সহস্রদীর্ঘায় সহস্রচরণায় চ ॥ ২১৪
 সহস্রোদ্যতশূলায় সহস্রনয়নায় চ ।
 নমোহস্ত্র বালরূপায় বাল্যপথরায় চ ॥ ২১৫
 বালানাকৈব গোপ্তে চ বালকৌড়নকায় চ
 নমঃ শুক্লায় বুদ্ধায় কোভণ্যাকৃতায় চ ॥ ২১৬
 তরঙ্গাক্ষিতকেশায় মুক্তকেশায় বৈ নমঃ ।
 নমঃ ষট্ কৰ্ম্মনিষ্ঠায় ত্রিকৰ্ম্মনিরতায় চ ॥ ২১৭
 বর্ণপ্রমাণায় বিধিবৎ পৃথক্কৰ্ম্মপ্রবর্তিনে ।
 নমো বোষায় বোষায় নমঃ কলকলায় চ ॥ ২১৮
 শ্বেতপিন্ধলনেত্রায় কৃষ্ণরক্তকর্ণায় চ ।
 ধৰ্ম্মার্থকামমোক্ষায় ক্রোধায় ক্রোধনায় চ ॥ ২১৯
 সাংখ্যায় সাংখ্যমুখ্যায় যোগাধিপত্যে নমঃ ।

তোমায় নমস্কার । তুমি হহকারপ্রিয়, শত্ৰু ও
 গিরিবৃক্ষকল, তোমায় নিত্য নমস্কার । তুমি
 গৰ্ভমাংস শৃগাল, তারক, তর, যজ্ঞাধিপতি,
 ক্রতু, ও উপক্রতু তোমায় নমস্কার করিতেছি ।
 তুমি যজ্ঞবাহ, দান, তপ্য, তপন, তড়ি, ভব্য ও
 তড়িপতি, তোমায় নমস্কার । তুমি অন্নপ্রদ,
 অন্নপতি, অন্নভব, তোমায় নমস্কার । সহস্রদীর্ঘ,
 সহস্রচ, সহস্রোদ্যতশূল, সহস্রনয়ন, তোমায়
 নমস্কার । তুমি বালকরূপ, বালরূপধর,
 বালকগণরক্ষক, বালকৌড়নক, লক্ত, বুদ্ধ,
 কোভণ ও অকৃত, তোমায় নমস্কার করি ।
 তরঙ্গাক্ষিতকেশ, মুক্তকেশ, ষট্ কৰ্ম্মনিষ্ঠ ও
 ত্রিকৰ্ম্মনিরতকে নমস্কার । তুমি বর্ণপ্রমাণমু-
 খ্যেয় যথাবিধি পৃথক্কৰ্ম্মপ্রবর্তন করিয়া থাক ।
 তুমি বোষ বোধ্য ও বলকল । তোমায় আমার
 নমস্কার । শ্বেতপিন্ধলনেত্র, কৃষ্ণরক্তনয়ন,
 ধৰ্ম্মার্থকাম-মোক্ষ, ক্রোধ ও ক্রোধন ! তোমায়
 নমস্কার । তুমি সাংখ্য, সাংখ্যশ্রেষ্ঠ, যোগাধি-

নমো রথাবিরথায় চতুঃপথরতায় চ ॥ ২০
 কৃষ্ণাঙ্গিনোত্তরায় ব্যালম্বজোপবীতিনে ।
 ঈশান বজ্রদণ্ডায় হরিকেশ নমোহস্ত্র তে ।
 অবিবেকৈক্যনাথায় ব্যাক্তব্যক্ত নমোহস্ত্র তে ॥
 কাম কামদ কামদ্ব গুপ্তাদ্ গুপ্তনয়ন ।
 সৰ্প সৰ্পদ সৰ্পজ্ঞ সন্ধ্যারাগ নমোহস্ত্র তে ॥ ২২২
 মহাবাল মহাবাহো মহাসক্ত মহাহাত্তে ।
 মহামেষবঃশ্রেষ্ঠ্য মহাকাল নমোহস্ত্র তে ॥ ২২৩
 সুলজার্গজ হৃটিনে বঙ্কলাঙ্গিনবাসিনে ।
 সহস্রহৃদ্যপ্রতিম তপোনিত্য নমোহস্ত্র তে ॥ ২২৪
 উন্মাদনশতাবর্ত গদাভোয়াদ্ধির্মুদ্রিত ।
 চন্দ্রাবর্ত যুগাবর্ত মেঘাবর্ত নমোহস্ত্র তে ॥ ২২৫
 তুম্নমম্নমবর্তী চ অন্নদ চ তুম্বেব হি ।
 অন্নস্ত্রী চ পত্নী চ পকুভূক্তপচে নমঃ ॥ ২২৬
 জরায়ুজোহগুজ্জৈশ্চব শ্বেদজোত্তিজ্জ এব চ ।
 তুম্বেব দেবদেবেশো ভূতগ্রাম্যচতুর্বিধঃ ॥ ২২৭
 চরাচরস্ত্র তস্মা ত্বং প্রতিহস্তী তুম্বেব চ ।

পতি, রথ, বিরথ ও চতুঃপথরত ! তোমায়
 নমস্কার । ২০৩—২২০ । তুমি কৃষ্ণাঙ্গিনোত্ত-
 রায়, সৰ্পলম্বজোপবীতিন্ ঈশান, বজ্রদণ্ড,
 হরিকেশ, অবিবেকের একমাত্র প্রভু,
 ব্যক্ত ও অব্যক্ত, তোমায় নমস্কার । তুমি
 কাম, কামদ, কামদ্ব, গুপ্ত ও উদ্গুপ্তগণের
 নশকারী সৰ্প, সৰ্পদ, সৰ্পজ্ঞ, ও সন্ধ্যারাগ,
 তোমায় নমস্কার । মহাবাল, মহাবাহু,
 মহাসক্ত, মহাহাত্তি, মহামেষবঃশ্রেষ্ঠ্য ও
 মহাকাল তোমাকে নমস্কার । সুলজার্গজ,
 ভটী বঙ্কলাঙ্গিন-দীপ্ত-হৃদ্যায়িতুল্য জটধারী,
 বঙ্কলাঙ্গিনবাসিন, সহস্রহৃদ্যপ্রতিম ও তপো-
 নিত্যকে নমস্কার । তুমি উন্মাদন শতাবর্ত,
 গদাভলার্ককেশ, চন্দ্রাবর্ত, যুগাবর্ত ও মেঘাবর্ত,
 তোমায় নমস্কার । তুমিই অন্নরূপ, অন্নস্ত্রী,
 অন্নপতি, অন্নপ্রদ, পাচক ও পকায় পরি-
 পাচক তোমায় নমস্কার । তুমি জরায়ুদ,
 অগুজ, শ্বেদজ ও উত্তিজ্জ । তুমি দেব, দেবে-
 শ্বর, চতুর্বিধ ভূতসমূহ ও চরাচর তস্মা ;

তুম্বেব ব্রহ্মা বিদ্বামপি ব্রহ্মবিদাং বরঃ ॥ ২২৮
 সন্তত্ পরমা যোনিরব্ বায়ুজ্যোতিষাং নিধিঃ ।
 ঋকৃসামানি তথোঙ্কারমাহুত্বাং ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ ২২৯
 হবির্হাবী হবো হাবী হবাং বাচাহুতিঃ সনা ।
 গায়ন্তি ত্বাং সুরশ্রেষ্ঠ সামগা ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ ২৩০
 যজুস্মা ঋতুময়শ্চ সামাধর্মময়স্তথা ।
 পঠ্যসে ব্রহ্মবিদ্বিত্বং কল্লোপনিষদাং গণৈঃ ॥ ২৩১
 ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রা বর্ণবরাশ্চ য়ে ।
 তুম্বেব মেঘসভ্যাশ্চ বিপশ্বনিতগর্জিতম্ ॥ ২৩২
 সংবৎসরস্তমুতবো মাসা মাসান্ধিম্বেব চ ।
 কলাকাষ্ঠানিমেযাশ্চ নক্ষত্রাণি যুগা গ্রহাঃ ॥ ২৩৩
 বুধাণাং ককুদং ত্বং হি গিরীবাং শিখরাণি চ ।
 সিংহো যুগাণাং পততাং তাক্ষো হিনস্তশ্চ
 ভোগিনাম্ ॥ ২৩৪
 ক্ষীরোদো হু দধীনাক্ষ যজ্ঞাণাং ধনুর্বেব চ ।
 বজ্রং প্রহরণীনাঞ্চ ব্রতানাং সত্যমেব চ ॥ ২৩৫
 ইচ্ছা ষেষশ্চ রাগশ্চ মোহঃ ক্রমো দমঃ শমঃ ।

তুমিই প্রতিহর্ষা, ব্রহ্মবিদ ও ব্রহ্মজ্ঞানীদের
 শ্রেষ্ঠ, সন্তত্বেব উৎকৃষ্ট উদ্ভবস্থান ও প্রল বায়ু
 ও তেজের নিধি; ব্রহ্মবাদিগণ তোমাকেই
 ঋকৃ, সাম ও ওঙ্কার বলিয়া উল্লেখ করেন;
 তুমিই হবিঃ, হাবী, হব, হাব ও সর্বদা হব
 সমূহের বাক্যাহুতি; হে সুরবর! সামগায়ক
 ব্রহ্মবাদিগণ তোমাকেই গান করিয়া থাকেন।
 তুমি যজুর্ঘ্য, ঋতুময়, সামময় ও অধর্মময়!
 ব্রহ্মজ্ঞানীরা বজ্র ও উপনিষদ্ সমুদ্ররা
 তোমারই গুণাদি পাঠ করিয়া থাকেন। তুমি
 ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র প্রভৃতি বর্ণশ্রেষ্ঠগণ,
 মেঘস্বরূপ এবং তুমিই এই বিশ্বের স্তনিত ও
 গর্জনস্বরূপ। তুমিই সংবৎসর, ঋতু, মাস,
 মাসান্ধি, কলা, কাষ্ঠা, নিমেঘ, নক্ষত্র, যুগ ও
 গ্রহ; তুমিই বুধগণের ককুদ, পুরুষাদিগের
 শিখর, যুগগণ মধ্যে সিংহ, পক্ষিগণ মধ্যে
 গরুড়, সর্পগণ মধ্যে অনন্ত, সমুদ্র মধ্যে ক্ষীরোদ,
 বস্ত্রসমূহ মধ্যে ধনুঃ, অস্ত্রসমূহ মধ্যে বজ্র এবং
 ব্রতসমূহ মধ্যে সত্যস্বরূপ। ২২১—২৩৫।
 তুমি ইচ্ছা, ষেষ, রাগ, মোহ, ক্রমা, দম, শান্তি,

ব্যবসায়ো ধৃতির্লোভঃ কামক্রোধো জয়াজয়ো ।
 ত্বং গদ্বী ত্বং শরী চাপি ষ্ট্রীক্ষ্মী ঋকৃরী তথা ।
 ছেস্তা ভেস্তা প্রহর্ষা চ ত্বং নেতাংপ্যন্তকো মতঃ
 দশলক্ষণসংযুক্তো ধর্মোহর্থঃ কাম এব চ ।
 ইন্দ্রঃ সমুদ্রাঃ সরিতঃ পশ্বানি সরাসি চ ॥ ২২৮
 লতাবলী ত্রণোষধাঃ পশবো যুগপক্ষিণঃ ।
 দ্রব্যকর্মণ্ডপারন্তঃ কালপুষ্পফলপ্রদঃ ॥ ২৩৯
 আদিশাস্ত্রশ্চ মধ্যশ্চ গায়ত্র্যোঙ্কার এব চ ।
 হরিতো লোহিতঃ কৃষ্ণো নীলঃ পীতপুংধারকঃ ॥
 কুদ্রশ্চ কপিলশ্চৈব কপোতো মেচকস্তথা ।
 সুবর্ণরেতা বিখ্যাঃ সুবর্ণচাপ্যতো মতঃ ॥ ২৪১
 সুবর্ণনামা চ তথা সুবর্ণপ্রিয় এব চ ।
 তুমিষ্ট্রোহং যমশ্চৈব বক্রণো ধনদোহননঃ ॥ ২৪২
 উৎকৃষ্টচিত্তভানুশ্চ স্বর্ভানুভানুর্বেব চ ।
 হোত্রং হোতা চ হোমস্ত্বং হতক প্রহতং প্রভুঃ ॥
 সুপর্ণক তথা ব্রহ্ম যজুবাং শতক্রদ্রিয়ম্ ।
 পবিত্রাণাং পবিত্রক মঙ্গলানাঞ্চ মঙ্গলম্ ॥ ২৪৫
 গিরিঃ স্তোকস্তথা বৃক্ষো জীবঃ পুংগল এব চ ।
 সত্ত্বং ত্বক্ রজস্ত্বক্ তমশ্চ প্রজনং তথা ॥ ২৪৫

ব্যবসায়, বৈধা, লোভ, কাম, জয় ও পরাজয়।
 তুমি অঙ্গদ, শর, ষ্ট্রীক্ষ্ম ও ঋকৃরধারী; তুমিই
 ছেদকারী, ভেদকারী, প্রহারকারক, নেতা ও
 অন্তকারক। তুমি দশলক্ষণসম্পন্ন ধর্ম, অর্থ,
 কাম, ইন্দ্র, সমুদ্র, নদী, পশু, সরোবর, লতা-
 শ্রেণী, ত্রণ, ওষধি, পশু, যুগ, পক্ষী, দ্রব্য, কর্ম,
 গুণ, আরন্ত এবং কালে পুষ্পফলদাতা।
 তুমিই আদি, অন্ত, মধ্য, গায়ত্রী, ওঙ্কার,
 স্বরিত, লোহিত, কৃষ্ণ, নীল, পীত, অরুণ,
 কুদ্র, কপিল, কপোত ও মেচক, তুমি সুবর্ণ-
 রেতা, সুবর্ণ, সুবর্ণনামা ও সুবর্ণপ্রিয়; তুমিই
 ইন্দ্র, যম, বক্রণ, কুবেব ও অগ্নি; তুমি উৎকৃষ্ট,
 চিত্তভানু, স্বর্ভানু, ভানু, হোত্র, হোতা, হোম,
 হত, প্রহত ও প্রভু। তুমি সুপর্ণ, যজু-
 র্বেদের শতক্রদ্রিয়, পবিত্রদিগের মধ্যে পবিত্র
 ও মঙ্গলসমূহের মধ্যে মঙ্গল। তুমিই গিরি,
 স্তোক, বৃক্ষ, জীব, পুংগল, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ,

প্রাণোহপানঃ সমানশ্চ উদানো ব্যান এব চ ।
 উশ্মেষশ্চৈব মেঘশ্চ তথা জুহ্বিতমেব চ ॥ ২৪৬
 লোহিতাস্থো গদ্যো দংশ্ঠী মহাবক্রো মহোদরঃ ।
 তটিরোম্য হরিংশ্চাক্ষরক্কঃ কশস্ত্রিলোচনঃ ॥ ২৪৭
 গীতবাদিত্রনৃত্যাক্ষো গীতবাদনকপ্রিয়ঃ ।
 মংস্তো জলৌ জলো জলো জবঃ কলঃ কলৌ কলঃ
 বিকালশ্চ সুকালশ্চ হুকালঃ কলনাশনঃ ।
 মৃত্যুশ্চৈব ক্ষয়োহন্তশ্চ ক্ষমাপায়করো হবঃ ॥ ২৪৮
 সংবর্তকোহন্তকশ্চৈব সংবর্তকবলাহকৌ ।
 বটৌ বটীকো বটীকো চূড়ালোলবলো বলম্ ॥
 ব্রহ্মকালোহন্নিবক্রশ্চ দণ্ডী মৃণ্ডী চ দণ্ডধুক্ ।
 চতুর্গুণশ্চতুর্ধ্বশ্চতুর্হোত্রশ্চতুস্পথঃ ॥ ২৪৯
 চতুরাশ্রমবেত্তা চ চাতুর্ধ্বাধিকরশ্চ হ ।
 ক্রয়াকরপ্রিয়ো ধূর্তোহগরযোগ্যগণ্যগণাধিপঃ ॥
 ক্রজাকমাল্যাস্বরধরো গিরিকো গিরিকপ্রিয়ঃ ।
 শিল্পীশঃ শিল্পিনাং শ্রেষ্ঠঃ সর্কশিল্পপ্রবর্তকঃ ॥
 ভগনেন্দ্রাস্তকশ্চন্দ্রঃ পুষ্পো দন্তবিনাশনঃ ।
 গূঢ়াবর্তশ্চ গূঢ়শ্চ গূঢ়প্রতিনিধিবেতা ॥ ২৫০
 তরুণতারকশ্চৈব সর্কভূতসুতারণঃ ।

প্রাণ, প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান,
 উশ্মেষ, মেঘ, লোহিতাঙ্গ, গদ্যো, দংশ্ঠী, মহা-
 বক্র, মহোদর, তটিরোম্য, হরিংশ্চাক্ষ, উক্ক-
 কেশ ও ত্রিলোচন । তুমিই গীত, বাণ্য ও
 নৃত্যের অঙ্গ এবং তুমিই গীতবাদ্যপ্রিয় । তুমি
 মংস্ত, জলৌ, জল্য, জব, কাল, কলৌ, কল,
 বিকাল, সুকাল, হুকাল, কলনাশন, মৃত্যু, ক্ষয়,
 অস্ত, ক্ষমা ও অপায়কারী ও হব । তুমি
 সংবর্তক, অন্তক, বলাহক, বট বটীক, বটীক,
 চূড়ালোলবল ও বল । ২৪৬—২৫০ । তুমি
 ব্রহ্মকাল, অন্নিবক্র, দণ্ডী, মৃণ্ডী, দণ্ডধুক্,
 চতুর্গুণ, চতুর্ধ্ব, চতুর্হোত্র ও চতুস্পথ ।
 তুমি চতুরাশ্রমবেত্তা, চাতুর্ধ্বাধিক, ক্রয়াকর-
 প্রিয়, ধূর্ত, অগর্য ও অগণ্যগণাধিপ । তুমি
 ক্রজাকমাল্য ও অস্বরধারী, গিরিক, গিরিকপ্রিয়,
 শিল্পীশ, শিল্পিশ্রেষ্ঠ, ও সর্কশিল্পপ্রবর্তক ।
 তুমি ভগনেন্দ্রাস্তক, চন্দ্র, পুষ্পার দন্তবিনাশন,
 গূঢ়াবর্ত, গূঢ় ও গূঢ়প্রতিনিধিবেতা ।

ধাতা বিধাতা সন্তানান্ নিধাতা ধারণো ধরঃ ॥ ২৫১
 তপো ব্রহ্ম চ সত্যং ব্রহ্মচর্য্যমথার্জ্যম্ ।
 ভূতান্না ভূতকৃত্তো ভূতভব্যভবোত্তমঃ ॥ ২৫২
 ভূতুংসখরিতশ্চৈব তথোৎপত্তির্মহেশ্বরঃ ।
 ঈশানো বীজ্যঃ শাস্তো হৃদিত্তো দন্তনাশনঃ ॥
 ব্রহ্মাবর্ত্ত সুরাবর্ত্ত কামাবর্ত্ত নমোহন্ত তে ।
 কামবিস্ননিহর্ত্তা চ কর্ণিকাররজঃপ্রিয়ঃ ।
 মুখচক্রে ভৌমমুখঃ সূমুখো হৃমুখো মুখঃ ॥ ২৫৩
 চতুর্মুখো বাহুমুখো রণে হস্তিমুখঃ সপা ।
 হিরণ্যগর্ভঃ শকুনির্মহোদধিঃ পরো বিরটি ।
 অধর্ম্মহা মহাদণ্ডো দণ্ডধারো রণপ্রিয়ঃ ॥ ২৫৪
 গোতমো গোপ্রতারশ্চ গোরুবেশ্বরবাহনঃ ।
 ধর্ম্মকৃদ্ধর্ম্মশ্রী চ ধর্ম্মো ধর্ম্মবিহৃত্তমঃ ।
 ত্রৈলোক্যগোপ্তা গোবিন্দো মানদো মান এব চ
 তপ্তিশিখরশ্চ স্থাপুশ্চ নিকল্পঃ কল্প এব চ ॥ ২৫৫
 হর্ষারণ্যো হর্ষিবদো হৃঃসহঃ হ্রততিক্রমঃ ।
 হৃক্কিরো হৃস্প্রকল্পশ্চ হৃবিনো হৃক্কিরো জয়ঃ ॥ ২৫৬
 শশঃ শশাক্ষঃ শমনঃ শীতোক্ষঃ হৃজ্জগাধ ভূত ।

তুমি তরুণ, তারক, সর্কভূত, সুতারণ, ধাতা,
 বিধাতা, সন্তানমূহের নিধানকর্ত্তা ধারণ ও ধর ।
 তুমিই তপঃ, ব্রহ্ম, সত্য, ব্রহ্মচর্য্য, অর্জ্য,
 ভূতান্না, ভূতকৃত্ত, ভূত, ভূতভব্য ও ভবোত্তম ।
 তুমি ভূঃ, ভূয়ঃ, খরিত, উৎপত্তি, মহেশ্বর,
 ঈশান, বীজ্য, শাস্ত, হৃদিত্ত, এবং দন্তনাশন ।
 তুমি ব্রহ্মাবর্ত্ত, সুরাবর্ত্ত ও কামাবর্ত্ত, তোমাকে
 আমার নমস্কার । তুমি কামবিস্ননিহর্ত্তা, কর্ণিকার
 রজঃপ্রিয়, মুখচক্রে, ভৌমমুখ, সূমুখ, হৃমুখ, মুখ,
 চতুর্মুখ, বাহুমুখ এবং রণে হস্তিমুখ সপা ।
 তুমি হিরণ্যগর্ভ, শকুনি, মহোদধি, পর, বিরটি,
 অধর্ম্মহা, মহাদণ্ড, দণ্ডধারী ও রণপ্রিয় ।
 তুমি গোতম, গোপ্রতার, গোরুবেশ্বর-বাহন,
 ধর্ম্মকারক, ধর্ম্মশ্রী, ধর্ম্ম ও শ্রেষ্ঠধর্ম্মজ । তুমি
 ত্রৈলোক্যরক্ষাকারী, গোবিন্দ, মানদ, মান,
 স্থাপী, শিখর, স্থাপু, নিকল্প ও কল্প । তুমি
 হর্ষারণ্য, হর্ষিবদ, হৃঃসহ, হ্রততিক্রম, হৃক্কির,
 হৃস্প্রকল্প, হৃবিন, হৃক্কির ও জয় । তুমি শশ,

আধরো ব্যাধয়শ্চব ব্যাধিহা ব্যাধিগণ্ড হ ॥ ২৬২
সহো যজ্ঞো মুগাব্যাদী ব্যাদী নামাকরোহ রুঃ ।
শিখণ্ডী পুণ্ডরীকাক্ষঃ পুণ্ডরীকাসোকনঃ ॥ ২৬৩
দণ্ডধরঃ সদণ্ডঃ দণ্ডমণ্ডবিভূষিতঃ ।
বিষপোহমৃতপশৈচব সুরাপঃ কীরসোমপঃ ॥ ২৬৪
মধুপশ্চাজ্যপশৈচব সর্ষপশ্চ মহাবলঃ ।
বৃষশ্ববাহো বৃষভলুপা বৃষভলোচনঃ ॥ ২৬৫
বৃষভশ্চৈব বিখ্যাতো লোকানাং লোকসংকৃতঃ ।
চন্দ্রাদিতৌ চন্দ্রুধী তে হৃদয়ক পিতামহঃ ।
অগ্নিরাপস্তথা দেবো ধর্ম্মকর্ম্মপ্রসাধিতঃ ॥ ২৬৬
ন ব্রহ্মা ন চ যোবিন্দঃ পুরাণা ধ্বরো ন চ ।
মাহাত্ম্যং বেদভূতং শক্তা যাপ্যতথ্যেন তে শিব ॥
যা মুষ্ঠয়ঃ সূক্ষ্মশাস্ত্রে ন মহ্যং যাস্তি দর্শনম্ ।
তাভিষ্ঠায় সত্ত্বং রক্ষ পিতা পুত্রমিবোরনম্ ॥
রক্ষ মাং রক্ষণীয়েহহং তবান্ধ নমোহস্ত তে ।
ভক্তানুকম্পী ভগবান্ ভক্তচাহং সনাতনম্ ॥ ২৬৭
যঃ সহস্রাণ্যনেকানি পুংসামাহুত্যা হৃদিশঃ ।

শশাক, শমন, শীতোষ্ণ, হুর্জ্জয়া পিপাসা, আধি
ও ব্যাধিসমূহ, ব্যাধিনাশক ও ব্যাধিগত । তুমি
সহ, যজ্ঞ, মুগ, ব্যাধ, ব্যাধিসমূহের আকর,
অকর, শিখণ্ডী, পুণ্ডরীকাক্ষ ও পুণ্ডরীকাবলো-
কন । তুমি দণ্ডধর, সদণ্ড, দণ্ডমণ্ডবিভূষিত,
বিষপায়ী, অমৃতপায়ী, সুরাপায়ী, কীরসোমপায়ী,
মধুপ, আজ্যপ সর্ষপ, মহাবল, বৃষশ্ববাহ,
বৃষভ ও বৃষভলোচন । ২৬১—২৬৫ । তুমি
লোকসমূহের বৃষভ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ন'মে নিরূপিত
এবং লোকপুঞ্জিত ; চন্দ্র সূর্য্য তোমার চন্দ্রদয়,
ব্রহ্মা, অগ্নি, জল ও ধর্ম্মকর্ম্মপ্রসাধিত দেবগণ
তোমার হৃদয়স্বরূপ । হে শিব ! ব্রহ্মা, বিষ্ণু
বা প্রাচীন ঋষিগণও তোমার মাহাত্ম্য বিদিত
হইতে পারেন না । তোমার যে সকল
সূক্ষ্মমূর্ত্তি আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না, তুমি
সেই সকল মূর্ত্তি দ্বারা পিতা যেমন ওরস-পুত্রের
পালন করেন, সেইরূপ আমার রক্ষা কর ।
হে অনন্ধ্য ! আমার রক্ষা কর, আমি তোমার
রক্ষার যোগ্য । ভগবন্ ! আমি তোমার একান্ত
ভক্ত, অতএব এই ভক্তজনের প্রতি অনুগ্রহ

তিষ্ঠতোকঃ সমুদ্রান্তে স মে পোস্তান্ত নিতাশঃ ॥
যং বিনিদ্রা জিতশ্বাসাঃ সত্ত্বস্থাঃ সমদর্শিনঃ ।
জ্যোতিঃ পশ্যন্ত যুজ্ঞানান্তমৈ যোগাশ্রয়ে নমঃ ॥
সত্ত্বক্য সর্ষভূতানি যুগান্তে সমুপস্থিতে ।
যঃ শেতে জলমব্যাস্তত্বং প্রপদোহপ্স শাশ্বিনম্ ॥
প্রবিশ্য বনেন রাহোষঃ সোমং গ্রাসতে নিশি ।
গ্রাসতাক্ষক স্বভানুভূত্যা সোম্যগ্নিরেব চ ॥ ২৭৩
যেহৃষ্ঠমাত্রাঃ পুরুষা দেহস্থা সর্ষকহিনাম্ ।
রক্ষন্ত তে হি মাং নিতাং নিত্যমাপ্যায়ন্ত মাং ॥
যে চাপ্যংপতিতা গর্ভাদধোভাগগতাঃ বে ।
তেষাং স্বাহা স্বধা চৈব আপ্নবন্ত স্বদন্ত চ ॥ ২৭৫
যে ন রোদন্তি দেহস্থাঃ প্রাণিনো রোদয়ন্তি চ ।
হর্ষয়ন্তি চ হৃদয়ন্তি নমস্তেভ্যস্ত নিতাশঃ ॥ ২৭৬
যে সমুদ্রে নদীভূর্গে পর্ষতেষু গুহাহু চ ।
বৃক্ষমূলেষু গোষ্ঠেষু কান্তারগহনেষু চ ॥ ২৭৭

কর । যে হৃদিশপুরুষ সমস্ত আহরণ করিয়া
সমুদ্র মধ্যে একাকী অবস্থান করেন, সেই
পুরুষ নিয়ত আমার রক্ষা করুন । যোগিজন
জিতনিদ্র, জিতশ্বাস, সত্ত্বগুণাবলম্বী ও
সমদর্শী হইয়া যে পুরুষকে দর্শন করেন,
সেই যোগপ্রাপ পুরুষকে আমার নমস্কার ।
যিনি যুগান্তকাল উপস্থিত হইলে সর্ষভূতের
সংহার করিয়া জলমধ্যে শয়ন করেন, সেই জল-
শায়ী পুরুষকে প্রণাম করি । যিনি রাহুযুখে
প্রবিশ্য হইয়া নিশাযোগে চন্দ্রকে গ্রাস করেন
এবং রাহু ও সোম্যগ্নিরূপে যিনি সূর্য্যকেও
গ্রাস করিয়া থাকেন ; যিনি দেহগ্ৰন্থনমধ্যে
অস্থূষ্টপরিমিত পুরুষরূপে বিরাজিত, তিনি নিত্য
আমায় রক্ষা করিয়া আপ্যায়িত করুন । যাহারা
গর্ভ হইতে উৎপত্তি এবং অধোগত তাঁহা-
দিগের স্বাহা স্বধা আমার পবিত্র করুন এবং
রক্ষা করুন । ২৬৬—২৭৫ । যাহারা দেহস্থ
হইয়া স্বয়ং রোদন না করিয়াও প্রাণিগণকে
রোদন করান, যাহারা স্বয়ং হৃষ্ট হইয়াও প্রাণি-
দিগকে হৃষ্ট করেন, আমি নিয়ত তাঁহাদিগকে
নমস্কার করি । যাহারা সমুদ্র, নদী, হুর্গ,
পর্ষত, গুহা, বৃক্ষমূল, গোষ্ঠ, কান্তার, গহন,

চতুৰ্থেযু রথ্যাহু চত্বরেযু সভাহু চ ।
 চন্দ্রার্কেমধ্যগতা যে চ চন্দ্র'র্কগ্রন্থাধু ॥ ২৭৮
 রসাতলগতা যে চ যে চ ওজ্যং পরমুতাঃ ।
 নমস্তেভ্যো নমস্তেভ্যো নমস্তেভ্যশ্চ নিত্যশঃ ।
 হৃদ্যাঃ সূলাঃ কুশাঃ কুশাঃ নমস্তেভ্যস্ত নিত্যশঃ ॥
 সর্কভূতপতিভবান্ ।
 সর্কভূতরাস্তা চ তেন ত্বং ন নিমদ্বিতঃ ॥ ২৮০
 ত্বমেব চেজ্যানে যস্মাদ্ যজ্ঞৈর্বিবদক্ষিণৈঃ ।
 ত্বমেব কর্তা সর্কভূত তেন ত্বং নিমদ্বিতঃ ॥ ২৮১
 অথবা মায়া দেব মে হিতঃ সূক্ষ্মা তয়া ।
 এতস্মাৎ কারবাদ্ বাপি তেন ত্বং ন নিমদ্বিতঃ ॥
 প্রসীদ মম দেবেশ ত্বমেব শরণং মম ।
 ত্বং গতিত্বং প্রতিষ্ঠা চ ন চাশ্রান্তি ন মে গতিঃ ॥
 ত্বৎকৃতং স মহাদেবং বিরাম্য প্রজাপতিঃ ।
 ভগবানপি সুপ্রীতঃ পূর্নদক্ষভাষত ॥ ২৮৪
 পতিতুষ্টিহস্মি তে দক্ষ স্তবেনানেন সূত্রত ॥ ২৮৫
 বহনাত্ৰ কিমুক্তেন যৎসমীপং গমিষ্যসি ॥ ২৮৬

চতুৰ্থ. পথ, চত্বর, সভা, চন্দ্রহৃদ্য মধ্যে, চন্দ্র-
 হৃদ্য রশ্মিমধ্যে, রসাতলে এবং এতত্ত্বির অশ্রাশ্র
 স্থানে অবস্থান করেন, তাঁহাদিগকে আমার
 নিত্য 'নমস্কার।' যাহারা হৃদ্য, সূলা, কুশ ও
 কুশ, তাঁহাদিগকেও নিত্য নমস্কার করি। হে
 দেব! তুমি সর্ক, সর্কভূত, সর্কভূতপতি ও
 সর্কভূতের অন্তরাস্তা; এই জন্যই তোমাকে
 স্বত্ত্ব নিমন্ত্রণ করা হয় নাই। তুমিই বিবিধ
 দক্ষিণাশ্রিত বস্ত্রসমূহ দ্বারা ব্যজিত হইয়া থাক
 এবং তুমিই সর্ক কার্যের কর্তা, এই জন্যই
 তোমার নিমন্ত্রণ করা হয় নাই। অথবা হে
 দেব! তুমিই হৃদ্য মায়াৰূপে আমার মোহিত
 করিয়াছিলে, সেই হেতু আমি তোমার নিমন্ত্রণ
 করি নাই। হে দেবেশ! আমার প্রীতি
 প্রসন্ন হও, আমি তোমার শরণাগত; তুমিই
 একমাত্র গতি ও প্রতিষ্ঠা, তোমা ভিন্ন আমার
 অন্য গতি নাই। প্রজাপতি দক্ষ এইরূপে
 মহাদেবের স্তব করিলে, ভগবান্ প্রীত হইয়া
 দক্ষকে বলিলেন, সূত্রত দক্ষ! আমি তোমার
 এই জবে নিত্যস্ত তুষ্ট হইয়াছি; অধিক আর

অধিনমস্ত্রবীৰ্য্যং ত্রৈলোক্যাধিপতিভবঃ ।
 কৃত্যাসকরণং বাক্যং বাক্যজ্ঞো বাক্যম'হ তম্ ।
 দক্ষ দক্ষ ন কৰ্ত্তব্যো মন্যুবিঘ্নমিমং প্রতি ।
 অহং যজ্ঞহা ন তুজ্ঞো দৃষ্টতে তং পুরা ত্বয়া ॥
 ভূগুচ তং বরমিমং মন্তো গৃহীত্ব সূত্রত ।
 প্রসন্নবদনো ভূত্বা ত্বমেকাগ্রমনাঃ শনু ॥ ২৮৯
 অশ্বমেধমহস্ত্র বাজপেয়শতস্ত চ ।
 প্রজাপতে মৎপ্রাসাদাৎ কসভাগী ভবিষ্যসি ॥ ২৯০
 বেদান্ ষড়ঙ্গান্ উজ্জাত্য সাংখ্যান্ যোগাংশ্চ কুংসশ
 তপশ্চ বিপুলং তপ্ত্বা হুচরং দেবদানবৈঃ ॥ ২৯১
 অর্থেদ্বিগুণং যুজ্ঞেগুণং যুজ্ঞেগুণং যুজ্ঞেগুণং
 বর্ণাশ্রমকৃত্তৈর্দৈর্ঘ্যবিপরীতং কচিৎ সমম্ ॥ ২৯২
 শ্রুত্যর্থেদ্ব্যবসিতং পতপাশবিমোক্ষণম্ ।
 সর্কেষামাত্রমাণস্ত ময়া পাতপাতং ব্রতম্ ।
 উৎপাদিতং শুভং দক্ষ সর্কপাপবিমোক্ষণম্ ॥ ২৯৩
 অস্ত চীর্ণস্ত বৎ সম্যক্ কলং ভবতি পুঙ্কলম্ ।
 তদস্ত তে মহাভাগ মানসন্ত্যজ্যাতং অরঃ ॥ ২৯৪

কি কহিব? তুমি আমার সান্নিধ্যলাভ করিতে
 পারিবে। ত্রৈলোক্যাধিপতি বাক্যভিজ্ঞ ভব
 দক্ষকে এইরূপ আশ্বাসজনক বাক্য বলিয়া,
 পুনর্বার তাহাকে বলিতে লাগিলেন, দক্ষ!
 তোমার এই যজ্ঞের বিষয় হইয়াছে বলিয়া তুমি
 জ্ঞাবৃত হইও না; তুমি অবশ্যই অবগত আছ
 যে, এই যজ্ঞ আমিই ধ্বংস করিয়াছি। সুতরাং
 হে সূত্রত! তুমি আমার নিকট পুনর্বার বর
 লও; আমি যে বর দিতেছি, তাহা তুমি প্রসন্ন-
 বদনে ও একাগ্রমনে শ্রবণ কর। হে প্রজা-
 পতে! তুমি আমার অমুগ্রহে সহস্র অশ্বমেধ
 ও শত বাজপেয় যজ্ঞের কসভাগী হইবে ॥
 ২৭৬—২৯০। হে দক্ষ! আমি দেবদানব
 দ্বিগুণ জুসাধ্য বিপুল তপস্তা আচরণ করত
 ষড়ঙ্গ বেদ, সাংখ্য ও সর্ক যোগ হইতে উদ্ধার
 করিয়া, সমস্ত আশ্রমের অস্ত্র দণ্ডসমাবৃত অর্ধ
 দ্বারা নিগূঢ় মহাপ্রাণতর্কিত, বর্ণাশ্রমকৃত বহু-
 সমূহের কোথাও বিপরীত, কোথাও সন,
 বৈদার্ষসমবিত পতপাশমোচনকারী ও সর্ক-
 পাপবিনাশী পাতপতত্ত্ব উৎপাদন করিয়াছি।

এবমুক্তা মহাদেবঃ সপত্নীকঃ সহানুগঃ ।
 অশ্বনিমমুপ্রাপ্তো দক্ষতামিতবিক্রমঃ ॥ ২১৫
 অবাণ্য চ তদা ভাগং যথোক্তং ব্রহ্মণো ভবঃ ।
 জরক সর্কধর্ম্মজ্ঞো বহবা ব্যভজন্তদা ।
 শান্ত্যর্থং সর্কভূতানাং শৃণুধ্বং তত্র বৈ দ্বিজাঃ ॥
 শীর্ষাভিতাপো নানানাং পর্কতানাং শিলাকুজঃ ॥
 অপাং তু বালুকাং বিদ্যামিষ্মোকং ভুজগেষপি ॥
 ধৌরকঃ সৌরভেয়ানামুষরঃ পৃথিবীতলে ।
 ইভানামপি ধর্ম্মজ্ঞ দৃষ্টিপ্রত্যবরোধনম্ ॥ ২১৮
 রক্কোভুতং তথাংনানাং শিখোভেদং বহিগাম্ ।
 নেত্ররোগঃ কোকিলানাং জরঃ প্রোক্তো মহাস্মৃতিঃ
 অজানাং পিত্তভেদং সর্কেষামিতি নঃ শ্রুতম্ ।
 শুকানামপি সর্কেষাং হিমিকা প্রোচ্যতে জরঃ ।
 শাদূলেষপি বৈ বিপ্রাঃ শ্রমে জর ইহোচ্যতে ॥
 মানুষেষু তু সর্কজ্ঞ জরো নাইমেষ কীর্ত্তিতঃ ।
 মরণে জন্মনি তথা মধ্যে চ বিশতে সদা ॥ ৩০১

হে মহাভাগ! এই ব্রত আচরণ করিলে, যে
 পবিত্র ফললাভ হয়, তুমি সে সকল ফলপ্রাপ্ত
 হইবে। অধুনা তুমি মানস জর পরিত্যাগ কর।
 অমিতবিক্রম মহাদেব দক্ষকে এই সকল কথা
 বলিয়া, পত্নী ও অনুচরগণ সমভিব্যাহারে অন্ত-
 রিত হইলেন। অনন্তর সর্কধর্ম্মজ্ঞ ভব ব্রহ্ম-
 কর্ত্তক যথাবিহিত ভাগ প্রাপ্ত হইয়া, সর্কভূত-
 গণের শান্তি জ্ঞাত হাঁইর পূর্কস্বষ্ট জর বহুভাপে
 বিভক্ত করিলেন। হে দ্বিজগণ! সেই বিভাগ-
 বিবরণ আমি বর্ণন করিতেছি শুনুন।
 সর্গগণের মস্তক সস্তাপ, পর্কতদিগের
 শ্রুতরের পীড়া, জলরাশির বালুকা, ভুজগণের
 নির্মোহত্যাগ, গোগণের ধৌরক, ভূমির ক্ষার,
 হস্তাদিগের দৃষ্টির অবরোধ, অশ্বসমূহের রক্কোভ-
 পাত্ত, ময়ূগণের শিখার উৎপত্তি এবং কোকিল-
 দিগের নেত্ররোগ; হে ধর্ম্মজ্ঞ! এই সকলকেই
 মহাস্মরণ জর বলিয়া থাকেন। এইরূপ ছাগ-
 দিগের পিত্তভেদ, শুকসমূহের শীতস্পর্শ, ব্যাঘ্র-
 দিগের ভ্রান্তি এবং মনুষ্যাগণের জন্ম, মরণ ও
 মধ্যসময়ে জাত রোগবিশেষকে জর বলা হয়।
 কথিত প্রাণিপ্রভৃতির মধ্যে এই জর সর্কদাই

এতদ্বাহেশ্বরং তেজো জরো নাম সুদারুণঃ ।
 নমস্তশ্চৈব মাগ্ধং সর্কপ্রাণিতিরীষরঃ ॥ ৩০২
 ইমাং জরোৎপত্তিমনমানসঃ
 পঠেৎ সদা যঃ সুসমাংহতো নরঃ ।
 বিমুক্তরোগঃ স নরো মুদা যুতো
 লভেত কাশ্যনু স যথামনীষিতানু ॥ ৩০৩
 দক্ষপ্রোক্তং স্তবকাপি কীর্ত্তয়েদ্যঃ শৃণোতি বা ।
 নান্তভং প্রাপ্নুয়াৎ কিঞ্চিদদীর্ঘকায়ুর্বাপ্নুয়াৎ ॥
 যথা সর্কেষু দেবেষু বরিতো যোগবানু হরঃ ।
 তথা স্তবো বরিতোহয়ং স্তবানাং ব্রহ্মনির্ম্মিতঃ ॥
 যশোরাজ্যমুদৈধর্ম্ম্যবিত্যাদুর্ধনকাজ্জিহ্বেতিঃ ।
 স্তোতব্যো ভক্তিমান্যায় বিদ্যাকামৈশ্চ যত্নতঃ ।
 ব্যাধিতো দুঃখিতো দীনশ্চৌরত্বেস্তো ভয়াদিতঃ ।
 রাক্ষকর্ধ্যনিযুক্তো বা মুচ্যতে মহতো ভয়ং ॥
 অনেন চৈব দেহেন গণানাম স গণাধিপঃ ।
 ইহ লোকে সুখং প্রাপ্য গণ এবোপপদ্যতে ॥ ৩০৮

অবস্থিত। ইহা মাহেশ্বরভক্তঃ নামে শ্রমিক
 এবং ঈশ্বরের দ্বারা সর্কপ্রাণিদিগেরই নমস্ত
 ও মাননীয়। ২১১—৩০২। যে উদারচেতা
 ব্যক্তি চিন্তসংযম করত এই জরোৎপত্তি
 কথা পাঠ করেন, তিনি রোগমুক্ত হইয়া
 সতত স্ফুটচিন্তে সমস্ত অভীষ্ট প্রাপ্ত হইয়া
 থাকেন। এবং যে জন এই দক্ষকথিত স্তব
 শ্রবণ করে, তাহার কোন অমঙ্গল হয় না,
 অথচ দীর্ঘজীবন প্রাপ্ত হয়। যেক্রপ দেবগণ
 মধ্যে যোগজ্ঞ হর শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ স্তবসমূহের
 মধ্যে ব্রহ্মকথিত এই স্তবই উৎকৃষ্ট। যে সকল
 ব্যক্তি যশঃ, রাজ্য, সুখ, ঐশ্বর্য্য, ধন, বিত্ত,
 আয়ু ও বিদ্যা কামনা করেন, তাঁহাদের যত্ন ও
 ভক্তিপূর্কক এই স্তব পাঠ করা কর্ত্তব্য। রোগ-
 হ্রস্ত, দুঃখিত, দরিদ্র, তন্ত্রের উপদ্রবে বিপদীভূত,
 ভয়পীড়িত এবং রাজকার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিরাও
 এই স্তব পাঠ করিলে মহৎ ভয় হইতে মুক্তি
 প্রাপ্ত হয়েন। গণাধিপতিরা পূর্কের মনুষ্যদেহে
 এই স্তব করিয়াই ইহলোকে সুখলাভ করত
 গণসমূহ মধ্যে গণ নামে কীর্ত্তিত হইয়াছেন।

ন চ যক্ষঃ পিশাচা য় ন নান্য ন বিনায়কাঃ ।
 কুপ্যবিশ্বং গৃহে তস্ত যত্র সংস্কৃত্যতে ভবঃ ॥ ৩০৯
 শৃগুগাৰা ইদং নারী স্তভক্ত্যা ব্রক্ষচারিণী ।
 পিতৃভিত্ত্বপক্ষাভ্যাং পূজ্য ভবতি দেববৎ ॥ ৩১০
 শৃগুগাদ্ভা ইদং সৰ্ব্বং কীর্ত্তিরেধাপ্যভীক্ষুশঃ ।
 তস্ত সৰ্ব্বাণি কার্ধ্যাণি সিদ্ধিং গচ্ছন্ত্যবিস্মৃতঃ ॥ ৩১১
 মনসা চিন্তিতং যচ্চ যচ্চ বাচ্য হ্যদৃচ্ছম্ ।
 সৰ্ব্বং সম্পাদ্যতে তস্ত স্তবনস্তানুকীৰ্ত্তনং ॥ ৩১২
 দেবস্ত সপ্তহস্তাথ দেব্যা নন্দীশ্বরস্ত তু ।
 বলিং বিতবতঃ কৃত্বা দমেন নিয়মেন চ ॥ ৩১৩
 ততঃ স যুক্তো গৃহীয়ান্নামাত্যন্ত যথাক্রমম্ ।
 ঈপ্সিতান্ লভতেহত্যর্থং কামান্ ভোগাংস্চ
 মানবঃ ।

মৃত্যুচ স্বৰ্গমাপ্নোতি স্ত্রীসহস্রপরীরুতঃ ॥ ৩১৪
 সৰ্ব্বকৰ্ম্মহ যুক্তো বা যুক্তো বা সৰ্ব্বগাতকৈঃ ।
 পঠন্ দক্ষকৃতং স্তোত্রং সৰ্ব্বপাটপঃ প্রমুচ্যতে ।
 মৃত্যুচ গণসালোক্যং পূজ্যমানঃ সুরাহরৈঃ ॥ ৩১৫

যেখানে ভবদেবের স্তব করা হয়, যক্ষ, পিশাচ, সর্প ও বিনায়কগণ সেখানে বিদ্র কহিতে পারে না। যে নারী ব্রক্ষার্থ্য অবলম্বন করিয়া ভক্তিভরে এই স্তব শ্রবণ করে, সেই নারী তাহার পিতৃপক্ষ ও স্বামিপক্ষসমীপে দেবীর শ্রায় পূজনীয় হইয়া থাকে। যে জন নিরন্তর এই স্তব শ্রবণ বা কীর্ত্তন করে, তাহার সমস্ত কার্য্যই নির্কিঁয়ে সুসিদ্ধ হয়। এই স্তবকীর্ত্তনে চিন্তিত বা কথিত কার্য্য সকল সম্পন্ন হইয়া থাকে। স্ব স্ব বিতবানুসারে মহাদেব, কার্ত্তিকেশ, ভগবতী ও নন্দীশ্বরকে পূজোপহার-প্রদান করত দম ও নিয়ম অবলম্বনে যোগযুক্তাবস্থায় যথাক্রমে ঐ সকল নাম গ্রহণ করিলে, ইহলোকে সৰ্ব্ব অভীষ্ট-সিদ্ধি ও কাম্যভোগ সকল লাভ হয় এবং মৃত্যুর পর সহস্রাব্দী সমভিব্যাহারে স্বর্গবাদ করিয়া থাকে। সমুদায় কৰ্ম্মাসক্ত এবং যাবতীয় পাপপরিবৃত্ত ব্যক্তিও এই দক্ষকৃত স্তব পাঠ সৰ্ব্বপাণ হইতে মুক্তিলাভ করে এবং মৃত্যুর পর গণলোকে গিয়া সুরাহরণ কর্তৃক

রূষেব বিধিযুক্তেন বিমানেন বিরাজতে ।
 আভূতসংপ্রবস্থায়ী রুদ্রস্তানুচরো ভবেৎ ॥ ৩১৬
 ইত্যাহ ভগবান্ ব্যাসঃ পরাশরহৃতঃ প্রভুঃ ।
 নৈতৰ্বেদয়তে কচ্চিন্নেদং শ্রাব্যন্ত কচ্চিৎ ॥ ৩১৭
 ঋতৈত্বতং পরমং শুভং বেহপি হ্যঃ পাপকারিণঃ
 বৈশ্যাস্ত্রিয়শ্চ শূদ্রাশ্চ রুদ্রলোকমবাগ্মযুঃ ॥ ৩১৮
 শ্র বয়েদ্যন্ত বিপ্রৈভ্যাঃ সদা পৰ্কম্ পৰ্কম্ ।
 রুদ্রলোকমবাপ্নোতি বিজ্ঞো বৈ নাত্ৰ সংশয়ঃ ।
 ইতি শ্রীমহাশ্রুত্রে ব্রহ্মাণ্ডে দক্ষশাপবর্ণনং
 ন্যমৈকত্রিশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩১

ব্রাহ্মিংশোহধ্যায়ঃ ।

স্বত উবাচ ।

ইতোষা সমুজ্জাতা কথা পাপপ্রণাশিনী ।
 যা দক্ষমধিকৃত্যেহ বথা শরীরপাগতা ॥ ১
 পিতৃবংশপ্রসঙ্গেন কথা হেবা প্রকীর্ত্তিতা ।

গুজিত হয়, আরও ঐ ব্যক্তি বিধিনির্দিষ্ট বিমান আরোহণ করত ইন্দ্রের শ্রায় শোভিত হয় এবং আগ্রলয়কাল রুদ্রের অনুচর হইয়া অবস্থান করে। পরাশরপুত্র ভগবান্ প্রভু ব্যাস বলিয়াছেন যে, সাধারণ ব্যক্তির নিকট এই স্তববিবরণ কেহ প্রকাশ করিবে না। কস কথা, সকলকে ইহা শ্রবণ করান উচিত নয়। কিন্তু যাহারা এই স্তব শ্রবণ করে, তাহারা পাপাচারী, বৈশ্য, শূদ্র বা স্ত্রীলোক হইলেও রুদ্রলোক লাভ করে। যে বিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে প্রতি পৰ্কদিনে এই স্তব শ্রবণ করায়, তাহারও নিশ্চয় রুদ্রলোক লাভ হইয়া থাকে। ৩০৩—৩১১।

একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩১ ।

ব্রাহ্মিংশ অধ্যায় ।

স্বত কহিলেন, মুনিগণ! এই আমি আপনাদিগের নিকট দক্ষ ও মহাদেব-সম্বন্ধীয় পাপবিনাশিনী কথা কহিলাম। পিতৃগণের

পিতৃণামানুপৌর্বেণ দেবান্ বক্ষ্যাম্যঃ পরম্ ॥ ২
 ত্রেতাযুগমুখে পূর্বমাসন স্বায়ত্ত্ববেহত্তরে ।
 দেবা বামা ইতি খ্যাতাঃ পূর্বং যে যজ্ঞস্থলবঃ ॥
 অজিতা ব্রহ্মণঃ পুত্রা অজ্ঞতাদজিতাস্ত তে ।
 পুত্রাঃ স্বায়ত্ত্ববৈশ্বতে শুকনারা তু মানসাঃ ॥ ৪
 ত্রিষামুক্তগণা হেতে দেবানাস্ত ব্রহ্মঃ স্মৃতাঃ ।
 ছান্দসা তু ত্রয়স্বিন্শং সর্কে স্বায়ত্ত্ববস্ত হ ॥ ৫
 বহুর্ঘ্যতিথৌ দেবো দীধরঃ স্রবসৌ মতিঃ ।
 বিভাবশ্চ ক্রতুর্শ্চৈব প্রজাতিবিশতো দ্যুতিঃ ॥
 বায়সো মঙ্গলশ্চৈব যামা দ্বাদশ কীর্তিতাঃ ।
 অভিমন্যুরুগ্রদৃষ্টিঃ সময়ঃহাধ শুচিশ্রবাঃ ।
 কেবলো বিশ্বরূপশ্চ সুপক্ষো মধুপুত্ৰথা ॥ ৭
 তুরীয়ো নিহৈতুর্শ্চৈব যুক্তো গ্রাবাজিনস্ত তে ।
 যমিনো বিশ্বদেবাদ্যাং যবিষ্ঠোহমৃতবানপি ॥ ৮
 অজিরো বিক্রবিতাবশ্চ মূলিকোহথ বিদেহকঃ ।
 ক্রতিশৃণো বৃহচ্ছুক্ৰো দেবা দ্বাদশ কীর্তিতাঃ ॥ ৯
 আসন স্বায়ত্ত্ববৈশ্বতে অন্তরে সোমপায়িনঃ ।
 ত্রিবিমস্তো গণা হেতে বীর্ঘবন্তো মহাবলাঃ ॥ ১০

আনুপূর্বিক বংশকীর্তনপ্রসঙ্গে এই কথা
 কথিত হইয়াছিল । যাহা হউক, অধুনা দেব-
 বংশের বিষয় কীর্তন করিব, শ্রবণ করুন ।
 স্বায়ত্ত্বব মন্বন্তরে ত্রেতাযুগের প্রথমে যাম নামক
 যে দেবগণ ছিলেন, তাঁহারা যজ্ঞপুত্র ; শুক্র
 নামে প্রসিদ্ধ । স্বায়ত্ত্বব ব্রহ্মার মানস পুত্র
 অজ্ঞত হেতু অজিত দেবগণ বেদে তেত্রিশ জন
 মাত্র বর্ণিত হইয়াছেন । যজ্ঞ, যযতি, দীধিগণ,
 স্রবস, মতি, বিভাস, ক্রতু, প্রজাতি, বিশত,
 দ্যুতি, বায়স ও মঙ্গল এই দ্বাদশ দেব নামে
 অভিহিত, অভিমন্যু, উগ্রদৃষ্টি, সময়, শুচিশ্রবাঃ,
 কেবল, বিশ্বরূপ, সুপক্ষ, মধুপ, তুরীয়, নিতে-
 হতু, যুক্ত, গ্রাবাজিন, যমী, বিশ্বদেবাদ্যা, যবিষ্ঠ,
 অমৃতবান, অজির, বিভ্র, বিভাব, মূলিক,
 বিদেহক, ক্রতিশৃণ ও বৃহচ্ছুক্ৰ ইহাদিগের
 মধ্যে দ্বাদশটী দেবতা শুক্র নামে এবং অবশিষ্ট
 দেবগণ ত্রিবিমান নামে বিখ্যাত । ইহারা
 সকলেই বীর্ঘবান্ ও মহাবল । ১—১০ ।

তেষামিল্লঃ সদা হানীং বিব্রুঙ্ক প্রথমো বিতুঃ
 অনুরা যে তদা তেষামাসন দ্বাদশবাক্ষবাঃ ॥ ১১
 সুপর্বধগন্ধর্কীঃ পিশাচোরগরাক্ষসাঃ ।
 অষ্টৌ তে পিতৃভিঃ সার্কিং ন'সত্যো দেবধোনয়ঃ ॥
 স্বায়ত্ত্ববেহত্তরেহতীতাঃ প্রজাত্বাসাং সহস্রণঃ ।
 প্রভাবরূপদম্পরা অয়ুধা চ বলেন চ ॥ ১২
 বিস্তরাদিহ নোচ্যন্তে মা প্রসঙ্গো ভবতিহ ।
 স্বায়ত্ত্ববো নিসর্গচ বিজ্ঞেয়ঃ সাম্প্রত্যং মনুঃ ॥ ১৪
 অতীতে বর্তমানেন দৃষ্টৌ বৈবশ্বতে ন সঃ ।
 প্রজাভির্দেবতাশ্চিৎ ঋষিভিঃ পিতৃভিঃ সহ ॥ ১৫
 তেষাং সপ্তধরঃ পূর্বমাসনেতান্ নিবেদত ।
 ভৃগুরিরা মরীচিশ্চ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ ॥ ১৬
 অত্রিশ্চৈব বসিষ্ঠশ্চ সপ্ত স্বায়ত্ত্ববেহত্তরে ।
 অগ্নীধ্রুচ্যতিবাছশ্চ মেধা মেধাতিথির্বিহুঃ ॥ ১৭
 জ্যোতিষ্মান্ হুতিমান্ হব্যঃ সবেনঃ পুত্র এব চ ।
 মনোঃ স্বায়ত্ত্ববৈশ্বতে দশ পুত্রা মহোজসঃ ॥ ১৮
 বায়ুপ্রোক্তা মহাসত্ত্বা রাজানঃ প্রথমহত্তরে ।
 সাহস্রং তৎ সগন্ধর্কং সধকোরগরাক্ষসম্ ।

তাঁহাদিগের মধ্যে বিব্রুঙ্ক ইন্দ্র সর্ষদা প্রধান
 বলিয়া নির্দিষ্ট হইতেন । এই দেবগণের
 জ্ঞাতিবন্ধু অনুরগণ এবং গরুড়, ঘক্ষ,
 গন্ধর্ক, পিশাচ, সর্প এই অষ্টবিধ জাতিও
 দেবধোনি নামে বিখ্যাত । ইহারা আয়ু, বল,
 প্রভাব ও রূপাদিশালী, সহস্র সহস্র প্রজাগণ
 স্বায়ত্ত্বব মন্বন্তরে অতীত হইয়াছে । কিন্তু
 বিস্তারভয়ে তাঁহাদিগের প্রসঙ্গ উত্থাপন
 করা হইল না । অধুনা বৈবশ্বত মনুর
 আবির্ভাবে সেই স্বায়ত্ত্ববেহত্ত প্রজা, দেবতা,
 ঋষি ও পিতৃগণসহ অতীত হইয়াছে । পূর্ব-
 তন স্বায়ত্ত্বব মন্বন্তরে ঋষিসমূহ মধ্যে নিম্নোক্ত
 ঋষিগণই সপ্তর্ষি নামে প্রখ্যাত ছিলেন ; যথা
 —ভৃগু, অজির, মরীচি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু,
 অত্রি ও বসিষ্ঠ । অগ্নীধ্রু, অতিবাছ, মেধা,
 মেধাতিথি, বহু, জ্যোতিষ্মান্, হুতিমান্, হব্য,
 সবেন ও পুত্র মহাতেজঃশালী এই দশ ঋষি
 স্বায়ত্ত্বব মনুর পুত্র ছিলেন । প্রথম মন্বন্তর
 প্রসঙ্গে বায়ু যে সকল মহাসত্ত্ব রাজগণ এবং

সপিশাচমুখ্যক স্থপর্ণাপ্রসঙ্গঃ পঞ্চমঃ । ১১
নো শক্যমানুপূর্বেণ বক্তুং বর্ণনৈত্তরপি ।
বহুভাষ্যমধেয়ানাং সংখ্যাং তেষাং কুলে তথা । ২০
যাবৈ ব্রহ্মকুলাধিপ আসন্ স্বায়ম্ভুবঃ স্তরে ।
কালেন বহনাতীতা অয়নাক্ষয়গুণক্রমৈঃ ॥ ২১

ঋষয় উচুঃ ।

ক এষ ভগবান্ কালঃ সর্ষভূতাপহারকঃ ।
কস্ত যোনিঃ কিমানিশ্চ কিং তত্ত্বং স কিমান্বজঃ
কিমস্ত চক্ষুঃ কা মূর্তিঃ কে চাত্তাবয়বাঃ স্মৃতাঃ ।
কিংনামধেয়ঃ কেহস্তাস্তা এতৎ প্রক্ৰী ই পৃচ্ছতাম্
স্মৃত উবাচ ।

শ্রুত্যাং কালসত্ত্বং শ্রুত্বা চৈবাবধারণ্যতাম্ ।
সৃষ্টিধোনির্নিমেষাধিঃ সংখ্যাচক্ষুঃ স উচ্যতে ॥ ২২
মূর্তিরস্ত কুহোরাজ্ঞে নিমেষাবয়বশ্চ সঃ ।
সংবৎসরশতং তস্ত নান চাস্ত কলাস্বকম্ ।
সাম্প্রতানাগতাতীতকালান্না স প্রজাপতিঃ ॥ ২৫
পকানং প্রবিভক্তানং কালবহ্নিবিবোধত ।

অমর, নক্ষত্র, যক্ষ, মৰ্প, রাক্ষস, পিশাচ, মনুষ্য, গন্ধৰ্ব ও অপ্সরোগণের বিষয় বলিয়াছেন, তাহাঙ্গিণের নাম ও কুল বহনংখ্যক বলিয়া শত বৎসরেও আনুপূৰ্ব্বিক বর্ণন করিয়া উঠা অসাধ্য । ১১—২০ । স্বায়ম্ভুব মন্বতরে সকলেই ইহার বৎসর, অয়ন ও যুগক্রমানুসারে বহুকাল পর্যন্ত ব্রহ্মকুল নামে বর্তমান ছিলেন । ঋষিগণ বলিলেন, এই সর্ষভূত-বিধ্বংসী ভগবান্ কাল কে ? কাহার বংশধর ? এবং এই কালের আদি কি ? তত্ত্ব কি ? ইহার আশ্রয় আছে কি না ? ইহার চক্ষু, মূর্তি, অবয়ব কিহা নাম কি ? এবং ইহার আশ্রা কে ? এই সমুদায় আমরা জানিতে ইচ্ছা করি, অতএব বর্ণন করুন । স্মৃত বলিলেন, কালবিজ্ঞান ভবিষ্য তাহা নিশ্চয় করুন । সৃষ্টি এই কালের যোনি, নিমেষ প্রভৃতি ইহার চক্ষু, অহোরাত্র ইহার মূর্তি, নিমেষ ইহার অবয়ব, সমবৎসরশত ইহার নাম এবং কলা ইহার আশ্রা । বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ কালপ্রাপ্তি নামে অভিহিত । এই

দিনাক্ষয়মাসমাসৈস্ত ধতুভিত্তয়নৈবতথা ॥ ২৬
সংবৎসরস্ত প্রথমো বিতীয়ঃ পরিবৎসরঃ ।
ইদংসরস্তৃতীয়স্ত চতুর্থশ্চানুবৎসরঃ ॥ ২৭
বৎসরঃ পঞ্চমস্তেষাং কালঃ সংযুগসংজ্ঞিতঃ ।
তেষাং তত্ত্বং বক্ষ্যামি কীর্ত্যমানং নিবোধত ॥ ২৮
ঋতুরধিষ্ঠ যঃ প্রোক্তঃ স তু সংবৎসরো মতঃ ।
আদিতেহস্তমৌ সারঃ কালান্নিঃ পরিবৎসরঃ ॥ ২৯
শুক্লকৃষ্ণা গতিচাপি অপাং সারময়ঃ খগাঃ ।
স ইদাবৎসরঃ সোমঃ পুরাণে নিশ্চয়ো মতঃ ॥ ৩০
বৎসরং তপতে লোকান্তনুভূতিঃ সপ্তসপ্ততিঃ ।
আত কৰ্ত্তা চ লোকস্ত স বায়বনুবৎসরঃ ॥ ৩১
অহঙ্কারাং রুদন্ রুদ্রঃ সন্ততো ব্রহ্মণস্ত যঃ ।
স রুদ্রো বৎসরভ্বেবাং বিজজ্ঞে নীললোহিতঃ ।
তেষাং হি তত্ত্বং বক্ষ্যামি কীর্ত্যমানং নিবোধত ।
অঙ্গপ্রত্যঙ্গসংযোগাং কালান্না স পিতামহঃ ।
ঋকৃসামযজুর্বাং যোনিঃ পকানং পতিরীশ্বরঃ ।
সোহগ্নির্ধজুশ্চ সোমশ্চ স ভূতঃ স প্রজাপতিঃ ।

কাল দিন, পক্ষ, মাস, ঋতু ও অয়ন এই পাঁচভাগে বিভক্ত । প্রথম বৎসরের নাম সমবৎসর, বিতীয় বৎসরের নাম পরিবৎসর, তৃতীয় বৎসরের নাম ইদংবৎসর, চতুর্থ বৎসরের নাম অনুবৎসর এবং পঞ্চম বৎসর, এতৎ পরিমিতকাল যুগ নামে অভিহিত হয় । যথাক্রমে তাহাঙ্গিণের তত্ত্ব বিবৃত করিতেছি, শ্রবণ করুন । পূর্বে যে ঋতু নামক অগ্নির বিষয় বলা হইয়াছে, তাহাকে সমবৎসর ; সৃষ্টি মধ্যে কালান্নি নামক যে সারভাগ, তাহাকে পরিবৎসর ; শুক্ল ও কৃষ্ণ গতিশীল জলময় চন্দ্রকে ইদাবৎসর ; যে বায়ু উনপকাশন শরীর দ্বারা লোকসমূহের সভাপনাতা এবং লোকগণের আশ্রয়ী তাহাকে অনুবৎসর ; অহঙ্কার বশে ব্রহ্মণেব হইতে প্রোত্ভূত হইয়া যিনি রোহণ করেন, সেই নীললোহিত রুদ্র (উদা) বৎসর বলিয়া পুরাণে নির্দিষ্ট । তাহাঙ্গিণেরও তত্ত্বকথা কহিতেছি, শ্রবণ করুন । ২১—৩২ । ঋকৃ, সাম ও যজুর্বেদের ঋকৃ-পাদাধিতা কালান্না ব্রহ্মা অহ-লোহিত সংবৎসর

প্রোক্তঃ সংবৎসরশ্চেতি সূর্যো যোহগ্নির্মনীষিতঃ
 যস্মাৎ কাগবিভাগানাং মাসত্বং যস্যৈবাপি ।
 গ্রহনকক্রান্তীতোঽথবর্ষায়ঃকর্মণাং তথা ।
 যোজিতঃ প্রবিভাগাণাং দিবসানাং ভাস্করঃ ॥ ৩৫
 বৈকারিকঃ প্রসঙ্গাত্মা ব্রহ্মপুত্রঃ প্রজাপতিঃ ।
 একেনৈকোহথ দিবসো মাসোহথভূতঃ পিতামহঃ ॥
 আদিত্যঃ সবিভা ভানুজীবনো ব্রহ্মসংকৃতঃ ।
 প্রভবচাত্যয়শ্চৈব ভূতানাং তেন ভাস্করঃ ॥ ৩৭
 গ্রহাতিমানী বিজ্ঞেয়স্তুতীয়ঃ পরিবৎসরঃ ।
 সোমঃ সর্কৌষধিপতির্ঘস্মাৎ স প্রপিতামহঃ ॥ ৩৮
 আজীবঃ সর্কভূতানাং যোগক্ষেমকৃদধরঃ ।
 অবেক্ষমাণঃ সততং বিভর্তি জগদন্তুভিঃ ॥ ৩৯
 তিথীনাম পর্কসন্ধৌবাৎ পূর্ণিমাৎ দায়ৈবাপি ।
 যোনিশিঃ করো যশ্চ যোহয়ুতাত্মা প্রজাপতিঃ ।
 তস্মাৎ স পিতৃমান সোম ঋকৃষজুচ্ছন্দসাস্ত্রকঃ ॥ ৪০
 প্রাপাপানসমানান্যৈব্যাংনোদানান্যকৈরপি ।

হেতু এই পঞ্চবিধ কালেরই ঈশ্বর। পণ্ডিত-
 গণ যে অধিকে সূর্য নামে নির্দেশ করেন,
 সেই অগ্নিই যজুঃ সোম, ভূত, প্রজাপতি ও
 সংবৎসররূপে নির্দিষ্ট। কারণ সূর্যই গ্রহ,
 নক্ষত্র, নীতি, উষ্ণ, বর্ষা, আয়ু, কর্ম ও দিবসের
 বিভাগাদি কার্যে নিয়োজিত। একমাত্র প্রজা-
 পতি ব্রহ্মাই দিবস, মাস, ঋতু প্রভৃতি এক
 একটি নাম ধারণপূর্বক প্রসঙ্গাত্মা বৈকারিক
 ব্রহ্মপুত্ররূপে পরিচিত হইলেন। ভাস্কর ভূত-
 গণের উৎপত্তি ও বিনাশকারণ বলিয়াই আদিত্য,
 সবিভা, ভানু, জীবন ও ব্রহ্মসংকৃত নামে
 নির্দিষ্ট। গ্রহরূপী চন্দ্র ভূতীয় পারবৎসর;
 সর্কৌষধিপতি বলি। ইনিও প্রপিতামহ নামে
 অভিহিত। এই চন্দ্র সর্কভূতবৃন্দের জীবন-
 স্বরূপ, যোগের মঙ্গলাবহ এবং ঈশ্বর; ইনি
 সর্ক জগৎ পরিদর্শন করত কিরণগণ দ্বারা নিয়ত
 ধারণ করিতেছেন। ইনিই তিথিসমূহ, পর্কসন্ধি
 ও পূর্ণিমা, অমাবস্যার উত্তর কারণ, বাত্রিকারক,
 অমৃতময়, প্রজাপতি, পিতৃগণের সোম এবং
 ঋকৃ ও যজুর্বেদময়। বায়ু প্রাণগণের দেহে
 কর্ম্মাসারে প্রাণ, অপান, সমান, যান ও

কর্ম্মভিঃ প্রাণিনাং লোকে সর্কচেষ্টাপ্রবর্তকঃ ॥ ৪১
 প্রাপাপানসমানানাং বায়ুনাক প্রবর্তকঃ ।
 পক্ষানাকৈশ্চিয়মনোবুদ্ধিস্মৃতিবলান্নাম ॥ ৪২
 সমানকালকরণঃ ক্রিয়াঃ সম্পাদয়দ্বিঃ ।
 সর্কাত্মা সর্কলোকানামাবহঃ প্রবহানিভিঃ ।
 বিধাতা সর্কভূতানাং কর্ম্মী নিত্যং প্রভঞ্জনঃ ॥ ৪৩
 যোনিরুৎপেদপাৎ ভূমে রবেচ্চন্দ্রমনশ্চ যঃ ।
 বায়ুঃ প্রজাপতিঃ ভূতং লোকাত্মা প্রপিতামহঃ ॥ ৪৪
 প্রজাপতিমুখৈর্দৈবৈঃ সমাগষ্টকগার্ধিভিঃ ।
 ত্রিভিরেব কপালৈস্ত্র্যাম্বকৈরোষধিকয়ে ।
 ইজ্যতে ভগবান্ যস্মাৎ তস্মাৎ ত্র্যাম্বক উচ্যতে ॥
 গায়ত্রী চৈব ত্রিষ্টুপ চ জগতী চৈব বা স্মৃতা ।
 ত্র্যাম্বকা নামতঃ প্রোক্তাঃ যোনিয়ঃ সর্বনস্ত তাঃ ॥ ৪৬
 তাতিরেকতত্ত্বতাত্ত্বিবিধাভিঃ স্ববোধ্যতঃ ।
 ত্রৈসাধনপূর্যতঃ শ্রীকৃপাঃ স বে স্মৃতা ॥
 ইত্যেতৎ পঞ্চবর্ষং হি যুগং প্রোক্তং মন্যাবিভিঃ ॥
 যট্টেব পঞ্চবাত্মা বৈ প্রোক্তঃ সংবৎসরো দ্বিষ্টেঃ

উদান নামে অভিহিত হইয়া সর্ক চেষ্টা প্রব-
 র্ত্তন করেন। এই বায়ুই প্রাণ, অপান, সমান,
 প্রভৃতি পঞ্চবায়ু, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, স্মৃতি ও
 বলের প্রবর্ত্তয়িতা। সমানকালকর সর্কাত্মা
 বায়ু আবহন প্রবাহনাদি দ্বারা নিখিললোকের
 ক্রিয়া সমাধা করিয়া সর্কভূতের বিধাতা,
 কর্ম্মশীল ও প্রভঞ্জন নামে অভিহিত হইলেন।
 ৩৩—৪৩। বায়ুই অগ্নি, জল, ভূমি, সূর্য
 ও চন্দ্রমার উৎপত্তিনিদান প্রজাপতি লোকাত্মা
 ও ব্রহ্মস্বরূপ। যজ্ঞফলাকাজী প্রজাপতি
 প্রভৃতি দেবত্রয় ঋষদিকল্পকালে নেত্রদ্বয়ময়
 তিনটি কপাল দ্বারা এই ভগবান্ বায়ুর বস্ত্র
 করেন বলিয়া, ইনি ত্র্যাম্বক নামে অভিহিত
 হইলেন। গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ ও জগতী নামে যজ্ঞ-
 যোনি সকল ত্র্যাম্বক নামে বিখ্যাত। এই একত-
 ভূত ত্রিবিধ যজ্ঞযোনিদ্বারা স্ববোধ্য বলে সিদ্ধ
 হইয়া ত্রৈসাধন ইন্দ্র ত্রিকপাল নামে প্রসিদ্ধ
 হইয়াছেন। মনীষীরা এইরূপে পঞ্চবর্ষ যুগের
 ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বিজ্ঞগণ যে সংবৎসরকে
 পঞ্চভাগে বিভক্ত বলিয়া, বর্ণন করিয়াছেন, বসন্ত

সৈকং বটকোঃবিজজ্ঞেহং মধ্বাদীন্ তনুত্ন কিল
 কুহুপুল্লাভবাঃ পক ইতি সর্গঃ সমাদৃতঃ । ৪৮
 ইত্যেব পবমানো বৈ প্রাণিনাং জীবিতানি তু ।
 নদীবৈগমমাযুক্তং কালো ধাবতি সংহতন্ ।
 অহোরাত্রকরন্ত্যাং স বান্ধবতবং পুনঃ । ৪৯
 এতে প্রজানান্ পতয়ঃ প্রধানাঃ সর্ষদেহিনাম্ ।
 পিতরঃ সর্ষলোকানাং লোকাশ্বানঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ।
 ধায়ন্তো ব্রহ্মণো বহুঃস্বান্ সম্যতবহুবঃ ।
 ঋষিবিপ্রো মহাদেবো ভূতান্শ্চাপিতামহঃ । ৫১
 ঈশ্বরঃ সর্ষভূতানাং প্রববাস্যোপপদ্যতে ।
 আশ্রবেণেন ভূতানামদ্রপ্রত্যঙ্গসম্ভবঃ । ৫২
 অগ্নিঃ সংবৎসরঃ সৃষ্টিচক্ৰমা বায়ুরেব চ ।
 যুগাভিমানী কালান্ত্রা নিত্যং সংক্ষেপকদ্বিভূতঃ ।
 উৎপাদকোহনুগ্রহকৃৎ স ইবৎসর উচ্যতে । ৫৩
 কুদ্রাবিষ্টো ভগবতা ভগ্নতাম্বিন্ হতেজসা ।

প্রভৃতি ছয় কতু তাহা হইতেই সমুত্ত হই-
 য়াছে। এই কতুগণের পুত্র পক আভব। আমি
 এই সংক্ষেপে কালসৃষ্টির কথা কীৰ্ত্তন করি-
 লাম। এই পবিত্রকারী অনন্তশক্তিশালী কাল
 প্রাণিগণের প্রাণসংহার করিয়া নদীবৈগের হ্রায়
 নিয়ত ক্ষতবেগে ধাবিত হইতেছে। এই কাল
 হইতেই সেই অহোরাত্রিবিধায়ক বায়ব উদ্ভব
 হইয়াছে। ইহারা সকলেই প্রজাপতি ও
 সর্ষদেহী অপেক্ষা প্রধান, সর্ষলোকের পিতা
 এবং লোকান্ত্রা বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকেন।
 ভব, ঋষি, বিপ্র, মহাদেব, ভূতান্শ্চ, প্রপিতামহ
 এবং সর্ষভূতগণের ঈশ্বর ধ্যানশীল ত্রক্ষার মুখ
 হইতেই আবির্ভূত হইয়া, প্রববরূপে পরিচিত
 হইয়াছেন। আশ্রবেণশাস্ত্রেই ভূতগণের
 অদ্রপ্রত্যঙ্গ সমুত্ত হয়। অগ্নি, সম্বৎসর, সৃষ্টি,
 চক্ৰমা, বায়বরূপ যুগাভিমানী কাল, নিত্য-
 সংক্ষেপকারী হইয়া উদ্ভাবক, অনুগ্রাহক,
 প্রভাববান্ ইবৎসর বলিয়া অভিহিত করেন।
 ভগবান্ ক্রম আশ্রয় ও আশ্রয়ীর সংযোগানু-
 সারে স্বীয় বীথ্যেলে বিভিন্ন পেশ ও নাম গ্রহণ
 করিয়া ইহ জগতে আবির্ভূত হইয়াছেন। অন-
 তর ঐহ্যারাই বীথ্যাঙ্কসারে লোকান্ত্রগ্রাহক

আশ্রয়প্রাপ্তিসংযোগাং তনুভিন্নাভিস্তম্বাঃ । ৫৪
 ততস্তত তু বোধেণ লোকানুগ্রহকারকম্ ।
 দ্বিতীয়ঃ ক্রমঃ সংযোগাং জাতং ভক্তিব সাধকম্ ।
 দেবত্বক পিতৃহক কালত্বকাত তৎ পরম্ ।
 তন্মাত্রে সর্ষবাঃ ক্রমঃ স মর্ত্ত্যোত্তমভিপূজ্যতে । ৫৬
 পতিঃ পতীনাং ভগবান্ প্রজেশানান্ প্রজাপতিঃ ।
 ভাবনঃ সর্ষভূতানাং সর্ষেবাং নীললোহিতঃ ।
 ওষধীঃ প্রতিনৃক্তে ক্রমঃ জীবাঃ পুনঃপুনঃ । ৫৭
 ইত্যেবাং ষণপত্যং বৈ ন তক্ষক্যং প্রমাবতঃ ।
 বহুত্যাং পরিবংখ্যাতুং পুত্রপৌত্রমনন্তকম্ । ৫৮
 ইমং বংশং প্রজেশানান্ মহত্যাং পুণ্যকর্ষণাম্ ।
 কীৰ্ত্তন্য শ্রিয়কীৰ্ত্তীনাং মহতীং সিদ্ধিমাশ্রুয়াং । ৫৯

ইতি ত্রিঙ্গাওমহাপুরাণে বৈববংশবর্ণনো
 নাম ষাট্রিংশোঃধ্যায়ঃ । ৩২ ।

দ্বিতীয় ক্রমের উদ্ভব হয়। এই ক্রম হইতে
 দেবত্ব পিতৃহ এবং কালত্বের আবির্ভাব হই-
 য়াছে। এইজন্তই মানবেরা সর্ষবা ক্রমসেবের
 পূজা করিয়া থাকে। ভগবান্ নীললোহিত
 ক্রমই পতিগণের পতি, প্রজাপতিগণেরও
 প্রজাপতি এবং সর্ষভূতের উৎপাদকরূপ।
 তিনিই বার বার কল্পশ্রাণ্ড ওষধিসমূহ পুনঃ-
 জীবিত করেন। উল্লিখিত দেবসমূহের যে
 সকল অনন্ত পুত্রপৌত্রাদি জন্মিয়াছে, তাহাদের
 সংখ্যা এত অধিক যে, তাহাদের পরিমাণ স্থির
 করা যায় না। পুণ্যকর্ষণালী, শ্রিয়কীৰ্ত্তি,
 মহাত্মা প্রজাপতিগণের এই বংশ কীৰ্ত্তন
 করিলে মহাসিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে।

৪৪—৫১ ।

ষাট্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩২ ।

ত্রয়ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

বায়ুস্বৰূপাচ ।

অত উক্তং প্রবক্ষ্যামি প্রণবস্ত বিনিচয়ম্ ।
 ওঁকারমক্ষরং ব্রহ্ম ত্রিবর্ণচানিতঃ স্মৃতম্ ॥ ১
 যো যো বস্ত যথা বর্ণো বিহিতো দেবতান্তথা ।
 ঋচো যজুঃষি সামানি বায়ুয়ন্তথা জলম্ ॥ ২
 তস্মাত্তু অক্ষরাণ্যেব পুনরন্ত্রে প্রজজ্জিরে ।
 চতুর্দশ মহাত্মানো দেবান্যং যেষু দেবতাঃ ॥ ৩
 তেষু সর্কগতৈশ্চৈব সর্কগঃ সর্কযোগবিৎ ।
 অনুগ্রহায় লোকানামাদিমধ্যাত্ত উচ্যতে ॥ ৪
 সপ্তধ্বন্তথেষ্টা যো দেবাচ পিতৃভিঃ সহ ।
 অক্ষরান্নিঃসৃতাঃ সর্কৈ দেবদেবানুমহেশ্বরং ।
 ইহামুক্ত্রিহিতার্থায় বদন্তি পরমং পদম্ ॥ ৫
 পূর্কমেব ময়োক্তন্তে কালস্ত যুগসংজ্ঞিতঃ ।
 কৃতং ত্রৈতা ধাপরক যুগানিঃ কলিনা সহ ।
 পরিবর্তমানৈস্তৈরেব ভ্রমমাণেষু চক্রবৎ ॥ ৬

ত্রয়ত্রিংশা অধ্যায়ঃ ।

বায়ু বলিলেন, ইহার পর আমি প্রণবনির্ণয়
 কথা কহিব । ওঁকার অক্ষর, ব্রহ্ম ও ত্রিবর্ণ
 বলিয়া নির্দিষ্ট । বাহার ঘেরূপ বর্ণ এবং যেরূপ
 দেবতা তদনুসারে ইহাতে ঋক্, যজুঃ, সাম,
 এবং বায়ু, অগ্নি ও জল অবিস্তিত আছে। এই
 অক্ষর হইতে দেবগণেরও দেবতা চতুর্দশ
 মহাত্মার উদ্ভব হইয়াছে । লোকনিচয়ের
 প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনার্থ ঐ সমস্ত মহাত্মার
 মধ্যে সর্কব্যাপী, সর্কগামী ও সর্কযোগজ্ঞ
 ভগবান্ আদি, মধ্য ও অন্তরূপে বিরাজিত
 বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকেন । সপ্তধ্বি,
 ইন্দ্রাদি দেবগণ এবং পিতৃগণ, সকলেই
 পূর্কোলিখিত ওঁকার অক্ষররূপী দেবদেব
 মহেশ্বর হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়াছেন । এই
 ওঁকারই ইহলোক ও পরলোকের হিতসাধনে
 পরমপদ বলিয়া অভিহিত । পূর্ক আমি যুগ
 নামে যে কালের কথা কহিয়াছি, সেই যুগরূপী
 কাল সত্য, ত্রৈতা, ধাপর ও কলি নামে বারংবার

দেবতান্ত তদোদ্বিগ্নাঃ কালস্ত বশমানতাঃ ।
 ন শকু বন্তি তন্মানং সংস্থাপয়িতুমাননা ॥ ৭
 তদা তে বাগ্ধতা ভূত্বা আদৌ মনস্তরং বৈ ।
 ঋষয়ৈশ্চৈব দেবাশ্চ ইন্দ্রৈশ্চৈব মহাতপাঃ ॥ ৮
 সমাধায় মনস্তোত্রং সহস্রং পরিবৎসরান্ ।
 প্রপংক্তে মহাদেবং ভীতাঃ কালস্ত বৈ তদা ॥ ৯
 অগ্নং হি কালো দেবেশ্চতুর্ভূক্তিশ্চতুর্ভূতঃ ।
 কোহস্ত বিদ্যামহাদেব অগাধস্ত মহেশ্বর ॥ ১০
 অথ দৃষ্ট্বা মহাদেবন্তস্ত কালকতুর্ভূতম্ ।
 ন ভেতব্যমিতি প্রাহ কো বঃ কামঃ প্রদায়তাম্ ॥
 তং কহিষ্যাম্যহং সর্কং ন বুধ্যস্ব পরিশ্রমঃ ।
 উবাচ দেবো ভগবান্ স্বয়ং কালঃ সুহৃক্কিয়ঃ ॥ ১২
 যঃকৃতস্ত মুখং য়েতং চতুর্ভূতং হি লক্ষ্যতে ।
 এতং কৃতযুগং নাম তস্ত কালস্ত বৈ মুখম্ ।

চক্রের স্থায় পরিবর্তিত হয়, এজন্ত দেবতাগণ
 তাহার পরিমাণকাল স্থির করিতে না পরিয়া,
 নিতান্ত উদ্বিগ্নমনে কালের বশতা স্বীকার করি-
 লেন এবং কালভয়ে ভীত হইয়া আদি মনস্তর
 কাল হইতে সহস্র বৎসর পর্যন্ত ষাণ্মসংযমন
 ও মনঃসমাধান করত কাল ভতিবাহিত করিয়া,
 ঋষিগণ, দেবগণ ও মহাতপা ইন্দ্র, মহাদেবের
 সমীপে সমুপস্থিত হইলেন । তাঁহারা মহাদেব
 সমীপে উপস্থিত হইয়াই তাঁহাকে বলিলেন,
 ‘মহেশ্বর ! এই দেবপ্রধান কালকে চতুর্ভূক্তি ও
 চতুর্ভূত দেখিতেছি, কিন্তু আমরা এই অগাধ
 কালের বিষয় কিছুই নির্ণয় করিতে পারিতেছি
 না । ১—১০ । অনন্তর মহাদেব সেই চতুর্ভূত
 কালকে দেখিয়া কহিলেন, ‘ইহার স্তম্ভ
 তোমরা কোন ভয় করিও না । এখন
 আমার নিকট আসিয়াছ, তোমাদের এই
 আগমনজনিত পরিশ্রম বুঝা না হয়, এই জন্য
 বলিতেছি, তোমাদের অভ্যাপ্ত বিষয় প্রকাশ
 কর, আমি তাহা সমাধা করিব ।’ সুহৃক্কিয়-
 কালরূপী স্বয়ং ভগবান্ তাঁহাদিগকে এই কথা
 কহিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন, এই যে
 ইহার চারিটা ভিহ্বাসম্পন্ন যেতবর্ণ মুখ দেখিতে
 পাইতেছ, ইহাই কালের সত্যযুগ নামক মুখ ।

অসৌ দেবঃ সূরশ্রেষ্ঠো ব্রহ্মা বৈবস্বতো মুখঃ ॥ ১০
 বনেতস্কলবর্ণাভং তৃতীয়ং বঃ স্মৃৎ ময়া ।
 ত্রিভিহস্য লেনিহানন্ত এতং ত্রোত্যুগং বি বাঃ ॥
 অত্র যজ্ঞপ্রবৃত্তিঃ জায়তে হি মহেশ্বরায় ।
 ততোহত্র ইচ্ছাতে যজ্ঞস্তিস্রো জিহ্বাহ্রয়োহঘরঃ ।
 ইষ্টো চেবাশ্রয়ো বিপ্রাঃ কালজিহ্বা প্রবর্ততে ॥ ১৫
 বনেতস্কল মুখং ভীষং ত্রিভিহস্যং বক্তৃপিতৃলম্ ।
 বিপানোহত্র ভবিষ্যামি বাপরং নাম উদ্ভুগম্ ॥
 যনেতং কৃকবর্ণাভং তুরীয়ং বক্তৃলোচনম্ ।
 একজিহ্বং পৃথু শ্রামং লেনিহানং পুনঃপুনঃ ॥
 ততঃ কলিযুগং যোরং সৰ্বলোকভয়ঙ্করম্ ।
 কল্পত্ব তু মুখং হেতুত্বং নামভীষণম্ ॥ ১৮
 ন স্মৃৎ নাপি নিকীর্ণং তস্মিন্ তবতি বৈ যুগে ।
 কালগ্রস্তা প্রজা চাপি যুগে তস্মিন্ ভবিষ্যতি ॥ ১৯
 ব্রহ্মা কৃতযুগে পূজ্যস্তোত্রায় যজ্ঞ উচ্যতে ।
 বাপরে পূজ্যতে বিষ্ণুরহং পূজ্যন্ততুষ্পি ॥ ২০

এই বৈবস্বত মুখরূপ দেবতাই দেবগণ মধ্যে প্রধান এবং ব্রহ্মার স্বরূপ । হে ভিষগণ! মহা-
 দেব বলিলেন, এই যে লোলাকার ত্রিভিহস্য
 বক্তৃবর্ণ মুখ দেখা যাইতেছে, ইহারই
 নাম ত্রোত্যুগ । এই ত্রোত্যুগে মহেশ্বর
 হইতে যজ্ঞপ্রবৃত্তি হয় বলিয়া ইহাতে যজ্ঞ
 যাজিত হইয়া থাকে । এই যুগের তিনটি
 জিহ্বা তিনটি অঙ্গিস্বরূপ । ব্রাহ্মণগণ ইহাতে
 যজ্ঞ করার পর কালজিহ্বা প্রবর্তিত হয় ।
 দুইটি জিহ্বাসূক্ত বক্তৃপিতৃলবর্ণ এই যে তরু-
 ক্তর মুখ, ইহার নাম বাপর যুগ ; প্রতিক্রমে
 এই যুগে আমি বিপানরূপ দারণ করিয়া থাকি ।
 আর এই যে কৃকবর্ণ, তুল, বক্তৃচক্ষু একজিহ্ব
 পুনঃপুনঃ লিহান চতুর্থমুখ, ইহার নাম
 কলিযুগ, ইহা সৰ্বলোকের ভয়াবহ, এই ভীষণ
 যুগকে কলের চতুর্থ মুখ বলা হয় । এই কলি-
 যুগে স্মৃৎ ও মোক্ষ থাকিবে না, এবং প্রজাগণ
 এই যুগে কালগ্রস্ত হইবে । সত্যযুগে ব্রহ্মা
 পূজনার, ত্রোত্যুগে যজ্ঞ, বাপরে বিষ্ণু এবং
 আমি চাণ্ডীগুণেই পূজিত হইয়া থাকি ॥ ১১—

ব্রহ্মা বিষ্ণু ও যজ্ঞ কালের তিনটি
 কলাস্বরূপ । এই চাণ্ডীগুণেই মহেশ্বর চাণ্ডি
 মূর্তি দারণ করিয়া থাকেন । আমিই জন এবং
 তোমানিগের জয়িতা, কালপ্রবর্তক কাল, যুগ-
 কর্তা, পরাংপর ও পরমেশ্বররূপ । কলিযুগ
 উপস্থিত হইলে আমি লোকসকলের
 হিতসাধনার্থ এবং দেবগণ ও উত্তর লোকের
 অভয়দান নিমিত্ত মঙ্গল্য ও পূজ্য হইব ।
 অতএব হে মহাতেজঃসম্পন্ন সূরশ্রেষ্ঠগণ !
 কলিযুগ উপস্থিত হইলে আপনাদিগের
 ভয়ের কোনই কারণ নাই । তখন সমুদায়
 দেবগণ ও ঋষিগণ এই বাক্য শুনিয়া জগৎ-
 পতি মহাদেবকে প্রণাম পূরসর পুনর্কার
 জিজ্ঞাসা করিলেন । দেবগণ কহিলেন, মহা-
 তেজস্বী, মহাকাশ, মহাবীৰ্য্যসম্পন্ন, মহাহ্যাতি-
 সম্পন্ন ও সৎকৃতভরতর এই কাল চতুষ্ক
 হইলেন কেন ? মহাদেব বলিলেন, লোক
 রক্ষার লক্ষ্য এইকাল চতুষ্কৃতি, চতুর্দশ ও
 চতুর্দশ হইয়া সকলোক আতিক্রম করিয়া
 থাকেন । নিখিল চরাচরে এই কালের আদ্য

২০ । ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও যজ্ঞ কালের তিনটি
 কলাস্বরূপ । এই চাণ্ডীগুণেই মহেশ্বর চাণ্ডি
 মূর্তি দারণ করিয়া থাকেন । আমিই জন এবং
 তোমানিগের জয়িতা, কালপ্রবর্তক কাল, যুগ-
 কর্তা, পরাংপর ও পরমেশ্বররূপ । কলিযুগ
 উপস্থিত হইলে আমি লোকসকলের
 হিতসাধনার্থ এবং দেবগণ ও উত্তর লোকের
 অভয়দান নিমিত্ত মঙ্গল্য ও পূজ্য হইব ।
 অতএব হে মহাতেজঃসম্পন্ন সূরশ্রেষ্ঠগণ !
 কলিযুগ উপস্থিত হইলে আপনাদিগের
 ভয়ের কোনই কারণ নাই । তখন সমুদায়
 দেবগণ ও ঋষিগণ এই বাক্য শুনিয়া জগৎ-
 পতি মহাদেবকে প্রণাম পূরসর পুনর্কার
 জিজ্ঞাসা করিলেন । দেবগণ কহিলেন, মহা-
 তেজস্বী, মহাকাশ, মহাবীৰ্য্যসম্পন্ন, মহাহ্যাতি-
 সম্পন্ন ও সৎকৃতভরতর এই কাল চতুষ্ক
 হইলেন কেন ? মহাদেব বলিলেন, লোক
 রক্ষার লক্ষ্য এইকাল চতুষ্কৃতি, চতুর্দশ ও
 চতুর্দশ হইয়া সকলোক আতিক্রম করিয়া
 থাকেন । নিখিল চরাচরে এই কালের আদ্য

কালঃ স্ফুটিতুতানি পুনঃ সংহরতি ক্রমাৎ ॥ ২৮
সর্কে কালস্ত বশরা ন কালঃ কস্ত চিদ্বশে ।
তস্মাত্তু সর্কভূতানি বালঃ কলয়তে সদা ॥ ২৯
বিক্রমস্ত পদাচ্চ পূর্হোক্তাক্রমসপ্ততিঃ ।
তানি মনস্তরাণীহ পরিবৃন্তযুগক্রমঃ ॥ ৩০
একং পদং পরিক্রম্য পদানামেকসপ্ততিঃ ।
যদা কালং প্রক্রমতে তদা মনস্তরক্ষয়ঃ ॥ ৩১
এবমুক্তা তু ভগবান্ দেবর্ষিপিতৃদানবান্ ।
নমস্কৃত্য তৈঃ সর্কৈস্তত্রৈবাস্তবধীয়ত ॥ ৩২
এবং স কালো ভগবান্ দেবর্ষিপিতৃদানবান্ ।
পুনঃপুনঃ সংহরতে স্ফুটে চ পুনঃপুনঃ ॥ ৩৩
অতো মনস্তরে চৈব দেবর্ষিপিতৃদানবৈঃ ।
পূজ্যতে ভগবান্শো ভগ্নাৎ কালস্ত তস্মৈ বৈ ॥ ৩৪
তস্মাৎ সর্কশ্রবতেন বলৌ কুর্ধ্যাতপো বিজঃ ॥
প্রপন্নস্ত মহাদেবং তস্ত পুণ্যকলং মহৎ ॥ ৩৫
তস্মাদ্বেবা দিবং গতা অবতীৰ্য্য চ ভূতলে ।
ঋষ্যশ্চৈব দেবাশ্চ কলিং প্রাপ্য সুদাক্ষণম্ ॥ ৩৬

কিছুই নাই; কালই সর্কভূত স্ফুটি করিয়া,
আবার ক্রমশঃ তাহা সংহার করেন। কালের
বলীভূত সকলেই, কাল কাহারও বলীভূত নহেন,
সুতরাং কাল সর্কভূতের স্ফুটি, স্থিতি ও সংহার
কারক। এই কালের পূর্বোক্তপ্রতি একসপ্ততি
পদবিক্ষেপই যুগপরিবর্তন অনুসারে মনস্তর
নামে অভিহিত। ২১—৩০। একসপ্ততি
পদ মধ্যে একপদ পরিক্রমণ করিয়া, কাল যখন
অত্র পদ পরিক্রমণের উপক্রম করেন, তখন
মনস্তরের ক্ষয় হয়। ভগবান্ মহাদেব দেবতা
ঋষি, পিতৃ ও দানবদিগের নিবট এই সকল
কথা প্রকাশ ও তাঁহারা তাঁহাকে নমস্কার করিলে
পর তিনি তৎকথাং অন্তর্হিত হইলেন। ভগ-
বান্ কাল এইরূপে দেবর্ষি, পিতৃ ও দানব-
গণের পুনঃপুনঃ স্ফুটি এবং বারবার সংহার
করেন বলিয়া দেব, ঋষি, পিতৃ ও দানবগণ প্রতি
মনস্তরেই কালভয়ে ভীত হইয়া, নিগ্রহ ও অনু-
গ্রহকারী ভগবান্ কালের পূজা করিয়া থাকেন।
কলিযুগ উপস্থিত হইলে বিজয়াজ্ঞেরই সর্বিশেষ
শ্রবণকরে তপস্চারিত্রণ করা কর্তব্য; কেননা,

তপ ইচ্ছন্তি ত্রিষ্টং কর্তুং ধর্মপরায়াণাঃ ।
অবতারান্ কলিং প্রাপ্য কয়োতি চ পুনঃপুনঃ ।
এবং কালান্তরে সর্কে যেহতীতা বৈ সংলক্ষণঃ ।
বৈবস্বতেহস্তরে তস্মিন্ দেবরাজবংশস্তথা ॥ ৩৮
যথাতিঃ পৌরবো রাজা মনুশ্চক্ষাকুবংশজাঃ ।
মহাযোগবলোপেতাঃ কালান্তরমুপাসিরে ॥ ৩৯
ক্লীণে কলিযুগে তস্মিন্ তিষ্ঠন্তস্তে কৃতে যুগে ।
সপ্তর্ষিভিত্তৈশ্চৈব সার্কিং ভাব্যে ত্রেতাযুগে পুনঃ ॥ ৪০
গোত্রাণাং ক্রিয়াণাঞ্চ ভবিষ্যন্তে প্রকীর্তিতাঃ ।
হাপরে তু প্রতিষ্ঠন্তে ক্রিয়া ঋষিভিঃ সহ ॥ ৪১
কৃতে ত্রেতাযুগে চৈব তথা ক্লীণে চ হাপরে ।
নরাঃ পাতকিনো যো বৈ বর্তন্তে তে বলৌ স্মৃতাঃ
মনস্তরাণাং সপ্তান্য সন্তানশ্চ স্মৃতাঃ শ্রুতেঃ ।
এবমেতেষু সর্কেষু যুগক্রমক্রমস্তথা ॥ ৩৩

তপোবলে মহাদেবকে প্রাপ্ত হইতে পারিলে
মহৎ পুণ্যকল লাভ হয়। এই অত্র দেবগণ
স্বর্গে থাকিয়া এবং ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াও
নিদারুণ কলিযুগে অতিমাত্র তপস্চারণ এবং
বারবার অবতাররূপ পরিগ্রহ করেন। ধর্মপরায়াণ
ঋষিগণও এই যুগে সাতিশর তপস্চারণ করিয়া
থাকেন। এইরূপে বৈবস্বত মনস্তরের মধ্যে
কালাতিক্রম অনুসারে রাজা যথাতি, পৌরব,
মনু ও চক্ষাকুবংশীয় যে সকল সহস্র সহস্র
দেবর্ষি, রাজর্ষি প্রভৃতি অতীত হইয়া গিয়াছেন,
অথবা মহাযোগবলে কালান্তর পর্যন্ত রহিয়া-
ছেন, কলিযুগ ক্লীণ হইয়া যথাক্রমে পুনর্বার
সত্য, ত্রেতা ও হাপর যুগ পরিবার্ত্ত হইলে,
তাঁহারা সকলেই পুনরায় জন্মগ্রহণ করিবেন।
ভাবী ত্রেতাযুগে সপ্তর্ষিগণের সহিত ক্রিয়াবংশ
এবং হাপরযুগে ঋষিগণের সহিত ক্রিয়াগণ
পুনঃ প্রাহুত হইবেন। ৩১—৪১। ত্রেতাযুগের
অবসানে হাপরযুগ প্রবর্ত্তিত হইয়া, পরে তাহাও
যখন নিবর্ত্তিত হইবে, তখন সেই পুনরাগত
কলিযুগে পাতকলোকেরা পুনর্বার জন্মগ্রহণ
করিবে। এইরূপে সপ্তমনস্তরের বিস্তারবিষয়ী
শ্রুতি কীর্ত্তিত আছে। এই সমুদায় মনস্তরে
যেকোনক্রমঃ যুগক্রম, পুনর্বার যুগ পুনর্বার

পরম্পরং যুগানাক ব্রহ্মকৃত্ত চোক্তবঃ ।
 যথা বৈ প্রকৃতিঃ সত্যঃ প্রবৃত্তানাম্ বধাক্ষয়ম্ ॥৪৪
 জামদগ্ন্যেন রামেন কত্রে নিরবশেষিতে ।
 কৃত্যেন সঙ্কলা সর্কী কত্রিরৈর্বধাধিপৈঃ ।
 দিবং গতানহং তুভ্যং কীর্ত্তিযিষ্যো নিবোধত ॥৪৫
 ঐক্ষাক্ষকুংবংশস্ত প্রকৃতিং পরিচক্রেতে ।
 রাজানঃ শ্রেণিবদ্ধাস্ত তথাশ্চে কত্রিয়া ভূব ॥৪৬
 ঐড়বংশেংশ সত্ত্বতা যথা চেক্ষাকবো নৃপাঃ ।
 তেভ্য এব শতং পূর্ণং কুলানামভিষেচিতম্ ॥৪৭
 তাবদেব তু ভোজানাম্ বিস্তারো দ্বিগুণঃ স্মৃতঃ ।
 ভোজস্ত ত্রিশতং কত্রং চতুর্দ্ধা তদ্বধাবিশং ॥৪৮
 তেষা গীতাস্ত রাজানো ক্রবন্তস্তান্নিবোধত ।
 শতং বৈ প্রতিবিক্যানাম্ হৈহয়ানাম্ তথা শতম্ ॥
 ধার্ম্মিষ্ঠ্যৈকশতং অশীতির্জনমেজর্যঃ ।
 শতং বৈ ব্রহ্মনস্তানামৌরিণাম্ বৌরিণাম্ তথা ॥৫০
 ততঃ শতস্ত কৌলানাম্ শতং কাশিকুলানয়ঃ ।

উৎপত্তি, ব্রহ্মকত্রিরের উদ্ভব, তাঁহাদিগের
 আদি প্রকৃতি এবং উৎপন্ন বংশনিচয়ের ক্ষয়
 হয়, যথাক্রমে তৎসমস্তই কীর্ত্তিত হইয়াছে ।
 সম্প্রতি জমদগ্নি-পুত্র পরশুরাম কর্ত্তক কত্রিয়-
 বংশ নির্মূল হইলে, যে সকল কত্রিয়রাজা
 বিপন্ন হ্রাদিগকে নিয়মভ্রষ্টা করিয়াছিলেন, সেই
 স্বর্গগত রাজগণের বিষয় আপনাদিগের নিকট
 কহিব; শ্রবণ করুন। এই ভূমণ্ডলে যে
 সকল রাজা যথাক্রমে জন্মিয়াছিলেন, তাঁহা-
 দিগের মধ্যে ঐক্ষকে ইক্ষাকুবংশের আদি-
 পুরুষ বলিয়া নির্দিষ্ট করা হয়। ঐড়বংশ
 হইতে ইক্ষাকু প্রভৃতি ইক্ষাকুবংশীয় এক
 শত রাজা রাজত্ব করেন, ভোজবংশীয়
 ত্রিশত রাজা দিগ্বিভাগ-ক্রমে চারি ভাগে
 বিভক্ত হইয়া পৃথিবী শাসন করেন। তাঁহা-
 দিগের তিরোধানের পর অস্ত্রাত্ত বাহারা অতীত
 হইয়াছেন, তাঁহাদের বিষয় বলিতেছি শ্রবণ
 করুন। প্রতিবিক্যবংশীয় একশত, হৈহয়-
 বংশীয় একশত, দত্তরাষ্ট্রবংশীয় একশত, জনমে-
 জরবংশীয় অশীতি, ব্রহ্মনস্তবংশীয় একশত,
 নৌরি ও বৌরিবংশীয় একশত, কৌলবংশীয় এক-

শতাপরং সহস্রস্ত বেহতীভাঃ শশবিন্দবঃ ।
 ক্রীড়িরে অবমেধৈস্ত সর্কৈর্নিবৃত্তনাক্রিণৈঃ ॥৫১
 এবং সংক্ষেপতঃ প্রোক্তা ন শক্যা বিস্তরেন তু ।
 বক্তুং রাজর্ষয়ঃ কুংস্রা যেন্তীতীতৈর্ধুগৈঃ সহ ॥
 এতঃ যযাতিবংশস্ত বহুব্রুবংশবর্দ্ধনঃ ।
 কীর্ত্তিতা দ্যুতিগন্তপ্তে যে লোকান্ তারয়ন্তি বৈ
 নভস্তে চ বরান্ পঞ্চ দুর্লভানিহলৌকিকান্ ।
 আয়ুঃ পুত্রো ধর্ম্মঃ কীর্ত্তিরৈবর্ধ্যং ভূতিরৈব চ ॥
 ধারণাক্ষুবৎপাশৈব পঞ্চবংশস্ত ধীমতাম্ ।
 তথোক্তা লৌকিকার্শ্বেষ ব্রহ্মলোকং ব্রজন্তি বৈ
 চতুর্থাহঃ সহস্রাণি বর্ধাণাক কৃত্তং যুগম্ ।
 তস্ত তাবচ্ছতী সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশস্ত তথাবিধঃ ॥৫৬
 কৃত্তে বৈ প্রক্রিয়াপানচতুঃসাহস্র উচ্যতে ।
 তন্মাক্ষতু-শতী সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশস্ত তথাবিধঃ ॥৫৭

শত, কাশিকুল প্রভৃতি একশত এবং শশবিন্দু-
 বংশীয় একসহস্র রাজা রাজত্ব করিয়া গিয়া-
 ছেন; ইহারা সকলেই নিমৃত্তনক্ষিণাসম্পন্ন
 অধমেধযজ্ঞ সম্পাদন করেন। যুগযুগান্তরে
 যে রাজাধি সকল অতীত হইয়া গিয়াছেন,
 তাঁহাদের বিস্তৃত বর্ণন করা অসাধ্য; সুতরাং
 সংক্ষেপে এই সমস্ত বিষয় কথিত হইল।
 সম্প্রতি যে যে সকল রাজা লোকপালন
 করিতেছেন, ইহারা যযাতিবংশের বংশধর।
 এই দ্যুতিমান রাজগণের নামচরিতাদি কীর্ত্তিত
 হইলে লোকগণ জ্ঞান পাইয়া থাকেন। এই
 রাজগণের পঞ্চবংশ কীর্ত্তন ও শ্রবণ করিলে
 আয়ু, পুত্র, কীর্ত্তি, ঐবর্ধ্য ও সম্পত্তি প্রভৃতি
 লাভ হইয়া থাকে। ৪২—৫৪। যিনি এই
 বুদ্ধিমান রাজগণের পঞ্চবংশের কথা ধারণ ও
 শ্রবণ করেন, তাঁহার ব্রহ্মলোক লাভ হয়।
 সত্যযুগের বৎসরসংখ্যা চারিসহস্র, তাহার
 সন্ধ্যাকাল চারিশত বৎসর এবং সন্ধ্যাংশ
 কালেরও পরিমাণ সেইরূপ। সত্যযুগের
 পানের নাম প্রক্রিয়াপান; তাহার পরিমাণও
 চারি সহস্র; এই অত্রই ইহার সন্ধ্যা ও
 সন্ধ্যাংশের পরিমাণ হইয়াছে চারিশত।

ত্রেতাযুগে সহস্রাবি সংখ্যা মুনিভিঃ সহ ।
 তস্তাপি ত্রিশতী সক্ষ্যা সক্ষ্যাংশং চ তথাবিধঃ ॥ ৫৮
 অনুব্রজপাদস্তেতায়াস্তিসাহস্রস্ত সংখ্যায়া ।
 ঝাপরে ধ্রে সহস্রে তু বর্ষাণং সম্প্রকীৰ্ত্তিতম্ ॥ ৫৯
 তস্তাপি ত্রিশতী সক্ষ্যা সক্ষ্যাংশো দ্বিগতস্তথা ।
 উপোদ্যাতস্তৃতীয়স্ত ঝাপরে পাদ উচ্যতে ॥ ৬০
 কলৈর্বর্ষসহস্রস্ত প্রাচঃ সংখ্যাবিদো জনাঃ ।
 তস্তাপি শতিকা সক্ষ্যা সক্ষ্যাংশঃ শতমেব চ ॥ ৬১
 সংহারপাদঃ সংখ্যাতচতুর্থো বৈ কলৌ যুগে ।
 সদক্ষ্যানি সহস্রাণি চত্বারি তু যুগানি বৈ ॥ ৬২
 এতদ্দ্বাদশসাহস্রং চতুর্গুণমিতি স্মৃতম্ ।
 এবং পাদৈঃ সহস্রাবি শ্লোকানাং পঞ্চপঞ্চ চ ॥ ৬৩
 সক্ষ্যাসক্ষ্যাংশকৈরেব ধ্রে সহস্রে তথাহপরে ।
 এবং দ্বাদশসাহস্রং পুরাণং কবয়ো বিদুঃ ॥ ৬৪
 যথা বেদচতুঃশাখাচতুস্পাদং তথা যুগম্ ।
 যথা যুগকতুস্পাদং বিধাত্মা বিহিতং স্বয়ম্ ।

ত্রেতাযুগের বর্ষসংখ্যা তিন সহস্র ; এই
 যুগজাত মুনিগণের সংখ্যাও তিন সহস্র ।
 ইহার সক্ষ্যাকাল তিনশত বৎসর, সক্ষ্যাংশ
 কালেরও পরিমাণ ঐরূপ । এই ত্রেতাযুগের
 অনুব্রজ নামক পাদসংখ্যা তিন সহস্র । ঝাপর
 যুগের বৎসর পরিমাণ দুই সহস্র, ইহার সক্ষ্যা
 ও সক্ষ্যাংশ কাল প্রত্যেকের পরিমাণ দুইশত
 বৎসর । ঝাপরের পাদ উপোদ্যাত নামক
 তৃতীয়পাদ বলিয়া কথিত । সংখ্যাবিদৃ ব্যক্তিগণ
 কলিযুগের বর্ষসংখ্যা এক সহস্র বলিয়া
 নির্দেশ করেন । ইহার সক্ষ্যা ও সক্ষ্যাংশকাল
 শত বৎসর । চতুর্থ কলিযুগের পাদের নাম
 সংহারপাদ । এইরূপে চারিযুগ, সক্ষ্যা ও
 সক্ষ্যাংশ, প্রভৃতির কালপরিমাণ দ্বাদশ সহস্র
 বৎসর, ইহাই চতুর্গুণ নামে বিখ্যাত । এইরূপ
 পাদসংখ্যা ক্রমে শ্লোক সংখ্যা দশসহস্র,
 তৎপরে তাহাতে সক্ষ্যা ও সক্ষ্যাংশের আরও
 দুই সহস্র সংখ্যা সন্নিবেশিত করিলে দ্বাদশ
 সহস্র হয় ; এই দ্বাদশ সহস্রপরিমিত শ্লোককে
 কবিগণ ব্রহ্মাও পুরাণ আখ্যায় অভিহিত
 করেন । ব্রহ্মা যেরূপ বেদকে চারিশাখায়

চতুস্পাদং পুরাণং হি ব্রহ্মণা বিহিতং পুরা ॥৬৫
 ইতি শ্রীমহাপুরাণে ব্রহ্মাণ্ডে যুগধর্মনিরূপণং
 নাম ত্রয়স্ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩২

চতুস্ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

স্মৃত উবাচ ।

মহত্তরেণ সর্কেষু অতীতানাগতেষুহ ।
 তুল্যাভিমানিনঃ সর্কে জাহতে নামরূপতঃ ॥ ১
 দেবা হৃষ্টবিধা য়ে চ তস্মিন্ মহত্তরেহধিপাঃ ।
 ঋষয়ো মানবার্হেচব সর্কে তুল্যাভিমানিনঃ ॥ ২
 মহর্ষিগর্গঃ ক্রোন্তো বৈ বংশে স্বায়ত্তুবন্ত বৈ ।
 বিস্তরেনানুপূর্ক্য চ রাজর্গং নিবোধত ॥ ৩
 মনোঃ স্বায়ত্তুবন্তাসন্ দশ পৌত্রান্ত তৎসমাঃ ।
 যৈরিয়ং পৃথিবী সর্কী সপ্তদ্বীপা সপত্তনা ॥ ৪
 সসমুদ্রাকরবতী প্রতিবর্ষং নিবেশিতা ।
 স্বায়ত্তুবেহত্তরে পূর্কমাদ্যো ত্রেতাযুগে তলা ॥ ৫

বিভক্ত করিয়াছেন, সেইরূপ তিনি পুরাকালে
 এই পুরাণকে চতুস্পাদরূপে নির্দেশ করিয়া-
 ছেন । ৫৫—৬৫ ।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৩

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়ঃ ।

স্মৃত বলিলেন, অতীত ও অনাগত সমস্ত
 মহত্তরেই যে সকল বিবিধ দেবতা মহত্তরাধি-
 পতি ঋষি ও মানবগণ জন্মিয়াছিলেন ; তাঁহারা
 সকলেই য স্ব নামরূপানুসারে তুল্য অভিমানী ।
 ইতিপূর্কে মহর্ষিগণের সৃষ্টিকথা কথিত হই-
 য়াছে । এখন স্বায়ত্তুবংশ ও রাজর্গ আনু-
 পূর্কিক বিস্তারক্রমে বর্ণন করিতেছি, অবশ
 করুন । স্বায়ত্তুব মনুর নিজানুরূপ ওদ্বাবলম্বী
 দশটি পৌত্র ছিলেন । তাঁহারা এই সপ্তদ্বীপময়ী
 সাগরপরিস্রুতা আকরবতী পৃথিবীকে এক একটি
 বর্ষে বিভক্ত করিয়া পালন করিতেন । এই
 স্বায়ত্তুব পৌত্রগণ স্বায়ত্তুব মহত্তরে ত্রেতাযুগের

প্রিয়ত্রস্ত পুত্রৈঃ পৌত্রৈঃ স্বায়ত্ত্বং তু ।
 প্রজাসর্গে অপারুতৈস্তরিরং বিনিবেশিতা ॥ ৬
 প্রিয়ত্রস্তং প্রজাকাম্য বীর্যং কচ্ছা ব্যজ্যত ॥
 কচ্ছা সা তু মহাভাগা বর্দ্ধমস্ত প্রজাপতে ॥ ৭
 কচ্ছে ধে দশপুত্রাংশ সস্ত্র চ কৃষ্ণং তে শুভে ।
 তস্যৈবৈ ভ্রাতারঃ শূরাঃ প্রজাপতিসমা দশ ॥ ৮
 অগ্নীধ্রুবাং ঘবাহুশ্চ মেধা মেধাতিথিবৃহঃ ।
 জ্যোতিমান্ হ্রাতিমান্ হব্যঃ সবনঃ পুত্র এব চ ॥ ৯
 প্রিয়ত্রস্তেহৈতিষ্যেতান্ সপ্তপুত্রং পার্শ্বান ॥
 দ্বীপেষু তেষু বহুং দ্বীপাংস্তাংশ্চ নিবেশিত ॥ ১০
 জম্বুদ্বীপেশ্বরং চক্রে অগ্নীধ্রুং সুমহাবলম্ ।
 প্রজদ্বীপেশ্বরংচাপি তেন মেধাতিথিঃ কৃতঃ ॥ ১১
 শাক্যসী তু বহুত্বেব রাজানমভিষিক্তবান্ ।
 জ্যোতিষ্যন্তং কুশদ্বীপে রাজানং কৃতবান্ প্রভুঃ ॥
 দ্রাতিমন্তক রাজানং ক্রৌঞ্চদ্বীপে সমাদিশং ।
 শাকদ্বীপেশ্বরংচাপি হব্যকচ্ছৈঃ প্রিয়ত্রস্তঃ ।
 পুন্ড্রাধিপতিঞ্চাপি সবনং কৃতবান্ প্রভুঃ ॥ ১৩
 পুন্ড্রের সবনংচাপি মহাবীর্যঃ সূত্রেহভবৎ ॥

প্রথমকালে প্রিয়ত্রস্তের পুত্ররূপে জন্মিয়া প্রজা-
 সৃষ্টি, তপস্তাচরণ ও যোগানুষ্ঠান করিয়াছিলেন ।
 প্রজাপতি বর্দ্ধমের ঔরসজাত মহাভাগ্যবতী
 কচ্ছার গর্ভে প্রজাকাম বীর্যের প্রিয়ত্রস্তের দুই
 কন্যা ও দশটি পুত্র উৎপন্ন হয় । ঐ কন্যা-
 যের নাম সস্ত্র চ ও কৃষ্ণ, ইহানিগের প্রজা-
 পতি প্রাতম দশটি বীর ভ্রাতা ছিলেন । তাঁহা-
 নিগের নাম অগ্নিধ্রু, অগ্নিবাহু, মেধা, মেধাতিথি,
 বহু, জ্যোতিমান্, দ্রাতিমান্, হব্য, সবন ও
 পুত্র ॥ ১—৯ ॥ ইহানিগের মধ্যে সাতটি পুত্রকে
 প্রিয়ত্রস্ত জম্বুদ্বীপের অধিপতি করেন ।
 তন্মধ্যে যিনি ধে দ্বীপের অধিপতি করেন,
 তাহা প্রবণ করল । প্রিয়ত্রস্ত মহাবল অগ্নীধ্রুকে
 জম্বুদ্বীপের, মেধাতিথিকে প্রজদ্বীপের, বহুকে
 শাক্যদ্বীপের, জ্যোতিমান্কে কুশদ্বীপের,
 দ্রাতিমান্কে ক্রৌঞ্চদ্বীপের, হব্যকে শাকদ্বীপের
 এবং সকলকে পুন্ড্র দ্বীপের অধিপত্যে অধি-
 ষ্ঠিত করিয়াছিলেন । পুষ্পদ্বীপ সর্বদেব

ধাতকিষ্টেব স্বায়েতৌ পুত্রৌ পুত্রবত্যাং বরৌ ।
 মহাবীর্যং স্মৃতং বর্ধঃ তস্ত নান্দা মহাস্থনঃ ।
 নান্দা তু ধাতকেচাপি ধাতকীধ্রু উচ্যতে ॥ ১৫
 হব্যো ব্যজনয়ং পুত্রান্ শাকদ্বীপেশ্বরান্ প্রভুঃ ।
 জলজক কুমারক শুকুমারং মণীচকম্ ।
 কুমুমোত্তরং মৌদাকং সপ্তমক মহাক্রমম্ ॥ ১৬
 জলজং জলজস্যধ বর্ধং প্রথমমুচ্যতে ।
 কুমারস্ত চ কোমারং দ্বিতীয়ং পরীক্ষিতম্ ॥ ১৭
 শুকুমারং তৃতীয়ক শুকুমারস্ত কাক্ষিতম্ ।
 মণীচকস্ত চতুর্থং মণীচকনিহোচ্যতে ॥ ১৮
 কুমুমোত্তরস্ত বৈ বর্ধং পঞ্চমঃ কুমুমোত্তরম্ ।
 মৌদাকস্ত তু মৌদাকং বর্ধং ষষ্ঠং প্রকীর্ণিতম্ ॥
 মহাক্রমস্ত নান্দা তু সপ্তমস্ত মহাক্রমম্ ।
 হেযাস্ত নামভিস্তানি সপ্ত বর্ধানি যানি বৈ ॥ ২০
 ক্রৌঞ্চদ্বীপেশ্বরংচাপি পুত্রা হ্রাতিমত্তস্ত বৈ ।
 কুশলো মনোহুগোকঃ পাবনচাক্ষরকঃ ॥ ২১
 মুনিশ্চ হ্রুত্ভিষ্টেব সূতা হ্রাতিমত্তস্ত বৈ ।
 তেষাং সন্যগভির্দেশাঃ ক্রৌঞ্চদ্বীপাশ্রয়াঃ শুভাঃ ॥

মহাবীর্য ও ধাতকী নামক দুইটি শ্রেষ্ঠ পুত্র
 জন্মিয়াছিল । এই উভয়ের নামানুসারে মহা-
 বীর্য এবং ধাতকীধ্রু নামে বর্ধ বিখ্যাত
 হইয়াছে । শাকদ্বীপাধিপতি হব্যের সাতটি
 পুত্র, তাঁহানিগের নাম জলজ, কুমার, শুকুমার,
 মণীচক, কুমুমোত্তর, মৌদাক ও মহাক্রম ।
 ঐ সকল পুত্রের মধ্যে জলজাধিকৃত প্রথম বর্ধের
 নাম জলজ, কুমারাধিকৃত দ্বিতীয় বর্ধের কোমার,
 শুকুমারাধিকৃত তৃতীয় বর্ধের শুকুমার, মণীচকের
 অধিকৃত চতুর্থ বর্ধের মণীচক, কুমুমোত্তরের
 অধিকৃত পঞ্চম বর্ধের কুমুমোত্তর, মৌদাকাধিকৃত
 ষষ্ঠবর্ধের মৌদাক, এবং মহাক্রমাধিকৃত সপ্তম
 বর্ধের নাম মহাক্রম । এইরূপে সপ্ত পুত্রের
 নামানুসারে সাতটি বর্ধের সাতটি নাম নির্ণীত
 হইয়াছে । ১০—২০ । ক্রৌঞ্চদ্বীপেশ্বর দ্রাতি-
 মানের কুশল, মনোহুগ, উক, পাবন, অক্ষরক,
 মুনি ও হ্রুত্ভি নামক সপ্ত পুত্র জন্মিয়াছিল ।
 ইহানিগেরও যিহা যিহা নামানুসারে ক্রৌঞ্চ-
 দ্বীপের সপ্তমবর্ধ বা সপ্তম বিধিকৃত হইয়াছে ।

কুশল দেশঃ কুশলঃ মনোগন্ত মনোভূগঃ ।
 উক্শোক্ষঃ স্মৃতো দেশঃ পাবনস্তাপি পাবনঃ ।
 অক্ষকারবদেশস্ত অক্ষকারস্ত কীর্ত্যতে ॥ ২০
 মুনেন্স মুনিনেশো বৈ হৃদুভেহুদ্ভুতিঃ স্মৃতঃ ।
 এতে জনপদাঃ সপ্ত ক্রৌঞ্চদ্বীপে তু ভাষ্করাঃ ॥ ২৪
 জ্যোতিষ্যতঃ কুশদ্বীপে সটপ্তেতু স্তমহোজসঃ ।
 উদ্ভিদো বেণুমান্চৈব স্বৈরথো লংঘো বৃতিঃ ।
 যষ্ঠঃ প্রভাকরচৈব সপ্তমঃ কপিলঃ স্মৃতঃ ॥ ২৫
 উদ্ভিদং প্রথমং বর্ষং দ্বিতীয়ং বেণুগুণ্ডম্ ।
 তৃতীয়ং স্বৈরথাকারং চতুর্থং লবণং স্মৃতম্ ॥ ২৬
 পঞ্চমং বৃতিমদ্বর্ষং যষ্ঠং বর্ষং প্রভাকরম্ ।
 সপ্তমং কপিলং নাম কপিলস্ত প্রকীর্তিতম্ ॥ ২৭
 তেষাং দেশাঃ কুশদ্বীপে তৎসমা নাম এব তু ।
 আশ্রমাচারযুক্তাভিঃ প্রজাভিঃ সমলঙ্কৃতাঃ ॥ ২৮
 শাল্যগন্তেশ্বরঃ সপ্ত পুত্রান্তে তু বপুষ্যতঃ ।
 শ্বেতশ্চ হরিতশ্চৈব জীমূতো রোহিতস্তথা ॥ ২৯
 বৈহ্যতো মানসচৈব সুপ্রভঃ সপ্তমস্তথা ।
 শ্বেতস্ত শ্বেতদেশস্ত হরিতস্ত হরিততঃ ।
 জীমূতস্ত চ জীমূতো রোহিতস্ত চ রোহিতঃ ॥ ৩০

কুশের অধিকৃত দেশের নাম কুশল, মনোভূগের অধিকৃত দেশের মনোভূগ, উক্শাধিকৃত দেশের উক্শ, পাবনের অধীনস্থ বর্ষের পাবন অক্ষকার-কের অধিকৃত দেশের অক্ষকার, মূনির অধীনস্থ দেশের মুনিনেশ এবং হৃদুভির অধিকৃত দেশের নাম হৃদুভি। ক্রৌঞ্চদ্বীপ মধ্যে এই সপ্তদেশ বিশেষ বিখ্যাত। কুশদ্বীপে জ্যোতিষ্মানেরও সাতটি পুত্র জন্মিয়াছিল, তাঁহাদিগের নাম উদ্ভিদ, বেণুমান্, স্বৈরথ, লবণ বৃতি, প্রভাকর ও কপিল। ঐ পুত্রগণেরও স্ব স্ব নামানুসারে প্রথম বর্ষের নাম উদ্ভিদ, দ্বিতীয় বর্ষের বেণু-মণ্ডল, তৃতীয়ের স্বৈরথাকার, চতুর্থের লবণ, পঞ্চমের বৃতিমান্, যষ্ঠের প্রভাকর এবং সপ্তম কপিলাধিকৃত বর্ষের নাম কপিল। কুশদ্বীপ মধ্যে তাঁহাদিগের স্ব স্ব সমান নামসমবিত এই সমস্ত দেশ, আশ্রম ও আচারসম্পন্ন প্রজাসমূহে পরি-বেষ্টিত। শাল্যলী দ্বীপাধিপতি বপুষ্মানেরও সপ্ত পুত্র জন্মে। তাঁহাদিগের নাম যথা—শ্বেত,

বৈহ্যতো বৈহ্যতস্তাপি মানসস্তাপি মানসঃ ।
 সুপ্রভঃ সুপ্রভস্তাপি সটপ্তেতু দেশনামকাঃ ॥ ৩১
 প্রক্ষদ্বীপে তু বক্ষ্যামি জম্বুদ্বীপাদনন্তরম্ ।
 সপ্ত মেধাতিথেঃ পুত্রাঃ প্রক্ষদ্বীপেশ্বর নৃপাঃ ॥ ৩২
 জ্যেষ্ঠঃ শান্তভয়ন্তেষাং বিতায়ঃ শিশিরঃ স্মৃতঃ ।
 সুখোদয়স্তৃতীয়স্ত চতুর্থানন্দ উচ্যতে ॥ ৩৩
 শিবস্ত পঞ্চমন্তেষাং কেমকঃ যষ্ঠ উচ্যতে ।
 ফ্রবস্ত নামতিথেষাং পুত্রা মেধাতিথেঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩৪
 সন্তাননামতিথেষাং সপ্ত বর্ধাণি তানি চ ।
 আনন্দক শিবৈকং কেমকং ফ্রবকং তথা ॥ ৩৫
 তানি তেষাং সনামানি সপ্তবর্ধাণি ভাগশঃ ।
 নিঃশিতানি তৈস্তানি পূর্বে স্বায়ত্ত্ববৎসরে ॥ ৩৬
 মেধাতিথেস্ত পুত্রৈস্তৈঃ প্রক্ষদ্বীপনিবাসিভিঃ ।
 বর্ণপ্রমাচাযুতাঃ প্রক্ষদ্বীপে প্রজাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩৭
 প্রক্ষদ্বীপান্তিক্যেবমু শাকদ্বীপান্তরেষু বৈ ।
 জেরাঃ পঞ্চ স্বর্ঘ্যা বৈ বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ ॥ ৩৮

হরিত, জীমূত, রোহিত, বৈহ্যত, মানস ও সুপ্রভ। শ্বেতাধিকৃত দেশের নাম শ্বেতদেশ, রোহিতাধিকৃত দেশের রোহিত, জীমূতের দেশের জীমূত, হরিত দেশের হরিত, বৈহ্যতের দেশের বৈহ্যত, মানসদেশের মানস এবং সুপ্রভাধিকৃত দেশের নাম সুপ্রভ। এইরূপে এই সপ্ত পুত্রের নামে সপ্তদেশ প্রসিদ্ধ। ২১—৩১। জম্বুদ্বীপের পর এই প্রক্ষদ্বীপের বিষয়ও আমি বর্ণন করিব। প্রক্ষদ্বীপেশ্বর মেধা-তিথিরও সপ্ত পুত্র জন্মিয়াছিল; ওন্মধ্যে শান্ত-ভয় জ্যেষ্ঠ, শিশির বিতায়, সুখোদয় তৃতীয়, আনন্দ চতুর্থ, শিব পঞ্চম, কেমক যষ্ঠ ও ফ্রব সপ্তম। ইহঁারা মেধাতিথির পুত্র। এই সপ্ত পুত্রের নিজ নিজ নামানুসারেই সপ্ত বর্ষের নাম নির্দিষ্ট হয়; যথা—শান্তভয়, শিশির, সুখোদয়, আনন্দ, শিবক, কেমক ও শিব। স্বায়ত্ত্ব বৎসরে তাঁহারা এই সপ্তবর্ষ স্ব স্ব নামানু-সারেই প্রতিষ্ঠিত করেন। এই প্রক্ষদ্বীপনিবাসী মেধাতিথির পুত্রগণ প্রক্ষদ্বীপস্থ প্রজাবর্গকে বর্ণানুসারে আশ্রম ও আচারসম্পন্ন করিয়া-ছিলেন। প্রক্ষদ্বীপ হইতে শাকদ্বীপ পর্য্যন্ত

জুহমান্ রূপক বলং বর্ষক নিত্যশঃ ।
 পকস্বতেষু বীপেষু সর্ষং সাধারণ্য স্মৃতম্ ॥ ৩৯ ॥
 প্রকৃতিপরিব্রাজ্যে জম্বুবীপং নিবোধত ।
 অগ্নীধ্বং জ্যোতীদায়ানং কণ্ঠাপুত্রং মহাবলম্ ।
 প্রিয়ব্রতং ভাষিকং জম্বুবীপেখরং নৃপম্ ॥ ৪০ ॥
 তত্র পুত্রা বভূবুর্হি প্রাপ্যপতিসমৌজসঃ ।
 জ্যোতীনাভিবিতিথ্যাত্তত্ব কিংপুরুষোহনুজঃ ॥ ৪১ ॥
 হরিবর্ষস্তীয়েষু চতুর্থেহভূ দিলারুতঃ ।
 রম্যঃ স্ত্র্যং পকমঃ পুত্রো হিরণ্যান্ বষ্ট উচ্যতে ॥
 কুরুস্ত সপ্তমন্তেবাং ভদ্রাশো হষ্টমঃ স্মৃতঃ ।
 নবমঃ কেতুমালক্যং তেবাং দেশানিবোধত ॥ ৪৩ ॥
 নাভেষু দক্ষিণং বর্ষং হিমাহ্রবস্ত পিতা নদো ।
 হেমকূটং যধ্বং নদো কিম্পুরুষায় তৎ ॥ ৪৪ ॥
 নিবধং যৎ স্মৃতং বর্ষং হরিবর্ষায় তদ্রদো ।
 মধ্যমং যৎ স্মরোস্ত স নদো তদিলারুতে ॥ ৪৫ ॥
 লীলস্ত যৎ স্মৃতং বর্ষং রম্যায় তৎ পিতা নদো ।
 যেতং বহুস্তরং তস্ম্যং পিতা দন্তং হিরণ্যতে ॥ ৪৬ ॥
 যহুস্তরং শৃঙ্গবতো বর্ষং তৎ কুরবে নদো ।

বীপসমূহে বর্ষ ও আশ্রমের বিভাগানুসারে পাঁচটি ধর্ম নির্দিষ্ট ছিল, যথা সুখ, আশ্রম, রূপ, বল ও নিত্য ধর্ম্মাচরণ । উক্ত পাঁচটির মধ্যে সমস্ত নিয়মই সাধারণভাবে ব্যবহৃত হইত । ২১—৩৯ । অনন্তর সপ্ত-বীপ মধ্যে পরিগণিত জম্বুবীপের বিবরণ বলিতেছি শ্রবণ করুন । প্রিয়ব্রত কণ্ঠা-তনয় মহাবলশালী অগ্নীধ্বকে জম্বুবীপের অধিপতি-রূপে অতিবিক্ত করেন । অগ্নীধ্বের প্রজা-পতিতুল্য বলসম্পন্ন নয়টি পুত্র জন্মিয়াছিল । তন্মধ্যে জ্যোতীর নাম নাভি, তৎকালিষ্ঠের কিংপুরুষ, ততীরের হরিবর্ষ, চতুর্থের ইলারুত, পকমের রম্য, বষ্টের হিরণ্যান, সপ্তমের কুরু, অষ্টমের ভদ্রাশ এবং নবমের নাম কেতুমাল । ইলারুতের অধিকৃত দেশসমূহের নাম শ্রবণ করুন । পিতা অগ্নীধ্ব হিমাহ্রনামধেয় দক্ষিণ বন নাভিকে, হেমকূট বা কিম্পুরুষকে, নিবধ বর্ষ হরিবর্ষকে, সূর্য্যস্তর বায়ু বর্ষ ইলারুতকে, লীলনামধেয় বর্ষ রম্যকে, যেত নামক উত্তরবর্ষ

বর্ষং মাল্যবতশ্চাপি ভদ্রাশায় যুবেদয়ৎ ॥ ৪৭ ॥
 গন্ধমাদনবর্ষক কেতুমাল্যায় তদ্রদো ।
 ইতোতানি মহাতীহ নব বর্ষানি ভাগশঃ ॥ ৪৮ ॥
 অগ্নীধ্বস্তেযু সর্ষেযু পুত্রাংস্তানভাষিকত ।
 যথাক্রমে স ধর্ম্মাস্তা তপসে বনমাপ্রিভঃ ॥ ৪৯ ॥
 ইতোতৈঃ সপ্তভিঃ কংসঃ সপ্তবীপে নিবেশিতাঃ
 প্রিয়ব্রতস্ত পুত্রৈস্তৈঃ পৌত্রৈঃ স্বায়ত্বং তু ॥ ৫০ ॥
 যানি কিম্পুরুষাদ্যানি বর্ষাধ্যাতৌ ভূতানি তু ।
 তেবাং স্বভাবতঃ সিদ্ধিঃ সুখপ্রায়া হবন্ততঃ ॥ ৫১ ॥
 বিপর্ধায়ো ন তেবন্তি অরম্যতাত্তয়ং ন চ ।
 ধর্ম্মাধ্যায়ো ন তেবান্তাং নোত্তমাদধমমধ্যমাঃ ।
 ন তেবন্তি যুগাবস্থা ক্ষেত্রেষেব তু সর্ষশঃ ॥ ৫২ ॥
 নাভেহি সর্গং বক্ষ্যামি হিমাহ্রে ত্রিবিবোধত ।
 নাভিস্তজময়ং পুত্রং মরুদেব্যায় মহাত্মতিঃ ।
 ঋষভং পার্বিবশ্রেষ্ঠং সর্ষকত্রস্ত পূর্ষজম্ ॥ ৫৩ ॥
 ঋষভান্তরতো জজ্ঞে বীরঃ পুত্রশতাশ্রজঃ ।
 মোহভিষিগ্যাব ভরতং পুত্রং প্রাজ্ঞ্যাম্যাহিতঃ ॥

হিরণ্যনকে, শৃঙ্গবানের উত্তরবর্ষ কুরুকে, মাল্যবান্ বর্ষ ভদ্রাশকে ও গন্ধমাদন বর্ষ কেতু-মালকে প্রদান করেন । এইরূপে ধর্ম্মাস্তা অগ্নীধ্ব সূর্য্যস্ত নববর্ষ বিভাগ করত তাহাতে পুত্রদিগকে অতিবিক্ত করিয়া পরে প্রব্রাজ্যপ্রম গ্রহণান্তে বনে গমনপূর্ব্বক তপস্শাস্ত্রেরে প্রবৃত্ত হইলেন । এইরূপেই স্বায়ত্বের পৌত্র ও প্রিয়-ব্রতের পুত্রগণ মধ্যে সপ্তজন কর্তৃক সপ্তবীপ নিবেশিত হইয়াছে । কিম্পুরুষাদি যে আটটি মহলকর বর্ষের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, সেই সকল হলে আত্যাবিক সিদ্ধির নির্দেশ আছে বলিয়া অন্যায়সেই সুখজনক সিদ্ধিলাভ হয় এবং সেইহলে শীতোষ্ণাদি বিপরীত ধর্ম্মজ্ঞত হুগ, জরা ও মৃত্যুভয়, দম্ব, অধর্ম্ম ও যুগাবস্থার উত্তম, মধ্যম বা অবমতা-বিভাগ দৃষ্ট হয় না । সম্প্রতি হিমালয়নিবাসী নাভিরাজের বংশ বর্ণন করিতেছি, শুনুন । মহাতেজস্বী নাভি মরু-দেবীর গর্ভে যাবতীর কবিদগণের আদিপুরুষ রাজশেষ্ঠ ঋষভ নামক পুত্র উৎপাদন করেন । ৫০—৫৩ । মহাবীর তরুত কনক হইতে লব-

হিমালয়ঃ দক্ষিণঃ বর্ষং ভরতায় ন্যবেদয়ৎ ।
 তস্মাৎসভারতং বর্ষং তস্মাৎ নাম্না বিহুবুধাঃ ৷ ৫২ ৷
 ভরতস্তাস্মজো বিদ্বান্ সুমতির্নাম ধার্মিকঃ ।
 বভূব তস্মৈশ্চন্দ্রাভ্যং ভরতঃ সোহন্তাঃষট্শতং ।
 পুত্রসংক্রামিতশ্চীকো বনং রাজা বিবেশ হ ৷ ৫৩ ৷
 তৈজসস্ত সূতংচাপি প্রজাপতিরামিত্রজিৎ ।
 তৈজসস্তাস্মজো বিদ্বান্ ইন্দ্রহ্যম ইতি শ্রুতঃ ৷ ৫৪ ৷
 পরমেষ্ঠী সূতংচাপি নিষদস্ত ব্যজায়ত ।
 প্রতীহারকুলে তস্মাৎ জজ্ঞে তদবয়বং ।
 প্রতিহর্ষেতি বিখ্যাতো জজ্ঞে তস্মাপি ধীমতঃ ॥
 উন্মত্তো প্রতিহর্ষস্ত ভবস্তস্ত সূতঃ স্মৃতঃ ।
 উল্লীষন্তস্ত পুত্রোহভূৎ প্রাপ্তারিচাপি তৎ সূতঃ ।
 প্রাপ্তারেষু বিভূঃ পুত্রঃ পৃথুস্তস্ত সূতো মতঃ ।
 পৃথোচাপি সূতো নক্তো নক্তস্তাপি গয়ঃ স্মৃতঃ ।
 গয়স্ত তু নয়ঃ পুত্রো নয়স্তাপি সূতো বিরাহী ।

বিরহি সূতো মহাবীৰ্য্যো ধীমান্তস্ত সূতোহভবৎ
 ধীমতঃ মহান পুত্রো মহতংচাপি ভৌমনঃ ।
 ভৌমনস্ত সূতস্তপ্তা বিরজাস্তস্ত চান্নজঃ ॥ ৫২ ৷
 রজো বিরজসঃ পুত্রঃ শতজিহ্মনস্তথা ।
 তস্মাৎ পুত্রশতকামাদ্রাজানঃ সৰ্ব্ব এব তে ॥ ৫৩ ৷
 বিশ্বজ্যোতিঃপ্রধানান্তে বৈরিমা বর্দ্ধিগাঃ প্রযাঃ ।
 তৈরিনদং ভারতং বর্ষং সপ্তথগুং কৃতং পুরা ॥ ৫৪ ৷
 তেষাং বংশপ্রহৃতৈস্ত ভুক্তৈরং ভারতী পুরা ।
 কৃতত্রেতা দিযুতানি যুগাখ্যাশ্চেকসপ্তিঃ ॥ ৫৫ ৷
 যৎতৌতৌতৈবুগৈঃ সার্কিং রাজানন্তে তদবয়বং ।
 স্বায়ভুবোহন্তরে পূৰ্ব্বং শতশোহব সহস্রশঃ ॥ ৫৬ ৷
 এষ স্বায়ভুবঃ সর্গো যেনেদং পুরিতং তদগং ।
 ঋষিভির্দৈবতৈচাপি পিতৃগন্ধর্ব্বরাক্ষসৈঃ ॥ ৫৭ ৷
 যদভূতপিশাটৈশ্চ মনুষ্যমুদপকিভিঃ ।
 তেষাং সৃষ্টিরিয়ং লোকে যুগৈঃ সহ বিবর্ততে ॥ ৫৮ ৷

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডে মহাপুরাণে চতুস্ত্রিংশো-

হধ্যায়ঃ ॥ ৩৪ ॥

লাভ করিয়াছিলেন। মহারাজ ঋষভ স্রোষ্ঠ
 পুত্র ভরতকে দক্ষিণদিক্স্থিত হিমালয় নামক
 বর্ষে অভিষিক্ত করত প্রব্রজ্যধর্ম্ম অবলম্বন
 করেন। এই ভরতের নামানুসারেই পণ্ডিতগণ
 এই বর্ষকে ভারতবর্ষ নামে অভিহিত করেন।
 ভরতের পুত্রের নাম সুমতি, তিনি অতিমাত্র
 বিদ্বান্ ও ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। ভরত এই
 পুত্রের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া বনবাসী
 হইলেন। সুমতির পুত্রের নাম তৈজস, ইনি
 বিলক্ষণ প্রজাপালক ও শত্রুনাশক ছিলেন।
 তৈজসের পুত্রের নাম ইন্দ্রহ্যম। ইন্দ্রহ্যম
 বিদ্বান্ বলিষ্ঠ। ক্রমশঃ বিখ্যাত ছিলেন। ইন্দ্র-
 হ্যমের মৃত্যুকাল আসন্নপ্রায় হইলে, তাঁহার
 পরমেষ্ঠী নামক এক প্রিয়দর্শন পুত্র জন্মগ্রহণ
 করেন; প্রতীহার বংশে ইহার জন্ম হয় বলিয়া
 ইনি প্রতিহস্তা নামে বিখ্যাত হইলেন। ধীমান্
 প্রতিহস্তার পুত্রের নাম উন্মত্তা; উন্মত্তার পুত্র
 ভব; ভবের পুত্র উল্লীষ, তাঁহার পুত্রের নাম
 প্রাপ্তারি। প্রাপ্তারির পুত্রের নাম বিভূ,
 বিভূর পুত্র পৃথু, পৃথুর পুত্র নক্ত এবং
 নক্তের পুত্রের নাম গয়। গয়ের পুত্র নয়,

নয়ের পুত্র বিরহি। এই বিরহের ধীমান্
 নামক এক মহাবীৰ্য্যশালী পুত্র হয়। ধীমা-
 নের পুত্রের নাম মহান্, মহান্নের পুত্র ভৌমন,
 ভৌমনের পুত্র তপ্তা, তপ্তার পুত্র বিরজা, বির-
 জের পুত্র রজঃ এবং রজের পুত্র শতজিৎ ।
 এই শতজিৎের একশত পুত্র হইয়াছিল,
 তাঁহারা সকলেই রাজ্যপালনে রত ছিলেন।
 ঐ সকল পুত্রের মধ্যে যিনি প্রধান, তাহার
 নাম বিশ্বজ্যোতিঃ। এই বিশ্বজ্যোতিঃ প্রভৃতি
 সমস্ত পুত্রই স্ব স্ব বংশের বিস্তার সাধন করিয়া
 পূর্ব্বকালে এই ভারতবর্ষ সপ্তথগুে বিভক্ত
 করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের বংশধরগণই সত্য
 ত্রেতা প্রভৃতি একসপ্ততি যুগকাল এই ভারত-
 বর্ষ শাসন করেন। সেই পূর্ব্ববর্তী শত সহস্র
 রাজগণ স্বায়ভুব মন্বন্তরে বহুক্রমে রাজ্যশাসন
 করিয়া যুগের সহিত তাঁহারাও অন্তর্হিত হইয়া-
 ছেন। যে স্বায়ভুব বংশ দ্বারা ঋষি, দেবতা,
 পিতৃ, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, যক্ষ, ভূত, পিশাচ, মনুষ্য,
 মূল ও পাক প্রভৃতিতে এই নিখিলজগৎ পরি-
 পূরিত হইয়াছে, সেই স্বায়ভুব বংশ বর্ধিত

পঞ্চত্রিংশোঃধ্যায়ঃ ।

এবং প্রজাসমিবেশং শ্রুত্বা বৈ শাংশপায়নঃ ।
 পঞ্চম্ নিপুণং সূতং পৃথিব্যায়ামবিতরো ॥ ১
 কতি বীপাঃ সমুদ্রা বা পর্কতাশ্চ কতি সূতাঃ ।
 কিয়ন্তি চৈব বধাশি তেহু নন্যাস্চ কাঃ সূতাঃ ॥ ২
 মহাত্ততপ্রমাণক লোকালোকৌ তথৈব চ ।
 পধ্যায়পাদিমান্যক গতিশ্চন্দ্রার্কয়োস্তথা ॥ ৩
 এতৎ প্রকৃতিং নঃ সর্কসং বিস্তরেন যথা তথা ।
 বীপভেদসহস্রাণি সপ্ত চাত্তর্গতানি বৈ ॥ ৪
 সূত উবাচ ।

ন শক্যতে প্রমাণেন বক্তুং বধপ্ণ্ডৈরপ ।
 সপ্তবীপস্ত বক্ষ্যামি চন্দ্রানিত্যগ্রহৈঃ সহ ॥ ৫
 যেবাং মনুষ্যান্তর্কেণ প্রমাপানি প্রচক্ষতে ।

হইল। ইহলোকে তাঁহাঙ্গিগের এই সূট
 প্রত্যেক যুগের সহিত পরিবর্তিত হইয়া
 আসিতেছে। ৫৪—৬৮।

চতুষ্টিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৪ ॥

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় ।

সূতের নিকট প্রজাসমিবেশ বিবরণ শ্রবণ
 করিয়া মহর্ষি শাংশপায়ন ভিজ্ঞাসা করিলেন,
 এই পৃথিবীর দৈর্ঘ্য ও বিস্তার পরিমাণ কত ?
 এবং ইহাতে কত বীপ, সাগর, পর্কত, বর্ধ ও
 নদী বিদ্যমান ? আর এই সকল মহাত্তত এবং
 লোকালোক পর্কতের প্রমাণ কিরূপ এবং এই
 সকলের পরিমাণ ও চন্দ্রসূর্যের গতির নিয়মই
 বা কি ? বীপভেদ ও বীপের অন্তর্গত বীপ-
 সমূহের বিবরণ কি, এই সকল বিষয় বখাশায়
 আয়াদগকে বলুন। সূত বলিলেন, এই
 সপ্তবীপের মধ্যেও সহস্র সহস্র বীপ আছে,
 নতবৎসর বাবৎ বহির্গত তাহা শেব করা যায়
 না। অতএব আমি সেই সকল উপবীপের
 কথা ছাড়িয়া দিয়া চন্দ্রসূর্য্যাদি সহ অন্ত
 প্রকৃতি সপ্তবীপের বিষয়ই বলিব। মনুষ্য-
 গণ তাই বা সূক্তি বলে এই সকল বীপের

অচিন্ত্য্যঃ খলু যে ভাব্য ন তাত্তর্কেণ সাধয়েৎ ॥
 প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যং বিভাষাতে ।
 নববধং প্রবক্ষ্যামি জম্বুবীপং যথা তথা ॥ ১
 বিস্তরায়ণলাট্টেব যোজ্যেনস্তদ্বিবোধত ।
 শতমেকং সহস্রাণাং যোজনানাং প্রমাণতঃ ॥ ২
 নানাজনপদাকৌটৈর্গঃ পুটৈশ্চ বিবিটৈঃ স্তৈভৈঃ ।
 সিদ্ধচারণগন্ধর্কপর্কভৈরুপশোভিতম্ ॥ ৩
 সর্কস্বাতুনিসংক্লেপশ্চ শিলাজালসমুত্ত্বৈঃ ।
 পর্কতপ্রভবাতিশ্চ নদীভিঃ পর্কতৈস্তথা ॥ ১০
 জম্বুবীপঃ পৃথুঃ স্রীমান্ সর্কসঃ পরিবারিতঃ ।
 নবতিশ্চারুতঃ সর্কস্ভূতৈর্ভূতভাবনৈঃ ॥ ১১
 লাবণেন সমুদ্রেণ সর্কসঃ পরিবারিতঃ ।
 জম্বুবীপস্ত বিস্তারং সমেন তু সমস্ততঃ ॥ ১২
 প্রাগায়তঃ সূপর্কসঃ ষড়্ভূমে বর্ধপর্কতাঃ ।
 অবগাঢ়া উভয়তঃ সমুদ্রৌ পূর্কপশ্চিমৌ ॥ ১৩
 হিমপ্রাঙ্গং হিমবান্ হেমকূটশ্চ হেমবান্ ।

পরিমাণ নির্ণয় করে; ফল কথা, তর্কদ্বারা
 ইহার বখাৰ্ধ পরিমাণ অবধারণ করা যায় না।
 কারণ এই সকল বিষয় চিন্তার অবিস্তীভূত।
 পদার্থ সম্বন্ধে সূতর্ক বা সূক্ষ্মীক প্রদর্শন করা
 যায় না, সূতরাং তাহাতে বীপের পরিমাণ
 প্রভৃতি নির্ণয় হওয়া নিতান্ত অসম্ভব। যাহা
 প্রকৃতির অতীত, তাহাই অচিন্ত্য। এই বীপা-
 দির পরিমাণও আমাদের প্রকৃতির অবিস্তী-
 ভূত বলিয়া অচিন্ত্য, সূতরাং ইহার সম্বন্ধে তর্ক
 প্রমাণ ইহঁতে পারে না। নববধের বিষয়
 বলিব, এক্ষণে জম্বুবীপের আয়াদি শ্রবণ
 কর। এই জম্বুবীপ স্থূল, স্রীমান্ ও নানাবিধ
 জনপদ, বিবিধ নগর ও প্রাণিনিচয়, সিদ্ধ,
 গন্ধর্ক, শৈলসমুত্ত্ব বাতু ও গিহ্মিলাত
 নানা নদী, অসংখ্য শৈল, এবং নানাবিধ প্রাণি-
 পুঞ্জপরিপূত নববধ দ্বারা পরিব্যাপ্ত বলিয়া
 অতীব শোভাশালী। এই বীপ স্ব-সম-বিস্তৃত
 লবণসাগরে পরিবেষ্টিত। ১—১২। এই
 জম্বুবীপে পূর্ক ও পশ্চিমসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত
 উত্তম ব্রহ্মযুক্ত পূর্কভাগে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, ইন্দ্র
 হুয়টি বৎ পশুত আছে। তাহাদের মধ্যে

ওরুণাদিত্যবর্ণাভো হৈরণ্যো নিষধঃ স্মৃতঃ ॥ ১৪
চাতুৰ্বৰ্ণস্ত নৌবর্ণো মেরুশ্চোক্ততমঃ স্মৃতঃ ।
চূড়াকৃতিশ্চমাণশ্চ চতুরঙ্গঃ সমুচ্ছ্রিতঃ ॥ ১৫
নানাবৰ্ণস্ত পার্শ্বেষু প্রজাপতিগুণাধিতঃ ।
নাভিযক্ষনসমুত্তো বক্ষণোহব্যক্তজ্ঞানঃ ॥ ১৬
পৰ্ণতঃ শ্বেতবর্ণোহিসৌ ব্রাহ্মণ্যং তস্ত তেন তং ।
পীতশ্চ দক্ষিণেনাসৌ তেন বৈশ্যভূমিযাতে ॥ ১৭
ভূস্পত্নত্নিতশ্চাসৌ পশ্চমে ন মহাবলঃ ।
তেনাস্ত শূদ্রত্যাং দৃষ্টা মেরোনানার্বকারণাং ॥ ১৮
পার্শ্বমুত্তরতস্তস্ত রক্তবর্ণং স্বভাবতঃ ।
তেনাস্ত ক্রত্বা চ স্তাদিতি বর্ণাঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ॥
ব্যক্তঃ স্বভাবতঃ প্রোক্তো বর্ণতঃ পরিমাণতঃ ।
নীলশ্চ বৈদূৰ্ঘ্যময়ঃ শ্বেতশ্চৈব হিরণ্যময়ঃ ॥ ২০
ময়ূরবরবৰ্ণস্ত শাতকৌস্তস্ত শৃঙ্গবান্ ।
এতে পৰ্ণতরাজানঃ সিদ্ধচারণমেবিতাঃ ॥ ২১
তেষামস্তরবিক্রান্তো নবসাহস্র উচ্যতে ।
মধ্যে স্থিলাবুত্তো যন্ত মহামেরোঃ সমস্ততঃ ॥ ২২
নৈবৈব তু সহস্রাণি বিস্তীৰ্ণাঃ পৰ্ণতস্ত সঃ ।

হিমালয় পৰ্ণত অতিশয় হিমপ্রধান হেমকূট, পৰ্ণত স্বর্ণময় এবং নিষধ পৰ্ণত হিরণ্যময় ও প্রাতঃ সূর্য্যের দ্বারা দীপ্তিশালী । মেরু পৰ্ণত অতীব উচ্চ, রক্তবর্ণ এবং সুবর্ণময় ; ইহা স্বয়ম্ভু ব্রাহ্মণ নাভিগ্রন্থি হইতে প্রাভূত হইয়াছে বলিয়া তদীয় গুণমণ্ডিত ও চারিবর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, কত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রস্বরূপে অবস্থিত । এই মেরুর চূড়ার আকৃতি চতুরঙ্গরূপে উচ্ছ্রিত । এই মেরুর পূৰ্ণভাগ শ্বেতবর্ণ বলিয়া ব্রাহ্মণ, দক্ষিণভাগ পীতবর্ণ বলিয়া বৈশ্য, পশ্চিমভাগ ভূস্পত্নসমান বর্ণ বলিয়া শূদ্র, উত্তরপার্শ্ব রক্তবর্ণ বলিয়া কত্রিয় নামে অভিহিত । ইহা বর্ণ ও পরিমাণ দ্বারা স্বভাবতই 'প্রসিদ্ধ । নীল, বৈদূৰ্ঘ্যময়, শ্বেতশৃঙ্গ, হিরণ্যময়, ময়ূর-বরবর্ণ, শাতকৌস্ত ও শৃঙ্গবান্ এই শ্রেষ্ঠতম পৰ্ণত সকল সিদ্ধ ও চারণগণে পরিসেবিত হইয়া ইহার মধ্যে বিরাজিত আছে । ইহাদের নব সহস্র যোজন অন্তর বিকল্প আছে । এই মহামেরুর মধ্যস্থানে নব সহস্র যোজন বিস্তৃত

মধ্যে তস্ত মহামেরোনিধূম ইব পাবকঃ ॥ ২৩
বেদ্যর্কিং দক্ষিণং মেরোরুত্তর্যর্কিং তপোত্তরম্ ।
বর্ধাণি যানি সপ্তাভি তেষাং যে বৰ্ণপৰ্ণতাঃ ॥ ২৪
যে যে সহস্রে বিস্তীর্ণো যোজনানাং তথোচ্ছ্রাণং ।
জম্বুদ্বীপস্ত বিস্তারান্তেষামায়াম উচ্যতে ॥ ২৫
যোজনানাং সহস্রাণি শতে যে মধ্যগৌ গিরৌ ।
নীলশ্চ নিষধশ্চৈব তাত্যাং হীনাশ্চেষৎপরে ॥ ২৬
শ্বেতশ্চ হেমকূটশ্চ হিমবান্ শৃঙ্গবাংশ্চ যঃ ।
নবতিদ্বাবশীভূর্কৈঃ সহস্রাণ্যায়তন্ত য়ে ॥ ২৭
তেষাং মধ্যে জনপদান্তানি বর্ধাণি সপ্ত বৈ ।
প্রপাতবিষমৈস্তৈস্ত পৰ্ণতৈরাবৃতানি চ ॥ ২৮
সমুত্তানি নদীভৈর্দৈরুগম্যানি পরম্পরম্ ।
বসন্তি তেষু সত্যানি নানাজাতীনি ভাণশঃ ॥ ২৯
ইদং হেমবতং বর্ধং ভারতং নাম বিশ্রুতম্ ।
হেমকূটং পরং তস্মান্নান্য কিম্পুরুষং স্মৃতম্ ॥ ৩০
নিষধং হেমকূটস্ত হরিবর্ধং তদুচ্যতে ।

ইলাবুতবর্ধ নিধূম অগ্নির দ্বারা বিরাজমান । মেরুপৰ্ণতের দক্ষিণাংশ বেদীদেশের দক্ষিণার্ধ ও উত্তরার্ধ বলিয়া বিখ্যাত । এই মেরুপৰ্ণতে যে সাতটি বর্ষ আছে,—তলবস্থিত বর্ষ পৰ্ণত-গুলির পারমাণ স্ব স্ব উচ্চতা অপেক্ষা দুই সহস্র যোজন অধিক বিস্তৃত এবং জম্বুদ্বীপের বিস্তারানুসারে ইহাদের দীর্ঘতা অবধারণীয় । ১৩—২৫ । নীল ও নিষধ নামধেয় পৰ্ণত মধ্যম বলিয়া বিখ্যাত, ইহাদের বিস্তার দুই শত সহস্র যোজন পারমিত । উক্ত পৰ্ণতের ভিন্ন হিমবান্, হিমকূট ও শৃঙ্গবান্ প্রভৃতি যে সকল পৰ্ণত আছে, তাহাদের আয়তন বিনবতি সহস্র অশীতি যোজন । উক্ত পৰ্ণত-সমূহের মধ্যে বহুবিধ জনপদ এবং যথাসম্ভব সমবিষম শৈলসমাবৃত সাতটি বর্ষ আছে ; এই সকল বর্ষ অগম্য এবং নানাবিধ নন্দনদীগণে পরিব্যাপ্ত ; উল্লিখিত বর্ষসমূহে নানাজাতীয় প্রাণিগণ অবস্থান করে । পূর্কোক্ত হিমালয় শৈলসংস্পৃষ্ট বর্ষ ভারতবর্ষ নামে অভিহিত । ইহার অপর নাম হৈমবত । তৎপরবর্তী হেমকূটসংস্পৃষ্ট বর্ষ কিম্পুরুষ, পরবর্তী নিষধ

হরিবর্ষং পরৈক্যং মেরোঃ তদিলারুতম্ ॥ ৩১
 ইলারুতপৰং নীলং রম্যকং নাম বিষ্ণুতম্ ।
 রম্যং পরতরং বেতং বিষ্ণুতং তদ্ধিগোমম্ ॥ ৩২
 হিরণ্যং পরকপি শৃঙ্গবান্ধ কুরুং বিহুঃ ।
 ধনুঃ সংস্থে চ বিজ্ঞেয়ং যে বর্ষে দক্ষিণোত্তরে ॥ ৩৩
 দীর্ঘাণি তত্র চারি মধ্যমং তদিলারুতম্ ।
 অর্ধক্ চ নিষধস্তাষ বেদ্যর্দ্ধং দক্ষিণং স্মৃতম্ ॥ ৪
 পরং নীলবতে যচ্চ বেদ্যর্দ্ধং তত্তরম্ ।
 বেদ্যর্দ্ধং দক্ষিণে ত্রোণি বর্ষাণি ত্রোণি চোত্তরে ॥ ৩৪
 তয়োর্মধ্যে তু বিজ্ঞেয়ং মেরুমধ্যমিলারুতম্ ।
 দক্ষিণেন তু নীলস্ত নিষধস্তোত্তরেণ তু ॥ ৩৬
 উদগায়তো মহাশৈলো মাধ্যগ্নাম পর্কতঃ ।
 যোজনানাং সহস্রে বে বিকৃতান মাধ্যবান্ স্মৃতঃ
 আগ্রামতশ্চতুঃসংশং সহস্রাণি প্রকীৰ্ত্তিতঃ ।
 তত্র প্রতীচ্যং বিজ্ঞেয়ঃ পর্কতো গন্ধমাদনঃ ॥ ৩৮
 আগ্রামাদধ বিস্তারমাধ্যবানিতি বিষ্ণুতঃ ।
 পরিমণ্ডলয়োর্মধ্যে মেরোঃ কনকপর্কতঃ ॥ ৩৯

সংযুক্ত বর্ষ হরিবর্ষ ও তৎপরবর্তী মেরুসংযুক্ত
 বর্ষ ইলারুতবর্ষ নামে নির্দিষ্ট । ইলারুতের পরে
 নীল, রম্যক ও পরে হিরণ্য বর্ষ বিদ্যমান ।
 হিরণ্যের পর শৃঙ্গবান্ধ ও কুরুবর্ষ । মেরুর
 দক্ষিণ এবং উত্তরে যে দুইটি বর্ষ আছে,
 তাহাদের আকার ধনুঃের স্থায় । উল্লিখিত বর্ষ
 সকলের মধ্যে ইলারুতবর্ষ চতুর্কোণ ও চারি
 সহস্র যোজন দীর্ঘ । নিষধ পর্কতের পূর্ণভাগ
 বেদ্যর্ধ দক্ষিণার্দ্ধ এবং নীলবান পর্কতের
 পশ্চিমাংশই তাহার উত্তরার্দ্ধ বলিয়া বিদিত ।
 বেদ্যর্ধ অগ্রভাগের দক্ষিণে তিন তিনটি বর্ষ
 আছে । উল্লিখিত উত্তর ও দক্ষিণ বর্ষগুলির
 মধ্যে মেরুমধ্যম ইলারুতবর্ষ বিদ্যমান । নীল
 পর্কতের দক্ষিণ ও নিষধ পর্কতের উত্তরে সহস্র
 যোজনপরিমিত উত্তরদিকে আরও মাধ্যবান্
 নামক মহাশৈল । ইহা নিষধ ও নীল পর্কতের
 সহিত সংযুক্ত রহিয়াছে । এই পর্কতের আর-
 তন চতুঃস্থল সহস্র যোজন । মাধ্যবানের
 পশ্চিমে গন্ধমাদন পর্কত, ইহা মাধ্যবানের স্থায়
 দীর্ঘ ও বিস্তৃত । বর্জুনাকার অশ্বখীণের গুণব-

চতুর্কর্ণঃ সুসৌবর্ণচতুঃস্থলমুচ্ছিতঃ ।
 অব্যক্তা ধাতুঃ সর্ষে সমুৎপন্নো জলাধরঃ ॥ ৪০
 অব্যক্তাং পৃথিবীপদং মরুপর্কতকর্ণিকম্ ।
 চতুঃস্থলং সমুৎপন্নং ব্যক্তং পঞ্চগুণং মহৎ ॥ ৪১
 ততঃ সর্ষা সমুৎপন্নং বিজ্ঞেয়া দ্বিজসন্তমাঃ ।
 নৈককর্ণ ত্রিভৈঃ পৃথৈবিবিধৈঃ প্রাপ্তপাতিভৈঃ ॥
 কৃতান্ত্রিবিবীতান্ত্রা মহাত্মা পুরুষোত্তমঃ ।
 মহাদেবো মহাযেণী জনংস্ত্রেষ্ঠো মহেশ্বরঃ ॥ ৪৩
 সর্ষলোকপতোহনন্তো হনুর্ভীষানদ্রাজত ।
 ন তত্র প্রাকৃতো মূর্ত্তির্নামমেনোহন্থিসম্ভবা ॥ ৪৪
 যোগাষ্টৈবেশ্বরহাক্ত সর্ষাশ্রুত এব সং ।
 তত্র নাত্যং সমুৎপন্নং লোকপদং সনাতনম্ ॥ ৪৫
 কলশেষস্ত তস্মাদ্রো কালস্ত পতিব্রীহী
 তম্বিন পরে সমুৎপন্নো দেবদেবশ্চতুর্মুখঃ ॥ ৪৬
 প্রজাপতিপতির্ত্রিকা দিশানো জনতঃ প্রভুঃ ।
 তত্র বীজং বিসর্গো হি পুরুষস্ত বসার্থবৎ ॥ ৪৭

হিত মধ্যভাগে অত্যাচ, স্বর্ণময় চতুর্কোণ চতু-
 র্বনাস্তক মেরুপদিত অবস্থিত ; এই মেরুপর্কত
 হইতেই সমুদ্র অব্যক্ত ধাতু ও জলাদির জন্ম
 হইয়াছে । ২৬—৪০ । অব্যক্ত পরমাত্ম হইতে
 এই পৃথিবীপদ, চতুঃস্থল অর্থাৎ বুদ্ধি, মন, চৈত
 ও অভিমান এবং ব্যক্ত পঞ্চগুণ অর্থাৎ রূপ,
 রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ সমুৎপন্ন হইয়াছে ।
 মেরুপর্কত এই পৃথিবীপদের কণিকাশ্রুত ।
 উক্ত চতুঃস্থল হইতে অনেক কক্ষাঙ্কিত পুণ্য-
 প্রভাবে চিত্তবৃত্তি সকল সমুৎপন্ন হয় । নির্বলচিত্ত
 যোগিনগণসেবনীর, নৈকোমাংসাহিময় প্রাকৃত
 মুক্তি-বাহীন, সর্ষশ্রেষ্ঠ, যোগিগণের অনন্তস্বরূপ
 মহাদেবই এই সনাতন লোকপদের আবি-
 র্ভবের কারণ । তিনি যোগ ও ঐশ্বর্যপ্রভাবে
 সর্ষাই বিদ্যমান । পুষ্ককল শেষ হইলে বধন
 পরকলের প্রারম্ভকাল উপস্থিত হয়, তাৎকালিক
 পতিবিধি অনুসারে বার্ষিক লোকপদ হইতে
 প্রজাপতিগণের অধীশ্বর চতুর্মুখ ঐক্য
 উদ্ভব হয় । শাস্ত্রে এই ঐক্য সর্ষজগতের
 স্রষ্টা বলিয়া কীৰ্ত্তিত হইয়াছেন । যে কণিগণ
 আমি দেই লোকপদের বীজ ও প্রজাপতির

কৃৎস্নঃ প্রজানিসর্গস্ত বিস্তরেণৈব কথ্যতে ।
 যদ্বজং বৈষ্ণবং কার্যং ততস্তত্ত্বাভিতোহভবৎ ।
 পদ্মাকারী সমুৎপন্ন পৃথিবীপর্বতক্রমা ॥ ৪৮
 উদন্ত লোকপদ্মস্ত বিস্তরেণ প্রকাশিতম্ ।
 বর্ষ্যমানং বিভাগেন ক্রমশঃ শৃণু ॥ ৪৯
 মহাধীপান্ত বিখ্যাতাচ্চরঃ পদ্মন্যাস্ততঃ ।
 পদ্মকর্ষিকসংস্থানো মেকুর্ণম মহাবলঃ ॥ ৫০
 নানাবর্ণস্ত পার্শ্বেষু পূর্ষিতঃ খেত উচ্যতে ।
 রক্তস্ত নক্ষিণং তস্ত শৃঙ্গং কৃষ্ণং তথাপশ্চিম ॥ ৫১
 উত্তরং তস্ত পীতং বৈ পোতিবর্ণসংবৃতম্ ।
 বোন্ত শোভতে শুভ্রো রাজবৎ স তু বেষ্টিতঃ
 তুর্যাদিত্যবর্ণাভো বিধুম ইব পাবকঃ ।
 চতুরশীতিসাহস্র উৎসেধেন প্রকীর্তিতঃ ॥ ৫২
 প্রবৃষ্টঃ শোড়শাধস্তাধিস্তৃতস্তাবদেব তু ।
 শরাবসংস্থিতত্বাচ্চ দ্বাত্রিংশশূর্ধ্বী বিস্তৃতম্ ॥ ৫৩
 বিস্তারায় ত্রিগুণচাস্ত পরিবাহঃ সমস্ততঃ ।
 মণ্ডলেন প্রমাণেন ত্র্যস্ত্রেহর্কস্ত তদ্বিত্যে ॥ ৫৪

সমস্ত অবস্থা বর্ণন করিতেছি। পূর্বে যে
 লোক-পদ্মের কথা বলা হইয়াছে, তাহা বিষ্ণু
 হইতে উৎপন্ন বলিয়া বৈষ্ণবপদ্ম নামে অভি-
 হিত হইয়া থাকে। উক্ত পদ্মের নাভিদেহ
 হইতে বন ও বৃক্ষাদিবিশিষ্ট এই পৃথিবী সমুৎ
 হইয়াছে। বর্ণিত লোকপদ্ম হইতে মেকুরে
 স্থিতি হইয়াছে, তাহা ক্রমানুসারে বর্ণন করি-
 তেছি, আপনারা অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন
 মহাধীপচতুষ্টয় এই লোকপদ্মের পত্র এবং
 মেকুরপর্বত ইহার কর্ণিকাক্ষরূপ। এই মেকুর
 পার্শ্বদেশ সকল নানাবর্ণবিশিষ্ট; পশ্চিমশৃঙ্গ
 কৃষ্ণ, পূর্বশৃঙ্গ খেত, নক্ষিণশৃঙ্গ রক্ত ও উত্তর
 শৃঙ্গ পীতবর্ণ। এই মেকুর প্রাতঃকালীন
 সূর্য ও নির্ধুম অগ্নি প্রায় দীপ্তশালী। ইহার
 উচ্চতা চতুরশীতি সহস্র যোজন। এই মেকুর
 ষোড়শ সহস্র যোজনপরিমিত অংশ অণ্ডোভাগে
 নিহিত, তাহার বিস্তার ষোড়শসহস্র যোজন।
 শরাবসদৃশ মেকুরপর্বতের উপরিভাগ দ্বাত্রিংশ
 সহস্র যোজন বিস্তৃত। এই মেকুর মণ্ডলা-
 কার পরিধি বিস্তারে ত্রিগুণ অর্থাৎ ব্রহ্মবতি সহস্র

চত্বারিংশ সহস্রাণি যোজনানাং সমস্ততঃ ।
 অষ্টাভিরধিকানি স্থাঃ ত্র্যস্ত্রে মানে প্রকীর্তিতম্ ॥
 চতুরস্ত্রৈশ মনেন পরিবাহঃ সমস্ততঃ ।
 চতুষ্ঠিতি সঃ স্রাণি যোজনানাং বিধীয়তে ॥ ৫৭
 স পর্বতে মহাদিব্যো দিব্যোবিসমবহঃ ।
 ভূঃনেত্রাতঃ সর্কে জাতরূপমগ্নেঃ শুভৈঃ ॥ ৫৮
 তত্র দেবগণাঃ সর্কে গন্ধকোদগরাক্রমাঃ ।
 শৈলয়ঃ ক্রৈঃ প্রদৃগ্ধস্তে শুভাংগাঃ স্রমাং গণাঃ ॥ ৫৯
 স তু মেকুরঃ পরিবৃত্তো ভুবনৈর্ভূতভাবনঃ ।
 চত্বারো যন্ত দেশা বৈ নানাপার্শ্ববিস্থিতিতঃ ॥ ৬০
 ভদ্রাধো ভরতশ্চৈব কেতুমাগচ্চ পশ্চিমঃ ।
 উত্তরাঃ কুরুবশ্চৈব কৃতপুণ্যপ্রতিশ্রয়াঃ ॥ ৬১
 কর্ণিকা তস্ত পদ্মস্ত সমস্তাং পরিমণ্ডলা ।
 যোজনানাং সহস্রাণি নবত্রিংশং প্রকীর্তিতা ॥ ৬২
 চতুরশীতিরুৎসেধাদম্বরাস্তরবেষ্টিতা ।
 ত্রিংশতিযুটী সহস্রাণি যোজনানাং প্রমাণতঃ ।
 তস্ত কেশরজালানি বিস্তার্ণানি সমস্ততঃ ॥ ৬৩
 সহস্রাণাং শতং পূর্ণং সশীতানি পৃথুনিব ।

যোজন, ত্রিকোণ প্রমাণে অষ্টচত্বারিংশ সহস্র
 যোজন এবং চতুষ্কোণপ্রমাণে চতুষ্ঠিতি সহস্র
 যোজন। এই মেকুর অতিশয় দীপ্তমান
 এবং নানাবিধ গুণধিপূর্ণ, ইহা বহুতর স্বর্ণময়
 ভবন দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া মধ্যভাগে অব-
 স্থিত। এই মেকুরপর্বতে বহুবিধ দেবতা, গন্ধর্ক,
 মর্গ, রাকস ও সুদর্শন অঙ্গাগণ বিদ্যমান।
 বহুভূবন-সমাবৃত এই মেকুর চারিদিকে চারিটি
 লেণ আছে ৪. — ৬০। তন্মধ্যে পূর্বদিকে
 ভদ্রাধ, নক্ষিণে ভরত, পশ্চিমে কেতুমাগ
 এবং উত্তরে কুরুদেশ; এই সমস্ত দেশই
 পৃথগীল লোকের আবাসভূমি। এই লোক-
 পদ্মকর্ষিকার অর্থাৎ মেকুর চারিদিকের
 পরিধি উনচত্বারিংশ সহস্র যোজন; ইহার
 উচ্চতা চতুরশীতি সহস্র যোজন। এই
 মেকুরকর্ষিকার বাম দিকে ষট্‌ত্রিংশ সহস্র
 যোজন-পরিমিত স্থান ব্যাপিয়া তাহার কেশর-
 জাল শোভা পাইতেছে। এইরূপে ব্রহ্মভূত
 শত সহস্র অনীতি যোজন বলিয়া বোধ হয়।

চত্বারি তন্ত্ৰ পত্রাণি যোজনানাং চতুর্দশম্ ॥ ৬৪
 তত্র বার্মো মধ্য পূৰ্ণং কৰিকৈত্যভিশক্তিঃ ।
 তাং বৰ্ণমানামেকাগ্রাং সমাসেন নিবোধত ॥ ৬৫
 শতাশ্রমেনং মেনেত্রিঃ সহস্রাশ্রমবিভৃক্তঃ ।
 অষ্টাশ্রমেবং সাবর্ণিচত্বরশ্চ ভাণ্ডরিঃ ॥ ৬৬
 বর্ষায়নিস্ত সামুদ্রং শরাবকৈব গালবঃ ।
 উৰ্দ্ধশ্রেণীকৃতং গার্গ্যঃ ক্রৌষ্টিকিঃ পরিমণ্ডলম্ ॥ ৬৭
 যদ্বদ্য বশ্চ হি যং পার্শ্বং পৰ্বতাধিপতেজঃ ষিঃ ।
 তন্ত্ৰদেবাত্ম বেদার্মো ব্রহ্মৈবং বেদ কৃতঃ সশঃ ॥ ৬৮
 মণিরত্নময়ং চিত্রং নানাবর্ণপ্রভাসুতম্ ।
 অনেকবর্ণনিচয়ং সৌবর্ণমরুণপ্রভম্ ॥ ৬৯
 কাশং সহস্রপার্শ্বাং সহস্রোদককন্দরম্ ।
 সহস্রপদপদ্মং তং বিদ্ধি মেকুং নগোত্তমম্ ॥ ৭০
 মণিরত্নপিত্তন্ত্ৰৈর্মণিচিত্রিতবেদিকৈঃ ।

পূর্ক্সান্নিখিত লোকপদ্মের চারিদিকে চারিটি
 পত্র আছে, সেই পত্রগুলি অতিশয় বৃহৎ,
 উহা চতুর্দশ যোজন বিস্তৃত । ইতিপূর্ক্সে
 আমি যে কনিকার কথা কহিয়াছি, তাহা
 পূনর্কার বিস্তার করিয়া বলিব, একাগ্রমনে
 শ্রবণ করুন । এই মেকুপর্বতকে অত্রি, মূনি
 শতকোণ, ভৃগু মূনি সহস্রকোণ, সাবর্ণি
 অষ্টকোণ, ভাণ্ডরি চতুষ্কোণ, বর্ষায়নি সাগরা-
 কার, গালব শরাবাকৃতি, গার্গ্য উৰ্দ্ধবালাকৃতি
 অর্থাৎ মন্তকোপরি কেশ বন্ধন করিলে যে
 আকার হয়, তদনুরূপ এবং ক্রৌষ্টিকি বর্তুলাকার
 বলেন । বস্তুতঃ এই পর্বতের আকৃতি
 কেহই মনুষ্য জীবনে জানিতে সক্ষম হয় না ।
 এই পর্বতের যেদিক্ যে ক্షি দেখিয়াছেন,
 তিনি সেই দিকের আকৃতি অনুমান করিয়াছেন,
 ফল কথা, তিনি সমস্ত পর্বতাকৃতি জানিতে
 পারেন নাই । একমাত্র ব্রহ্মাই তাহার
 সর্ক্সাংশ দর্শনে সমর্থ । এই পর্বতোত্তম
 মেকু নানা মণি, রত্ন ও সুবর্ণাদি বিবিধবর্ণে
 বিভূষিত হইয়া সাতিশয় মনোহর কাণ্ডি
 ধারণ করিয়াছে । ইহাতে সহস্র সহস্র গ্রাহি,
 সহস্রগুণ অলময় গুহা এবং সহস্র সহস্র
 পত্র বিদ্যমান । ৬১—৭০ । এই পর্বতে

সুবর্ণমণিচিত্রৈঃ স্তম্ভা বিক্রমতোরধৈঃ ॥ ৭১
 বিমানযানৈঃ শ্রীমন্তিঃ শতসংখ্যাদিবৌকসাম্ ।
 প্রভাদৌপিতপর্ঘ্যন্তং মেকুং পূর্ক্সি পূর্ক্সি ॥ ৭২
 তন্ত্ৰ পূর্ক্সসহস্রৈহ্মিন্ নানাশ্রয়বিভূষিতে ।
 সর্ক্সদেবনিকায়ান সন্নিবিষ্টাশ্রমেনকশঃ ॥ ৭৩
 তমাবসজ্যোক্ত্যং দেবদেবচতুর্মুখঃ ।
 ব্রহ্মা ব্রহ্মবিদ্যাং শ্রেষ্ঠো বরিষ্ঠাশ্রমিবৌকসাম্ ॥ ৭৪
 মহাভবনসম্পূর্ণৈঃ সটেকৈঃ কামফলপ্রদৈঃ ।
 মহাহুরমহশৈস্তং পিঙ্কনেকসমাকুলম্ ॥ ৭৫
 তত্র ব্রহ্মসভা রম্যা ব্রহ্মধিগগনেষিভা ।
 নাম্না মনোবতী নাম ত্রিষু লোকেষু বিক্রতা ॥ ৭৬
 তত্ৰেশানশ্চ দেবশ্চ সহস্রাদিত্যবর্জসম্ ।
 মহাবিমানং সংস্থাপ্য মহিমা বর্ততে সদা ॥ ৭৭
 ইষ্ট্যাপূজ্যানমস্কারৈর্চর্চনীয়মখ্যার্চয়ন্ ॥ ৭৮
 যৈরচ্ছিদ্রমসংকল্পৈর্ব্রহ্মচর্য্যং মহাস্রভিঃ ।
 চরন্তির্জজ্ঞিতং ব্রহ্ম যথোক্তং ব্রহ্মচারিভিঃ ॥ ৭৯
 সমাগম্ভা চ ভুক্ত্বা চ পিতৃদেবার্চনে রতাঃ ।

পূর্ক্সে পূর্ক্সে মণিরত্নমণ্ডিত স্তম্ভ, মণি-
 চিত্রিত বেদিকা, সুবর্ণ-নির্মিত মণিরত্নময়
 তোরণ এবং সুরগণের বহুবিধ বিমানযান
 শোভমান । এই মেকুর নানাবর্ণময় পূর্ক্স-
 সমূহে দেবগণের বহুবিধ নিবাসস্থান বিরাজ-
 মান । সেই নানাদিকে বিস্তৃত পর্বতमध्ये
 সর্ক্সকামপ্রদ চতুর্মুখ ব্রহ্মা দেবগণের সহিত
 অবস্থিত রহিয়াছেন, ঐ সকল দেবতার আবাস-
 স্থান সুবৃহৎ ও সাতিশয় মনোহর । এই
 মেকুর পূর্ক্সশ্রেণী ব্রহ্মধিগগন-পুঞ্জিত সর্ক্সলোক-
 প্রসিদ্ধ মনোবতী নাম্না ব্রহ্মসভা প্রতিষ্ঠিত
 রহিয়াছে । এই সভাতে পিতামহ ব্রহ্মা
 সহস্রাধ্যক্ষম দৌপ্তিমান্ বিমান নির্ধাণ করিয়া
 তাহাতে অবস্থান করিতেছেন । চতুর্মুখ ব্রহ্মার
 এই মহাসভাতে সর্ক্সদা ঋষিদমুহসহ সুরগণ
 বিরাজ করেন এবং যজ্ঞ, পূজা ও নমস্কারাদি
 দ্বারা পূজনীয় প্রজাপতির পূজা করিয়া থাকেন ।
 মহাত্মা ব্রহ্মচারিগণ সংকল্পগুহা হইয়া স্বা-
 বিহিত উগ্রতর সুনির্মল ব্রহ্মচর্য্যব্রতের
 তুষ্ণৈন কায়া ধাবেন । তদ্ব্যয় স্ব স্ব

প্রাণিনঃ শুক্কর্য্যাপো বিভক্তাঃ করুণাত্মকাঃ ॥৮০
যমৈর্নিয়মমাতৈশ্চ দৃঢ়ৈর্নিগতং কথ্যৈঃ ।

তেষাং নিরামশ্চক্রেহমো ব্রহ্মলোকে হনিদ্ভিতঃ
উপধুপরি সর্কেষাং গতানাং পরমা গতিঃ ।

চতুর্দশ সহস্রাণি যোজনানাং স কীর্তিতঃ ॥৮২
ততশ্চ কৃষ্ণে রুচিরে তরুণাদিত্যবর্চসি ।

মহাগিরিতটে রম্যৈরনুভূতৈর্বিচিত্রিতৈঃ ॥৮৩

নৈকরত্নপ্রভাব্যাপ্তে মণিতোরণকন্দরে ।

মেরৌ সর্কেষু পার্শ্বেষু সমস্তাং পরিমণ্ডলে ॥৮৪

ত্রিংশদযোজনসাহস্রে চক্রবাটে নগোস্তমে ।

দশযোজনসাহস্রা চক্রবাটায়তিষ্ঠতা ॥৮৫

নাপূর্ক্বতটসামাগ্রা নাপি ভূমৌ প্রতিষ্ঠিতা ।

দিগ্‌ব্যোমসদৃশাকারা স্থিতাঃ সা অমরাবতী ॥৮৬

তিরস্কৃতৈঃ প্রভাভিস্ত সূর্য্যাদ্যৌজ্যোতিষাং গণৈঃ

কক্ষানুসারে বিভক্ত প্রাণিগণ নিরন্তর আক্র
ও যোগাদি করিয়া পিতৃ ও দেবগণের অর্চনায়

নিরত, তাঁহাদের কক্ষসকল নির্দোষ এবং
অন্তঃকরণ কারুণ্যরসে পরিপূর্ণ। ব্রহ্মলোকে

জীবগণ যমনিয়মাদি যোগানের দৃঢ়তর অনু-
ষ্ঠান করিয়া নিষ্পাপ হন, সুতরাং কখন তাঁহারা

রেগশোকাদি দ্বারা অভিভূত হন না। যত
প্রকার সঙ্গতিপ্রদ স্থান আছে, তন্মধ্যে এই

ব্রহ্মলোকই শ্রেষ্ঠ এবং সমস্ত লোকের
সর্বোচ্চস্থানে অবস্থিত। এই লোক চতুর্দশ

সহস্র যোজন আয়ত। অনন্তর তাহার
চারিপার্শ্বে মণ্ডলরূপে ব্যাপ্ত কৃষ্ণবর্ণ মনোহর

মনোমাত্রানুভূত, অনির্কচনীয় মহাগিরিতটে
বিচিত্রিত তরুণতপন-তুল্য প্রভাসম্পন্ন মনো-

রম মণিতোরণময় কন্দরশালা বহুবিধ রত্ন-
সমূহের প্রভা দ্বারা সমুজ্জ্বল মেরুপর্ব্বতে

দশসহস্র যোজনায়ত ও ত্রিংশদসহস্র যোজন উচ্চ
চক্রবাট গিরি বিদ্যমান। ঐ তটের অতি উচ্চেও

নয় এবং অতি ভূমিসমীপেও নয়, একরূপ এক
স্থানে দিগাকাশ সত্ত্ব দর্শনীয় সুবিশাল

অমরাবতীনগর প্রতিষ্ঠিত। ঐ অমরাবতী
চক্রবাট তুল্য আয়ত। তাহার প্রভাপটলে

তিরস্কৃত হইয়া সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্কগণ উদয় ও

উদয়াস্তময়নং বাস্তি তেবামপ্যচলোস্তমাঃ ।

জ্যোতিষাং তং পরিভ্রামৈঃ পুরস্তাদ্বক্যাত্তেহন্তরে

ইতি ত্রীমহাপুরাণে ব্রহ্মাণ্ডে

পঞ্চত্রিংশ ভমোহধ্যায়ঃ ।

ষট্‌ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

ততঃ সর্কামটৈঃ পূর্ণং চক্রবাটং প্রজ্ঞাপতেঃ ।

দুর্ধরং বলদৃষ্টানাং দৈত্যদানবরক্ষসাম্ ॥ ১

নিখুহবলভৌচিত্রং প্রতোলাশতমণ্ডিতম্ ।

তপ্তজাম্বুনদময়ং প্রাংশুপ্রাকারতোরণম্ ॥ ২

নানারত্নাবচিত্রাভিনিষ্টিতাভিমহাস্থনাম্ ।

মহাভবনকোটীভিরনেকাভির্বিভূষিতম্ ॥ ৩

তৈশ্চবোত্তরপূর্কেহস্মিন্ দিগ্‌দেশে সমবর্চসি ।

চক্রবাটপরিষ্কিপ্তে নানারত্নবিভূষিতে ।

রম্যামরগণাকীর্ণে বিশদক্রমমণ্ডিতে ॥ ৪

অস্তাগলে গমন করিয়া থাকেন। জ্যোতিষ্ক-
গণের পরিভ্রমণ-পথে স্থিত বলিয়া তদগ্রবর্তী

অচলসমূহেরও বিবরণ বর্ণিত হইবে।
৭১—৮৭ ॥

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৫

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় ।

সূত বলিলেন, অনন্তর প্রজ্ঞাপতির অমর-
গণ-পরিপূরিত চক্রবাট-গিরি। ঐ গিরি বলো-

দীপ্ত দৈত্য দানব ও রাক্ষসগণেরও দুর্ধর্ষ। তাহা
দেবগণের মনোহর শত শত দ্বার, বলভী ও

প্রতোলা দ্বারা মণ্ডিত, প্রতপ্তকাক্ষনময় এবং
অত্যাচ্চ প্রাচীর ও তোরণে সমন্বিত এবং নানা-

বিধ রত্ন-খচিত কোটি কোটি প্রকাশ ভবনে
ভূষিত। তাহার উত্তর, পূর্বদিগ্‌দেশে বিবিধ রত্নে

রঞ্জিত, মনোজ্ঞদর্শন অমরগণে পূরিত ও মনোহর
তরুনিচয়ে আকীর্ণ। তাহার চক্রবাটের সমীপে

মনোহর অমরাবতীনামী পুরন্দরপুরা অবস্থিত।

মহাভবনসংকীর্ণা বিমানশতমঙ্কুসা ।
মহাবাপীশতাকীর্ণা দিব্যানিবা বিভূষিতা ॥ ৫
ত্রিশশানান্ মহাবানৈরুপস্থানগতৈঃ সদা ।
শোভিতা পূৰ্ণরশ্মৈঃ পত্রাকাঞ্চক্ষমণিনী ॥ ৬
মহাযজ্ঞৈর্মহানৈর্মহাগন্ধসিঙ্গাদুভিঃ ।
মহাপরোক্ষৈর্নৈশ্চব মহামুনিপুংগবৈঃ সদা ॥ ৭
তপঃস্থানগতৈঃ সিদ্ধৈরাকীর্ণা বিবিধাশ্রমা ।
পুরন্দরপুরী রম্যা সমুদ্রাপ্যমরাবতী ॥ ৮
মধ্যে তত্ৰ মহাপুংগাঃ পরমা বজ্রবেদিকা ।
সুধাবনান্ দেবানান্ ঋষীনান্ মহাগ্ৰনাম্ ॥ ৯
প্রান্ততোরননির্গূহা হেমজ্বলপরিপ্লবিতা ।
নৈককুন্তনহস্তৈস্তপসর্গরত্নময়ৈর্দৃতা ॥ ১০
ররচিত্রমহাতোমা চিত্রতোরনবেদিকা
মহাভ্যন্তরবেপথেতৈঃ পরিস্ফুটৈর্গণসনৈঃ ॥ ১১
রক্তজ্বলিতমখিলৈঃ বিচিত্রকটেকাক্ষুলা ।
মনোজ্ঞস্কৃৎসকারা বায়ুনা কিকিনীরিতা ॥ ১২

এ পুরী নানারূপে নির্মিত সুবহু ভবনগণে
পরিব্যাপ্ত, শত শত সুবহু বাসিন্দা দ্বারা
পরিশোভিত এবং ভবন পর্য্যন্ত ভূমিস্থিত
দেবদানসমূহ দ্বারা সুশোভিত, মনোহর, পদ্ম
সমূহে শোভাযুক্ত, বিবিধ ধ্বজ-পতাকায় উজ্জ্বিত
এবং যক্ষ, নাগ, গন্ধর্ব্ব, সাধু-মুনি ও তপতা-
স্থান হইতে সমাগত সিদ্ধগণ দ্বারা
আকীর্ণ বহুবিধ আশ্রমে পরিপূর্ণ । এই মহা-
পুরীর মধ্যস্থলে মহেশ্বরের মনোহর সুধর্ম্মা-
নায়া সভা প্রতিষ্ঠিত । এই সভায় দেব-
গণ ও মহাগ্ৰন্য মহর্ষিগণ সুখে উপবেশন করিয়া
থাকেন, উহার প্রান্তভাগে তোরণ ও দ্বার সকল
শোভমান । বহু রত্নময় মহাশ্রুতান্ত্র এই সভার
ছাদ সকল দাপন করিয়াছে । সভার তলভাগ
বিবিধ রত্নে চিত্রিত, তাহার উপর মনোহর
তোরণবেদিকা বিরাজিত । তাহার উপরভাগ
মহাদুলাবহুচিহ্নিত প্লবিত আশ্রমণে ও আসনে
পরিপূর্ণ । উচা বিচিত্র গুণবিশিষ্ট রত্নসমূহ ও
বিচিত্র রত্নগণের সমুদায় । এই সভা বহুতর
মনোহর পুষ্পমালায় পরিশোভিত । এই মালা
সকল বায়ুদ্বারা এবং আন্দোলিত হইতেছে ।

কনকোজ্জ্বরপাতির্মানামালাভিকঙ্কুসা ।
পারিজাতকপুষ্পাণামবলগৈর্দ্বিভূষিতা ॥ ১৩
কুন্দৈর্মৃগজিহ্ববৃত্তিরাণিত্যপতনগৈঃ
পিত্তভির্দেবগকটৈর্পরপারোক্ষৈর্মহেশ্বরগৈঃ ॥ ১৪
সংযোক্ত ঋষিসংবৈশ্চ নিরুতর্জিগ্ৰসেবিতা ।
ভূত্যা পরময়া যুক্তা দ্ব্যতিমন্তঃ সমাযুতা ॥ ১৫
মহেশ্বর সভা রম্যা সুধর্ম্মা লোকবিশ্রুতা ।
তত্র সর্ষিগণা দেবাশ্চতুর্ষ্ক্রুচ্চ তে তদা ।
সমস্তাং তেজসাং রাশির্দেবানাং তত্র কীর্ত্যতে ।
তত্রোক্তে শ্রীপতিঃ শ্রীমান্ সহস্রাকঃ পুরন্দরঃ ।
উপাশ্রয়মানশ্চিদৈর্মহাযোগৈঃ সুবর্ষিভিঃ ॥ ১৭
তত্র লোকপতেঃ স্থানমাদিত্যসমবর্জসঃ ।
মহেশ্বর মহারাজঃ সর্ষসিদ্ধৈর্নৈর্মমুক্তম্ ॥ ১৮
তমিশ্রলোকং লোকত্র ঋষ্যা পরময়া যুতম্ ।
দীপ্যতে তদবশ্রেষ্ঠে স্তনশেনিত্যমেবিতম্ ॥ ১৯
বিতংয়েৎপাত্তব্রতটে দেশে বৈ পূর্ননক্ষিণে ।
নানাধাতুশতৈশ্চৈত্রৈঃ হরম্যামিত্যেজসম্ ॥ ২০
নৈকরত্নাশিত্যন্তলমনেকস্তম্ভসংযুতম্ ।
জাম্বুনদকৃতোদ্যানং নানারত্নবৈদিকম্ ॥ ২১

পারিজাত পুষ্পসমূহে বিরচিত লক্ষ্যমান মালা
সকল উহার সুধমা বিস্তার করিতেছে । এই
সভায় দ্ব্যতিমান কুন্দ, মৃগ, বন্য, আদিত্য,
পক্ষী, পিত্ত দেবতা, গন্ধর্ব্ব, অপরী, মহেশ-
্বর, সাধা ও ঋষিগণ এবং ব্রহ্মা নিবৃত্ত অবস্থান
করিয়া থাকেন । সর্ষ দেবতার অধিষ্ঠান
বাল্যাই এখানে দেবতাজের সমষ্টি আছে,
এইরূপ কীর্ণিত হইয়া থাকে । ১—১৬ । উক্ত
সভায় শ্রীমান্ শ্রীপতি পুরন্দরদেব দেবর্ষি ও
দেবগণ দ্বারা উপাসিত হইয়া অবস্থান করেন ।
লোকপতি ইশ্বরের এই আদিত্যসম প্রদীপ্ত স্থান
সিদ্ধগণ কর্তৃক সর্ষদা পূজিত হইয়া থাকে ।
দেবতাজের এই নিবাসস্থান বহুবিধ ঋষী ও
দেবশ্রেষ্ঠগণ দ্বারা সন্ততই সান্নিধ্য শূন্যোচিত ।
পূর্ণোন্মীলিত তন্ত্রসভায় পূর্ননক্ষিণায়নের
উচ্চতর বিস্তার তটে নানাধাতু রত্নময় এক
উদ্যান বিদ্যমান আছে । এই উদ্যান নানাধাতু
ধাতুচিত্রিত নীলিম্যান, মনোহর, অনেক কুত-

কূটাগারৈবিনিষ্ক্রিপ্তম্নৈকৈর্ভবনোত্তমঃ ।
 মহাবিমানং প্রথিতং ভাস্বরং জাতবেদসমু ॥ ২২
 সা হি তেজোবতী নাম হতাশস্ত মহাসভা ।
 সাক্ষাত্ত্বয়রশ্রেষ্ঠঃ সৰ্বদেবমুখোহনলঃ ॥ ২৩
 শিখাশতসহস্রাঢ্যো জ্বালামালী বিভাবসুঃ ।
 স্তূরতে হৃদতে চৈব তত্র সর্ষগণৈঃ সুরৈঃ ॥ ২৪
 অধিনেবরুতং বিপ্রৈর্বিবেকঃ স তু উচ্যতে ।
 স বিভাগশ্চ তেজশ্চ সৰ্বদ্রৈব নসংশয়ঃ ॥ ২৫
 ভোগান্তঃসমুদ্রাপ্ত একতেজো বিভূঃ স্মৃতঃ ।
 পৃথকৃৎকং হি পুত্ৰ্য তু কাৰ্য্যকারণমিশ্রিতমু ॥ ২৬
 তমগ্নিং লোকলোকৈস্তদ্বদীর্ঘোত্তং পরাক্রমৈঃ ।
 মহাস্তমির্ভূতানি দ্বৈর্জহাতা গৈর্নমস্কৃতমু ॥ ২৭
 ততীয়েহপ্যন্তরতটে এবমেব মহাসভা ।
 বৈবস্বতস্ত বিজ্ঞেয়া লোকে খ্যাতা স্তুসংযমা ॥ ২৮
 তথা চতুর্থদিগৃদেবে নৈক্যাদিপিপতেঃ সভা ।
 নাম্না কৃষ্ণাঙ্গনা নাম বিরূপাক্ষস্ত ধীমতঃ ॥ ২৯

নিশ্চিষ্ট ও জ্ঞানদ স্বর্ণে নিম্নিত । ইহার নিম্নভাগ
 বহুবিধ রত্ননির্মিত বেদী দ্বারা পরিশোভিত ।
 ঐ উদ্যানে এক অত্যাংকুষ্ঠ মহামণ্ডপ আছে,
 ইহা সূর্যের ত্রায় দাপ্তিসম্পন্ন । এখানে
 প্রভাশালী অনলদেব অবস্থান করেন । এই
 মণ্ডপেই হতাশনের তেজোবতী মহাসভা
 প্রতিষ্ঠিত । এই সভাতে সৰ্বদেবময় জ্বালা-
 মালী শত শত শিখাধর দেবশ্রেষ্ঠ হতাশন দেব
 সৰ্বদা বিরাজমান । এই হতাশন দেবই ঋষি-
 গণ কর্তৃক স্তুত ও হৃত হইয়া থাকেন । ব্রাহ্মণ-
 গণ এই অগ্নিকে অধিষ্ঠানের পার্থক্যানুসারে
 পৃথক পৃথক রূপে অর্থাৎ সূর্য অগ্নি ইত্যাদি-
 রূপে নির্দেশ করিয়া থাকেন । ফলতঃ সূর্য ও
 অগ্নির কোন প্রভেদ নাই । কাৰ্য্যকারণরূপে
 বিভিন্নভাবে প্রখ্যাত অগ্নিদেব অনুপম পরাক্রম-
 শীল ও সৰ্বলোকপ্রসিদ্ধ । ইনি স্বীয় মাহাত্ম্যে
 সিদ্ধগণ কর্তৃক সৰ্বদা পূজিত ও নমস্কৃত
 হইয়া থাকেন । ইহার দক্ষিণাংশে তৃতীয় তটে
 বৈবস্বতের স্তুসংযমা নামী সভা আছে । এই
 সভা সৰ্বদা সুপরিচ্ছিত । চতুর্থদিকে ইহার

পক্ষমেহপ্যন্তরতটে এবমেব মহাসভা ।
 বৈবস্বতস্ত বিজ্ঞেয়া নাম্না শুভবতী সভা ॥ ৩০
 উদকারিপতেঃ খ্যাতা বরুণস্ত মহাস্তনঃ ।
 পরোত্তরে তথা দেশে বশ্টেহন্তরতটে শিবে ॥ ৩১
 বায়োগন্ধবতী নাম সভা সৰ্বশুণোত্তমা ।
 সপ্তনেহপ্যন্তরতটে নক্ষত্রাধিপতেঃ সভা ॥ ৩২
 নায় মহোদয়া নাম শুদ্ধবৈদ্যবেদিকা ।
 তথাষ্টমেহন্তরতটে ঈশানস্ত মহাস্তনঃ ॥ ৩৩
 যশোবতী নাম সভা তপ্তকাকনমুদ্রাভা ।
 মহাবিমানাজ্যোতানি দিক্ষুঃস্বা শুভানি হি ॥ ৩৪
 অষ্টানং দেবমুখ্যান্যামিন্দ্রাদীনং মহাস্তনামু ।
 ঋষিভির্দেবরুটৈর্ষস্মরোতির্মহোদগৈঃ ॥ ৩৫
 সেবিতানি মহাতাগৈরুপস্থানগতৈঃ সদা ।
 নাকপৃষ্ঠং দিবং স্বর্গমিত্তি যৈঃ পরিপঠ্যতে ।
 বেদবেদান্তবিভির্হি শবৈঃ পধ্যায়বাচকৈঃ ॥ ৩৬
 তদেতং সৰ্বদেবানামধিবাসে কৃতান্তনামু ।
 দেবলোকে গিরৌ তস্মিন্ সৰ্বশ্রুতিষু গীয়তে ॥ ৩৭
 নিম্নৈমবিবিধৈর্দৈর্জহতি নিম্নতাত্তিঃ ।

দক্ষিণ পশ্চিমকোণের নিতম্বদেশে ধীমান
 বিরূপাক্ষের কৃষ্ণাঙ্গনা নামী সভা, পক্ষমণিকের
 তটে জলাধিপতি বরুণের শুভবতী, বশ্ট তটে
 বায়ুকোণে বায়ুদেবের সৰ্বশুণমণ্ডিতা গন্ধবতী,
 সপ্তমশৃঙ্গে উত্তরদিকে নক্ষত্রাধিপতির বৈদ্য-
 মণি-মণ্ডিত বেদিকাময় মহোদয়া এবং অষ্টম-
 শৃঙ্গে ঈশানকোণে মহাদেবের তপ্তকাকনপ্রভ
 যশোবতী নামী সভা প্রতিষ্ঠিত । আটদিকে
 ইন্দ্রাদি দেবের এই আটটি বিমান বিরাজমান ।
 এই সকলই অতিশয় মনোহর । বেদবেদান্ত-
 বিদ ঋষি, গুরু ও অপরোগণ এই সভায়
 আসিয়া ইহাকেই স্বর্গ বলিয়া বর্ণন
 করিয়া থাকেন । এই কারণ এই দেব-
 লোকপ্রতিম পিরিসকল ক্ষতিতেই বর্ণিত হয় ।
 ঐহারা জতিবাক্যে বলিয়া থাকেন যে, উক্ত
 আটটি সভাহানই স্বর্গপদবাচ্য । ঐহারা
 বিবিধ নিয়ম ও জ্ঞানান্তরসিক্ত পুণ্যপ্রভাবে
 যক্ষাদি এবং অত্যাংকুষ্ঠ মহামণ্ডপে বিলম্ব-

পুণ্যৈরুত্তমৈঃ বিবিধৈর্নৈকজ্ঞাতিশতাজিতৈঃ ।
 প্রাপ্নোতি দেবলোকং তং স স্বর্গ ইতি চোচ্যতে
 ইতি শ্রীমহাপুরাণে ব্রহ্মাণ্ডে চতুর্থোপ-
 বর্ধনং নাম ষট্‌ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৬ ॥

সপ্তত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

বহুত্ব কর্ণিকমূলমিতি তুভ্যং প্রকীৰ্ত্তিতম্ ।
 তদ্যোজননহস্তাণাং সপ্ততীনামধঃ স্মৃতম্ ॥ ১ ॥
 চত্বারিংশস্তথাষ্টৌ চ সহস্রাণ্যনুমণ্ডলম্ ।
 শৈলরাজ্যাবৃতং রম্যং মেরুমূলমিতি ক্রতিঃ ॥ ২ ॥
 তেষাং গিরিনহস্তাণামনেকানাং সমুচ্ছ্রিতাঃ ।
 দিল্লু সর্কাস্থ পৰ্ব্বতে মধ্যাদাঃ পৰ্ব্বতাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩ ॥
 নিকুঞ্জকন্দরদরীনদীর্বিবরশোভিতাঃ ।
 বপ্রপ্রপাতকটকৈকুটৈশ্চ কুন্ডমোজ্জ্বলৈঃ ॥ ৪ ॥
 বিলম্পপ্পমালৌকৈঃ সানুভির্পাতুর্মাণ্ডিতৈঃ ।
 শিবরৈর্হেমকপিলৈর্নৈকপ্রস্তবদারুতৈঃ ॥ ৫ ॥

চিহ্ন হইয়াছেন, তাঁহারাই এই সর্কদেবাবিষ্টান
 পুণ্যময় স্বর্গলাভ করিরা থাকেন ; এই নিমিস্তই
 এই মেরু স্বর্গ বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে ।
 ১৭—৩৮ ।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৬ ॥

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় ।

সূত বলিলেন, ইতিপূর্বে আপনাদিগের
 নিকট মেরুকর্ণিকার মূলের কথা কথিত হই-
 য়ছে, তাহা এক সহস্র যোজন বিস্তৃত ও
 অষ্টচত্বারিংশ সহস্র যোজন পরিবিবিশিষ্ট ।
 সেই সহস্র সহস্র পর্ব্বতের মধ্যে বাহারা অতিশয়
 উচ্চ, সেই সকল পর্ব্বত এই মেরুলের চারি
 পার্শ্বে অবস্থিত । সেই সকল পর্ব্বত লতা-
 বৃক্ষপ, ক্রীড়ন গুহা, নদী, বিহার, বহুবিধ
 প্রাসাদ, প্রকৃতিত পুষ্প, বিবিধ লতাশস্যময় ত্রৈ-
 ল্পপরিহৃত সমভলক্রেত্র, বহুতর প্রস্তবদারুত

শোভিতা গিরয়ঃ সর্কৈঃ পুষ্টৈঃ বহুনমর্পিতৈঃ ।
 বিহঙ্গশতসংঘুট্টৈঃ কুট্টরনুপমৈর্গুণৈঃ ॥ ৬ ॥
 সিংহশাব্দীশহট্টৈর্নৈকৈশ্চাশ্বদ্বারুতৈঃ ।
 সেবিতা বিবিধৈর্নৈবৈকুণ্ঠা পক্ষিগণৈরপি ॥ ৭ ॥
 সপ্তাশ্বহরিকৃকাদ্রমৈকৈকং দশ পর্ব্বতম্ ।
 বাহুমাভ্যন্তরা য়ে তু ত্রিবাংস্ত সমাঃ স্মৃতাঃ ।
 জঠরো দেবকুটশ্চ পূর্ব্বভাং দিশি পর্ব্বতৌ ॥ ৮ ॥
 তৌ দক্ষিণোত্তরাগমাবানীলনিবদারুতৌ ।
 কৈলাসো হিমবাংশৈশ্চ দক্ষিণোত্তরপর্ব্বতৌ ।
 নিবধঃ পারিপাত্রশ্চ বাবেতৌ বরপর্ব্বতৌ ॥ ৯ ॥
 যথাপূর্ব্বৌ তথাগমাবিত্যেবা প্রথিতা ক্রতিঃ ।
 ত্রিশৃঙ্গো জরুধিষ্টৈশ্চ পর্ব্বতাবুত্তরৌ বরৌ ॥ ১০ ॥
 পূর্ব্বপশ্চাৎপাশ্চাত্যেবোত্তরপর্ব্বতাবুত্তরৌ ।
 মধ্যাদাপর্ব্বতানেন্তানন্ত হ'র্ষমনীষিণঃ ॥ ১১ ॥
 ঘোহনৌ মেরুবিজপ্রেষ্ঠাঃ প্রাংস্তঃ কনকপর্ব্বতঃ ।
 বিকুণ্ঠং তস্ত বক্ষ্যামি তন্মে নিগদতঃ শৃণু ॥ ১২ ॥
 মহাপাদস্ত চত্বারৌ মেরোরব্ধ চতুর্দিশম্ ।
 যৈবিস্তন্তো ন চলতি সপ্তদ্বীপবতী মহী ।
 দশযোজনসাহস্র স্যামস্তেযু পঠ্যতে ॥ ১৩ ॥

হেম ও কপিলবর্ণ শিখর, বহুবিধ রত্ন ও শত
 শত বিহঙ্গসেবিত গৃহ দ্বারা সংশোভিত হইয়া
 সিংহ, ব্যাঘ্র, শরভ, চমরী, হস্তী, বানর
 ও পক্ষিগণে সেবিত হইতেছে । এই
 মেরুকর্ণিকার পূর্ব্বদিকে উত্তরদক্ষিণে বিস্তৃত
 জঠর ও দেবকুট পর্ব্বত, নীল ও নিবধ
 পর্ব্বত পৰ্য্যন্ত সংযুক্ত রহিয়াছে । নিবধ ও
 পারিপাত্র নামক পর্ব্বতবয়, উৎকৃষ্ট ও মনো-
 হর । দক্ষিণ ও উত্তরদিকে পূর্ব্ব পশ্চিমায়তন,
 সাগর পৰ্য্যন্ত বিস্তৃত কৈলাস ও হিমালয়
 পর্ব্বত অবস্থিত । ১—১১ । ইহার আরও পূর্ব্ব-
 রূপ, ত্রিশৃঙ্গ ও জরুধি এই দুই পর্ব্বত সাগর
 পৰ্য্যন্ত বিস্তৃত । এই আটটি মধ্যাদাপর্ব্বত । যে
 বিজপ্রেষ্ঠগণ । এখন আমি কনকমেরু পর্ব্বতের
 বিস্তৃত অর্থাৎ বাহা দ্বারা রূপ হইয়া মেরু
 পর্ব্বত অবস্থান করিতেছে, তাহার কথা
 বলিতেছি, শ্রবণ করুন । মেরু চারিদিকে
 চারিটি পাদ বিদ্যমান । তাহাদের আরও

দেবগন্ধর্বযক্ষাণাং নানারত্নোপশোভিতাঃ ।
নৈকনির্ব্বরযশাঢ্যা রম্যনির্ব্বরকন্দরাঃ ॥ ১৪
নিতম্বপুষ্পকাদৈষৈঃ শোভিতাশ্চিহ্নসানবঃ ।
মনঃশিলাদরৌশিচ হরিতালতটৈস্তথা ॥ ১৫
সুবর্ণমণিচিত্রাভিস্তৃহাভিঃ সমন্ততঃ ।
শুদ্ধহিঙ্গুলকপ্রথোঃ কটৈর্দ্বর্ধতুমুভিতৈঃ ॥ ১৬
বরকাকনচিহ্নৈঃ প্রপাটৈঃ সমগন্ধতাঃ ।
কুচিরাঃ শতপর্কবাঃ সিন্ধাবাসা মৃগম্বিতাঃ ।
মহাবিহারৈঃ শ্রীমন্তিঃ সমস্তাং পারবারিতাঃ ॥ ১৭
পূর্বেণ মন্দরো নাম দক্ষিণে গন্ধমাদনঃ ।
বিপুলঃ পশ্চিমে পার্শ্বে সুপার্শ্বচাস্তরে স্মৃতঃ ॥ ১৮
তেষাং সহস্রশৃঙ্গেষু বজ্রবৈদ্যব্যবেদিকাঃ ।
শাখাসহস্রকণিতাঃ সুমূলাঃ সুপ্রতিষ্ঠিতাঃ ॥ ১৯
মিতৈকনীরলদৈঃ পর্বেণঃ সঙ্করবিবিধপ্রশঃ ।
অনেকযোজনোৎসেধা মহাপুষ্পকলোদগাঃ ॥ ২০
যক্ষগন্ধর্বসেব্যাস্তে মেবিতাঃ সিন্ধুচারণৈঃ ।
মহারুক্ষাঃ সমুৎপন্নাস্তত্রারো দ্বীপকেতবঃ ॥ ২১

দশসহস্র যোজন, উদ্ধার। বিবৃত আছে বলিয়াই
এই সপ্তদ্বীপবতী পৃথিবী বিচলিত হয়
না। ১—১৩। এই সকল পর্ব্বত নানাবিধ
রত্ন, নিতম্ব ও কদম্বপুষ্পে পরিশোভিত, বহুবিধ
নির্ব্বর দ্বারা সমৃদ্ধিশালী ওট সকল নানাবর্ণে
চিত্রিতও রমণীয় কন্দরনিচয়বিশিষ্ট, চারিদিকে
মনঃশিলা ও সুবর্ণ চিত্রিত গুহা দ্বারা পরি-
শোভিত, উপরিভাগ হরিতাল প্রবাল ও শুদ্ধ
হিঙ্গুলাভ কাকন দ্বারা অলঙ্কৃত, স্বভাবতই
দাপ্ত ও শতগ্রন্থিমস্পন্ন। এই পর্ব্বত সকল
দ্বিয শ্রীমান্ বিমানগণে চতুর্দিকে পরিবেষ্টিত
এবং দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ও সিন্ধুগণের নিবাস-
স্থান। এই পর্ব্বতগুলিই মেরুর পাদ নামে
প্রসিদ্ধ। উল্লিখিত চারিপাদের মধ্যে পূর্ব্ব-
দিকে মন্দর, দক্ষিণে গন্ধমাদন, পশ্চিমে বিপুল
এবং উত্তরে সুপার্শ্ব পর্ব্বত বিরাজিত। এই
মেরুপাদের সহস্র শৃঙ্গ বজ্রের স্থায় সুকঠিন
বৈদ্যমণি-বিনির্ম্মিত বেদীর উপরে অতিশয়
উষ্ণ, নীল সিন্ধুপর্ণ পুষ্পফলশোভিত শাখাশালী
যক্ষগন্ধর্ব্বসেবিত দ্বীপধ্বজস্বরূপ চারিটি মহা-

মন্দরস্ত গিরেঃ শৃঙ্গে মহারুক্ষাঃ স কেতুরাট্ ।
আলম্বশাখাশিখরঃ কদম্বটৈশ্চব পাদপঃ ॥ ২২
মহারুস্ত প্রমাদৈশ্চ পুষ্পৈর্বারিকচকেশটৈঃ ।
মহাগন্ধর্ব্বমেনৈঃ প্রোভতঃ সর্স্ককালজৈঃ ॥ ২৩
সহস্রমধিকং সোহথ গন্ধেনাপুরয়ন্ দিশঃ ।
যোজনানাং সহস্রাদৃবৈ মন্দবায়ুসমোরিতঃ ॥ ২৪
বরকেতুরেব প্রথিতো ভদ্রাশো নামতো দ্বিজাঃ ।
এষ বৈ প্রবরঃ প্রোক্তো ভদ্রাশ্চ মহাবিজাঃ ।
যত্র সাক্ষাৎ হৃষীকেশঃ সিন্ধুনং বৈষম্যীয়তে ॥ ২৫
তস্ত ভদ্রকদম্বস্ত তদাশ্ববদনো হরিঃ ।
প্রাপ্তবানমরশ্রেষ্ঠঃ স তত্র সহিতঃ পুরা ॥ ২৬
তেন চালােকিতং সসং দ্বীপং দ্বিপদনায়কাঃ ।
যস্ত নান্য সমাখ্যাতো ভদ্রাশো নাম নামতঃ ॥ ২৭
দক্ষিণস্তাপি শৈলস্ত শিখরে দেবদেবিতৈঃ ।
অম্বুঃ সদা পুণ্যফলা সদা মালোপশোভিতা ॥ ২৮
মহামূলৈর্মহাস্কন্ধৈঃ সিন্ধুৈঃ পর্বের্বিভূষিতা ।
নবৈঃ সদাপুষ্পফলৈশ্চক্ৰাভিঃ চাপশোভিতা ॥ ২৯
তস্তাঃ করিশ্রমাপানি স্বান্নানি চ মৃদুনি চ ।

রুক্ষ বিদ্যমান। ১৪—২১। হে মনুজ-
শ্রেষ্ঠগণ! পূর্ব্বোল্লিখিত মন্দরপর্ব্বতের শৃঙ্গে
যে কেতুশ্রেষ্ঠ মহান্ কদম্বরুক্ষ বিরাজিত
আছে, তাহার নাম ভদ্রাশ্ব। ইহার শাখা
ও শিখর অতিব বিস্তৃত, মহারুস্ত-সদৃশ পুষ্প
সকল প্রফুল্লিত। ইহা সার্ককালিক পুষ্পদ্বারা
পরিশোভিত হইয়া মন্দ মারুতের আন্দোলনে
মনোহর গন্ধে চারিদিক্ সহস্র-যোজন
পর্য্যন্ত আমোদিত করিতেছে। এই ভদ্রাশ্ব
নামক মহাকদম্বরুক্ষে সাক্ষাৎ হৃষীকেশ
হয়গ্রীব হরি স্বীয় মাহাত্ম্যপ্রকাশপূর্ব্বক সমুদয়
দ্বীপ আলােকিত করত সিন্ধুগণ কর্তৃক পুজিত
হইয়া অমরগণের সহিত অবস্থান করিতেছেন।
এই অম্বুই এই মহারুক্ষকে মনুয্যশ্রেষ্ঠগণ
ভদ্রাশ্ব নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। মেরুর
দক্ষিণে যে পর্ব্বত আছে, তাহার দেবদেবিত
শিখরে সতত পুণ্য, ফল, মাল্যভূষিত, সিন্ধু-
পর্ব্বাণী মহামূল ও মহাস্কন্ধশালী অম্বুনামক
মহারুক্ষ বিদ্যমান। এই অম্বরুক্ষের হস্তপরি-

কলাত্মমৃতকরানি পতন্তি গিরির্ভূমি ॥ ৩০
 তস্মাৎ গিরিবরপ্রস্থায় পুনঃ প্রতন্দনবাহিনী ।
 নদী জাস্বনদী নাম প্রবৃত্তা মধুবাহিনী ॥ ৩১
 তত্র জাস্বননং নাম সুবর্ণমলপ্রভম্ ।
 দেবালস্কারমতুলং জায়তে পাপনাশনম্ ॥ ৩২
 দেবদানবগন্ধর্ব্বা যক্ষরাক্ষসপন্নগাঃ ।
 যং পিবন্ত্যমৃতপ্রধায় মধু জাস্বঃসম্ভবম্ ॥ ৩৩
 স কেতুর্দক্ষিণে দ্বীপে জম্বু লোভেন্দু বিক্ৰতা ।
 যত্র নাম্না চ বিখ্যাতো জম্বুদ্বীপো নরপ্রভঃ ॥ ৩৪
 বিপুলস্ত্রাপি শৈলস্ত পশ্চিমস্ত মহাত্মনঃ ।
 জাতঃ শৃঙ্গৈঃ তিস্রুমহানবথাস্তৈঃ পাদপঃ ॥ ৩৫
 বিলম্বিবরমাল চঃ সুবর্ণমণিবেদিকঃ ।
 মহোচ্চশৃঙ্গবিটপো নৈকসত্ত্বগুণালয়ঃ ॥ ৩৬
 কুন্তপ্রমার্গৈঃ সুখদৈঃ কটৈঃ সর্কর্ভুটৈঃ শুভৈঃ ।

মিত স্কুল অমৃততুল্য সুস্বাদু ও কোমল বৃহৎ
 ফলসকল গন্ধমাদন পর্ত্তের উপরিভাগে
 পতিত হয়। সেই পর্ত্তপতিত ওস্কুল
 হইতে প্রতন্দনশীলা মধুবাহিনী জাস্ব নদী নদী
 উৎপন্ন হইয়াছে। এই জাস্বনদী সুবর্ণের দ্বারা
 দীপ্তিশালিনী। ইহা হইতে অনন্তাত জাস্বনদ
 নামক সুবর্ণ উৎপন্ন হয়। এই সুবর্ণে দেবগণের
 ব্যবহার্য্য পাপনাশক অতুলনীয় অলঙ্কার সকল
 হইয়া থাকে। ২২—৩২। দেব, দানব, যক্ষ,
 রাক্ষস ও পন্নগগণ এই নদীর অমৃতাস-
 মান মধুর জম্বুরস-দ্রব পান করিয়া থাকে।
 দক্ষিণদিকের এই কেতুস্বরূপ জগতে জম্বু
 নামে বিখ্যাত। ইহার নামানুসারে জম্বু-
 দ্বীপ নাম নিরূপিত হইয়াছে। ইহাতে মনুষ্য-
 গণ বাস করিয়া থাকে। পশ্চিম দিকে যে বিপুল
 নামক পর্ত্ত আছে, তাহার উপরে এক অতি
 বৃহৎ অশ্বশৃঙ্গ বিদ্যমান। সেই মহাশৃঙ্গ
 অতিশয় দীর্ঘ ও মালাবারা পরিবেষ্টিত।
 তাহার মূলদেশ সর্ব্বদয় বেদিকায় আবৃত
 এবং শাখা ও শৃঙ্গগুলি অতিশয় উচ্চ। উহা
 বিবিল সুপ্রভাভ ভূমির একমাত্র আশ্রয়।
 উহা হইতে সর্কর্ভুলে সকল দ্রব্যতে সর্কর্ভু-
 লে কুন্তসদৃশ বৃক্ষ বৃক্ষ উৎপন্ন হয়।

স কেতুঃ কেতুমালানাং দেবগন্ধর্ব্বসেবিতঃ ॥ ৩৭
 কেতুমালেতি চ বখা ওস্ত নাম প্রদীপ্তিতম্ ।
 তৎ নিবোধত বিপ্রেক্ষ্য নিরুক্তং নাম কথ্যতঃ ।
 ক্ষীরোদমথনে বৃক্ষে দৈত্যপতে পরাজিতে ।
 মহাসমরসম্বর্দ্ধকক্ষোভবিমর্দিতা ॥ ৩৮
 সহস্রাক্ষেণ যা মালা নানাপুষ্পমাহিতা ।
 তস্ত স্কন্ধে সমাসক্তা হৃৎপ্রস্থ বনম্পতেঃ ॥ ৩৯
 সা তথৈব মহানক্ষত্রামোলা সা মনোহরা ।
 ইজ্যতে সূর্য্যভাগৈর্বিবিধৈঃ সিদ্ধচারভৈঃ ॥ ৪০
 তস্ত কেতোঃ সনামালা দেববস্তা বিরাজতে ।
 পবনেনেরিতা দিগ্যং বাতি গন্ধং মনোরমম্ ॥ ৪১
 তস্ত নামাক্ষিতে দ্বীপঃ পশ্চিমে স্ফবিস্তরঃ ।
 কেতুমাল ইতি খ্যাতো দিবি চেহ চ সর্গশঃ ॥ ৪২
 সুপার্ব্বতোস্তরে চাপি শৃঙ্গে জাতো মহাত্মনঃ ।
 স্ত্রোগ্রোধো বিপুলস্কন্ধো নৈকগোজনমণ্ডলঃ ॥ ৪৩

এই দেবগন্ধর্ব্বসেবিত অশ্বশৃঙ্গকেও কেতুমাল-
 দ্বীপের কেতুস্বরূপ বলিয়া জানিবে। এইক্ষে-
 ত্রে কারণে এই দ্বীপের নাম কেতুমাল হইয়াছে,
 তাহা কহিতে ছে শ্রবণ করুন। ক্ষীরোদমহান
 নিবৃত্ত হইলে দেবতা ও দৈত্যগণের মধ্যে
 পরস্পর ভয়ঙ্কর যুদ্ধ উপস্থিত হয়, সেই যুদ্ধ-
 কালে অন্ত্যাবতে শাখা প্রশ্রাব্য কতিপয় হওদায়
 নিকটস্থ বৃক্ষগণ অতীব দুঃখিত হয়। তাহাদের
 সেই দুঃখ নিবারণ করিবার মানসে দেবরাজ
 সহস্রাক্ষ ইন্দ্র বিবিধ পুষ্পাবারা এক কুন্ত-
 লবৃক্ষ স্ফাল্য নিষ্কাশ্য করিয়া এই অশ্বশৃঙ্গের
 স্কন্ধে সমর্পণ করেন। এই মালা উৎপল-
 সময়ে বেরূপ অশ্রান, মহাগন্ধময় এবং সর্ক-
 কামলায় সিদ্ধচার প্রভৃতি কর্ত্তক পুজিত
 ছিল, কেতুর গলদেশে শোভিত হইয়াও সেই
 ভাবে বিরাজমান হইল। এই মালা পবন-
 পরিচালিত হইয়া নানাদিকে মনোহর গন্ধ
 বিস্তার করিতেছে। এই অশ্বশৃঙ্গকেও
 ও মালার নাম বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই
 হেতু দ্বীপেরও নাম হইয়াছে কেতুমাল। এই
 কেতুমাল নাম ব্যাধি সর্গ হইতেই প্রাপ্ত।
 সুপার্ব্ব পর্ত্তের উত্তরভাগে এক মহাশৃঙ্গ

মাল্যময়কলাপে'চ বিবিধৈর্গন্ধশালিতঃ ।
 শাখাবিলম্বী শুভেত দিক্চারণসেবিতঃ ॥ ৪৫
 প্রবালকুন্তসদৃশৈর্মধুপূর্ণৈঃ ফলৈঃ সদা ।
 স হ্যম্বরকুরুণাস্ত কে কুরুষঃ প্রকাশতে ॥ ৪৬
 সনৎকুমারী বরতা মানসাঃ ব্রহ্মণঃ সূতাঃ ।
 সপ্ত তত্র মহাভাগাঃ কুবেরো নাম বিশ্রুতাঃ ॥ ৪৭
 তত্র তৈরাগ ওস্ত'নৈঃ সতৈশ্চ পুণ্যকীৰ্ত্তিতৈঃ ।
 অক্ষয়ং ক্ষেমমপ্যং লোকং তাপ্তং সনাতনম্ ॥ ৪৮
 তেষাং নামাস্তিতো দ্বাপঃ সপ্তান্যং যৈ মহাস্থনাম্
 দিবি চেহ চ বিখ্যাতা উত্তরাঃ কুবেরঃ সদা ॥ ৪৯

ইতি শ্রীমহাপুরাণে ব্রহ্মাণ্ডে

সপ্তত্রিংশোধ্যায়ঃ ॥ ৩৭

অষ্টত্রিংশোধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

তেষাং চতুর্থাং বক্যামি শৈলেন্দ্রাবাং যথাক্রমম্ ।
 অনুবন্ধানি রম্যাণ সর্ষকালান্যকানি চ ॥ ১

বিদ্যমান। তাহার নাম যথোক্ত। এই
 বিপুলকক মহারক বহুযাজন পর্য্যন্ত বিস্তৃত।
 ইহা বিবিধ প্রকার গন্ধশালী এবং বর্জুলাকার
 প্রবাল কুন্তসদৃশ মধুপূর্ণ ফলময় ও অত্যাচ্চ
 শাখা দ্বারা পরিশোভিত হইয়া দিক্চারণ
 কর্তৃক সেবিত। এই বৃক্ষই উত্তরকুরুণীপের
 কেতু বলিয়া বিখ্যাত। সনৎকুমার প্রভৃতি
 ব্রহ্মার সাতটি মহাভাগ মানসপুত্র কুরুণাম
 পরিচিত। এই দ্বীপে সেই সপ্ত স্বর্ষি জ্ঞান-
 লাভ করিয়া অক্ষয় কল্যাণরূপ মুক্তিলাভ পাইয়া
 ছিলেন, এই জন্য তাহাদের নামানুসারে স্বর্গ
 ও মর্ত্যলোকে ইহা উত্তরকুরু নামে বিখ্যাত
 হইয়াছে। ৩৩—৪৯।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৭

অষ্টত্রিংশ অধ্যায় ।

সূত বলিলেন, হে ঋষিগণ! আমি এক্ষণে
 পূর্বোক্তবিধিত পর্য্যন্ত চতুষ্টিয়ের সর্ষকালান্যক

সারিকাভির্ময়ুরৈ'চ চকৈরৈ'চ মনোবকটৈঃ ।
 শুকৈ'চ ভৃঙ্গরাজৈ'চ চিত্রকৈ'চ সমস্ততঃ ॥ ২
 জীবজীবকনানৈ'চ হেমকারণানাদিতৈঃ ।
 মন্তকাকিলনানৈ'চ বর্জুকানাক ভাষিতৈঃ ॥ ৩
 সুগ্রীবকণাক রবৈঃ কলবিক্করৈ'চ স্তম্বা ।
 কুজিতান্তরশবৈ'চ সুরম্যাপি চ সর্ষণঃ ॥ ৪
 মনোবকটৈর্ময়ুরৈ'চ ভ্রমরৈ'চ সনামনৈঃ ।
 উপগীতবনাত্তানি কিন্নরৈ'চ কচিং কচিং ॥ ৫
 পুষ্পরঞ্জিতং বিমুকুন্তং নন্দমাকুতকম্পিতাঃ ।
 তরবো যত্র দৃশ্যন্তে চাক্রপল্লবশোভিতাঃ ॥ ৬
 স্তবকৈর্মঞ্জরীভি'চ তাম্রৈঃ কিশলয়ৈ'চ স্তবা ।
 নন্দবাতবশাল্লোলৈর্দোলয়াস্তপু'তানি চ ॥ ৭
 নানাদাতুবিচিত্রৈ'চ কাস্তরূপৈঃ শিলাশ্রিতৈঃ ।
 কচিং কচিদৃষিজে'শ্রেষ্ঠা বিহৃতৈ'চ শোভিতানি চ ॥
 দেবদানবগন্ধর্ব্বৈ'চ সর্ষকরাক্ষসপরাগৈঃ ।
 সিদ্ধাস্পরোগণৈ'চৈব সেবিতানি ততস্ততঃ ॥ ৯
 মনোহরাপি চত্বারি দেবকৌণ্ডিনকাশ্রবা ।
 চতুর্দিশমুদারাপি নামা শৃণু তানি মে ॥ ১০
 পূর্বকৈ'চ ত্রৈলোক্যং নাম দক্ষিণং নন্দনং বনম্ ।

রম্য অবস্থা সকল বলিতেছি, শ্রবণ করুন।
 উল্লিখিত পর্ব্বতে দেবগণের চারিটি বিহারবন
 বিদ্যমান। এই সকল বনে মনোহর ময়ূর,
 সারিকা, চকোর, শুক, ভৃঙ্গরাজ ও চিত্রক পক্ষী
 সকল ইত্যন্ততঃ বিচরণ করিতেছে; জীব-
 জীবক, হেমকারণ, মন্ত কোকিল, বর্জুক,
 সুগ্রীবক ও কলবিক্ক প্রভৃতির রবে বনভূমি
 সকল মুখরিত হইতেছে; উহাদের চারিদিক্
 মনোমগ্নমধুর প্রভৃতির শুভ্রনে প্রতিধ্বনিত
 হইতেছে, স্থানে স্থানে কিন্নরেরা গান করি-
 তেছে; মনোহর পল্লব ও পুষ্পপরিশোভিত
 তরুগণ মন্দ মন্দ বায়ুভরে প্রকম্পিত হইয়া
 বিবিধ পুষ্প বর্ষণ করিতেছে, নানাবিধ কাণ্ডময়,
 শিলাসকল বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, সিদ্ধ ও অপ্সরো-
 গণ নিরন্তর সেই সকল বনভূমি সেবা করিয়া
 কৃতার্থ হইতেছে, সেই বনরাজের নাম
 বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ১—১০। পূর্ব-
 দিকের বনের নাম চৈত্ররথ, দক্ষিণে নন্দন,

বৈভ্রাজং পশ্চিমং বিদ্যাভূতং সবিভূবনম্ ॥ ১১
 মহাবনেষু চৈতেষু নিবিস্তানি যথাক্রমম্ ।
 অরুণোদ্যে রম্যানি বিহংগৈঃ কুজিতানি চ ॥ ১২
 বনৈর্নিস্তোৰ্ণতীর্থৈঃ মহাপুণ্যভূতানি চ ।
 মহানাগবিহংগানি সেবিতানি মহাত্মভিঃ ॥ ১৩
 সুবসামলভোরানি শিবানি সুসুখানি চ ।
 সিদ্ধদেবাসু বৈরুপস্পৃষ্টজলানি চ ॥ ১৪
 ছত্রপ্রমাণৈর্বিবিকটৈর্মহাগর্ভৈর্মহাভৈঃ ।
 পুণ্ডরীকৈর্মহাপটৈরুৎপলৈঃ শোভিতানি চ ॥ ১৫
 মহাসংরাস চত্বারি তানি বক্ষ্যামি নামতঃ ।
 অরুণোদ্যে সঃ পূর্বং দক্ষিণং মানসং স্মৃতম্ ॥ ১৬
 সিতোদ্যে পশ্চিমং মহাভদ্রং তথোত্তরম্ ।
 অরুণোদ্যে পূর্বেণ যে শৈলা নামতঃ স্মৃতাঃ ॥ ১৭
 তান্ কীর্তমানাং কুশেন শৃগুধরং বিস্তরামম্ ।
 শীতান্তে কুমুদে শুবীরচাচলোত্তমঃ ॥ ১৮
 বিকটো মণিশৈলঃ কুব্জচাচলোত্তমঃ ।
 মহানীলোদ্যে কটকঃ সবিদ্যুন্দরস্তথা ॥ ১৯
 বেণুমাংসং সুমধং নিমধো দেবপর্কতঃ ।
 ইতোতে পর্কতবরা অগ্রে চ গিরয়স্তথা ॥ ২০
 পূর্বেণ মন্দরৈতে সিদ্ধবাসা উদাহৃত্যঃ ।
 সরসো মানসস্তে দক্ষিণা যে মহাচলাঃ ॥ ২১

পশ্চিমে বিভ্রাজ ও উত্তরে সবিভূবন। উল্লিখিত
 মহাবনসমূহের যে চারটি অতি বিস্তারিত বিহং-
 গুজিত, রমণীয়, পুত্ৰ হৃদয় নির্মল সলিলপূর্ণ,
 রুম্মাগনিবাস, সিদ্ধদেব প্রভৃতি মহাত্মগণ
 সেবিত, উত্তম গন্ধবিশিষ্ট সুবহন উৎপল ও
 তদীয় পত্রপরিণোভিত সরোবর আছে, তাহা-
 দেব নাম বলিতেছি। এই সকল সরোবরের
 মধ্যে পূর্বদিকস্থ সরোবরের নাম অরুণোদ্য,
 ইহার দক্ষিণে মানস, পশ্চিমে সিতোদ্য এবং
 উত্তরে মহাভদ্র। অরুণোদ্য সরোবরের পূর্বদিকে
 যে সকল পর্কত আছে, তাহাদের নাম বলি-
 তেছি, শ্রবণ করুন। অরুণোদ্য সরোবরের
 পূর্বদিকে দেবনিবাসযোগ্য ও অতি সুপ্রসিদ্ধ
 শীতান্ত, কুমুদ, সুবীর, বিকট, মণিশৈল, কুব্জ,
 মহানীল, কটক, সবিদ্যু, মণ্ডর, বেণুমাংস, সুমধ
 ও নিমধ এই কয়টি দেবপর্কত এবং অগ্রে

যে কীর্তিতা ময়া তে বৈ নামতস্ত্রিবিধোত্ত ।
 শৈলশিখরচাপি শিশিরচাচলোত্তমঃ ॥ ২২
 কলিদ্রুপতপ্তকচকীচকৈশবসামুমান ।
 তাম্রাভং বিশাখং তথা শ্বেতোদ্যোগিরিঃ ॥ ২৩
 সুমলো বিবধারং বরধারং পর্কতঃ ।
 একশৃঙ্গ মহামূলো গজশৈলঃ পিণ্ডাচকঃ ॥ ২৪
 পক্ষশৈলোদ্য কৈলাসো হিমবাতচাচলোত্তমঃ ।
 ইতোতে দেবচরিতা হ্যংকটঃ পর্কতোত্তমঃ ॥ ২৫
 দিগুভাগে দক্ষিণে প্রোক্তা মেঘোন্নয়নবর্চসঃ ।
 অপরেণ সিতোদ্য সরসো বিজয়স্তথাঃ ॥ ২৬
 উত্তমা যে মহাশৈলান্তান প্রবক্ষ্যে যথাক্রমম্ ।
 সুবক্ষ্যঃ শিখিশৈলং কালো বৈদ্যপর্কতঃ ॥ ২৭
 কপিলঃ পিতলো রুদ্রঃ সুরসং মহাচলঃ ।
 কুমলো মধুমাংসো অগ্নয়ো মৃকুটস্তথাঃ ॥ ২৮
 কৃষ্ণং পাণ্ডুরৈশব সহস্রশিখরং হ ।
 পারিপাট্যং শৈলেন্দ্রিশৃঙ্গচাচলোত্তমঃ ॥ ২৯
 ইতোতে পর্কতবরা দিগুভাগে পশ্চিমে স্মৃতাঃ ।
 মহাভদ্রং সরস উত্তরোদ্যমন্তসঃ ॥ ৩০
 যে ময়া পর্কতাঃ প্রোক্তান্তান্ বাদিষ্যে যথাক্রমম্

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্কত বিদ্যমান। মানসসরোবরের
 দক্ষিণে যে সকল মহাচল কীর্তিত আছে,
 তাহাদের নামসমূহ শ্রবণ করুন। শিখর,
 শিশির, কলিদ্রু, পতঙ্গ, কীচক, সামুমান,
 শ্বেতোদ্য, তাম্রাভ, বিশাখ, সুমল, বিবধার, বর-
 ধার, একশৃঙ্গ, মহামূল, গজ, পিণ্ডাচক, পক্ষশৈল,
 কৈলাস ও হিমালয় পর্কত আছে। এই পর্কত-
 গুলি অতিশয় মনোহর, ইহার সকলই দেবতুল্য
 দীপ্তমান ও মেঘের দক্ষিণে বিরাজমান। যে
 বিজয়মগ্ন! সিতোদ্য সরোবরের পশ্চিমে যে
 সকল মহাশৈল বিদ্যমান, যথাক্রমে তাহা-
 দিগের নাম কীর্তন করিতেছি। সুবক্ষ্য, শিখী,
 কাল, কপিল, পিতল, রুদ্র, সুরস, কুমল,
 মধুমান, অগ্নয়, মৃকুট, কৃষ্ণ, পাণ্ডুর, সহস্র-
 শিখর, পারিপাট্য ও শৈলেন্দ্র, এই সকল পর্কত
 পশ্চিমে দিকে অবস্থান করিতেছে। মহাভদ্র
 সরোবরের উত্তরদিগবর্তী যে সকল পর্কতের
 কথা আমি ক'হিয়াছি, যথাক্রমে তাহাদের নাম

শঙ্কুকূটো মহাশৈলো বুধভো হংসপর্কতঃ ॥৩১
নাগশ্চ কপিলশ্চৈব ইন্দ্রশৈলশ্চ সানুমান ।
নীলঃ কনকশৃঙ্গশ্চ শতশৃঙ্গশ্চ পর্কতঃ ॥ ৩২
পুষ্পকো মেঘশৈলশ্চ বিরাজচ্চালোত্তমঃ ।
জারুধিশ্চৈব শৈলেন্দ্র ইত্যেতে উত্তরাঃ স্মৃতাঃ ॥
এতেষাং শৈলমুখ্যানামন্তরেযু বধাক্রমম্ ।
স্থল্যো হস্তরদ্রোণাশ্চ সরাংসি চ নিবোধত ॥৩৪

ইতি ত্রিংশোহধ্যায়ো মহাপুরাণে অষ্ট-

ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৮ ॥

একোন্চত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

শীতান্ত্রাচলেন্দ্রস্ত কুমুজশান্তরেণ তু ।
দ্রোণ্যো বিহগসংঘষ্ঠা নানাসত্বনিষেবিতাঃ ॥ ১
ত্রিযোজনশতায়াং বিস্তীর্ণাঃ শতযোজনাঃ ।
সুরসামলপানীয়ং রম্যং তত্র সরোবরম্ ॥ ২
দ্রোণায়ামগ্রমাণৈস্ত পুণ্ডরীকৈঃ স্নগন্ধিভিঃ ।
সহস্রশতপট্টৈর্হি মহাপদ্মৈরলঙ্কিতম্ ॥ ৩

কীৰ্ত্তন করিতেছি। উত্তরদিকে শঙ্কুকূট, বুধভ, হংস, নাগ, কপিল, ইন্দ্র, সানুমান, নীল, কনকশৃঙ্গ, শতশৃঙ্গ, পুষ্পক, মেঘ, বিরাজ ও জারুধি পর্কত আছে। এখন উক্ত পর্কতসমূহের মধ্যে যে সকল দ্রোণী, স্থান ও সরোবর আছে, তাহাদের কথা কহিব, শ্রবণ করুন। ১১—৩৪।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৮ ॥

উনচত্রিংশ অধ্যায় ।

সূত বলিলেন, ঋষিগণ! পর্কতপ্রবর শীতান্ত্র ও কুমুজের মধ্যে বিবিধ সন্তসেবিত তিনশত যোজন দীর্ঘ শতযোজন বিস্তৃত বহুতর দ্রোণী আছে, তাহাতে সুমধুর নির্মল জলপূর্ণ এক সরোবর বিরাজমান। ইহা দ্রোণীর সমান দীর্ঘ এবং স্নগন্ধি শতদল ও সহস্রদল বৈতপরা

মহারগৈরধ্বাবিতং মহাভোগৈর্হরাদনৈঃ ।
দেবদানবগন্ধর্বৈরুপস্পৃষ্টং জলং শুভম্ ॥ ৪
পুণ্ড্রং তচ্ছ্রীমরো নাম প্রকাশং দিবি চেহ চ ।
প্রসন্নজলসম্পূর্ণং শরণ্যং সর্কদেহিনাম্ ॥ ৫
তত্র ত্বেকং মহাপদ্মং মধ্যে পদ্মবনস্ত হ ।
কোটিপত্রং প্রবিকচং তরুণাদিত্যবর্জসম্ ॥ ৬
দিবাং ব্যাকোশমজরং চাকল্যাচ্চাতিমণ্ডলম্ ।
চাক্রকেশরজালাঢ্যং মস্তঘটপদনাদিতম্ ॥ ৭
তস্মিন্ পদ্মে ভগ্নবতী সাক্ষ্যচ্ছ্রীনিত্যমেব হি ।
লক্ষ্যাস্তত্র সদাবাসো মূর্ত্তিমত্যা ন সংশয়ঃ ॥ ৮
সরসস্তত্ পূর্কস্মিন্ তীরে সিদ্ধনিষেবিতে ।
সদা পুষ্পকং রম্যং তত্র বিশ্ববনং মহৎ ॥ ৯
শতযোজনবিস্তীর্ণং ত্রিযোজনশতায়াতম্ ।
অর্দ্ধকোশোচশিখরৈর্মহাবৃকৈঃ সহস্রশঃ ॥ ১০
শাখাসহস্রকসিটৈর্মহাস্থকৈঃ সমাকুলম্ ।
ফলৈঃ সুবর্ণসঙ্কশৈর্হরিভৈঃ পাণ্ডুরৈস্তথা ॥ ১১
অমৃতস্বাসুসদৃশৈর্ভেরীমাত্রৈঃ স্নগন্ধিভিঃ ।

ধারা পরিণোভিত। এই সরোবরে মহা-ভোগবান্ ভীষণ সর্প সকল অবস্থান করে। দেবগণ ইহার জলস্পর্শে আশ্রকে পবিত্র বলিয়া বোধ করেন। এই সরোবর শ্রীমরো-বর নামে স্বর্গাদি সকল লোকেই প্রসিদ্ধ। ইহার জল অতিশয় সুধকর। এই সরোবরে কোটীদলশালী প্রাতঃকালীন সূর্য্যতুল্য দীপ্তিযুক্ত এক মহাপদ্ম বিদ্যমান। ঐ মহা পদ্ম সর্কদাই প্রস্ফুটিত, কখনও মূর্ত্তিত হয় না, ইহা মণ্ডলবৎ স্নগোল মনোহরকেশরশালী ভ্রমরগুঞ্জনাযুত; ইহাতে মূর্ত্তিমতী শ্রীনায়া লক্ষ্মীদেবী নিশ্চয়ই সতত অবস্থান করেন সন্দেহ নাই। ১—৮। এই সরোবরের সিদ্ধসেবিত পূর্কতীরে এক পুষ্পফলশালী মনোহর বিশ্ববন বিদ্য-মান। ইহা তিনশত যোজন দীর্ঘ এবং শত যোজন বিস্তৃত। ইহাতে অর্দ্ধকোশ পরি-মিত উচ্চ বৃক্ষ সকল বিরাজিত। এই বৃক্ষ-গুলির ভেরীপরিমিত সুমধুর ফল সকল পাণ্ডুর ও হরিদ্বর্ণ এবং সুবর্ণের দ্বার দীপ্ত-শালী, সেই ফল দ্বারা চারিদিকের ভূমি

শেখমাণেঃ পতন্তি কীর্ণভূমিরন্তরম্ ॥ ১২
 নান্যং স্ফূটীকৃত্য নাম সর্কলোকেষু বিকৃতম্ ।
 গন্ধকৈঃ কিম্বৈর্যৈকৈর্মহানাগৈশ্চ সেবিতম্ ॥ ১৩
 সিদ্ধকৈশ্চৈব সম্যাকীর্ণ নিত্যং বিকলশিখিঃ ।
 বিবিধৈর্ভূতসংজ্ঞৈশ্চ নিত্যমোদৈর্নিবেদিতম্ ॥ ১৪
 তস্মৈ বনে ভগবতী সাক্ষীকুর্নিত্যমেব হি ।
 দেবীসমিহিতা তত্র সিদ্ধসংজ্ঞৈর্মহত্বা ॥ ১৫
 বিকলশিখিঃ সৈব মণিশৈলস্ত চাতরে ।
 শতযোজনবিস্তীর্ণং দ্বিযোজনশতায়তম্ ॥ ১৬
 বিপুলং চম্পকবনং সিদ্ধচারণসেবিতম্ ।
 রম্যং গন্ধপুষ্পোপেতং সর্কতঃ সূমনোহরৈঃ ॥ ১৭
 অঙ্কুরোশোচ্যশিবৈর্মহাশঙ্কৈঃ পলাশিভিঃ ।
 প্রকুলশাখাশিখরৈঃ পিঙ্গরং ভাতি তরুনম্ ॥ ১৮
 দ্বিযোজনপরিমিতং সৈব হস্তাগ্রমবিস্তৃতৈঃ ।
 মনঃশিলাচূর্ণিতৈঃ পাতুলকেশরম্ লিভিঃ ॥ ১৯
 পুষ্পৈর্মহানোহরৈর্ব্যাপ্তং ব্যাকোশৈর্গন্ধশালিভিঃ ।
 বিরাজতে বনং সর্কং মহত্ভরনাদিতম্ ॥ ২০
 তরুনং দানবৈর্দেবৈর্গন্ধকৈর্মহাশঙ্কৈঃ ॥

পরিপূর্ণ হইতেছে। সহস্রাধিক শাখাসম্পন্ন
 তদৃশ মহাস্থল মহাবৃক্ষ উক্ত বিস্তরনে বিরাজ-
 মান রহিয়াছে। এই সুরম্য ফল-শোভিত
 বিস্তরন সর্কলোক-প্রসিদ্ধ, ইহার নাম শ্রীবন।
 ইহাতে বিকল-ভোজী সিদ্ধ, বক্ষ, গন্ধক, ক্রিমি ও
 মহানাগাদি অবস্থান করেন। ইহাতে সিদ্ধগণমহত্বতা
 লক্ষ্যদেবী সমিহিত থাকেন। শৈলশ্রেষ্ঠ বিকল ও
 মণিশৈলের মধ্যে শত-যোজন বিস্তৃত, বিশতযোজন
 দীর্ঘ, সিদ্ধ-চারণসেবিত এক অতি বৃহৎ চম্পকবন বিদ্যা-
 মান। এই বন লক্ষ লক্ষ পুষ্প সমাবৃত হইয়া
 যুগল বিস্তারপূর্ণক সুশোভিত হইতেছে। এই বনে
 বহুশাখাশালী অঙ্কুরোশ উক্ত মহাস্থলবিশিষ্ট
 বহুসংখ্যক পলাশ-বৃক্ষ আছে। ১—১৮। এই বন
 সর্কনাই সমাশিত-চূর্ণময় পাতুলকেশরালী, দুই
 হাত উচ্চ, তিন হাত বিস্তৃত ও দীর্ঘ মনোহর
 গন্ধযুক্ত প্রকুলশাখাশিখরিত পুষ্পময়
 পরিবেষ্টিত। অথচ দানব ও গন্ধক প্রভৃতি
 দেবদানিগণ সর্কদা অবস্থিত

কিম্বৈরপস্রোতিশ্চ মহানাগৈশ্চ সেবিতম্ ॥ ২১
 তত্রাশ্রমং ভগবতঃ কণ্ঠপত্র প্রজাপতেঃ ।
 সিদ্ধসাধ্যপদাকীর্ণং নানাজননিবেদিতম্ ॥ ২২
 মহানীলকুমুদাভ্যামহরে শোভিতং বনম্ ।
 মহানদ্যাঃ সুপ্রাচ্য তীরে সিদ্ধনিবেদিতৈঃ ॥ ২৩
 পকাশদ্বিযোজনায়ামং শতযোজনবিস্তরম্ ।
 রম্যং তালবনং তন্নি অঙ্কুরোশোচ্যমশ্রবম্ ॥ ২৪
 মহামুর্কৈর্মহানাগৈঃ স্থিরৈরবিভক্তৈঃ স্তভৈঃ ।
 কুমুদাজনসংহতানৈঃ পরিবৃত্তৈর্গন্ধাকৈঃ ॥ ২৫
 দিব্যগন্ধসৌন্দর্যোপেতৈরুপেতং সিদ্ধসেবিতম্ ।
 মহেশ্বর্য ধিপেশ্বর্য তত্র বাস উদযুজতঃ ॥ ২৬
 ঐরাবতস্ত ভদ্রস্ত সর্কলোকেষু বিকৃতম্ ।
 বেণুমণ্ডলশৈলস্ত সূমনোহরোত্তরেন চ ॥ ২৭
 সহস্রযোজনায়ামং বিস্তীর্ণং শতযোজনম্ ।
 বৃক্ষগুণ্যভ্যুদিতৈঃ সর্কবীক্ষিতগোপিতম্ ।
 দক্ষিণস্তারমেষাং সপ্তসত্যবজ্রিতম্ ॥ ২৮
 তথা নিববশৈলস্ত দেবশৈলস্ত চোত্তরে ।
 সহস্রযোজনায়ামা শতযোজনবিস্তৃত্য ॥ ২৯
 সর্ক। হোকাশলা ভূমর্দুঃস্বীদ্রবজিতা।

এবং সর্কদা মত ভরনিনাদ পরিশ্রুত হয়।
 এই মহাবনে ভগবান্ কণ্ঠপত্র সিদ্ধসাধ্য-
 সুপূজিত, বহু জনসমাকীর্ণ, বেন-প্রতিধ্বনি-
 সমাধিত আগ্রম প্রাপ্তিগিত আছে। মহানীল
 ও কুমুদ পর্কতের মধ্যে, সুপ্রাচ্য মহানদীর
 তীরে এক মনোহর বন বিদ্যমান। তাহার
 দৈর্ঘ্য পকাশ যোজন ও বিস্তার ত্রিশতযোজন।
 ইহাতে এক রমণীয় তালবন আছে। এই
 বনস্থ বৃক্ষগুলির মতক অঙ্কুরোশ পরিমিত
 উচ্চ। বৃক্ষগুলি অতিশয় স্থির ও দৃঢ়। এই
 সকল বৃক্ষের ফল সূমনোহর ও দিব্যগন্ধযুক্ত।
 এই তালবনে হস্তিযোষ্ঠ ইন্দ্রবাহন ঐরাবত
 অবস্থান করে। বেণুমান ও সুবেণ পর্কতের
 উত্তরদিকে সহস্র যোজন বিস্তীর্ণ, তরলভার
 ও দক্ষিণাভিত সর্কপ্রাণ-পরিপূর্ণ এক বন
 আছে। নিবব ও দেবগিরির উত্তরে সহস্র-
 যোজন দৈর্ঘ্য, শতযোজন-বিস্তৃত তরলভাবিন,

আপ্ততা পাদমাত্রেণ হানকেন সমভূতঃ ॥ ৩০
ইত্যেতা হস্তরজোণ্যো নানাকারঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ
ধেবোঃ পূৰ্ণেণ বিশ্রেষ্ঠা যথাবদমুপূৰ্ণাঃ ॥ ৩১

ইতি ত্রীৰক্ষাণ্ডে মহাপুরাণে একোন-
চরিত্রশোহায়ায়ঃ ॥ ৩৯

চরিত্রশোহায়ায়ঃ ৭

স্বত উবচ ।

অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি দক্ষিণং দিশমাপ্তিতাঃ ।
যা দ্রোণ্যঃ সিদ্ধচরিতাঃ শৃণুধ্বং তা অকুক্ষমাং ॥
শিশিরস্তাচলেন্দ্রস্ত পতঙ্গস্তাস্তরেণ চ ।
লক্ষ্মীমিশ্রিয়া যুক্তং লতালিঙ্গিতপাদপম্ ॥ ২
পৃথুক্ষেপোচ্চশিখরৈঃ পাদপৈরুপশোভিতম্ ।
উদ্বলবনং রম্যং পক্ষিসংঘনিষেবিতম্ ॥ ৩
পট্টবিক্রমসঙ্কটৈর্মধুপূটৈর্মনোরমৈঃ ।
ফলিতং তরুনং ভাতি মহাকুস্তোপটৈঃ ফলৈঃ ॥ ৪
তৎসিদ্ধযক্ষগন্ধর্পাঃ ক্লিষ্টা উরগাস্তথা ।

পাদপরিমিত জল দ্বারা আপ্ত, শিলাবিশিষ্ট
দ্রোণী আছে। হে বিশ্রেষ্ঠগণ! মৈত্রর পূৰ্ণ-
দিকে যে সকল বিবিধ দ্রোণী বিদ্যমান, তাহা
তোমানের নিকট যথাক্রমে কীৰ্ত্তন করি-
লাম । ১৯—৩১ ।

একোনচরিত্রশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৯ ।

চরিত্রশ অধ্যায় ।

স্বত বলিসেন, হে দ্বিগণ! একপে
আমি দক্ষিণদিকে যে সকল সিদ্ধসেবিত দ্রোণী
আছে, তাহার বিবরণ বলিতেছি, শ্রবণ
কর। শিশির ও পতঙ্গ পক্ষীদের মধ্যে
বিবিধ লতাবৃক্ষাদিপরিবৃত মনোহর সৌন্দর্য্য-
সম্পন্ন এক উদ্বল বন আছে; সেই
বন অতি রুহৎ বিক্রমতুল্য মধুময় মহাকুস্ত-
প্রমাণ সুপক ফলে শোভিত, তাহাতে নানাবিধ
বিহঙ্গম সুখস্বচ্ছন্দে বাস করিয়া থাকে। এই
বনজাত ফল ভোজন করিয়া সিদ্ধ, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব,

বিদ্যাধরাণ্ড মুদিতা উৎকীৰ্ত্তিতা নিত্যশঃ ॥ ৫
প্রমদপাত্মসলিলাস্ত্র নদ্যো বহুদধাঃ ।
সুরসামলভোরতাঃ সরাসি চ সমভূতঃ ॥ ৬
তত্রাপ্রমং ভগবতঃ কৰ্দমস্ত প্রভাপাঃ ॥
রম্যং সুরগণাকীৰ্ণং সৰ্ব্বতশ্চিত্রকাননম্ ॥ ৭
সমস্তাং যোজনশতং তরুনং পদমণ্ডলম্ ।
তাম্রবর্ণশৈলস্ত পতঙ্গস্তাস্তরেণ তু ॥ ৮
শতযোজনবিস্তীর্ণং দ্বিযোজ্জশতায়তম্ ।
তরুণাদিত্যমঙ্কশৈঃ পুণ্ডরীকৈঃ সমভূতঃ ॥ ৯
সহস্রপট্টবর্ণৈর্মণ্ডপপট্টৈরলঙ্কৃতম্ ।
তথা ভ্রমরনবলীনৈঃ শতপট্টৈঃ সুগন্ধিতৈঃ ॥ ১০
প্রকুলৈঃ শোভিতজলং ব্রহ্মনৌলৈর্মহোৎপলৈঃ ।
সরোবরং মহাপুণ্যং দেবগণবসেবিতম্ ॥ ১১
মহোরগৈর্বধ্যাধিতং মৌলজালবিভূষিতম্ ।
তস্ত্র মধ্যে জনপদো হারতঃ শতযোজনঃ ॥ ১২
ত্রিশনদযোজনবিস্তীর্ণো ব্রহ্মধাতুবিভূষিতঃ ।
তস্ত্রোপরি মহারথ্য প্রাণ্ডপ্রাকারতোরণা ॥ ১৩

রাক্ষস, বিবধর ও বিদ্যাধরণ জীবনধারণ
করিয়া থাকেন। উক্ত বনের চারিদিকে নানা-
স্থানে সুমধুর নির্মূল জলময় বহুতর নদী ও
সরোবর বিদ্যমান। এই বনে প্রজাপতি কর্দমের
আশ্রম প্রতিষ্ঠিত আছে। এই বন অত্যাব-
রম্য। এখানে নানা বিচিত্র বন বিরাজমান।
ইহাতে দেবগণ অবস্থান করিয়া থাকেন। ইহার
চতুর্পার্শ্বের পরিধি এক শত যোজন। তাম্রবর্ণ
শৈল ও পতঙ্গ পক্ষীদের মধ্যে শত যোজন
বিস্তৃত শতযোজন দীর্ঘ এক সরোবর বিরাজ-
মান। ইহাতে প্রাতঃকালীন হৃদয়দূশ
দীপ্তিশালী প্রফুল্লিত সহস্রলল যেতপন্ন
বিদ্যমান। ইহার সুগন্ধে চতুর্দিক্ আমোদিত
হইতেছে। এই পক্ষে ভ্রমরগণ সর্ব্বদা মধু
পান করিয়া থাকে। ১—১১। উক্ত সরোবরে
রক্ত ও নীলবর্ণ মনোহর পদ্ম আছে। এই
সরোবর অত্যাব পুণ্যপ্রদ ও দেবগণের অতিপ্রিয়।
ইহাতে মহাকায় সর্পগণ ও বিবিধ
মৎস্য সকল বাস করে। উক্ত সরোবরের মধ্যে
ব্রহ্মধাতুবিভূষিত এক জনপদ আছে, ইহার

নরনারীগণাকীর্ণা স্কোভা বিভববিস্তরেঃ ।
 বলভীকূটনির্মীটৈর্মণিভক্তিবিচিত্রিতৈঃ ॥ ১৪
 রত্নচিত্রাপিত্তভৈঃ স্নগ্ধচিত্তোত্তরকুটৈঃ ।
 মহাভবনমালাভির্মহাপ্রাণভক্তিরূপৈঃ ॥ ১৫
 বিদ্যাধরপুং তত্র শেভতে ভ্রাজ্জচ্ছতম্ ।
 বিদ্যাধরপতিস্তত্র পুলোমা তত্র বিকৃতঃ ॥ ১৬
 চিত্রবেশধরঃ স্রগী মহেন্দ্রসমবিক্রমঃ ।
 দীপ্তানং চিত্রবেশানং সূৰ্য্যপ্রতিমভেজসাম্ ॥ ১৭
 বিদ্যাধরসহস্রাণামনেকৈবাং স রাজরাট্ ।
 বিশাখ্যাচেলেন্দ্রস্ত পতন্ত্যাতরেণ চ ॥ ১৮
 সরসস্তাত্তবর্ষস্ত পূর্ণৈ তীরে পরিশ্রুতম্ ।
 পঙ্কেযুকেপনৈবিক্রং সুশাখং বর্ণশোভিতম্ ॥ ১৯
 সর্ষকালফলং তত্র স্কোভকাত্তবনং মহৎ ।
 ফলৈঃ কনকসম্ভাশৈর্মহাস্বাদৈঃ সুগন্ধিভিঃ ॥ ২০
 মহাহৃদ্যপ্রমোদৈশ্চাত্তমুশাখৈঃ সমভূতঃ ।
 গন্ধস্বকিররা যক্ষা নাগা বিদ্যাধরাস্থবা ॥ ২১
 পিবত্যাভ্রসং তত্র সুস্নাত্ব হৃদতোপমম্ ।

বিস্তার ত্রিংশদ্ব্যোজন ও দৈর্ঘ্য শতযোজন ।
 এই জনপদमध्ये অত্যুচ্চ প্রাচীরাবৃত্ত এক
 উদ্যান আছে, ইহাতে সর্ষদা বহুতর স্ত্রীপুরুষ
 বিচরণ করিতেছে, উহাদের সংখ্যা করা হরুহ ;
 ইহা বিবিধ মণি মুক্তা ও মনোহর পদ্ম ঘারা
 সর্ষদাই সমাচ্ছন্ন । এখানে উত্তম উত্তম
 অত্যুচ্চ মহাভবন সকল বিরাজমান ; উক্ত
 উদ্যানে পুলোমা নামক বিদ্যাধরের পুরী
 আছে । সেই পুরী অতিশয় মনোহারিণী ।
 এই পুলোমা নামক বিদ্যাধর ইন্দ্রের দ্বার
 পরাক্রান্তাঙ্গী এবং বিবিধ বেশভূষা ও মালা
 ঘারা অতিশয় অসম্পন্ন । ইনি ইন্দ্রতুল্য
 প্রভাবশালী বহু সহস্র বিদ্যাধরের রাজা ।
 বিশাখ ও পতঙ্গ পক্ষীদের মধ্যবর্তী তত্ত্ববর্ণ
 সরোবরের পূর্ণতীরে সার্ষকানিক ফলপ্রসূ,
 উত্তমশাখাসম্পন্ন এক আম্রান আছে । এই
 বনে যে সকল কল ভ্রমে, সেগুলি অতিশয়
 সুমিষ্ট, সুগন্ধ এবং স্বর্ণবর্ণ ও কলনের দ্বার
 বৃহৎ । যক্ষ, গন্ধর্ষ, কিরর, বিদ্যাধর ও অঙ্গরা-
 ন এই অমৃত্যমান হুমধুর আভ্রস পান

ও ভ্রাতৃত্বসম্পীড়নায় মুদিতানং মহাস্থনাং ॥ ২২
 ক্ষয়ন্তে হৃষ্টতুহানং নানান্তম্ভিন্ মহাবনে ।
 হুমধুস্তাচেলেন্দ্রস্ত বহুধারস্য চাত্তরে ॥ ২৩
 সমা সুরভিপর্ণাঢ্যা বিহতৈরুপশোভিতা ।
 ত্রিংশদ্ব্যোজনবিস্তীর্ণা পকাশদ্ব্যোজনায়তা ॥ ২৪
 তত্র বিবৃগৌ বিপ্রাঃ শুভ্রা নিম্বফলক্রমা ।
 সুপানৈর্বিক্রমনিভৈঃ ফলৈর্বৈর্যৈর্গোহাপনৈঃ ।
 নীৰ্য্যমানৈর্বিশীটৈশ্চ প্রক্রিষ্টলগ্নমুক্তিকা ॥ ২৫
 তং স্থলীমুপজীবন্ত যক্ষগন্ধর্ষকিররাঃ ।
 সিদ্ধা নাগাশ্চ বহশো নিত্যং বিম্বফলানিনঃ ॥ ২৬
 অন্তরে বহুধারস্ত রহুধারস্য চাত্তরে ।
 ত্রিংশদ্ব্যোজনবিস্তীর্ণমাতং শতযোজনম্ ॥ ২৭
 সুগন্ধং কিংকবনং নিত্যং পুশিতপানপম্ ।
 পুষ্পলক্ষ্যাবৃত্তং ভাতি প্রদীপ্তমিব সর্ষকতঃ ॥ ২৮
 যস্ত গন্ধেন দিব্যেন বাসাতে পরিমণ্ডলম্ ।
 সমগ্রং যোজনশতং কাননানি সমভূতঃ ॥ ২৯
 তং সিদ্ধচারগণৈশ্চপ্সরোভিষ্ণে সেবিতম্ ।
 রম্যং তং কিংকবনং জলাশয়ভূষিতম্ ॥ ৩০

করিয়া থাকেন । ইহারা আভ্রসপানে পরিতৃপ্ত
 ও হৃষ্ট হইয়া নানাবিধ নাগ করত সুখে কালাতি-
 পাত করে । হুমধু ও বহুধার পক্ষীদের মধ্যে
 মনোহর গন্ধযুক্ত, নানাবিধ পক্ষিপরিপূর্ণ,
 ত্রিংশদ্ব্যোজন বিস্তৃত ও পকাশদ্ব্যোজন দীর্ঘ
 এক বিবৃগন বিন্যাসমান । যে বিপ্রগণ ! সেই
 বনে হুমধুর ফলভারাবনত বহুতর বিবৃগক
 বিন্যাসমান । সেই বৃক্ষসমূহ হইতে বড় বড় ফল
 সকল পতিত হইয়া বিশীর্ণ হওয়ার এখানকার
 মুক্তিকাতল কর্মমুক্ত হইয়াছে । সেই বনে
 যক্ষ, গন্ধর্ষ, কিরর, সিদ্ধ ও নাগগণ নিত্য
 বিম্বফল ভোজন করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ
 করে । বহুধার ও রহুধার পক্ষীদের মধ্যে
 ত্রিংশদ্ব্যোজন বিস্তৃত শতযোজন দীর্ঘ সুগন্ধ
 পুষ্পলক্ষ্যাবৃত্ত লক লক কিংক বন বিরাজমান ।
 ইহার প্রভাষা চান্দ্রিক প্রকাশিত এবং ইহার
 দিব্য গন্ধবারাণসনিক পত্রাণ্ড রহিয়াছে । সেই
 জলাশয়-সম্বিত রমণীয় কিংক বন সিদ্ধ,
 চারণ ও অঙ্গরাগণের নিবাসস্থান । সেই বনে

তদ্রাদিত্যস্ত দেবস্ত দীপ্তমায়তনং মহৎ ।
 মাসে মাসেসবতরতি তত্র সূর্য্যঃ প্রজাপতিঃ ॥ ৩১
 তত্র কালস্ত কৰ্ত্তারং সহস্রাংশুং সুরোত্তমম্ ।
 সিদ্ধসজ্জা নমস্তস্তি সৰ্গলোকনমস্কৃতম্ ॥ ৩২
 পঞ্চকূটশ্চ শৈলস্ত কৈলাসস্তাত্ত্বরেণ তু ।
 যট্‌ত্রিংশদ্ব্যোজনায়ামং বিস্তীর্ণং শতযোজনম্ ॥ ৩৩
 ক্ষুদ্রসত্বেনৈষাং সৰ্গতো হংসপাণ্ডুরম্ ।
 হুংসারং সৰ্গসত্যানাং দুর্গমং লোমংগমম্ ॥ ৩৪
 ইত্যেতা হস্তরদ্রোণ্যো দক্ষিণে পরিবর্তিতাঃ ।
 যথাতু পূৰ্ণমখিলাঃ সিদ্ধসজ্জনিষেধিতাঃ ॥ ৩৫
 পশ্চিমায়াম্ দিশি তথা যেষু হস্তরদ্রোনিবিস্তরাঃ ।
 তান্ বর্ণ্যমানান্তত্বেন শৃণুতেমান্ দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৩৬
 অন্তরালে গিরৌ তাম্বন সুরকঃ শিখিশৈলয়োঃ ।
 সমস্তাং যোজনশতং একভূমিশীলাতলম্ ॥ ৩৭
 নিত্যতপ্তং মহাবোহরং হুংস্পর্শং রোমহৰ্ষণম্ ।
 অগম্যং সৰ্গসত্যানামৌপরাশং হুদারুণম্ ॥ ৩৮
 মধ্যে তস্তাং শিলাস্থল্যাং ত্রিংশদ্ব্যোজনমণ্ডলম্ ।
 জালাসহস্রকলিৎ বহিঃস্থানং হুদারুণম্ ॥ ৩৯

আদিত্যদেবের স্বপ্রকাশ এক মহাগৃহ আছে,
 তাহাতে তিনি প্রতিমানে অবতীর্ণ হইলেন । সিদ্ধ-
 গণ দিবারাত্রিবিভাজক সৰ্গলোকনমস্কৃত সেই
 সুরবর আদিত্যদেবের উপাসনা করেন ।
 পঞ্চকূট ও কৈলাস পৰ্ব্বতের মধ্যে শত যোজন
 দীর্ঘ ও যট্‌ত্রিংশদ্ব্যোজন বিস্তৃত ক্ষুদ্র-প্রাণি-
 পরিপূর্ণ, হংসসদৃশ ষেতবর্ণ, সৰ্গজন্তুর অনতি-
 ক্ৰমণীয় এক দুর্গম স্থান বিদ্যমান । এই
 অন্তর-দ্রোণী সকল পূৰ্ণাদিনিক্রমে সিদ্ধ-
 সমূহের বাসস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ । হে মহাভাগ
 দ্বিত্যবরগণ! পশ্চিমদিকে যে সকল অন্তর-
 দ্রোণী আছে তাহা বর্ণন করিতেছি, অবহিত
 হইয়া শ্রবণ করুন । সুরক ও শিখি-পৰ্ব্বতের
 মধ্যে শত যোজন বিস্তৃত এক শিলানির্মিত
 স্থান বিদ্যমান । ইহা সৰ্গনাথ উত্তপ্ত, ইহা
 স্পর্শ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে ।
 এই হুদারুণ স্থানে দেবপ্রতিম প্রাণিগণও গমন
 করিতে পারে না । ২৭—৩৮ । এই শিলায়
 দেশে ত্রিংশদ্ব্যোজন পরিবিষ্কৃত অত্যন্ত উত্তাপময়

অনিকনন্তত্র সনা জালামালী বিভাবহঃ ।
 জলতোষ সনা দেবঃ শব্দস্তত্র হতাশনঃ ॥ ৪০
 অধিদেবকৃতো বোহসাংবৈভাগো বিবীরতে ।
 স তত্র জলতে নিত্যং লোকসংবর্তকোহনলঃ ॥ ৪১
 অন্তরে শৈলবরয়োর্দেবপিঞ্জরয়োঃ শুভা ।
 মাতুলুদৃশী তত্র হ্যায়ামাদশযোজনা ॥ ৪২
 মধুযজ্ঞনসংহানৈঃ সুরসৈঃ কনকশ্রুতৈঃ ।
 ফলৈঃ পরিপটৈঃ সৰ্ষা শোভিতা সা মহাশূলী ॥ ৪৩
 তত্রাশ্রমং মহাপুণ্যং সিদ্ধসজ্জনিষেধিতম্ ।
 বৃহস্পতেঃ প্রমুদিতং সৰ্গকামপুংগুতম্ ॥ ৪৪
 তথৈব শৈলবরযোগে কুন্দাজ্ঞানঘোরপি ।
 অন্তরে কেসরদ্রোণিরনেকায়ামযোজনা ॥ ৪৫
 দ্বিবাং পরিপটৈঃ পট্টৈঃ স্তম্ভস্তায়তবিস্তৃতৈঃ ।
 চন্দ্রাংস্তবর্ষৈর্বাণ্যকোটৈর্মহবটপদনাদিতৈঃ ॥ ৪৬
 মধুসপীড়জঃ পৃষ্ঠৈর্মহাগন্ধৈর্মনোহরৈঃ ।
 শবলং তত্তনং ভাতি কুহুযৈঃ সৰ্গকালজৈঃ ॥ ৪৭
 তত্র বিক্ষোঃ সুরগুরোর্দীপ্তমায়তনং মহৎ ।

বহুঃপ্রপ এক স্থান আছে, ইহা বহিঃ আবাস-
 ভূমি বলিয়া পরিচিত । সেই স্থানেই প্রণীপ্ত,
 কাষ্ঠরহিত, জলমালারয় হতাশন, অগ্নির
 অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং সংবর্তকাধি সত্য
 অবস্থন করেন । শৈলশ্রেষ্ঠ দেব ও পিঞ্জরের
 মধ্যে দশযোজন দীর্ঘ একদাড়িম্ব বন বিদ্যমান ।
 তাহার ফল অতি সুমধুর ও বর্ণ সুবর্ণ সমান ।
 সেই ফল দ্বারা বনের শোভা বৃদ্ধি পাইয়াছে ।
 ঐ বনে বৃহস্পতির আশ্রম প্রতিষ্ঠিত । এই
 আশ্রম কামাযুসারে ফল প্রদান করে; তাই
 সিদ্ধগণ সৰ্গনাথ ইহার পূজা করিয়া থাকেন ।
 শৈলপ্রধান কুন্দ ও অঞ্জনের মধ্যে এক নাগ-
 কেসর বন বিদ্যমান । ঐ বন অতিশয় বিস্তৃত ।
 উল্লিখিত বনে যে সকল পুষ্প জন্মে, সেই
 পুষ্পগুলি দুই হস্তপরিমাণ উচ্চ, তিন হস্ত
 দীর্ঘ এবং তিন হস্ত বিস্তৃত সেই পুষ্প
 চন্দ্ররশ্মির দ্বারা বর্ণালী, সৰ্গনাথ প্রফুটিত
 থাকে বলিয়া ভ্রমরেরা তাহার সহবাস ত্যাগ
 করে না । এই পুষ্পের মধু ও হৃততুল্য গন্ধ
 সত্য সকল দিক্‌ অ্যোমণিত হইতেছে । এই

একাশক্তিষু লোকেষু সৰ্বলোকনমস্কৃতম্ ॥ ৪৮
 অত্বে শৈলবরগোঃ কৃষ্ণপাণ্ডুরগৌরপি ।
 ত্রিশদ্ব্যোজনবিস্তীৰ্ণং নবতায়তযোজনম্ ॥ ৪৯
 শ্ৰদ্ধামেকশিলং দেশং বৃক্ষবীকৃষিবর্জিতম্ ।
 সুষ্পাদপ্রচারক নিমেষতবিসর্জিতম্ ॥ ৫০
 মধ্যে তু সরসস্তম্ভ রম্যা তু স্থলপদ্মিনী ।
 সহস্রপটৈর্ব্যাকোশৈঃ ছত্রমাত্রৈরলংঘিতা ॥ ৫১
 পুণ্ডরীকৈর্মহাপদ্মে কুচিভৈর্গন্ধশালিতঃ ।
 শতপটৈশ্চ বিকটৈশ্চতুর্পটৈর্নীগপতটৈঃ ॥ ৫২
 মন্দোৎকটৈর্মধুৰৈর্ভ্রমরৈশ্চ মন্দোৎকটৈঃ ।
 মুহুগঙ্গানকর্ণানাম্ব কিম্বরাণাম্ব নিঃস্বনৈঃ ॥ ৫৩
 উপগীতপদ্মখণ্ডা বিস্তীর্ণা স্থলপদ্মিনী ।
 যমগন্ধকর্ষচরিতা সিদ্ধচারণসেবিতা ॥ ৫৪
 মধ্যে তস্তাশ্চ পদ্মিষ্ঠাঃ পক্ষযোজনমণ্ডলঃ ।
 ব্রহ্মোদো বিপুলস্বকো হনেকারোহমণ্ডিতঃ ॥ ৫৫
 তত্র চন্দ্রপ্রভঃ শ্রীমান্ পূর্ণচন্দ্রনিভাননঃ ।
 সহস্রবদনো দেবো নীলবাসঃ সুরারিহা ॥ ৫৬

বনেই সুরশ্রেষ্ঠ বিষ্ণুর সর্বলোকপ্রসিদ্ধ পূজ্য-
 তম আশ্রম প্রতিষ্ঠিত । বৃক্ষ ও পাণ্ডুরপর্কিতের
 মধ্যে ত্রিশদ্ব্যোজন বিস্তৃত, নবতিযোজন
 দীর্ঘ, সমতল, বৃক্ষলতাশূন্য সুষ্মচিত্রবর্ণযোগ্য
 একরূপ মাত্র শিলাসম্পন্ন এক প্রদেশ আছে ।
 তন্মধ্যে মনোহর এক সরোবর, তাহাতে রমণীয়
 স্থলপদ্ম বিরাজমান । এই স্থলপদ্ম ছত্রাকৃতি
 প্রস্তুত চতুর্দশবিধিষ্ট এবং সুন্দরবর্ণ; উহার
 পাক অতি মনোহর । ইহার নিকটে মধুলোলুপ
 মধুকরৈরা সর্পিণী পরিভ্রমণ করিতেছে । এখান
 হইতে কিম্বরাণের মৃৎ পদ্মনিলাসময় সঙ্গীত
 শ্রবণ করা যায় ; এই স্থলপদ্মকে যক্ষ ও গন্ধর্ষ-
 গণ সঙ্গীত অর্চনা করিয়া থাকে । উক্ত সিদ্ধ-
 চারণসেবিত স্থলপদ্মখণ্ডীর মধ্যে বিপুলস্বক
 ও বহুতর পাখাসম্পন্ন এক বটপক্ষ বিদ্যমান,
 তাহার পরিচি পক্ষযোজন । যিনি চন্দ্রমূল্য
 দীপ্তিশালী, তাহার বদন সঙ্গীত পূর্ণচন্দ্রনিভ,
 যিনি অহংগেবকে বিদান করিয়াছেন, যিনি
 সহস্রবদন ও নীলবাস, তাহাকে কেহই পরাজয়

পরমাণ্যবরঃ হন্যাসং মহাভাগোহপরাঞ্জিতঃ ।
 ইভ্যতে যক্ষগন্ধর্ষৈর্নিদ্যাধরগর্ভৈস্তথা ॥ ৫৭
 তস্মিপ্রায়তেন সাক্ষানাদিনিধনো হরিঃ ।
 পদোপহাটৈর্বিবিধৈরিজাতে সিদ্ধচারণৈঃ ॥ ৫৮
 তদনন্তাদো নান্য সর্বলোকেষু বিস্তৃতম্ ।
 পরমালাবলম্বাভির্মালাভিক্রপশোভিতম্ ॥ ৫৯
 তথা সহস্রশিখরকুমুদস্তান্তরেণ চ ।
 পক্ষাশদ্ব্যোজনানামাত্রং শদ্ব্যোজনবিস্তরঃ ॥ ৬০
 ইযুকেপোচ্চশিখরং নানাবিহগসেবিতম্ ।
 মহাগন্ধর্মহাখাদৈর্গজলেনহনিতৈঃ ফলৈঃ ॥ ৬১
 মধুস্রাবৈর্মাহাদুর্কৈরুপেতং তৎ সমুদ্রতঃ ।
 তত্রাসমং মহাপুংসং দেবশিখরসেবিতম্ ॥ ৬২
 শুক্রশ্চ প্রথিতং তত্র ভাসরং পূণ্যকর্মণঃ ।
 শঙ্কুকটস্থ শৈলস্ত বৃষভস্তান্তরেণ চ ॥ ৬৩
 পরমকৃষ্ণা রম্যা হনেকায়তযোজনা ।
 বিশ্বপ্রমাদৈশ্চ স্তম্ভৈর্মহানাদৈঃ সুগন্ধিভিঃ ॥ ৬৪
 ফলৈঃ প্রক্রিয়াতে ভূমিঃ পরমৈর্বৃষভৈর্চুড়ৈঃ ।

করিতে পারে না, সেই মহাভাগশালী জন্ম-
 মূহুরহিত পরমাণ্যধারী শ্রীমান্ হরি এই পদ্ম-
 সমীপস্থ মহাপুংসকে বিরাজমান আছেন বলিয়া
 এখানে যক্ষগন্ধর্ষগণ সর্বদাপদ্মপুষ্পাভারা তাহার
 অর্চনা করিয়া থাকেন । ৩৯—৫৮ । এই
 স্থানের নাম অনন্তমূর্তি, ইহা লক্ষ্যমান বিবিধ
 পদ্মমালায় পরিশোভিত । সহস্রশিখর
 কুমুদ পর্কিতের মধ্যে পক্ষাশ যোজন দীর্ঘ
 ও ত্রিশযোজন বিস্তৃত অত্যুচ্চ পাদপপরিবৃত্ত
 বিবিধ বিহঙ্গসমুচ্চ এক বন বিদ্যমান । এই
 বন করিদেহপ্রদান প্রমুখের সুগন্ধিকলপ্রসবকারী
 মধুস্রাবী মহাপুংসকে সমুদ্রতঃ । তাহাতে দেবশিখর
 সেবিত ও দীপ্তিশালী পূণ্যশীল শুক্রাচাঞ্চের
 এক আশ্রম আছে । ঐ আশ্রমে বৃষভ ও শঙ্কুকট
 শৈলের মধ্যে নানাবর্ণে চিত্রিত বহুবোজন দীর্ঘ
 এক মনোহর পদ্মমহুদী শোভমান । পাদপ-
 সমূহে বিশ্বপ্রমাণ, সুগন্ধি ও সুমধুর ফল উৎপন্ন
 তাহার ফল বৃচুড় হইয়া নিম্নে বিগত
 হওয়ার ভূমিতল অর্ধ হইতেছে । এখানে

তাং স্থলীমুপজীবতি কিম্বোরগসাধবঃ ॥ ৬৫ ॥
 পরুবকরসোমস্তা মান'ত্যাস্তত্র চারণাঃ ।
 কপিঞ্চলস্ত শৈলস্ত নাগশৈলস্ত চাস্তরে ॥ ৬৬ ॥
 দ্বিযোজনশতাগ্রামা বিস্তীর্ণা শতযোজনা ।
 স্থলী মনোহরা সা হি নানাবনবিভূষিতা ॥ ৬৭ ॥
 নানাপুষ্পকলোপেতা কিম্বোরগসেবিতা ।
 জাফাযানি রমণি তথা নাগবনানি চ ॥ ৬৮ ॥
 খর্জুরবনখণ্ডানি নীলাশোকবনানি চ ।
 দাড়িমানাক সাদূনামক্ষাটিকবনানি চ ॥ ৬৯ ॥
 অভঙ্গীতিলকানাক কদলীনাং বনানি চ ।
 বদরীশাক সাদূনাং বনখণ্ডানি সর্কষঃ ॥ ৭০ ॥
 স্বাহীতানুপূর্ণাভিন্দীভিঃ শোভিতানি চ ।
 তথা পুষ্পকশৈলস্ত মহামেষত চাস্তরে ॥ ৭১ ॥
 যষ্টিযোজনবিস্তীর্ণা সা ভূমিঃ শতযায়তা ।
 সমা পানিতলপ্রখ্যা কঠিনা পাণ্ডুরা বনা ॥ ৭২ ॥
 বৃক্ষশৃঙ্খলতাপুল্লভৈশ্চাপি বিবর্জিতা ।
 বর্জিতা বিবিধৈঃ সতৈর্নিত্যমশ্বিনু নিরাশ্রয়া ॥ ৭৩ ॥
 সা কাননস্থলী নাম দাক্ষণ্য রোমহর্ষণা ।

ঐ সকল ফল পাওয়া যায়, এই জন্ত কিম্বর,
 সর্প ও সাধুগণ বাস করিয়' থাকে । এখানকার
 চারণেরা অভিশয় মানী, তাহার সর্কদাই
 পরুবক ফলরসপানে উন্মত্ত । কপিঞ্চল ও নাগ-
 পর্কতের মধ্যে নানাবিধ বৃক্ষগতা ফলপুষ্পাদি-
 বিভূষিত, কিম্বর ও সর্পসেবিত একস্থান আছে ।
 ঐ স্থান দুইশত যোজন দীর্ঘ ও একশত
 যোজন বিস্তৃত । এখানে জাফা, নাগকেশর,
 খর্জুর, নীলাশোক, দাড়িম, অক্ষাটিক
 অভঙ্গী, তিলক, কদলী ও বদরীবন
 বিদ্যমান । তাহাতে যে ফল উৎপন্ন হয়,
 তাহা অতি সুমধুর । এই স্থান স্বচ্ছসলিলা
 স্রোতস্বতীতে পরিবেষ্টিত । পুষ্পক ও মহা-
 মেঘ শৈলের মধ্যে এক নিদারুণ কাননস্থলী
 আছে । ঐ বনস্থলী যষ্টি যোজন বিস্তৃত, শত-
 যোজন দীর্ঘ, পানিতলবৎ সমতল, পাণ্ডুরবর্ণ ও
 কঠিনতর । ইহাতে বৃক্ষ, লতা, তৃণ ও প্রাণি-
 বর্গ কিছুই নাই, এই স্থান দেখিলেই শরীর
 রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে । এই স্থানের

মহাসরাংসি চ তথা মহাবৃক্ষান্তধৈব চ ॥ ৭৪ ॥
 মহাবনানি সর্কানি কান্তানি তানি সর্কদা ।
 সরসাক বনানাক স্থলীনাং প্রজাপতেঃ ।
 ক্ষুদ্রাণাং সরসাকৈব সংখ্যা তত্র ন বিদ্যতে ॥ ৭৫ ॥
 দশ ষাটশ সপ্তাষ্ট্রৌ বিংশত্রিংশচ্চ যোজনাঃ ।
 স্থল্যো দ্রোণাশ্চ বিখ্যাতাঃ সরাসি চ বনানি চ ॥
 কেচিৎ সন্তি মহাঃ বরাঃ শ্যামাঃ পর্কতকুক্ষঃ ।
 হৃদ্যাং শুভাগৈরস্পৃষ্টা নিত্যং শীতা দুর্গাসদাঃ ॥ ৭৬ ॥
 তথা হনলতপ্তানি সরাসি দ্বিজসন্তমাঃ ।
 শৈলকুক্ষান্তরহানি সহস্রাণি শতানি চ ॥ ৭৮ ॥

ইতি ব্রহ্মাণ্ডে মহাপুরাণে চত্বারিংশো-
 হধ্যায়ঃ । ৪০ ॥

একচত্রারিংশোহধ্যায়ঃ ।

হৃত উবাচ ।

অতঃপরঃ প্রবক্ষ্যামি যশ্বিনু যশ্বিনু শিলোচ্চরে ।
 যে সন্নিবিষ্টা দেবানাং বিবিধানাং গৃহোত্তমাঃ ॥ ১ ॥

মহাসরোবর, মহাবৃক্ষ, ক্ষুদ্র সরোবর, মনোহর
 বনসমূহ এবং প্রজাপতির স্থলী এ সকলের
 কোনটারই সংখ্যা করা যায় না । যে সকল
 দ্রোণীর কথা বলা হইল, এ তত্ত্ব আরও অনেক
 দ্রোণী, সরোবর ও বন আছে; তন্মধ্যে কাহারও
 পরিমাণ দশ, কাহারও ষাটশ, কাহারও সাত,
 কাহারও আট এবং কাহারও বা বিশ কি ত্রিশ
 যোজন হইবে । অনেকানেক পর্কতমধ্যগত-
 স্থান সর্কদাই অন্ধকারাচ্ছা । তাহাতে হৃদয়ের
 কিরণ প্রবেশ করিতে পারে না; এইজন্ত ইহা
 অভিশয় ভয়ানক, শীতল ও দুর্গম । হে দ্বিজ-
 গণ! কোন কোন পর্কতমধ্যগতস্থানে উত্তপ্ত
 জলময় কত যে সরোবর আছে, তাহার সংখ্যা
 করিয়া উঠা দুঃস্বপ্ন ॥ ৫৯—৭৮

চত্রারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪০ ॥

একচত্রারিংশ অধ্যায় ।

হৃত বলিলেন—হে ঋষিগণ! সম্প্রতি যে
 যে শৈলে যে দে দেবতার নিবাসগৃহ নির্দিষ্ট

তত্র যোহেনো মহাশয়ঃ শীতাত্তো নৈকবিল্লরঃ ।
 নৈকধাতুশ্চৈতন্ত্রৈর্নৈকরত্নাকরাকরঃ ॥ ২
 নিতম্বৈঃ পুষ্পমালনৈর্নৈকমুদ্রণালয়ঃ ।
 মহার্হম্বিচিটৈঃ হেমবৎশৈর্নলক্লমঃ ॥ ৩
 নিতম্বৈঃ ষট্‌পদোপাশিতৈঃ প্রমীলৈর্হেমচিহ্নকৈঃ ।
 তটৈঃ কুমুমসদ্বর্ণৈর্গন্ধময়নাদিতৈঃ ॥ ৪
 লতালম্বৈশ্চিহ্নবস্ত্রৈর্নৈকৈর্ভূতচিহ্নৈঃ ।
 সানন্তী বহুচিহ্নৈঃ পুষ্পাটোশ্চিকৃষিতঃ ॥ ৫
 বিমলমাদ্রপানীশৈর্নৈকপ্রস্তবশৈর্ধুঃ ।
 নিকুঞ্জৈঃ কুমুমোৎকর্ষিতৈর্নৈকৈশ্চ বিভূষিতঃ ॥ ৬
 পুষ্পোদ্ভূপবাহিতৈঃ স্রবস্তীভিশ্চক্লুতঃ ।
 ক্রিয়চাচিহ্নিতৈঃ নদীভিঃ সর্ষিতম্বৈঃ ॥ ৭
 যজ্ঞগন্ধকৈর্চিহ্নিতৈর্নৈকৈঃ কন্দরোদরৈঃ ।
 শোভিতৈঃ সুধাসৈব্যাশ্চৈত্নৈর্গন্ধনস্কটৈঃ ॥ ৮
 নানাসংগগন্ধাকৌর্ভৈঃ সুপানীশৈঃ সুখাশ্রয়ৈঃ ।
 নানাপুষ্পফলোপেতৈঃ পানৈঃ সমস্কৃতঃ ॥ ৯
 তস্মিন্ শুভাশ্রয়কৌর্ভে অনেকোদরকন্দরে ।
 ত্রীড়াবনং মহেন্দ্রত সর্ষকামলৈর্ধুঃ ॥ ১০
 তত্র অদম্বরাজস্ত পানিভ্যাতবনং মহৎ ।
 প্রকাশং ত্রিগু লোকেষু গীয়তে তম্ভ্যঃ নারদম্ ॥ ১১

আছে, তাহা বর্ণিতেছি অবগত কর। পুষ্পো-
 ল্লিখিত শৈল শত শত ধাতু ও রত্নের উদ্ভবস্থান
 বলিয়া প্রসিদ্ধ । বাহার নিত্যমুদ্রণ বিবিধ পুষ্পে
 বিভূষিত, বাহা মহামণি চিত্রিত, হেমবৎশে অল-
 ক্লত, ও প্রবালচিত্রিত, বাহার কুমুম-সমাকীর্ণ তট
 মধুলোলুপ মস্ত ভ্রমরগণ সর্ষদা স্বাক্ষর করি-
 তেছে, বাহার রত্নমণ্ডিত ও পুষ্পাটো সান্ন সকল
 লতালম্বিত চিহ্ন-বিচিত্র শত শত পাতু দ্বারা
 সমাচিত, বাহার নির্ঝর জল অতিনির্ঝর ও
 সুমধুর, বাহা বিবিধ নিকুঞ্জ দ্বারা বিভূষিত, বাহা
 হইতে পুষ্পনির্মিত ভেলাশোভিত নদী সকল
 উৎপন্ন হইয়াছে, বাহার শুভা সকল চিহ্ন
 বক গন্ধসম্বলিত বিচরণযোগ্য, যাগাতে
 নানাবিধ গন্ধন বন ও নানাজাতীয় প্রাণী অবস্থান
 করিতেছে, বাহা নানাজাতীয় ফলপ্রসূ পানপে
 অলঙ্কৃত, বাহাতে কেবলমাত্র ইন্দ্রের সঙ্কলোক-
 প্রদিত মনোহর সুবৎস সর্ষকমুদ্রণ পরিচ্ছাদিত

তরুণাদিত্যসঙ্কটৈর্মহাশয়ৈর্কর্মমোহরৈঃ ।
 পুষ্পপূর্ণাভি নগপ্রশেষঃ সুদীপ্ত ইব সর্ষকঃ ॥ ১২
 সমগ্রং যোজনশতং তং গন্ধমনিলা ববৌ ।
 পারিজাতকপুষ্পাণাং মাহেন্দ্রবননিগতঃ ॥ ১৩
 বৈদূষানীশৈঃ কঃ শৈলঃ শৌবর্ণৈর্ভূতসরৈঃ ।
 স্পর্শগন্ধশ্রবণৈঃ সর্ষকৈর্ষট্‌পদনাদিতৈঃ ॥ ১৪
 ব্যাঘ্রোশাশিচৈতশ্চাপ শতপট্টকর্মমোহরৈঃ ।
 অপকটকর্মপট্টকর্মপাত্ত্রাবিভূষিতঃ ।
 বিবেকু স্তম্ভৈঃ শৌবর্ণমালভূষিতঃ ।
 পরিস্পন্দেকলা নিত্যং মা গুণঃ সহস্রণঃ ॥ ১৫
 কুর্থেচ্চানেকসংস্থ নৈর্হেমবস্ত্রপ রত্নকৈঃ ।
 চকুর্ধমশৈলৈঃ সান্নৈর্গন্ধাভি চিত্রং সমস্ততঃ ॥ ১৬
 নানাবর্ণৈশ্চ শকুনৈর্নানাত্তনকরৈঃ ।
 সুবর্ণপদ্মৈশ্চৈকৈর্ধুবিভূষিতৈর্গন্ধাভিভিঃ ॥ ১৭
 বস্ত্রপট্টৈঃ সন্দোহকৈঃ খম্পতভিঃ সমস্ততঃ ।
 তত্শেভে তবনং রম্যং সহস্রাক্ষত ধীমতঃ ॥ ১৮

বন প্রতিষ্ঠিত, বাহা মনোহর দিগন্তব্যাপিত
 পুষ্পপূর্ণগরিশোভিত, সেই পর্ষতপ্রবর শীতাত্ত
 প্রাতঃকালীন সূর্য্যের দ্বারা দীপ্তিশালী হইয়া
 সর্ষদা চতুর্দিক্ আলোকিত করিতেছে ।
 ১—১২ । মহেন্দ্রবননিগত বায় উক্ত পর্ষ-
 তের চারিপার্শ্বে শতযোজনপরিমিত স্থান
 ব্যাপিয়া পারিজাতপুষ্পের গন্ধ বিস্তার করি-
 তেছে । বাহার বৈদূষ্য মাধর্য্য দ্বারা উত্তম
 নীলবর্ণ ও সুশোভিত বহুবিধ কেশরসম্পন্ন
 উত্তম স্পর্শ ও গন্ধগুণযুক্ত এবং মধুপানমস্ত
 সন্নিহিত ভ্রমরগণে সমস্ত নিবাসিত, বাহার
 কুমুমসকল প্রকৃতিত শতদল দ্বারা মনোহর
 কাতি ধারণ করিয়াছে, সেই অপকটজাত মহা-
 পত্রশালী পট্টকর্মমোহরিত বহুবিধ বাণী উক্ত
 পর্ষতে বিদ্যমান করিতেছে । এই বাণীগুলে
 সুবর্ণমণিগণিত চকুঃস্পন্দনযুক্ত সহস্র সহস্র
 মণ্ডিত সর্ষকমুদ্রণ করিয়া থাকে । এই
 গুলে অনেকাবয়বসম্পন্ন কুর্থেচ্চ বহুবিধ বিভূ-
 ষিত হইয়া চতুর্দিকে বিচরণ করায় তাহার
 বিচিত্র শোভা সম্পাদিত হইয়াছে । দেক-
 রালের উক্ত পারিজাত বন, নানাবিধ পুষ্প ও

মন্ত্রমরসান্নৈববিহঙ্গানাক্ কুজিভেঃ ।
 নিত্যমানন্দিতবনং তস্মাৎ ক্রৌড়াবনং মহত্ ॥ ২০
 সুবর্ণপার্শ্বশ্চ নগৈর্মণিমুক্তাপুরকৃতৈঃ ।
 মণিশৃঙ্গকলাপৈশ্চ পতন্তি শ্রুতমতঃ ॥ ২১
 শাখামৃগৈশ্চ চিত্রাঙ্গৈর্নানারততনুভৈঃ ।
 নানাবর্ণপ্রকারৈশ্চ সন্তৈরুভৈঃ সমাকুলম্ ॥ ২২
 মুকুতি পুষ্পবর্ষক তত্র বাললতাশ্রমাঃ ।
 পারিজাতকপ্পাখাং মন্দমাকুতকম্পিতাঃ ॥ ২৩
 শয়নাসননির্ঘূতৈঃ স্তম্ভৈরুভৈর্বিভূষিতৈঃ ।
 বিহারভূষণস্তত্র বিজ্ঞাঃ শুক্লবনে শুভাঃ ॥ ২৪
 ন চ নীতো ন চাপ্যুফো রবিস্তত্র সমঃ সদা ।
 নিত্যমুদ্যানজ ননো মধুমধাবসন্তবঃ ॥ ২৫
 বাতি চাপ্যনিলস্তত্র নানাপুষ্পাধিবাসিতাঃ ।
 নিত্যং সঙ্গস্থখাঙ্কানী শ্রমকুমবিনাশনঃ ॥ ২৬

নানারতবিভূষিত উত্তম স্বরবিশিষ্ট, প্রমত্ত ও
 আকাশে উডডগ্ননশীল মণিসমূহ চকুবিশিষ্ট
 শকুনসমূহ দ্বারা শোভিত হওয়ায় অতি মনো-
 হর বলিয়া বোধ হয় । উক্ত বন মন্ত্রমর-
 নিনাদে ও বিহঙ্গকুঞ্জে সর্বদা আনন্দিত থাকে,
 এইজন্য দেবরাজের বিহারবন হইয়াছে ।
 সেই বন মণিমুক্তামণ্ডিত মণিময় শৃঙ্গশালী
 সুবর্ণপার্শ্ব মৃগ, শাখামৃগ ও নানাবর্ণ বিবিধ-
 জাতীয় অস্ত্রাশ্রয় প্রাণিবর্গদ্বারা সতত পরিপূর্ণ
 থাকে । সেই বনস্থ বাললতা-সমাকুলপিত পারি-
 জাত পানপগণ মন্দ মন্দ বায়ুভরে প্রকম্পিত
 হইয়া পুষ্পবর্ষণ করিয়া থাকে । হে বিজ্ঞগণ! সেই
 বিহার বনের স্থানে স্থানে বিসারিত নানাবিধ
 রত্নভূষিত শয়ন-স্থান, উপবেশন স্থান, বিহারভূমি
 ও উত্তম উত্তম দ্বার সকল বিরচিত থাকে বলিয়া,
 ইহা অতি মনোহর বলিয়া প্রতীয়মান হয় ।
 ১০—২৪। সেই স্থানে অতিশয় শীত বা
 অতিশয় গ্রীষ্ম নাই, সেখানে সৃষ্টি সতত সমান
 ভাবে কিরণ বিতরণ করেন এবং তথায় চির
 বসন্ত বিরাজমান । তাহাতে দেবরাজকে উদ্দীপিত
 করে । স্পর্শস্থখপ্রদ শ্রমকুমতিবর অনিলদেব
 সর্বদাই সেখানে পুষ্পগন্ধ বহন করিতে-
 ছেন । এই মনোহর ইন্দ্রবনে মহাপরাক্রম-

তম্মিহিল্লবনে শুভ্রে দেবদানবপন্নগাঃ ।
 যক্ষরাক্ষসগুহ্যশ্চ গন্ধর্বাশ্চামিতৌজসঃ ॥ ২৭
 বিদ্যাধরাশ্চ সিদ্ধাশ্চ কিম্বরাশ্চ মুদামৃতাঃ ।
 তথাপ্সরোগণাশ্চৈব নিত্যক্রৌড়াপরায়ণাঃ ॥ ২৮
 তস্ত পক্ষতরাজস্ত পূর্বে পার্শ্বে সমাচিতম্ ।
 কুমুদ্রং শৈলসরাজ্ঞানং নৈকনির্বাকন্দম্ ॥ ২৯
 তস্ত ধাতুবিচিত্রেষু কুটৌ বহুবিস্তরাঃ ।
 অষ্টৌ পৃথগ্ হৃদীর্ণাশ্চ দানবানাং মহাস্ত্রমাম্ ।
 বজ্রকে পক্ষিতে চাপি অনেকশিখরোদরৈঃ ॥
 উদীর্ণা রাক্ষসাবাসা নরনারীসমাকুলাঃ ॥ ৩১
 নীলকা নাম তে বোরা রাক্ষসাঃ কামরূপিণঃ ।
 তত্র ভেহভিরতা নিত্যং মহাবলপরাক্রমাঃ ॥ ৩২
 মহানীলৈষপি শৈলৈস্ত্রে পুরাণি বশ পক চ ।
 হরাননানাং বিখ্যাতাঃ কিম্বরাণাং মহাস্ত্রনাম ॥ ৩৩
 দেবসেনো মহাবাহুবর্নমস্ত্রাদয়স্তথা ।
 তত্র কিম্বররাজানো দশ পক চ পক্ষিতাঃ ॥ ৩৪
 সুবর্ণপার্শ্বঃ প্রায়েণ নানাবর্ণসমাকুলৈঃ ।

সম্পন্ন দেব, দানব, যক্ষ, পন্নগ, রাক্ষস, গুহ, গন্ধর্ব, বিদ্যাধর, সিদ্ধ, কিম্বর ও অপ্সরগণ
 আচ্ছাদনের সহিত নিয়তই ক্রৌড়া করিয়া
 থাকেন । উল্লিখিত শীতাতপ পক্ষতের পূর্ব-
 দিকে অনেক নির্বাক ও গুহাবিশিষ্ট হাবিস্ত্রুত
 কুমুদ্র পক্ষত বিদ্যমান । ইহার ধাতুবিচিত্র
 শৃঙ্গসমূহে মহাস্ত্রা দানবগণের আলোকময়ী
 আটটি শৃঙ্গমুক্ত পুরী বিরাজমান । অনেক
 শিখরশালী বজ্রক পক্ষিতে রাক্ষসগণের নিবাস-
 যোগ্য আলোকময়ী, কতকগুলি পুরী বিরাজিত
 আছে । ইহাতে রাক্ষসজাতীয় অনেক স্ত্রী ও
 পুরুষ বাস করিয়া থাকে । উক্ত পুরীই রাক্ষস-
 গণ নীলক নামে পরিচিত । ইহারা অতি ভয়ানক
 এবং যখন বৈরুপ ইচ্ছা, তখন সেইরূপ রূপই
 ধারণ করিতে পারে । এই মহাবল পরাক্রান্ত
 রাক্ষসেরা সর্বদা উক্ত পুরীতে বিহারাদি করিয়া
 থাকে । মহানীল পক্ষিতে পঞ্চদশী পুরী বিরাজ-
 মান, মহাস্ত্রা অধবলন কিম্বরগণ এই পঞ্চদশ
 পুরীতে বাস করিয়া থাকেন । এই পঞ্চদশ পুরীতে
 গর্জিত কিম্বরজাতীয় সুবর্ণপার্শ্ব পঞ্চদশ জন

বিলম্ববেশৈর্নগরৈঃ শৈলৈঃ সোভ্যমানতঃ ॥ ৩৫ ॥
 সুদারুণা দৃষ্টিবিষা মহাকোপা দুর্দাসাঃ ।
 মহোরগশতান্ত্রস্ত সুপর্ণবংশবর্তিনঃ ॥ ৩৬ ॥
 সুনাগেহপি মহাশৈলে দৈত্যাবাসাঃ সহস্রশঃ ।
 হস্ত্যপ্রানাদকলিলাঃ প্রাণ্ডপ্রাকারভোরনাঃ ॥ ৩৭ ॥
 বেণুমতি মহাশৈলে বিদ্যাধরপুত্রতম্ ।
 ত্রিশদুযোজ্যবিস্তৃণেৎ পঞ্চাশদুযোজনায়তনম্ ॥ ৩৮ ॥
 উলুকে রোমশচৈব মহানৈত্র্যে বীৰ্যবান ।
 বিদ্যাধরবরান্ত্রস্ত শক্রতুলাপরাক্রমাঃ ॥ ৩৯ ॥
 করঞ্জৈ শৈলবৃষতে মহানিবারকন্দরে ।
 মহোচ্চশৃঙ্গে রুচিরে রত্নধাতুবিচিত্রিতৈঃ ॥ ৪০ ॥
 তত্রান্ত্রে গারুড়িনিত্যং উবগাচ্ছিন্নরাসদঃ ।
 মহাবায়ুজবশচণ্ডঃ সূত্রীবো নাম বীৰ্যবান্ ॥ ৪১ ॥
 মহাপ্রমথৈবিক্রোভৈর্মগাবলপরাক্রমৈঃ ।
 স শৈলো হাবৃতঃ সর্ষে পক্ষিভিঃ পন্নগারিভিঃ ॥

রাজা আছেন। এই মহানীল পর্বত নানাবর্ণ
 বিচিত্র অশ্ববদন কিম্বর্যাবিষ্ঠিত, বিল দ্বারা প্রবেশ
 যোগ্য ও পঞ্চদশ পুরী দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া
 সর্ষদা অবস্থান করিতেছেন। যাহাদের
 দৃষ্টিতে বিষ এবং যাহারা গরুড়ের বশবস্তী,
 সেই অতিক্রোধী দুর্দ্বৈ শতসংখ্যক সর্প এই
 পর্বতে বাস করে। সুনাগ শৈলে অনেকগুলি
 হস্ত্য ও প্রাসাদসমষ্টিতে দৈত্যপুরী বিদ্যমান;
 সেই পুরীগুলি অত্যুচ্চ প্রাচীর দ্বারা আবৃত
 হওয়ায় তাহাতে সাধারণ প্রাণিবর্গ প্রবেশ
 করিতে পারে না ২৫—৩৭। বেণুমান
 পর্বতে ত্রিশযোজন বিস্তৃত ও পঞ্চাশযোজন
 দীর্ঘ তিনটি বিদ্যাধরপুরী বিরাজমান। তাহাতে
 ইন্দ্রতুলা পরাক্রমী উলুক রোমশ ও
 মহানৈত্র্য নামে তিনজন বিদ্যাধর রাজা বিদ্যা-
 মান। পক্ষিবর করঞ্জের বিবিধ স্তম্ভ-
 নিবার ও কন্দর-পারিশোভিত রত্নধাতুচিত্রিত
 মনোরম উচ্চতর শৃঙ্গে সত্য সর্পবিনাশোদ্যত
 দুর্দ্বৈ সূত্রীব অবস্থান করে। এই সূত্রীব
 পুত্র ও বাণতুলা শক্রগমনশীল এই
 অস্ত্র অতিশয় বীৰ্যবান বলিয়া প্রসিদ্ধ।
 উক্ত পর্বত মহাবল পরাক্রান্ত ভুলবিনাশী

করঞ্জোন্তঃতো নিত্যং সাক্ষতপতিঃ প্রভুঃ ।
 বৃষভাকো মহাদেবঃ শকরো যোগিনাং প্রভুঃ ॥ ৪৩ ॥
 নানাবেশধরৈর্ভূতৈঃ শ্রমধৈশ্চ দুর্দাসনৈঃ ।
 করঞ্জে সানবঃ সর্ষে হাবকীর্গাঃ সমন্ততঃ ॥ ৪৪ ॥
 বহুধারে বহুমতাং বহুলামমিতৌজসাম্ ।
 অষ্টাবারতনাত্মাহঃ পুঞ্জিতানি মহাস্তম্ভিঃ ॥ ৪৫ ॥
 রত্নধাতো গিরিবরে সপ্তর্ষীনাং মহাস্তনাম্ ।
 সপ্তপ্রমাণি পূর্ণ্যানি সিদ্ধাবাসযুতানি চ ॥ ৪৬ ॥
 মহাপ্রজাপতেঃ স্থানং হেমশৃঙ্গে নগোত্তমৈঃ ।
 চতুর্শৃঙ্গস্ত দেবস্ত সর্ষভূতনমস্কৃতম্ ॥ ৪৭ ॥
 গম্ভশৈলে ভগবতো নানাতুতগণারতাঃ ।
 রুদ্রাঃ প্রমুদিতা নিত্যং সর্ষভূতনমস্কৃতাঃ ॥ ৪৮ ॥
 সূমেবে ধাতুচিত্রাতো শৈলেন্দ্রে মেবসন্নিভে ।
 নৈকোদরদরীবপ্রশিন্ধুঃ ক্রপশোভিতে ॥ ৪৯ ॥
 আদিত্যানাং বহুলাক রুদ্রাণ্যাকাশমিতৌজসাম্ ।
 তত্রায়তনবিজ্ঞাসা রম্যাচ্চাধিনয়োরপি ॥ ৫০ ॥
 স্থানানি মিষ্টদৈবানাং স্থাপিতানি নগোত্তমৈঃ ।
 তত্র পূজাপরা নিত্যং যক্ষগন্ধর্ষকিম্বরাঃ ॥ ৫১ ॥

পক্ষিসমূহ দ্বারা সর্ষদা পরিপূর্ণ। করঞ্জ পর্ব-
 তের উত্তরদিকে ভূতপতি যোগিবর বৃষভাবান
 শকর মহাদেব সত্য অবস্থান করেন। এই
 করঞ্জ পর্বতের প্রান্তভূমিতে দুর্দ্বৈ ভূত ও
 প্রমথগণ নানাবিধ বেশ ধারণপূর্বক
 সর্ষদা বিচরণ করিয়া থাকে। বহুধার-
 পর্বতে অমিততেজা সমৃদ্ধিসম্পন্ন
 মহাস্তা অষ্টবহুর অতিপবিত্র অষ্ট বাসস্থান
 বিদ্যমান। রত্নধাতুপর্বতে মহাস্তা সপ্তর্ষি-
 গণের পূর্ণাঙ্গ সাতী আশ্রয় ও কতগুলি
 সিদ্ধনিবাস বিদ্যমান আছে। নগোত্তম হেম-
 শৃঙ্গ পর্বতে চতুর্শৃঙ্গ ব্রহ্মার সর্ষলোকপুত্রিত
 বাসস্থান প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। গম্ভশৈলে সর্ষ
 প্রাণিনমস্কৃত ভগবান রুদ্রদেবগণ বহুবিধ ভূত-
 যোনির সহিত আনন্দে অবস্থান করিতেছেন।
 বিবিধ ধাতুচিত্রিত, বহুতর গুহা, নিহুস্ত ও সাহু-
 শালী মেঘাকার সূমেব শৈলে অমিততেজা
 আদিত্য, বহু, রুদ্র ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের রম-
 য়ী গৃহ সকল সিদ্ধগণ কর্তৃক স্থাপিত হইয়া

গন্ধৰ্বনগরী ক্ষীতা হেমকক্ষে নগোন্তমে ।
 অশীতামরপূর্ণ্যভা মহাপ্রাকারতোষণা ॥ ৫২
 সিদ্ধা হপন্তনা নাম গন্ধৰ্বা যুদ্ধশালিনঃ ।
 যেমামধিপতির্দেবো রাজরাজঃ কপিঞ্জলঃ ॥ ৫৩
 অনলে রাক্ষসাবাসাঃ পক্কুটেহপি দানবাঃ ।
 উর্জ্জ্বিতা দেবরিপবো মহাবলপরাক্রমাঃ ॥ ৫৪
 শতশৃঙ্গ পুরশতং যক্ষাণামভিভোজসাম্ ।
 তাত্রাভে কাজবেরস্ত তক্ষকস্ত পুরোক্তমম্ ॥ ৫৫
 বিশাখে পর্কতেশ্রেষ্ঠে নৈকবপ্রদরীকৃতে ।
 গুহানিরভবাসস্ত গুহত্রায়তনং মহৎ ॥ ৫৬
 খেতোদরে মহাশৈলে মহাভবনমস্তিতে ।
 পুরং গরুড়পুত্রস্ত সুনাতস্ত মহাজনঃ ॥ ৫৭
 পিশাচকে গিরিবরে হস্ত্যাশ্রাসাদমস্তিতম্ ।
 যক্ষগন্ধৰ্বচরিতং কুবেরভবনং মহৎ ॥ ৫৮
 হরিকুটে হরির্দেবঃ সর্কভূতনমস্তুতঃ ।

শোভা পাইতেছে । সেখানে উক্ত দেবপূজা-
 পরায়ণ যক্ষ, গন্ধৰ্ব ও কিম্বরগণ সতত বাস
 করিয়া থাকেন । হেমকক্ষ পর্কতে উচ্চতর
 প্রাচীর ও তোরণশালী দেবপুরীসদৃশ মহা-
 সমৃদ্ধিসম্পন্ন অশীতিসংখ্যক গন্ধৰ্বনগরী বিদ্যা-
 মান । এইস্থানে যুদ্ধবশাদয় গন্ধৰ্ব ও অপস্রন
 নামক কতকগুলি সিদ্ধ বাস করেন ; রাজ-
 শ্রেষ্ঠ কপিঞ্জল ইহাদের অধিপতি । অনল
 পর্কতে রাক্ষসগণ এবং পক্কুট পর্কতে দেব-
 রিপু মহাবলপরাক্রম উদ্ধৃষ্ট দানবগণ অবস্থান
 করিয়া থাকে । শতশৃঙ্গ পর্কতে অমিততেজা
 যক্ষগণের একশত পুরী এবং তাত্রাভ পর্কতে
 বক্রতনয় তক্ষকের মনোহর পুরী বিরাজমান ।
 অনেক গুহা ও সানুবিধিষ্ট বিশাখ পর্কতে
 গুহানিবাসপ্রিয় গুহের স্তমহৎ নিবাসস্থান
 বিদ্যমান । উত্তমগৃহপরিশোভিত খেতোদর
 শৈলে গরুড়পুত্র মহাত্মা সুনাতের বাসস্থান
 নির্দিষ্ট রহিয়াছে । পিশাচক পর্কতে ইষ্টকমর
 প্রাসাদ-পারশোভিত কুবেরালয় প্রতিষ্ঠিত আছে ।
 এখানে অনেক যক্ষ ও গন্ধৰ্ব বাস করিয়া
 থাকে । হরিকুট পর্কতে সর্কলোকবান্দিও
 বহুকাশ হরি অবস্থান করেন । হরির

প্রভাবাস্ত্র শৈলোহমৌ মহাদীপ্তিঃ প্রকাশতে ॥
 কুমুদে কিম্বরাবাসা অঞ্জনে চ মহোরগাঃ ।
 কৃষ্ণে গন্ধৰ্বনগরা মহাভবনশালিনঃ ॥ ৬০
 পাতুরে চাক্রশিখরে মহাপ্রাকারতোরণে ।
 বিদ্যাধরপুরং তত্র মহাভবনশালিনম্ ॥ ৬১
 সহস্রশিখরে শৈলে দৈত্যানামুগ্রকর্ষণাম্ ।
 পুরাণি সমুদৌর্গাণাং সহস্রং হেমমালিনাম্ ॥ ৬২
 মুকুটে পরগাবাসা অনেকাঃ পর্কতোহমাঃ ।
 পুষ্পকে বৈ মুনীগণা নিত্যমেব মুদাযুতাঃ ॥ ৬৩
 বৈবস্বতস্ত সোমস্ত বায়োর্নাগাধিপস্ত চ ।
 সূপক্ষে পর্কতবরে চত্বাধ্যায়তনানি চ ॥ ৬৪
 গন্ধর্কৈঃ কিম্বরৈর্বৈকৈর্নৈগৈর্বিদ্যাধরোত্তমৈঃ ।
 সিদ্ধৈহি তেষু স্থানেষু নিত্যমিজ্যা প্রযুক্ত্যতে ॥ ৬৫

ইতি ব্রহ্মাণ্ড মহাপুরাণে ভুবনবিজ্ঞানো নাম
 একচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪১ ॥

ভোজঃপ্রভাবে উক্ত পর্কত অত্যন্ত দীপ্তিসম্পন্ন
 বলিয়া অনুভূত হয় । কুমুদ পর্কতে কিম্বর,
 অঞ্জন পর্কতে মহাসর্প ও কৃষ্ণ পর্কতে গন্ধৰ্ব-
 গণের উত্তম গৃহশোভিত বাসস্থান নির্দিষ্ট
 রহিয়াছে । মহাপ্রাচীর ও তোরণাবৃত মনো-
 হর শিখরশালী পাতুর পর্কতে বিদ্যাধরগণের
 গৃহশ্রেণীরাজিত পুরী আছে । সহস্রশিখর-
 পর্কতে হেমমালাধারী উগ্রকর্ষা বলোদ্ধৃষ্ট দৈত্য-
 গণের এক সহস্র পুরী বিদ্যমান । মুকুট
 পর্কতে অনেকগুলি সর্পনিবাস আছে, ইহা
 দ্বারা সেই পর্কত অতি সুশোভিত বলিয়া
 অনুভূত হইয়া থাকে । পুষ্পক পর্কতে মুনি-
 গণ সর্কদা পরমানন্দে বাস করেন । সূপক্ষ
 পর্কতে বৈবস্বত, সোম, বায়ু ও নাগাধিপতির
 চারিটি পুরী বিরাজমান । এই সকল স্থানে
 থাকিয়া গন্ধৰ্ব, কিম্বর, যক্ষ, নাগ, বিদ্যাধর
 ও সিদ্ধগণ স্ব স্ব দেবতার পূজা করিয়া
 থাকেন । ৩৮—৬৫ ।

একচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪১ ॥

বিচহারিংশোঃ অধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

মধ্যাপার্কতে স্ত্রে দেবকুটে নিবেদ্যত ।
বিস্তীর্ণে মধ্যমে তত্র কুটে গিরিবরত্ৰ হ ॥ ১ ॥
সমস্তাদ্যোজনশতং মহাবনমন্তিতম্ ।
অম্বকৈঃ স্বপ্নপত্র বৈনতেষু ধীমতঃ ॥ ২ ॥
নৈকৈর্মহাপক্ষিগণৈর্গারুড়ৈঃ শীঘ্রবিক্রমৈঃ ।
সম্পূর্ণবীর্ঘ্যসম্পূর্ণৈর্দৈর্ঘ্যনৈরুদগারিভিঃ ॥ ৩ ॥
পক্ষিরাভ্যস্ত ভবনং প্রথমং তস্যহাস্তনঃ ।
মহাবায়ু প্রবেগস্ত শাস্ত্রিণীপনিবাসিনঃ ॥ ৪ ॥
ওস্তৈব চাক্রমূর্ধ্ব কুটেষু চ মহাক্ষিণ ।
দক্ষিণেষু বিচিত্রেষু সপ্তস্বপি তু শোভিনঃ ॥ ৫ ॥
সম্ভাভাভাঃ সমুদিতা কল্পপ্রাকারতোরণাঃ ।
মহাভবনমালাভিঃ শোভিতা দেবনির্মিতাঃ ॥ ৬ ॥
ত্রিশদ্যোজনবিস্তীর্ণাশ্চত্বারিংশস্তমায়তনঃ ।
সপ্ত গন্ধর্ব্বনগরী নবনারীসমাকুলাঃ ॥ ৭ ॥

বিচহারিংশ অধ্যায় ।

সূত বলিলেন, হে ঋষিগণ! অধুনা
তুমুহু শৈলের মধ্যাঙ্গা নামক স্তম্ভবর্ণ দেবকুট
পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তিশিখরে যে সকল নগরাদি
আছে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। এই
দেবকুট পর্ব্বতের মধ্যে বৃহত্তর গৃহাদি
শোভিত এক মনোহর স্থান আছে; তাহার
চারিপার্শ্বের পরিধি শতযোজন। এই স্থানে
বিনতানন্দন ধীমান্ গরুড়ের জন্ম হইয়া-
ছিল। এখানে শাস্ত্রিণীপনিবাসী মহা-
বেগশালী মহাস্ত্রা গরুড় মহাবল পরাক্রান্ত স্বীয়
বংশধরগণের সহিত অবস্থান করিয়া থাকেন।
এই দেবকুটের শীর্ষস্থানীয় দক্ষিণদিকৃস্থিত উচ্চ-
তর সপ্ত মহাপ্রাঙ্গের ত্রিশযোজন বিস্তৃত চরিত্র
যোজন দীর্ঘ সাতটী গন্ধর্ব্বনগরী বিদ্যমান।
এই সকল নগরী স্বর্ণময় প্রাচীর ও তোরণে
পরিবৃত, এইজন্য ইহাকে দেখিলে সন্ধ্যাকালীন
গন্ধনের ভ্রাস মনে হয়। সেই সকল পুরীই
দেবনির্মিত। তাহাতে অনেক স্ত্রী ও পুরুষ
বাস করে। উল্লিখিত সপ্তপুরীতে যে সকল

আশ্রয় নাম গন্ধর্ব্বা মহাবলপরাক্রমাঃ ।
কুবেরাচুচরা দীপ্তাশ্বেষাং তে ভবনোত্তমাঃ ॥ ৮ ॥
তত্র চোত্তরকুটেষু ভর্ত্তরস্ত মহাগিরিঃ ।
হর্ষ্যপ্রাসাদবন্ধক উদ্যানবনশোভিতম্ ॥ ৯ ॥
পুরমাসীবিবৈমঃ পূর্ব্বং মহাপ্রাকারতোরণম্ ।
বাদিত্রশতনির্ব্বোধৈর্নাদিতং ভবনান্তরম্ ॥ ১০ ॥
দুস্ত্রানহমমিত্রাণাং ত্রিশদ্যোজনমন্তলম্ ।
নগরং সৈংহিকেশ্বানামুদীর্ণং দেববিধিষম্ ।
সিক্কদেববিচরিতে দেবকুটে নিবেদ্যত ॥ ১১ ॥
ধিত্যয়ে বিজ্ঞানাদীনা মধ্যাপার্কতে স্ত্রে ।
মহাভবনমালাভির্নানাবর্ণাভিরাবৃতম্ ॥ ১২ ॥
স্বর্ণমণিচিত্রাভিরনেকাভিরসম্বৃতম্ ।
বিশালরথ্যং দুর্দ্ধবং নিত্যং প্রমুদিতং শিবম্ ॥ ১৩ ॥
নবনারীগণাকীর্ণং প্রাংস্তপ্রাকারতোরণম্ ।
যষ্টিযোজনবিস্তীর্ণং শতযোজনমায়তম্ ।
নগরং কালকেয়ানামমুরাণাং দুঃসদম্ ॥ ১৪ ॥
দেবকুটতে রম্যে সন্নিবিষ্টং সুহর্জয়ম্ ।
মহাভট্টসংস্কারং স্থানসন্নিব বিক্রমম্ ॥ ১৫ ॥

মহাবলপরাক্রান্ত গন্ধর্ব্ব বাস করে, তাহারা
আশ্রয় নামে প্রসিদ্ধ এবং সকলেই যক্ষরাজ
কুবেরের অমুগত। ঐ সপ্তপুরীর উত্তরদিকে
যে শৃঙ্গ বিরাজমান, তাহাতে বাবধ প্রাসাদ ও
উদ্যানশোভিত, উচ্চতর প্রাচীরাদিপরিবৃত
বিষম বিষধরময় ত্রিশযোজন পরিধিবিশিষ্ট এক
নগর বিদ্যমান। এখানে ভবন-সমূহ শত শত
বাদিত্র শত প্রান্তরান্বিত হইয়া থাকে। এই
ধনেন্দ্রি রিপুগণের দুঃসহ সিংহিতাতনয়গণ বাস
করে। হে ঋষিগণ! এই দেবকুট শৈলে
আরও অনেক সিদ্ধ ও দেবাসুরগণ বাস করিয়া
থাকেন। ১—১১। হে বিজ্ঞশ্রেষ্ঠগণ! বিস্তার
মধ্যাপার্কতে হুদ্রাভা কালকের অমুরগণের
এক পুরী আছে। ঐ পুরী স্বর্ণ ও গন্ধবারা
বিবিধবর্ণে চিত্রিত, উচ্চতর প্রাচীরাদি সমাবৃত,
বিস্তৃত পথবিশিষ্ট, মানাবিধ নবনারী-পরিপূর্ণ
যষ্টি যোজন বিস্তৃত ও শতযোজন দীর্ঘ।
এই পুরী অতি মনোহর, অনেক এবং দেব-
কুটের সন্নিবিষ্ট ইহা যোবের ভ্রাস স্থানস্বর্ণ

তন্ত্ৰৈব দক্ষিণে কুটে ত্রিংশদ্বৈজনবিস্তরম্ ।
 দ্বিষষ্টিষোজনায়ামং হেমপ্রাকারভোরণম্ ॥ ১৬
 ছষ্টপৃষ্ঠাবলিপ্তানামাশাসাঃ কামরূপিণম্ ।
 উৎকটানাম্ প্রমুদিতা রাক্ষসানাম্ মহাপুরম্ ॥ ১৭
 মধ্যমে তু মহাকূটে শ্বেবকূটস্ত বৈ গিরেঃ ।
 সুবর্ণমণিপাৰ্শ্বশ্চৈব চত্বরেঃ শ্ৰুতভৈঃ ॥ ১৮
 শাখাশতং হস্তান্যৈর্নৈকং আরোহসমাহুলম্ ।
 স্নিগ্ধপৰ্ণমহামূলমনেকশৃঙ্গবাহনম্ ॥ ১৯
 রম্যং হবিরলমায়ং দশষোজনমণ্ডলম্ ।
 তত্র ভূতবটং নাম নানাত্তগণালয়ম্ ॥ ২০
 মহাদেবস্ত প্রথিতং ত্র্যমকং মহাস্থনঃ ।
 দীপ্তমায়তনং তত্র সৰ্গলোকেষু বিষ্ণুতম্ ॥ ২১
 বরাহপুঙ্গবসিংহকর্ণাদীলকভক্তননৈঃ ।
 গৃধ্রোল্লংঘ্যৈশ্চৈব মেঘোদ্ভাসমহামুখৈঃ ॥ ২২
 কমঠৈর্বিবকটৈঃ সূৰ্য্যৈর্লক্ষ্যকেশতনুহুতৈঃ ।
 নানাবর্ণাকৃতিধরৈর্নানাসংস্থানসংস্থিতৈঃ ॥ ২৩
 দীপ্তপুৰনৈকৈরুদ্রাশ্চৈব ভূতৈরুগ্রপরাক্রমৈঃ ।
 অশূচ্যমভবন্নিত্যং মহাপারিষদৈশ্চ ॥ ২৪
 তত্র ভূতপতেভূতা নিত্যং পুজ্যং প্রযুক্তং ।

এবং স্থানস নামে পরিচিত। দ্বিতীয় মধ্যাদা
 পৰ্ব্বতের দক্ষিণগ্ৰে কামরূপী ছষ্ট, পৃষ্ঠ,
 হৃদ্ব ও গর্ভিত রাক্ষসগণের ত্রিংশদ্বৈজন
 বিস্তৃত, দ্বিষষ্টি ষোজন দীর্ঘ, প্রাক্টর ও ভোরণা-
 ষিত অতি আনন্দজনক পুরী বিদ্যমান। যাহার
 সুবর্ণ ও মণিময় মনোহর পৰ্বণ্ডলি অতিশয়
 স্নিগ্ধ এবং যাহার লক্ষাধিক শাখায় চতুর্দিকে
 দশষোজন পরিমিত স্থান অবিস্ত্রিত ছায়াবৃত,
 সেই মহামূল, মহাস্থক ও অনেক আরোহসম্পন্ন
 ভূতবট নামক মহারাক্ষ দেবকূট শৈলের মধ্যম
 শৃঙ্গে অবস্থিত। উক্ত বৃক্ষে বহুবিধ ভূতগণ
 বাস করে। এই ভূতবট বৃক্ষের নিকটেই
 মহাত্মা ত্র্যমক মহাদেবের সৰ্গলোকপ্রসিদ্ধ
 দীপ্তিমান আশ্রম প্রতিষ্ঠিত। ১২—২১। এই
 স্থানে বরাহ, গজ, সিংহ, ওষ্ক, ব্যাঘ্র, কব্জ,
 গৃধ্র, উলুঙ্গ, মেঘ, উষ্ট্র এবং অজমুখবাহী দীর্ঘ-
 কেশী বিকটানন নানাকৃতি প্রাণিগণ বাস করে।
 এই স্থান কখনও ভূতবিবাহিত হয় না, এখানে

বাকটৈঃ শম্বপটৈর্ভেদৈর্ভৌতি তমগোমুখৈঃ ॥ ২৫
 রশ্মিতালসিতোক্ষ্মীতৈর্নিত্যং বলিবিবর্জিতৈঃ ।
 বিস্মৃজ্জিতশতৈস্তত্ত্ব মুদাযুক্তা গণেশ্বরঃ ॥ ২৬
 শ্রীতাঃ পুরানিপ্রমথাস্তত্র ক্রীড়াপরাঃ সপা ।
 সিন্ধুগেখাধিনকক্ষয়কনাগেন্দ্রপুঞ্জিতঃ ।
 স্থানে তস্মিন্মহাদেবঃ সাক্ষাৎলোকশিবঃ শিবঃ ॥ ২৭
 ইতি মহাপুরণে ব্রহ্মাণ্ডে ভুবনবিজ্ঞানো নাম
 ত্রিচহারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪২

ত্রিচহারিংশোহধ্যায়ঃ ।

হৃত উবাচ ।

বিবিক্তচারুশিখরং যত্র তচ্ছ্রদ্ধাবর্জসমু ।
 কৈলাসং দেবভক্তান্যামগয়ং সুকৃতান্তনাম্ ॥ ১
 তস্ত কূটতটে রম্যে মধ্যমে কুন্দসহিতে ।
 যোজনানাম্ শতং রম্যং পকাশত উদায়তম্ ॥ ২

ভূতগণ অতীব পরাক্রমশালী। অত্রত্য ভূত-
 গণ সৰ্গলোকাবতার প্রভৃতি বান্যবান ও সুমধুর
 সঙ্গীতে ভূতপতি মহাদেবের পূজা করিয়া
 থাকে। এই পূজায় কোনরূপ বলিপ্রদান
 করা হয় না। ভূতগণ যখন পূজাতে স্তুতিপাঠ
 করিতে থাকে, তখন বজ্রধারিণী তার শব্দ অসু-
 ভূত হয়। ত্রিপুরারিণী সেই প্রমথগণ এখানে
 আফ্রাদের সহিত সতত নানাবিধ ক্রীড়া
 করিয়া থাকে। সিন্ধু, গন্ধক, দেবর্ষি, বক্ষ ও
 নাপ্রশ্বেষ্ঠগণ সৰ্গলোকা। সেই লোকমহলজনক
 মহাদেবের পূজা করিয়া থাকেন। ২২—২৭।

ত্রিচহারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪২ ॥

ত্রিচহারিংশ অধ্যায়ঃ ।

হৃত বলিলেন, পূর্বেজ্জিহ্বিত শম্বসদৃশ, বন্যা-
 কার কৈলাসশৈলে সংকর্যশীল দেবভক্তগণের
 আগয়; ইহার পরস্পর অনন্তর্য অবস্থিত
 শিখরগুলি অতিশয় মনোহর। উক্ত কৈলাস
 শৈলের শতষোজন দীর্ঘ, কুন্দসুসমসদৃশ ধবলা

সুবর্ণমণিচিত্রাতিব্রজে কান্তিরসকৃতম্ ।
 মহাভবনমালাভির্ভূষিতং নৈকবিক্রমম্ ॥ ৩
 ধনাধ্যক্ষস্ত দেবস্ত কুবেরস্ত মহাস্থনঃ ।
 নগরং তদনারুধ্যমুক্তিযুক্তং মুদামুতম্ ॥ ৪
 তস্ত মধ্যে সভা রম্যা নানাকনকমণ্ডিতা ।
 বিপুলা নাম দিখ্যাতা বিপুলকল্পতোরণা ॥ ৫
 তস্ত তৎ পুষ্পকং নাম নানারত্ন বিভূষিতম্ ।
 মহাবিমানং রুচিরং সৰ্ব্বকামগুণৈর্ভূতম্ ॥ ৬
 মনোজবং কামগমং হেমজালবিভূষিতম্ ।
 বাহনং যক্ষরাজস্ত কুবেরস্ত মহাস্থনঃ ॥ ৭
 তত্রৈকপিত্তলো দেবো মহাদেবসংখ্যঃ স্বরম্ ॥
 বসতি স্য স বক্ষ্যন্তঃ সৰ্ব্বভূতনমস্কৃতঃ ॥ ৮
 তত্রাপ্সরোগণৈর্ধ্বৈকগণৈর্ষৈঃ সিদ্ধচারৈঃ ॥
 বসতি স্য মহাস্রাসৌ কুবেরো দেবসম্ভবঃ ॥ ৯
 তস্ত পূৰ্ব্ববাহুদ্বয়ো তথা মকরকচ্ছপৌ ।
 মুকুন্দঃ শৰ্ম্মা নৌগণ্ড নন্দনো নিধিসম্ভবাঃ ॥ ১০
 অষ্টাষোড়শকল্পা দিব্যা ধেনুশ্চ মহাস্থনঃ ।
 মহামিবরস্তুষ্টিস্তি সভায়াম্ তস্ত সঙ্করাঃ ॥ ১১

কার মনোহর মধ্যম শৃঙ্গে ধনাধ্যক্ষ মহাস্রাস্ত্র
 কুবেরের সুবর্ণমণিচিত্রিত সুবৃহৎ ভবনভ্রমণী
 ভূষিত । পকাশযোজন দীর্ঘ ও অতিবিস্তৃত
 সুবর্জনক অতিসমৃদ্ধিসম্পন্ন নগর অবস্থিত
 আছে । তন্মধ্যে বৃহত্তর তন্ত ও তোরণশালী
 বিবিধ স্বর্ণাদিভূষিত এক মনোহারিণী সভা
 আছে । এই সভা বিপুলা নামে অভিহিত
 হইয়া থাকে । সেখানে যক্ষরাজ কুবেরের
 নানারত্নরাজিত পুষ্পক নামক মনোহর মহা-
 বিমান বিদ্যমান । সেই বিমান ইচ্ছানুসারে
 মনের জায় নীচ গমন করিতে পারে । পূর্বে-
 র্নিখিত বিপুলা সভায় প্রাণিগণপুঞ্জিত যক্ষরাজ
 একপিত্তল অবস্থান করেন ; তিনি মহাদেবের
 সখা বলিয়া প্রসিদ্ধ । উক্ত সভাতেই দেবপ্রবর
 মহাস্রাস্ত্র কুবের বহুবিধ যক্ষ, গন্ধর্ষ, অপর,া,
 সিদ্ধ ও চারুদ্রগণের সহিত অবস্থান করেন ।
 মহাস্রাস্ত্র ধেনবর কুবেরের পক্ষ, মহাপক্ষ, মকর,
 যক্ষপ, মুকুন্দ, শৰ্ম্মা, নীল ও নন্দন নামে আটটি

তথেষ্টাধিবাহনানাং দেশানাংকাপ্সরোগণৈঃ ।
 তেষাং কৈলাস আবাসো যত্র যক্ষপ্রবরঃ প্রভুঃ ॥১২
 কৃত্য পূৰ্ব্বমুপস্থানং যক্ষেন্দ্রস্ত মহাস্থনঃ ।
 পশ্চাৎগচ্ছতি যে তেষাং বিহিতঃ পরিচারকাঃ ॥
 তত্র মন্দাকিনী নাম স্থায়া বিপুলোদগা ॥
 সুবর্ণমণিসোপানা নানাপুষ্পোৎকতোৎকটা ॥১৩
 জাম্বুনগময়ৈঃ পট্টৈর্গন্ধস্পর্শগুণাবিভৈঃ ।
 নীলবৈদূৰ্য্যপট্টৈশ্চ গন্ধোপেতের্মহোৎপলৈঃ ॥১৪
 তথাহুমুদখণ্ডৈশ্চ মহাপট্টৈরলঙ্কিতা ।
 যক্ষগন্ধর্ষিনাৱাত্তরপরেতিশ্চ শোভিতা ॥ ১৫
 দেবদানবগন্ধর্ষৈর্ষকরাংকসকিরৈঃ ।
 উপস্পৃষ্টজলা রম্যা বাপী মন্দাকিনী তথা ॥১৬
 তথা হলকনক্যা চ নন্দা চ সরিতাবধরা ॥

নিধি সেই সভায় আছে । ১—১১ । যেখানে
 ধেনবর কুবেরের আবাস স্থান, সেই কৈলাস
 শৈলে ইন্দ্রাদি দিকপাল ও অপরগণ অবস্থান
 করিয়া থাকেন । সৰ্ব্বপূৰ্ব্বদিকে যক্ষপ্রবর
 কুবেরের আলয়, তৎপশ্চিমে তাহার পরি-
 চারকদিগের আবাস স্থান নির্দিষ্ট আছে । ফল
 কথা, নিজ নিজ প্রভু ও প্রভুর পশ্চিমদিকে
 সকল পরিচারকেরই আশ্রম প্রতিষ্ঠিত রহি-
 য়াছে । কৈলাস শৈলে অনেক পুষ্পপরি-
 শোভিত প্রভূতজলা মন্দাকিনী গঙ্গা আছে, ব,
 তাহাতে অবতরণ করিবার সোপানসকল স্বর্ণ-
 দিগ্ধিত । এই মন্দাকিনীতে যে সকল পক্ষ
 আছে, সেগুলি জাম্বুন পল্লব প্রায় উত্তম গন্ধ
 ও স্পর্শশালী । এই মন্দাকিনী নীল ও
 বৈদূৰ্য্যমণি ভূষা বর্ণ ও দিগ্ধ গন্ধসম্পন্ন হুমুদ
 ষাৱা অলঙ্কৃত হওয়ায় যক্ষগন্ধর্ষরসী ও
 অমরাস্রমাগণ নিরন্তর তাহাতে ক্রীড়া করিয়া
 থাকেন । এই কৈলাস শৈলে একটা বাপী
 আছে । দেব দানব, গন্ধর্ষ, যক্ষ, রাক্ষস ও
 পরগণ সেই বাপীর জল এবং মন্দাকিনীর
 পবিত্র পঙ্কজ সলিল স্পর্শ করিয়া আপনাকে
 অতি পবিত্র বলিয়া বোধ করেন । এখানে
 মন্দাকিনীর জায় পবিত্রসলিল অসকলিন্দা ও
 নন্দা নামে কেরাধিবসেবিত আরও দুইটা

এতৈরেব শুভৈর্নৃত্যৈঃ নন্দ্য। দেবর্ষিসেবিতাঃ ॥১৮
তন্ত্ৰৈব শৈলরাজস্ত পূর্বে কুটপরিষ্কৃত্যঃ ।
সহস্রযোজনায় মাদ্বিশদযোজনবিস্তরাঃ ॥ ১৯
দশগর্ভনগরঃ সমৃদ্ধা। পরয়া যুতাঃ ।
মহাভবনমালাভিরনেকাভির্বিভূষিতাঃ ॥ ২০
সুবাহুরিকেশাদ্যাশ্চিত্রসেনজরাদয়ঃ ।
দশ গর্ভরাজনো দীপ্তবাহুপরাক্রমাঃ ॥ ২১
তন্ত্ৰৈব পশ্চিমে কুটে কুন্দেন্দ্রসদৃশপ্রভে ।
নানাবাতুশতৈশ্চিত্রৈঃ সিদ্ধদেবর্ষিসেবিতৈঃ ॥ ২২
অশীতিযোজনায়ামং চত্বাংশং প্রবিস্তরম্ ।
একেক্যক্ৰত্বনং মহাভবনমাপিনম্ ॥ ২৩
মহাযকালয়গুহ্যত্রিশদচানি মে শৃণু ।
মুদ্রাং পরমর্দী চ সংযুক্তানি সমন্ততঃ ॥ ২৪
মহামালিনুনেত্রাদ্যাপ্তথা মণিবরাদয়ঃ ।
উদীর্ণা যকরাঙ্গানন্তত্র ত্রিশং সদা বভূঃ ॥ ২৫
ইত্যেতে কথিতা যকরা বায়ুগ্নিসমভেজসঃ ।
যেযামধিপতির্দেবঃ স্রীমান্ বৈশ্রবণঃ প্রভুঃ ॥ ২৬
তন্ত্ৰৈব দক্ষিণে পার্শ্বে হিমবত্যচলোন্মুখে ।
নিকুঞ্জনিবারণহানৈকসামুদ্রদ্রোণতৈঃ ॥ ২৭

নদী বিদ্যমান। শৈলবর কৈলাসের পূর্ব-
শৃঙ্গে, সহস্রযোজন দীর্ঘ ও ত্রিশদযোজন
বিস্তৃত সৌন্দর্যশালী দশটি গর্ভনগর বিরা-
জিত। সেই নগরে মালার স্থায় শ্রেণীবদ্ধ-
রূপে বহু গৃহ বর্তমান। উক্ত দশনগরে
প্রদীপ্ত পাবকনিভ পরাক্রমশালী সুবাহু, হরি-
কেশ, চিত্রসেন ও জর প্রভৃতি দশজন গর্ভর-
াজা বিরাজ করিতেছেন। সেই কৈলাসের
কুন্দকুমুদসদৃশ ধবলবর্ণ, সিদ্ধ ও দেবর্ষিসেবনীয়
নানাবর্ণ বাতুচিত্রিত পশ্চিম শৃঙ্গে অশীতি
যোজন দীর্ঘ, চত্বাংশদযোজন বিস্তৃত গৃহমালা
পরিবৃত ত্রিশংটি নগর আছে। উক্ত নগর-
স্থিত প্রাণবর্গ সর্বদাই আনন্দিত ও ঐর্ষ্যা-
শালী। বায়ু ও অগ্নিসদৃশ পরাক্রমশালী
মহামানী, স্নেহ ও মণিবর প্রভৃতি ত্রিশজন,
উল্লিখিত ত্রিশটি নগরের রাজা। বৈশ্রবণ কুবে-
র তাঁহাদিগের অধিপতি বলিয়া প্রসিদ্ধ। ১২—
১৬। কৈলাসশৈলের দক্ষিণপার্শ্বে হিমালয় শৈল,

অর্ধবাদর্পণ যাহা পূর্বপার্শ্বেতেহছিলে।
কিন্নরাণ্য পুত্রশতং নিবিস্তং বৈ কচিত্ কচিত্ ।
নৈকশৃঙ্গকলাপস্ত শৈলরাজস্ত কুক্ষিষু ।
নরনারীপ্রমুদিতং ছটপুটজনাকুলম্ ॥ ২৯
ক্রমস্থগ্রীবসৈন্ধান্য্য ভগদন্তপুরঃসরাঃ ।
তত্র রাজশতং তেষাং দীপ্তানাং বলশাগিনাম্ ॥ ৩০
বিবাহে। যত্র রুদ্রস্ত মহাদেব্যোময়া সহ ।
তপস্তপ্তবতী চৈব যত্র গৌরী বরাক্ষনা ॥ ৩১
কিরাতরূপিনী চৈব তত্র রুদ্রেন ক্রৌড়িতম্ ।
যত্র চৈব কৃতং তাত্য্যং জম্বুবীপাবগোকনম্ ॥ ৩২
যত্র তাঃ সন্মুদা যুক্তা নানাতুতগর্ভবৃত্তাঃ ।
চিত্রপুস্পকনোপেতা রুদ্রস্তাক্রৌড়ভূষণঃ ॥ ৩৩
ছট্টা গিরিদরীবালাঃ কুশোদঘো মনোরমাঃ ।
সুন্দর্যো যত্র কিন্নর্যো রমন্তে স্ম স্থলোচনাঃ ॥ ৩৪
বিশালাক্ষান্তথা যকরাংগাংচাপসরসাদৃশাঃ ।
গর্ভরীংচাত্মশ লিখো যত্র তত্র মুদ্রা যুতাঃ ॥ ৩৫
তত্রৈবোমাবনং নাম সর্বলোকেশু বিষ্ণুতম্ ।

ইহা বহুবিধ নিবারণ, শুভা ও উপত্যকার
শোভিত। ইহার আরও পূর্বসাগর হইতে
পশ্চিমসাগর পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। বহুতর শৃঙ্গ-
ময় শৈলরাজ হিমালয়ের মধ্যে ছটপুট নরনারী-
পরিপূর্ণ একশত কিন্নরনগর আছে। ঐ সকল
নগরস্থ কিন্নরগণ অত্যন্ত পরাক্রমশালী।
তেজস্বী, সুগ্রীব, ক্রম ও ভগদন্ত প্রভৃতি এক-
শত ব্যক্তি উহাদের রাজা। যেখানে মহা-
দেবী উমার সহিত রুদ্রের পরিণয় ব্যাপার
সমাধা হইয়াছিল, যেখানে রমণীশ্রেষ্ঠা ভগবতী
রুদ্রদেবকে পতিরূপে পাইবার জন্য তপস্বী
করেন, যেখানে থাকিয়া ভগবতী ও মহাশিব
কিরাতমূর্ত্তি ধরিয়া ভগবতীর সহিত ক্রৌড়া
করিয়াছিলেন; যেখানে থাকিয়া ভগবতী ও
মহাদেব জম্বুবীপ দেখিয়াছিলেন, যেখানে ভূত-
গণের সহিত রুদ্রদেবের বহুবিধ পুস্পচিত্রিত
ক্রৌড়ান বিরাজমান, যেখানে গিরিদরীবাসিনী,
স্থলোচনা কুশোদরী, কিন্নরী, যকিনী ও অপ্সরী-
গণ সুখে রমন করিয়া থাকে, হিমালয়ের সেই
স্থানে সর্বলোকপ্রসিদ্ধ উমাবন বিদ্যমান। এই

অর্জুনান্নবঃ স্রবঃ পুত্ৰবান্ বহু শব্দয়ঃ । ৩৬
 তথা শব্দবলং নাম যত্র জাতঃ বড়াননঃ ।
 যত্র চৈব কৃতোৎসাহঃ ক্রৌঞ্চশৈলবনং প্রতি ৩৭
 ধ্বজাপত্যকিনকৈব কিস্কিনীজালমালিনম্ ।
 যত্র সিংহস্রবঃ যুক্তং কার্ত্তিকেশ্বর ধীমতঃ । ৩৮
 চিত্রপুশ্ণনিবুজস্ত্র ক্রৌঞ্চস্ত্র চ গিরেন্দ্রটে ।
 দেবারিসন্দনঃ স্বন্দেঃ যত্র শক্তিং বিমুক্তবান্ ৩৯
 যত্রাভিভিক্তস্ত্র শুভঃ সেন্ত্রোপেন্দ্রৈঃ সূরোস্তমৈঃ ।
 সেনাপত্যে চ চৈত্যারিষা দিগার্কপ্রাপবান্ ৪০
 ভূতসম্বাদকর্ণিনি এতান্ত্রজানি চ দ্বিজাঃ ।
 তত্র তত্র কুমারস্ত্র স্থানজায়তনানি চ ৪১
 তথা পাণ্ডুশিলা নাম হাক্রৌড়া ক্রৌঞ্চবাভিনঃ ।
 নানাত্তপণাকীর্ণে পৃষ্ঠে হিমবতঃ ভভে ৪২
 তত্র পূর্ণে ভটে রম্যো সিদ্ধা বাসং মুগ্ধযুতম্ ।
 কলাপগ্রামমিত্যেবং নম্রা শ্যাতং মনোবিত্তিঃ ৪৩
 মৃকশস্ত্র বসিষ্ঠস্ত্র ভরতস্ত্র নলস্ত্র চ ।
 বিশ্বামিত্রস্ত্র বিপ্রবেশ্ত্রৈবোদালকস্ত্র চ ৪৪

স্থানেই ভগবান্ শব্দর অর্জুনান্নবঃ ধারণ
 করিয়াছিলেন। যেখানে কার্ত্তিকেশ্বর জন্মগ্রহ-
 ছিলেন, সেই শব্দবল ঐ হিমালয় শৈলে অব-
 স্থিত। যে স্থানে ধাকিয়া ভগবান্ কার্ত্তিকেশ্বর
 ক্রৌঞ্চবিদ্যারণ করিতে উৎসাহ প্রকাশ করেন,
 যেখানে বুদ্ধিবান্ কার্ত্তিকেশ্বর বহুবিধ ধ্বজ-
 পতাকা ও কিস্কিনীনাগ ও সিংহরস অবাস্ত্র,
 বিবিধ পুষ্পময় নিবুজশোভিত ক্রৌঞ্চপক্ষীর
 নিকটবর্তী যে স্থানে দৈত্যারি কার্ত্তিকেশ্বর শক্তি-
 অস্ত্র বিমোচন করেন এবং যেখানে বাদশা দত্য-
 ভূত প্রতাপশালী কার্ত্তিকেশ্বর দৈত্যাবিনাশের
 জন্য ইন্দ্র ও উপেন্দ্র প্রভৃতি অবরূপণ কর্ত্তক
 দেবসেনাপতিগণে অভিযুক্ত হইয়া, সেই সকল
 স্থান ও ক্রৌঞ্চবাভি-কার্ত্তিকেশ্বর ক্রৌড়াকুম-
 পাণ্ডুশিলা নামের স্থান হিমবতঃ পৃষ্ঠে
 অবাস্ত্র হইয়াছে। হিমালয়ের পুষ্কিনীঃ সিদ্ধ-
 পণ্ডেঃ আবাসস্থি বিখ্যাত। পণ্ডপণ বালক
 থাকেন, ইহা কলাপগ্রাম নামে বিখ্যাত। এই
 হিমালয় শৈলে, মৃকশ, বসিষ্ঠ, ভরত, নল, বিব-

অশ্বেষাকো গ্রতপসং পৃথীবাং ভাবিতান্ত্রনাম্ ।
 হিমবতাপ্রমাণাক সহস্রাশি শতানি চ ৪৫
 নৈকাসিদ্ধগণাবাসং স্থানায়তনমুত্তমম্ ।
 বকগন্ধর্কচরিতং নানাত্ত্রৈক্ষুর্গণৈর্গুতম্ ৪৬
 নানাত্ত্রৈক্ষুর্গণৈর্গুতম্ নানাসহনিবেষিতম্ ।
 নানানদীসহস্রাণাং সমুদ্রঃ পদপক্ষিতম্ ৪৮
 ইতি মহাপুরাণে ব্রহ্মণ্ডেহুত্তমো ভূবনবিজ্ঞানো
 নাম ত্রিচত্বারিংশোধ্যায়ঃ । ৪৩ ।

চতুঃচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

পশ্চিমত্যাচরণস্ত্র মিশ্রস্ত্র বসার্ববৎ ।
 কীর্ত্ত্যমানমশেষেণ বিশেষং শৃণুত দ্বিজাঃ । ১
 বিস্তীর্ণে মধ্যমে কূটে হেমবাত্ত্রিভূতম্ ।
 দীপ্তমায়তনং বিষ্ণোঃ সিদ্ধবিগণসেবিতম্ ২
 যক্ষাপ্রঃসমাকীর্ণং গন্ধর্কগণসেবিতম্ ।
 তত্র সাক্ষান্নহাদেবঃ পীতাম্বরধরো হরিঃ ।

মিশ্র ও উদানক এক অস্ত্রের উগ্রতপা কবি-
 গণের শত সহস্র আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।
 হিমালয়শৈলে বৃহদায়তন বহুবিধ স্থান বিদ্যা-
 মান; তাহাতে বহুতর বক, গন্ধর্ক, সিদ্ধ ও
 নানাবিধ ব্রহ্মজাতি বাস করে এবং এই
 হিমালয় শৈলে অনেক প্রকার কৃষ্ণর আকর
 আছে। এখান হইতে যে কত নদী নির্গত হই-
 য়াছে, তাহার সংখ্যা, করা অসম্ভব। ২৭—৪৭ ।
 ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪৩ ।

চতুঃচত্বারিংশ অধ্যায়ঃ ।

সূত বলিলেন, হে বিজ্ঞপণ। এখন আমি
 পশ্চিমত্যাচরণী মিশ্রশৈলেয় সকল বিবরণ
 বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ করুন।
 মিশ্রের বর্ণ ও দীপ্তভূত মধ্যম শৃঙ্গে, ভগবান্
 বিষ্ণুর সিদ্ধবিগণ-সেবিত সাক্ষান্নহাদেবঃ অশ্রম
 প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বক, অক্ষর ও গন্ধর্ক-
 গণ সমস্ত সেই অশ্রমে অববাস করিয়া
 থাকেন। সেই অশ্রমে পীতাম্বরধরী লোক-

বরদঃ সেব্যতে সিদ্ধৈলোককর্তা সনাতনঃ ॥ ৩
 তেষ্টবভাস্তরতে নানাভূতভূত ॥
 তটে নিষধকূটস্থ শঙ্কচাক্ষুশিতাঃ ॥ ৪
 রুদ্রপ্রাসাদনিযূতং তপ্তকাকনতেব্রনম ॥
 অনেকবলভীকূটপ্রতোলৌপতসকুলম ॥ ৪
 হর্য্যপ্রাসাদসম্বাৎ মুদিতকীতিবিস্তরম ॥
 হর্য্যপ্রাসাদমতুলং তপ্তকাকননিদ্রিতম ॥ ৬
 উদ্যানমালাকুলিতং ত্রিংশদযোজনমাগতম ॥
 হুপ্রসহমমিষ্টৈশ্চতুঃ পূর্ণাশীবিষোপটৈঃ ॥
 উল্লভনং প্রমুদিতং রাক্ষসানাং মহাপুংসু ॥ ৭
 তেষ্টব দক্ষিণে পার্শ্বে নৈকদৈত্যগণালয়ম ॥
 শুভাশ্রবশং নগরং শৈলকুকো দ্রাসনম ॥ ৮
 তেষ্টব পশ্চিমে কূটে পারিপাত্রিশিলাচ্চরে ॥
 বেদদানবনাগানাং সমুচ্ছানি পুরাণি তু ॥ ৯
 তত্র সোদশিলা নাম গিরেশ্চত মহাতটে ॥
 সোমো যত্রাবততি সদা পর্কসু পর্কসু ॥ ১০

উপাসতেহত্র শ্রীমন্তং তারণতিমনিদ্রিতম ॥
 ঋষিকিন্নরগন্ধর্ষাঃ সাকাদেবং তমোভূতম ॥ ১১
 তেষ্টব চোত্তরে কূট ব্রহ্মপার্শ্বমতি স্মৃতম ॥
 স্থানং তত্র সুরেশ্চ ব্রহ্মণঃ প্রথিতং দিবি ॥ ১২
 ইজ্যাপূজানমস্তৈশ্চতুঃ সিদ্ধাঃ স্বরভূবম ॥
 উপাসতে মহাত্মানং বক্ষগন্ধর্ষদানবাঃ ॥ ১৩
 তেষ্টবায়তনং বাহুঃ সর্ষলোকেষু বিস্তৃতম ॥
 তত্র বিগ্রহবান্ বহুঃ সেব্যতে সিদ্ধচারৈঃ ॥ ১৪
 তেষ্টব চোত্তরে রাম্য ত্রিশূঙ্গ বরপুংসু ॥
 ঋষিসিদ্ধাচারিতে নানাভূতগণাগণে ॥ ১৫
 পুংসু তত্র ত্রিশু লোকেষু হেমচিহ্নভূ বিস্তৃতম ॥
 ত্র্যগাং দেবমুখ্যানাং ত্র্যগোব্যগতানি চ ॥ ১৬
 নারায়ণভায়তনং পূর্ককূটে বিজোভমঃ ॥
 মধ্যমে ব্রহ্মণঃ স্থানং শকরস্ত তু পশ্চিমে ॥ ১৭
 নৈত্যদানবগন্ধর্ষৈর্ধ্বজরাক্ষমপত্রৈঃ ॥
 ইজানো অস্তিপূজান্তে দেবদেবা মহাবলাঃ ॥ ১৮

বিধাতা বরপ্রদ দেবশ্রেষ্ঠ হরি সিদ্ধসম্প্রদায়
 কর্তৃক পুঞ্জিত হইয়া থাকেন। সেই নিষধ
 শৈলের বিবিধ ধাতুভূষিত মনোহর শিলা-
 নির্মিত মধ্যবর্তী শৃঙ্গে উল্লভ্য রাক্ষস-
 দিগের এক মহতী পুরী বিরাজমান। এই পুরী
 নানাবিধ অতুল্য প্রাচীরে পরিবৃত, তাহার
 তোরণদ্বার উজ্জ্বল কাকননির্মিত এবং শত্রু-
 গণের দুর্দ্ধব। এখানে বহুবিধ ইষ্টকাদিময়
 প্রাসাদ ও উদ্যান বিদ্যমান। এই স্থানের
 দৈর্ঘ্য ত্রিংশযোজন, এই স্থান দেববিগ্রহাবী সর্প-
 সদৃশ ক্ষুরম্বজব উল্লভ্য রাক্ষসগণে পরিপূর্ণ
 ও শত্রুগণের অতিশয় হুঃখপ্রদ। সাত্তিক-
 ভাষাপন্ন কোন প্রাণীই এই স্থানে থাকিতে
 পারে না। নিষধ শৈলের দক্ষিণপার্শ্ব শুভাতে
 অনেক নৈত্যপরিপূর্ণ এক হুগ্ধনগর বিদ্যমান।
 শুভার মধ্য দিয়া এই নগরে প্রবেশ করিতে
 হয়। উক্ত নিষধের পারিপাত্র নামক শিলা-
 ময় পশ্চিমশৃঙ্গে দেবতা, দানব ও নাগগণের
 সমুচ্ছিলা বহু পুরী বিরাজিত। তন্মধ্যে
 সোমশিলা নামী পুরীতে ভগবান্ সোমদেব

প্রত্যেক পর্কে অবতরণ করিয়া থাকেন। এখানে
 ঋষি, গন্ধর্ষ ও কিন্নরগণ অঙ্ককারহর আনন্দিত
 তারণতি শ্রীমান্ চন্দ্রদেবের উপাসনা করিয়া
 কৃতার্থতা লাভ করেন। ১—১১। ইহার উত্তর-
 দিগের শৃঙ্গে ব্রহ্মপার্শ্ব নামে এক স্থান আছে।
 এখানে দেবপ্রবর পিতামহ ব্রহ্মা বিরাজ করেন,
 এই স্থান স্বর্গাদি সকল স্থানেই পরিচিত।
 সিদ্ধ, যক্ষ, গন্ধর্ষ ও দানবগণ এই স্থানে যজ্ঞ,
 পূজা ও নমস্কার ষাণ্ডা ব্রহ্মার উপাসনা করিয়া
 থাকেন। এই শৃঙ্গেই বাহুদেবের সর্ষলোক-
 প্রসিদ্ধ ভবন বিরাজমান। এখানে সিদ্ধচারণ-
 গণ বিগ্রহরূপী বহিদেবের পূজা করেন। ইহার
 উত্তরদিগবর্তী মনোহর ত্রিশূঙ্গ শৈলে ঋষি, সিদ্ধ
 ও বিবিধ ভূতবর্গ-দেবিত সর্ষলোকপ্রাধিকৃত হেম-
 চিত্রে নামী পুরী, এই পুরীতে প্রধাম দেবত্রয়ের
 ভবন। হে বিজবরগণ। তন্মধ্যে পূর্ষদিগের
 ভবনে ভগবান্ নারায়ণ, মধ্যমে ব্রহ্মা এবং
 পশ্চিমে ভবনে শকর বিরাজমান। এই ত্রিশূঙ্গ
 দেবদেবত্রকে যক্ষ, গন্ধর্ষ, দানব, রাক্ষস, নৈত্য
 ও পরগণ তত্ত্বিত্তরে পূজা করিয়া থাকে। উক্ত
 ত্রিশূঙ্গের কোন কোন স্থানে যক্ষ, গন্ধর্ষ ও

তথা পুরাণি রম্যাপি দেশে দেশে কৃতিঃ কচিৎ ।
 যক্ষগন্ধর্বনাগানাং ত্রিশূন্যে বরপর্কিতে ॥ ১৯
 তথৈব চোত্তরে দেশে জাক্ষে দেবপর্কিতে ।
 অনেকশূন্যকলিতে সিদ্ধসাদুনিবেষিতে ॥ ২০
 যক্ষাণাং কিমরাণ্যাক গন্ধর্বানাং সহস্রশঃ ।
 নাগানাং রাক্ষসানাং দৈত্যানাং মহাবলৈঃ ॥ ২১
 কুটে তু মধ্যমে তত্র সিদ্ধসজ্জননিবেষিতে ।
 রম্যো দেবর্ষিচরিতে রত্নধাতুবিভূষিতে ॥ ২২
 পুন্ড্রোৎপলবনৈঃ কুলৈঃ সৌগন্ধিকবনৈস্তথা ।
 তথা কুমুদখণ্ডৈঃ বিকটৈরুপশোভিতে ॥ ২৩
 বিহঙ্গসজ্জসংযুতং নানাসদুনিবেষিতম্ ।
 হংসকারণবাকীর্ণং মন্তব্ধিপদসেবিতম্ ॥ ২৪
 নানাসংযগণাকীর্ণং বিহঙ্গৈরুপশোভিতম্ ।
 চারুতীর্থসুসংযতং ত্রিংশদ্ব্যোজনমণ্ডলম্ ॥ ২৫
 সিদ্ধৈরুপস্পৃষ্টজলং জলদোববিবজ্জিতম্ ।
 তত্ৰানন্দজলং নাম মহাপুণ্যজলং সরঃ ॥ ২৬
 তত্র নানপতিশ্চণ্ডো মন্দো নাম হুয়াসলঃ ।
 শতশীর্ষো মহাভাগো বিমুচক্রাকচিহ্নিতঃ ॥ ২৭
 ইত্যেবমষ্টৌ বিজ্ঞেয়া বিচিত্রা দেবপর্কিতাঃ ।

নানপতিরও কতিপয় রমণীয় পুরী বিদ্যমান।
 ইহার উত্তরাংশে অনেক শৃঙ্গশালী জাক্ষ
 নামক দেবপর্কিত আছে। এই পর্কিতে কুবি,
 সিদ্ধ, যক্ষ, কিম্বর, গন্ধর্ব, নাগ, রাক্ষস ও
 দৈত্যগণ বাস করিয়া থাকেন। ১২—২১।
 ইহার রত্নধাতুমণ্ডিত সিদ্ধদেবর্ষিসেবিত রমণীয়
 মধ্যম শূন্যে আনন্দজল নামে এক সরোবর
 বিস্তারমান। প্রস্তুতিত স্নান পত্র ও কুমুদ-
 বন ইহার অনির্কটনীর শোভা সম্পাদন করি-
 তেছে। হংস ও কারণবাণী সানাজাতীয়
 পাখীগণ এই ভ্রমরগুচ্ছনম্বর সরোবরে সর্কদা
 হুমধুরধ্বনি করিতেছে। ইহার জল নির্মল
 ও পুণ্যজনক। এই সরোবরের মণ্ডলাকার
 পরিধি ত্রিংশদ্ব্যোজন। এই সরোবরে প্রবল
 পত্রাক্রম প্রচণ্ড মন্দ নামক পাপাস্ত্রা নানপতি
 বাস করে। ইহার একশত মন্তক এবং শরীরে
 বিমুচক্রের স্তায় চিহ্ন আছে। হে কবিগণ! এই
 আটটিকে বিচিত্র দেবপর্কিত বলিয়া বর্ণিত

পুত্রৈরায়তনৈঃ পুণ্যৈঃ পুণ্যতৈশ্চ সরোবরৈঃ ॥ ২৮
 সুবর্ণপর্কিতে নৈবৈকন্তথা রজতপর্কিতে ।
 হরিতাগাচনৈর্নৈবৈকন্তথা হৈম্মূলকাচনৈঃ ।
 তদৈকর্মঃ শিলাজালৈর্ভাষ্যৈরেক্ষনপ্রভৈঃ ॥ ২৯
 নানাদাতুবিচিত্রৈশ্চ নৈকৈশ্চ মণিপর্কিতে ।
 পূর্ণা বহুমতী সর্কা গিরিভিনৈকবিশ্তরৈঃ ॥ ৩০
 নদীকন্দরশৈলাদ্যরনৈকৈশ্চিৎসামুভিঃ ।
 তেষু শৈলসংস্রেষু নানাবর্ণেষু নিত্যশঃ ।
 ইত্যেবমচলৈশ্চ তৈর্দৈত্যরাক্ষসসাদৃভিঃ ॥ ৩১
 কিমরোরগগন্ধর্বৈবিচিত্রৈঃ সিদ্ধচারণৈঃ ।
 গন্ধর্বৈরুপস্রোতিশ্চ সৌবিতা নৈকবিশ্তরাঃ ॥ ৩২
 পুণ্যভূমিঃ সমাকীর্ণা কেশরাকৃতয়ো নগাঃ ।
 গিরিজালস্ত তমরোঃ সিদ্ধলোকমিতি স্মৃতম্ ॥ ৩৩
 চিত্রং নানাপ্রয়োপেতং প্রচারং সূক্ততাম্রমাম্ ।
 নাত্যগ্রকর্মসিদ্ধানাং প্রতিমন্যুপমাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩৪
 স হি স্বর্গ ইতি স্মৃতঃ ক্রমজ্ঞেয় প্রকীর্তিতঃ ।
 চতুর্মহাধীপবতী সৈয়মূর্কী প্রকীর্তিতা ॥ ৩৫
 নানাবর্ণপ্রমাণৈর্হি নানাবর্ণবলৈস্তথা ।
 নানাতজ্যান্নপাটৈশ্চ নানাক্কাশনভূষণৈঃ ॥ ৩৬

হইবেন। এই বহুধরা মধ্যে সুবর্ণ, হৈম্মূল ও
 মনঃশিলাদি বিবিধ ধাতুচিত্রিত শৈল সকল,
 নানা নদী, শুভা, পবিত্র আয়তন এবং
 পুণ্যসলিল-সরোবরে অলঙ্কৃত হইয়া অবস্থিতি
 করিতেছে। এই সকল পর্কিতে দৈত্য, রাক্ষস,
 সাধু, কিম্বর, গন্ধর্ব, সিদ্ধ, চারণ ও অস্প্রয়োজন
 বাস করিয়া থাকে। যে যে পর্কিতে মেরু-
 কর্ণিকার কেশর বলিয়া কথিত হইল,
 সেই সকল পর্কিতে পুণ্যকর্ম সাধু ব্যক্তি-
 গণই বাস করিয়া থাকেন। সেই কেশরহানীর
 সমস্ত পর্কিতকেই সিদ্ধলোক ও স্বর্গ বলা যায়।
 বাহ্যিক অত্যাগ্র কর্ম করে নাই অর্থাৎ সকার
 কণ্ড করে, তাহাদেরই এই সিদ্ধলোক বা
 স্বর্গ লাভ হয়। প্রাচীন কবিগণ এই পবি-
 বাক্যে চতুর্মহাধীপবতী বলিয়া নির্দেশ করি-
 য়াছেন। ২২—৩৫। প্রত্যেক ধীপই বিবিধ
 অন্ন, পানীয় ও নানাপ্রকার বস্ত্র ও ভূষণাদি দ্বারা

প্রজাবিকারৈববিবৈশিষ্ট্যৈরুৎপাদ্যৈঃ সহ ।
 চত্বারো নৈকবর্ণাণ্য মহাবীপাঃ পরিশ্রুতাঃ ॥ ৩৭
 ভদ্রাশ্বা ভরতশিষ্য কেতুমালাশ্চ পশ্চিমাঃ ।
 উত্তরাঃ কুরুবৈশ্যে কৃতপুণ্যপ্রতিশ্রুতাঃ ॥ ৩৮
 সৈষা চতুর্মহাবীপা নানাধীপসমাকুলা ।
 পৃথিবী কীর্তিতা কৃত্যমা পতাকায়া ময়া দ্বিজাঃ ॥ ৩৯
 তদেবা সান্তরবীপা সশৈলবনকাননা ।
 পদ্মেত্যভিহিতা কৃত্যমা পৃথিবী বহুবিস্তরা ॥ ৪০
 সত্রঙ্গনদনং লোকং সপেবাহুরমানুযম্ ।
 ত্রিলোকমিতি বিখ্যাতং যং সঠৈবব্যবহার্যতে ॥ ৪১
 চন্দ্রাদিত্যাবতপ্তং যং তজ্জগৎ পরিতীয়তে ।
 পঞ্চবর্ণরসোপেতং শব্দস্পর্শভাবিতম্ ॥ ৪২
 তং লোকপদ্মং ক্ষতিভিঃ পরমিত্যাভিযুক্তং ।
 এব সর্বপুরাণেষু ক্রমঃ সুপরিমার্জিতঃ ॥ ৪৩
 ইতি মহাপুরাণে ব্রহ্মাণ্ডে ভুবনবিজ্ঞানো মায়
 চতুঃচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৪

পরিপূর্ণ। প্রতি দ্বীপেই নানাজাতীয় প্রাণি-
 বর্গ বাস করে। এই চারিটি মহাদ্বীপ
 সর্বদা নানারূপে বিভাজিত। উল্লিখিত
 চারিটি দ্বীপের নাম ভদ্রাশ্ব, ভরত, কেতুমালা
 ও উত্তরবুরু। এতদ্ব্যতীত কেতুমালা দ্বীপ
 পশ্চিমে ও পূর্বাংশে ব্যক্তিবর্গের বাসভূমি
 কুরুদ্বীপ উত্তরদিকে অবস্থিত। হে ব্রহ্মগণ!
 এই চতুর্দ্বীপময়ী পৃথিবীতে আরও বহু বিবিধ
 উপদ্বীপ আছে; সেই সকল দ্বীপ এই চারি
 দ্বীপেরই অন্তর্গত বলিয়া জানিতে হইবে।
 দ্বীপ পূর্ণত ও বনাদিবিভাবত বহু বিস্তৃত
 পৃথিবী লোকপদ্ম নামে নির্দিষ্ট। এই লোক-
 পদ্মনামক পৃথিবীতেই সমস্ত প্রাণীর ব্যবহার্য
 ব্রহ্মলোক সহ দেবলোক, অমরলোক ও
 মনুষ্যলোক নামক ত্রিলোক প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।
 লোকপদ্মের যে স্থান শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও
 গন্ধময়, চন্দ্রসূর্যের আলোকে পরিব্যাপ্ত, সেই
 স্থানকে ভ্রমং নামে অভিহিত করা যায়।
 ক্ষতিতে এই এই লোকপদ্মই পদ্ম নামে
 অভিহিত। হে ঋষিগণ! আদি লোক-

পঞ্চচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

সূত্র উবাচ ।

সরোবরভাঃ পুণ্যোদা দেবনন্দো বিনির্গতাঃ ।
 মহোবতোয়া নদ্যাশ্চ তাঃ শৃগুধ্বং স্বাক্রমম্ ॥ ১
 আকাশান্তোনিধিধৌহসৌ সোম ইত্যভিযুক্তো ।
 আধারঃ সর্বভূতানাং দেবানামমৃতাকরঃ ॥ ২
 তস্মাৎ প্রবৃতা পুণ্যোদা নদী হ্যাকাশগামিনী ।
 সপ্তমেনানিলপথা প্রজাতা বিমলোদকা ॥ ৩
 সা জ্যোতীর্ষবি নিবেষন্তী জ্যোতির্গণনিষেবিতা ।
 তারাকোটীসহস্রাণাং নভসশ্চ সমায়তা ॥ ৪
 বাহেস্ত্রেণ গজেষ্ট্রেণ আকাশপথবাহিনী ।
 ক্রৌড়িতা হৃদ্বরতলে যা সা বিকোভিতোদকা ॥ ৫
 নৈকৈবিমানসজ্জ্বাভৈঃ প্রেক্ষামন্ত্রিতভঙ্গলম্ ।
 সিন্ধৈরুপস্পৃষ্টজলা মহাপুণ্যজলা শিবা ॥ ৬
 বায়ুবা প্রেথমাণা সা অনেকাভোগগামিনী ।
 পরিবর্তত্যহরহো যথা সোমন্তর্ধেব সা ॥ ৭
 চত্বাধীশীতিক তথা সহস্রাণাং সংজ্জিতম্ ।

বিজ্ঞানসরোবররূপ ক্রম কহিয়াছি, সমগ্র পুরাণেই
 সেই ক্রম বর্ণিত আছে। ৩৬—৪৩।

চতুঃচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৪ ॥

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়ঃ ।

সূত্র বলিলেন, পূর্বেল্লিখিত সরোবরসমূহ
 হইতে যে সকল পুত্র জলশালিনী মহাবেগবতী
 নদী নির্গত হইয়াছে, তাহাদের বিবরণ স্বাক্রমে
 বলিতেছি, শ্রবণ করুন। আমরা বাহা আকাশে
 সাগরসদৃশ দেখিতেছি, ইহার নাম সোম।
 এই সোম প্রাণিবর্গের আধাররূপ এবং
 দেবভোগ্য অমৃতের উত্তবস্থান। উল্লিখিত
 চন্দ্রমণ্ডল হইতে আকাশগামিনী সহস্রকোটি
 তারার জ্যোতির্বিংশষ্ট এক স্তনীর্থ পুণ্যতোয়া
 নদী প্রাহুর্ভূত হইয়া বায়ুর সপ্তম পথে বিচরণ
 করত প্রাণগণনিষেবিত হইয়া তাহাদের
 উপভোগসম্পাদনান্তে আকাশগামী প্রবাহতের
 সহিত ক্রৌড়া করিতে করিতে বিকণ্ডজলা
 হইয়াছে। তাহার জল বিমানযোগে আকাশ-
 পথে গমনশীল সিন্ধুগণের সংস্পর্শে অতিশয়

বেগেন কুর্কতি মেরুং সা প্রযাতা প্রনক্ষিপাম্ ॥ ৮
 বিভিন্ন্যমানসনিসৈন্তৈঃ সেনানিলেন চ ।
 মেরোকুন্তরকুটেষু নিপপাত চতুর্বাণি ॥ ৯
 মেরুকুটটটান্তেভ্যন্তুংস্বষ্টেভ্যো নিবর্তিতা ।
 বিকীর্ণ্যমানসলিলা চতুর্জা সংস্থিতোদকা ॥ ১০
 ষষ্টিষোড়শসাহস্রং নিরালসং যথাগরাং ।
 নিপপাত মহাভাগা মেরোস্তস্ত চতুর্দিশম্ ॥ ১১
 সা চতুর্থ ভিত্তৈশ্চ মহাপাদেষু শোভনা ।
 পূণ্য মন্দরপূর্ণেন পতিতা সা মহানদী ॥ ১২
 পূর্ণৈর্বাংশেন দেবানাং সর্ষসিদ্ধগণায়ম্ ।
 সুবর্ণচিত্রকটকং নৈকনিবারকন্দরম্ ॥ ১৩
 প্রাবরন্তী সশৈলৈশ্চ মন্দরং চারুকন্দরম্ ।
 বলপ্রাপশমনৈরনৈকৈঃ ক্ষাটিকোদকৈঃ ॥ ১৪
 তথা চৈত্রবধং রম্যং প্রাবরন্তী প্রদক্ষিপম্ ।
 প্রবর্তী হৃদয়রনদী অরুণোদসরোবরম্ ॥ ১৫
 অরুণোদান্নিবৃত্ত্যাশ্ব নীতাতে রমানিবা রে ।
 শৈলে সিদ্ধগণাবাসে নিপপাতাশুগামিনী ॥ ১৬

পূণ্য ও মন্দলপ্রদ । সেই মহানদী বায়ু বিচা-
 লিত হইয়া অতিশয় বেগসহকারে চতুরশ্রীতি
 সহস্রযোজন উচ্চ মেরুপর্বতের চতুর্পার্শ্ব বেষ্টন-
 পূর্বক ভ্রমণ করিতেছে । অনন্তর সেই নদী
 তৈজসবাযু বেগে বিক্ষিপ্তজলা হইয়া মেরুপর্ব-
 তের উত্তরদিকৃষ্ণ শৃঙ্গের উপরে পতিত হয় ।
 পরে তথা হইতে সকালিত ও চারিভাগে বিভক্ত
 হইয়া ষষ্টিসহস্র ষোড়শ শৃঙ্গপথে গমনের পর
 মেরুর চারিদিকে পতিত হইয়াছে । ১—১১ ।
 মেরুপাদের চারিদিকে শোভিত সেই পূণ্য-
 সলিলা মহানদী মন্দরের পূর্বদিক দিয়া
 পতিত হইতেছে । সেই নদী বহুপ্রতাপ-
 প্রশমনকারী নির্মল জলপ্রবাহে বহু নির্যর,
 জ্বালা, সুবর্ম্মর পর্ব্বতপার্শ্ব এবং দেব ও সিদ্ধ-
 গণের নিলয়নিপূর্ব মন্দরের পূর্বদিক প্রাবিত
 করিয়া প্রবাহিত হইতেছে । এইরূপে সেই
 পূণ্যতোয়া অমরনদী প্রদক্ষিপক্রমে রমণীয়
 চৈত্রবধ উদ্যান প্রাবিত করিয়া অরুণোদসরোবরে
 প্রবেশ করিয়াছে । সেই শীতগামিনী শ্রোত-
 বন্তী অরুণোদসরোবর হইতে প্রবাহিত হইয়া

সীতা নাম মহাপূণ্য নদীনাং প্রবরা নদী ।
 সা নিকুঞ্জনিকৃতা তু অনেকাগ্রোপগামিনী ।
 শীতাশুশিখরাদ্রুতী সুকুঞ্জে বরপর্কতে ॥ ১৭
 নিপপাত মহাভাগা তস্মাদপি হুমঞ্জসম্ ।
 মালাবস্তং ততঃ শৈলং প্রাবরন্তী বরাপনা ॥ ১৮
 বৈকটং সমমুপ্রাপ্তা বৈকটান্মপিপর্কতম্ ।
 মণিশৈলাদ্যশৈলং স্কন্ধং সানৈককন্দরম্ ॥ ১৯
 এবং শৈলসহস্রাণি দারবন্তী মহানদী ।
 পতিতাব মহাশৈলে জঠরে সিদ্ধসেবিতৈঃ ॥ ২০
 তস্মাদপি মহাশৈলং দেবকুটং তরঙ্গিনী ।
 তত্র কৃষ্ণসমুদ্রান্তাং ক্রমেণ পৃথিবীং গতী ॥ ২১
 সৈবং স্থলীনহস্যাদি শৈলরাজশতানি চ ।
 বনানি চ বিচিত্রাণি সরাসি বিবিধানি চ ॥ ২২
 প্রাবরন্তী মহাভাগা দিম্বারৈবিমলোদকা ।
 নদীসহস্রাশুগতা প্রবৃতা চ মহানদী ॥ ২৩

রমণীয় নির্যরময় সিদ্ধনিবাস শীতাশু শৈলে
 পতিত হইয়াছে । শীতাশু শৈলের নিকুঞ্জপুঞ্জে
 উহার বেগ নিকৃদ্ধ হইলে বহু প্রবাহে বিভক্ত
 হইয়া প্রবাহিত হইয়াছে বলিয়া এই নদী সেই
 স্থানে সীতা নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে । শীতাশু
 শিখর হইতে সেই পূণ্যসলিলা নদী পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ
 সুকুঞ্জে গিয়া পতিত হইয়াছে । তথা হইতে
 হুমঞ্জস শৈলে, হুমঞ্জস হইতে মালাবানে,
 মালাবান হইতে বৈকটে, বৈকট হইতে মণি-
 শৈলে এবং মণিশৈল হইতে বহুবিধ জ্বা-
 লানিপূর্ব শৈলবর বকে গিয়া নিপতিত হইয়াছে ।
 সেই মহানদী এইরূপে বহুবিধ পর্ব্বত বিন্যাস-
 পূর্ব্বক সিদ্ধসেবিত জঠর পর্ব্বতে পতিত হই-
 য়াছে । তথা হইতে সেই তরঙ্গিনী দেবকুট
 শৈলে উপনীত ও তাহার কৃষ্ণ হইতে
 নির্গত হইয়া বহুবিধ বিচিত্র পর্ব্বত, সরোবর
 ও বন প্রভৃতি বিবধান নির্মল জলে প্রাবিত
 করিয়া ক্রমে ক্রমে কলেবরপ্রসারণ করত
 সমুদ্রান্তা পৃথিবীতে উপস্থিত হইয়াছে । সেই
 পৃথিবী-পতিত মহানদী হইতে অপরাপর সহস্র
 সহস্র নদী নির্গত হইয়াছে । ১২—২২ । এই-
 রূপে সেই মহানদী জ্ঞান বর প্রাবিত করিয়া

ভদ্রাং সা মহাবীপং প্রাবরন্তী নগানপি ।
 প্রবিত্তা হৃৎকং পূর্কং পূর্কো দীপে মহানদী ॥ ২৪ ॥
 দক্ষিণেহপি প্রপত্তা যা শৈলেন্দ্রে গন্ধমাদনে ।
 চিত্তৈঃ প্রপাঠেবিরিধৈর্নদৈর্বিষ্কালিতোদক ॥ ২৫ ॥
 তদ্রক্ষমাণবনং কন্দরেইব নন্দনম্
 প্রাবরন্তী মহাভাগা প্রযাতা সা প্রদক্ষিণম্ ॥ ২৬ ॥
 নয়া হুলকনন্দেতি সর্কলোকেষু বিক্ৰতা ।
 প্রবিশত্যাঙ্গুরসরো মানসং দেবমানসম্ ॥ ২৭ ॥
 মানসাস্ট্রেসশিখরং কলিঙ্গশিখরং গত ॥ ২৮ ॥
 কলিঙ্গশিখরাদ্ভট্টা ক্রচকে নিপপাত সা ।
 ক্রচকান্নিবং প্রাপ্তা তাত্ৰাভং নিবধাদপি ॥ ২৯ ॥
 তাত্ৰাভশিখরাদ্ভট্টা গত প্রতোদরং গিহম্ ।
 তস্মাৎ সমূলং শৈলেন্দ্রে বহুধারক পর্কুতম্ ॥ ৩০ ॥
 হেমকূটং গত তস্মাদ্ দেবশৃঙ্গে ততো গত ॥
 তস্মাদ্গতা মহাশৈলং ততঃচাপি পিশাচকম্ ॥ ৩১ ॥
 পিশাচকাস্ট্রেসবরাং পক্কূটং গত পুনঃ ।
 পক্কূটাত্ত কৈলাসং দেবাবাসং শিলোচ্চয়ম্ ॥ ৩২ ॥
 তত্র কুণ্ডিষু বিভ্রাতা নৈককন্দরসানুযু ।

পূর্কসাগরে পতিত হইয়াছে। ইহাই পূর্ক-
 যাপের মহানদী নামে অভিহিত। বিচিত্র
 মনোহর প্রপাতনিচয়ে বিষ্কারিতমলিলা সেই
 মহানদী দক্ষিণদিকে গমনান্তে গন্ধমাদনশৈলে
 পতিত হইয়া বিবিধ শুভাময় আনন্দজনক গন্ধ-
 মাদন-বন প্রদক্ষিণক্রমে প্রাবিত করিবার পর
 সর্কলোকপ্রসিদ্ধ অলকন্দা নামধারগাঙ্গে উত্তর-
 স্থিত দেবাভিলষিত মানসসরোবরে প্রবেশ
 করিয়াছে। ঐ নদী মানস-সরোবর হইতে
 রমণীয় কলিঙ্গশিখরে, কলিঙ্গশিখর হইতে
 ক্রচকপর্কতে, ক্রচক হইতে নিষধে, নিষধ
 হইতে তাত্ৰাভশৈলে, সে স্থান হইতে প্রতোদর
 শৈলে, প্রতোদর হইতে হুমল ও বহুধারশৈলে,
 বহুধার হইতে হেমকূটে, হেমকূট হইতে দেব-
 শৃঙ্গে, দেবশৃঙ্গ হইতে মহাশৈলে, মহাশৈল
 হইতে পিশাচকশৈলে, পিশাচক হইতে পক-
 কূটশৈলে এবং পক্কূট হইতে দেবগণের
 আশ্রয়স্থি শিখরামুহুরসমারত কৈলাসশৈলে
 পতিত হইয়াছে। এই উত্তম নদী বহু শুভা

হিমবত্যাঙ্গমনদী নিপপাতাচলোত্তরে ॥ ৩৩ ॥
 সৈবং শৈলসহস্রানি দারবন্তী মহানদী ।
 স্থলীশতাভ্রনেকানি প্রাবরন্ত্যাঙ্গরাগিনী ॥ ২৪ ॥
 বনানাক সহস্রানি কন্দরাণাং শতানি চ ।
 প্রাবরন্তী মহাভাগা প্রযাতা দক্ষিণং দিশম্ ॥ ২৫ ॥
 বহুযোজনবিস্তীর্ণা শৈলকুক্ষিষু সংবৃত ॥
 যা যুতা দেবদেবেন শঙ্করেণ মহাস্রনা ॥ ৩৬ ॥
 পাবনী বিদ্রুশাদীলা বেগপ্রাণমপি পাপুণাম্ ।
 শঙ্করস্তাদ্রসংস্পর্শামহাদেবস্ত বীমতঃ ।
 ভূঃপবিত্রনলিলা সর্কলোকে মহানদী ॥ ৩৭ ॥
 অরুশৈলং সমস্তাচ্চ নির্গতা বহুভির্মুখৈঃ ।
 অথোহেচ্ছানাভিবাহেন ব্যাতা নদ্যাঃ সহস্রশঃ ॥ ৩৮ ॥
 তস্মাদ্ভিমবতে পদ্মা গত সা তু মহানদী ।
 এবং গম্মতি নানাদিপ্রকাশা সিন্ধুসেবিতা ॥ ৩৯ ॥
 ধত্যন্তে সন্তমা দেশা যত্র গঙ্গা মহানদী ।
 ক্রুদ্রসাধ্যানিলাদিভ্যেজু'ষ্টতোয়া বগবন্তী ॥ ৪০ ॥
 মহাপানং প্রবক্ষ্যামি মেরোরপি হি পশ্চিমম্ ।

ও সান্নময় কৈলাসোদরে পরিভ্রমণ করিয়া
 শৈলাধিরাজ হিমালয়ে পতিত হইয়াছে।
 এইরূপে সেই মহাভাগা নদী শত শত
 কানন ও কন্দর এবং সহস্র সহস্র
 শৈলাদি নানাবিধ স্থল বিদারিত ও প্রাবিত
 করিয়া দক্ষিণদিকে চলিয়াছে। ২৪—৩৫ ।
 হে বিজ্ঞপ্রেষ্ঠগণ! যে শৈলোদরসমষ্টি বহু-
 যোজনবিস্তীর্ণা নদীকে মঙ্গলমাতা মহাস্রা দেব-
 দেব মহাদেব নিজ মন্তকে ধরিয়াছেন, যিনি অতি
 যোৱতর পাপকেও ধ্বংস করিয়া থাকেন এবং
 যিনি শঙ্করকর্তৃক সংস্পৃষ্ট হইয়া অতি পুত্ৰজলা
 মহানদী বলিয়া সমীচ্র বিখ্যাত হইয়াছেন।
 সেই মহানদীই শৈল সকলের নানাদিকে বহু-
 মুখে প্রবাহিত সহস্র সহস্র ভিন্ন ভিন্ন নামে
 বিখ্যাত হইয়াছেন। যে বিবিধ সিন্ধুসেবিতা
 মহানদী পূর্কোন্নিখিত হিমালয় শৈল হইতে
 প্রবাহিত হইয়া দক্ষিণসাগরে পতিত হইয়াছেন,
 তিনি পক্ষ্যনামে বিখ্যাত। সাধ্য, ক্রতু, অনিল
 ও আদিত্যসেবিত দক্ষিণী গঙ্গানদী মহানদী
 যে দেশে ব্রহ্মজমান্ন স্থিতিয়াছেন, সেই দেশই

নানারত্নাকরং পুণ্যং পুণ্যকৃতিনিবেষিতম্ ॥ ৪১
 বিপুলং শৈলরাজ্যং বিপুলোদরকন্দরম্ ।
 নিত্যসুভক্তকটৈকবিমলৈর্মণ্ডিতোদরম্ ॥ ৪২
 অপি বা ত্রাণকম্পৃষ্ঠা ত্রিশৈঃ সেবিতোদক ।
 বায়ুবেগতঃকোণা লভেব ত্রামিতা পুনঃ ॥ ৪৩
 মেককূটতটাদ্রষ্টা প্রহতৈঃ সাদিতোদক ।
 বিস্তাধামানসলিলা নিম্নলংভকসম্ভিতা ॥ ৪৪
 তত্র কুটৈহৃদনলী সিন্ধুচারণসেবিত ।
 প্রসক্তিপমথাত্য পতিতা সান্তগমিনী ॥ ৪৫
 দেবভ্রাজ্যং মহাভ্রাজ্যং সা বৈভ্রাজ্যং মহাবনম্ ।
 প্রবহন্তী মহাভাগা নানাপুষ্পকলানকা ॥ ৪৬
 প্রসক্তিপম প্রকুর্জ্জ্বলা নানাবনাবভূষিতা ।
 প্রবিষ্টা পশ্চিমলরঃ সিতোদরং বিমলোদকম্ ॥ ৪৭
 সা সিতোদারং বিনিক্রান্তা সুপক্কং পৰ্জ্বতং গতী
 সুপক্কতন্ত পুণ্যোদা ততো দেববিসেবিতা ॥ ৪৮
 সুপক্ককূটতটগা ওদ্ভাস্ত সখিতোদক ।
 নিপপাত মহাভাগা রমণ্যং শিখিপৰ্জ্বতম্ ॥ ৪৯

প্রধান ও যন্ত্র । পুণ্যকর্য্য ব্যক্তিগণের আবাস
 বলিয়া যাহা অতিশয় পুণ্যপ্রদ, যাহা নানা
 রত্নের আকর, বিবিধ কটককুঞ্জে পরিশোভিত,
 যাহার মধ্যভাগ ও গুহা অতি বিস্তৃত, মেকর
 সেই পশ্চিম মহাপাদ বিপুল শৈলরাজ্যের কথা
 কহিতেছি, প্রবণ করুন । যে হৃদসেবিতা মধু-
 সলিলা নদী বায়ুপেণে আহত লভ্যং কল্পিত
 হইয়া মেকর চাপিনিকে ভ্রমণ করিতেছে, সেই
 নির্মলবসনদৃষ্টী বিস্তারলিলা নদী মেকশৃঙ্গ
 হইতে বিচ্যুত হইয়া পুষ্কোমিখিত বিপুল-
 শৈলের শূঁসে পতিত হইয়াছে । সেখানে এই
 স্বর্গনদী বিবিধ সিদ্ধ ও চারণগণে পুজিত হইয়া
 দেবকং কীপ্তমান দেবভ্রাজ্য, মহাভ্রাজ্য ও
 বৈভ্রাজ্যবনকে প্রসক্তিপময়ে প্রাবৃত করিতেছে ।
 তথা হইতে বহুবিধ কলকুসুম-পরিশোভিত
 হইয়া নানাদিক প্রসক্তিপ করিতে করিতে বহু-
 বন অতিক্রম্যন্তে নির্মল জলপূর্ণ সিতোদ নামক
 পশ্চিম সঙ্গোবহে প্রবেশ করিতেছে । সেই
 পুণ্যতোদা নদী সিতোদ-সংযোগে হইতে নির্গত
 হইয়া সুপক্ক কূটপে নিপতিত হইবার পর তথা

শিবেশ্চ পৰ্জ্বতং কক্কং কক্কাদ্ বৈদূর্ঘ্যপৰ্জ্বতম্ ।
 বৈদূর্ঘ্যং কপিলং শৈলং ওদ্ভাস্ত গজদাননম্ ॥ ৫০
 ওদ্ভাদ্ গিরিবহ্ন্যং প্রাপ্তা পিঞ্জরং বরপৰ্জ্বতম্ ।
 পিঞ্জরং হৃদসং বাতা ওদ্ভাস্ত কুমুদচলম্ ॥ ৫১
 মধুকমলজলক মুহূটক শিলাচ্চরম্ ।
 মুহূটচ্ছৈলশিখরং কৃষ্ণং বাতা মহাগিহিম ॥ ৫২
 কৃষ্ণং বেতং মহাশৈলং মহানাগনিষেবিতম্ ।
 খেতং সহস্রশিখরং শৈলেন্দ্রং পাতিতা পুনঃ ॥ ৫৩
 অনেকাভিঃ সুরদ্যাদিরাগা যতজলা শিবা ।
 এবং শৈলসহস্রাণি সানলভী মহানদী ॥ ৫৪
 পারিজাতে মহাশৈলে নিপপাতাত্তগামিনী ।
 অনেকানি রনলী ওদাসাহুবিভূষিতা ॥ ৫৫
 তত্র কৃষ্ণবনকাহু ভ্রাস্তোদা তরঙ্গিনী ।
 ব্যাহতমানসংবেগা গন্তুশৈলৈরনেকশঃ ॥ ৫৬
 বিমথ্যমানসলিলা গতী চ ধরতীতলে ।
 কেতুমাংস মহাবীপং নানাম্বেষ্ণুগবৈর্ভূতম্ ॥ ৫৭
 সুবর্চচিত্রপার্শ্বে তু সুপার্শ্বৈপ্যন্তরে গিরৌ ।
 ধেরে শ্চিত্রমহাপাদে মহাসত্বনিষেবিতো ॥ ৫৮

হইতে নানা দেববিকর্তৃক পুজিত হইয়া রমণীয়
 শিখিশৈলে, তথা হইতে কক্ক-শৈলে, কক্ক হইতে
 বৈদূর্ঘ্যশৈলে, বৈদূর্ঘ্য হইতে কপিলে, তথা হইতে
 গজদাননে, গজদানন হইতে পিঞ্জরশৈলে,
 পিঞ্জর হইতে হৃদস শৈলে হৃদস হইতে কুমুদা-
 চলে, কুমুদ হইতে মধুকমল শৈলে, মধুকমল
 হইতে অমলশৈলে, তথা হইতে মুহূটশৈলে,
 মুহূট হইতে কৃষ্ণশৈলে, কৃষ্ণ হইতে মহানাগপ-
 নিষেবিত বেতশৈলে এবং বেতশৈল হইতে
 সহস্রশিখরশৈলে পতিত হইয়াছে । ৩৬—৫০ ।
 সেই অনেক সুন্দরোদেবিতা মকলদামিনী
 ক্রতগামিনী নদী বহুবিধ শৈল বিদীর্ণ করিয়া
 বহু নিকট, গুহা ও সাধুশোভিত পারিজাত-
 পঙ্কিতে পতিত হইয়াছে । অনন্তর এই মহা-
 নদীর বেগ গন্তুশৈলে কৃত হইলে, সেই শৈল-
 কৃষ্ণতে ভ্রমণ করিতে করিতে বিলোড়িত হইয়া
 তথা হইতে দেহ-পতিপূর্ণ কেতুমানবীপ প্রাবৃত
 করিতেছে । সেই মহানদী বহু সহস্র যোজন-
 পরিমিত পুণ্যপথে বিকৃত হইয়া মেকশৃঙ্গ

মেক্কুটতটাদ্ভট্টা পবনেন্নেরিত্তোলকা ।
 অনেকাভোগবক্রাসী ক্ষিপ্যমাণা নভন্তলে ॥ ৫১
 বট্ঠিযোজনসাহস্রে নিরালস্বেহস্বরে শুভে ।
 বিকৌষ্যমাণা মালব নিপপাত মহানদী ॥ ৫০
 এবং কূটতটৈর্ভট্টা নৈকৈর্দেববিসেবিতৈঃ ।
 বিকৌষ্যমাণসলিলা নৈকপুংসাভ্রুপোৎকরা ॥ ৫২
 নানারত্নবনোদ্দেশমরব্যং সাবতুক্ষণম্ ।
 মহাবনং মহাভাগা প্লাবয়ন্তী প্রদক্ষিণম্ ॥ ৫২
 সরোবরং মহাপুণ্যং মহানাগনিষেবিতম্ ।
 তত্রাবিবেশ কল্যাণী মহাভদ্রং সিতোলকা ॥ ৫৩
 ভদ্রসোমেতি নাম্না হি মহাপারা মহাজবা ।
 মহানদী মহাপুণ্যা মহাভদ্রা বিনির্গতা ॥ ৫৩
 নৈকনিষা রবপ্রাচ্যা শঙ্ককূটতে তু সা ।
 চিত্রকূটে গিরিবরে নিপপাতাণ্ডগামিনী ॥ ৫৪
 চিত্রকূটতট দ্ভট্টা পপাত রম্যপর্কতম্ ।
 বুধাচলাদ্ভবংসগিরিং নাগশৈলং ততো গতা ॥ ৫৫
 তস্মান্নীলং নগশ্রেষ্ঠং সংপ্রাপ্ত বর্ষপর্কতম্ ।
 নীলাং কপিঞ্জলকৈব ইন্দ্রশৈলক নিয়মা ॥ ৫৬

পতিত হইয়াছে। পরে প্রানিপরিপূর্ণ স্বর্ণ
 পার্শ্ববিশিষ্ট সুশীর্ষ নামক পালে পতিত, বিলুপ্ত
 প্রবাহে বিভক্ত এবং বায়ুবেগে বিকীর্ণ হইয়া
 নিরালস শূন্যপথে মালাবং পতিত হইতেছে।
 এইরূপে সেই নানাবিধ পুষ্প ও উদ্ভিদশোভিতা
 বিকৌর্জলা কল্যাণগামিনী মহানদী সুপার্শ্বের
 শূন্য হইতে পাতত হইয়া নানারত্ননিচিত
 সবিভূষণনামক মহাবন প্রদক্ষিণান্তে প্রবি-
 ত্ত করিয়া মহানাগনিষেবিত পুতুভ্র সলিগময়
 মহাভদ্র নামক সরোবরে প্রবেশ
 করিয়াছে। ঐ নদী এই স্থান হইতে
 নির্গত হইবার পর ভদ্রসোমা নামধারণান্তে
 অতি বেগবতী ও মহাপারা হইয়া অনেক
 নিকারশালী শঙ্ককূট শৈলপ্রান্তে উপনীত ও
 তথা হইতে গিরিবর চিত্রকূটে পতিত হইয়াছে।
 ৫৪—৫৫। ক্রমে চিত্রকূটের তটদেশ হইতে
 বুধপর্কতে, বুধপর্কত হইতে বৎসপর্কতে, তথা
 হইতে নাগশৈলে, নাগশৈল হইতে নীল নাম-
 ধের বর্ষপর্কতে, তথা হইতে কপিঞ্জলশৈলে

ততঃ পরং মহানীলং হেমশৃঙ্গক সা যযৌ ।
 হেমশৃঙ্গাদ্গতা শ্বেতং শ্বেতাক্ত সুনগং যযৌ ॥ ৫৬
 সুনগং শতশৃঙ্গক সংপ্রাপ্তা সা মহানদী ।
 শতশৃঙ্গান্নহাশৈলং পুঙ্করং পুষ্পমতিতম্ ॥ ৫৭
 পুঙ্করাক্ত মহাশৈলাদ্ বিরাজং সুমহাচলম্ ।
 বরাহপর্কতং তস্মাদ্ভুংক শিলোচ্চলম্ ॥ ৫৮
 ময়ূরশৈলকশিখরং কন্দরোদগমমতিতম্ ।
 জাক্রবিশ শৈলরাজ্যং নিপপাতাত্তামিনী ॥ ৫৯
 এবং গিরিসহস্রাণি দ্বারয়ন্তী মহানদী ।
 ত্রিশৃঙ্গং শৃঙ্গকলিলং মধ্যান্নাপর্কতং গতা ॥ ৬০
 ত্রিশৃঙ্গতটাদ্ভট্টা মহাভাগানিষেবিতা ।
 মেক্কুটতটাদ্ভট্টা পবনেন্নেরিত্তোলকা ॥ ৬১
 বীকুধং পর্কতবরং পপাত বিমলোলকা ।
 প্লাবয়ন্তী মহাভাগা প্রবাতা পশ্চিমার্ঘম্ ॥ ৬২
 সুবর্ভুবি পার্শ্বে তু সুপার্শ্বেহপ্যন্তরে গিরৌ ।

এবং সেই শৈল হইতে ইন্দ্রশৈলে পতিত
 হইয়াছে। অতঃপর তথা হইতে মহানীল
 শৈলে, মহানীল হইতে হেমশৃঙ্গ, হেমশৃঙ্গ
 হইতে শ্বেতশৈলে, শ্বেত হইতে সুনগ, সুনগ
 হইতে শতশৃঙ্গ শৈলে, শতশৃঙ্গ হইতে বিবিধ
 কুসুমশোভিত পুঙ্কর পর্কতে, তথা হইতে
 বিরাজপর্কতে, বিরাজ হইতে বরাহপর্কতে,
 বরাহ হইতে ময়ূরপর্কতে, ময়ূর হইতে বিবিধ
 কন্দরোদগমবিভূষিত একশিখর শৈলে, এবং
 একশিখর হইতে জাক্রবিশ শৈলে মহাবেগে
 উপনীত হইয়াছে। সেই বেগপ্রচলিত মহা-
 নদী এইরূপে সহস্র সহস্র পর্কত বিদারণ
 করিয়া বহুশৃঙ্গশালী ত্রিশৃঙ্গ নামক মধ্যান্নশৈলে
 গমন করিয়াছে। অনন্তর ত্রিশৃঙ্গ শৈলের
 নিতম্বদেশ হইতে নিপতিত হইয়া দেব ও
 সিদ্ধগণ সেবিত হেমশৃঙ্গ গমনান্তে তথা
 হইতে বিচূত ও পবন-প্রেরিত হইয়া
 সেই স্বচ্ছতোয়া প্রোতখিনী মধ্যান্নশৈল
 হইতে প্রবাহিত হইয়া বীকুধ পর্কত
 প্লাবিত করত পশ্চিম সাগরে পতিত
 হইয়াছে। এইরূপে সেই ভীষণতরঙ্গতরঙ্গময়ী
 মহানদী মহাপ্রানিপরিপূর্ণ সুবর্ষময়পার্শ্ববৃত্ত

মেরোচ্ছিত্রে মহাপাদে মহাসত্ৰনিবেষিতে ॥ ৭৫
 কন্দরোন্নরবিভ্রষ্টা তন্মাদপি তরুচিবী ।
 নৈকভাগা পপাতেবীর চিত্রপুষ্পোদ্ভূপোৎকরা ॥
 প্রাবয়ন্তী প্রমুদিতা উত্তরায় সা কুরুন্ শিবা ।
 মহাবীপস্ত্র মধোন প্রবাতা সোত্তরাণবম্ ॥ ৭৭
 এবং তাস্ত মহানল্যাস্ততোয়া বিমলোদকঃ ।
 মহাপ্রিতটাদ্ভ্রষ্টাঃ সংপ্রস্রাতাস্ততুদিশম্ ॥ ৭৮
 তৎসেয়ং কথিতা তুভ্য পৃথিবী বহুবিস্তরা ।
 মেত্ৰশৈলং মহাশৈলং বিষ্টভ্য সৰ্ব্বতোদিশম্ ॥ ৭৯
 চতুর্মহাবীপবতী চতুর্দিশিকাননা ।
 চতুর্থেতমহাবৃক্ষা চতুর্ধ্বসরোবতী ॥ ৮০
 চতুর্ধ্বসরনদীবতী চতুরোরগসংশ্রয়া ।
 অষ্টোত্তরমহাশৈলা তথা চ বরপর্ষিতাঃ ॥ ৮১
 ইতি মহাপুরাণে ব্রহ্মাণ্ডেহুযস্মৈ তুঃনবিজ্ঞাসো
 নাম পঞ্চাশত্কারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৫ ॥

ষট্চকারিংশোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

গন্ধমাদনপার্শ্বে তু ক্ষীণা চোপরি পশুত্বা ।
 ষাট্ৰিংশত্বে সহস্রাণি যোজনৈঃ পূৰ্ণপশ্চিমা ॥ ১
 অত্যাশ্রম্যন্ততুষ্টিংশং সহস্রাণি প্রমাণতঃ ।
 তত্র তে শুভকর্মণঃ কেতুমালাঃ পরিভ্রতাঃ ॥ ২
 তত্র কালান্ধাঃ সর্পে মহাসত্তা মহাবলঃ ।
 ত্রিংশচেতঃপলবর্ষাভাঃ সর্পাশ্চাঃ শ্রিয়দর্শনাঃ ॥ ৩
 তত্র দিব্যা মহাবৃক্ষঃ পনসঃ বড়ংসায়নঃ ।
 ঈষরো ব্রহ্মণঃ পুত্রঃ কাষচারী মনোজবঃ ॥ ৪
 তত্র পীডা রসং তে তু জীহন্ত্যনুতর্ভবকম্ ॥ ৫
 পার্শ্বে মালাবতচাপি পূর্বে পুষ্পা তু পশুত্বা ।
 আশ্রম্যন্তেহব বিস্তারাদ্ধবৈবাপরপশুত্বা ॥ ৬
 ভজ্যবাস্তত্র বিজ্ঞেয়া নিত্যং মূলতমানসাঃ ।
 ভদ্রং শালবনং তত্র কালভ্রাণং মহাক্রমাঃ ॥ ৭
 তত্র তে পুরুষাঃ শ্বেতা মহাসত্তা মহাবলঃ ।
 ত্রিঃ কুম্ভাবর্ষাভাঃ সুন্দর্যঃ শ্রিয়দর্শনাঃ ॥ ৮

সুপার্শ্ব নামক মেরুর উত্তর পাশ্বে উপনীত ও
 তনীয় শুভা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ক্রমে
 সম্পূর্ণ বেগধারণ করত পৃথিবীতে পতিত
 হইয়াছে । পরে বিবিধ কুহুমনির্মিত উদ্ভূত-
 নিচয়ে শোভিত সেই এমোদনাদিনি মঙ্গলময়ী
 নদী উত্তরদিগ্ভবতী কুরুখাপের মধ্যভাগ প্রাবিত
 করিয়া উত্তরমাগরে পতিত হইয়াছে । এইরূপে
 মহাপ্রিতটচূড়া অক্ষমণিলা এই নদীচতুষ্টয়
 চারিদিকে চরণিয়াছে, এই পুষ্পোন্মিত সর্প-
 দিগ্-পরিব্যাপ্ত মেরু নামক মহাশৈলময় বহু-
 বিস্তৃত পৃথিবীতে চরিত্রি মহাবীপ, চতুর্দশীতি
 কানন, চারটী কতুরূপ মহাবৃক্ষ, চারটি
 নদী, চারটি নন্দপর্ব, অষ্ট উত্তর মহাশৈল
 ও অষ্ট শ্রেষ্ঠ পদমত অংকুশ অছে ৬৬—৮১।

পঞ্চাশত্কারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪৫ ।

ষট্চকারিংশ অধ্যায় ।

সূত বলিলেন, হে কবিগণ! গন্ধমাদনশৈল
 পার্শ্বের উপরিভাগে এক সমৃদ্ধিসম্পন্ন পশুত্বা
 আছে । ইহার পূর্ণপশ্চিমদিকের বিস্তার
 ষাট্ৰিংশং সহস্র যোজন এবং দৈর্ঘ্য চতুষ্টিংশং
 সহস্রযোজন । সেখানে কেতুমালা নামে কতক-
 গুলি সংকটশীল প্রাণী বাস করে ।
 তথাকার পুরুষগুলি অত্যন্ত বদবোধাসম্পন্ন ও
 কালানন্তর্য্য প্রবর । স্থলোকদিগের বর্ষ
 উৎপলবৎ এবং তাহাদের আকৃতি অতি
 মনোহর । সেখানে এক বড়ংসপূর্ণ কলম্রা-
 পনসবৃক্ষ আছে ব্রহ্মনন্দন কামচারী মনোজব
 ঈষর এবং ভদ্রেশবানী বা কুবের সেই কবঃস-
 পানসে অমৃতকমল কীৰ্ত্তি থাকেন । মালাবান্দ
 পার্শ্বের পুষ্পপার্শ্বে পুষ্পপশুত্বা নামে বিস্তৃত
 ও দীর্ঘ অত্র এক পশুত্বা আছে । সেখানে
 কেতুশত হস্তাবলম্ব বাস করে । তথায় এক
 রমণীয় শালবন ও কালভ্রাণ নামক কতিপয়
 মহাবৃক্ষ আছে । তথাকার পুরুষ বেতবর্ষ এবং

চন্দ্রপ্রভাশ্চন্দ্রবর্ণাঃ পূৰ্ণচন্দ্রনিভাননাঃ ।
 চন্দ্রশীতলগাত্রাশ্চ স্থিরশ্চেৎপলপঙ্কিকাঃ ॥ ১৭
 নশবর্ণনহস্তাণি তেষাম যুনিরাময়ন্ ।
 কালান্তর রসং পীড়া সৰ্বদা স্থিরযৌবনাঃ ॥ ১৮
 স্বয়ং উচুঃ ।
 পৰ্বতানাং নদীনাং দেশানাং পৃথক্ পৃথক্ ।
 তথা জনপদানাং যথাভ্যেদ্যন কীর্তিতম্ ॥ ১৯
 প্রমাণং বর্ণমাযুশ্চ সন্তোপনৈশ্চ বাদৃশঃ ।
 ওদাচক্ষু ওদা সৰ্ব্বং যে চ তত্র নিবাসিনঃ ॥ ২০
 হৃত উবাচ ।

প্রমাণং বর্ণমাযুশ্চ যথাভ্যেদ্যন কীর্তিতম্ ।
 তথা চতুর্থাং বীপানাং কীর্ত্যামনং নিবোধত ॥ ২১
 ভদ্রাধীনাং বধাচক্ষুঃ কীর্তিতং কীর্তিবর্জনাঃ ।
 ওক্ষুগুণস্ত কার্ভেনৈ পূৰ্ণসিতৈরুদাহৃতম্ ॥ ২২
 দেবকূটস্ত পূৰ্ণস্ত শৈলস্ত প্রথিতস্ত হ ।
 পূৰ্ণেন দিগ্ধু সৰ্বাহু যথাবচ্চ প্রকীর্তিতম্ ॥ ২৩

অত্যন্ত বলশালী । স্ত্রীলোকদিগের অঙ্গলাবণ্য
 কুমুদতুল্য এবং তাহারা সুন্দরী ও প্রিয়দর্শনা ।
 তাহাদের শরীর ও মুখের কাতি চন্দ্রের ছায় ।
 তাহাদের শরীর চন্দ্রবৎ শীতল এবং শরীরে
 পদ্মের ছায় সুস্বাদু । উল্লিখিত গুণিকাস্থত
 প্রাণিগণ নীরোগ এবং নশসহস্র বৎসর জীবিত
 থাকে । তাহারা কালান্তর রসপান করিয়া স্থি-
 র্যৌবন লাভ করে । ১—১০ । স্বায়ং বাল-
 লেন, হে সূত ! আপনি চতুর্ভূপাস্থত পৰ্বত,
 নদী, দেশ ও জনপদসমূহের বিবরণ বিভিন্ন
 রূপে বধাবধ বর্ণন করিয়াছেন, অপুনা সেই
 সেই স্থানবাসী প্রাণিগণের বর্ণ, অয়ং, প্রমাণ
 ও সন্তোপাদি বিস্তারক্রমে বর্ণন করিয়া আমা-
 দের বাসনা পূর্ণ করুন । সূত বলিলেন, হে স্বা-
 যং ! চতুর্ভূপাসমূহের পরিমাণ, বর্ণ ও
 আয়ুষ্কাল যথাযথরূপে বর্ণন করিতেছি, অংশ
 করুন । হে কীর্তিবর্জন কৃষ্ণগণ ! পূৰ্ণ সঙ্ক-
 র্ণ ভদ্রাধিপতির যে লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন,
 তাহা বিস্তারক্রমে বলিতেছি, শ্রবণ করুন ।
 পূৰ্ণকথিত দেবকূট গিরির পূৰ্ণদিক্স্থিত পঞ্চ

কুলাচলানাং পঞ্চানাং নদীনাং বিশেষতঃ ।
 তথা জনপদানাং যথাদৃষ্টং বধাশ্রুতম্ ॥ ১৬
 শৈবাল্য বর্ণমালায়ঃ কোরজ্ঞশ্চাচগোভমঃ ।
 শ্বেতবর্ণশ্চ নীলশ্চ পঠৈতে কুলপৰ্বতাঃ ॥ ১৭
 তেবং প্রস্থতিরভে হপি পৰ্বতা বহুবিস্তরাঃ ।
 কোটিকোটঃ কিতৌ ক্ষেপাঃ শতশোহধ সহস্রাঃ
 তৈবিসম্ভ্রা জনপদা নানাসত্ত্বসমাকুলাঃ ।
 নানাপ্রকারজাতৌহাস্ত্রনৈকনৃপপৰ্বতাঃ ॥ ১৯
 তন্মধ্যেঠৈবিক্রোঠৈঃ শ্রীমান্তঃ পুরুষবৈভৈঃ ।
 অধ্যানিতা জনপদাঃ কীর্তনৌয়াশ্চ শোভিতাঃ ॥ ২০
 তেষাম্ নামধেয়ানি রাষ্ট্রাণি বিবিধানি চ ।
 গির্ধ্যস্তরনিবিষ্টানি সমেষু বিষমেষু চ ॥ ২১
 ওটাঃ সুহৃদলঃ শুক্লাশ্চন্দ্রকাত্তাঃ সুন্দরনাঃ ।
 বজ্রকা নীলমৈলয়ঃ শ্বেলৈয়া বিজয়স্থলাঃ ॥ ২২
 শত্ৰুবজ্রা মহানৈত্রাঃ শৈবাল্য সুকলাস্তথা ।
 কুমুদাঃ কাশ্যগুণাশ্চ পৰ্বভৌমাস্তথাপরাঃ ॥ ২৩
 মহাহলাঃ সুকাশাশ্চ মহাকাল্য কুশলজাঃ ।
 বাতরুংহাঃ সোমসদ্রাঃ পরিবায়াঃ পরাচকাঃ ॥ ২৪

কুলাচল, নদী ও জনপদের কথা যেরূপ শ্রুত
 এবং দৃষ্ট হইয়াছে, আমি সেইরূপেই কহি-
 তেছি । শৈবাল, বর্ণমালায়, কোরজ্ঞ, শ্বেতবর্ণ
 ও নীল এই পাঁচটি কুলাচল বলিয়া
 প্রসিদ্ধ । ঐ পঞ্চ অচল হইতে সত্ত্ব
 আরও শত সহস্র ও কোটি কোটি পৰ্বত এই
 পৃথিবীতে অবস্থিত আছে । ঐ পৰ্বতবিমিশ্র
 জনপদগুলি নানাবিধ প্রাণিগণে পরিপূর্ণ এবং ঐ
 জনপদে নানাজাতীয় বহুবিধ নৃপপৰ্বত
 বিরাগত । উল্লিখিত জনপদগুলি, নৃপনাম-
 ধেয় অতি বিস্তারিত সম্বন্ধশালী শ্রেষ্ঠ পুরুষ-
 গণের মনোহর বাসস্থান বলিয়া বর্ণিত । ১১—২০ ।
 এই গিরির অন্তর্নিবিষ্ট সম ও বিষম ভূমি-
 হিত রাষ্ট্র ও জনপদগুলির নাম বধা,—ওটা,
 সুহৃদল, শুক্লা, চন্দ্রকাত্ত, সুন্দরনা, বজ্রক,
 নীল-
 মৈলয়, শ্বেলৈয়া, বিজয়স্থল, শত্ৰুবজ্র, মহানৈত্র,
 শৈবাল, সুকলা, কুমুদ, কাশ্যগুণ, পৰ্বভৌম,
 মহাহলা, সুকাশ, মহাকাল, কুশলজ, বাতরুংহ,
 সোমসদ্র, পরিবায়া, পরাচকা,

মেঘক, বৎসকাট্যক, বারাহ, হারভৌমকঃ ।
 শম্ভভা, বিটশৌণ্ড, চ উত্তরা হেমভূমকঃ । ২৫
 কৃকভৌমঃ, সুভৌম, মহাভৌমঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ
 এতে চান্তে চ বিখ্যাতা নানাজনপদা ময়া । ২৬
 তে বসন্তী মহাপুণ্যঃ মহাগঙ্গাঃ মহানদীম্ ।
 আদৌ ত্রৈলোক্যবিখ্যাতাঃ সীতাঃ সীতানু্যাহিনীম্
 তথা চ হংসবসন্তিঃ মহাবজ্রাক নিম্নগাম্ ।
 চক্রাং বজ্রাং কৌশিকীং সুরস্যাং চাপগোস্তুমায়
 শাখাবতীং সৌমসদীং মেঘামদ্বারবাহিনীম্ ।
 কাবেরীং হরিভোগ্যাক সোমাবতীং শতহ্রদাম্ । ২৭
 বনমালাং বহুমতীং চম্পাং পদ্মাবতীং শুভাম্ ।
 সুবর্ণাং পঞ্চগঙ্গাক তথা পুণ্ড্রাং বপুজ্জতীম্ । ৩০
 মণিবপ্রাং সুবপ্রাং চ ব্রহ্মভাগাং বিনাশিনীম্ ।
 কৃকভোগ্যাক পুণ্ড্রায়াং তথা নাগপদীং শুভাম্ ।
 শৈবালিনীং মণিভট্টাং কারোদাং চাক্রাবতীম্ ।
 তথা বিষ্ণুপদীকৈব মহাপুণ্ড্রাং মহানদীম্ । ৩২
 হিরণ্যবাহিনীং নীলাং কন্দমালাং সুরাবতীম্ ।
 বামোদাক পতাকাং বেতালীক মহানদীম্ । ৩৩

সৌমসঙ্গ, পরিব্রজ, পরাচক, মোদক, বৎসক,
 এক, বারাহ, হারভৌমক, শম্ভভা, বিটশৌণ্ড,
 উত্তর, হেমভূমক, কৃকভৌম, সুভৌম ও
 মহাভৌম; এই সকল ব্যতীত আরও বহু
 জনপদ আছে। ত্রিলোক নদীনিচর আদিকাল
 হইতে ত্রিভুবনবিখ্যাত সীতগঙ্গল বাহিনী গঙ্গা
 নদী মহানদীতে থাকিয়া তথা হইতে আবির্ভূত
 হইয়াছে। এ সকল জনপদবাসী যাক্তিবর্গ
 এই সকল ও অপরাপর যে সকল নদীর তীরে
 বাস করে, তাহাদের নাম যথা—হংসবসন্তি,
 মহাবজ্র, কৌশিক, চক্রা, বজ্রা, আপগোস্তুমা
 কৌশিকী, মেঘা, শাখাবতী, সুরসা, সৌমসদী,
 অদ্বারবাহিনী, কাবেরী, হরিভোগ্য, সোম-
 বতী, শতহ্রদা, বনমালা, বহুমতী, চম্পা,
 পদ্মাবতী, সুবর্ণা, পঞ্চগঙ্গা, বপুজ্জতী, মণিবপ্রা,
 সুবপ্রা, ব্রহ্মভাগা বিনাশিনী, কৃকভোগ্য,
 নাগপদী, শৈবালিনী, মণিভট্টা, কারোদা,
 চাক্রাবতী, বিষ্ণুপদী, হিরণ্যবাহিনী, নীলা,

এতা গঙ্গা মহানদ্যাঃ নদিকঃ পরিকীৰ্ত্তিতাঃ ।
 কুন্দনদ্যাক্ষসংখ্যাতাঃ শতশোহং সহস্রাণঃ । ৩৪
 পূৰ্ণবীপজ বাহিত্তাঃ পূন্যবত্যাঃ কীৰ্ত্তিতাঃ ।
 কীৰ্ত্তনেনাপি চৈতান্যং পুতঃ স্র চিতি মে মতিঃ ।
 সন্ততরাষ্ট্রং স্কীতক নানাজনপদাক্ষম্ ।
 নানাবৃক্ষবনোদ্দেশং নানানগসুবেষ্টিতম্ । ৩৬
 নরনারীগলাকীর্ণং নিত্যং প্রমুদিতং শিবম্ ।
 বহুধাত্বনোপেতং নানানুপতিপালিতম্ । ৩৭
 উপেতং কীৰ্ত্তনশতৈর্নানাদ্রাকাদ্রাকরম্ ।
 তস্মিন্ দেশে সমাখ্যাতাঃ হেমমণ্ডলপ্রভাঃ । ৩৮
 মহাকায় মহাবীৰ্যাঃ পুরুষাঃ পুরুষবীৰ্যাঃ ।
 সন্ত্যবণং দর্শনক সহস্রানোপবেশনম্ । ৩৯
 দেবৈঃ সহ মহাভাগাঃ কুর্ষতে তত্র বৈ প্রজাঃ ।
 দর্শনং সহস্রাণি তেষামাশুঃ প্রকীৰ্ত্তিতম্ । ৪০
 ধর্ম্মাধর্ম্মবিশেষং ন তেষান্তি মহাস্থহ ।
 অহিংসা সত্যবাক্যক প্রকৃটৈব হি বর্জ্যতে । ৪১

কন্দমালা, সুরাবতী, বামোদা, পতাকা ও
 বৈতালী। উল্লিখিত সকল নদীই গঙ্গার
 তীরে নদিকাকূপে বিখ্যাত এবং অসংখ্য
 কুন্দনদী তথায় বিরাজিত। পূৰ্ণবীপবাহিনী
 নদীনিচর অতি পবিত্র। আমার বিশ্বাস, এই
 সকল নদীর নাম কীৰ্ত্তন করিলে মানবগণ
 পবিত্র হয়। এই বীপগাঙ্গা স্রীমান্ ও উত্তর,
 নানা জনপদে পরিপূর্ণ, বিটপিবহুরে বনরাশি-
 যুগোভিত, পর্জতকূলে বেষ্টিত, সন্তত মঙ্গলপ্রদ
 ও আশোদিত নানা নরনারীগণে সমাকীর্ণ, অসং
 ধনযাত্র পূর্ণ, নুপতিগণে ভূষিত, নানা বৃক্ষের
 আকার ও শত শত লোক ভক্তক কীৰ্ত্তিত।
 সেই বীপবাসী পুরুষেরা বিত্তহীন স্বর্গ ও শম-
 বিপ্রভ বর্ষক উদ্ভব, বিপুলদেহ ও মহাবল;
 এইজন্য মহুযাদিগের মধ্যে তাহারা ই প্রধান।
 এই মানবগণ দেবতার সাহায্য প্রাপ্ত হয় এবং
 সমানরূপে সন্তান সন্ত হইয়া দেবতাসহ একতানে
 উপবেশন করে। তাহাদের আশ দর্শনসহ
 বৎসর বিশেষ কোন বস্তুদ্বারা তাহাদের নাই,
 কিন্তু অহিংসা ও সত্যবাক্যই দৈনন্দিক নিয়ম।

তে ভক্ত্যা শঙ্করং দেবং গোবীণং পরমবৈকবীম্ ।
ইজ্যাপূজানমস্কারাং তাত্য়াং নিত্যং প্রযুক্ততে ॥

ইতি মহাপুরাণে ত্র্যম্বকেন্দ্রব্রহ্মপাদে
ভুবনবিজ্ঞানো নাম ষট্চত্বারিংশো
হধ্যায়ঃ ॥ ৪৬ ॥

— —

সপ্তচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

নিবৰ্গ এব ব্যাখ্যাতে ভদ্রাখ্যায়ং স্বার্থবৎ ।
শৃণুধ্বং কেতুমানানং বিস্তরেণ প্রকীৰ্ত্তনম্ ॥ ১
নিবধস্তাচলেন্দ্রস্ত পশ্চিমস্ত মহাজননঃ ।
পশ্চিমেহি যন্তত্র দিগ্ধু সৰ্ব্বাসু কীর্ত্তিতম্ ॥ ২
কুলাচলানাং সপ্তানং নদীনাং বিশেষতঃ ।
এখা জনপদানাং বিস্তরং শ্রোতুমর্হথ ॥ ৩
বিশালঃ কমলঃ কৃষ্ণো জয়ন্তো হরিপৰ্বতঃ ।
অশোকো বৰ্দ্ধমানশ্চ সপ্তৌতে কুলপৰ্বতঃ ॥ ৪
তেষাং প্রসূতিরন্তেহপি পৰ্বতা বহুবিস্তরাঃ ।
কোটি কোটি শতজ্ঞেয়াঃ শতশোহথ সহস্রশঃ ॥ ৫

তাহারা ভক্তিভরে মহাদেব ও পরমবৈকবী
গৌরীদেবীর পূজা, নমস্কার ও যাপয়জ্ঞাদিতে
সংগত নিযুক্ত থাকে। ২১—৪২ ।

ষট্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ৪৬ ।

— —

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়ঃ ।

সূত বলিলেন, ভদ্রাখ্যায়ের নৈমগিক নিয়ম
স্বার্থরূপে কথিত হইয়াছে; এক্ষণে কেতু-
মান ব্যয়ের বিবরণ বিস্তৃতরূপে শ্রবণ
করুন। এই ব্যয়ের পশ্চিমদিকে সাতটি
কুলাচল ও কতকগুলি নদী এবং অনেকগুলি
জনপদও বিদ্যমান। বিশাল, কমল, কৃষ্ণ,
জয়ন্ত, হরি, অশোক ও বৰ্দ্ধমান এই সপ্ত কুল-
পৰ্বত । এই সকল কুল পৰ্বতের মধ্যে কোন
পৰ্বত হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য পৰ্বতের

উৎক্রিমিত্রা জনপদা নানাজাতিসমাহুলাঃ ।
নানাপ্রকারবিভেদ্যন্তনেকনৃপপালিতাঃ ॥ ৬
তে নামধেয়ৈবিক্রান্তা বিবিধাঃ প্রথিতা ভূবি ।
অধ্যাসিতা জনপদৈঃ কীৰ্ত্তনৈশ্চ বিভূষিতাঃ ॥ ৭
তেষাং সনামধেয়ানি রাষ্ট্রানি বিবিধানি চ ।
নির্ঘাত্তরনিবিষ্টানি সমেনু বিধমেযু চ ॥ ৮
যথৈব কথিতাঃ পৌরা গোমতুয্যকপোতকাঃ ।
ওৎসুখা ভ্রমরা যুধা মাহেষ্যচলকূটকাঃ ॥ ৯
সুমৌগাঃ স্তাবকাঃ ক্রৌঞ্চাঃ কৃষ্ণাঃ মণিপূঞ্জকাঃ
তটাঃ কন্বসমৌঘাঃ সমুদ্রান্তরকাস্থা ॥ ১০
করন্তাঃ কূটকাঃ শ্বেতাঃ সুবর্ণকটকাঃ শুভাঃ ।
শ্বেতান্ধাঃ কৃষ্ণপান্ধাঃ চিতাঃ কপিলকর্ণিকাঃ ॥ ১১
উগ্রাঃ করাল গোল্লালা হীনানা বনপাতকাঃ ।
মহিষাঃ কুমুদাভাঃ করবাতাঃ মহোৎকটাঃ ॥ ১২
শুনকাসা মহানাসা পীতাসা গজভূমিকাঃ ।
করঞ্জাঃ সত্তমা বাহাঃ কিঞ্জরাঃ পাণ্ডুভৌমকাঃ ॥ ১৩
কুবেরা ধুমজা জঙ্গা বঙ্গা রাজীবকোঙ্কিলাঃ ।
বাচাস্পাঃ মহাস্পাঃ মধুরেয়াঃ সুরেচকাঃ ॥ ১৪

প্রাভাব হইয়াছে। নানাজাতিপরিপূর্ণ ও
বহুবিধ-নৃপপালিত জনপদগুলি উল্লিখিত কুলা-
চল সকলে বহুভাষে বিভক্ত হইয়াছে। এই
পৰ্বতগুলি স্ব স্ব নামে প্রসিদ্ধ। ইহাতে
বহুবিধ জনপদ বিদ্যমান। এই পৰ্বতের সম
ও বিষমস্থানস্থিত রাজ্যগুলির নাম বলিতেছি।
এই রাজ্যগুলি বিবিধ গো, মনুষ্য ও কপোতাদি
দ্বারা সৰ্ব্বদা পরিপূর্ণ, ওষাণ ভ্রমরকুল স্তম্বে
গুঞ্জন করিতেছে। এই রাজ্যগুলির নাম
যথা—সুমৌগ, স্তাবক, ক্রৌঞ্চ, কৃষ্ণা, মণি-
পূঞ্জক, তট, কমলমৌঘা, সমুদ্রান্তরক, করন্ত,
কূটক, শ্বেত, সুবর্ণকটক, শ্বেতান্ধ, কৃষ্ণপান্ধ,
চিতা, কপিলকর্ণিকা, উগ্র, করাল, গোল্লালা,
হীনান, বনপাতক, মহিষ, কুমুদাভ, করবাত,
মহোৎকট, শুনকাস, মহানাস, পীতাস, গজ-
ভূমিক, করঞ্জ, সত্তম, বাহ, কিঞ্জর, পাণ্ডু-
ভৌমক, কুবের, ধুমজ, জঙ্গ, বঙ্গ, রাজীব,
কোঙ্কিল, বাচাস্প, মহাস্প, মধুরেয়, সুরেচক,

পিতৃলাঃ কাচলাটৈঃ প্রবেণা মন্তকাসিকঃ ।

গোদাঃ ব্রাহ্মণঃ কুলব্যাঃ বর্জিতঃ (সে নর্যাসিকঃ) ।

তে পিতৃন্তি মহাভাষাঃ প্রথমস্ত মহানন্দীম্ ।

সুব্রাহ্মণ্য পুণ্যাসিকার মহানগ্নিরেবিতাম্ ॥ ১৬

কমলাঃ তামসীঃ শ্রামাঃ সুমেধাঃ বহুলাঃ নন্দীম্

বিকীর্ণাঃ শিখিমাল্যক তথা দর্ভবতীমপি ॥ ১৭

তদ্ভানন্দীঃ শুকনন্দীঃ পলাশক মহানন্দীম্ ।

ভীমাঃ প্রভঞ্জনঃ কাঞ্চীঃ পুণ্যাকৈব কুশাবতীম্ ।

দক্ষাঃ শাকবতীকৈব পুণ্যোদ্যক মহানন্দীম্ ।

চন্দ্রাবতীঃ সুমূল্যক কুশতাপাপগোস্তমাম্ ॥ ১৮

নন্দীঃ সমুদ্রমাল্যক তথা চন্দ্রাবতীমপি ।

একাক্ষাঃ পুন্দলাঃ বাহাঃ সুবর্ণাঃ নন্দিনীমপি ॥ ১৯

কালিন্দীকৈব পুণ্যোদ্যক ভাবতীক মহানন্দীম্ ।

সীতোদ্যক পাতিকাঃ ব্রাহ্মীঃ বিশালাক মহানন্দীম্

পীতবীঃ কুশকায়ীক কুশাকৈবাপগোস্তমাম্ ।

মহিষীঃ মানুষীঃ দণ্ডাঃ তথা নবনন্দীঃ শুভাম্ ॥

এতচ্চত্ৰাশচ পীঠস্তোহুত্যা হি সবিভোক্তমাঃ ।

নৈববিসিদ্ধচরিতাঃ পুণ্যোদ্যঃ পাপহঃ শুভঃ ॥ ২০

নানাজনপদাকীর্ণ মহাপর্যন্তভূমিতম্ ।

পিতৃলা, কাচলা, প্রবেণ, মন্তকাসিক, গোদা, ব্রাহ্মণ, বহু, বর্জিত, মোদগ ও অ. ক। ১—১৫ ।

ঐ সকল জনপদবাসী প্রাণবগ্ন মহোত্তরসেব-

নীর পুতুল মহানন্দীর তল পাল করে। সেই

নন্দীপণের নাম যথা—কমলা, তামসী, শ্রামা,

সুমেধা, বহুলা, বিকীর্ণা, শিখিমাল্য, দর্ভবতী,

তদ্ভানন্দী, শুকনন্দী, পলাশা, ভীমা, প্রভঞ্জন,

কাঞ্চী, কুশাবতী, দক্ষা, শাকবতী, চন্দ্রাবতী

সুমূল্য, দমতা, সমুদ্রমাল্য, চন্দ্রাবতী, একাক্ষা,

পুন্দলা, বাহা, সুবর্ণা, নন্দিনী, পুণ্যোদ্য, কালিন্দী

ভাবতী, সীতোদ্য, পাতিকা, ব্রাহ্মী, বিশালা,

পীথত্রি, কুশকায়ী, কুশমণ্ডী, মানুষী ও

দণ্ডা; এই নন্দীসকল কুশমণ্ডী ও অতি

বেগবতী। এত প্রকার নন্দীসকল মহানন্দীর

বিস্তারিত। পুণ্যোদ্যক জনপদবাসী ও বহু

সিদ্ধদেব বিদিত এই সকল নন্দী জনপদবাসী

নন্দীর জলপান করিয়া জলপান করিয়া

এই সকল নন্দী পাপমার্গ হইতে নিবৃত্তি

নানারোগমূল্যবান নিত্য প্রমুদিত শিবম্ ॥ ২১

উল্লিখ্য ধনদাত্তাধৈর্যবানৈঃ সমস্ততঃ ।

সম্মিষ্টৈঃ মহাভোপঃ পশ্চিমঃ কুশভাজনাম্ ॥ ২২

নিমগ্নাঃ কেতুমাল্যনামৈঃ পশ্চিমঃ কুশভাজনাম্ ॥ ২৩

ইতি মহাপুত্রাণে ব্রাহ্মণভূষণানি নামো

নাম সপ্তচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

অষ্টচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

পাশপাশ্রম উবচ ।

পূর্বাংশো সমাখ্যাতো যৌ নৈশো ম দ্বয়া প্রভো

উত্তরাংশক বর্ণনাঃ দক্ষিণাংশক সর্গঃ ॥ ১

অচক্ষু নৌ ধবত্বাং যে চ তত্র নিবাসিনঃ ॥ ২

সূত উবচ ।

দক্ষিণেন তু বেতন্ত নীলশৈবোত্তরেণ তু

বর্ণং রমণকং নাম জায়তে তত্র মানবাঃ ॥ ৩

রতিপ্রদান বিমলা প্রবর্ত্তগন্ধবর্জিতাঃ ।

সংকল্পশীল প্রাণিবগ্নে নৈবসাম্যোধ্য কেতুমাল্য

নামক পশ্চিম মহাভোপ ধনদাত্তাধৈর্যবানৈঃ সমস্ততঃ

নগ্ননিবাস নানাজাতৈঃ প্রাণিবগ্ন, মহাভোপ ও

বহুবিধ রত্নে দ্বারা পরিচালিত। হে ভগবদ!

আমি আপনাদেবতার ধনদাত্তাসারে কেতুমাল্যের

এই নৈমিত্তিক অবস্থা বর্ণন করিলাম ॥ ১৬—২৩ ॥

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়ঃ ।

পাশপাশ্রম বলিলেন, হে প্রভো! আপনি

পূর্বাংশ ও পশ্চিম অংশ উভয় দেশের নৈমিত্তিক

অবস্থা বিবৃত করিয়াছেন, অতীত প্রার্থনা করি-

তেছি, যে উত্তর ও দক্ষিণ বর্ণের অশুশ্রুতিক

অবস্থা ও অশ্রুশ্রুতিক দেশের বিষয় বিস্তারিত

করিতেছেন কখন। এই প্রশ্ন তিনি সূত

বলিলেন, হে ভগবদ! যে উত্তর দেশের দক্ষিণ ও

নীলশৈবের উত্তরে রমণক নামক একবর্ণ বিম-

লান ও বর্ণের মনোবৎ অতি রতিপ্রদ ও

সুক্রাভিজনসম্প্রদাঃ সর্গে চ প্রিয়দর্শনাঃ । ৪
তত্রাপি সুমহান্ দিব্যোঃ প্রগোষো মেঘিনো মহান্
তত্রাপি তে কলরসং পিবন্তো বহুত্বজ্ঞাতাঃ । ৫
দশবর্ধনহস্তাণি শতানি দশপদাঃ চ ।
জীবন্তি তে মহাভাগাঃ সনাঃ স্রষ্টা নরোত্তমাঃ । ৬
উত্তরেণ তু শ্বেতস্ত শৃঙ্গবদনকিপেন চ ।
বর্ধং হিরণ্যকং নাম যত্র হৈরন্যাতী নদী । ৭
মহাবলাঃ সুতেজস্কা জাগন্তে তত্র মানবাঃ ।
সর্কত্বেকামনাঃ সন্ত ধনিনঃ প্রিয়দর্শনাঃ । ৮
একদশসহস্রাণি বর্ধন্যং তেহমিতৌজসাঃ ।
অয়ঃ প্রমথং জীবন্তি শতানি দশপদাঃ চ । ৯
তস্মান্ বর্ধং মহাপুরুষো লভুচঃ বহুপ্রাশ্রয়ঃ ।
তস্ত পীত্বা কলরসং তত্র জীবন্তি মানবাঃ । ১০
ত্ৰীণি শৃঙ্গবতঃ শৃঙ্গাণ্যচ্ছিতানি মহান্তি চ ।
একং মণিময়ং তেবমেককৈব হিরণ্যম্ ।
সর্করত্বময়কৈবং ভবনৈরুপশোভিতম্ । ১১
উত্তরস্ত সমুদ্রস্ত সমুদ্রান্তে চ দক্ষিণে ।

সুন্দর, তাহাদের শরীরে কোনরূপ রোগ কিম্বা
দুর্গন্ধাদি নাই, তাহারা সকলই নির্মূলবশঃসম্পন্ন
ও প্রিয়দর্শন। উল্লিখিত রূমণকর্যে এক সুমহান্
বটরূক বিদ্যমান। এই বটবাসী নরবরগণ
এই রূকের জলরস পান করিয়া দশ সহস্র
পদদশ বৎসর জীবন ধারণ করে। শ্বেত-
শৈলের উত্তরে শৃঙ্গবান্ শৈলের দক্ষিণে হিরণ্যক
নামক বর্ধ বিদ্যমান। এখানে হিরণ্যাতী
নামে এক নদী প্রবাহিত। এই হিরণ্যবধী
মানবেরা অতি বলবান্ ও তেজস্বী। ইহারা
সকল সময়েই কামপ্রিয়, অতিশয় ধনাঢ্য ও
প্রিয়দর্শন। এই অমিততেজা মহাপরাক্রম
মানবেরা একদশ সহস্র একশত পদদশ বৎ-
সর জীবিত থাকে। উল্লিখিত বর্ধে বহুত্বজ্ঞা-
তায় এক সুমহান্ লভুচ রূক বিদ্যমান।
এখানকার মানবেরা লভুচরস পান করিয়াই
পুষ্কোন্নিধিত সুদীর্ঘকাল জীবন ধারণ করিয়া
থাকে। ১—১০। শৃঙ্গবান্ শৈলের তিনটি
উচ্চতর শৃঙ্গ আছে, তন্মধ্যে একটি মণি-
ময়, একটি বর্ধময় ও অপরটি সর্করত্বময়

কুরবস্তত্র তবর্ধং পুণ্যং সিক্কিনিষেবিতম্ । ১২
তত্র রূকং মধুকলা নিত্যং পুষ্পকলোপমাঃ ।
বহুাণি চ প্রসূন্তে কঠে বাভরুবাণি চ । ১৩
সর্ককামকলাপ্তজ্জ কচিং রূকং মনোরমাঃ ।
গন্ধবর্ণরসোপত্যং প্রকরন্তি মধুভ্রমম্ । ১৪
অপরে ক্রান্তিণো নাম রূকান্তত্র মনোরমাঃ ।
যে করন্তি সনা জীরং বহুরসং হৃদতোপদম্ । ১৫
সর্কং মণিময়ী ভূমিঃ হৃদ্যাকলমবালুকা ।
সর্কতঃ সুবন্যস্পর্শা নিস্পন্ধা নৌজ্ঞা শুভা । ১৬
দেবলোকাস্ত্যাতান্ত্র জাগন্তে মানবাঃ শুভাঃ ।
সুক্রাভিজনসম্প্রদাঃ সর্গে চ হিরণ্যোবনাঃ । ১৭
মিথুনানি প্রসূন্তে স্ত্রিয়জাতমনোহরাঃ ।
তে চ তং কীরিৎ রূকং পিবন্তি হৃদতোপদম্ ।
মিথুনং জাগতে সদাঃ সমকৈব বিবন্ধিতে ।

এবং বহুবর্ধ ভবনশোভিত। উত্তর সাগরের
সমীপে ও দক্ষিণাংশে রূক নামে এক
সিক্কিনিষিত পুষ্পপ্রদ বর্ধ আছে। সেখান
মধুময় কলপ্রসূত কতিপয় রূক বিদ্যমান।
সেই রূকগুলি সর্কদাই কলপুষ্প প্রদ
করে, সেই সকল কল হইতে বহুবর্ধ
বস্ত্র ও আভরণ উৎপন্ন হয়। উক্ত রূকবর্ধের
স্থানবিশেষে কতকগুলি সর্ককামকলপ্রদ
রুম্মীয় রূক বিদ্যমান। এই রূক সকল হইতে
সর্কদা নিঃসারিত ও বর্ধবিশিষ্ট উত্তম মধুময়
কল জন্মিয়া থাকে। অপর আরও কতকগুলি
মনোরম ক্রান্তি রূক আছে। ঐ রূক হইতে
সর্কদাই হৃদতোপম বহুরসপ্রদ কীর নিঃসৃত
হয়। এই রূকবর্ধের ভূমি সকল মণিময় ও
বালুকামণি হৃদ্য হৃদ্য কাকনসুপথরূপ।
এই বর্ধের সর্কদাই স্পর্শবশ ও পাপরহিত।
এখানকার জ বগনও রোগপীড়িত হয় না।
এখানে দেবলোকচ্যুত মানব জন্মগ্রহণ করে।
এখানকার মনুষ্যবর্গ নির্মূলবশ ও চিরদৌর্ভবের
ভাজন। অত্যন্ত মনোহারিণী রুম্মীকুল এক-
কালে মিথুন প্রসব করে। এই মিথুন
কীররূকের হৃদতোপমান রসপান করিয়া জীবন
ধারণ করে। মিথুন একদিনে অশ্রিতা উত্তরেই

সময় নীলক রূপক ত্রিভুজে বৈ তে সমম্ ॥ ১১
অকোঃ মনুভক্ত্য চক্রবাকসমর্ষিতঃ ।
অনাময়া হৃশোকাশ্চ নিত্যং সুখনিবেশিনঃ ॥ ২০
ত্রয়োদশশস্যানি শতানি দশপঞ্চ চ ।
জীবন্তি তে মহাবীৰ্য্যান চাত্তরীনিবেশনঃ ॥ ২১
কুরুদামপি চৈতেষাং শৃংখলং বিভূষণে তু ।
জারুণে শৈলদাজ্ঞাপাত্রেণোত্তরত্ৰি ॥ ২২
বিক্রু সর্পায় বদ্যর কীৰ্ত্ত্যমানং নিবোধত ॥ ২৩
অনেকবন্দনোত্তরোত্তরানি রমণীভৌ ।
নৈককুরুবনেপেভৌ চিত্রানুবিভূষিতৌ ॥ ২৪
অনেকধাতুকলিতৌ সর্ষধাতুবিভূষিতৌ
পুষ্পদলকলোপেভৌ সিন্ধ্যাবনশেখিতৌ ॥ ২৫
বারম্যেভৌ হুমহত্যুভূজিতৌ কুলপঙ্কিতৌ ।
তাত্য্য কূটশৈলৈর্নৈকৈস্তদ্বীপমুপপেবিতম্ ॥ ২৬
চন্দ্রকান্তশ্চ শৈলশ্চ সূর্য্যকান্তশ্চ সাধুমান্ ।
বহ্নের্মিথোন সা বাতা ভদ্রসে মা মহানদী ॥ ২৭
সহস্রশ্চন্দনোঃশ্রগাঃ শ্রমস্বঃশ্রগোনকাঃ ।
পর্ধ্যাপ্তোলাঃ কুরুগাং হি দ্বানপানাবগাহটৈঃ ॥ ২৮

সমভাবে বুদ্ধিলাভ করত সমানবৃত্তাব, সমান-
রূপ ও সমকালে মদনমুখে পতিত হয়। চক্র-
বাকের সমদর্শি মিত্রদের পরস্পর অমৃতক ও
গোশোকাশি-রহিত হইয়া সত্য সুখসম্প্রদানে
কালযাপন করে। ১১—২০। এই কুরুবনের
পুরুষেরা পরস্পরসম্প্রদান করে না, এই জগৎ
ইহারা ত্রয়োদশ সহস্র একশত পঞ্চদশ
বর্ষ জীবিত থাকে। কুরুবনের উত্তরস্থিত
শৈলবর জারুণি উত্তরদেশে চারিদিকে
বেধানে বাতা আছে, তাহা সবিস্তার বর্ষন
করিতেছি, অরুণ করুন। উত্তরকুরুখোপ
বহু জহা, নিকর, নিকরবন ও চিত্র
সামুবিভূষিত অসংখ্য পুষ্প, ফল, সুক ও
সিঁড়িচারণসমিহিত এবং শত শত লাক্ষপরিপূর্ণ,
অতুল্য সুবানি কুলচন্দ্রকর মনো পাত শত
শৃঙ্গসমিহিত হইয়া বিগাছ করিতেছে। উক্ত
কুলচন্দ্রকরের মদ চন্দ্রকান্ত ও সূর্য্যকান্ত। এই
দুই পঙ্কজের মধ্য হইতেই ভদ্রসেমা মাতী
নদী নিঃসৃত হইয়াছে। এই বীপে কুরুগা

ওখাঃ কী বহাঃশ্রগাঃ মহানদাঃ পর্ধ্যাপ্তাঃ ।
মধুভৈরবেরবাহিতো ঘৃতবাহিত এব চ ॥ ২৯
লগ্না শতহ্রদাশ্চাত্তরতঃ স্বাধরপঙ্কিতঃ ।
অমৃতবাহুঃশ্রগাঃ কলানি বিবিধানি চ ॥ ৩০
গন্ধবর্ষদশচ্যানি মূলানি চ কলানি চ ।
পঙ্কবোজনমানানি মহাপঙ্কানি সঙ্গশঃ ॥ ৩১
নানাবর্ণপ্রকারানি পুষ্পানি চ সহস্রশঃ ।
উপভোগসহস্রানি ভদ্রানি চ মহাস্থি চ ।
গন্ধবর্ষদশচ্যানি স্পর্শপেতানি সঙ্গশঃ ॥ ৩২
তমালাশ্রুগন্ধান্য চন্দনান্য বনানি চ ।
ভ্রমরৈরুপগীতানি শ্রুতানি সৌন্দর্য্য চ ॥ ৩৩
বৃকশ্চগন্ধতটানি বনানি সুসুধানি চ ।
ঘটপৈনকপগীতানি বৈজ্ঞান্যৈর্দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৩৪
পল্লবপল্লবতটানি সরানি চ সহস্রশঃ ।
ভক্যাপেরসমৃদ্ধাশ্চ বহমান্য মূলপনাঃ ॥ ৩৫
মনোরমস্থৈশ্চৈত্রে পঙ্কিসম্পন্নৈর্নিকুজিতাঃ ।

জান, পান ও অঙ্গাহনযেগ্য সুব্রহ্মা ও বজ্র-
মলিলা আরও বহু নদী বিগাছমান। তদ্বধে
কোন কোন কীৰ্ত্ত্যাহিনী, কোথাও মধুবাহিনী,
কোথাও বা মনুবাহিনী আরও কোথাও বা
ঘৃত ও লবণাহিনী শতহ্রদা মহানদী প্রবাহিত
হইতেছে। এই বীপ একটি অমর অঙ্গল
ও অমৃতপানময় হ্রদ কল আছে। ২১—৩০।
এখানকার ফলমূল সকল বিগাছপ, সে ও গন্ধ-
শালী, এই কলমুলের গন্ধ বায়ুগির্জালিত
হইলে পঙ্কবোজন পরিমিত জ্ঞান আঘোদিত
করে। এই ঘটপে নানাবর্ণ ও নানাব্যতীর অতি
মনোরম সুব্রহ্ম পুষ্প আছে। এই সকল পুষ্প
মনোরমগন্ধবর্ণাধিগুণ এবং স্পর্শস্থবন।
হে জিজ্ঞাসুগণ! এই বৃকশ্রবণে ভ্রমরভুক্ত
ও বহু বৃকশ্রবণপরিবৃত্ত অনেক তমালা, অশ্রুত
ও চন্দ্রনের বন বিস্তারমান। সেই সকল বন
বিগাছের বোকাশ্রমিতে নিবাসিত হয়;
তাই আশ্রয় সুপ্রদান বলি। মনঃ হব।
এখানে পল্লবপল্লববিভাজিত সরস সহস্র
সতোত্তর এবং ভক্য ও পানীয়ুত চন্দ্রবী
বিহারকুম্ভি বিগাছমান; সেই বিহারকুম্ভি

অনেকগুণসম্পূর্ণা বিচিত্রশরনাসনাঃ ॥ ৩৬
বিহারভূম্যো রম্যাঃ সর্পির্ভূষ স্বপ্রদাঃ ।
আক্রীড়াঃ সর্পিতঃ স্কাতঃ মণিহেমপরিহৃতঃ ॥
শিলাগৃহা বৃক্ষগৃহা বরেন্দ্রাঃ কলগৌগৃহাঃ ।
লতাগৃহসহস্রাণি সুস্থানি সমততঃ ॥ ৩৮
শতশশ্বদাভিনি ভূম্যেস্থাপতানি চ ।
তপনোদগবাক্ষাণি মণিভাষাস্তরাণি চ ॥ ৩৯
স্ববর্ণমণিচক্রানি সর্পির্ভূষ বিপুলানি চ ।
মহাবৃক্ষসহস্রাণি বরেন্দ্রাণি চ সর্পিণঃ ॥ ৪০
নানাকারানি বাসাব্যসি স্থানানি সুস্থানি চ ।
মৃদঙ্গবেণুপদববীণাণ্য বহুবিস্তরাঃ ॥ ৪১
কলস্তু কলবৃক্ষাণ্য সহস্রাণি শতানি চ ।
সর্পির্ভূষ ভূষণান্য সর্পির্ভূষ হি তৎপুংসু ॥
সর্পিরাপপ্রমুদিতঃ ননরীন্দমকুলম্ ।
প্রবতি চান্নিলস্তত্র নানাপুষ্পাবিধাসিতঃ ॥ ৪৩

বহুবিধ মালা অনুলেপন, বিচিত্র শয্যা, এবং আসনে বিভূষিত ও বিচিত্র বিহঙ্গ-কুঞ্জনে মুখরিত হইয়া সকল সময়ে সুখ-প্রদান করিয়া থাকে। এই বিহারভূমির সর্পি-স্থানই মণি ও স্বর্ণজালে মণ্ডিত হইয়া বিশিষ্ট শোভা ধারণ করিয়াছে। ইহার স্থানে স্থানে শৈলগৃহ, বৃক্ষগৃহ, সর্পির্ভূষ সহস্র সহস্র লতাগৃহ ও রমণীয় কলগৌগৃহ অবস্থিত আছে। এখানকার ভূমি ও গৃহ সকল বিস্তৃত শস্যের স্থায় শুভ্রবর্ণ। বিহার-ভূমির চতুর্পার্শ্বে স্বর্ণময় গবাক ও বহুবিধ মণি-মণ্ডিত শত শত মৃদঙ্গগৃহ বিস্তৃত শতদলের স্থায় দীপ্তি ধারণ করিয়া বিরাজ করিতেছে। এখানে বহুবিধ সুবর্ণ ও মণিময় মনোহর সহস্র সহস্র স্তম্ভং বৃক্ষ সুখপ্রদ বহুবিধ সুস্থ সুস্থ বস্ত্র এবং মৃদঙ্গ, বীণা, বেণু ও পদবাদ্য বহুবিধ বাণ্য যন্ত্র বিদ্যমান। কলবান্ বৃক্ষ সকল সত্য বহুবিধ যুগ প্রসব করে এবং সর্পির্ভূষই বহুবিধ উদ্যান ও মনোরম নগর প্রাপ্ত হইয়াছে। এই বিবিধ নরনারী পরিপূর্ণ মহাধীপ অপরাপর ধাপ অপেক্ষা অধিকতর সুখপ্রদ। এখানে সর্পিণা নানাবিধ পুষ্পসম্বন্ধে প্রবাহিত হয়।

নিত্যমেব সুখং রম্যং তস্মিন্ দীপে প্রমাপহে ।
তত্র স্বর্ণপরিভ্রষ্টা ভাষন্তে হি নরাঃ সনাঃ ॥ ৪৪
ভৌমং তদপি হি স্বর্ণং তত্রাপি চ শুশোভনম্ ।
চন্দ্রকান্তা নরবরাঃ শ্রামাক্কাঃ পূর্ণকুলজাঃ ।
শ্রামাবধাতাঃ সুধিনঃ সূর্য্যকান্তা বরাঃ প্রজাঃ ॥
তস্মিন্ দেশে নরাঃ শ্রেষ্ঠাঃ দেবসদৃশপ্রাক্রমাঃ ।
সনা বিহারিণঃ সর্পি কামবৃত্তাঃ সুবর্জিতাঃ ॥ ৪৬
বলয়াদমকেয়রহারকুণ্ডলভূষণাঃ ।
অগ্নিচন্দ্রমুহূর্দাশ্চিত্র স্কাননবাসসঃ ॥ ৪৭
অগ্নিযৌবনধরাঃ সুপ্রিয়াঃ প্রিয়দর্শিনাঃ ।
প্রজা বর্ষসহস্রাণি জীবন্তি সুবহুভূত ॥ ৪৮
ন তাঃ প্রসববর্ষিণ্যা ন বৎসপ্রকরো বিধিঃ ।
মিথুনং ভাষতে বৃক্ষাহুপক্রমণমদৃশম্ ॥ ৪৯
সামান্তবিভবাঃ সর্পি মমতাপরিবর্জিতাঃ ।
ন তত্র বিলাতে বর্ষকো ন ধর্মঃ সম্প্রবর্ততে ॥ ৫০

এই প্রমাপহারী মহাবীপে সুখ সর্পির্ভূষই বিদ্যা-মান। এখানে স্বর্ণভ্রষ্ট মানবেরা প্রমদাভ করে। এই স্থান স্বর্ণময় দান করে বলিয়া ভৌমবর্গ বলা যায়। উক্ত ভূম্যোদগবাক্ষা পূর্ণকুলজাত মানবেরা চন্দ্রের স্থায় কাঁড়শাণী বলিয়া চন্দ্রকান্ত নামে অভিহিত এবং ঐ নদীর পশ্চিমকুলজাত মনুষ্যগণ সূর্য্যসমান কাঁড় ধারণ করে বলিয়া সূর্য্যকান্ত নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই চন্দ্রকান্ত ও সূর্য্যকান্ত উভয়েই শ্রামবর্ণবিশিষ্ট এবং বিবিধ সুখভোগী বলিয়া বিখ্যাত। ৩১—৩২। এখানকার মনুষ্য-সকল দেবোপম ও অতি বলবান্ বলিয়া সর্পি মনুষ্য হইতে শ্রেষ্ঠ ও তেজস্বী। ইহারা সত্য ও স্বকামবৃত্তি অনুসারে বিহার করিয়া বেড়ায়। বলয়াদ অলঙ্কার, মালা, মুহূর্ত্ত ও উত্তম বস্ত্রে সকলেই বিভূষিত থাকে। তাগানের যৌবন কখনও কখনও জীর্ণ বা নষ্ট হয় না, তাই সকলেই প্রিয়দর্শন হইয়া বহু সহস্র বৎসর জীবিত থাকে। ঐ ধাপস্থিত প্রজাবর্গ কখনও সন্তান প্রসব করে না, তাই ইহাদের বংশের হ্রাসবৃদ্ধি কিছুই নাই। সেখানে বৃক্ষ হইতেই মিথুন উৎপন্ন হয়। তাহার সকলেই সাধারণ

ন ব্যাধিন্ ভরা তত্র ন দুর্ঘেবা ন চ ক্রমঃ ।
 পূর্ণে কালে বিনশতি ভলবুদ্বনংচ তে ॥ ৫১
 এবমত্যন্তস্থিৰিনঃ সৰ্গদুঃখ বিবৰ্জিতাঃ ।
 রক্তা ধৰ্ম্ম ন পশ্যতি হুঃখান্নুঃখোহভিভাষতে ॥ ৫২
 উত্তরাংশং কুরুপাত পার্শ্বং জেয়ন্তুহন্তঃ ।
 সমুদ্রতোঃস্থিমালোকা নাপাস্থানিষেবিতঃ ॥ ৫৩
 পক্ষযোজনসাহস্রমতিক্রম্য স্থল লভ্যম্ ।
 চন্দ্রবীপমতি খ্যাতং চন্দ্রমণ্ডলসংস্থিতম্ ॥ ৫৪
 সহস্রযোজনানন্ত সৰ্গতঃ পরিমণ্ডলম্ ।
 নানাপুষ্পকলোপেতং সমুদ্রাপরগা যুতম্ ॥ ৫৫
 দশযোজনবিশ্বাধর্মুচ্ছ্রুতং শতযোজনম্ ।
 তত্র মধ্যে গিরিবরঃ সিন্ধুচারণসেবিতঃ ॥ ৫৬
 চন্দ্রতুলাশ্রভৈঃ কাঠৈঃ স্তম্ভাকারৈঃ স্থলকণৈঃ ।
 বেতবৈদূধ্যকুমুদৈঃ চন্দ্রোহসৌ কুমুদপ্রভঃ ॥ ৫৭
 অনেকচিত্রকোদ্যানো নৈকনির্ঝরকন্দরঃ ।
 মহাসাহস্রবীকুঠৈর্জিহবৈধৈঃ সমলকৃতঃ ॥ ৫৮
 তস্মাচ্ছৈলান্নহাপুণ্ডা চন্দ্রাণ্ডবিমলানকা ।

সম্পত্তিশালী ও মমতাবিহীন । তাহাদের কোনরূপ ধর্ম্ম কি অধর্ম্ম কিছুই নাই; ব্যাধি, ভরা, দুর্ঘেবা বা ক্রান্তি তাহারা ভোগ করে না, ভলবুদ্বনের দ্বায় পূর্বকালে তাহারা আপনাই বিনষ্ট হয় । হুঃখ হইতে ধর্ম্ম জন্মিয়া থাকে, অতি বড় সুখশালী হুঃখবিহীন মহাজগৎ ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না । উত্তরকুরুবীপের পার্শ্ব ও উত্তর ভাগে সাগরের তরঙ্গ দেখিয়া নাপ ও অহুরেরা বাস করিতেছে, তাহার পক্ষ-সহস্রযোজন অন্তরে চন্দ্রবীপ নামে এক বিখ্যাত স্থান বিদ্যমান । সেই স্থানে চন্দ্রমণ্ডল ও দেবগণ বিদ্যমান করেন । এই স্থানের মণ্ডলাকার পার্শ্ব সহস্রযোজন পরিমিত । ইহার দিক্‌গত দশযোজন এবং উচ্চতা শত-যোজন । চন্দ্রবীপ নানাবিধ কলকুমুদশোভিত ও সত্তত সন্নিবিষ্ট । এই বীপে চন্দ্রসমান কর্ণি ও দীপ্তময় কুমুদবৎ প্রতাপশালী এক পক্ষী আছে । এই পক্ষী বেতমণি, বৈদূধ্য-মণি ও কুমুদ দ্বারা চিত্রিত এবং চন্দ্রলকন-সম্মত । ইহা বহুবিধ বিচিত্র উদ্যান, নিকর

এবং তুন্তমলী চন্দ্রাবর্তী ও বর্জী ॥ ৫১
 তত্র চন্দ্রমণঃ স্থানং নক্ষত্রাবিপতের্ভগ্নম্ ।
 সদাবতরতে তত্র চন্দ্রমা গ্রহনারকঃ ॥ ৫২
 তত্র চন্দ্রমসৌ নদ্যা শৈলঃ স তু পরিশ্রুতঃ ।
 চন্দ্রবীপং মহাবীপং প্রকাশং দিবি চেহ চ ॥ ৫৩
 তত্র চন্দ্রপ্রতীকাশাঃ পূর্ণচন্দ্রানিভানমগাঃ ।
 চন্দ্রকান্তাঃ প্রভাঃ সর্গা বিমলাচন্দ্রনৈবতাঃ ॥ ৫৪
 অত্যন্তদার্কিকাঃ সৌম্যাঃ সত্যসম্বাঃ সুতেজসাঃ ।
 প্রজ্ঞাশ্রুত সদাচার্য্য দশবদন্ত যুগাঃ ॥ ৫৫
 পশ্চিমে ন তু বীপস্ত পশ্চিমস্ত প্রকীর্তিতম্ ।
 চতুর্ধোজনসাহস্রং সমভীতা মহোদধিম্ ॥ ৫৬
 দশযোজনসাহস্রং সমতাপং পরিমণ্ডলম্ ।
 বীপং ভদ্রাকরং নাম নানাপুষ্পোপশোভিতম্ ॥ ৫৭
 শ্রুতুওধনধর্ম্ম চামনেকনূপপানিতম্ ।
 নিত্যং প্রমুদিতং স্কীতং মহাশৈলৈশ্চ শোভিতম্

ও কন্দরাদি দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া চন্দ্রমণ্ডল নীপ্তি প্রকাশ করিতেছে । এই পক্ষীও হইতে চন্দ্র-কিরণবৎ নির্মলজলা ভীষণ ও তরঙ্গতমসী পুণ্ডা-দাহিনী এক নদী আবির্ভূত হইয়া চন্দ্রবর্তী নামে প্রবাহিত হইতেছে । ৪৬—৫০ । এই পক্ষীতে নক্ষত্রপতি চন্দ্রের বাসস্থান বিদ্যমান । এখানে গ্রহগণ-নারক শশধর সর্গদা অবতীর্ণ হইয়া থাকেন । যে পক্ষীতে ভগবান চন্দ্রদেব বিরাজ করেন, তাহার নাম চন্দ্রপক্ষী । হে অধিগণ ! চন্দ্রপক্ষীরাজিত এই চন্দ্রবীপ-অর্গও মর্ত্তী প্রকৃতি সর্গস্থানেই বিখ্যাত । এই চন্দ্রবীপস্থিত প্রজাপদ চন্দ্রা-পম নীপ্তিমান ও কমনীয় । তাহাদের মুখমণ্ডল চন্দ্রের দ্বায় ও মূর এক চন্দ্রদেবই তাহাদের আদিপতি হেতবা । চন্দ্রবীপের প্রজাবর্গ অতি-শয় ধর্ম্মী, সত্যসত্য, তেজস্বী ও সদাচার-পরায়ণ । তাহাদের অস্থির পরিমাণ একমাত্র বৎসর । পশ্চিমবীপের পশ্চিমাংশে চতু-সহস্র যোজন বিস্তৃত সমুদ্রের অপর পাশে নানাবিধ পুষ্পপরিশোভিত ভদ্রাকর নামক একবীপ আছে । তাহার মণ্ডলাকার পরিমি-দশসহস্র যোজন । এই বীপ বহুবিধ বনধর

তত্র ভদ্রাননং বায়োর্নানারুত্বৈশ্চ মণ্ডিতম্ ।
 তত্র বিগ্রহবান্ বায়ুঃ সপা পর্শ্বস্থ পূজ্যতে ॥ ৬৭
 তপনীয়ম্বর্ষভাস্তপনীয়মিতি বৃত্তাঃ ।
 বিগ্রহস্তেহমরপ্রখ্যাপ্তত্র চিত্রানুরূপজঃ ॥ ৬৮
 বোধ্যং যোঃ মহাভাগাঃ পঞ্চবর্ণতঃ স্তবঃ ।
 সত্যসন্ধা মূলা যুক্তাঃ প্রজাভা বায়ুদৈবতাঃ ॥ ৬৯
 ইতি মহাপুরাণে ব্রহ্মসংহিতা ত্রয়বিম্বাদিনো নাম
 অষ্টচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৬৮ ॥

একোনপকাশোহধ্যায়ঃ ।

আখ্যাতা এব মুখ্যঃ সূতপুত্রেন ধীমতা ।
 উত্তরশ্রবণে ভূয়ঃ প্রচ্ছ সূতনন্দনম্ ॥ ১
 সূত উবাচ ।
 একমেব নিসর্গোহয়ং বর্ণাণাং ভারতে যুগে ।

পরিপূর্ণ এবং বহুবিধ রাজত্ব-কর্তৃক প্রতি-
 পালিত । এখানে অনেকগুলি শ্রেষ্ঠ পর্শ্বত
 আছে । এইখানে কোন বাগেই সূতের অপচয়
 হয় না । কল কথা, অত্রত্য প্রাণিগণ সর্শ্বনাই
 স্থব ভোগ করে । উল্লিখিত ভদ্রাকররূপে বায়ু-
 দেবের নানারহস্যময় এক গৃহ আছে । সেই
 গৃহে প্রতিপূর্ণেই বিগ্রহবান্ বায়ুদেবের অর্চনা
 হইয়া থাকে । এই ভদ্রাকররূপে বহাবিধ স্বর্ণ-
 সমন্বিত, বিচিত্র বস্ত্রমালাধারী, দেবোপম
 উত্তম স্বর্ণপ্রভ মনুষ্যগণ বিগ্রহ করিতেছে ।
 ঐ ষোড়শিখার প্রজাবর্ণ অত্যন্ত বোধশালী,
 সত্যসন্ধ ও হর্ষশূন্য । ইহাদের আয়ুষ্কাল
 পঞ্চমত বৎসর । ইহার অধিপতি বায়ু
 দেবতা । ৬১—৬৯ ।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৬৮ ।

উনপকাশ অধ্যায় ।

ঋষিগণ সূতসূত কর্তৃক কথিত হইয়া
 পুনর্বার অপর বিবরণ অবশ্য অভিলষে সূত-
 সূতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন । সূত বলি-

দৃষ্টঃ পরমতত্ত্বজ্ঞৈর্ভূতঃ কিং বর্ণয়ামি যঃ ॥ ২
 ঋষয় উচুঃ ।
 যদিহং ভারতং বর্ণ্যং বসিন্ স্থায়ত্ববাদয়ঃ ।
 চতুর্দিশৈতে মনবঃ প্রজাসর্গে ভবহ্যত ॥ ৩
 এতদেদিতুমিচ্ছামস্তমো নিগদ সন্তম ।
 এতং ক্রত্বা বচন্তেবামস্তবোল্লোমহর্ষণঃ ॥ ৪
 পৌণ্ড্রানিকস্তদা সূত ঋষীনাং ভাবিতানুনাম ।
 এতদ্বিস্তরতো ভূয়স্তানুবাচ সমাহিতঃ ॥ ৫
 সূত উবাচ ।

নিমগ্ন এব বিখ্যাতঃ কুরুপাক্ত বধাধিবৎ ।
 ভারতস্ত তু বক্ষ্যামি নিমগ্নং তং নিবোধত ॥ ৬
 পূণ্ড্রাভ্যর্থে হিমবতো দক্ষিণত্যাচলস্ত হি ।
 পূর্ষপশ্চাৎতস্তাত্ত দক্ষিণেন দ্বিজোক্তমাঃ ॥ ৭
 তথা জনপদানাক বিস্তরং শ্রোতুমর্হষ ।
 অত্র যো বর্ণয়ামি বর্ণেহস্মিন্ ভারতে প্রজাঃ ॥
 ইদম্ মধ্যমং বর্ণ্যং শুভাত্তত্ফলোদয়ম্ ।
 উত্তরং যং সমুদ্রত হিমবদক্ষিণক যং ॥ ৯

লেন,—হে ঋষিগণ ! পরম তত্ত্বজ্ঞ প্রাচীন
 মহাঋষিগণ বর্ণনমূহের এই সকল নৈসর্গিক
 অবস্থা দেখিয়াছিলেন । এখন তোমা-
 দের :মোপে আর কোন্ বিষয় বিস্তৃত
 করিতে হইবে ? এই কথা শুনিয়া ঋষিগণ
 সমুদ্রটিতে বলিলেন, হে ভগবন্ ! যে বর্ণ
 স্বায়ত্ব প্রভৃতি চতুর্দশ মনু প্রজাগণের সৃষ্টি-
 বিধানপূর্বক আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন,
 সেই ভারতবর্ষের সমস্ত আনুক্রমিক অবস্থা
 শুনিতে ইচ্ছা করি । এই কথা শুনিয়া সূত-
 পুত্র পূর্ণাঙ্গ লোমহর্ষণ নিবর্তিতে কৃষি-
 গণকে সমোদিত্য ভারতবর্ষের সমস্ত অবস্থা
 বলিতে লাগিলেন । সূত বলিলেন, হে ঋষি-
 গণ ! ইতিপূর্বে কুরুবর্ষের নৈসর্গিক অবস্থা
 বর্ণনাক্রমে কীত্তন করিয়াছি, এখন ভারতবর্ষের
 নৈসর্গিক অবস্থা বর্ণন করি, প্রবন করুন ।
 হে বিজয়গণ ! পূর্ষপশ্চাৎতম পূণ্ড্রাভ্যর্থ
 দক্ষিণত্যাচল হিমালয়ের দক্ষিণদিকে যে সকল
 জনপদ আছে, তাহার আনুপূর্বিক সমস্ত অবস্থা
 বর্ণন করুন । এই ভারতবর্ষ মধ্যম বসিন্দা

বর্ষঃ তত্ত্বাত্তং নাম যন্তোঃ ভারতী প্রজা ।
 তন্নরুচ প্রজানং বৈ মনুর্ভূত উচ্যতে ॥ ১০
 নিরুক্তবচনাকৈব বর্ষং তং ভারতং স্মৃতম্ ।
 ততঃ স্বর্গাচ্চ মোক্ষাচ্চ মধ্যমচ্চ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ।
 ন বৎসরজ মর্ত্যানাং ভূমৌ কর্ণবিধিঃ স্মৃতঃ ॥ ১১
 ভাওন্ত্যাহ বর্ষস্ত নব ভেনাঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ।
 সমুদ্রান্তরিতা ক্ষেত্রান্তরূপায়াঃ পরস্পরম্ ॥ ১২
 ইন্দ্রবীপঃ কসেরুচ্চ তত্ত্বাবর্ণো গভস্তিমান্ ।
 নাগবীপন্তথা সৌম্যো গাক্ষর্জিব বাক্রবঃ ॥ ১৩
 অচক্চ নবমন্তেবাং দ্ব পঃ সাগরসংবৃতঃ ।
 যোজনানং সহস্রস্ত বীপোহয়ং দক্ষিণোত্তরম্ ॥
 আরতো হাকুমারিকাদাগ্রপ্রভবাচ্চ বৈ ।
 তিরাশ্চত্বরবিন্দুর্গঃ সহস্রত্রয়মেব চ ॥ ১৪

বিখ্যাত । দিগালয়ের দক্ষিণে এবং সাগরের
 উত্তরে এই বর্ষ বিরাজিত । এখানকার প্রজা-
 গণ ভারতী নামে প্রসিদ্ধ । মনু প্রজাগণের
 তরুণ করিতেন বলিয়া তরুত নামে অভিহিত ।
 অতএব ভারত-মনু প্রতিপালিত বলিয়া এই বর্ষ
 ভারতবর্ষ নামে বিখ্যাত । এই ভারতবর্ষে যে
 কর্ণ করা হয়, সেই কর্ণ অনুসারেই স্বর্গগতি,
 মোক্ষগতি, মধ্যগতি ও অধোগতি ঘটিয়া থাকে ।
 অত্রবর্ষস্থত মনুষ্যানিগের কোনরূপ কর্ণ করিবার
 বিধি নাই ; সূতরাং তৎকৃত-কর্ণদ্বারা কোন-
 রূপ কল উৎপন্ন হইতে পারে না । ভারত-
 বর্ষে কৃত-কর্ণদ্বারা অত্র বর্ষে জন্ম লইয়া ওদ্যায়
 মাত্র ফলোপভোগ হইয়া থাকে । ১—১০ ।
 এই ভারতবর্ষ নানাভাগে বিভক্ত, ইহার একভাগ
 হইতে অত্রভাগে বাওয়া অংশের দুঃসখ্য ।
 এই সবভাগ সাগর দ্বারা পরস্পর ব্যবহিত হইয়া
 অনবহিত রহিয়াছে । বিভক্ত দেশগুলির নাম
 দ্বা—ইন্দ্রবীপ, কসেরু, তাক্রবর্ষ, গভস্তিমান্,
 নাগবীপ, সৌম্য, গাক্ষর্জ ও বাক্রব । উল্লিখিত
 আটটি বীপ ছিন্ন এই সাগরবেষ্টিত বীপই
 নবম । এই নবমবীপের উত্তর ও দক্ষিণে বিস্তৃত
 সংসারযোগন, কুমারিকা হইতে গঙ্গা পধ্যন্ত
 ইহার দৈর্ঘ্য, এই নবমবীপ উত্তর ও দক্ষিণে
 বক্রভাবে বিস্তারিত । এই সবভাগে বিভক্ত

বীপো হ্যপনিবিন্টোহয়ং দ্বৈচ্ছরতেষু নিত্যশঃ ।
 পূর্বে কিরাতা হস্তান্ত্রে পশ্চিমে যবনাঃ সূতঃ ॥
 ত্রাক্ষণাঃ কত্রিগা বৈত্ধ্যা মধ্যো শূদ্রাশ্চ ভাগিনঃ ।
 ইন্ধ্যা যুদ্ধবশিষ্ঠাদ্যৈর্বার্ভগ্যস্তো ব্যবস্থিতাঃ ॥ ১৭
 তেষাং সংব্যবহাঃ সৌহৃদ্যং বর্ততে তু পরস্পরম্ ।
 ধর্ম্মার্থকামসংসৃক্তো বর্ণানাম্ স্বকর্ম্মহু ॥ ১৮
 মন্ত্রজঃ পঞ্চমানস্ত মনুষ্যাণাং ধর্ম্মাধিবিদ ।
 ইহ স্বর্গাপবর্গার্থং প্ররুতিবেদু মাযুষৌ ॥ ১৯
 বহুত্বং নবমো বীপস্তিষ্ঠাৎসংবৃত উচ্যতে ।
 ক্রমসং জয়তি যোহেনং ম সম্রাড্ভিহ কীর্ত্যাতে ॥
 অয়ং লোকস্ত বৈ সম্রাড্ভ্যস্তরীকৈ বিচাটী সূতঃ ।
 স্বরাড্ভ্যঃ সূতো লোকঃ পুনর্বর্ক্যামি বিস্তরম্ ॥ ২১
 সপ্ত চানিন্ সুপক্ষাণো বিশ্বতাঃ কুলপক্ষতাঃ ।
 মহেন্দ্রো মলয়ঃ সত্যঃ শুভিবানুকপক্ষতাঃ ॥ ২২
 বিদ্যাশ্চ পারিপাত্রশ্চ সৈন্তে কুলপক্ষতাঃ ।
 তেষাং সহস্রশ্চাত্তে পক্ষতাশ্চ সমীপগাঃ ॥ ২৩

বীপাত্মক ভারতবর্ষের বিস্তার নবমবর্ষ যোজন
 পরিমাণ । এই নবম বীপ বা ভারতবর্ষের
 প্রান্তভাগে বহুবিধ দ্রোণের বাস । তন্মধ্যে
 পূর্বপ্রান্তে কিরাতগণ এবং পশ্চিমপ্রান্তে যবন-
 গণ বাস করে । ইহার মধ্যভাগে ত্রাক্ষণ,
 কত্রিগ, বৈত্ধ্য ও শূদ্রগণ বসাক্রমে বক্র, যুদ্ধ,
 বশিষ্ঠ ও পরিচর্য্যাব্যবসায়ী হইয়া বাস
 করেন । এই ধর্ম্মশীল বর্জিতুইয় স্বর্গ ও
 অপবর্গ লাভের জন্য ধর্ম্মবিধি সংকলনপূর্ব্বক
 স্বকর্ম্মানুষ্ঠানে বর্ষ অর্থকাম ও মোক্ষ প্রতীতি
 চতুর্কর্গ ফললাভ করিয়া থাকে । যিনি পুষ্কো-
 ল্লিখিত বক্রায়তনশালী নবমবীপ জয় করিতে
 পারেন, তাঁহাকে সম্রাট্ নামে অভিহিত করা
 হয় । ১১—২০ । ঐ পুষ্কোল্লিখিত লোক
 অভ্যন্ত মনুষ্যশালী অথবা সম্রাট্ পালিত
 বলিয়া সম্রাট্ নামে, অতটীক লোক বিচাটী
 নামে এবং অত্র একটী লোক বিচাটী
 নামে নির্দিষ্ট হইয়া থাকে । হে নবমবীপ ।
 আমি বিস্তারকমে ভারতবর্ষে অথবা পুনরাগ
 বর্ণন করিতেছি । এই ভারতবর্ষে মহেন্দ্র,
 মলয়, শুভিমান, ওজ, বিদ্যা ও পারিপাত্র

অভিজাতাঃ সর্ষপ্তবা বিপুলান্চিত্তমানবঃ ।
 মন্দরঃ পৰ্বতশ্রেষ্ঠো বৈভারো নৰ্দ্দবৃন্তবা ॥ ২৪
 কোলাহলঃ সম্বরসঃ মৈনাকো বৈহ্যতন্তবা ।
 বাতকমো নাম গিরিস্তবা পাণ্ডুরপৰ্বতঃ ॥ ২৫
 গণ্ডপ্রস্থঃ কৃষ্ণগিরিগোধিনো গিরিবেব চ ।
 পুষ্পগিৰ্যুজ্জয়ন্তো চ শৈলো রৈবতকন্তবা ॥ ২৬
 ত্রীপৰ্বতঃ কাক্ষ্য কুটশৈলো গিরিস্তবা ।
 অস্ত্রে তেভ্যঃ পরিজ্ঞেয়া হুষ্ণাঃ স্নজোপজীবিনঃ ।
 তৈৰ্বিমিশ্রা জনপদা অর্থাশ্লেচ্ছাঃ চ নিতামঃ ।
 প্ৰিয়ন্তে যৈরিমা নদ্যাঃ গঙ্গা সিদ্ধুঃ সরস্বতী ॥ ২৮
 শতক্রচ্চন্দ্ৰভাগা চ যমুনা সরস্বতী ।
 ইরাবতী বিতস্তা চ বিপাশা দেবিকা কূহঃ ।
 গোমতী বৃতপাপা চ বাহলা চ দৃষতী ॥ ২৯
 কোশিকী চ তৃতীয়া তু নিশ্চীরা গণ্ডকী তথা ।
 ইক্ষুর্লোহিত ইত্যেতাঃ হিমবত্পাদনিঃসৃত্যঃ ॥ ৩০
 বেদস্মৃতিবেদবতী বৃত্তরী সিদ্ধুয়েব চ ।
 বর্ণাশা চন্দনা চৈব সদানীরা মহী তথা ॥ ৩১

নামক সাতটী কুলাচল আছে । ইহাদের
 নিকটে মনোহর শোভাময় ও বহুবিধ-শু-
 মণ্ডিত সহস্র সহস্র পৰ্বত বিরাজ করি-
 তেছে । নাম যথা—মন্দর, বৈভার, নৰ্দ্দর,
 কোলাহল, হুরস, মৈনাক, বৈহ্যত, বাত-
 কম, পাণ্ডুর, গণ্ডপ্রস্থ, কৃষ্ণপৰ্বত, গোবন,
 পুষ্পগিরি, উজ্জয়ন্ত, রৈবতক, ত্রীপৰ্বত,
 কাক্ষ ও কুটশৈল । এতদ্ভিন্ন অজ্ঞাত আরও
 অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পৰ্বত আছে । ঐ পৰ্বত-
 সমাকীর্ণ দেশগুলিতে আৰ্য ও শ্লেচ্ছগণ
 যথেষ্ট সকল নদীর জলপান করে, তাহাদের
 নাম যথা—গঙ্গা, সিদ্ধু, সরস্বতী, শতক্র, চন্দ্ৰ-
 ভাগা, যমুনা, সরসু, ইরাবতী, বিতস্তা, বিপাশা,
 দেবিকা, কূহ, গোমতী, বৃতপাপা, বাহলা, দৃষ-
 তী, কোশিকী, তৃতীয়া, নিশ্চীরা, গণ্ডকী, ইক্ষু
 ও লোহিত । ঐ নদ নদী সকল হিমালয়
 হইতে প্রাহর্ভূত হইয়াছে । পারিপাত্র পৰ্ব-
 তের পাদদেশ হইতে যে সকল নিখুল জলময়
 নদ নদী জন্মিয়াছে, তাহাদের নাম যথা—বেদ-

পর্য চর্ম্মবতী চৈব বিদিশা বেদ্রবতাপি ।
 শিপ্রা হুবন্তী চ তথা পারিপাত্রাশ্রয়াঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩২
 শোবে মহানদৈঃ চব নন্দনা হুবহা ক্রমা ।
 মন্দ কিনী নশার্ণা চ চৈত্রকূটাতথৈব চ ॥ ৩৩
 তমসা পিঙ্গলা শ্রোণী করতোয়া পিশাচিকা ।
 নীলোৎপলা বিপাশা চ জমুনা বালুবাহিনী ॥ ৩৪
 সিতেরজা ত্তিক্তিমতী মক্ষণা ত্রিদিবা ক্রমাৎ ।
 স্বকপাদাৎ প্রস্থতান্তা নদ্যাঃ মণিনিভোদকাঃ ॥ ৩৫
 তপী পণ্ডোকা নির্মিক্ষ্যা মদ্রা চ নিষবা নদী ।
 বেয়া বৈতরণী চৈব শিতিবাহঃ কুম্বতী ॥ ৩৬
 ভোয়া চৈব মহাগৌরী হুর্গা চান্তঃশিলা তথা ।
 বিক্ষ্যপাদ-প্রস্থতাৎ নদ্যাঃ পূণ্যজলাঃ শুভাঃ ॥ ৩৭
 গোদাবরী ভোমরবী কৃষ্ণা বৈধ্যব বজ্জনা ।
 তুহভদ্রা হুপ্রয়োগা কাবেরী চ তথাপদা ॥ ৩৮
 দক্ষিণাপথনদ্যন্ত মহাপাদাৎ বিনঃসৃত্যঃ ॥ ৩৯
 কৃতমালা তাত্রবর্ণী পুষ্পজাত্যুৎপলবতী ।
 মলয়াভিজাতা নদ্যাঃ সর্ষাঃ শীতজলাঃ শুভাঃ ॥ ৪০

স্মৃতি, বেদবতী, বৃত্তরী, সিদ্ধু, বর্ণাশা, চন্দনা,
 সদানীরা, মহী, পরা, চর্ম্মবতী, বিদিশা, বেদ্র-
 বতী, শিপ্রা এবং অবন্তী । শোণ, মহানদ,
 নন্দনা, হুবহা, ক্রমা, মন্দাকিনী, নশার্ণা, চৈত্র-
 কূটী, তমসা, পিঙ্গলা, শ্রোণী, করতোয়া, পিশা-
 চিকা, নীলোৎপলা, বিপাশা, জমুনা, বালু-
 বাহিনী, সিতেরজা, ও ত্তিক্তিমতী, মক্ষণা,
 ও ত্রিদিবা এই সকল নদী স্বকপৰ্বত হইতে
 প্রাহর্ভূত হইয়াছে । ২১—৩৫ । বিক্ষ্যপাদ
 হইতে যে সকল পুতজলময়ী নদী নির্গত
 হইয়াছে, তাহাদের নাম—তপী পণ্ডোকা,
 নির্মিক্ষ্যা, মদ্রা নিষবা, বেয়া, বৈতরণী,
 শিতিবাহ, কুম্বতী, ভোয়া, মহাগৌরী,
 হুর্গা ও অন্তঃশিলা । গোদাবরী, ভোমরবী
 কৃষ্ণা, বৈণী, বজ্জনা, তুহভদ্রা, হুপ্রয়োগা ও
 কাবেরী, এই নদীগুলি মহাপৰ্বতের পাদ
 দেশ হইতে প্রাহর্ভূত হইয়া দক্ষিণাপথে অব-
 হিত আছে । শীতল-জল-ময়ী কৃতমালা, তাত্র-
 বর্ণা, পুষ্পজাতী ও উৎপলবতী এই সকল নদী

ত্রিসায়া কবিভূলা চ ইক্ষুনা ত্রিদিবা চ য় ।
 লক্ষ্মিনী বংশধরা মহেন্দ্রতনয়াঃ স্মৃতাঃ ॥ ৪১
 কবিকা যক্ষমাণী চ মন্দগা মন্দবাহিনী
 কৃপা পলাশিনী চৈব শুক্লিমং প্রভিবাঃ স্মৃতঃ ॥ ৪২
 সর্কীঃ পুণ্ডাঃ সপ্তপতাঃ সর্কীঃ পতাঃ সমুদ্রগাঃ ।
 বিবস্ত্রা যাতুরাঃ সর্কীঃ জগৎপাপহরাঃ স্মৃতাঃ ।
 তান্যং নহাপন্নোহপি নতশ্চৈব সমস্তথাঃ ॥ ৪৩
 তাজ্জিমে কুক্ষপাকলাঃ শায়াশ্চৈব সত্যচক্ষুঃ ।
 শৃংগেনা ভদ্রকায়া বোধ্যাঃ শতপদৈবৈতৈঃ ॥ ৪৪
 বংশাঃ কুমটাঃ কুলাশ্চ কুন্তলাঃ কাশিকোশলাঃ ।
 ঐশ্বৰ্য্যশ্চ কলিঙ্গাশ্চ মগধাশ্চ বৃকৈঃ সহ ।
 মধ্যদেশা জনপদাঃ প্রাচ্যশোহমী প্রকীর্তিতাঃ ॥ ৪৫
 সমস্ত চোত্তরাত্তে তু বহু গোলাবতী নদী ।
 পৃথিব্যামিহ কুম্ভম্বরাং ন প্রদেশো মনোরমঃ ॥ ৪৬
 তত্র গোবর্জিনো নাম পুরা ব্রাহ্মণ নিবাসিতাঃ ।
 রামপ্রিয়াং নগরং হিহ কৃষ্ণা শুভদাক্ষুণ্য ॥ ৪৭
 ভরবাজেন মুনিরা তত্র প্রিয়বর্ধেব তত্ত্বজিতাঃ ।

মলয়াদল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । ত্রিসায়া, কবিভূলা, ইক্ষুনা, ত্রিদিবা, লক্ষ্মিনী ও বংশধরা এই নদীগুলি মহেন্দ্রপর্বত হইতে জন্মি-
 য়ছে । কবিকা যক্ষমাণী, মন্দগামিনী মন্দবাহিনী
 কৃপা ও পলাশিনী এই সকল নদী শুক্লিমং
 পর্বত হইতে নির্গত হইয়াছে । এই সমস্ত
 নদীই পতার চার দক্ষমণিলা, সমুদ্রগামিনী,
 জগত্তের যাতুরপিত্রী ও সকল পাপানোশিনী ।
 এই সকল নদী হইতে বিবিধ নদী উপনদী
 উৎপন্ন হইয়াছে । এই সকল উপনদ গুলির
 উপকূলে কুক্ষ, পাকাল, শায়া, জাতল, শৃংগেন,
 ভদ্রাকর বেদ, শতপদবর, বংশ, কুমটী, কুলা,
 কুন্তল, কাশি, কোশল, কলিঙ্গ, মগধ ও কৃষ্ণ
 এই কয়েকটী মধ্যদেশীয় জনপদ অবস্থিত ।
 যে স্থানে হইতে বেদ নদী নদী প্রবাহিত হই-
 য়ছে, সমুদ্রগের সেই উত্তরোদে পৃথিবীর বর্ষা
 প্রদেশ অপেক্ষা এক মনোরম প্রদেশ আছে ;
 জগদানু রামচন্দ্র সত্যোদয় সেই প্রদেশে
 গোবর্জিন নামে একটী কৃষ্ণা নিবাসন করিয়াছেন

অন্তঃপুত্রবনোদেশস্তেন জ্ঞানো মনোরমঃ ॥ ৪৮
 বাজীকী বাতিনাশ্চ আতীরা কালতোয়কাঃ ।
 অপটীতাশ্চ শূদ্রাশ্চ পল্লাবশ্চ বৈশিষ্টিকাঃ ॥ ৪৯
 গাভারা বননাতৈব সিদ্ধমৌবীরমম্বকাঃ ।
 শকা হুণাঃ কুলিন্দাশ্চ পারদা হারহুনকাঃ ॥ ৫০
 রমণা কুম্ভকটকা কেকয়া দশমালিকাঃ ।
 কত্রিয়োপনিবেশাশ্চ বৈস্ত্রশূদ্রকুলনি চ ॥ ৫১
 কাথোজা নগৈশ্চৈব বক্ষীরা অরনৌতিকাঃ ।
 চীনাশ্চৈব তুয়াশ্চ পল্লাবশ্চ কতোলরাঃ ॥ ৫২
 আত্রেয়াশ্চ ভরবাজাঃ প্রাহ্মণাশ্চ কসৈককাঃ ।
 লক্ষ্যাতা জনপদৈশ্চ পীড়িকা জুহুতৈঃ সহ ॥ ৫৩
 অপগাশ্চালিমদ্রাশ্চ কিতাতানাক জাতকাঃ ।
 তেজরা হংসমার্গাশ্চ কাশীরাক্ষম্বকাঃ ॥ ৫৪
 চুল্লিকাশ্চৈব কত্রৈশ্চ উর্বাণিকাশ্চৈব চ ।
 এতে দেশা হ্যন্যেচ্যাত প্রচ্যান দেশান্তিবেশাঃ ।
 অজ্ঞানকা যজ্ঞরকা অন্তর্বিদ্বাহরিরাঃ
 তথা প্রব্রবস্তাশ্চ মালকা মালবার্ণিকাঃ ॥ ৫৬
 ব্রহ্মোত্তরাঃ প্রবিজরা ত্যগিব গোমম্বকাঃ ।

মহাবিভরবজ তদ্যিহ প্রীতির জগ্ন কতগুলি
 বৃক্ষ, ওষধি ও মনোরম প্রদেশ কানন প্রভৃতি
 কারণেছেন । বাজীক, বাতিন, আতীর
 কালতোয়ক, অপটীত, শূদ্র, পল্লাব, চর্মবিশিষ্ট,
 গাভার, বনন, সিদ্ধ মৌবীর, কুম্ভক, শকা, হুণ,
 কুলিন্দ, পারদ, হারহুন, রমণ, কুম্ভকটক, কেকয়া,
 ও দশমালিক এইগুলি কত্রিয় জনপদ । এই
 সকল জনপদের কত্রিয়, শূদ্র ও বৈস্ত্রগণের উপ-
 নিবেশ আছে । কাথোজ, নগৈ, বক্ষীরা, অর-
 নৌতিক, চীন, তুয়া, পল্লাব, কতোলর, আত্রেয়,
 ভরবাজ, প্রাহ্মণ, কসৈকক, লক্ষ্যাতা, জনপদ,
 পীড়িকা, জুহুত, অপগ ও অলিমদ্র কিতাতানিত
 প্রভৃতি এবং তেজরা, হংসমার্গ, কাশীর, তজর
 চুল্লিক, অজ্ঞান ও কত্রী নাম এই কয়েকগুলিও
 পুত্রোপনিষিত ব্রাহ্মণগণের দেশ । এই
 সকলই ভারতবর্ষের উত্তরাংশে অবস্থিত ।
 ভারতের পুত্রতবে যে সকল বেদ আছে, তাহা
 ব্রহ্মোত্তর জনপদ কর্তৃক ৩৬—৫৫ । অজ্ঞানক,
 যজ্ঞরক, অরনৌতিক, বহিবিহি, প্রাক, বজ, মল,

প্রাগ্জ্যোতিষাংশ পৌণ্ড্রং বিদেহান্ত্রালিপ্তকাঃ
 মাল্য মগধগোনন্দাঃ প্রোচ্যাৎ জনপদাঃ স্মৃতাঃ ।
 অথাপরে জনপদা দক্ষিণাপথবাসিনঃ ॥ ৫৮
 পাণ্ড্যাংশ কেয়লাটেশ্বক চৌল্যাঃ কুল্যাস্তথৈব চ ।
 সেতুকা মুষিকাটেশ্বক কুনাদা বানবাসকাঃ ॥ ৫৯
 মহারাষ্ট্রা মাহিষকাঃ কলিঙ্গটেশ্বক সর্পিণঃ ।
 আভিরাঃ সহচৈবীকা আটব্যাংশ বরাণ্ড যে ॥ ৬০
 পুলিন্দা বিজ্জাম্বীকা বৈদর্ভা দণ্ডকৈঃ সহ ।
 শৌলিকা মৌলিকাটেশ্বক অশ্বক ভোগবন্ধনাঃ ॥ ৬১
 মৈন্দিকা কুন্তলা অজ্ঞা উত্তিলা নলকালিকঃ ।
 দাক্ষিণাত্যাংশ বৈদেশা অপরাংস্ত্রাশ্রিবেধত ॥ ৬২
 স্থপারিকা কোলবনা দুর্গাঃ তালীকটৈঃ সহ ।
 পুলগ্নাংশ সুরালাংশ রূপসাপ্তপদৈঃ সহ ॥ ৬৩
 তথা তুরসিভাটেশ্বক সর্পে চৈবাপরাংস্ত্রাঃ ।
 নাসিকাদ্যাংশ যে চান্তে যে চৈবাত্তরনর্মদাঃ ॥ ৬৪
 ভাক্ককচ্ছঃ সমহেয়াঃ সহসাশারতৈরপি ।
 কচ্ছীরাংশ সুরারাষ্ট্রাংশ আনন্ত্যাস্যকুর্দৈঃ সহ ॥ ৬৫
 ইত্যেতে সম্প্রোক্তাংশ শৃগুম্বৎ বিজ্জ্যবাসিনঃ ।

মাল্যাংশ কল্পবাংশ মেকলাংশবকলৈঃ সহ ॥ ৬৬
 উত্তমর্দা দশার্ভাংশ ভোজাঃ কিকিঙ্কটৈঃ সহ ।
 তোসলাঃ কোশলাটেশ্বক ত্রৈপুড়া বৈদিশান্ত্রাঃ ।
 তুম্বাচ্ছমুরাটেশ্বক যট্ট হুদ্রা নিবটৈঃ সহ ।
 অনূপাভাণ্ডকৈরাংশ বোতিহোত্রা অযন্তরঃ ॥ ৬৭
 এতে জনপদাঃ সর্পে বিজ্জ্যপুষ্টিনিবাসিনঃ ।
 অতো দেশান প্রবক্ষ্যামি পক্ষিতান্ত্রিণশ্চ যে ॥
 নিগর্হিতা হংসমার্গাঃ কুপথাস্ত্রাশ্রমাঃ বসাঃ ।
 কর্পপ্রাবরণাটেশ্বক হৃৎপক্ষীঃ বহুনকাঃ ॥ ৭০
 ত্রিগর্ভা মালয়াটেশ্বক কিরাভাস্ত্রামটৈঃ সহ ।
 চত্বারি ভাগতে বর্ষে যুগনি করম্বো বিহুঃ ॥ ৭১
 কৃতং ত্রেতা যাপরঞ্চ কলিত্তেতি চতুষ্টিম্ ।
 তেষাং নিসর্গং বক্ষ্যামি উপরিষ্টাশ্রিবেধত ॥ ৭২
 ইতি মহাপুরাণে ব্রহ্মাণ্ডেহংসরপাদে ভুবন-
 বিভাগেনো নাইকোনিপঞ্চাশে-

হধ্যায়ঃ ॥ ৪৮ ॥

মালবর্ষিক, ব্রহ্মোত্তর, প্রবিজয়, তার্গব, প্রাগ্-
 জ্যোতিষ, পৌণ্ড্র, বিদেহ, আন্ত্রালিপ্তক,
 মাল, মগধ ও গোনন্দ এই সকল দেশ
 ভারতের পূর্বাংশে অবস্থিত। অন্তর
 দাক্ষিণাত্য ও পাশ্চাত্য জনপদ সকল
 বলিতেছি, যথা—পাণ্ড্য, কেয়লা, চৌপ্যা, কুল্য,
 কেসতুক, মুষক, কুনাদা, বনবাসক, মহারাষ্ট্র,
 মাহিষক, কলিঙ্গ, আভিরা, ঐযাক, আটব্যা,
 বরা, পুলিন্দ, বিজ্জাম্বীক, বৈদর্ভ, দণ্ডক,
 শৌলিক, মৌলিক, অশ্বক, ভোগবন্ধন, মৈন্দিক,
 কুন্তল, অজ্ঞা, উত্তিলা ও নলকালিক; এই দেশ-
 গুলি ভারতবর্ষে দাক্ষিণাত্যে অবস্থিত। এই
 সকল দেশকে দাক্ষিণাত্য বলা হয়। এক্ষণে
 পাশ্চাত্য জনপদ সকল প্রবণ করুন। স্থপারিক,
 কোলবন, দুর্গ, তালিকট, পুলগ্ন, সুরালা, রূপন,
 তাপস ও তুরসিত, এই দেশ সকল পাশ্চাত্য
 নামে প্রসিদ্ধ। মহানন্দার তীরাংশে নাস-
 কাদি দেশ, ভাক্ককচ্ছ, সমহেয়, শাশর, কচ্ছীরা,
 সুরাষ্ট্র, আনন্ত ও অর্কুন এই দেশগুলি সম্প্র-

বৃত নামে পরিচিত। হে পৃথিবী! এখন
 বিজ্জ্যপক্ষীভূত দেশের কথা প্রবণ করুন।
 মালব, কল্প, মেকল, উত্তমর্দ, দশার্ভ,
 ভোজ, কিকিঙ্কাক, তোসল, কোসল, ত্রৈপুড়,
 বৈদিশ, তুম্বল, তুম্বুর, যট্ট, নিবট, অনূপ,
 তুণ্ডিকের, বোতিহোত্র ও অযান্ত্র এই সকল
 জনপদ বিজ্জ্যচলর পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত। হে
 পৃথিবী! অতঃপর পক্ষীভূত দেশ সকলের
 নাম বলিতেছি, প্রবণ করুন। যথা—নিগর্হিত,
 হংসমার্গ, কুপথ ও ত্রুপ, বস, কর্পপ্রাবরণ, হৃৎ,
 দক্ষ, বহুন, ত্রিগর্ভ, মালব, কিরাতি ও তম্বা।
 এই ভাগতর্ষে সত্য, ত্রেতা, যাপর ও
 কলি যথাক্রমে যুগচতুষ্টয় হইয়া থাকে।
 এই সকল কথা পরে বলিতেছি, প্রবণ
 করুন। ৫৮—৭১।

উনিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৯ ॥

পঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

এতচ্ছূদ্রা তু ক্ষয় উত্তরং পুনরেষ তে ।

স্তত্রাববো মুদা যুতাঃ পপ্রচ্ছূর্নোমধ্বনম্ ॥ ১

ক্ষয় উচুঃ ।

যচ্চ কিম্পুরুষং বর্ষং হরিবর্ষং তথৈব চ ।

আচক্ষু নো যথাতত্ত্বং কৌত্তিভ্যং ভারতং তুয়া ॥ ২

পৃষ্টস্ত্বিনং যথাদিতৈপ্রধ্বাৎপ্রসং বিশেষতঃ ।

উবাচ মুনির্নির্দিষ্টং পুরাণং বাহতং যথা ॥ ৩

স্বত উবাচ ।

স্তত্রাবা যত্র বো বিপ্রান্তং শৃণুধ্বং মুদা যুতাঃ ।

প্রকথ্যঃ কিম্পুরুষে সূমহান্দ্রসোপমঃ ॥ ৪

লশব্দমহন্তাণি ত্রাতঃ কিম্পুরুষে স্মৃতা ।

সুবর্ণবর্ণাশ্চ নরা স্ত্রিয়শ্চাপরসোপমাঃ ॥ ৫

অনাময়া ক্রশোকাশ্চ সর্কেষে তে শুক্ৰমানসাঃ ।

জায়ন্তে মানবাস্তত্র নিশুপ্তকনকপ্রভাঃ ॥ ৬

বর্ষে কিম্পুরুষে পুণ্যে প্রকো মধুবহঃ শুভঃ ।

পঞ্চাশ অধ্যায় ।

ঋষিগণ এইরূপ উত্তর শুনিয়া অস্বস্তি বিষয় শুনিবার জন্য লোমংধ্বনকে পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিলেন। আপনি ভারতবর্ষের কথা যেমন পুত্রানুপুত্ররূপে কীওন করিলেন, কিম্পুরুষবর্ষ ও হরিবর্ষের কথাও সেইরূপে বর্ণন করুন। ঋষিগণ এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলে, স্বত পূর্কতন মুনীগণ কর্তৃক নির্দিষ্ট পুরাণ সম্বৃত রক্তস্ত বর্ণিতে লাগিলেন। হে বিপ্র-গণ! আপনাদের যে বিষয় শুনিবার বাসনা হইয়াছে, আপনারা শ্রমোৎসাহকারে সেই বিষয় শ্রবণ করুন। কিম্পুরুষ বর্ষে মন্দ-বনের জায় আনন্দজনক এক সুবিস্তৃত প্রকরন বিদ্যমান। এই কিম্পুরুষ মনুষ্যগণ সহস্র বৎসর জীবন ধারণ করে। এখানকার মানব-পুত্রের বর্ণ সুবর্ণের জায়, সুমণ্ডিত অঙ্গের বর্ণ হ্রাস। সকলেই বিদূরচেতা ও রেণুশাক-বীণ; তাহাদের অঙ্গবর্ণ উত্তর পাকনের জায় উজ্জ্বল। এই পুরাণের কিম্পুরুষ বর্ষে পুষ্কো-রিখিত প্রকৃৎ সর্গনা অতুলন মধুবহন

উক্ত কিম্পুরুষাঃ সর্কেষে পিবন্তি রসমুত্তমম্ ॥ ৭

অতঃপরং কিম্পুরুষাদ্রি বর্ষং প্রচক্ষতে ।

মহারজতসস্তাশা জায়ন্তে তত্র মানবাঃ ॥ ৮

দেবলোকাচ্চ ত্রাতাঃ সর্কেষে দেবরূপাশ্চ সর্কশাঃ ।

হরিবর্ষে নরাঃ সর্কেষে পিবন্তীক্ষুরসং শুভম্ ॥ ৯

একাদশ সহস্রাণি বর্ষণং তু মুদা যুতাঃ ।

হরিবর্ষে তু জীবান্ত সর্কেষে মুনিমানসাঃ ॥ ১০

ন জয়া বধতে তত্র জীবান্ত ন চ তে নরাঃ ।

মধ্যমং যম্মা প্রোক্তং নয় বর্ষমিলাবৃতম্ ॥ ১১

ন তত্র স্থধ্যন্তপতি ন চ জীর্ষন্তি মানবঃ ।

চন্দ্রস্থখৌ সনকভ্রাবশ্রকাণাবিলাবৃত্তে ॥ ১২

পদ্মবর্ণাঃ পরাধতাঃ পদ্মপদ্মনিভেক্ষণাঃ ।

পদ্মপত্রমুগন্ধাশ্চ জায়ন্তে তত্র মানবাঃ ॥ ১৩

জম্বুকলরসাহারা হৃদযান্দাঃ সুগন্ধিনাঃ ।

মনাথনো ভূতভোগাঃ সন কর্কশলভোগিনাঃ ॥ ১৪

দেবলোকাচ্চ ত্রাতাঃ সর্কেষে জায়ন্তে হৃজরামরাঃ ।

ত্রয়েণশ-সহস্রাণি বর্ষণান্তে নরোত্তমাঃ ॥ ১৫

করে, কিম্পুরুষবর্ষ, সেই মনুষ্যগণ করিয়া পরমানন্দে জীবন যাপন করিয়া থাকে। হে ঋষিগণ! ইহার পর আমি হরিবর্ষের কথা কহিতেছি। এই হরিবর্ষে রাজতম প্রভাবিশিষ্ট মনুষ্যগণ জন্মিয়া থাকে। এখানকার সকল মনুষ্যই দেবলোক হইতে ভ্রষ্ট দেবাকৃতি ও দেবলয় দৌপ্রিয়ান। ইহারা সকলেই ইক্ষু-রস পান করে এবং একাদশ সহস্র বৎসর বাঁচিয়া থাকে। এখানে জয়া নাই, তাই এখানকার মনুষ্যেরা কখন জয়াপ্রাপ্ত হয় না। ১—১০। ইতিপূর্বে যে, সকলের মধ্যবর্তী বর্ষের কথা কহিয়াছি, তাহা ইলাবৃত নামে খ্যাত। এখানে স্থখের তাপ নাই, চন্দ্র, স্থখ বা সনক কখনও উদিত হয় না। এখানকার যম্মোতা সকলেই পদ্মপদ্মবৎ অকিঞ্চিৎ, পদ্মবর্ণ, পদ্মবৎ মুগন্ধবিশিষ্ট ও উদারচিত। ইহারা সকলেই সনকবংশে জম্বুকল রস পান করিয়া নানা ভুগ্ভোগ করিয়া থাকে। দেব-লোক হইতে বিচ্যুত মনুষ্যেরা এখানে জয় লইয়া অজীর্ণবহন ও জয়াবধবহন

আয়ঃ প্রমাণং জীবন্তি তে তু বর্ষে ত্রিলাবুতে ।
 মেয়োঃ প্রতিদিনং যচ্চ নবসাহস্রবিস্তৃতে ॥ ১৬
 যোজনানাং সহস্রাণি ষড়্বিংশস্তস্ত বিস্তরঃ ।
 চতুরস্রঃ সমভ্যাস শরাবাকারসংস্থিতঃ ॥ ১৭
 মেয়োস্ত পশ্চিমে ভাগে নবসাহস্রসংস্থিতে ।
 চতুষ্টিংশং সহস্রাণি গন্ধমাদনপূর্ণিতঃ ॥ ১৮
 উদগুদক্ষিণতশ্চৈব অনৌলনিষধ্যতঃ ।
 চত্বারিংশং সহস্রাণি পরিব্রজো মহাতলাং ॥ ১৯
 সহস্রমবগাঢ়স্ত স তদ্বিগুণবিস্তরঃ ॥ ২০
 পূর্বেণ মালাবান্ শৈলস্তৎপ্রমাণঃ প্রকীর্তিতঃ ।
 দক্ষিণেন তু নীলস্ত নিষধ্যস্তস্তরৈঃ তু ॥ ২১
 তেযাং মধ্যে মহামেকরুঃ সূপ্রমাণঃ প্রকীর্তিতঃ ।
 সর্কেষামেব শৈলানামবগাঢ়ো যথা ভবেৎ ।
 বিস্তরস্তৎপ্রমাণঃ স্নাদায়মো নিযুতঃ স্মৃতঃ ॥ ২২
 রসভাবাৎ সমুদ্রস্ত মহী-মণ্ডলভাবতঃ ।
 আগ্রামাঃ পরিব্রজ্যেতে চতুরস্রে সমস্ততঃ ॥ ২৩

ইলাবুত-সমস্তান্তু ভিন্তী মধ্যমাগতঃ ।
 প্রতিরাজনসকাশা জম্বীরসবতী নদী ॥ ২৪
 মেয়োস্ত দক্ষিণে পার্শ্বে নিষধ্যস্তস্তরৈঃ তু ।
 সূদর্শনো নাম মহাভূক্ষকঃ সনাতনঃ ॥ ২৫
 নিত্যপুষ্পকলোপেতঃ সিন্ধুচারণ-সেবিতঃ ।
 তস্ত নাম্না সমাখ্যাতো তস্মুরূপো বনস্পতিঃ ॥ ২৬
 যোজনানাং সহস্রস্ত শতকাঞ্চমহাক্রমঃ ।
 উৎসেধো বৃক্ষরাজস্ত দিব্য স্পৃগতি সূক্ষ্মশঃ ॥ ২৭
 অরত্বীনাং শতাত্ত্বৌ একষষ্ঠ্যাধিকানি তু ।
 ফলপ্রমাণং সংখ্যাতমৃতিভিন্দুদর্শিতঃ ॥ ২৮
 পতমানানি তান্যার্বাং কুর্কান্তি বিপ্লব স্তনম্ ।
 তস্তা জম্বীঃ ফলরসো নদীভূম প্রসর্পতি ।
 মেকরুঃ প্রদক্ষিণীকৃত্য জম্বীরকং বিশতায়ঃ ॥ ২৯
 তৎ পিবন্তি সপা হৃষ্টা জম্বীরসমিলাবুতঃ ।
 জম্বীরসফলং পীত্বা ন জরাং প্রাপ্নুবন্তি তে ॥ ৩০
 ন চ চক্ষুঃ ক্রময়তে ন চ মৃত্যুভয়ং তথা ॥ ৩১
 তত্র জাম্বীনদং নাম কনকং দেবভূষণম্ ।

হইয়া জয়োদশ সহস্র বৎসর বাঁচিয়া থাকে ।
 এই বর্ষ মেকরু শৈলের চারিদিকে বিরাজমান ।
 মেকরু প্রত্যেক দিকে ইহার বিস্তার নব সহস্র
 যোজন, সূত্রাং সমস্ত বর্ষের বিস্তার ষট্-
 ত্রিংশং সহস্র যোজন । এই ইলাবুত বর্ষ
 চতুর্কোণ ও শরাবৎ উচ্চভাবে অবস্থিত ।
 মেকরু পশ্চিম দিকে যে ইহার নব সহস্র
 যোজন বিস্তৃত স্থান আছে, তথায় চতুষ্টিংশং
 সহস্র যোজন গন্ধমাদন গিরি বিরাজ করিতেছে ।
 ইহার উত্তর ও দক্ষিণদিক নীল হইতে নিষধ্যচল
 পর্যন্ত বিস্তৃত । ভূপৃষ্ঠ হইতে ইহা চত্বারিংশং
 সহস্র যোজন উচ্চ ও দুই সহস্র যোজন বিস্তৃত ।
 ইহার সহস্র যোজন নিম্ন যাবৎ পৃথিবীর অন্তর্ভাগে
 অবগাহন করিয়া প্রোথিত । ১১—২০ । মেকরু
 পূর্বভাগে নীল-শৈলের দক্ষিণে ও নিষধ্যচলের
 উত্তরে গন্ধমাদনবৎ দৈর্ঘ্যাদিশালী মালাবান্ শৈল
 অবস্থিত আছে । উল্লিখিত শৈলসমূহের মধ্যে
 মহোচ্চ মর্হাধেকুর বিরাজমান । অবগাঢ় ভাগের
 পরিমাণ অস্ত্রাশ্র পূর্ণতবৎ এবং ইহার দৈর্ঘ্য
 পরিমাণ দশ সহস্র যোজন । সমুদ্র ও পৃথিবী
 মণ্ডলকার বৃষ্টিয়া পার্শ্বাশ্রিত চতুর্কোণ শৈল

সকল আগ্রামহীন হইয়া থাকে । ইলাবুতের
 চারিদিকে আলোড়িত অজ্ঞনবৎ কৃকবর্ণ জম্বী-
 রসবাহিনী একটি নদী মধ্যভাগ ভেদ করিয়া
 প্রবাহিত হইয়া থাকে । মেকরু দক্ষিণপার্শ্ব
 ও নিষধ্যচলের উত্তরে সতত ফলপুষ্পশালী
 সিন্ধুচারণগণসেবিত সূদর্শন নামে এক সূমহান্
 সনাতন জম্বী-বৃক্ষ আছে । এই বনস্পতির
 নাম জম্বীরে এই ঘোপ জম্বীরোপ নামে
 বিখ্যাত । তত্ত্বদর্শী ঋষিরা নির্গম করিয়াছেন,
 ইহার উচ্চতা স্বর্গস্পর্শী । এই মহাদ্রুমের
 পরিমাণ শত সহস্র যোজন, আর ফলের পরি-
 মাণ অষ্টপদ একষষ্ঠি অরতি । উল্লিখিত ফল
 যখন পৃথিবীতে পতিত হয়, তখন ভয়ঙ্কর শব্দ
 হইয়া থাকে । সেই জম্বীর ফলরস নদীরূপে
 বাহিত হইয়া মেকরুকে প্রদাক্ষণপূর্ণক জম্বীরকের
 অধোদেশে প্রবেশ করে । সেই দেশবাসী
 মনুষ্যেরা সেই নদীর জল পান করিয়া জরা-
 মরন প্রভৃতি হইতে অব্যাহতি পাইয়া পরমা-
 নন্দে জীবন ধারণ করে । এখানকার ঐ ফল

ইন্দ্রগোপকসঙ্কল্য জাগতে ভাষন্ত তৎ ॥ ৩২ ॥
সর্কেষাং বর্ষণক্ষণাৎ শুভঃ ফলরসস্য সং ।
স্বপ্নং ভবতি তচ্ছূভ্রং কনকং দেবভূষণম্ ॥ ৩৩ ॥
তেষাং মুখ্যং পুরীষকং নিম্নং সর্কস্য ভাগশঃ ।
ঈশ্বরানুগ্রহভূমিঃ সূতং ১১১ গ্রসতে তু তন্ ॥ ৩৪ ॥
বকঃ পিশাচা বক্তান্ত সর্কে হৈমবতাঃ স্মৃতাঃ ।
হেমকূটে তু গন্ধর্ভাঃ সিন্ধুনাঃ স্যাম্পরোগণাঃ ॥ ৩৫ ॥
সর্কে নাগাক্ত নিবধে শেষ-বাহু-কি-তক্ষকাঃ ।
মহামেন্দ্রো ত্র্যম্বকশ্চ মতি যাজ্ঞিকঃ সূতাঃ ॥ ৩৬ ॥
নীলে তু বৈদূর্যময়ে সিদ্ধত্র্যম্বগো বরাঃ ।
নৈত্যান্যং দানবান্যকং বেতপর্কত উচ্যতে ।
শূদ্রবান্ পর্কতঃ শ্রেষ্ঠঃ পিতৃণাং প্রতिसকরঃ ॥ ৩৭ ॥
নবম্বতেষু বর্বেষু যথাভাগস্থিতেষু বৈ ।
ভূতান্যপনিবিষ্টানি পতিমস্তি ক্রবাণি চ ॥ ৩৮ ॥

রসমিশ্রিত মুক্তিকা হইতে অমুনক নামে এক
প্রকার স্বর্ণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, ইহা ইন্দ্রগোপ-
কীটবৎ ভাষন্ত ; উহা দ্বারা দেব-
গণের ভূষণ সকল প্রস্তুত হইয়া থাকে । সকল
বর্ষের বৃষ্টির অপেক্ষা এই ভস্মরস অতি
উত্তম । এই রস শুভ ও শুভ হইয়া দেবগণের-
ভূষণোপযোগী সুবর্ণ হইয়া থাকে । উহাদের মূত্র
ও পুত্রাশ্রয় নানাদিকে বিকশিত হয় । পরে
পৃথিবী ঈশ্বরের ক্ষমতায় সেই সমস্ত বিকশিত
রস গ্রাস করিয়া থাকে । সমস্ত প্রাক্কস, পিশাচ
ও বকেব্রাহ্মণের এবং অসুরা ও গন্ধর্ভগণ
হেমকূটে বাস করে । শেষ, বাহুকি, তক্ষকাদি
নাগগণ নিবধাচলে এবং বক্তাকারী ত্র্যম্বক-
জন দেবতা মহাবীরের বিরাজ করিয়া থাকেন ।
বৈদূর্যময় নীলাচলে সমুদ্র সিদ্ধ ও ত্র্যম্বক
এবং বৈতা ও দানবেরা বেতপর্কত অবস্থতি
করিয়া থাকেন । পর্কতবর শূদ্রবান্ পিতৃগণের
বিরুদ্ধবাদ বলিয়া প্রসিদ্ধ । পুষ্কোক্ত নব-
কণী শাস্ত্রানুসারে বিতাক্ত এই সকল বর্ষে বহুবিধ
স্বাভাব ও সমন্বিত প্রাপ্তি অবস্থান করে ।
ইহাদের মধ্যে কেবল দেব ভাষন্ত নামে পরিচয়
করিয়া দেবকণ এবং কোল কোল জন দেবতাব

তেষাং বিরুদ্ধির্বহলা বৃষ্ণতে দেবমামুখী ।
ন শক্যা পরিসংখ্যাতুং শ্রেষ্ঠেয়াহমুভূততঃ ॥ ৩৯ ॥
ইতি মহাপুরাণে ব্রহ্মাণ্ডে ভুবনবিভাগো নাম
পঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫০ ॥

একপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ৪ ।

সূত উবাচ ।

সংখ্যে হিমবতঃ পার্শ্বে কৈলাসো নাম পর্কতঃ ।
তস্মিন্নিবসতি শ্রীমন্ কুবেরঃ সহ ব্রাহ্মসৈঃ ॥ ১ ॥
অম্পরোগণসংযুক্তো মোহতে হৃদকাধিপঃ ।
কৈলাসপাদাং সমুত্তং পুণ্যং শ্রীতলং শুভম্ ।
মন্দং নায়ঃ কুম্ভরস্তং শরদশুদনশ্রিতম্ ॥ ২ ॥
তস্মাদ্দিব্যো প্রভবতি নদী মন্দাকিনী শুভা ॥ ৩ ॥
দিব্যক মন্দনং তত্র তত্তান্তোরে মহাবনম্ ।
প্রাপ্তস্তরেন কৈলাসং দিব্যোষধিসমবিতম্ ॥ ৪ ॥

পরিহারপূর্ষক মনুষ্যজাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ।
এই প্রকার বহুবিধ পরিণাম দেখা যায় । ইহার
সংখ্যা করা অসাধ্য হইলেও অমুভূতিসম্পন্ন
জ্ঞানীদিগের বিশ্বাসযোগ্য । ২১—৩৯ ।

পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫০ ॥

একপঞ্চাশ অধ্যায় ।

সূত বলিলেন, হিমালয় শৈলের ব'মপার্শ্বে
কৈলাস পর্কত অবস্থিত । তথায় হৃদকাধিপতি
শ্রীমান্ কুবেরাজ কুবের বহুব্রাহ্মস ও অম্পরোগণে
পরিবৃত্ত হইয়া বাস করেন । পুষ্কোদ্ধিষিত
কৈলাসপাদাং হইতে শারদীয় মেঘসদৃশ
নাগিনান, শ্রীতল তলময়, পুণ্যজনক
কুম্ভাকর মন্দনাক সরোবর বিদ্যমান । এই
সরোবর হইতেই নীলমতী রমণীয়া মন্দাকিনী
নদী প্রাবৃত্ত হইয়াছে । ইহার তীরদেশে
অনন্তজনক এক অতি মনোহর বন বিদ্যমান
হয় । তথ্যেই উত্তমপুষ্কোক্তে এক পর্কত
আছে । উহা বহুবিধ জীব ও ঈশ্বরপরিপূর্ণ

হেমরত্নময় ধাতুশব্দং পক্ষিতং প্রতি ।
 চন্দ্রপ্রভো নাম গিরিঃ স ভদ্রো রত্নগিরিঃ ॥ ৫
 তস্ত পাদে মহাদিব্যমচ্ছোদাং নাম তৎসরঃ ।
 তস্যাদিব্যা প্রভবতি হচ্ছোদাং নাম নিমগ্না ॥ ৬
 তস্তান্তরে মহাদিব্যং বনং চৈত্ররথং স্মৃতম্ ॥ ৭
 তস্মিন্ গিরৌ নিবসতি মণিভদ্রঃ সহানুগঃ ।
 বক্ষসেনাপতিঃ ক্রুরশ্বহকৈঃ পরিবারিতঃ ॥ ৮
 পুণ্য মন্দিরানী চৈব নিমগ্নাচ্ছোদিকা ওষা ।
 মহীমণ্ডলমধ্যেণ প্রবিষ্টে তে মহোদধিম্ ॥ ৯
 কৈলাসাদক্ষিণপ্রাচ্যাং শিবসত্যোবধিঃ গিরিম্ ।
 মনঃশিলাময়ং দিব্যং পিশঙ্গং পক্ষিতং প্রতি ॥ ১০
 লোহিতো হেমশৃঙ্গস্ত গিরিঃ সূধ্যপ্রভো মহান্ ।
 তস্ত পাদে মহাদিব্যং লোহিতং নাম তৎসরঃ ॥ ১১
 তস্যং পুণ্যং প্রভবতি লোহিত্যঃ সনদো মহান্ ।
 দেবারণ্যং বিশোকক তস্ত তীরে মহাবনম্ ॥ ১২

তস্মিন্ গিরৌ নিবসতি যক্ষো মণিবরো বনী ।
 সৌম্যোঃ সুধাশুকৈশ্চৈব শুভকৈঃ পরিবারিতঃ ॥ ১
 কৈলাসাদক্ষিণে পার্শ্বে ক্রুরসত্যোবধিঃ গিরিম্ ।
 রত্নকায়াং বিশোৎপন্নমগ্ননং ত্রিকুস্ত্রতি ॥ ১৪
 সক্ষিধাতুমহন্তত্ব হুমহান্ বৈহাতো গিরিঃ ।
 তস্ত পাদে সরঃ পুণ্যং মানসং সিদ্ধসেবিতম্ ।
 তস্যং প্রভবতো পুণ্য সরযুলোকভাবনী ॥ ১৫
 তস্তান্তরে বনং দিব্যং বৈভ্রাজ্যং নাম বিষ্ণুতম্ ।
 কুরেনানুচরন্তত্ব প্রহেতুতনরো বনী ॥ ১৬
 ব্রহ্মপাতো নিবসতি রাক্ষসোহনন্তবিক্রমঃ ।
 অন্তরীকচরৈর্বোদৈর্ধাতুধানশতৈরুতঃ ॥ ১৭
 অপরেণ তু কৈলাসান্ মুখ্যসত্যোবধিঃ গিরিম্ ।
 অক্লমং পক্ষিতশ্রেষ্ঠং ক্লমধাতুময়ং প্রতি ॥ ১৮
 ভবন্ত দয়িতঃ শ্রীমান্ পক্ষিতো মেঘগিরিভে ।
 শতকুস্তময়ৈঃ ভদ্রৈঃ শিলাভ্রাণৈঃ সযাগঃ ১৯
 শত-সংখ্যাস্তাপনায়ৈঃ শৃঙ্গৈর্দিব্যমবো লখন্ ।

হেমরত্নময় এবং বিবিধ ধাতুচক্রিত, ততুপরি
 উহার উপরিভাগে দীপ্তমান, শুভ্রবর্ণ চন্দ্রপ্রভ
 নামে এক পক্ষিত বিরাজিত। উহার পাদদেশে
 অতি মনোহর ও সুবৃহৎ অচ্ছোদা নামে এক
 সগেবর আছে। সেই সরোবর হইতে অচ্ছোদা
 নদী প্রবাহিত হইয়াছে। তাহার তীরে চৈত্ররথ
 নামে এক মনোহর বন বিদ্যমান। ঐ শৈলে
 বক্ষসেনাপতি মণিভদ্র অনুগত ক্রুরকর্তা
 শুহকগণের সহিত বাস করেন। পূর্বো-
 ল্লিখিত পুততোয়া মন্দিরানী ও অচ্ছোদিকা নদী
 ভূমণ্ডলের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া মহা-
 সাগরে প্রবেশ করিয়াছে। কৈলাস শৈলের
 দক্ষিণপূর্বদিকে শুভাচারসম্পন্ন প্রাণিপরিপূর্ণ
 ও বিবিধ ঔষধময় মনঃশিলাযুত পিশঙ্গ নামক
 এক সুবৃহৎ শৈলের পার্শ্বে সূধ্যশৃঙ্গ
 দীপ্তিশালী লোহিত নামে এক হেমশৃঙ্গশৈল
 অবস্থিত আছে। ইহার পাদদেশে অতি
 বিস্তৃত মনোহর লোহিত নামক সরোবর রহি-
 য়াছে। তাহা হইতে লোহিত্য নামে এক
 অতি পবিত্র মহানদী প্রাহৃত হইয়াছে। ইহার
 তীরে শোকাদিবিরহিত অতি বৃহৎ এক দেববন

বিরাজমান। ১—১২। উল্লিখিত পক্ষিতে
 সংযতেন্দ্রিয় মণিবর নামক বক্ষ শাস্ত্রচম্ব ধার্মিক
 শুহকগণে পরিবেষ্টিত হইয়া বাস করে।
 কৈলাসের দক্ষিণপার্শ্বে ক্রুরতর প্রাণিপরি-
 রূত ও ঔষধময় রত্নাসুর শরীরপ্রাপ্ত অঞ্জল
 শৈলের সন্নিহিত স্থানে বিবিধ ধাতুমণ্ডিত
 বৈহাত্য নামে এক পক্ষিত আছে। উহার
 পাদদেশে সিদ্ধসেবিত ও সুপবিত্র সলিলময়
 মানস নামে এক সরোবর বিরাজমান। তাহা
 হইতে পুতসলিলা সকললোকপাবনী সরযু
 নদীর উত্তর হইয়াছে। তাহার তীরদেশে
 বৈভ্রাজ্য নামে এক উপবন আছে। তাহাতে
 ভয়ঙ্কর মূর্তিবর অকাশগামী বহু রাক্ষসের সহিত
 কুরেনানুচর নিরন্তেন্দ্রিয় অপারবিক্রম ব্রহ্মপাত
 নামে প্রহেতুনন্দন রাক্ষস বাস করে। কৈলাস
 শৈলের পশ্চিমদিকে বহু প্রাণী ও ঔষধময়
 অক্লপাচলের সন্নিধানে অতি মনোহর মুক্তবান্
 শৈল অবস্থিত আছে। ঐ শৈল স্বর্ষময় নির্মল
 শিলাসমূহ-সম্বিত মেঘসদৃশ দীপ্তমান ও
 দেবাগির্দেব মহাদেবের প্রিয়। এই পক্ষিত হিম-
 প্রধান, তাই অতি হৃগমি। ইহা অতিশয় উচ্চ,

মুগ্ধব'ন স মহাদিব্যা হুগ শৈলো হিমার্চিতঃ ২০
 তাম্বন গিরৌ নিবসতি গিরিশো ব্রহ্মলোহিতঃ ।
 তস্ত পাদাং প্রভবতি শৈলোদ্য নান তংসরঃ ।
 তস্যাং প্রভবতি দিব্যা শৈলোদ্য নাম নিম্নগা ।
 সা চক্ষুঃসাত্ত্বোর্মধ্যে প্রবিষ্টা লবণোদধি ২২
 তস্তাত্ত্বের বনং দিব্যাং বিক্রান্ত সুরভীতি বৈ ।
 অস্ত্যকরেণ কৈলাসং শিবসঙ্কোধ্যো গিরিঃ ২২-
 গৌরো নাম গিরিস্তত্ত্ব হরিভালময়ঃ শুভঃ ।
 হিরণ্যশূনঃ সূমহান্ দিব্যা মণিময়ো গিরিঃ ২৩
 তস্ত পাদে মহাদিব্যা শুভং কাকনবালুকম্ ।
 রম্যং বিন্দুসরো নাম যত্র রাজা ভগীরথঃ ২৪
 গঙ্গানিমিত্তং রাজবিক্রমাস বহলাঃ সমাঃ ।
 দিব্যং যাত্ততি মে পূর্বে গঙ্গাভোগ্যপরিপ্লুতাঃ ২৬
 তত্র ত্রিপথগা দেবী প্রথমস্ত প্রতিষ্ঠিতা ।
 সোমপাদপ্রস্থতা সা সপ্তধা প্রতিপদ্যতে ২৭

দেবিলে মনে হয়, যেন স্বর্ণময় শতশৃঙ্গারা স্বর্গকে স্পর্শ করিতে উদ্যত হইয়াছে । এই পর্বতে দেবাদিদেব ব্রহ্মলোহিত মহাদেব বাস করেন । বিবিধ মণ্ডভূতি, সুবর্ণশূন শৈলের পাদদেশে শৈলোদ্য নামক সরোবর প্রাক্তৃত হইয়াছে । সেই সরোবর হইতে শৈলোদ্য নামী নদী প্রাক্তৃত হইয়া লবণসাগরে প্রবেশ করিয়াছে । ইহার তীরে অতি মনোহর এক বন আছে । ঐ বন সুরভি নামে অসিদ্ধ কৈলাস শৈলের উত্তরদিকে মঙ্গলময় প্রাণী ও ঔষধময় হরিভাল বর্ণ, অতি মনোহর গৌর নামক এক পর্বত বিদ্যমান । এই পর্বত মণিময় এবং উহার শৃঙ্গ সকল সুবর্ণময় । এই গৌরপর্বতের পাদদেশে বিন্দুসর নামক এক সুপাক্ষর সরোবর আছে । উহা কাকনবালুকাময় সুস্বাদু ও মনোহর, এই স্থানে রাজা ভগীরথ মনীর পুণ্ড্রপুত্রযোম্য গঙ্গাঙ্গলসঙ্গে পবিত্র হইয়া স্বর্গে গিয়াছেন এইরূপ বৃত্তান্ত করিয়া গঙ্গার আশ্রয়না করিতে স্বকাল বাস করিয়া ছিলেন এবং এইখানেই প্রথমতঃ সেই ত্রিলোকপাবনী চন্দ্রমণ্ডলোত্তরা ত্রিপথগামিনী ভাগ্যদেবী

মূপা মণিময়ান্ত্র বেনয়ন্ত হিরণ্যগাঃ ।
 তত্রৈষ্টু তু গতাঃ দিক্বিঃ শত্রু সর্পৈঃ শূরৈঃ সহ ।
 দিবিচ্ছায়াপথো বশ্র অনু নক্ষত্রমণ্ডলম্ ।
 দৃশ্যতে ভাসরো দাত্তৌ দেবী ত্রিপথগা তু সা ২৯
 অন্তরীক্ষং দিব্যকৈব ভাংদ্রস্তী ভুবং পতা ।
 ভবোত্তমাস্ত্রে পতিতা সংকুকা যোগমায়া ৩০
 তস্তা যে বিন্দবঃ কেচিৎ ক্রুকাগাঃ পতিতাঃ কিত্তে
 কৃতং বিন্দুসরস্তত্র ততো বিন্দুসরঃ স্মৃতম্ ৩১
 ততো নিরুকা দেবী সা ভবেন সুরতা তিল ।
 চিত্তগ্রামস মনসা শঙ্করক্ষেপণং প্রতি ।
 ভিক্ষা বিশামি পাতালং স্রোতসা গৃহ শঙ্করম্ ৩২
 জ্ঞাত্বা তস্তা অতিপ্রায়ং ক্রুরং দেব্যা চিকীর্ষিতম্ ।
 তিরোভাবয়িতুং বুদ্ধিগামীদেষু তাং নদাম্ ৩৩
 তস্তাবলমপং তং বুদ্ধা নদ্যাঃ ক্রুদ্ধস্ত শঙ্করঃ ।
 নিরুধ্য তু শিরস্ত্রেনাং বেগেন পতিতাং ভূবি ৩৪

অবতীর্ণা হইয়া সপ্তভাগে বিভক্ত হইলেন । এখানে মণিময় বহু স্বজীয় যুগ ও হিরণ্য অগ্নি-রচনস্থান বিদ্যমান । দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণের সহিত এইস্থানেই বস্তু করিয়া সিদ্ধি লাভ করেন । রাত্রিকালে গগনমণ্ডলে নক্ষত্রমণ্ডলের পতাভাগে যে ভাসরবর্ণ ছায়াপথ দেখা যায়, তাহাই সেই ত্রিপথগামিনী গঙ্গাদেবী । ঐ গঙ্গা-দেবীই অন্তরীক্সলোক ও স্বর্গলোক প্রাণিত করিয়া যখন পৃথিবীতে আসিতে উদ্যত হইলেন, তৎকালে মহাদেবের মন্তকে পতিত হইয়া যোগমায়ায় অবরুদ্ধা হন । ১০—৩০ । বেগবতী গঙ্গা সংকোচিত হইয়া উঠিলে যে সকল জগদ্বিন্দু পৃথিবীতে পতিত হয়, তাহা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া ইহাই বিন্দুসর নামে আত্মীকৃত । গঙ্গাদেবী পতিত মহাদেব কর্তৃক নিরুদ্ধ হইলে, তাঁহাকে বিকল্প করিবার জন্ত মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়াছিলেন যে, আমি গঙ্গা প্রবাহে শঙ্করকে আনোড়িত করিব ও পাবনাভাস করিয়া পাতালে প্রাবর্ত হইব । মহাদেবও দেবার এইরূপ ক্রুরাভিহায় বুদ্ধিতে পাতীতা পতিত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাঁহাকে আর অস্ত্রে কিম্বা করিবার নিমিত্ত সংকল্প

এতশ্চিন্নেব কালে তু দৃষ্টী রাজানমগ্রতঃ ।
 ধমনীসত্ততঃ কৌণ্ড ক্ষুধাব্যাকুলিতেল্লিহম্ ॥ ৩৫
 অনেন তোষিতচ্চাহং নদ্যর্থং পূৰ্ণঃ মব হি ॥ ৩৬
 বুদ্ধান্ত বরদানন্ত কোণ্ড নিয়তবাংস্ত সঃ ।
 ব্রহ্মণো হি বচঃ শ্রুত্বা প্রাতিজ্ঞাবারণ্য প্রাতি ॥ ৩৭
 ততো বিসর্জয়ামাস সংরুদ্ধাং ছেন ভেজসা ।
 নদীং ভগীরথস্তার্থে তপসোগ্রেন তোষিতঃ ॥ ৩৮
 ততো বিসর্জ্যমানায়াঃ শ্রোতন্তং সপ্ততাকৃতম্ ।
 জয়ঃ প্রাচীমভিমুখং প্রতীচীং ত্রয় এব তু ॥ ৩৯
 নদ্যাঃ শ্রোতন্ত গঙ্গায়াঃ প্রত্যপন্যত সপ্তধা ।
 নলিনী হ্রাদিনী চৈব পাবনী চৈব প্রাগ্গতা ॥ ৪০
 সীতা চক্ষুঃ সিন্ধুঃ প্রতীচীং দিশমাপ্রিতাঃ ।
 সপ্তমী হি সমানাতা ভগীরথ-মহাত্মনা ॥ ৪১
 তস্মাভাগীরথা যা সা প্রবিষ্টা লবণোদধিম্ ।

করিলেন। অতঃপর মহাদেব অতিবেগে
 ভূপতনোন্মাতা সেই গঙ্গাদেবীকে মস্তকে অব-
 রুদ্ধ করিয়া সমুদ্রে সেই শিরাপরিব্যাপ্ত কৌণ-
 ডমু ক্ষুধাকুলমনা রাজর্ষি ভগীরথকে দেখিতে
 পাইলেন এবং মনে মনে বলিতে লাগিলেন যে,
 এই রাজা ভগীরথ পূর্বে গঙ্গার অস্ত্র আমার
 উদ্দেশে বহু তপস্তা করিয়া আমাকে প্রীত করিয়া-
 ছেন এবং আমিও বর প্রদান করিয়াছি। দেব-
 দেব এই ভাবিয়া ক্রোধ সন্মরণ করিলেন এবং
 ভগীরথের উগ্র তপস্তায় পরিতুষ্ট হইয়া অল্পকাল
 মাত্র গঙ্গাকে ধারণ করিয়াই পরে মস্তক
 হইতে পায়ত্যাগ করলেন। গঙ্গাদেবী মহা-
 দেবের মস্তক হইতে নিঃসৃত হইলে তাহার
 শ্রোতঃ সপ্তভাগে বিভক্ত হইল; তখন তিনটি
 শ্রোত পূর্বদিকে ও তিনটি শ্রোত পশ্চিম-
 দিকে প্রবাহিত হইল। নলিনী, হ্রাদিনী ও
 পাবনী নামে তিনটি শ্রোতঃ পূর্বদিকে এবং
 সীতা, চক্ষুঃ ও সিন্ধুনামে তিন শ্রোতঃ পশ্চিম-
 দিকে গমন করিয়াছে। ইহার ভাগীরথী নামে
 প্রাসক্ত, সপ্তমশ্রোতঃ রাজর্ষি ভগীরথকর্তৃক
 দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হয়। ভাগীরথাদেবী ওয়া
 হংতে দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হইয়া লবণসাগরে

সংলুপ্ততা ভাবয়ন্তীহ হিমালয়ং বর্ধমেন তু ॥ ৪২
 প্রস্থতাঃ সপ্ত নদ্যন্তাঃ শুভা বিন্দু-সরোভবাঃ ।
 নানাদেশান্ ভাবয়ন্ত্যো ব্লেচ্ছপ্রাচ্যাংচ সর্ষগাঃ ।
 উপগচ্ছন্ত তাঃ সর্ষা যতো বর্ধতি বাসবঃ ॥ ৪৩
 সিংহিন্ কুতুরাংচোনান্ বর্ষরান্ যবনান্ ক্রহান্
 রূপাণাংচ কুণ্ডিনাংচ অত্রলোকবরাংচ যে ॥ ৪৪
 কৃত্বা বিধা সিন্ধুমেক্ষং সীতাহরণং পশ্চিমোদধিম্
 অথ চীনমরুতৈশ্চ ব তদ্রপান্ সর্ষমূলিকান্ ।
 সাগ্রংস্তব্যান্ লম্পাকান্ পহুবান্ দরদান্ শকান্
 এতান্ জনপদান্ চক্ষুঃ আবয়ন্তী গতোদধিম্ ।
 দরদাংচ সকাশীরান্ গাক্ষারান্ বরপান্ ক্রপান্ ॥ ৪৫
 শিবপৌরানিলহাসান্ বসাতীংচ বিসর্জয়ন্ত ।
 সৈন্ধবান্ বজ্রকরকান্ ভ্রমরাতীর-রোমকান্ ॥ ৪৬
 শুনামুখাংচৈর্কমুনু সিন্ধুরেতান্ নিষেধতে ।
 গকর্ষান্ কিররান্ বক্ষান্ রক্ষোবিদ্যাধরোরগান্ ॥
 কলাপগ্রামকাংচৈব পারলান্ সৌগলান্ বসান্ ।
 কিরাতাংচ পুলিন্দাংচ কুরুন সভরতানপি ॥ ৪৭
 পঞ্চালকাশিমন্ডাংচ মগধায়াংস্তথৈব চ ।

মিলিয়াছেন। এই হিমবর্ষ উল্লিখিত সপ্তনদী
 ঝারাই প্রাবিত হয়। বিবিধ ব্লেচ্ছাদিপূর্ণ বহু
 দেশপ্রাবিত বিন্দুসরোবর হইতে উৎপন্ন হইয়া
 এই মঙ্গলদায়িনী সপ্ত নদী বিস্তৃত হইয়াছে।
 এই সমস্ত দেশে ইন্দ্রদেব যথাকালে বারিবর্ষণ
 করেন। সীতানদী সিংহিন্, কুতুরা, চীন, বর্ষর,
 যবন, ক্রহ, রূপ, কুণ্ডিন্, অত্রলোকবর এই
 সকল দেশে প্রবাহিত ও সিন্ধুমেক্ষকে দুইভাগে
 বিভক্ত করিয়া পশ্চিমসাগরে পতিত হইয়াছে।
 ৩১—৪৫। চক্ষুঃ নদী চীন, মরু, তদ্রপ সর্ষ-
 মূলিক, সাগ্র, ভূষার, লম্পাক, পহুব, দরদ ও শক,
 এই সকল জনপদ প্রাবিত করিয়া সমুদ্রে পতিত
 হইয়াছে এবং সিন্ধু মহানদী দদ, কাশীর, গাক্ষার,
 বরপ, ক্রপ, শিবপৌর, ইলহাস, বসাতী, বিস-
 র্জয়, সৈন্ধব, বজ্রকর, ভ্রমর, আতীর, রোমক,
 শুনাখ ও উর্ধ্বমরুতে প্রবাহিত হইয়াছে।
 গকর্ষ, কিরর, বক্ষ, রাক্ষস, বিদ্যাধর, উরগ,
 কলাপগ্রাম, পারল, সৌগল, বস, কিরাত, পুলিন্দ,
 কুরু, ভরত, পঞ্চাল, কাশি, মন্ডা, মগধ, অঙ্গ,

ব্রহ্মোত্তরাংশং বঙ্গাংশং তাম্রলিপ্তাংস্তদৈব চ ॥ ৫১ ॥
 এতান্ জনপদানার্থান্ গঙ্গা ভাবয়তে স্ততান্ ।
 ততঃ প্রতিহতা বিদ্যো এবিষ্টা লবণোদধিম্ ॥ ৫২ ॥
 ততঃ স্ফাণিনি পুণ্য প্রাচীমাতমুখী যযৌ ।
 প্রাবল্লভ্যাপতোগাংশং নিধানানাক জাতয়ঃ ॥ ৫৩ ॥
 ধীবরানুবত্যাংশৈব তথা নীলমুখানপি ।
 কেতলামুদ্বকর্ণাংশং কিরাভানপি চৈব হি ॥ ৫৪ ॥
 কালোদগান্ বিবর্ণাংশং কুমারান্ স্বর্ণভূষিতান্ ।
 সা যমুনে সমুদ্রস্ত তিরোভূতাহনু পূৰ্ণতঃ ॥ ৫৫ ॥
 ততস্ত পাবনী চৈব প্রাচীমেব দিশং যতা ।
 অপথান্ ভাবয়ন্তীহ ইন্দ্রদ্রাঘসরোহপি চ ॥ ৫৬ ॥
 তথা ধরপথ্যংশৈব ইন্দ্রশঙ্কুপথানপি ।
 মধ্যোনোনিমমস্তারান্ কুধপ্রাবরণান্ যযৌ ॥ ৫৭ ॥
 ইন্দ্রদ্রোণসমুদ্রে তু এবিষ্টা লবণোদধিম্ ।
 ততঃ নলিনী চার্য্য প্রাচীমাশাং জবেন তু ॥ ৫৮ ॥
 তেযরান্ ভাবয়ন্তীহ হংসমার্গান্ বহুদকান্ ।
 পূৰ্ণান্ দেশাংশং সেবন্তী ভিক্কা সা বহুধা গিরীন্
 কর্ণপ্রাবরণাংশৈব প্রাপ্য চাষমুখানপি ।
 নিকতাপর্কতমরুন্ গঙ্গা বিদ্যাধরান্ যযৌ ।

ব্রহ্মোত্তর বঙ্গ ও তাম্রলিপ্ত এই কয়টি আর্ধ্য জনপদের মধ্য গিয়া গঙ্গা দেবী প্রবাহিত হইয়া বিদ্যাপর্কতে পতি প্রতিহত হইলে লবণসাগরে প্রবেশ করেন। পূর্ণোদধিতে পূততোয়া স্ফাণিনি নদী পূর্ণাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া ক্রমে নিবল, ধীবর, কষিক, নীলমুখ, কেতল, উদ্বকর্ণ, কিরাভ, কালোদগ, বিবর্ণ, স্বর্ণভূষিত কুমারদেব, প্রাবিত করিয়া যমুনাগারে পূর্ণসাগরে পতিত হইলেন। প্রথমে পাবনী নদী পূর্ণমুখে প্রবাহিত হইয়া অপথ, ইন্দ্রদ্রাঘ সরোবর, ধরপথ, ইন্দ্রশঙ্কুপথ, উদ্যান, মস্তকের মধ্যভাগ ও কুধপ্রাবরণ প্রাবিত করত ইন্দ্রদ্রোণের নিকটে লবণসাগরে পতিত হইয়াছে। এইরূপে পূর্ণোদধিতে নলিনী নদী অভিব্যেগে পূর্ণাধিকে প্রবাহিত হইয়া তোমর, বহুদক, হংসমার্গ প্রভৃতি পূর্ণদেশগুলি প্রাবিত করিয়া বহুদক উপর ভেদ করত কর্ণপ্রাবরণ, অষমুখ, বালুকা-ময় শৈলময় ও বিদ্যাধর দেশ প্রাকনস্তে নৈম-

নৈমমণ্ডলমধ্যেন এবিষ্টা সা মহোদধিম্ ॥ ৬০ ॥
 তান্য নদ্বাপন্যংশং শতশোহথ সহস্রশঃ ।
 উপগচ্ছতি তাঃ সর্গা বতো বর্ধতি বাসবঃ ॥ ৬১ ॥
 বহ্নোকসারাতীরে তু বারিহরভিক্ষিতে ।
 হরিশৃঙ্গে তু বসতি বিদ্বান্ কোবেলকো বশী ॥ ৬২ ॥
 যজ্ঞোপেতঃ স শূরহানমিতোদ্রাঃ শুবিক্রমঃ ।
 তজ্জাগৈস্ত্যঃ পরিবৃত্তো বিবর্ত্তর ক্রয়াক্ষসৈঃ ।
 কুবেলানুচর্য্য ক্বেতে চত্বারস্তংসবাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৬৩ ॥
 এবমেব তু বিজ্ঞেয়া কঙ্কিঃ পক্ষিতবাসিনম্ ।
 পরস্পরেন বিগুণা ধর্ম্মতঃ কামতোহর্থতঃ ॥ ৬৪ ॥
 হেমকুটস্থ পৃষ্ঠে তু সারগং নাম তংসরঃ ।
 মনসিনী প্রভবতি তস্মাদ্ভ্যোতিয়া চ সা ॥ ৬৫ ॥
 অবগাহ্য চ্যভয়তঃ সমুদ্রৌ পূৰ্ণপন্তিমৌ ।
 সরো বিষ্ণুপদং নাম নিঃস্ব পর্কতোত্তম ॥ ৬৬ ॥
 তস্মাদ্ভয়ং প্রভবতি গাঙ্কসী সন্থনী চ সা ।
 মেয়োঃ পশ্চাৎ প্রভবতি ক্রুদন্তপ্রভো মহান ।
 তত্র জাম্বুনদী পুণ্য নদ্যা জাম্বুনদং শুভম্ ॥ ৬৭ ॥

মণ্ডলের মধ্য দিয়া মহাসাগরে প্রবেশ করিয়াছে। এই সকল নদী হইতে উদ্ধৃত নদী ও উপনদীগুলি ইন্দ্রকৃত বর্ধনে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। বহ্নোকসারা নদী নদীর তীরে শূরহর ও জলময় হরিশৃঙ্গে নিবৃত্ত বজ্রানুষ্ঠানশীল সংযতোদ্রিগ অমিতবলশালী শুবিক্রম নামে এক কুবেলানু-চর বাস করেন। এখানে অসংখ্য বিদ্বান্ ব্রহ্মরাক্ষসগণে পরিবৃত্ত হইয়া বাস করেন। এই ব্রাক্ষসেরাও কুবেলের অনুচর। ইহারা শুব-পরিমায় তাহারই সমান। পূর্ণোদধিতে পক্ষিত-বাসিনগণের দক্ষ, কাম ও অর্থ পরস্পর বিগুণ বলিয়া জানিবে। হেমকুট শৈলের পৃষ্ঠে সারগ বিগুণ নদয় এক সরোবর আছে। ঐ সরোবর হইতে মনসিনী ও ভ্যোতিয়া নামের দুইটা নদী প্রবাহিত হইয়া মনসিনী পূর্ণ ও ভ্যোতিয়া নদী পাক্ষমসাগরে পতিত হইয়াছে। নিবলভলে বিষ্ণুপদনামে এক সরোবর আছে, তাহা হইতে গাঙ্কসী ও সন্থনী নামে দুইটা নদী অগিয়াছে। মেয়োর পাক্ষমসাগরে চত্বারস্ত-নামে এক জন বিদ্যাময়, তথা হইতে

পয়োনন্তা সরো নীলে সুভদ্রং পুণ্ডরীকবৎ ।
 পুণ্ডরীকো পয়োনা চ ওষ্মান্নম্যো বিনির্গতে ॥ ৬৮
 যেতঃ প্রভবতি পুণ্যং সতত্বৃত্তঃ মানসম্ ।
 জ্যোৎস্না চ মৃগকান্তা চ ওষ্মান্নে মনত্বৃত্তত্বঃ ॥ ৬৯
 মধুমৎ সরঃ পুণ্যক পদমীন বিজাহুলম্ ।
 কল্পবৃক্ষ সমাকীর্ণং মনোজ্ঞং সর্পিতঃ সুখম্ ॥ ৭০
 রুদ্রকান্তমিতি খ্যাতং নর্শিতং তন্ত্বেন তু ।
 অথো চাপ্যত্র বিখ্যাতাঃ পদমীনবিজাহুলাঃ ॥ ৭১
 নগ্না রুদ্রা জগ্না নাম ঝানশোদধিসম্মিতাঃ ।
 তেভ্যঃ শান্তা চ মাধ্বী চ ধো নম্যো মনত্বৃত্তত্বঃ ॥ ৭২
 যানি কিস্পুরুবাণ্যানি তেষু দেবো ন বর্ষতি ।
 উত্তিষ্ঠান্নানকাত্ত প্রবহন্তি সদিদম্ ॥ ৭৩
 ঋষভো হৃদ্বভিত্তৈশ্চ বৃহত্তৈশ্চ মহানিধিঃ ।
 পূর্নান্নতা মহাভাগা নিম্নগা লবণান্তসি ॥ ৭৪
 চন্দ্রকক্ষন্তথা প্রাণো মহানিধিঃ শিলোচ্চরঃ ।

পুণ্যদ্বারিনী জম্বুনদী আবির্ভূত হইয়াছে। এই
 নদীতে উত্তম সুবর্ণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। নীলা-
 চলে যেত পুণ্ডরীকবৎ শুভবর্ণ পয়োন-নামক
 এক সরোবর বিরাজমান, তাহা হইতে
 পুণ্ডরীকো ও পয়োনা নামে নদীস্বর নির্গত
 হইয়াছে। যেতপর্কিতে পুত্জসময় উত্তর-
 মানস নামে একটী সরোবর বিরাজিত, তাহা
 হইতে জ্যোৎস্না ও মৃগকান্তা নামে নদী-
 স্বর প্রাবর্ত্ত হইয়াছে। এই যেতশৈলে
 রুদ্রকান্তা নামে বিখ্যাত মধুমর পুত্জতেরপূর্ণ
 বহুবিধ পত্র ও মংস্তলাী রুদ্রনির্শিত এক
 সরোবর এবং পত্র ও মীনসঙ্কুল রুদ্র ও জগ্ন
 নামে বিখ্যাত বহুবিস্তৃত সমুদ্রভূম্য ঝানশটী
 সরোবর আছে। ঐ সকল সরোবর হইতে
 শান্তা ও মাধ্বীনামে দুইটী নদী নির্গত হই
 য়াছে। ৪৮—৭২। কিস্পুরুবাণি অপরাপর যে
 সকল বর্ষ বিদ্যমান, অর্থাৎ ঋষি হর না, নদীর
 জলেই শস্ত জন্মে ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ঋষভ,
 হৃদ্বভি ও বৃহত্ত এই পর্কিত তিনটী পুর্নদিকে
 আরও তন। ইহাও ত্রৈমি হইয়া লবণ সাগ-
 রের সমীপ পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়াছে।
 চন্দ্র, শুক্র, প্রাণ ও স্রাশশৈল পশ্চিম সান্না

উদ্গাধাতা উদৌগাধাতা অবগাধাতা মহোদধিম্ ॥ ৭৫
 সোমকচ্চ বরাহচ্চ নারদচ্চ মহৌধরঃ ।
 প্রতীচীমারতান্তে বৈ প্রতিষ্ঠা লবণোদধিম্ ॥ ৭৬
 চক্রো বলাহকশ্চৈব মৈনাকশ্চৈব পর্কিতঃ ।
 আরতান্তে মহাশৈলাঃ সমুদ্রং দক্ষিণং প্রতি ॥ ৭৭
 চন্দ্রমৈনাকশ্চৈব বিদিশং দক্ষিণং প্রতি ।
 তত্র সংবর্ত্তকো নাম সোহধিঃ পিবতি তজ্জলম্ ।
 ন গ্না সমুদ্রপঃ শ্রীমানৌর্কঃ স বড়বামুখঃ ।
 ঝানশৈতে প্রতিষ্ঠা বি পর্কিতা লবণোদধিম্ ॥ ৭৮
 মহেশ্চ-ভগ্নবিত্তস্তাঃ পক্ষচ্ছদ-ভগ্নভল্লা ।
 যদেতদ্বৃত্তে চন্দ্রে যেতে কক্ষণশাক্তিঃ ॥ ৮০
 ভাগতত্ত্ব তু বর্ষন্ত ভৈলশ্চৈব নবকৌর্তিতাঃ ।
 ইহোদিতস্ত দৃশ্যন্তে তথাহেতৎ নোদিতৈঃ ॥ ৮১
 উত্তরোত্তরমেতৎ বর্ষমুদ্বৃত্তে শুভৈঃ ।
 আরোগ্যঃ স্রঃ প্রমাণাত্যং ধর্ম্মতঃ কামতোহর্থতঃ ।
 সমাধিমানী ভূতানি শুভৈরেতৈস্ত ভাগতঃ ।

হইতে উত্তরদিকে সাগর পর্যন্ত অক্ষত।
 সোমক, বরাহ ও নারদ শৈল পশ্চিমদিকে সাগর
 পর্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া বিরাজমান। চক্র, বলাহক
 ও মৈনাকশৈল দক্ষিণ সাগর বাবৎ পরিব্যাপ্ত
 হইয়া রহিয়াছে। চন্দ্র ও মৈনাকশৈলের
 মধ্যবর্তী দক্ষিণকোণে সংবর্ত্তক নামে এক
 আশ্রয় গিরি বিদ্যমান। সেই সংবর্ত্তক বা
 বড়বামুখ নামক অশ্বিনের সমুদ্রসলিল পান
 করেন, তাই তিনি সমুদ্রপ নামেও অভিহিত
 হইয়া থাকেন। পূর্কোক্ত লবণানি ঝানশ শৈল
 ইন্দ্রকর্তৃক পক্ষচ্ছদ-ভয়ে নষ্ট হইয়া লবণ-
 সাগরে প্রবেশ করে, পরে তথা হইতে উৎখিত
 হইয়া চন্দ্রমণ্ডলে যায়; এই জহই নির্মল
 তরুণ চন্দ্রমণ্ডলে একটী কক্ষণ শাক্তি
 চিহ্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে। হে বর্ষগণ! আমি
 ভাগতবর্ষের নয়টী বিভাগ বিস্তৃতরূপে বর্ণন
 করলাম, কিন্তু অপরাপর পুরাণাদিতে ইহার
 অত্র রকম ভেদ দেখা যায়। এই ভাগতবর্ষ
 হইতে অপরাপর বর্ষের আরোগ্য, আয়ুঃপ্রদান,
 ধর্ম্ম, কাম ও অর্থ প্রদানকল্পে বিস্তৃত জানিবে।

নমস্তি নানাজাতীনি তেসু বর্ষসু তানি বৈ ।
ইতোবাধাভ্যন্তরং সর্করং পৃথ্বী বিবং জনং হিতা ।

ইতি মহাপুণ্ডরং ব্রহ্মাণ্ডে ভুবনবিভাসো
নাম পঞ্চাংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫১ ॥

বিপক্ষাংশোহধ্যায়ঃ ।

সূত্র উবাচ ।

নক্ষিণেনাপি বর্ষত ভারতত্ত্ব নিবেশিত ।
দশযোজনসাহস্রং সমতীত্য মহার্ণবম্ । ১
ত্রিণ্ডোব তু সহস্রাণি যোজনানানং সমাকৃতম্ ।
অস্তিত্ত্বভাগবিত্ত্বীর্ণং নানাপুষ্পকলোদয়ম্ । ২
বিদ্যাকৃতং মহাশৈলং তত্রৈকং কুলপক্ষতম্ ।
যেন কুটতটৈনৈকৈস্তদ্বীপং সমলকৃতম্ । ৩
এসমগ্রাহসংলগ্নাস্তত্র নদাঃ সহস্রশঃ ।
ব্যাপ্যন্ত তু বীপস্ত্রয়ং তত্রৈকলোককঃ । ৪
তত্ত শৈলস্ত্রয়ং ত্রিভুবি বিস্তীর্ণং ব্যাপ্যন্ত তু চ ।

পূর্বেল্লিখিত ভারতানি বর্ষসমূহে ঐ আরোপ্যানি
পুণ্ডরিক নানাজাতীয় প্রাণিপদ যথাভাষে বাস
করিতেছে । এই পৃথিবী ঐ বর্ষসমূহকে
দ্বারপুষ্কক ভগ্নভেদে স্থিতি বিধান করিতে-
ছেন । ১০—৮০ ।

পঞ্চাংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫১ ॥

বিপক্ষাংশ অধ্যায় ।

সূত্র বলিলেন, ভারতবর্ষের দক্ষিণে সাগরের
দশযোজন অন্তরে বিদ্যমান নামে তিন সহস্র
যোজন আয়ত ও এক সহস্র যোজন বিস্তৃত
বিবিধ কলকূটমাদি-শোভিত একটা কুলচল
আছে । এই শৈলই বিদ্যমান বীপ বলিয়া
বিখ্যাত । এই শৈলেরই কবচিন শৃঙ্গে এই
বীপ অনন্ত হইয়াছে । উল্লিখিত বীপে
হুমধুর সিন্ধু-সলিলা সহস্র সহস্র বানী ও
স্বাধী দিব্য মন । উল্লিখিত বিদ্যমান শৈলের
পূর্ববর্তী স্তম্ভদেশে অসংখ্য নদস্রোতপূর্ণ,

অনেকসু সমুদ্রানি নামাকারিণি সর্করঃ । ৫
নন্দনদ্রী-সমাত্যানি মুদিতানি মহান্তি চ ।
তেষাং তলপ্রবেশানি সহস্রাণি শতানি চ । ৬
পুরাণি সন্নিবিষ্টানি পক্ষতান্তর্গতানি চ ।
হুমধুরানি তাত্ত্বিকমেকবারাণি তাত্ত্বিক । ৭
দীর্ঘশৃঙ্গবরাচানো নীলমেঘদম-প্রভাঃ ।
আনুমান্যঃ প্রজ্ঞান্তত্র অণুতিপদমায়ুধঃ । ৮
শাখামুসমধর্ম্মানঃ ফলমূলানিন্তরা ।
গোবর্ষাণোক্ত ধর্ম্মিষ্ঠঃ শৌচচাংবিবর্জিতাঃ । ৯
তদ্বাপং তদুদৈঃ পূর্ণং মহাজৈ-কুটমাহুদৈঃ ।
এবমেতেহস্তবৌপা ব্যাপ্যাতঃ অল্পপুষ্কলঃ । ১০
বিংশতিশত পক্ষাশং বষ্ট্রাষ্ট্রিতঃ শতং তথা ।
সহস্রাণি চাপুষ্কলং যোজনানং সমন্ততঃ । ১১
বিস্তীর্ণাচার্যতটৈশ্চ নানাসদৃশমাকুলঃ ।
বহির্বীপপক্ষাণি কুদ্রবীপঃ সহস্রশঃ । ১২
অনুবীপপ্রদেশান্ত বড়ভে বিবিধপ্রভাঃ ।
অত্র বীপাঃ সমাখ্যাতা নানারসারুকাঃ কিতো ॥ ১৩

এক ব্যস্তবৃত্ত নানী সমুদ্রভাগে পত সহস্র নগর
বিদ্যমান । সমস্ত নগরই শৈলাভ্যন্ত ও
সুন্দররূপে অবস্থিত । উহাতে দীর্ঘশৃঙ্গবরা,
মেঘবৎ নীলবর্ষ, বানরবৎ ফলমূলভোজী,
গোবৎ গম্যমাখিচার ও তত্ত্বচার্যসহ
কতকগুলি মহুয়া বিদ্যমান । ইহাদের পেষ-
পরিমাণ এক আনুমান্য এবং আয়ত পরি-
মাণ অসীতি বৎসর । এইরূপে কুদ্রবীপ-নগর
পরিপূর্ণ অচরবীপগুলি আনুপুঙ্কিক বর্ণিত
হইয়াছে । ১—১০ । আমি যে সকল অন্তর
বীপের কথা কহিতেছি, তাহাদের আয়তন
ও বিস্তার বহুসংখ্যক বিংশতি, ত্রিশ, বষ্ট্রি,
অসীতি, শত ও সহস্র যোজন বলিয়া জানিবে
এক ইহাতে বহুবিধ প্রাণী বাস করে । এই
সকল অন্তরবীপ, বাহিন বীপ শৈল নামে
পরিচিত । এই ভারতবর্ষে এইরূপ সহস্র
সহস্র বীপ বিদ্যমান । অনবীপ, বহবীপ,
মলবীপ, শমবীপ, কুশবীপ ও বরবীপ
নামে এতদে বহুবিধ প্রাণিপতিভূত ভবতী
নানারসারু বীপ এই অনুবীপে বিদ্যমান ।

অঙ্গধীপং যবধীপং মলয়ধীপমেব চ ।
 শম্বধীপং কুশধীপং বরাহধীপমেব চ ॥ ১৪
 অঙ্গধীপং নিবোধ ত্বং নানাসমুদ্রসমাকুলম্ ।
 নানাম্লেচ্ছগণাকীর্ণং তদ্রূপং বহুবিস্তরম্ ॥ ১৫
 হেমবিভ্রমপূর্ণানং রত্নানামাকরং দ্বিতো ।
 নদীশৈলবনৈচ্চিত্রং সম্মিতং লবণাস্তসা ॥ ১৬
 তত্র চক্রগিরীর্নাম নৈকনির্ভরকন্দরঃ ।
 তত্র সা তু নদী চান্ত নানাসমুদ্রসমুদ্রা ॥ ১৬
 স মধ্যে নাগদেশত নৈকদেশো মহাগিরিঃ ।
 কোটিভ্যাং নাগনিলয়ং প্রাপ্তো নগনদীপতিম্ ॥ ১৮
 যবধীপমিতি প্রোক্তং নানারত্নাকরাগিতম্ ।
 তত্রাপি দ্রুতিমাগ্নাম পর্কতো ধাতু-মণ্ডিতঃ ॥ ১৯
 সমুদ্রগণাং প্রভবঃ প্রভবঃ কাকনক্ষ তু ॥ ২০
 তথৈব মলয়ধীপমেবৈব স্তসংবর্তম্ ।
 যবিত্তাকরং ক্ষৌতমাকরং কনকত্ব চ ॥ ২১
 আকরং চন্দনানাক সমুদ্রগণাং তথাকরম্ ।
 নানাম্লেচ্ছগণাকীর্ণং নদী-পর্কত-মণ্ডিতম্ ॥ ২২
 তত্র ত্রীমাংস্ত মলয়ঃ পর্কতো রত্নতাকরঃ ।

এখানে প্রথমে অঙ্গধীপের কথা কহিতেছি,
 প্রবণ করুন। ইহাতে ম্লেচ্ছাদি নানা প্রাণী
 অবস্থান করে, ইহা অতিশয় বিস্তৃত এবং সুবর্ণ,
 প্রবাল ও নানাবিধ রত্নের আকর। এই ধীপ
 নানা নদী, শৈল ও বনদ্বারা অলঙ্কৃত এবং
 লবণ সাগরে পরিবেষ্টিত। এখানে চক্রনামে
 এক পর্কত বিদ্যমান। তাহার গুহাসকল
 অতিবিস্তৃত ও নানাবিধ প্রাণিপুঞ্জ পরিপূর্ণ।
 এই মহাগিরি নাগদেশের মধ্যভাগে বিরাজিত।
 এই গিরির উপরে অনেক প্রদেশ আছে।
 পর্কতের উত্তর প্রান্তভাগ সাগর স্পর্শ করি-
 য়াছে। যবধীপ বহুসংখ্যক আকর। এই ধীপে
 নানা ধাতুময় দ্রুতিমান নামে এক শৈল আছে।
 এই শৈল অনেক নদী ও নানা রত্নের আকর।
 ১১—২০। মলয়ধীপে বহু চন্দন, স্বর্ণ, মণি
 ও রত্নের আকর এবং বিবিধ ম্লেচ্ছনিবাস, নদী,
 ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্কত বিদ্যমান। এই ধীপ বহুবিধ
 কন উপবনে পরিশোভিত বলিয়া অতি মনোহর।
 এই অঙ্গধীপে একটা মলয়শৈল আছে, ইহা

মহামলয় ইত্যেবং বিখ্যাতো বরপর্কতঃ ॥ ২৩
 দ্বিতীয় মন্দরং নাম প্রথিতক মল্যকিতো ।
 অগস্ত্যভবনং তত্র দেবাসুদ-নমস্তম্ ॥ ২৪
 তথা কাকনপাদস্ত মলয়স্তাপ্রস্ত হি ।
 নিকজৈস্তৃণসোমাতৈরাশ্রয়ং সিদ্ধসেবিতম্ ॥ ২৫
 নানাপুষ্পকলোপেতং স্বর্গানপি বিশিষ্যতে ।
 তত্রাবতরতে স্বর্গঃ সনা পর্কস্থ পর্কস্থ ॥ ২৬
 তথা ত্রিকূট-নিলয়ে নানাধাতু-মণ্ডিতো ।
 অনেকযোজনোৎসেধে চিত্রসনৃণরীগৃহে ॥ ২৭
 তত্র কুটতে রম্যো হেমপ্রাকার-ভোরণা ।
 নিহগৃহ-বলভো চিত্রা হর্ষ্য-প্রাসাদমালিনী ॥ ২৮
 শতযোজনবিস্তীর্ণা ত্রিশদযোজনমাত্রা ।
 নিত্যপ্রমুদিতা ক্ষীতো লঙ্কা নাম মহাপুরী ॥ ২৯
 সা কামরূপিণ্যং স্থানং রাক্ষসানাং মহাশ্রয়ম্ ।
 আবাসো বলদৃষ্টানাং তদ্বিদ্ধ্যাদেব বিদ্বিষাম্ ।
 মানুবাণামসম্বাধা হরণয়া সা মহাপুরী ॥ ৩০
 তস্ত ধীপস্ত বৈ পূর্বে তীরে নদ-নদীপতেঃ ।
 গোকর্ণনামধেষত শঙ্করমালয়ো মহান্ ॥ ৩১
 তথৈব রাজ্যং বিস্তেয়ং শম্বধীপসমাস্থিতম্ ।

রত্নতাকর। এই অটল মহামলয়নামেও বিখ্যাত।
 মন্দর নামে অত্র এক পর্কত আছে। সেই
 পর্কতে দেবাসুদ-বন্দিত অগস্ত্য মুনির আশ্রম
 প্রতিষ্ঠিত। পূর্বেবিবিত মলয়চালের ধর্মময়
 গণে মনোহর ভগ্নানিময় অতিশয় পবিত্র এক
 আশ্রম আছে; সেই স্থান সত্যত বহু পুষ্প ও
 ফলে অলঙ্কৃত থাকে। সেখানে প্রত্যেক
 পর্কতই স্বর্গ অবতীর্ণ হয়। ত্রিকূট শৈলের
 নানাধাতু-মণ্ডিত অত্যুচ্চ নানাবিধ সারু ও গুহা-
 শোভিত মনোহর শৃঙ্গে স্বর্ঘ্যময় প্রাচীর ও
 ভোরনাশিত প্রাসাদ-মালার পরিশোভিত লঙ্কা-
 পুরী প্রতিষ্ঠিত আছে। এই পুরী শতযোজন
 বিস্তৃত ও ত্রিশযোজন দীর্ঘ। এখানে সুপ্রখ্যাত
 কামরূপী মহাবল রাক্ষসেরা বাস করে। এই
 স্থান মানুবাণ্যের লগ্নয়া বলিগ্রা কখনও মানব
 কর্তৃক পরিত্যক্ত হয় না। এই ধীপের
 পূর্ষদিকে সাগরের নিকটে শম্বধীপ। সেখানে
 গোকর্ণ নামক মহাশৈলের অতি বৃহৎ আলয়

শত্ৰুগোজনবিশ্বীর্ণ্য নানাদ্বেক্ষণশলয়ম্ ॥ ৩২
 তত্র শম্মগিরিনির্মায় দৌত্যশম্মকস প্রভঃ ।
 নানাকৃত্যঃ পুনাঃ পুনাঃকৃতির্নিবহিতঃ ॥ ৩৩
 শম্মনাগা মহাপুণাঃ স্বহ্মং প্রভবন্তে নদী ।
 স্বহ্ম শম্মদ্বন্দ্বো নাম নানাকৃত্যঃ কৃত্যসঃ ॥ ৩৪
 তথৈব কুম্ভবীপঃ নানাপুণ্যোপশোভিতম্ ।
 নানাহাম-সমাকীর্ণ্য নানাকৃত্যকৃত্য শিবম্ ॥ ৩৫
 কামনা নাম বিধাতা দৃষ্টচিহ্ননিবহী ।
 মহাঃস্বত ভগিনী প্রাভাভিকৃতির্জিহ্বাতে ॥ ৩৬
 তথা বরাহবীপে চ নানাদ্বেক্ষণশল্যে ।
 নানাজাতি-সমাকীর্ণ্য নানাপিষ্ঠান-পত্তনৈঃ ॥ ৩৭
 ধনধাতুয়তে স্বীতে ধর্ম্মিষ্ঠজন-সমুলে ।
 নদীতৈলনৈশ্চৈবৈব পুষ্কলোপগৈঃ ॥ ৩৮
 বরাহপর্কসো নাম তত্র সমাঃ শিলোক্তয়ঃ ।
 অনেককন্দর-দরী-গুহা-নির্ব্বার-শোভিতঃ ॥ ৩৯
 তস্মাৎ সুরসপানোহা পুণ্যতীর্থতরুণী ।
 বারাহী নাম বরাহা প্রকৃগাত মহানদী ॥ ৪০

ও শত্ৰুগোজন বিস্তৃত একটা রাজ্য আছে ।
 এই রাজ্যে বহুবিধ দ্রেক জাতির বাস । এখানে
 শম্মের ছাত্র শুভবর্গ বহুবিধ রত্নের আকর অতি
 মনোহর শম্ম নামক এক পর্কিত আছে ।
 এই পর্কিতে সংকল্পশালী প্রাণিগণ বাস
 করেন । এই পর্কিত হইতে শম্মনাগ নাম্নী
 পুতঙ্গলিয়া নদী প্রবাহিত হইয়াছে । এই
 পর্কিতেই শম্মদ্বন্দ্বনাথের নানাদ্বেক্ষণ আলস
 বিজ্ঞানমান । এইরূপ নানাবিধ বানান-বি-রুজিত
 বহুগ্রাম-সমাকীর্ণ্য নানা কৃত্যকৃত ও নানাবিধ
 পুনাঃকুম্ভলি পোক সকলে পরিপূর্ণ কুম্ভবীপ
 ভারতপ্রাচ্য অবস্থিত বৃত্তিদাহ । এখানকার
 মনুষ্যেরা চুই চতুর্ভাগিনী মহাদেবভগিনী
 কামনা বেনীর পুজা করিয়া অস্টা লাভ করে ।
 বরাহবীপে অসংখ্যক ব্রোহ্মণ্যের বাস, এখানে
 অপত্যপত্র জটিল আছে ; এই বীপে বহুবিধ
 ধনসম্পত্তি পরিপূর্ণ । এই বীপে বহুবিধ নদী
 পুষ্কলসমৃদ্ধি বন ও বরাহনামক শিলসর
 নদী প্রবাহ এক পর্কিত বিদ্যমান । এই
 পর্কিত হইতে সুবসুর কুম্ভলিয়া তরু-

বারাহপর্কিতে তত্র বিকসে প্রভবিকসে ।
 অনন্তদেবতান্ত্রয়ে নমস্কৃতি বৈ প্রমাঃ ॥ ৪১
 এবং স্বভেতে কথিতঃ অমুখীপাঃ সমভূতঃ ।
 ভারতবীপদেশো বৈ দক্ষিণে বহুবিভক্তঃ ॥ ৪২
 এবমেতদ্বিধং বগং বহুবীপমিগোচ্যতে ।
 সমুদ্রজনসম্ভিন্নং স্বতং স্বতীকৃতং সূতম্ ॥ ৪৩
 এবংকতুর্ভাবীপাঃ সাত্তবীপমুদিতঃ ।
 সাত্তবীপাঃ সমাখাতো জম্বুবীপস্ত বিস্তৃতঃ ॥ ৪৪

ইতি ত্রয়ো মহাপুণ্যে অমুখীপবর্ণনে
 বিপক্যাণোহধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

ত্রিপক্যাণোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

প্রকবীপং এবক্যামি বরাবনিহ সংহরাত্ ॥
 শৃণুতমং বরাহকৃত্যং ক্রবতো মে িজ্ঞাতম্যঃ ॥ ১

মহা বারাহী নদী উৎপন্ন হইয়াছে । এখান-
 কার মানবেরা একাগ্রমনে সেই বারাহপর্কী
 প্রভবিকু বিমূকে নমস্কার ও পূজাদি করিয়া
 থাকে; অন্য দেবতার উপাসনা বা ভজনা তাহারা
 করে না । হে কবিদ! আমি পূর্বাধিকার যেতল
 বলিয়াছিলেন, সেইরূপ সকল অমুখীপের কথা
 বিস্তারক্রমে বর্ণন করিলাম । এই ভারত-
 বর্গে দক্ষিণে অনেক বীপ বিদ্যমান । ভারত-
 বর্গ বহুবিধ বীপে বিভক্ত । উল্লিখিত ভারতবর্গ
 বীপপুঞ্জ সমুদ্র দ্বারা পরিপাতি বিভক্তভাবে অব-
 স্থিত । হে সাধুবরগণ! যেমন জম্বুবীপের
 মধ্যে বহুবিধ অমুখীপ বিদ্যমান, তেমনই বারাহ
 মহাপর্কতেও আবার বহুবিধ অমুখীপ বা অমুখ
 বীপ আছে ; কল কথা, পুষ্কল বরাহবীপ-
 চতুষ্টয় বরাহবীপে অবিত হইয়া অনেক
 চৌক্যকে অবস্থিত আছে ।

বিপক্যাণ অধ্যায় সমাপ্তঃ ॥ ২ ॥

ত্রিপক্যাণ অধ্যায়ঃ ।

সূত বলিলেন, হে কবিদ! আমি একপে
 প্রকবীপের কথা সংক্ষেপে কহিতেছি, তাহা

অম্বুদীপস্ত বিস্তারাদ্বিগুণস্তত্র বিস্তারঃ ।
 বিস্তারাজিগুণশ্চাত্র পরিবাহঃ সমভূতঃ ॥ ২ ॥
 তেনারূতঃ সমুদ্রে ২য়ং দ্বীপেন লবণোলকঃ ।
 তত্র পুণ্য জনপদাশ্চিরাচ্চ মিয়তে প্রজা ॥ ৩ ॥
 কৃত এব হি তুর্ভিক্ষং জরাব্যাপিতম্ কৃতঃ ।
 তত্রাপি পর্কতাঃ শুভ্রাঃ সপ্তৈব মণিভূষণাঃ ।
 রত্নাকরাত্ত্বং নদঃ প্রাসার মামানি বক্ষ্যতে ॥ ৪ ॥
 প্রকদ্বীপাদিসু তেষু সপ্ত সপ্তহু সপ্তহু ।
 ঋজুঃ প্রতিনিধিং নিবিষ্টাঃ পর্কতাঃ সদা ॥ ৫ ॥
 প্রকদ্বীপে তু বক্ষ্যামি সপ্তদ্বীপাংঘাচলান্ ।
 গোমেদকোহত্র প্রথমঃ পর্কতো মেঘসন্নিভঃ ।
 খ্যাততে তত্র নান্য বৈ বর্ষং গোমেদকস্ত তৎ ॥ ৬ ॥
 দ্বিতীয়ঃ পর্কতঃ চন্দ্রঃ সর্কৌষধিসমবিতঃ ।
 অশ্বিভ্যামনৃত্তার্থে ওষধ্যস্তত্র দংশিতাঃ ॥ ৭ ॥
 তৃতীয়ে নারদো নাম দুর্গশৈলো মহোজ্জ্বলঃ ।

করুন। এই দ্বীপের বিস্তার অম্বুদীপের বিস্তার
 অপেক্ষা দ্বিগুণ এবং আয়তন বিস্তারের তিন গুণ
 জানিবেন। এই দ্বীপবাসী লবণদ্রুদ পরিবৃত্ত
 অংক ২২৭সমুদ্রের চারিদিকেই এই দ্বীপ
 বিরাজিত। এই দ্বীপে বহুতর পবিত্র জনপদ
 বর্তমান। এখানে তুর্ভিক্ষ, জরা বা ব্যাধি
 প্রভৃতি কিছুই নাই, প্রাণিগণ অনেককাল
 জীবিত থাকে। এই দ্বীপে মণিভূষিত
 শুভ্রবর্ণ সাতটি শৈল এবং অনেক রত্নাকর
 নদী আছে, তাহাদের নাম পরে বলি-
 তেছি। প্রক প্রভৃতি সপ্তদ্বীপের প্রত্যেক
 দ্বীপেই ঋজু অবচ আয়ত সপ্ত পর্কত নিদা-
 মান। তন্মধ্যে প্রকদ্বীপে যে সাতটি বর্ষ-
 পর্কত আছে, সপ্তটি তাহাদের বিবরণ বলি-
 তেছি, প্রথম করুন। প্রকদ্বীপেই মেঘতুল্য-
 ঐত সর্কপ্রধান এক পর্কত আছে। তাহার নাম
 গোমেদক। গোমেদক নাম হইতেই এই স্থান
 গোমেদকবর্ষ বলিয়া প্রসিদ্ধ। দ্বিতীয় পর্কত
 চন্দ্র নামে খ্যাত। এখানে অশ্বিনীকুমারদ্বয়
 দেবগণের নিমিত্ত বহুবিধ ওষধি গোপন করেন।
 তৃতীয় নারদপর্কত। ইহা অতিশয় উচ্চ ও

তত্রাচলে সমুৎপন্নো পূর্কঃ নারদপর্কতো ॥ ৮ ॥
 চতুর্থস্তত্র বৈ শৈলো হৃদুভির্নাম নমতঃ ।
 শব্দমূতাঃ পুরা তস্মিন্ হৃদুভিস্তাড়িতঃ হৃদৈঃ ॥ ৯ ॥
 পঞ্চমঃ সোমকো নাম দেবৈর্বর্ষামৃতং পুরা ।
 সন্ত তৎ ক্রতুর্ভৈব মাতুরর্থে গক্ষ্যত ॥ ১০ ॥
 ষষ্ঠস্ত্রুয়না নাম স এবর্বত উচ্যতে ।
 হিরণ্যাক্ষো বরাহেণ তস্মিন্ শৈলে নিবুদিতঃ ॥ ১১ ॥
 বৈভ্রাজঃ সপ্তমস্তত্র ভাঞ্চিতঃ কটিকো মহান ।
 যস্যাহিভ্রাজতেহর্জির্ভির্কৈভ্রাজন্তেন স স্মৃতঃ ॥ ১২ ॥
 তেবার্ বর্ষ নি বক্ষ্যামি নামতস্ত বখাক্রমম্ ।
 গোমেদং প্রথমং বর্ষং নান্য শাতভয়ং স্মৃতম্ ।
 চন্দ্রস্ত পিষরং নাম নারদস্ত হৃবোধনম্ ॥ ১৩ ॥
 আনন্দং হৃদুভৈর্বর্ষং সোমকস্ত শিবং স্মৃতম্ ।
 কেমকং ঋষভস্তাপি বৈভ্রাজস্ত্রুয়ং তথা ॥ ১৪ ॥
 এতেষু দেবসম্পর্ক্যঃ সিদ্ধান্ত সহ চারুতৈঃ ।

দুর্গম। এই পর্কতে দেবর্ষি নারদ ও পর্কত-
 মুনি জন্মিয়াছিলেন। চতুর্থ পর্কতের নাম
 হৃদুভি। দেবগণ এই পর্কতে শব্দ মূতা নামে
 হৃদুভি তড়িন করেন, এজন্ত ইহার নাম হয়
 হৃদুভি। পঞ্চম পর্কতের নাম সোমক। এখানে
 দেবগণের অমৃত ছিল এবং গরুড় মাতৃ-আজ্ঞা
 প্রতিপালনার্থ এই স্থান হইতে অমৃত হরণ
 করে। ষষ্ঠ পর্কতের নাম ত্রুয়না। ইহার
 অপর নাম ঋষভ। এখানে বরাহমুক্তিদারা ভগ-
 বান নারায়ণ হিরণ্যাক্ষকে বধ করিয়াছিলেন।
 সপ্তম পর্কতের নাম বৈভ্রাজ। ইহা অত্যন্ত
 দীপ্তিমান ও ক্ষতিকবৎ নির্মল। এই পর্কত
 স্বীয় কিরণজালে মানান্দিক প্রকাশিত করে
 বহিরা, বৈভ্রাজ নামে অভিহিত। ১—১২।
 উল্লিখিত পর্কতসমূহে বিস্তৃত বর্ষসকলের নাম
 বখাক্রমে করিতেছি, প্রথম করুন। গোমেদ
 পর্কত দ্বারা শতভয় নামক বর্ষ, চন্দ্রপর্কত
 দ্বারা শিবর, নারদপর্কত দ্বারা হৃবোধন, হৃদুভি
 পর্কত দ্বা। আনন্দবর্ষ, সোমক পর্কত দ্বারা
 শিববর্ষ, ঋষভপর্কত দ্বারা কেমকবর্ষ এবং
 শৈবপর্কত দ্বারা সপ্তবর্ষ বিস্তৃত হইয়া
 প্রকদ্বীপে বিস্তারিত রহিয়াছে। এই সকল

বিহরন্তি রমতে চ দৃষ্টমানন্ত তৈঃ সহ । ১৫
 তেষাং মদ্যং মণ্ডেব বর্ষণাক সমুদ্রগাঃ ।
 নামতন্তাঃ প্রবক্ষ্যামি সংগতঃ মহানদী । ১৬
 অভিগচ্ছন্তি তা নদীভ্যাত্মাশ্চাজাঃ সংশ্রবঃ ।
 বহুদকাশৌৰহত্যো যতো বধতি বাসবঃ । ১৭
 তাঃ পিবন্তি সপা হ্রী নদীর্জনপদ্যাত তে । ১৮
 অমৃতং সমতী চ বিপাকা ত্রিবিদ্য ক্রমুঃ ।
 অমৃতং মৃত্যুতা চৈব সপ্তৈভ্যাক্তত নিমগাঃ । ১৯
 ভক্তাঃ শান্ত্যভ্যাসৈশ্চ প্রমোদা যৈ চ রোষকাঃ ।
 অশ্বিন্দ্যং সুধাশৈশ্চৈব ক্লেঃ কাশ্য ক্রবৈঃ সহ । ২০
 বর্ণাশ্রমচারসুতাঃ প্রজ্ঞাস্তে বহুধা সর্কশঃ ।
 সর্কৈরোগাঃ সুবলাঃ প্রজ্ঞাস্তু যঃ বর্জিতঃ । ২১
 ন তত্তান্তি সুপাবস্থা চতুর্ধ্বকৃত্য কচিৎ ।
 ত্রৈত্যয়ুগসমঃ কালঃ সর্কশা তত্র বর্ততে । ২২
 প্রকথীপানিসু ক্লেঃ পকমেসু চ সর্কশঃ ।

বর্ষে বহুবিধ দেবগণ, গন্ধর্বগণ ও সিদ্ধগণ
 মনোহরবেশে ভূষিত ও চারুগণের সহিত মিলিত
 হইয়া পরমানন্দে বিহার করিয়া থাকেন ।
 উল্লিখিত সপ্তম বর্ষে সমুদ্রগামিনী একাদশটী
 পূণ্যসলিলা সাতটি মহানদী বিদ্যমান । এই
 সকল নদীর নাম বলিতেছি । উক্ত সপ্তম
 ইন্দ্রকৃত অমৃতঘাটা পরিপূর্ণতা লাভ করিয়া ক্রমে
 অতিশয় বেগবতী হইয়া সাগরতীর্থে প্রবাহিত
 হইয়া থাকে ; এই সপ্তমদী হইতে অপর্যাপ্ত
 সপ্তম সংগ্রহ কর নদীর প্রাচীর হইয়াছে ।
 প্রকথীপ এই সকল নদীর জলপানে
 জীবন ধারণ করে । উল্লিখিত নদীসমূহের নাম
 বলা—অমৃততা, সমতী, বিপাকা, ত্রিবিদ্য,
 ক্রমু, অমৃত্য, মৃত্যুতা, শান্ত্য, প্রমোদা রোষকা,
 অশ্বিন্দা, কেমকা ও কশা । পুষ্কৌর্মিত
 সপ্তমর্ষে যে সকল প্রজা বাস করে, তাহারা
 সকলেই বর্ণচারবিশিষ্ট ও সত্যভ্রমালী । এখান-
 গাত প্রোদগল রোগাশি-বিহীন ও সমদিক
 বলবান । উক্ত সপ্তবীপ ভারতবর্ষের ভার
 সুবচনুর্ভেদে অবিকার নাই, কিন্তু সপ্তমর্ষে
 ত্রৈত্যয়ুগ বিদ্যমান । ১০—২২ । প্রকথীপ ১ নং, এই বীপ সকল বীপ অপেকা

দেশভানুবিধানেন কালমাত্রাবিকঃ সূতাঃ ২০
 পকংব-সংগ্রহি তেসু জীবন্ত মানবঃ ।
 সুদীপ্যন্ত হুবেনাশ্চ অরোগা বলিনন্তব । ২১
 সুখমাবল্লব রূপমারোগ্যং ধনং এব চ ।
 প্রকথীপানিসু ক্লেঃ শাবকপাণ্ডিত্যে চ । ২২
 প্রকথীপঃ পুখুঃ শ্রীমান সর্কতো ধনধারবান ।
 দিব্য-পুষ্ক-কলোপেতঃ সর্কৌর্মিতবনপাণ্ডিত্যঃ । ২৩
 আকৃতঃ পশুভিঃ সর্কৌর্মিতাশ্চৈবৈঃ সংশ্রবঃ ।
 জলুবেণ সংখ্যাত্তত মধ্যে বিভক্তমাঃ । ২৪
 প্রকো নদ্যা মহাদুহন্তত নদ্যা স উচ্যতে ।
 স তত্র পূজ্যতে স্বর্গুর্ধো জনপদত্বি । ২৫
 স চাপ্টীকুরসাদেন প্রকথীপঃ সমবৃত্তঃ ।
 প্রকথীপত্ব বিস্তারদ্বিভক্তেন সমবৃত্তঃ । ২৬
 ইত্যেযং সত্তিবেনাঃ বঃ প্রকথীপত্ব কৌষ্ঠিতঃ ।
 আচপূর্ণ্যা সমাসেন শাস্ত্রমত্বেবোধত । ২৭
 ততস্তীর্ষ বীপানং শাস্ত্রম বীপমুদয় ।

হইতে শাকবীপ পর্যন্ত বীপপুঞ্জ দেশবিধা-
 নাচমারে স্বভাবতই ত্রৈত্যয়ুগকাল কাল সর্কশা
 বিদ্যমান থাকে । এখানকার মানবগণ পক
 সহস্র বর্ষ জীবিত থাকে । ইহারা সুখ, বলবান,
 হুবেনধন, রোগবিহীন ও অতিশয় ধান্দি
 বলিয়া বিবিধ সুখভোগে কালাতিপাত করে ।
 এই প্রকথীপ অতিশয় বিস্তৃত, শ্রীমান, ধনধার-
 পতিপূর্ণ এবং নানাবিধ দিব্য দিব্য পুষ্ক ফল ও
 বর্ষা কৃষ্ণ শোভিত ও বহুবিধ প্রাণ্য ও
 আকৃষ্ট পশু দ্বারা পরিপূর্ণ । হে বিজ্ঞাতময় ।
 এই বীপের মধ্যে জলুবেণের দ্বারা বিস্তারিত-
 বিশিষ্ট প্রকথীপে এক মহা দুর্গ আছে ; তাহাও
 নামানুসারেই এই বীপ প্রক নামে অভিহিত ।
 এই বীপের জনপদমধ্যে জনপদ স্বর্গ পুণ্ডিত
 হইয়া থাকেন । এই প্রকথীপ বীপ-প্রমাণের
 বিস্তারিত সমুদ্র দ্বারা চারিদিকে পরিবেষ্টিত ।
 হে পরিগণ । এই আমি আপনদের দিকটি
 এই বীপের সত্তিবেনাশি ক্রমে কহিলম ।
 সংক্ষেপে আচপূর্ণিক শাস্ত্রমতবীপের বিষয়
 বর্ণিতছি, অবশ্য বক্তব্য । তদীয় বীপ
 বর্ণিত, অবশ্য বক্তব্য । তদীয় বীপ

শাকলেন সমুদ্রস্ত স্বীপেনৈকুরনোদকঃ । ৩১
 প্রকৃষীপস্ত বিস্তারাদ্ দ্বিগুণেন সমাবৃতঃ ।
 তত্রাপি পর্কিতাঃ সপ্ত বিজ্জ্যা রত্নযোনয়ঃ । ৩২
 রত্নাকরস্তথা নদাস্তেযু বর্ষেষু সপ্তম্ । ৩৩
 প্রথমঃ সূর্য্য-সন্ধ্যাশঃ কুমুদো নাম পর্কিতঃ ।
 সর্কষাতুময়ৈঃ শৃঙ্গৈঃ শিলাজাল-সমুচ্চাতেঃ । ৩৪
 দ্বিতীয়ঃ পর্কিতস্তত্র উন্নতো নাম বিজ্জতঃ ।
 হরিতালময়ৈঃ শৃঙ্গৈদ্বিবারুত্যা তিষ্ঠতি । ৩৫
 তৃতীয়ঃ পর্কিতস্তত্র বলাহক ইতি ক্রতঃ ।
 জাতাজনময়ৈঃ শৃঙ্গৈদ্বিবারুত্যা তিষ্ঠতি । ৩৬
 চতুর্থঃ পর্কিতো দ্রোণো যত্রোষধ্যা মহাবলাঃ ।
 বিশল্য-করনী চৈব মৃত-সঞ্জীবনী তথা । ৩৭
 কঙ্কর পকমস্তত্র পর্কিতঃ সূমহোদয়ঃ ।
 দ্বিযপ্পূর্ণলোপেতো বৃক্ষ-বীকুং-সমাবৃতঃ ।
 ষষ্ঠস্ত পর্কিতস্তত্র মহিষো মেঘসমিভিঃ । ৩৮
 সপ্তমঃ পর্কিতচাপ ককুদানাম ভাষ্যতে ।
 তত্র রত্নাজনেকানি স্বয়ং বর্ষতি বাসবঃ । ৩৯
 প্রজাপতিরূপানায় প্রাজাত্যে ব্যাদধংসয়ম্ ।

শ্রেষ্ঠ। ইহা বিস্তারে প্রকৃষীপের দ্বিগুণ।
 এই স্বীপে ইক্ষুসমুদ্র বেষ্টিত। এই স্বীপেও
 সাতটী রত্নপ্রসূ বর্ষ পর্কিত এবং সাতটী রত্ন-
 প্রসবিনী নদী আছে। উল্লিখিত সপ্তপর্কিতের
 মধ্যে প্রথম পর্কিতের নাম কুমুদ, ইহা সূর্য্যতুল্য
 দীপ্তিশালী এবং সর্কষাতু ও শিলাময় শৃঙ্গ
 পরিশোভিত। দ্বিতীয় পর্কিতের নাম উন্নত,
 ইহা হরিতালময়, উচ্চতর গগনমার্গ আবৃত
 করিয়া অবস্থিত; তৃতীয় পর্কিতের নাম বলা-
 হক, ইহা মালতীলতাবেষ্টিত অজ্ঞনময় শৃঙ্গ
 আকাশপথ আবরণ করিয়া, বিরাজিত। চতুর্থ
 পর্কিত দ্রোণ, এখানে পল্লিপুষ্টাকৃতি বিশল্যকরনী
 ও মৃতসঞ্জীবনী প্রভৃতি নানাবিধ ওষধি বিদ্যমান।
 পঞ্চম পর্কিত কক এবং ষষ্ঠ পর্কিত মেঘাকৃতি
 মহিষ, ইহার মনোরম পুষ্প, ফল, বৃক্ষ ও
 লতায়ারা সমাবৃত বলিয়া অতিশয় সুদৃশ্য। সপ্তম
 পর্কিত ককুদানু, এখানে দেবরাজ ইন্দ্র বহুবিধ
 রত্ন বর্ষণ করেন। এক্ষা সেই রত্ন সংগ্রহ
 করিয়া প্রজাপককে প্রদান করিয়া থাকেন।

ইতোত্তে পর্কিতাঃ সপ্ত শাকলে মণিবুধিতাঃ । ৪০
 তেষাং বর্ষাণি বক্ষ্যামি সপ্তৈব তু ভূতানি চ ।
 কুমুদাৎ প্রথমং যৈতমুন্নতং তু লোহিতম্ ।
 বলাহকস্ত জীমুতং দ্রোণস্ত হরিতং স্মৃতম্ ।
 কঙ্কর বৈহ্যতং নাম মহিষস্ত তু মানসম্ । ৪১
 ককুদঃ সূপ্রভং নাম সপ্তৈস্তানি তু সপ্তম্ ।
 বর্ষাণি পর্কিতাং চৈব নদীন্তেষু নিবেদ্যত । ৪২
 যোনী তেয়া বিজ্জকা চ চন্দ্রা শুক্রা বিমোচনী ।
 নিরুত্তিঃ সপ্তমী তান্য প্রভিবর্ষন্ত তাঃ স্মৃতাঃ । ৪৩
 তান্যং সমীপগাংস্তাঃ শতশোহং সহস্রশঃ ।
 অশক্যাঃ পরিসংখ্যাতুং ত্রৈলোক্যে বুদ্ধতম্ । ৪৪
 ইতোহ সম্বিবেশো বঃ শাকলস্তাপি কীৰ্ত্তিতঃ ।
 প্রকবৃক্ষেণ সংখ্যাতস্তত্র মধ্যে মহাক্রমঃ । ৪৫
 শাকলির্বিপুলস্তদন্তত্র নাদা স উচ্যতে ।
 শাকলিষ্ঠ সমুদ্রেণ হুরোদেন সমন্ততঃ । ৪৬
 বিস্তারাস্থানস্তৈব সমেন তু সমন্ততঃ । ৪৭
 উত্তরেণ তু ধর্ম্মজ্ঞা স্বীপেষু শৃণুত প্রজাঃ ।

শাকলস্বীপে এই সাতটী মণিবুধিত পর্কিত
 আছে। ২০—৪০। এক্ষে কোন্ পর্কিতের
 কোন্ বর্ষ, তাহা কহিতেছি, প্রথম ককুম।
 কুমুদপর্কিতের যৈতবর্ষ, উন্নতপর্কিতের লোহিত,
 বলাহকপর্কিতের জীমুত, দ্রোণের হরিত, কঙ্কর
 বৈহ্যত, মহিষপর্কিতের মানস এবং ককুদের
 সূপ্রভ বর্ষ। এই সাতটি বর্ষে শাকলস্বীপ
 বিভক্ত। হে কবিগণ! এখন উল্লিখিত বর্ষ-
 সমূহে যে যে নদী বিদ্যমান, তাহাদের নামে
 বলিতেছি, প্রথম ককুম। এই সপ্ত বর্ষে
 সাতটী নদী আছে, তাহাদের নাম যথা—
 যোনী, তেয়া, বিজ্জকা, চন্দ্রা, শুক্রা, বিমো-
 চনী ও নিরুত্তি। এই সকল নদী হইতে বহু
 ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী প্রাবর্ত্তিত হইয়াছে; তাহাদের
 সংখ্যা করা নিতান্ত হুঃসাধ্য। হে কবিগণ!
 উক্ত শাকলস্বীপ মধ্যে প্রকবৃকের দ্বারা বিপুল
 ক্ষম্যাবাদিময় এক সুপ্রভর শাকলবৃক্ষ
 আছে। সেই বৃক্ষের নামানুসারেই উক্ত স্বীপ
 শাকল নামে বিখ্যাত। এই শাকল স্বীপ
 আপনার দ্বারা বিভৃত হ্রাসমুদ্রে পরিবেষ্টিত।

যথাক্রমে যথাক্রমে ক্রমতো মে নিবোধত ॥ ৪৮
 কুশবীপং প্রবক্ষ্যামি চতুর্থং তং সমানতঃ ।
 সুরেন্দকঃ পতিতঃ কুশবীপেন সর্পিতঃ ॥ ৪৯
 পশুপত তু বিস্তারাদ্বিগুণেন সমভ্যতঃ ॥ ৫০
 সপ্তৈব গিরিপুত্রং বর্ণয়ামানিবিবোধত ।
 কুশবীপে তু বিজ্ঞেয়ঃ সর্পিতো বিক্রমেচ্চয়ঃ ।
 দীপত প্রথমস্তত্র দ্বিতীয়ে হেমপর্কিতঃ ।
 তৃতীয়ে হ্যুত্তমানাম্ প্রীতমুৎসুকশো গিরিঃ ॥ ৫১
 চতুর্থঃ পুষ্পবানাম পঞ্চমস্ত কুশেশ্বরঃ ।
 ষষ্ঠো হরিগিরির্দ্বাদশ সপ্তমো মন্দরঃ স্মৃতঃ ॥ ৫২
 মন্দা ইতি হৃপাং নাম মন্দরো দারগাদপাম ।
 তেষামন্তরবিন্যস্তো বিগুণং পরিবারিতঃ ॥ ৫৩
 উক্তকং প্রথমং বর্ষং দ্বিতীয়ং ত্রয়োদশম্ ।
 তৃতীয়ং চৈবদ্ব্যধিকং চতুর্থং লবণং স্মৃতম্ ॥ ৫৪
 পঞ্চমং দ্বুতিমবর্ষং ষষ্ঠং বর্ষং প্রত্যেকরম্ ।

হে ধর্মজ্ঞগণ! সপ্রতি অষ্টাঙ্গ দ্বীপ ও
 তৎকার প্রভাগের কথা বিস্তৃতরূপে কহিতেছি
 শ্রবণ করুন। প্রথমে কুশবীপ অর্থাৎ যাহা
 চতুর্থদ্বীপ নামে বিখ্যাত, সেই দ্বীপের কথা
 কহিতেছি। ইহা শাল্লবদ্বীপ অপেক্ষা বিগুণ
 বিস্তৃত এবং সুরেন্দ্র সাগরের চারি দিকে
 অবাস্তত। কল কথা, এই শাল্লবদ্বীপ হইতে
 বিগুণ বিস্তৃত কুশবীপ দ্বারা সুরাসমুদ্র বেষ্টিত।
 কুশবীপে যে সাতটি বর্ষপর্কিত আছে, তাহা-
 নের বিষয় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন।
 উল্লিখিত সপ্তপর্কিতের মধ্যে প্রথম বিক্রম,
 ইহা অতিশয় উচ্চ। দ্বিতীয় হেম, তৃতীয়
 হ্যুত্তমান, ইহা মেঘতুল্য দীপ্তমান। চতুর্থ
 পুষ্পবান, পঞ্চম কুশেশ্বর, ষষ্ঠ হরি এবং সপ্তম
 মন্দর। ৪১—৪২। জলের নামান্তর মন্দ,
 সমুদ্রমতনকালে এই পর্কিত দ্বারা বন্দ বিদারণ
 করা হইয়াছিল, এই লজ এই পর্কিত মন্দর
 নামে অভিহিত। উল্লিখিত পর্কিতসমূহের
 উপরভাগের পরিমাণ অপেক্ষা বিগুণ্যেণ
 ভূমণ্ডো নিহিত আছে। এই দ্বীপস্থ বর্ষসমূহের
 নাম যথা—প্রথম উক্তকং, দ্বিতীয় বেগুদল,
 তৃতীয় বৈদ্যপাকর, চতুর্থ লবণ, পঞ্চম দ্বি-

সপ্তমং কপিকং নাম সপ্তোত্তে বর্ষপর্কিতাঃ ॥ ৫৫
 এতেনু দেবপর্কিতাঃ বর্ষেণু সপ্তদ্বীপতাঃ ।
 বিহরন্তি তস্মিন্ চ দৃষ্টমানান্ সর্পিনঃ ॥ ৫৬
 ন তেষু দম্বকঃ সত্তি স্নেহজাতান্তবৈন চ ।
 পৌরপ্রাণো জনঃ সর্পীঃ ক্রমাচ্চ স্নিহতে তথা ॥ ৫৭
 ত্রাপি নন্যঃ সপ্তৈব বৃতপাপাঃ শিবান্তথা ।
 পবিত্রা সমতিষ্ঠন্ত্য হ্যুত্তিগর্ভা মহী তথা ॥ ৫৮
 অষ্টাঙ্গাতাঃ পদ্বিজাতাঃ শতশঃস্থং সন্যতনঃ ।
 অতিগচ্ছন্তি তাঃ সর্পীঃ যতো বর্ষতি বাসবঃ ॥ ৫৯
 ঘৃতোদেন কুশবীপো বহুতঃ পত্তিগিরিতঃ ।
 বিজ্ঞেয়ঃ স তু বিস্তারং কুশবীপস্যেন তু ॥ ৬০
 ইত্যেয সন্নিবেশো যঃ কুশবীপস্ত বর্ণিতঃ ।
 ত্রৌকবীপস্ত বিস্তারং বক্ষ্যাম্যহমতঃ পরম্ ॥ ৬১
 কুশবীপস্ত বিস্তারাদ্বিগুণং স তু বৈ স্মৃতঃ ।
 ঘৃতোদকসমুদ্রো বৈ ত্রৌকবীপেন সংবৃতঃ ॥ ৬২
 তস্মিন্ দ্বীপে নগপ্রেষঃ ত্রৌকস্ত প্রথমো গিরিঃ ।
 ত্রৌক্যং পরে বামনকো বামনানন্তকারকঃ ॥ ৬৩

মান, ষষ্ঠ প্রত্যেক এবং সপ্তম কপিল।
 এই বর্ষসমূহের সর্পীরা বহুবিধ দেবতা ও গণ-
 দিগকে বিচরণ ও ক্রোড়া করিতে দৃষ্ট হয়।
 এই সপ্তবর্ষে দম্বক বা স্নেহজাতের বাস নাই।
 এতদ্বারা জনগণ প্রায়ই গোদর্শন এবং
 যদাকালে কালগ্রাসে পতিত হয় পুষ্কো-
 ল্লিখিত সপ্তবর্ষে সাতটি নদী আছে তাহাদের
 নাম যথা—বৃতপাপা, শিবা, পবিত্রা, সমতি,
 হ্যুত্তি, গর্ভা ও মহী। এতদ্ব্যতীত আরও
 বহুবিধ নদী বিদ্যমান। ইহারা সকলেই ইন্দ্ৰ-
 কৃত বর্ষে পরিপূর্ণতা লাভ করিয়া প্রবাহিত
 হইয়া থাকে। এই কুশবীপ বর্তমান বিস্তার-
 বিশিষ্ট ঘৃতসমুদ্রে পরিবেষ্টিত। হে লক্ষগণ!
 এই কুশবীপের বর্ণনা শেষ হইল। অন্তর
 ত্রৌকবীপের বিবরণ কহিতেছি, শ্রবণ করুন।
 ত্রৌকবীপের বিস্তার কুশবীপের বিগুণ, এই
 দ্বীপে ঘৃতসমুদ্র পরিবেষ্টিত বিদ্যতে। ৬০
 —৬২। ইহতেও সাতটি বর্ষপর্কিত বিদ্যমান।
 ৩। সকল পর্কিতের নাম যথাক্রমে ত্রৌক,

অক্ষকার্যং পরশ্চাপি দিব্যত্বং পক্ষতঃ ।
 দিব্যত্বতঃ পরশ্চাপি দিবিন্দো গিরিক্রচ্যতে ॥ ৬৪
 দিবিন্দ্যং পরশ্চাপি পুণ্ডরীকো মহাগিরিঃ ।
 পুণ্ডরীকং পরশ্চাপি প্রোচ্যতে হৃদুভিশ্বনঃ ॥ ৬৫
 এতে রত্নময়ঃ সপ্ত ক্রৌঞ্চবীপস্ত পক্ষতঃ ।
 বহুবক্ষ-ফলৈঃপতো নানাবৃক্ষলতা-বৃতাঃ ॥ ৬৬
 পরস্পরেণ দ্বিগুণা বিকল্পাধ্বপক্ষতঃ ।
 বর্ষাণি তত্র বজ্রাণি ন্যমন্তস্ত নিষোধত ॥ ৬৭
 ক্রৌঞ্চস্ত কুশলো দেশো বামনস্ত মনোহুগঃ ।
 মনোহুগং পরশ্চোক্ততৃতীয়া দেশ উচ্যতে ॥ ৬৮
 উচ্চাং পরঃ প্রাবরকঃ প্রাবরাদিক্কারকঃ ।
 অক্ষকারকেশোক্তে মুনিদেশঃ পরঃ স্মৃতঃ ॥ ৬৯
 মুনিদেশাং পরশ্চৈব প্রোচ্যতে হৃদুভিশ্বনঃ ।
 সিন্ধুচারণ-সদ্বীর্ণো গৌরপ্রায়ো জনঃ স্মৃতঃ ॥ ৭০
 তত্রাপি নদ্যাঃ সপ্তৈব প্রতিবৎ স্মৃতঃ শুভাঃ ।
 গৌরী কুমুদতী চৈব সখ্যা রাত্রিম্নোজবা ॥ ৭১
 খ্যাতিশ্চ পুণ্ডরীকাস্ত গঙ্গা সপ্তবিধা স্মৃতা ।
 তাঙ্গাং সমুদ্রগাংচ্ছাভা নদ্যা যান্ত সমোপগাঃ ॥ ৭২
 অনুগচ্ছন্তি তাঃ সর্ক্যাঃ বিপুল্যাঃ সুবহুদকাঃ ।

বামনক, অক্ষকারক, দিব্যত্বং, দিবিন্দ্য, পুণ্ডরীক
 ও হৃদুভিশ্বন। এই পক্ষতগুলি রত্নময় এবং
 নানাবিধ পুষ্প, ফল ও বৃক্ষলতার পরিশোভিত।
 ইহার পদ্মস্বর বিশুদ্ধ এবং ইহাদের বিকল্প
 অর্থাৎ ভুগর্ত-নিহিত ভাগও পদ্মস্বর বিশুদ্ধ।
 হে পক্ষিগণ। এখন উক্ত সপ্ত পক্ষতের
 বর্ষসমূহের কথা কহিতেছি, অথবা বর্ণন।
 ক্রৌঞ্চপক্ষতের কুশল, বামনপক্ষতের মনো-
 হুগ, তৎপরে তৃতীয় উচ্চ, চতুর্থ প্রাবরক,
 পঞ্চম অক্ষকারক, ষষ্ঠ মুনি এবং সপ্তম হৃদুভি-
 শ্বন। ক্রৌঞ্চবীপের এই বর্ষসকল বহুবিধ সিন্ধু-
 চারণে পরিপূর্ণ, এখানকার প্রাণিগণের অধি-
 কাংশই গৌরবর্ণ। উল্লিখিত সপ্তবর্ষে মনোহর-
 সলিলা, গৌরী, কুমুদতী, সখ্যা, রাত্রি, মনোজবা,
 খ্যাতি এবং পুণ্ডরীকানদী সাতটি নদী বিদ্যা-
 মান। এই সকল নদীই গঙ্গা নামে বিখ্যাত।
 এই নদীসমূহের নিকটবর্তিনী সমুদ্রগামিনী
 আরও বহুতর নদী আছে, ইহার সর্বসকলই

ক্রৌঞ্চবীপঃ সমুদ্রেণ দধিমণ্ডোদকেন তু ॥ ৭৩
 আরুতঃ সর্কতঃ শ্রীমান্ ক্রৌঞ্চবীপমেন তু ।
 প্রকবীপাদয়ো হেতে সমাসেন প্রাকীর্তিতাঃ ॥ ৭৪
 তেবাং নিসর্গো বীপানাং আনুপূর্য্যেণ সর্কশঃ ।
 ন শক্যং বিস্তরাবকুমপি বর্ণণতেরপি ॥ ৭৫
 নিসর্গোহয়ং প্রজানাস্ত সংহারো যশ্চ তা হুইঃ ।
 অত উচ্ছ্রং প্রবক্ষ্যামি শাকবীপস্ত যো বিধিঃ ॥ ৭৬
 শাকবীপস্ত ক্রুৎমস্ত যথাবলিহ নিশ্চয়াং ।
 শৃণুধ্বং বৈ যথাতত্ত্বং ক্রবতে মে যথার্থবৎ ॥ ৭৭
 ক্রৌঞ্চবীপস্ত বিস্তারাদ্বিশুদ্ধবস্তস্ত বিস্তরঃ ।
 পরিবার্য্য সমুদ্রং স দধিমণ্ডোদকং স্থিতঃ ॥ ৭৮
 তত্র পুণ্যা জনপদাশ্চিরাচ্চ ত্রিহতে জনঃ ।
 কুত এব তু হৃর্তিকং জরাব্যাদিতয়ং কুতঃ ॥ ৭৯
 তত্রাপি পক্ষতঃ শুক্রাঃ সপ্তৈব মনিস্থিতাঃ ।
 রত্নাকরাস্তবা নদ্যস্তাঙ্গাং নামানি মে শৃণু ॥ ৮০
 দেবধিগন্ধর্কযুতঃ প্রথমো মেকরুচ্যতে ।
 প্রাগায়তঃ সনৌবর্ষ উদয়ো নাম পক্ষতঃ ॥ ৮১

প্রভূতবারিপূর্ণ হইয়া সাগরে গমন করিয়াছে।
 এই ক্রৌঞ্চবীপ স্ব-সমবিস্তারশালী দধিমণ্ড
 সাগরে পরিবেষ্টিত। হে পক্ষিগণ। প্রকবীপ
 প্রভৃতির আরপূর্ষিক অবস্থা বিস্তারিত রূপে
 বলিয়াছি, কিন্তু এখানকার প্রজাগণের স্থিতি
 ও সংহারের কথা বিস্তৃতরূপে বলিতে আমার
 সামর্থ্য নাই। যদি শতবৎসর পর্যন্ত প্রজা-
 স্থিতির কথা বলা যায়, তথাপি শেষ করিয়া উঠা
 যায় না; সুতরাং সে বিষয়ে স্মিত থাকিয়া
 শাকবীপের কথা কহিতেছি, আপনারা অবহিত
 হইয়া অথবা বর্ণন। এই বীপ বিস্তারে ক্রৌঞ্চ-
 বীপের বিশুদ্ধ। দধিমণ্ড সমুদ্র এই বীপকে
 পরিবৃত্ত করিয়া অবস্থিত রহিয়াছে। এই বীপস্থ
 জনপদসকল অতিশয় পুণ্যময় বলিয়া এখানকার
 প্রাণিগণ দীর্ঘকাল জীবিত থাকে এবং কখনও
 কোন হৃর্তিক কিম্বা দুষ্টিব্যাদিজনিতভয়ে ভীত
 হয় না। এই বীপেও মদিমণ্ডিত তত্রবর্ষ
 সাতটি বর্ষপক্ষত এবং সাতটি রত্নগর্ভা নদী
 বর্তমান। ইহাদের নাম অথবা বর্ণন। ৭৩—৮০।
 পুরোনিখিত পক্ষতনিচয়ের মধ্যে প্রথম পক্ষ-

তত্র মেঘান্ত বৃষ্টিৰ্যং প্রভবন্তি চ বাস্তি চ ।
 তত্ৰাপরেণ সুষহান্ জনধারো মহাগিরিঃ ॥ ৮২
 তস্মাগ্নিতামুপানন্তে বাসবঃ পরমং জনম্ ।
 ততো বর্ষং প্রভবতি বৎসকালে প্রজাবিহ ॥ ৮৩
 তত্ৰাপরে রৈবতকে যত্র নিত্যং প্রতিষ্ঠিতা ।
 রেবতী দিবি নক্ষত্রং পিতামহকৃতো গিরিঃ ॥ ৮৪
 তত্ৰাপরেণ সুষহান্ শ্যামো নাম মহাগিরিঃ ।
 তস্মাৎ শ্যামত্মাপত্রাঃ প্রজাঃ সর্গা ইমাঃ কিল ॥
 তত্ৰাপরেণ রজতো মহানন্তোগিরিঃ স্মৃতিঃ ।
 তত্ৰাপরেণাহিকেঃ হুর্গঃ শৈলো হিমাদিতঃ ॥ ৮৬
 আহিকেয়াং পরো রম্যঃ সর্কৌষধিসমম্বিতঃ ।
 স চৈব কেশরীভূক্তো হতো বায়ুঃ প্রবাহতি ॥ ৮৭
 শৃগুধ্বং নামতন্তানি যথাবদনুপূর্ণশঃ ॥ ৮৮
 উদয়স্যোদয়ং বর্ষং জননং নাম বিক্রতম্ ।
 বিতীরং জনধারস্ত সূকুমারমিতি স্মৃতম্ ॥ ৮৯

তের নাম উদয় । এই পর্বত মেকুর ভ্রায় বহ-
 বিধ দেবর্ষি ও গন্ধর্কগণের নিবাসযোগ্য, সুবর্-
 ময় এবং পূর্বদিকে বিস্তারিত । এখানে মেঘ
 সকল বর্ষ করবার জন্য প্রাহুর্ভূত ও চলিয়া যায়
 হয় । এই পর্বতের পশ্চিমদিকে অত্যন্ত বিস্তৃত
 জনধার পর্বত আছে । দেবরাজ ইন্দ্র এই পর্বত
 হইতে জন গ্রহণ করিয়া প্রজাগণের উপকারার্থ
 বৎসকালে পুনর্দায় তাহা বর্ষন করেন । তৎ-
 পশ্চিমে রৈবতক পর্বত হ্রদা স্বয়ং এই পর্বত
 নির্মাণ করিয়াছেন । এই পর্বতে নক্ষত্ররূপিনী
 রেবতী বিরাজিত আছেন । তৎপশ্চিমে শ্যাম
 নামক শৈল । প্রজাগণ এই শৈল হইতেই
 জন্মাপ্ত হইয়াছে । ইহার পশ্চিমে
 রজতবর্ণ অস্ত্র পর্বত ; তৎপরে আহিকের
 পর্বত ; এই পর্বত অতিশয় হিমময় বলিয়া
 হুর্গম । আহিকের পর্বতের পশ্চিমে কেশরী
 পর্বত আছে । ইহা বহুবিধ ওষধিযুক্ত ও স্নো-
 য় । এই পর্বত হইতে কয় প্রবাহিত হয় ।
 একে পূর্ণোক্ত পর্বতসমূহে বিভক্ত বর্ষসকলের
 কথা কহিতেছি, প্রদান করুন । প্রথম উদয়-
 পর্বত-বিভক্ত বৎস উদয়বর্ষ বলে । এই
 পর্বতের অপর নাম জনন । বিতীর জনধার-

রৈবতক ভূ কোমারঃ শ্যামক ভূ মণীচকম্ ।
 অন্তস্তাপি তত্তং বর্ষং বিজ্ঞেয়ং কুহুমোদরম্ ॥ ৯০
 আশ্বিকেরস্ত মৌদাকঃ কেশরেণু মহাক্রমম্ ॥ ৯১
 ষোপস্ত পরিমাণক হুং নদীর্ঘ ইমেব চ ।
 শাকবীপেন বিখ্যাতস্তত্র মধ্যে বসম্পতিঃ ॥ ৯২
 শাকো নাম মহাদ্রাক্ষস্ত পূজ্যং প্রযুক্তম্ ।
 এতেষু দেব-গন্ধর্কঃ সিদ্ধান্ত সহ চারুণৈঃ ।
 বিহরন্তি রমন্তে চ তৃপ্তমানান্ত তৈঃ সহ ॥ ৯৩
 তত্র পূজ্য জনপদাচ্চাতুর্বর্ষসমবিতঃ ।
 তেষু ন্যাস্ত সপ্তৈশ্ব প্রতিবর্ষং সমুদ্ভবাঃ ॥ ৯৪
 বিদ্ধি নামা চত্বতাঃ সর্গা গন্ধাক্তাঃ সপ্তধা স্মৃতাঃ
 প্রধবা সূহমারীতি গন্ধা শিবজনা তথা ॥ ৯৫
 অনুতপ্তা চ নাদ্রো নদী সন্দ্রিহীর্জিতা ॥ ৯৬
 কুমারী নামতঃ সিদ্ধা বিতীরা সা পুনঃসতী ।
 নন্দা চ পার্শ্বতী চৈব তৃতীয়া পরিকীর্তিতা ॥ ৯৭
 শিবেতিকা চতুর্থী স্মাৎ ত্রিবিধা চ পুনঃ স্মৃতা ।

পর্বত-বিভক্ত বর্ষের নাম সূকুমার । রৈবত-
 পর্বত-বিভক্ত বর্ষ তৃতীয়, ইহার নাম কোমার ।
 শ্যাম-পর্বত-বিভক্ত বর্ষ চতুর্থ, ইহার নাম মণি-
 চক । অস্ত্র-পর্বত-বিভক্ত বর্ষ পঞ্চম, ইহার
 নাম মৌদাক । সপ্তম কেশর-পর্বত-বিভক্ত বর্ষ,
 ইহার নাম মহাক্রম । এই শাকবীপের মধ্যে
 ভাগে এক অতি প্রসিদ্ধ শাকবৃক্ষ বিদ্যমান ।
 এখানকার মনুষ্যেরা নিত্য এই বৃক্ষে অর্চনা
 করে । এই বৃক্ষে নামানুসারেই উক্ত ষোপ
 শাক নামে কথিত হইয়াছে । এই বীপে সিদ্ধ,
 গন্ধর্ক ও দেবগণকে চারণগণের সহিত জোড়া
 করিতে ও ভ্রমণ করিতে দৃষ্ট হইয়া থাকে ।
 ৯১—৯৩ । অন্তস্তা জনপদ সকল ব্রাহ্মণ,
 কায়িক, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারির্বর্ণ পরোপর ও
 পূজ্যময় । পূর্ণোন্নিষিত সপ্তময় যে সাতটা
 নদী আছে, তাহারা সকলেই সাগরোন্নিদী ও
 গঙ্গা নামে বিখ্যাত । ইহাদের নাম বলিতেছি ।
 ঐ নদীসমূহের মধ্যে প্রথমে সূকুমারী ; ইহার
 নামান্তর অনুতপ্তা । বিতীরা কুমারী, তৃতীয়া
 নন্দিনী ; ইহার নামান্তর পার্শ্বতী । চতুর্থী
 শিবেতিকা ; ইহার নামান্তর ত্রিবিধা । পঞ্চমী

ইক্ষু-চ পকমী জ্যেষ্ঠা তথৈব চ পুনঃ ক্রতুঃ ॥১৮
বেণুকা চ মৃত্যু চৈব বর্ষী সম্পরিকীর্ণিতা ।
গভস্তী সপ্তমী জ্যেষ্ঠা প্রতিবর্ষং শিবোলকাঃ ॥ ১৯
ভাবয়ন্ত জনং সর্বং শাকদ্বীপানবাসিনম্ ।
অনুগচ্ছন্তি তাস্ত্ৰাশ্ব নদীর্নদ্যাঃ সহস্রশঃ ॥ ১০০
বহুদকপরিভ্রাষা যতো বর্ষতি বাসবঃ ।
তাসান্ত নামধেয়ানি পরিমাণং তথৈব চ ॥ ১০১
ন শক্যং পরিসংখ্যাতুং পুণ্যাস্তাঃ সরিহস্তমাঃ ।
তাঃ পিবন্তি সনা হৃষ্টা নদীর্জনপদান্ত তে ॥ ১০২
শাংশপায়ন বিস্তীর্ণো দ্বীপোহসৌ চক্রসংস্থিতঃ ।
নদীজলৈঃ প্রাতিচ্ছন্নঃ পর্কট-চাত্র-সহিতৈঃ ॥
সর্ষদাতুবিচিট্রৈশ্চ মণিবিদ্র-মতুষ্টৈঃ ।
পুত্রৈশ্চ বিবিধাকারৈঃ স্কীতৈর্জনপদৈরপি ॥ ১০৩
রুজৈঃ পুষ্পফলোপেতৈঃ সমভ্যাং ধনধাত্বান্ ।
কীরোদেন সমুদ্রেশ সর্ষতঃ পরিবারিতঃ ॥ ১০৪
শাকদ্বীপস্ত বিস্তারং সমেন তু সমন্ততঃ ।

তন্মিন জনপদাঃ পুণ্যাঃ পর্কটাত্তরিতাঃ শুভাঃ ॥
বর্ণাশ্রমসমাকৌর্বা দেশান্তে সপ্ত বৈ স্মৃতাঃ ।
ন শক্যং তে বস্তি বর্ণাশ্রমকৃতঃ কাচং ॥ ১০৭
ধর্মস্ত চাব্যভিচারাদেকাতন্ত্র-যতাঃ প্রজাঃ ।
ন তেষু লোভো মায়া বা ঈর্ষ্যাস্থ্যাহ্বাতঃ কৃতঃ ॥
বিপর্ক্যো ন তে বাস্ত্র এতৎ স্বার্থাবিকং স্মৃতম্ ।
করোংপান্তর্ন তে বস্তি ন দন্তো ন চ দণ্ডকাঃ ॥
স্বধর্মোইব ধর্মজ্ঞাস্তে রক্তান্ত পরস্পরম্ ॥ ১১০
এতাবনৈব শক্যং বৈ তন্মিন্ স্বাপে নিবাসিনাম্ ।
পুত্রং সপ্তমং দ্বীপং প্রবক্ষ্যামি নিবেদিত ॥ ১১১
পুত্রেন তু দ্বীপেন বৃতঃ কীরোদকো বাহঃ ।
শাকদ্বীপস্ত বিস্তারাদ্ বিত্ত্বেন সমন্ততঃ ॥ ১১২
পুত্রে পর্কটঃ শ্রীমান্ এক এব মহাশলঃ ।
চৈত্র্যমাময়ৈঃ শিলৈঃ শিখরৈস্ত সমুচ্ছ্রুতৈঃ ॥
দ্বীপস্ত তস্ত পূর্বোচ্চৈশ্চক্রসানুঃ হতো মহান্ ।

ইক্ষু, ইহার অপর নাম ক্রতু । বর্ষী বেণুকা ;
ইহার নামান্তর মৃত্যু । সপ্তমী গভস্তি । এই
সমস্ত নদীই মঙ্গলময় জলে পরিপূর্ণ । শাক-
দ্বীপনিবাসী লোক সকল উক্ত নদীনিচয়ের
জলপান করিয়া জীবন ধারণ করে । ঐ সপ্ত-
নদীতে আরও অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী
মিলিয়াছে, তাহারা বর্ষ-বারিতে পরিপূর্ণতা
লাভ করিয়া প্রবাহিত হয় । উল্লিখিত ক্ষুদ্র
নদীসমূহের নাম ও পরিমাণ প্রভৃতি নিশ্চয়
করা সাধ্যায়ত্ত নহে । ফলে, বর্ষ-নদীর দ্বারা
ইহারাও পুণ্যসিলা ও উৎকৃষ্ট বলিয়া
জানবে । এই দ্বীপস্থিত জনপদবাসিগণ হৃষ্ট-
চিত্তে ঐ সকল নদীর জলপান করিয়া থাকে ।
হে শাংশপায়ন । এই দ্বীপ অত্যধিক বিস্তৃত
এবং চক্রের ন্যায় গোলাকার । এই দ্বীপে
প্রভূতজলা নদা, মণিধাতু ও রক্তভূষিত মেঘ-
ভূগ্য পর্কট এবং বিবিধাকার নগর সকল
বিস্তারিত রহিয়াছে । এই দ্বীপের মহুয্যগণ
ধনধান্যসম্পন্ন । ইহা স্বসম-বিস্তার কীরোদ
সমুদ্রে যেষ্ঠিত । এই দ্বীপে পূর্বোচ্চৈশ্চক্র
পর্কট-বিত্তক পবিত্রতম সাতটি বর্ষ বিন্যাসন ।

সকল জনপদেই ব্রহ্মচর্য্যাদি প্রতিষ্ঠিত রাহ-
য়াছে । এই দ্বীপস্থিত বর্ষসমূহে বর্ষ ও আশ্র-
মের সাঙ্কর্য্য নাই অর্থাৎ মিশ্রপ্রাতি ও মিশ্রত
আশ্রম সেখানে নাই । এখানকার প্রজা-
গা ব্যভিচার-বর্জিত, তাহারা সর্বদাই ধর্ম্মচরণ
করে ; এইহেতু ইহারা অতিশয় সুখসম্পন্ন ।
প্রজাগণের মধ্যে কেহ কখনও কোন বস্তুর
প্রতি লোভ ঈর্ষা বা অহুয়া প্রকাশ করে না,
ইহাদের অধৈর্য্য কিম্বা কাপট্য কিছুমান্ন নাই ।
তদ্রূপ প্রজাবর্গের এই সকল গুণ স্বাভাবিক,
ইহার বিপর্ক্য কখনও ঘটে ন । পূর্বোচ্চৈশ্চক্র
বর্ষসমূহে রাজকর এবং রাজভাব বা প্রজাভাব
নাই । কিন্তু এখানকার ধার্মিক মহুয্যেরা
খীর ধর্ম্মানুসারেই পরস্পরের প্রতিপালন করিয়া
থাকে । হে কবিগণ ! উল্লিখিত দ্বীপবাসী
মহুয্যগণের অবস্থা এই পর্য্যন্ত বিবৃত হইল ।
এখন পুত্রদ্বীপের কথা কহিতেছি, শ্রবণ করন ।
শাকদ্বীপের সমান বিস্তার কারসমুদ্র এই পুত্র
দ্বীপে পরিবেষ্টিত রহিয়াছে । ১০৪—১১২ ।
এই দ্বীপে বিচিত্র মণিময় অত্যাশ্চর্য্য-শোভিত
শ্রীমান্ মহাশল নামে একটা মাত্র পর্কট
রহিয়াছে । ইহার পূর্বভাগে অতি মনোহর

পকবিশংসহস্রাণি বিস্তীর্ণপরিমণ্ডলঃ ॥ ১১৪

উর্দ্ধৈব চতুঃস্থিংশং সহস্রাণি সমভূতঃ ।

দ্বীপাচ্ছিত্ত পরিফিষ্টঃ পর্কতে মানসোস্তুমঃ ॥ ১১৫

স্থিতো বেলাসমীপে ত নবচন্দ্র ইবোদিতঃ ।

যোজনানাম্ সহস্রাণি উর্দ্ধং পকাশুচ্ছিতঃ ॥ ১১৬

তান্বেনব স বিস্তীর্ণঃ সর্ষতঃ পরিমণ্ডলঃ ।

স এবং দ্বীপপঞ্চং মানসঃ পৃথিবীধরঃ ॥ ১১৭

এক এব মহাসানুঃ সন্নিবেশাদৃষ্টবা কৃতঃ ।

শ্বাদূপকেনোদধিনা সর্ষতঃ পরিবারিতঃ ॥ ১১৮

পুন্দরবীপবিস্তারাবিস্তীর্ণোহসৌ সমভূতঃ ॥ ১১৯

তস্মিন্দ্বীপে স্মৃতো হৌ তু পুণ্যো জনপদৌ শুভৌ

অভিতৌ মানসস্তাষ পর্কতাশ্চানুমণ্ডলৌ ॥ ১২০

মহাবীতস্ত ধর্যং বাহুতো মানসস্ত তৎ ।

তস্তৈবাত্যন্তরে যন্তু ধাতকীধণ্ডমুচ্যতে ॥ ১২১

দশংসহস্রাণি তত্র জীবন্তি মানবাঃ ।

আরোগ্যস্থখকৃষ্টি মানসৌ সিদ্ধিমাস্থিতাঃ ॥ ১২২

স্থখমাস্থ্যং রূপক তস্মৈন বর্ষরয়ে স্থিতম্ ।

অধমোহাসৌ ন তেষান্তাং তুল্যান্তে রূপশীলতঃ ।

চিত্রসাহু শৈল, তাহার চারিদিকের মণ্ডলাকার

পরিধি পকবিশংসি সহস্র যোজন । ইহার

পূর্বাঙ্গে সাগরবেলার সন্নিধানে পরিপ্তোম্বরূপ

মানসোস্তুম পর্কত চন্দ্রমাত্র আয় বিরাজমান ।

উল্লিখিত পর্কতের অপরাধ পুন্দরবীপের পশ্চ-

মার্গে অবস্থিত ; তাহার উচ্চতা ও মণ্ডলাকার

পরিধি পকাশং সহস্র যোজন । পর্কতশ্রেষ্ঠ

মানস সত্ত্ব এক হইয়াও সীর সন্নিবেশ বিশেষে

দৃষ্টান্তে বিতক্ত । এই মানস সুসাহু সলিলপূর্ণ

সাগরে পরিবেষ্টিত । তাহার বিস্তার পুন্দর

বীপের বিস্তারের সমান । এই দ্বীপে অতি

পবিত্র দুইটা জনপদ আছে । এই দুই জনপদ,

মানসশৈলের চারিদিকে মণ্ডলাকারে অবস্থিত ।

প্রথম বর্গের নাম মহাবীত, ইহা মানসপর্কতের

বাহিরে বিরাজিত । দ্বিতীয় বর্গের নাম ধাতকী-

ধণ্ড, ইহা মানসের মধ্যভাগে অবস্থিত ।

এখানকার প্রজাপদ মানসী সিদ্ধিসম্পন্ন,

অরোগী ও বহুল সুখভোগী, তাহাদের পরমাণুঃ

দশসংস্র বৎসর । এখানকার প্রজাপদের

ন তত্র বরকো নের্যা ন ত্বেয়া ন ত্বেয় তথা ।

নিগ্রহো ন চ দণ্ডোহস্তি ন লোভো ন পরিগ্রহঃ ।

সত্যানৃতং ন তত্রাস্তি ধর্ম্মাধর্ম্মৌ তথৈবাচ ।

বর্ষাশ্রমাণাং বার্তা বা পাণ্ডপাণাং বৎকৃষ্টিয়া ।

ত্রয়ী বিদ্যা দণ্ডনৌতিঃ শুশ্রূষা শিলমেব চ ।

বর্ষরয়ে সর্ষমেতৎ পুন্দরব ন বিদ্যতে ॥ ১২৬

ন তত্র নদ্যো বর্ষক শীতোষ্ণং বা ন বিদ্যতে ।

উদ্ভিজ্জানু্যদকাশ্চত্রি গিরিশ্রবণানি চ ॥ ১২৭

উত্তরাণাং কুরুণাক তুলাকালো জনঃ সঙ্গা ।

সর্ষতে হুহুংসন্তত্র জরাক্রম-বিবর্জিতঃ ॥ ১২৮

ইত্যেয ধাতকীধণ্ডো মহাবীতে তথৈব চ ।

আহুপূর্জ্যাঘ্রিধিঃ কৃৎনঃ পুন্দরব প্রকীর্ষিতঃ ॥ ১২৯

শ্বাদূপকেনোদধিনা পুন্দরঃ পরিবারিতঃ ।

বিস্তারায়ণ্ডসাঁচৈব পুন্দরব সন্মেন তু ॥ ১৩০

এবং দ্বীপা সমুদ্রেস্ত সঙ্গ সগুভিরাবৃত্যঃ ।

দ্বীপান্তান্তৌ যন্ত সমুদ্রেস্ত সমভূতঃ ॥ ১৩১

মধ্যে পদ্মস্পর্শ উচ্চনাচ ভাব নাই, সকলই রূপ

ও স্বভাবে পরস্পরের সমান । ১১০—১২০ ।

এই দ্বীপস্থিত বর্ষরয়ে বরুনা, ঈর্ষ্যা, চৌর্য্য, ভয়,

নিগ্রহ, দণ্ড, লোভ, পরিগ্রহ, সত্য, মিথ্যা,

ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, পতপালন, বার্ণিষ্য প্রভৃতি

বর্ষাশ্রমবিহিত ব্যবহার, বেদতত্ত্ব, দণ্ড ও

নৌতি, প্রভৃতি কিছুই নাই । এখানে শীত

বা উষ্ণতা নাই, নদীও নাই । এই স্থানে

কোনকালেই বর্ষা হয় না, অত্রত্য প্রাণিগণ

উদ্ভিজ্জ এবং প্রস্রবণের জল পান করিয়া জীবন

ধারণ করে । এখানকার প্রাণিগণ উত্তরকুরুবর্ষহ

জনসমূহের আয় সত্তত সমানভাবে জরাধিপরি-

বর্জিত হইয়া বহুবিধ সুখোপভোগ করিয়া

থাকে । এই ধাতকীধণ্ড মহাবীতবর্গে

অবস্থিত । হে ঋষিগণ ! এই আমি পুন্দর-

বীপের স্বাভাবিক বিষয় বধাক্রমে বর্ণন করি-

লাম । অধুনা এখান বিষয়গুলি পুনঃ স্বরূপ

বাস্তবত্ব । এই পুন্দরবীপ স্ব-সমান বিদ্যুত

শ্বাদূপক সমূহে বেষ্টিত । এই প্রকার সল-

বীপই স-সমাবিস্তৃত সাগরে পরিবেষ্টিত ; ফল

করা, বীপের অন্তরবর্তী সাগর ও বীপ

এবং দ্বীপসমুদ্রাণাং বুদ্ধির্জ্ঞান পদস্পরাং ।
 অপার্কৈব সমুদ্রেকাং সমুদ্রা ইতি সংজ্ঞিতাঃ ॥ ১০২
 ঋক্ণো নিবসন্ত্যস্মিন্ প্রজা যস্মাকুতুর্কিধাঃ ।
 তস্মাৎ ঋষিমাতি প্রোক্তং প্রজানাম্ সুখদন্ত তৎ ॥ ১০৩
 ঋষ ইত্যেব ঋষয়োঃ বুধঃ শক্তিপ্রবন্ধনে ।
 ইতি প্রবন্ধনাং সিদ্ধং বর্ধন্তঃ তেন তেষু তৎ ॥
 শুক্রপক্ষে চন্দ্রবুদ্ধৌ সমুদ্রঃ পূর্বাতে তল ।
 প্রকীয়মাণে বহলে ক্ষৌদ্রেতৎস্মিতে খণ্ডে ॥ ১০৪
 আপূর্ধ্যমাণে উদবিঃ স্তত এবাতিপূর্বাতে ।
 ততোহপকীয়মাণেহপি স্বাস্ত্রনৈবাপকৃষাতে ॥ ১০৬
 স্থানীহ্মম্মিদংযোগাং জলমুদ্রিচাতে যথা ।
 তথা মহোদধিগতং তোয়মুদ্রিচাতে ততঃ ॥ ১০৭
 অন্যানা হতিবিস্তাশ্চ বর্জিত্যপো হ্রনন্তি চ ।

উদয়ান্তমিতেশ্চেনোঃ পক্ষয়োঃ শুক্রকৃষ্ণয়োঃ ॥
 কয়বুদ্ধিরেবমুদধেঃ সোম-বুদ্ধিক্ষয়াং পুনঃ ।
 দশোত্তরাশি পর্কৈব অঙ্গুলীনাং শতানি তু ।
 অপাং বুদ্ধিঃ কয়ো দৃষ্টঃ সমুদ্রাণাং পর্কসু ॥ ১০১
 বিদ্যাপন্যং স্মৃতা দ্বীপাঃ সর্কিতশ্চানকাবৃত্তাঃ ।
 উদকস্ত্রাধানং যস্মাৎ তস্মাদ্ভবিকৃষ্যতে ॥ ১০০
 অপর্কপল্ল গিরয়ঃ পর্কভিঃ পর্কিতাঃ স্মৃতাঃ ।
 প্লকদীপে তু গোমেদং পর্কিতঃ স্তন চোচ্যতে ॥
 শাক্লিঃ শাক্লদ্বীপে পূজ্যতে চ মহাভ্রমঃ ।
 কুশদ্বীপে কুশস্তম্বস্তত নান্য স উচ্যতে ॥ ১০২
 ক্রৌঞ্চদ্বীপে গিরিঃ ক্রৌঞ্চো মধ্যে জনপদস্ত হ ।
 শাকদ্বীপে ক্রমঃ শাকস্তম্ব নান্য স উচ্যতে ॥ ১০৩
 হ্রদোদঃ পুষ্করদ্বীপে তত্রত্যোঃ স নমস্কৃতঃ ।

তুল্য বিস্তারবিশিষ্ট । এইরূপ দ্বীপ ও সাগর
 উত্তরোত্তর বিস্তার বিস্তৃত অর্থাৎ জম্বুদ্বীপ
 হইতে প্লকদ্বীপ বিস্তার-বিশিষ্ট ।
 জম্বুদ্বীপ-পরিবেষ্টক লবণ সাগর হইতে প্লক-
 বেষ্টক সাগর বিস্তার বিস্তৃত । এই ক্রমানু-
 সারে অপরপর দ্বীপ ও সাগরের বৈশিষ্ট্য
 বুঝিতে হইবে । জোয়ারের সময় বারিরাশি
 সমুদ্রিত বা উচ্ছসিত হইয়া উঠে বলিয়া নাম
 হইয়াছে সমুদ্র । চতুর্কি প্রজা এবং ঋষিগণ
 যে স্থানে অস্থান করেন, তাহার নাম বর্ধ;
 পূর্কোন্নিষিত বর্ধসমূহ প্রজাদের অত্যধিক
 সুখপ্রদ । ঋষবাতু অর্থ লইয়া ঋষি শব্দ নিষ্পন্ন
 হইয়াছে, শক্তিপ্রবন্ধনে বুধ বাতু হইতে
 নিষ্পন্ন উন্নিষিত বর্ধসমূহ শক্তির প্রবন্ধন হয়,
 এইজন্ত তাহাদিগের নাম হইয়াছে বর্ধ ।
 শুক্রপক্ষে চন্দ্রের যত বুদ্ধি হয়, সমুদ্রও তত
 পরিমাণ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে থাকে । কৃষ্ণপক্ষে
 ক্রমে চন্দ্র ক্রীণ হইতে থাকিলে সমুদ্রও ক্রীণতা
 প্রাপ্ত হয় । পাত্রমধ্যস্থ জল যেমন অগ্নি-
 যোগে উর্ধলিয়া উঠে, সমুদ্রগত জলও তেমনি
 চন্দ্রযোগে স্বভাবতই উর্ধিত হয় এবং চন্দ্র
 ক্রীণ হইলে ক্রীণ হইয়া যায় । শুক্র ও
 কৃষ্ণপক্ষে সাগরগত জল অন্যান্য এবং অনতি-
 বিস্তৃত ভাবে বুদ্ধি এবং হ্রাস পাইয়া থাকে ।

ফল কথা, শুক্র পক্ষের প্রত্যেক তিথিতেই
 সাগর জল অল্প পরিমাণে বৃদ্ধি এবং কৃষ্ণ-
 পক্ষীয় প্রতিতিথিতে অল্প পরিমাণে ক্রীণ হয় ।
 এইরূপে ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি ও হ্রাস হইলে,
 যখন সেই হ্রাস এবং বৃদ্ধি চরমাবস্থায় উপ-
 নীত হয়; তখন তাহাদের একশত পক্ষগণ
 অঙ্গুলী অর্থাৎ দ্বিচত্বারিংশৎ বিতস্তি ছয়
 অঙ্গুলী পরিমাণ লক্ষিত হয় । পর্কতিথিতেই
 বুদ্ধির চরমাবস্থা হইয়া থাকে । বাহার দুই
 দিকে জল আছে, তাহাকে দ্বীপ বলা হয় ।
 দ্বীপ সকলের চারিদিকেও জল আছে এবং
 সাগর সকল উদকের আধার বলিয়া উদবি
 নামে কথিত হইয়া থাকে ॥ ১২৪—১৪০ ॥
 আর বাহার পর্ক নাই, তাহাকে গিরি আর
 বাহার পর্ক আছে, তাহাকে পর্কিত বলা
 হয় । এইজন্ত প্লকদ্বীপস্থ গোমেদশৈলকে
 পর্কিত নামে নির্দিষ্ট করা হইয়াছে । পূর্কো-
 ন্নিষিত শাক্লদ্বীপে শাক্লি নামে মহা-
 বৃক্ষ বিদ্যমান । তৎকার মহাজগৎ সত্তা
 তাহার পূজা করিয়া থাকে । কুশদ্বীপে কুশ-
 স্তম্ব আছে, সেই নামানুসারেই ঐ দ্বীপ কুশ-
 নামে নির্দিষ্ট । ক্রৌঞ্চদ্বীপের মধ্যজনপদে
 ক্রৌঞ্চ নামে এক পর্কিত বিদ্যাজিত আছে ।
 শাকদ্বীপে শাক নামে বৃক্ষ আছে এবং পুষ্কর

মহাদেবঃ পুঙ্করে তু ব্রহ্মা ত্রিভুবনেশ্বরঃ ॥ ১৪৪
 তস্মিন্বিবসতি ব্রহ্মা সার্বাধোঃ সার্কিং প্রজাপতিঃ ।
 উপাসতে তত্র দেবান্য়ত্রিংশমহর্ষিভিঃ ।
 স তত্র পূজ্যতে চৈব দেবৈর্দেবোক্তমোক্তমঃ ॥ ১৪৫
 জম্বুদ্বীপাং প্রবর্ততে রত্নানি বিবিধানি চ ।
 দ্বীপেষু তেষু সর্কেষু প্রজানাং ক্রমশস্তিহ ॥ ১৪৬
 সর্কশো ব্রহ্মচর্যেণ সত্যেন চ নমেন চ ।
 আরোগ্যায়ঃ প্রমাণাঙ্কি বিগুণক সমস্ততঃ ॥ ১৪৭
 এতস্মিন্ পুঙ্কর-দ্বীপে যত্নং বর্ধকদ্বয়ম্ ।
 গোপায়তি প্রজাস্তত্র স্বয়ং সজ্জনমণ্ডিতাঃ ॥ ১৪৮
 ঈশরো দণ্ডমূল্যায় ব্রহ্মা ত্রিভুবনেশ্বরঃ ।
 সবিস্ময়ঃ সশিবো দেবঃ সপিতা স'পতামহঃ ॥ ১৪৯
 ভোজনকাশ্রয়ত্বেন তত্র স্বয়মুপস্থিতম্ ।
 ষড়্ সং শুমহাবীর্ধ্যং ভূজ্ঞতে চ প্রজাঃ সদা ॥
 পরেণ পুঙ্করস্তাং আবৃত্য যঃ স্থিতো মহান্ ।

দ্বীপে বটরূপ বিদ্যমান পুঙ্করদ্বীপে ত্রিভুবন-
 বিধাতা প্রজাপতি দেবপ্রবর ব্রহ্মা সাধারণ-
 সহ সর্কদা বিরাজ করিতেছেন। সেখানে
 ত্রয়স্ত্রিংশং সংখ্যক দেবতা ও মহর্ষিগণ সেই
 দেবানিদেব দেবশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মাকে পূজা ও উপা-
 সনাদি করিয়া থাকেন। জম্বুদ্বীপে বহুবিধ
 রত্নাদি উৎপন্ন হয়। পুর্কোন্নিখিত প্লক্ষ প্রভৃতি
 ছয় দ্বীপের প্রজাগণ উক্তরোক্তর বিগুণ পরিমিত
 ব্রহ্মচর্য্য, সত্য, দম, আরোগ্য ও আয়ুঃসম্পন্ন।
 কল কথা, পুঙ্করদ্বীপের মহাজগৎ যেরূপ ব্রহ্ম-
 চর্য্যাদিসমযুক্ত, তৎপরবর্তী দ্বীপে তদপেক্ষা
 বিগুণ ব্রহ্মচর্য্য এবং তৎপরে তাহা হইতে
 বিগুণ ইত্যাদি। এই পুঙ্করদ্বীপে যে হইটী
 বর্ধের কথা কহিলাম, সেই বর্ধস্থত প্রজাগণ
 অতিশয় সং, ইহাদের অসংপ্রবৃত্তি কখন হয়
 না। পিতা পিতামহ অরূপ সর্কব্যাপী অপ্রকাশ
 ত্রিভুবনকর্তা ঈশ্বাসম্পন্ন ব্রহ্মাই বিষ্ণু ও শিব
 সহ দণ্ডবিধান করিয়া উহাদিগকে ঐতিপালন
 করিতেছেন। সেখানে মহাবলকারক, ষড়্-
 রসসম্পন্ন ভোগ্য জবা সকল বিনা প্রযত্ন
 আপনাই উৎপন্ন হয় এবং তৎকার প্রজাগণ
 সেই সমৃদ্ধিলি সত্তত ভোজন করিয়া থাকে।

স্বাদূনকঃ সমুদ্রস্ত সমস্তাং পরিবেষ্টিতঃ ॥ ১৫১
 পরেণ তত্র মহতী দৃশ্যতেহলোকসংস্থিতিঃ ।
 কাকনৌ বিগুণা ভূমিঃ সর্কী চৈকশিলোপমা ॥
 তস্মাৎ পরেণ শৈলস্ত মধ্যান্নস্তে তু মণ্ডলম্ ।
 প্রকাশশ্চাপ্রকাশশ্চ লোকালোকঃ স উচ্যতে ॥
 আলোকস্ত চার্চাকু তু নিরালোকস্ততঃ পরম্ ।
 যোজনানাং সহস্রাণি দশ তস্তোজ্জ্বলঃ স্মৃতঃ ॥ ১৫২
 তাবাংশ্চ বিস্তরস্ত পৃথিব্যাং কামতশ্চ সং ।
 আলোকে লোকশকন্ত নিরালোকেহপ্যালোকিতা ॥
 লোকাক্ষিমমতো লোকস্তদর্শশ্চাপি বাহুতঃ ।
 লোকবিস্তারমাত্ত আলোকঃ সর্কতো বহিঃ ॥ ১৫৩
 পরিদীপ্তঃ সমস্তাচ্চ উদনোদ্যতশ্চ সং ।
 নিরালোকাং পরশ্চাপি অশুমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৫৪

পুঙ্করদ্বীপের পর বলয়াকার যে জলসাগর
 পুঙ্করদ্বীপ পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, তাহার
 পরে সমুদ্রদ্বীপা পৃথিবী অপেক্ষা বিগুণতর
 বিস্তৃত্য, একশিলাসদৃশী, লোকসংস্থান-রহিতা
 কাকনৌ ভূমি বিদ্যমান। তৎপরে মধ্যান্নার
 অন্তর্ভাগে প্রকাশ ও অপ্রকাশময় মণ্ডলাকার
 লোকালোক পরস্পর বিরাজিত। ইহার উচ্চতা
 ও বিস্তার দশসহস্র যোজন। এই লোকা-
 লোক পরস্পর আপন ইচ্ছায় গমন করিতে পারে,
 ইহার অর্দ্ধভাগে আলোক এবং তৎপরেই অন্ধ-
 কার। এইজন্ত ইহা লোকালোক নামে নির্দিষ্ট
 হইয়াছে। অর্থাৎ আলোক আছে, তাহা লোক
 শব্দ বাচ্য আর বাহুতে আলোক নাই, তাহাই
 অলোক শব্দে অভিহিত। বলয়াকার লোকা-
 লোকের অর্দ্ধভাগ আলোকময়, এই কারণে এই
 স্থান লোকনিবাসের জন্য কল্পিত এবং
 তদতিরিক্ত স্থান অলোকবিশ্ব, তাই লোক
 নিবাসের অযোগ্য বলিয়া নিষিদ্ধ। লোক-
 নিবাসযোগ্য স্থানকে লোক বলা হয়। ইহা
 উদ্যতপুত বলিয়া পরিচিতির। নিরালোক স্থানের
 পরেও অন্য একটা স্থান আছে, সেই স্থান
 অশুম্বে অর্থাৎ বাহার মধ্যে এই সমুদ্রদ্বীপবর্তী
 পৃথিবী আছে, তাহাকে আবরণ করিয়া অব-

অণ্ডস্তান্ত্রিমে লোকাঃ সপ্তরোপা চ মেদিনী ।
 ভূর্লোকোহথ ভুবর্লোকঃ স্বর্লোকোহথ মহন্তথা ॥
 জনস্তপন্তথা সত্য এতাবান্ লোকসংগ্রহঃ ।
 এতাবানেন বিজ্ঞেয়ো লোকান্তর্গতঃ যঃ পরঃ ॥
 কুন্তস্যারী ভবেদ্বাদৃক্ প্রতীচ্য্যং দিশি চন্দ্রমাঃ ।
 আদিতঃ সুরপক্ষত্ৰ বপুঃশস্ত তদ্বিধঃ ॥ ১৬০
 অশ্বানামীদৃশানাস্ত কোট্যো জ্ঞায়াঃ সহস্রণঃ ।
 তির্ধাগূর্নমবস্ত্রাক্ কারণস্তাব্যাস্তনঃ ॥ ১৬১
 কারণৈঃ প্রকৃতৈস্তত্র হারুতং প্রতিসপ্তভিঃ ।
 দশাধিকোন চাতোক্তং ধারয়ন্তি পরস্পরম্ ॥ ১৬২
 পরস্পরারুতঃ সর্কেষ উৎপন্ন্যচ পরস্পরাং ।
 অণ্ডস্তান্ত্র সমস্তান্ত্র সন্নিবিষ্টো বনোদধিঃ ॥ ১৬৩
 সমস্তাদ্যেন তোয়েন ধার্যমাণঃ স তিষ্ঠতি ।
 বহতো বনতোঃস্ত তির্ধাগূর্নমুত্তমম্ ॥ ১৬৪
 ধার্যমাণং সমস্তান্ত্র তিষ্ঠতে বনতেজসা ।
 অগ্নোত্তুড়নিভো বহ্নিঃ সমস্তাং মণ্ডলাকৃতিঃ ॥

স্থিত । ১৪১—১৫৭। সপ্ত লোক যথা—ভূঃ, ভুবঃ,
 স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য । এই সপ্তলোকের
 পরেই লোকান্তরময় স্থান । সুরপক্ষের প্রথমে
 পশ্চিমদিকে প্রতিবিন্ধিত চন্দ্রে ঘেরুপ দৃষ্ট
 হয়, পূর্বোন্নিখিত অণ্ড ও অবিকল সেইরূপ ।
 অব্যাস্ত্রক কারণরূপ বিরাটমূর্তির উল্ল, নিম্ন
 ও বক্রদেশে ঈদৃশ কোটিসংখ্যক অণ্ড বিরাজ-
 মান । সেই সকল অণ্ড সপ্তবিধ প্রাকৃত
 কারণে সমাবৃত । এই প্রাকৃত কারণগুলি
 নিজ অপেক্ষা দশগুণ অধিক স্বভাবীয় পর-
 স্পর হইতে উৎপন্ন, পরস্পর দ্বারা সমাবৃত ও
 ধৃত হইয়া অবস্থিত আছে । ফল কথা,
 ভূতপ্রাকৃত কারণ অপেক্ষা কারণীভূত
 প্রাকৃত কারণ দশগুণ অধিক, তাহা হইতে
 যাহার উদ্ভব হইয়াছে, তাহাই ওদ্বারা
 আবৃত এবং ধৃত হইয়া স্থিতিলাভ করে ।
 এই অণ্ডের চারিদিকে বনজলপূর্ণ সাগরে
 অর্থাৎ অণ্ড বনোদধিতে পরিবৃত । ইহা
 দ্বারা ধৃত আছে বলিয়াই অণ্ড অধঃপতিত হয়
 না । পূর্বোন্নিখিত অণ্ড অপেক্ষা, এই বনো-
 দধি দশগুণ অধিক বিস্তৃত । এই বনতোয়ের

সমস্তাং বনবাতেন ধার্যমাণঃ স তিষ্ঠতি ।
 বনবাতন্ত্র আকাশো ধারয়ানস্ত্র তিষ্ঠতি ॥ ১৬৬
 ভূতাদিশ্চ তথাকাশং ভূতাদিশ্চাপ্যনো মহান্ ।
 মহান্ ব্যাপ্তো হনন্তেন অব্যক্তেন তু ধার্যতে ॥
 অনন্তমপরিব্যক্তং দশধা হৃদ্রমেব চ ।
 অনন্তমকৃতান্ত্রানমনাদিনিধনক তৎ ॥ ১৬৮
 অতীতা পরতো যোরমনাবলহমানামদম্ ।
 নৈকযোজনসাহস্রাং বিপ্রকৃষ্টং তমোরুতম্ ॥ ১৬৯
 তম এব নিরালোকমমধ্যাদমদৈশিকম্ ।
 দেবানামপ্যবিদিতং ব্যবহারবিবর্জিতম্ ॥ ১৭০
 তমসোহস্তে চ বিখ্যাতমাকাশস্তে চ ভাস্বরম্ ।
 মধ্যাদায়ামতন্ত্রস্ত্র শিবস্ত্রায়তনং মহৎ ॥ ১৭১
 ত্রিদশানামগম্যাস্ত্র স্থানং দিব্যমিত্তি ক্রতিঃ ।
 মহতো দেবদেবস্ত্র মধ্যাদায়ং ব্যবস্থিতম্ ॥ ১৭২
 চন্দ্রাদিত্যাবতপ্তাস্ত্র যে লোকাঃ প্রথিতা বুধৈঃ ।

বাহিরে বক্রাকার ও মণ্ডলাকৃতি বন ডেজ
 বিদ্যমান । ইহা লোহণ্ডের দ্বারা বহ্নি দ্বারা
 সমস্তাং বক্রাকার ও মণ্ডলাকারে পরিবেষ্টিত ও
 বন বায়ু দ্বারা, ধৃত হইয়া অবস্থান করিতেছে ।
 এই মণ্ডলাকার বহ্নি বনবায়ু দ্বারা, বন বায়ু
 আকাশদ্বারা, আকাশ অহঙ্কার দ্বারা, অহঙ্কার
 বুদ্ধিদ্বারা এবং বুদ্ধি প্রকৃতিদ্বারা পরিবেষ্টিত ও
 ধৃত হইয়া অবস্থিত রহিয়াছে । এই প্রকৃতি
 অনন্তনামে অভিহিত । ইহা অব্যক্ত, অতি-
 হৃদ্র ও জন্মমুক্তাবিরহিত । উল্লিখিত অণ্ড
 ও তদাবরণের পরে যে আলম্বনহীন ও বিষ-
 বিরহিত স্থান আছে, তাহা অনেক সহস্র
 যোজন বিস্তৃত ও অন্ধকারময় । এই স্থান
 জন্ম প্রভৃতি দ্বাপপুঞ্জ হইতে বহুদূরে অবস্থিত ।
 এই তমোময় স্থান মধ্যাদা ও দেশশূন্য, ইহাই
 নিরালোক স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং দেবগণেরও
 জ্ঞানের অগোচর এখনে কোনই ব্যবহার
 নাই । ১৫৮—১৭০ । এই আকাশাত্ত তমোময়
 মধ্যাদাতে মঙ্গলময় ব্রহ্মদেবের মহন্তর স্বপ্রকাশ
 স্থান প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে । এই দিব্যস্থান দেব-
 গণেরও অগম্য ; ইহা ক্রতি প্রভৃতি প্রমাণ দ্বারা
 পরিজ্ঞাত হওয়া যায় । যে দৃশ্যমান স্থান চন্দ্র ও

তে লোকা ইত্যভিহিতা জগতঃ ন সংখ্যঃ । ১৭০
 রসাতলাস্তত্র সপ্ত সঠৈবেচ্ছিতলাঃ কিংবা ।
 সপ্তস্বাক্ষর্য বায়োঃ সপ্তস্বসননা বিজাঃ । ১৭১
 আপাতালাদিবং যাবদত্র পঞ্চবিধা গতিঃ ।
 প্রমার্গমেতৎ জগত এষ সংসারসাগরঃ । ১৭২
 অনাদ্যতাঃ প্রয়াতোবং নৈকজাতি-দমুস্তথা ।
 বিচিত্রা জগতঃ সা বৈ প্রকৃতিরনবস্থিতা । ১৭৩
 বৈদ্যতন্ত্রোতিকং নাম নিসর্গবহবিস্তরম্ ।
 অতীন্দ্রিয়ং মহাত্মাগৈঃ সিন্ধুরপি ম লক্ষ্যতে ॥
 পৃথিব্যাঞ্চাশ্বিবহ্নাং মহতন্তুমসন্তথা ।
 ঈশ্বরস্ত তু দেবস্ত অনন্তস্ত বিজ্ঞোক্তমানঃ । ১৭৪
 জয়ো বা পরিমাণং বা অতো বাপি ন বিদ্যতে ।
 অনন্ত এষ সর্কত্র সর্কস্থানেষু পঠ্যতে । ১৭৫
 অত্র চোক্তং ময়া পূর্বে তস্মিন্মানুক্রীতনে ।
 স এষ শিবান্না হি তরঃ কার্ণশ্চেন কীর্তিতম্ ১৮০
 স এষ সর্কত্র গত্যঃ সর্কস্থানেষু পূজ্যতে ।
 ভূমৌ রসাতলে চৈব আকাশে পবনেহনলে ১৮১

সৃষ্টির কারণে আলোকিত হয়, পণ্ডিতেরা
 তাহাকেই লোকনামে অভিহিত করেন। হে
 বিজগণ! এই পৃথিবীতে সপ্ত রসাতল স্থান,
 উচ্ছ্রিত স্থান, ব্রহ্মলোকের সহিত বয়ুর
 সপ্ত প্রকার স্থান এবং পাতাল অবধি স্বর্গ
 পর্যন্ত স্থানে পাঁচ প্রকার গতি বিদ্যমান।
 এই সংসার-সাগরই জগতের সার, ইহার অন্ত
 মনুষ্য বুঝি সম্যক। এই জগতের গতি,
 প্রবাহরূপে আদি ও অন্ত বর্ণিত এবং
 বহু অমূল্য সংসারবিশিষ্ট বিচিত্র ও
 অনবস্থিত বলিয়া অসুভূত। পূর্বেল্লিপিত বহু
 বিবৃত এই ভৌতিক সর্গ অতীন্দ্রিয়। ইহা
 মহাভাগ সিদ্ধগণেরও জানিবার সামর্থ্য নাই।
 হে বিজগণ! এই পৃথিবীতে কেহই অগ্নি,
 বায়ু মহতন্তু, তরঃ, অনন্ত (প্রকৃতি) ও
 ঈশ্বরের জ্ঞান, পরিমাণ ও সীমা নির্ণয় করিতে
 সমর্থ হয় না। বাস্তবিক ইহাদের অঙ্গাদি নাই,
 ইহারা সর্কনাই অনন্ত নামে কথিত। ইতি-
 পূর্বে আপনাদিগকে নামকীর্ণন কালে শিব
 নামক পুরুষের বিষয় বিশেষরূপে করিয়াছি

অর্ণবেষু চ সর্কেষু দিবি চৈব ন সংখ্যঃ ।
 তথা তপসি বিজ্ঞেয় এষ এষ মহাদ্রুতিঃ । ১৮২
 অনেকধা বিভক্তোহো মহাযোগী মহেবং ।
 সর্কলোকেষু লোকেশ ইজ্যতে বহুধা প্রভুঃ ১৮৩
 এবং পরম্পরোৎপন্ন ধাৰ্ম্যতে চ পরম্পরম্ ।
 অংগৈঃ এবং ভাবেন বিকারান্তে বিকারিণঃ ১৮৪
 পৃথ্ব্যাঞ্চর্যোবিকারান্তে পরিচ্ছিন্নাঃ পরম্পরম্ ।
 পরম্পরাধিকাষ্টেব প্রবিষ্টাঃ চ পরম্পরম্ ১৮৫
 যন্মাবিষ্টাঃ চেচ্ছোক্তং তস্মাৎ স্বেচ্ছামুপাগতাঃ ।
 প্রাপাদন্ হাবিশেষান্ত বিশেষান্যোগবিশনাং ।
 পৃথিব্যাণ্যাস্ত বায়ুস্তাঃ পরিচ্ছিন্নাঃ স্তত্র তে ।
 তথাপচস্মারোণ পরিচ্ছিন্নো বিশেষতঃ । ১৮৬
 শেষাশ্চ পরিচ্ছিন্নঃ সৌম্যারোহ বিভাব্যতে ।
 ভূতেভ্যঃ পরিত্তেভ্যো হ্যলোকঃ পরতঃ স্মৃতঃ ।
 ভূতান্তালোক আকাশে পরিচ্ছিন্নানি সর্কণঃ ।
 পথত্র মহতি পাত্মনি যৈববাস্তগতানি তু ১৮৭

তিনি সর্কগত অনন্তপুরুষ; ভূমি, রসাতল,
 আকাশ, বায়ু, অগ্নি, সমুদ্র ও স্বর্গ প্রভৃতি
 সর্কত্র সর্কণ। তিনি পূজিত হইতেছেন। বহু
 তপস্ত্রায় এই স্বপ্রকাশ পুরুষকে জানিতে পারা
 যায়। এই মহাযোগী প্রভু মহেশ্বর বহু ভাগে
 বিভক্ত হইয়া সকল লোকে পূজিত হইতে-
 ছেন। ১৭১—১৮০। এইরূপে পরম্পরোৎপন্ন
 বিকারিসকল আবারোৎপত্তাবে থাকিয়া স্ব স্ব
 বিকার ধারণ করে। এই পৃথিবী প্রভৃতি
 বিকারপরম্পরা পরম্পর পরিচ্ছিন্ন এবং
 অদিক গুণসম্পন্ন। কল কল্য কল্য অপেক্ষা
 কার্য্যে অধিক গুণ লক্ষিত হয়। ইহার পর-
 ম্পরের মধ্যে পরম্পর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়াই
 স্বরূপে অবস্থান করিতে পারে। প্রথমে এই
 সংসারের সমস্ত বলই অবিশেষ ভাবে থাকে
 অর্থাৎ ইহাতে কোন বিশেষ গুণ দেখা যায় না।
 পরে পরম্পর ধারণ হইয়া বিশেষরূপে পরিণতি
 প্রাপ্ত হয়। পৃথিবী, জল ও তেজ এই তিনটী
 পরস্পরোৎপন্ন অপর পর পর পর পর
 হয়, এই কারণে ইহাতে বিশেষ বলা হইয়া
 থাকে। এতদতিরিক্ত যে সকল পরস্পর

ভবভ্যক্তোক্তহীনানি পরম্পরসমশ্রয়ঃ ।
 তথা হ্যলোক আকাশে ভেল্লভ্যতর্গতা মতাঃ ॥ ১১০ ॥
 কুৎসাত্তেতানি চত্বারি অতোক্তান্তাধিকানি তু ।
 যাবদেতানি ভূতানি তাবদ্ব্যপস্ক্রিয়তে ॥ ১১১ ॥
 লভ্যনামিহ সংস্কারো ভূতবত্ত্বগ তা মতাঃ ।
 প্রত্যাখ্যায় চ ভূতানি কার্ধ্যোৎপত্তির্ন বিদ্যাতে ॥
 তস্মাৎ পরিমিতা ভেদাঃ স্মৃতাঃ কার্ধ্যান্নকাস্ত তে
 করণাত্মকাস্তথৈব স্ম্যুর্ভেদা য়ে মহানন্দয়ঃ ॥ ১১২ ॥
 ইতোষ সন্নিবেশো বো মদ্য প্রোক্তো বিভাগশঃ ।
 সপ্তরূপসমুদ্রায়া যাতাতথ্যেন বৈ ভুবঃ ॥ ১১৩ ॥
 বিস্তারামণ্ডলাচ্চৈব প্রসংখ্যাতেন চৈব হি ।
 দৈবরূপং প্রধানস্ত পবিত্রনামৈকদেশিকম্ ॥ ১১৪ ॥
 অধিষ্ঠিতং ভগবতা যন্ত সর্গমিদং ভগবৎ ।
 এবং ভূতগণাঃ সপ্ত সন্নিবিষ্টাঃ পরম্পরম্ ॥ ১১৫ ॥

তাংহারা স্মৃৎ ; হুতরাং তাহাদের পরিচ্ছেদ
 স্থির করা সমাধা। উল্লিখিত পৃথিব্যাদি ভূতগণ-
 পেষ্টিত, ইহা অপেক্ষা স্মৃৎ আলোক আছে।
 ভূতগণও আলোক-পরিচ্ছিন্ন হইয়া আকাশে
 অবস্থান করিতেছে। যেমন বোন মহন্তর
 পত্রেদের মধ্যে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাত্র
 অস্ত্রের স্থান অধিকার না করিয়া অবস্থিত থাকে,
 সেইরূপ আকাশে আলোক ও পূর্ণোক্ত ভূত-
 পরম্পরা অস্ত্রের স্থান অধিকার না করিয়া
 অবস্থান করিতেছে। এইরূপ অবস্থিতিকালে
 ইহাদের কোন ভেদ দেখা যায় না। এই
 ভূতগণ পরম্পর অধিক গুণবান। এই
 আকাশ ভিন্ন চারিটী ভূত যত স্থান ব্যাপিত্তা
 অবস্থিত আছে, ততদূর স্থান পর্য্যন্তই জীবাদির
 উক্ত স্থান। অস্ত্রগণের পূর্ণোক্তসংস্কার ভূত-
 বন্ধে নিহিত থাকে। বর্ণিত ভূতপরম্পরার
 অতিরিক্ত উৎপত্তি নামক কোন পদার্থ নাই।
 কল কথা, উৎপত্তি অবস্থান্তরপ্রাপ্ত ভূতসমূহেই
 নামান্তর মাত্র। অতএব পরিচ্ছিন্ন বিশেষ-
 সমূহ কার্ধ্যস্বরূপ এবং অপরিচ্ছিন্ন বহুদাদি
 পদার্থনিচয় কারণস্বরূপ। হে ভিজগণ! এই
 আমি সপ্তরূপ ও সমুদ্রসমবিতা বহুমতীর

এতাবান্ সন্নিবেশস্ত মদ্য শব্দাঃ প্রভাবিতুম্ ।
 এতাবদেব প্রোক্তস্য সন্নিবেশে তু পার্শ্বিৎ ॥ ১১৬ ॥
 সপ্তশ্রুতম্যে যান্ত বহুদাদি পরম্পরম্ ।
 তাবদং পরিমাণেন প্রসংখ্যাতুমিহোৎসহে ॥ ১১৭ ॥
 অসংখ্যোয়াঃ প্রকৃত্যন্তিধাগৃহ্মমৎ যঃ ।
 তারঙ্গ্যাসন্নিবেশং যাবদিব্যস্ত মণ্ডলম্ ॥ ১১৮ ॥
 মধ্যাদাসন্নিবেশস্ত ভূমন্তদম্ মণ্ডলম্ ॥ ২০০ ॥
 ইতি মহাপুরাণে ব্রহ্মাণ্ডে ভুবনবিন্যাসো নাম
 ত্রিপকাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৩ ॥

সন্নিবেশের বিষয় বিস্তারপূর্বক যথাযথরূপে বর্ণন
 করিলাম। এই বিস্তার, মণ্ডল ও পরিমাণ
 দ্বারা বিভিন্ন রূপ বিশ্ব প্রকৃতির একদেশে অব-
 স্থিত, তদীয় পরিমাণের একদেশ মাত্র; ইহাতে
 সেই স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম অধিষ্ঠিত এবং সপ্তবিধ
 ভূতবর্ণ বিবাজিত আছে। আমি ভূমণ্ডলের
 অন্তর্নিহিত সন্নিবেশের কথা এই পর্য্যন্তই
 বলিতে পারি, ইহার অতিরিক্ত আর কিছুই
 আমি ভাবি নাই। যে সপ্ত প্রকৃতি পরম্পরকে
 ধারণ করিয়া বিরাজিত, তাহাদের বিষয় বলিতে
 আমার বিশেষ উৎসাহ হইয়াছে, অতএব
 তাহাদের বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ করুন। এই
 সপ্ত প্রকৃতি অসংখ্য, ইহারা বক্রভাবে
 অর্থাৎ পার্শ্বভাগ, উর্দ্ধভাগ ও অধোভাগে অব-
 স্থান করিতেছে। দিব্যমণ্ডলের যত স্থান
 ব্যাপিত্তা তারঙ্গ্যগণের সন্নিবেশ, সেই পরিমাণ
 স্থান ব্যাপিত্তা দিব্যমণ্ডল; যে পর্য্যন্ত
 মধ্যাদা সন্নিবিষ্ট, তাহাই পৃথিবীর অনু-
 মণ্ডল। ১৮২-—২০০ ।

ত্রিপকাশস্তম অধ্যায় সমাপ্ত। ৫৩ ।

চতুঃপকাশোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

অতঃ উক্তং প্রবক্ষ্যামি সমাসাং বৈ দ্বিজোত্তমাঃ
 অংগঃ প্রমাণমুজ্জ্বলং বর্ণ্যমানং নিবোধত ॥ ১
 পৃথিবী বায়ুতাকাশমাপো ভ্যোতিশ্চ পঞ্চমম্ ।
 অনন্তধাতুবেদো হেতে ব্যাপকাস্তাঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ॥ ২
 জননী সৰ্বভূত'নাং সৰ্বভূতধরা ধরা ।
 নানাজনপদাবীর্ণা নানাবিধানপতনবা ।
 নানানন্দনদৌলৈলা নৈকজ্ঞাতিসমাকুলী ॥ ৩
 অনন্তা গীরতে দেবী পৃথিবী বহুবিস্তরা ।
 নদীনদসমুদ্রাস্থাখা কুড্রাশ্রয়াঃ স্থিতাঃ ॥ ৪
 পক্ষীতাকারসংস্থ'শ্চ অস্তর্ভূমি-পতাশ্চ য়াঃ ।
 আপোহনন্তাশ্চ বিজ্ঞেয়াস্তথাগ্নিঃ সৰ্বলোকিকঃ ॥ ৫
 অনন্তঃ পঠ্যতে চৈব ব্যাপকঃ সৰ্ব-সমুদ্রঃ ।
 তথাকাশমনালম্ভং রমাং নানাশ্রয়ং স্মৃতম্ ॥ ৬
 অনন্তঃ প্রথিতঃ সৰ্বো বায়ুশ্চাকাশপদম্ ॥ ৭

চতুঃপকাশ অধ্যায় ।

সূত বলিলেন, হে কৃষ্ণগণ! অনন্তর আমি
 অধোভাগে এ উক্তভাগের বিষয় সংক্ষেপে
 করিতেছি, শ্রবণ করুন। পৃথিবী, বায়ু,
 আকাশ, জল ও তেজ এই পাঁচটা বহুবিধ
 ধাতুস্বরূপ এবং সৰ্বত্র পরিব্যাপ্ত। সৰ্বভূত-
 প্রসূতি এই ধরনী যাবতীয় প্রাণীর আহার-
 স্রুপা; ইহা বহুবিধ জনপদ ও গ্রাম দ্বারা
 শোভিত হইয়া নানাজাতীয় প্রাণীর নিবাস-
 স্থানরূপে কল্পিত হইয়াছে; ইহাতে বহুবিধ
 নদী, নদ ও পক্ষীও বিদ্যমান। পূৰ্ণধরণ
 এই বিস্তৃত পৃথিবী এবং নদ, নদী, সমুদ্র,
 অস্ত্র কুড্রাকার পক্ষী ও আকাশস্থিত ও
 ভূমধ্যস্থ জল এবং সৰ্বসমুদ্রযোগ্য সৰ্ব-
 লোকবিখ্যাত অগ্নি এই কয়টিকে সৰ্ব-
 ব্যাপক এবং অস্ত্র বলিয়া নির্দেশ করিয়া
 থাকেন। এইরূপ আলম্বনহীন মনোরম অপর
 ভূতপদের আহার আকাশ ও আকাশভাত যম
 এই দুইটিকে সৰ্বব্যাপক, অনন্তও নানাবিধ

আপঃ পৃথিবীদ্বারক পৃথিবী চোপরি স্থিতঃ ।
 আকাশকাপদমবঃ পুনর্ভূমিঃ পুনর্জলম্ ।
 এবমভ্যনন্তস্ত ভৌতিকস্ত ন বিন্যতে ॥ ৮
 পূরা সূরৈরভিহিতং নিশ্চিতস্ত নিবোধত ।
 ভূমির্জলমবঃকাশমিতি জ্ঞেয়া পরম্পরা ॥ ৯
 স্থিতৈরেবা তু বিজ্ঞেয়া সপ্তমেহম্মিন রসাতলে ॥
 নশ্বোজনসাংস্রমেকভৌমং রসাতলম্ ।
 সাধুভিঃ পরিবিখ্যাতমেচ্চৈকং বহুবিস্তরম্ ॥ ১০
 প্রথমমভলকৈব সূতলস্ত ততঃ পরম্ ।
 ততঃ পরতলং বিন্যাং নিতলং বহুবিস্তরম্ ॥ ১১
 ততো গভস্তলং নাম পরতলং মহাতলম্ ।
 ত্রীতলক ততঃ প্রাচঃ পাতালং সপ্তমং স্মৃতম্ ।
 কৃষ্ণভৌমক প্রথমং ভূমিতারক কীৰ্ত্তিতম্ ।
 পাতুভৌমং দ্বিতীয়স্ত তৃতীয়ং বক্তৃনৃষিকম্ ॥ ১২
 পীতভৌমক চূর্ণস্ত পঞ্চমং শর্করাময়ম্ ।
 ষষ্ঠং শিলাময়কৈব সৌবর্ণং সপ্তমং তলম্ ॥ ১৩
 প্রথমে তু তলে খ্যাতমসুৱেন্দ্রস্ত মন্দিরম্ ।

প্রাণীর আহার বলিয়া অভিহিত। জলের
 নিম্নে পৃথিবী, সেই পৃথিবীর নিম্নে জল, তাহার
 অধোদেশে আকাশ এবং সেই আকাশের
 অধোভাগে আবার ক্রমে জল, পৃথিবী ও
 আকাশ অবস্থিত; সুতরাং কেহই এই জল
 আকাশাদি ভূত-পদের চরম সীমা নির্ণয়
 করিতে পারেন না; ইহাদের সীমা নাই বলিয়া
 ইহারা অনন্ত। পূরাবলে দেবগণ বলিয়া-
 ছিলেন যে, এই ভূমি, জল ও আকাশ প্রভৃতি
 ধাতাবৈকরূপে অবস্থিত আছে এবং সপ্তম
 রসাতলে ইহাদের অবস্থিতি-ধারের অবদান
 হইয়াছে। ১—১০। রসাতল সপ্ততলে অব-
 স্থিত; প্রত্যেক রসাতলই নন্দনপ্রাণ যোজন
 এবং ইহাতে একমাত্র তল বিদ্যমান। সাধু-
 গণ এই অতিবিস্তৃত রসাতল সপ্তমের
 বিষয় এইরূপ বলিয়াছেন। ত্রিবিধ সপ্ত
 রসাতলের প্রথম অতল, দ্বিতীয় সূতল, তৃতীয়
 অতিবিস্তৃত নিতল, চূর্ণ গভস্তল, পঞ্চম
 মহাতল, ষষ্ঠ ত্রীতল এবং সপ্তম পাতাল।
 প্রথম রসাতল কৃষ্ণবর্ণ ভূতালময়, দ্বিতীয় পাতু-

নমুচেবিল্লশজোহি মহানাদস্ত চালয়ম্ ॥ ১৬
 পুরুষ শঙ্কুৰ্বস্ত কবকস্ত চ মন্দিরম্ ।
 নিকুলাদস্ত চ পুরং প্রহৃষ্টজনসমুদয়ম্ ॥ ১৭
 রাক্ষসস্ত চ ভীমস্ত শূলদন্তস্ত চালয়ম্ ।
 লোহিতাক্ষ কলিকান্নাং নগরং স্থাপদস্ত তু ॥ ১৮
 ধনঞ্জয়স্ত চ পুরং মাহেন্দ্রস্ত মহাস্থনঃ ।
 কালিয়স্ত চ নাগস্ত নগরং কুলিকস্ত চ ॥ ১৯
 এবং পুরসহস্রাণি নাগ-দানব-রক্ষসাম্ ।
 তলে জ্ঞেয়ানি প্রথমে কৃকভৌমে ন সংশয়ঃ ॥ ২০
 দ্বিতীয়েহপি তলে বিপ্রাঃ পৈতৃশাস্ত্রস্ত সুরক্ষসঃ ।
 মহাজ্ঞস্ত চ তথা নগরং প্রত্যয়স্ত তু ॥ ২১
 হৃদ্রৌবস্ত কৃকস্ত নিরুস্ত চ মন্দিরম্ ।
 শঙ্খাখ্যোয়স্ত চ পুরং নগরং গোমুখস্ত চ ॥ ২২
 রাক্ষসস্ত চ নীলস্ত মেঘস্ত ত্র্যম্বকস্ত চ ।
 পুরুষ কুরুপাদস্ত মহোক্ষাযস্ত চালয়ম্ ॥ ২৩
 কঙ্গলস্ত চ নাগস্ত পুরমবতরস্ত চ ।
 বক্রপুত্রস্ত চ পুরং তক্ষকস্ত মহাস্থনঃ ॥ ২৪
 এবং পুর-সহস্রাণি নাগ-দানব-রক্ষসাম্ ।
 দ্বিতীয়েহস্মিন তলে বিপ্রাঃ পৃাভূভৌমে ন সংশয়ঃ
 তৃতীয়ে তু তলে খ্যাতং প্রহ্লাদস্ত মহাস্থনঃ ।

অনুহ্লাদস্ত চ পুরং পুরমগ্নিমুখস্ত চ ॥ ২৬
 তারকাখ্যস্ত চ পুরং পুরম্ভিশিরসস্তথা ।
 শিশুমারস্ত চ পুরং ছট্ট-পৃষ্টজনাকুলম্ ॥ ২৭
 চ্যবনস্ত চ বিজ্ঞেয়ং রাক্ষসস্ত চ মন্দিরম্ ।
 রাক্ষসেন্দ্রস্ত চ পুরং কুস্তিলস্ত ঋকস্ত চ ॥ ২৮
 হেমকস্ত চ নাগস্ত তথা পানরকস্ত চ ॥ ২৯
 মণিমস্ত্রস্ত চ পুরং কপিলস্ত চ মন্দিরম্ ।
 নন্দস্ত চোরগগনপটেবিশালস্ত চ মন্দিরম্ ॥ ৩০
 এবং পুর সহস্রাণি নাগ-দানব-রক্ষসাম্ ।
 তৃতীয়েহস্মিন্তলে বিপ্রাঃ পীত-ভৌম ন সংশয়ঃ
 চতুর্থে দৈত্যসিংহস্ত কালনেম্যেহা স্থনঃ ।
 গজকর্ণস্ত চ পুরং নগরং বৃঞ্জয়স্ত চ ॥ ৩২
 রাক্ষসেন্দ্রস্ত চ পুরং শুমালিবর্হবিস্তরম্ ।
 মুঞ্জস্ত লোকনাথস্ত বৃকবক্রস্ত চালয়ম্ ॥ ৩৩
 বহুযোজন-সাহস্রং বহুপক্ষি-সমাকুলম্ ।
 নগরং বৈনতেয়স্ত চতুর্থেহস্মিন্ রসাতলে ॥ ৩৪
 পক্ষমে শর্করাভৌমে বহুযোজন-বিস্তৃতে ।
 বিগোচনস্ত নগরং দৈত্য-সিংহস্ত ধীমতঃ ॥ ৩৫
 পুরুষ বিদ্র্যাক্ষস্ত রাক্ষসস্ত চ ধীমতঃ ।
 মহামেষস্ত চ পুরং রাক্ষসো দেববিধিষঃ ॥ ৩৬
 কক্ষারস্ত চ নাগস্ত ষষ্ঠিকস্ত জয়স্ত চ ।

ভূমি, তৃতীয় বস্তু ভূমিবিশিষ্ট । চতুর্থ পাতাল
 গভস্তল নামে অভিহিত এবং তাহা পীত
 ভূমিময়; পঞ্চম শর্করাময় বিশালময় ও সপ্তম
 সুবর্ণময় । কৃকভূমিময় প্রথম পাতালে ইন্দ্রশক্র
 অমুরেন্দ্র নমুচি, মহানাদ শঙ্কুৰ্ণ, কবক, নিকু-
 লাদ, ভীমরাক্ষস, শূলদন্ত রাক্ষস, কলিক, স্থাপন,
 মহাস্ত্রা ধনঞ্জয়, মাহেন্দ্র, কালিয়নাগ ও কুলিক
 নাগ প্রভৃতি দানব, রাক্ষস ও নাগগণের
 নিবাস । এইরূপ একদহস্র পুরী প্রতিষ্ঠিত
 আছে । ১১—২০ । হে বিপ্রগণ ! দ্বিতীয়
 পাতালে দৈত্যবর সুরক্ষ, মহাজন্ত, প্রত্যয়
 হৃদ্রৌব, কৃক, নিরুস্ত, শঙ্খ, গোমুখ, নীল,
 মেঘ, ত্র্যম্বক, বুরুপাদ ও মহোক্ষায রাক্ষস,
 কঙ্গলনাগ, অবতর ও বক্রপুত্র তক্ষকের নিবাস-
 স্থান প্রতিষ্ঠিত আছে । এই পাতুভৌম দ্বিতীয়
 পাতালে দানব, রাক্ষস ও নাগগণের এইরূপ
 বহুতর পুরী বিরাজিত । পীত-ভৌম তৃতীয়

পাতালে দৈত্যেন্দ্র মহাস্ত্রা প্রহ্লাদ, অনুহ্লাদ
 অগ্নিমুখ, ত্রিশিরা, তারকাখ্য শিশুমার এবং
 রাক্ষসরাজ চ্যবন, কুস্তিল, ঋক, বিরাধ উজ্জ-
 মুখ, নাগপ্রবর হেমক, পানরক, মণিমন্ত্র,
 কপিল, নন্দ ও বিশালের পুরী প্রতিষ্ঠিত
 আছে ; ইহা যাতীত আরও বহুবিধ নাগ, দানব
 ও রাক্ষসগণের সহস্র সহস্র পুরী বিদ্যমান ।
 চতুর্থ পাতালে দৈত্যপ্রবর মহাস্ত্রা কালনেমি,
 গজকর্ণ, বৃঞ্জয়, রাক্ষসপ্রৈষ্ঠ শুমালি, মুঞ্জ,
 লোকনাথ ও বৃকবক্রের আশ্রয় এবং বিনতা-
 তনয় পক্ষিরাজের বহুপক্ষি-পরিবৃত্ত বহু বিস্তৃত
 পুরী প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে । ২১—৩৪ । বহু-
 বিস্তৃত শর্করাময় পঞ্চম পাতালে দৈত্যরাজ
 বুদ্ধিমান বিগোচন ও রাক্ষসপ্রবর দেববেষী
 বিদ্র্যাক্ষহু, মহামেষ, নাগপ্রৈষ্ঠ কক্ষার, ষষ্ঠিক

এবং পুরসহস্রাণি নাগ-দানব-রক্ষসাম্ ॥ ৩৭
 পক্ষমেতপি তথা ক্ষেত্রঃ শর্করাশিলাগৈঃ সদা ।
 যষ্ঠে তলে দৈত্যপতেঃ কেশরৈর্নগরোত্তমম্ ॥ ৩৮
 সুপর্ষিঃ স্থূলোদ্ভ্রং নগরং মণ্ডিত চ ।
 রাক্ষসেন্দ্র চ পূরমুৎকোশস্ত মহাশ্রনঃ ॥ ৩৯
 তত্রোক্তে সুরস-পুত্রঃ শতশীৰ্ষো যুগ্মযুতঃ ।
 যৎ-শ্রেষ্ঠ সখা শ্রীমান্ বাহুবিনাম নাগরাট্ ॥ ৪০
 এবং পুর-সহস্রাণি নাগ-দানব-রক্ষসাম্ ।
 যষ্ঠে তলেহস্মিন্ বিখ্যাতে শিলা-ভৌম-রসাতলে
 সপ্তমে তু তলে ক্ষেত্রং পাতালে সর্ষপশ্চিমৈ ।
 পুরং যন্তেঃ প্রমুদিতং নর-নারী-সমাকুলম্ ॥ ৪২
 অশুমুখীবিধৈঃ পূর্বমুদ্রুতৈর্দেবশক্তিভিঃ ।
 মুচুকুন্দস্ত দৈত্যস্ত তত্র বৈ নগরং মহৎ ॥ ৪৩
 অনৈকৈর্নিতিপুত্রং বা সমুদৌর্গৈর্মহাপুরৈঃ ।
 তৈধৈব নাগ-মগরৈর্কর্জিতম্ভিঃ সহস্রশঃ ॥ ৪৪
 দৈত্যানাং দানবানাঞ্চ সমুদৌর্গৈর্মহাপুরৈঃ ।
 উদৌর্গৈ রাক্ষসাবানৈরনৈকৈশ্চ সমাকুলম্ ॥ ৪৫
 পাতালে তে চ বিশ্রেষ্ঠা বিস্তৃর্ণে বহুবোজনে ।
 আশ্বে রক্তারবিন্দাকৌ মহাত্মা হৃদ্রামরঃ ॥ ৪৬
 ধৌতশ্চোদরবপুনৌলবাসা মহাকুন্তঃ ।

ও ক্ষেত্রের পুরী এবং অশুমুখ নাগ, দানব ও
 রাক্ষসের সহস্র সহস্র আলয় প্রতিষ্ঠিত আছে ।
 যষ্ঠ পাতালে দৈত্যপতি কেশরি, সুপর্ষী,
 স্থূলোদ্ভ্র, মণ্ডিত ও রাক্ষসপতি উৎকোশের পুরী
 বিদ্যমান । এই যষ্ঠ পাতালেই সহস্রসখা
 সুপ্রসানন্দন শত-যন্তক-মণ্ডিত নাগরাজ বাহুকি
 অবস্থান করেন । এই শিলা-ভৌম যষ্ঠ রসাতলে
 নাগদানব রাক্ষসের আরও সহস্র সহস্র পুরী
 আছে । সর্ষপাতালের দ্বিতীয় সপ্তম পাতালে
 মহাত্মা বলিগ্রাজের বহুবিধ নরনারী-পরিবৃত্ত
 প্রমোদন পুরী আছে । এই পুরী দেবঘরী
 বহুবিধ অশুর ও বিদ্যাতার বিষমরূপে পরিপূর্ণ ।
 এই সপ্তম পাতালেই মুচুকুন্দদৈত্যের এবং
 লজ্জাশ্র দৈত্য, রাক্ষস ও নাগদের সন্মানে,
 মনুজিসাশ্বর ঐতি রুচ্য আলয় সকল প্রতিষ্ঠিত
 আছে । হে বিজ্ঞানপদ ! এই পাতালের
 বহুবোজন-বিস্তীর্ণ নিম্নভাগে গুরা-মগ-হীন,

বিশালভোগো দ্যুতিমাংশিত্রমালাধরো বসৌ ॥ ৪৭
 কল্পশৃঙ্গা-নাভেন দৌণ্ডাতেন বিরাজতা ।
 প্রভুমুখদহশ্রেণ শোভতে বৈ স কুণ্ডলৌ ॥ ৪৮
 স তিস্রামালায়া দেবো লোলজ্বালাল্যর্জিবা ।
 অংগামালা-পরিষ্কৃতঃ কৈলাস ইব লক্ষ্যতে ॥ ৪৯
 স তু নেত্রসহস্রৈশ্চ দ্বিত্বেন বিরাজতা ।
 ঝলহৃৎঘাতিভাষ্যেণ শোভতে দ্বিদ্ধমণ্ডলঃ ॥ ৫০
 তত্র কুন্দেন্দুবর্ণস্ত অক্ষমালা বিরাজতে ।
 তরুণালভ্যমালেব স্বৈতপর্কতৈর্মুগ্ধনি ॥ ৫১
 ফণাকরালো দ্যুতিমান্ লক্ষ্যতে শয়নাসনে ।
 বিস্তীর্ণ ইব মেদিষ্ঠাং সহস্রশিখরো গিরিঃ ॥ ৫২
 মহাতাগৈর্মহাভোগৈর্গন্ধনাগৈর্গন্ধহাবলৈঃ ।
 উপাশ্রুতে মহাতেজা মহানাগ-পতিঃ স্বয়ম্ ॥ ৫৩
 স রাজা সর্ষনাকানাং শেখো নাম মহাদ্যুতিঃ
 সা বৈকবী হ্রীতভূর্মধ্যাদায়াং ব্যবস্থিতা ॥ ৫৪

রক্তপদ্মাক, ধৌতশঙ্কর জায় উদর ও শরীর-
 শালী, নীলবসন-পরিহিত, মহাবাহু, মহাভোগী
 বিচিত্রমালাধারী, অপ্রকাশ, বলবান, মহাত্মা
 অনন্ত দেব সুবর্ণবর্ণবৎ দৌণ্ডশীল সহস্র বদনে
 শোভিত হইয়া বিরাজ করিতেছেন । এই
 অনন্তদেব চকল শিখাশালী অগ্নিসদৃশ তিস্রা-
 মালায় পরিচোভিত হইয়া অলাকুলশোভিত
 কৈলাসশৈলের জায় মনোরম বলিষ্ঠ অশ্রুত
 হইলেন । এই মনোহর মণ্ডল কার শেখরবৎ বা-
 স্ত্র্যসদৃশ তালবর্ণ মুণ্ডের বিস্তৃত বি-দ্যুত নেত্রে
 পরিচোভিত । স্বৈতপর্কতের উপরে প্রাতঃ-
 কালীন রবিশ্রুতি ধারণ শোভায বন করে, অনন্ত
 দেবের শিরোহৃত অক্ষমালাও তেমনি শোভিত
 হইয়া থাকে । সহস্রশিখর শৈল বৈকুণ্ঠ-
 ভাবে পূর্ণিতে অসাম্বিত, অবিবল সেই ভাবে
 ফণাবাহু ভীষণ দ্যুতিমান্ অনন্তদেব শঙ্করনে
 অবস্থিত রহিয়াছেন । মহাবল-পরাক্রান্ত
 মহাভোগী মহাত্মা মহানাগপতি এই মহাতেজা
 নাগপতি অনন্তদেবকে সন্তত উপাসনা করিয়া
 থাকেন । এই মহাদ্যুতিমান্ অনন্তদেব সমগ্র
 মহানাগের রাজা । কল্পবান্ বিষ্ণু জিলোকের
 মধ্যাদা-সংস্থানের লত বৈকব দেব ব্যবস্থ

সন্তৈবস্নেহেতু কথিতা ব্যবহার্যাঃ রসাতলাঃ ।
 দেবাসুর-মহানাগ-রাক্ষসাদ্যুবিভাঃ সদা ॥ ৫৫
 অতঃপরমনালোকমগম্যং সিদ্ধসাধুভিঃ ।
 দেবানামপ্যবিদিতং ব্যবহার-বিবর্জিতম্ ॥ ৫৬
 পৃথিব্যাদ্যনুযুনাং নভসংচ বিপ্রোক্তমাঃ ।
 মহত্বংবমুণ্ডিভির্বর্ণিতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫৭

ইতি ব্রহ্মাণ্ডে মহাপুরাণে চতুঃপঞ্চাশত-
 মোধ্যায়ঃ ॥ ৫৪ ॥

পঞ্চপঞ্চাশোধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

অত উক্তং প্রবক্ষ্যামি সূর্য্যচন্দ্রমসোগতিম্ ।
 সূর্য্যচন্দ্রমসাবেতৌ ভ্রমন্তৌ যাবদেব তু ॥ ১
 প্রকাশ্যেতে সত্যভিত্তৌ মণ্ডলাভ্যাং সমাস্থিতৌ ।
 সপ্তান্যক সমুদ্রাণাং দ্বীপানাস্ত স বিস্তরঃ ॥ ২

করিয়াজেন। দেব, অসুর, মহানাগ ও রাক্ষস
 নিবাস, এই সাতটি রসাতল ব্যবহার্য্য বলিয়া
 অভিহিত হইয়াছে। অতঃপর যে সকল
 স্থান আছে, সে সমস্তই আলোকহীন, সিদ্ধ-
 গণের অগম্য এবং ব্যবহারবর্জিত; দেবগণও
 সে সকল স্থানের অবস্থা অংগত হইতে পারেন
 না। হে বিজবরগণ! ঋষিগণ এইরূপে পৃথিবী
 বায়ু, অগ্নি, জল ও আকাশের মহত্ব বর্ণনা
 করিয়াছেন, ইহাতে আপনাদি কিছুমাত্র সন্দেহ
 করিবেন না। ৩৫—৫৭।

চতুঃপঞ্চাশতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৪ ॥

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায় ।

সূত বলিলেন, অনন্তর আমি সূর্য্য ও
 চন্দ্রের গতির বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ করুন।
 মণ্ডলাকারে অবস্থিত এই বৃত্তমান সূর্য্য ও
 চন্দ্র ভ্রমণ করিতে করিতে স্বীয় প্রভাপুঞ্জ
 সপ্তসমুদ্র ও সপ্তদ্বীপবর্তী পৃথিবীর অর্দ্ধভাগ
 প্রকাশ করিয়া থাকেন। অন্য স্থানগুলি

বিস্তারাক্ত পৃথিব্যাস্ত ভবেনন্যত্র বাহুতঃ ।
 পর্য্যাস-পারিমাণ্যক চন্দ্রাদিত্যৌ প্রকাশকৌ ।
 পর্য্যাস-পারিমাণ্যেন ভূমন্তল্যাং দিবং সূতম্ ॥ ৩
 অবতি ত্রৌনিমান্ লোকান্ যস্মাৎ সূর্য্যঃ পত্রিভ্রমন্
 অবধাতুঃ প্রকাশ্যেথো হবনাং স রবিঃ সূতঃ ॥ ৪
 অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি প্রমাণং চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ ॥ ৫
 মহিতভ্যামহীশকো হস্মিন্ বর্ষে নিপাত্যতঃ ।
 অস্ত ভারতবর্ষে বিকৃতস্ত হুবিস্তরম্ ॥ ৬
 মণ্ডলং ভাস্করস্তাং যোজনানাং নিবোধত ।
 নবযোজনসাহস্রো বিস্তারো ভাস্করস্ত তু ।
 বিস্তারান্ত্রিগুণং স্যস্ত পরিবাহোহব মণ্ডলম্ ॥ ৭
 বিবাহ্য মণ্ডলং কৈব ভাস্করাঙ্গিত্বগঃ শশী ॥ ৮
 অতঃ পৃথিব্যা বক্ষ্যামি প্রমাণং যোজনৈঃ সহ ।
 সপ্তদ্বীপ-সমুদ্রায়া বিস্তারো মণ্ডলস্ত যৎ ॥ ৯
 ইত্যেতদ্বিহ সংখ্যাতং পুরাণং পরিমাণতঃ ।

অপ্রাকৃত, তাহাতে সূর্য্য এবং চন্দ্রের উদয়াস্ত
 কখনও নাই। এই চন্দ্র এবং সূর্য্য পর্য্যায়রূপ
 পরিণামী বলিয়া এই জগতে প্রকাশিত হই-
 তেছেন। হে ঋষিগণ! স্বর্গ ও পৃথিবীর
 ন্যায় বিস্তৃত অর্থাৎ পৃথিবীর বিস্তার ও স্বর্গের
 বিস্তার অবিকল সমান বলিয়া জানিবেন।
 সূর্য্যদেব পত্রিভ্রমণ করিতে করিতে এই
 ত্রিলোকের রক্ষা বিধান করেন, এই কারণে
 তাঁহার রক্ষার্থ “অব”ধাতুদ্বারা নিম্পন্ন রবি
 নাম নির্দিষ্ট হইয়াছে। অতঃপর আমি
 চন্দ্র-সূর্য্যের পরিমাণ বলিতেছি। সমস্ত
 বর্ষের মধ্যে এই ভারতবর্ষ অতি শ্রেষ্ঠ ও
 পুণ্যতম, এই কারণ ইহাকে কখনও মহীশকে
 অভিহিত করা হইয়া থাকে। এই বর্ষের
 বিকৃত আধারস্থান হুবিস্তৃত। এখন সূর্য্য-
 মণ্ডলের পরিমাণ শ্রবণ করুন। বর্ণিত সূর্য্য-
 দেব মণ্ডলাকার, ইহার বিস্তার নয় সহস্র
 যোজন, এবং মণ্ডলাকার পরিধি বিস্তারের
 ত্রিগুণ। চন্দ্র সূর্য্যের বিস্তার ও মণ্ডলাকার
 পরিধি হইতে ত্রিগুণতর বিস্তার এবং পারি-
 সম্পন্ন। এক্ষণে সপ্তদ্বীপ-সাগরবর্তী পৃথিবী
 পরিমাণ ও পরিধি প্রকৃতি বলিতেছি, শ্রবণ

তব ক্যামি প্রসংখ্যায় সাশ্রুতৈঃ স্ত্রিমানিভিঃ ॥ ১০ ॥
 অতিমানিভ্যতীতা তে তুল্যাস্তে সাশ্রুতৈঃ স্ত্রিহ ।
 দেবা যে বৈ ততীত্যস্তে রূপৈর্নামিভিরেব চ ॥ ১১ ॥
 তস্মাল্লু সাশ্রুতৈর্দেবৈর্বক্যামি বহুধাতমম্ ।
 দিবস্ত সন্নিবেশো বৈ সাশ্রুতৈরেব কৃতঃ স্ত্রিঃ ॥ ১২ ॥
 শতার্দ্ধ-কোটিবিস্তার্য পৃথিবী কৃতঃ স্ত্রিঃ ॥
 তস্তাবধি প্রমাণেন মেঘোর্বৈ চাতুরতরম্ ॥ ১৩ ॥
 পৃথিব্যা বায়ু-বিস্তারো যোজনাত্রয়ঃ প্রকীর্তিতঃ ।
 মেঘমধ্যাং প্রতিদিশং কোটিরেকাদশ স্ত্রিঃ ॥ ১৪ ॥
 তথা শতসহস্রাণি একোন-নবতিঃ পুনঃ ।
 পঞ্চাশচ্চ সহস্রাণি পৃথিব্যা বায়ু-বিস্তরঃ ॥ ১৫ ॥
 পৃথিব্যা বিস্তরং কৃতঃ স্ত্রিঃ যোজনৈস্ত্রিবিধোহত ।
 তিস্রঃ কোট্যশ্চ বিস্তারঃ সংখ্যাতঃ স চতুর্দিশম্ ॥
 তথা শতসহস্রাণ্যমেকোন-শীতক্রিয়তে ।
 সপ্তদ্বীপসমুদ্রায়াঃ পৃথিব্যা জেঘ্নেব বিস্তরঃ ॥ ১৬ ॥
 বিস্তারান্ত্রিগুণকৈব পৃথিব্যন্তস্ত মণ্ডলম্ ।
 গণিতং যোজনাত্রয় কোট্যাজ্জেকাদশ স্ত্রিঃ ॥ ১৮ ॥

করুন। এই পর্য্যন্ত পূরণবৃত্তান্তে পৃথিবীর
 পরিমাণাদি বর্ণিত হইল, এখন বর্তমান
 পৃথিব্যাদির অধিষ্ঠাতা দেবগণের সহিত বর্ণনা
 করিব। ১—১০। অতিমান-হীন অতীত
 দেবগণ বর্তমান অতিমানী দেবগণের তুল্য
 হইলেও কল্পিত নাম ও রূপ বিশিষ্টরূপে
 তাঁহারা অতীত বলিয়া অতিহিত হইয়া থাকেন।
 ততএব আমি পৃথিবী ও স্বর্গাতিমানী বর্তমান
 দেবগণের সহিত পৃথিবী ও স্বর্গের অবস্থা
 বর্ণনা করিতেছি। এই পৃথিবীর বিস্তার
 সমুদয়ে পঞ্চাশৎ কোটি যোজন। ইহার
 মেঘচতুর্দিশ সাবকাশ স্থানভাগেও স্ত্রী
 প্রমাণিত। স্বর্গগণ যোজনাত্রয় হইতে সেই
 পৃথিবীর আবাধ-বিস্তার বর্ণন করিয়াছেন।
 মেঘের মধ্যস্থান হইতে প্রতি দিকে এই পৃথি-
 বীর আবাধ বিস্তার এবাদশ কোটি এক লক্ষ
 উননবতি যোজন এবং পৃথিবীর আবাধ বিস্তার
 পঞ্চাশৎ সহস্র যোজন। হে বর্ষগণ! এক্ষণে
 সমস্ত পৃথিবীর বিস্তার শ্রবণ করুন। এই সপ্ত-
 দ্বীপমণ্ডলী পৃথিবী মেঘের ত্রিগুণক তিন কোটি

তথা শতসহস্রস্ত সপ্তত্রিংশাধিকানি তু ।
 ইত্যেতদ্বৈ প্রসংখ্যাতং পৃথিব্যন্তস্ত মণ্ডলম্ ॥ ১০ ॥
 তারকা সন্নিবেশস্ত দিবি যাবচ্চ মণ্ডলম্ ।
 পর্য্যাসঃ সন্নিবেশস্ত ভূমেস্তাংস্তু মণ্ডলম্ ॥ ২০ ॥
 পর্য্যাসপারিমাণেন ভূমেস্তাং দিবাং স্ত্রিঃ ॥
 সপ্তান্যপি লোকানাং তেজস্মানং প্রকীর্তিতম্ ॥ ২১ ॥
 পর্য্যাসপারিমাণেন মণ্ডলাবৃণতেন চ ।
 উপরূপরি লোকানাং চত্বরং পরিমণ্ডলম্ ॥ ২২ ॥
 সর্গস্থিতিবিহিতা সর্গাঃ ধেমু তিষ্ঠন্তি জন্তবঃ ।
 এতৎকটাহস্ত প্রমাণং পরিকীর্তিতম্ ॥ ২৩ ॥
 অণ্ডস্তাত্ত্বমে লোকাঃ সপ্তদ্বীপা চ মেদিনী ।
 ভূর্লোকঃ চ ভূবনৈশ্চ ততীয়ঃ স্রিতি স্ত্রিঃ ॥ ২৪ ॥
 মহর্লোকো জননৈশ্চ তপঃ সত্যং সপ্তমঃ ।
 এতে সপ্ত কৃতা লোকাঃ চত্বারিণাং ব্যবস্থিতঃ ॥ ২৫ ॥
 স্বকৈরাবকটৈঃ সৃষ্টৈর্দ্বীপাঃ পৃথক্ পৃথক্ ।
 দশভাগাধিকান্তিঃ তানিঃ প্রকীর্তিতবৈ হঃ ॥ ২৬ ॥

এক লক্ষ উনান্বতি যোজন বিস্তারী। এই বিস্তার
 অপেক্ষা পৃথিব্যাণ্ডে মণ্ডলাকার পার্শ্বি ত্রিগুণ
 বিস্তৃত; যোজনাত্রয়ের পরিমাণ একাদশ কোটি
 এক লক্ষ সপ্তত্রিংশৎ সহস্র যোজন। এই-
 রূপে পূর্ববিগণ পৃথিবীর অণ্ডের প্রমাণ
 নির্দেশ করিয়াছেন। তারকা সন্নিবেশের
 মণ্ডলাকার পরিধি যে রূপ এই ভূসন্নিবেশেরও
 মণ্ডলাকার পরিধি সেইরূপ জানিবে। ১১—২০।
 এইরূপ স্বর্গাদি লোক সকল পৃথিবীর ভায়
 বিস্তার, পরিমাণ ও মণ্ডলাকার পরিধি বিশিষ্ট।
 এই লোক সমুদয় হইতেই ভায় মণ্ডলাকার
 ক্রমে উপরভাগে বিস্তারিত, ইংরেতে বহুবিধ
 প্রাণি-বাস করে। আমি যে অণ্ডকটকের
 পরিমাণ বর্ণন করিলাম, তাহার মধ্যে সপ্তদ্বীপ
 পৃথিবী অবস্থিত হইয়াছে। ভূঃ, ভূবঃ, স্বঃ,
 মহঃ, জনঃ, তপঃ, ও সত্য এই সপ্ত লোক
 চত্বারিণি। ইহারা বহুক্রমে উপরভাগে অব-
 স্থিত। কল কল ভূর্লোক, ভূবলোক উপরে,
 অলোক ওহ্মারি ইত্যাদি। উন্নত লোক
 সকল দশভাগিক সৃষ্টকালেরও আবেশে।

ধাৰ্ঘ্যমাণা বিশেষৈশ্চ সমুৎপন্নৈঃ পরস্পরম্ ॥ ২৭
অস্তাশ্চ সন্মাস্তা সন্নিবিষ্টৌ বনোদধিঃ ।
পৃথিবীমণ্ডলং কৃত্বা বনভোয়েন ধাৰ্ঘ্যতে ॥ ২৮
বনোদধিপরেণাধ ধাৰ্ঘ্যতে বনভেজসা ।
বাহতে বনভেজস্ত তির্ঘ্যগ্ধ্বস্ত মণ্ডলম্ ॥ ২৯
সমস্তাদ্বনবাতেন ধাৰ্ঘ্যমাণং প্রতিষ্ঠিতম্ ।
বনবাতস্তধাক্রাশেনাশাশক মহাস্তনা ॥ ৩০
ভূতানিাবৃতং সৰ্ব্বং ভূতাদির্মহতাবৃতঃ ।
বৃতে মহাননন্তেন প্রবানেমাব্যগ্রান্না ॥ ৩১
পুরানি লোকপালানাং প্রবক্ষ্যামি বধাক্রমম্ ।
জ্যোতির্গণপ্রচারস্ত প্রমাণং পরিবক্ষ্যতে ॥ ৩২
মেরোঃ প্রাচ্যাং দিশি তথা মানসস্তৈব মুর্ধনি ।
বনোকসারা মাহেন্দ্রী পূৰ্ণা হেম-পরিহৃত্য ॥ ৩৩
দক্ষিণেন পূনর্মেরোর্ধ্বানসস্তৈব মুর্ধনি ।
বৈবস্বতো নিবসতি বশঃ সংযমেন পুরে ॥ ৩৪
প্রাচ্যাস্ত পূনর্মেরোর্ধ্বানসস্তৈব মুর্ধনি ।
স্থানাম পুরী রম্যা বরুণস্তাধ ধীমতঃ ॥ ৩৫
দিত্যন্তরস্তাং মেরোস্ত মানসস্তৈব মুর্ধনি ।

বিশেষে ধৃত হইয়া সৰ্ব্বদা অবস্থিত আছে ।
পূর্বেল্লিখিত অণ্ডের বাহিরে বনজলপূর্ণ সমুদ্র
আছে, সেই বনজলে বিধৃত হইয়া এই পৃথিবী
অবস্থান করিতেছে । সেই বনোদধি তৎপর-
বর্তী বনভেজে সেই বক্রাকার, উর্দ্ধগত
মণ্ডলাকার, বন ভেজ বন বায়ু দ্বারা, বন বায়ু
আকাশ দ্বারা, আকাশ তন্মাত্র দ্বারা, তন্মাত্র
মহন্তস্ত দ্বারা এবং মহন্তস্ত অব্যক্ত পরিমাণ-
বিরহিত প্রকৃতি দ্বারা আবৃত ও ধৃত হইয়া
অবস্থিত হইয়াছে ॥ ২১—৩১ ॥ অধুনা বধ-
ক্রমে লোকপালদিগের পুর-সমূহের বিবরণ
বলিতেছি, পরে জ্যোতিঃসমূহের প্রচার বর্ণন
করিব । সুমেরুর পূর্বদিকে ও মানসের শিখর-
প্রদেশে বনোকসারা নামক শ্রেষ্ঠ, পাবিত্রতম ও
সুবর্ণময় মাহেন্দ্র ভূবন । মানসের শিখরদেশে
সুমেরুর দক্ষিণদিকে সংযমন নামক সূর্য্যহৃত
যমের আবাস-স্থান । সুমেরুর পশ্চিমদিকে ঐ
মানসের শিখরদেশে বরুণের স্থানানামক
মনোহরপুরী । মেরুর উত্তরদিকে ষানসের

তুল্যা মাহেন্দ্র-পূৰ্ণ্য তু মোহস্তাপি বিভাবরী ॥ ৩৬
মানসোত্তরপৃষ্ঠে তু লোকপালান্তর্দ্ধিগম্য ।
স্থিতা ধর্মব্যবস্থায়ৈ লোকসংরক্ষণায় চ ॥ ৩৭
লোকপালোপরিষ্ঠান্তু সর্ক্কতোদক্ষিণায়নৈ ।
কাষ্ঠাগতস্ত সূর্য্যস্ত গতির্ধা তায় নিবেদিত ॥ ৩৮
আক্রামন্ দক্ষিণে সূর্য্যঃ কিশ্পুরুদ্বিষ সর্পতি ।
জ্যোতিষাক্রমাদায় সততং পরিগচ্ছতি ॥ ৩৯
মধ্যগন্তামরাবত্যাং যদা ভবতি ভাস্করঃ ।
বৈবস্বতে সংযমেন উদয়স্তত্র উচ্যতে ॥ ৪০
সুখায়ামধ বাকুব্যামৃষ্ঠিতন্ সত্ব দৃশ্যতে ॥ ৪১
বিভায়ামর্দ্রাভ্যং স্তাম্মাহেন্দ্রায়ামন্তমেতি চ ।
তদা দক্ষিণ-পূর্বেষামপরাক্রোঃ বিদীয়তে ॥ ৪২
দক্ষিণাপরদেশানাং পূর্ধ্বাহুঃ পরিকীর্ততে ।
তেষামপরাত্তক যে জনা উত্তরাপথে ॥ ৪৩
দেশা উত্তরপূর্ধ্বা যে পূর্ধ্বারাত্তস্ত তান্ প্রতি ।
এবমেবোত্তরেষকো ভুবনেষু বিরাজতে ॥ ৪৪
সুখায়ামধ বাকুব্যাম্ মধ্যাহ্নে চাধ্যমা যদা ।

শিখরপ্রদেশে বিভাবরীনামক মাহেন্দ্রপুরী তুল্যা
কুবেরের পুরী । মানসের উত্তরপৃষ্ঠে লোকপাল-
গণ ধর্মব্যবস্থা ও লোকরক্ষার নিমিত্ত চারিদিকে
অবস্থান করেন । লোকপালগণের উপরিভাগে
কাষ্ঠাগত সূর্য্য বরুণ গমন করেন তাহা ভ্রমণ
করেন । সূর্য্য দক্ষিণদিক্ আক্রমণফালে নিকিণ্ড
বানের দ্বায় গমন করেন এবং জ্যোতিঃ-
শক্ত অংলন্বনে নিয়ত গমন করিতে থাকেন ।
সূর্য্য যখন অমরাবতীর মধ্যস্থলে উপস্থিত হন,
তখন সংযমন নামক যমপুরে তাঁহার উদয়
হয় । তৎকালে তাঁহাকে সুখা বা বাকুবী-
পুরীতে উদিত হওয়ার দ্বায় দেখা যায় । যে
সময়ে বরুণপুরীতে উদিত হইলে, তখন বিভা
নামক কুবেরপুরীতে অর্দ্ধগাত্ত ও মাহেন্দ্রপুরীতে
সূর্য্যাত্ত হয় এবং সেই সময়েই দক্ষিণপূর্ধ্বদিক্-
সংলে অপরাহ্ন হইয়া থাকে । এই সময়
দক্ষিণপশ্চিমদিকে পূর্ধ্বাহু, উত্তরদিক্ শেখরাত্ত
এবং উত্তরপূর্ধ্বদিকে প্রথম রাত্রি বলিয়া অভি-
হিত হয় । সূর্য্যদেব এইরূপে উত্তরাভুবনসমূহে
বিরাজ করেন । সুখা নামক বাকুবীপুরীতে

বিভাবধ্যাং সোমপূর্ণ্যমুত্তীতি বিভাবস্থঃ ॥ ৪৫
 রাত্র্যর্দ্ধে চামরাবত্যাশ্রমেতি যমস্ত চ ।
 সোমপূর্ণ্যং বিভাবস্ত মধ্যাহ্নে তাদ্ধিবাকরঃ ॥ ৪৬
 মহেন্দ্রস্যামরাবত্যাশ্রমেতি যদা রবিঃ ।
 অর্দ্ধরাত্র্যং সংযমনে বাসুধ্যামস্তমেতি চ ॥ ৪৭
 স শীঘ্রমেতি পংখ্যতি ভাস্করোহলাতচক্রবৎ ।
 ভ্রমন্ বৈ ভ্রমমাণানি ঋক্ষাণি গগনে রবিঃ ॥ ৪৮
 এবকতুর্ভুপার্শ্বেষু নক্ষিণাভেন সর্পতি ।
 উদয়াস্তময়নেনাসাবুত্তীতি পুনঃ পুনঃ ॥ ৪৯
 পূর্ণ্যাহু চাপরা হু তু ঘৌ ঘৌ দেবালয়ো তু সঃ
 তপ্ত্যকস্ত মধ্যাহ্নে তৈবেব তু স রশ্মিভিঃ ॥ ৫০
 উদিতো বর্দ্ধমানাভিরাধ্যাহ্নে তপন্ রবিঃ ।
 অতঃপরং ব্রহ্মভীতির্গোভিরস্তং স গচ্ছতি ॥ ৫১
 উদয়াস্তময়াভ্যাং হি স্মৃতে পূর্ণ্যপরে দিশৌ ।
 যাবৎ পুরস্তান্ততি তাবৎ পৃষ্ঠে তু পার্শ্বয়োঃ ॥
 যত্রোদ্যান্ দৃশ্যতে সূর্যাস্তেষাং স উদয়া স্মৃতঃ ।

মধ্যাহ্নকাল হইলে, বিভাবরী নামক সোম-
 পুরীতে সূর্যোদয় হয় । ৩২—৪৫ । তৎকালে
 অমরাবতীতে অর্দ্ধরাত্র, সোমপুরী বিভাবরীতে
 মধ্যাহ্নকাল এবং যমপুরীতে সূর্যাস্ত হইয়া
 থাকে । মহেন্দ্রের অমরাবতীপুরীতে সূর্যোদয়
 হইলে, সংযমনপুরে অর্দ্ধরাত্র ও বসুধপুরীতে
 অস্তকাল হয় । সূর্যদেব গগনমণ্ডলে অলাত
 চক্রবৎ ভ্রমণশীল নক্ষত্রপুঞ্জ অবলম্বন করিয়া
 অতি শীঘ্র শীঘ্র ভ্রমণ করিয়া থাকেন ।
 তিনি নক্ষিণাভেনে এইরূপে চারিপার্শ্বে পরি-
 ভ্রমণ করেন এবং এইরূপেই বারংবার উদয়াস্ত
 প্রাপ্ত হইয়া । সূর্য পূর্ণ্য হু ও অপরহ্ন-
 কালে হুই হুইটি দেবালয় এবং মধ্যাহ্নে একটি
 দেবালয়ে আতপ দান করেন । এইরূপে তাঁহার
 উদয়কাল হইতে মধ্যাহ্নকাল যাবৎ রশ্মিজাল
 প্রসারিত হইয়া ভ্রমণঃ প্রাপ্ত পাইলে তিনি আন্ত
 গমন করেন । উদয় ও অস্ত অঙ্গারে পূর্ণ্য
 ও পশ্চিমদিক্ নির্বীত হয় । সূর্য সমুদ্র,
 পশ্চাৎ ও পার্শ্বদেশে সমান পরিমাণে আতপ
 প্রদান করেন । যেকিঞ্চ তাঁহাকে প্রথম উপিত
 হইতে দেবা যায়, সেই দিক্ উদয় এবং

যত্র প্রাশময়াগতি তেযামস্তঃ স উচ্যতে ॥ ৫৩
 সর্ষেণামস্তরে মেরুলোকালোকস্ত নক্ষিণে ।
 বিদূরভাবানর্কস্ত ভূমের্ণেধারুতস্ত চ ।
 ত্রিংশে বশ্যঃ সো যম্যন্তেন রাত্রৌ ন দৃশ্যতে ॥ ৫৭
 গ্রহনকত্রতায়াং দর্শনং ভাস্করস্ত চ ।
 উজ্জ্বলস্ত প্রাণেন জ্যেয়মন্তমনোদয়ম্ ॥ ৫৫
 শুক্রছায়াহেধিরাপ্ত কৃকছায়া চ মোদিনী ।
 বিদূরভাবানর্কস্ত উদ্যতস্ত বিদ্রশিতা ।
 রক্তভোবা বিরশ্বাত্তদ্রক্তাচ্চাপ্যরুক্ষতা ॥ ৫৬
 লেখয়াবহিতঃ সূর্যো যঃ যত্র তু দৃশ্যতে ।
 উর্দ্ধং গতঃ সমুদ্রং যোজনানং স দৃশ্যতে ॥ ৫৭
 প্রজা হি সৌরী পাদেন অস্তং গচ্ছত ভাস্করে ।
 অধিমাযিণতে রাত্রৌ তম্যাদ্রাং প্রাণপতে ॥ ৫৮

যে দিকে তিনি দৃষ্টিপথের অতীত হইয়া যান,
 সেই দিক্ অস্ত নামে নিরূপিত হইয়া
 থাকে । সর্ষোত্তরদিকে সূমেরু এবং নক্ষিণে
 লোকালোক পূর্ণ্যে বিরাজিত । সূর্যদেব
 রাত্রিকালে অতিক্রমে গমন করেন এবং
 পৃথিবীদ্বারা আবৃত হইবেন । রাত্রিতে সূর্যের
 রশ্মি থাকে না বলিয়া তখন তাঁহাকে দেখিতে
 পাওয়া যায় না । গ্রহ, নক্ষত্র, তারা ও সূর্যের
 স্ব স্ব ভেজঃপ্রমাণ যখন বর্ধিত হয়, তখন
 তাহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাহারা
 যে কালে অহুণিত থাকে তাহাকেই অস্ত
 বলে । অগ্নি ও জলের ছায়া শুক্রবর্ণ এবং
 পৃথিবীর ছায়া কৃকবর্ণ । উদয়কালে অতিক্র-
 মিত বলিয়া সূর্যকিরণ লক্ষিত হয় না, রশ্মির
 অভাবে রবিকে রক্তবর্ণ দেখায় এবং রক্তবর্ণতা
 প্রাপ্ত তাহাতে উচ্ছ্বাসও থাকে না । যে যে
 স্থলে রবি রেখাযাত্রা অবস্থান করেন, সেই
 সকল স্থলেই তিনি লক্ষিত হইয়া থাকেন ।
 যখন সমুদ্রোদয় পর্ধ্যন্ত উর্দ্ধগত হইলে তখন,
 তাহাকে দেখিতে পাওয়া যায় । সূর্য অস্ত
 গমন করিলে তাঁহার প্রাণাপ্তপ্রের প্রাণ
 অগ্নিতে প্রাবর্ত্ত হয়, একত্র রাত্রিকালে দৃশ্যতা
 অগ্নিও অতি উজ্জ্বলকারে দৃষ্ট হয় ॥ ৫৩—৫৮

উদিতস্ত পুনঃ সূর্য্য অন্তরাগ্নেয়মাশিশং ।
 সংযুক্তো বহ্নিনা সূর্য্যান্ততঃ স তপতে দিবা ॥৫১॥
 প্রাক্শুক তথোক্ষক সূর্য্যগ্নেয়ী চ তেজসী ।
 পরস্পরান্নুপ্রবেশানাপ্যগ্নেতে দিবানিশম্ ॥ ৫২ ॥
 উত্তরে চৈব ভূমার্কে তথা তস্মিন্চ দক্ষিণে ।
 উত্তিষ্ঠতি তথা সূর্য্যো রাত্রিবানিশতে তপঃ ।
 তস্মাস্তাত্ৰা ভবত্যাপো দিব্য-রাত্রি প্রবেশনাং ॥৫৩॥
 অন্তঃ ব্যতি পুনঃ সূর্য্যে দিনং বৈ প্রবেশতাপঃ ।
 তস্মাস্কুরা ভবত্যাপো নক্ষত্রকঃ প্রবেশনাং ॥ ৫৪ ॥
 এতেন ক্রমযোগেণ ভূমার্কে দক্ষিণোত্তরে ।
 উদ্যন্তমেনহর্কত্বে অহোরাত্রং বিশতাপঃ ॥ ৫৫ ॥
 দিনং সূর্য্যপ্রকাশাখ্যং তামসী রাত্রিক্রচ্যতে ।
 তস্মাদ্ভাবস্থিতা রাত্রিঃ সূর্য্যাবেক্যমহঃ স্মৃতম্ ॥ ৫৬ ॥
 এবং পুনরমধোন যদি সপতি ভাস্তরঃ ।
 ত্রিংশৎশতং মেনিত্রা মুহূর্ত্তেনৈব গচ্ছতি ॥ ৫৭ ॥
 যোজনানাং মুহূর্ত্তস্ত ইমাং সংখ্যাং নিবোধত ।

সূর্য্য পুনর্বার উদিত হইলে, অগ্নগত প্রভাপুঞ্জও
 অন্তর্গত হইয়া সূর্য্যমধ্যে প্রবিষ্ট হয়। সেই
 জন্তই সূর্য্য দিবাভাগে অগ্নিযোগে সত্তাপ
 প্রদান করেন এবং সেইজন্তই তাঁহার প্রকাশতা
 ও উষ্ণতা অনুভূত হয়। এইরূপে দিবা ও
 রাত্রিকালে সূর্য্যতেজ ও অগ্নিতেজ পরস্পর
 পরস্পর দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ভূমির
 উত্তরার্ধ ও দক্ষিণার্ধভাগে সূর্য্য বিরাজিত হইলে
 রাত্রি জল মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। রাত্রি প্রবিষ্ট
 হয় বলিয়াই দিবাভাগে জল তীব্রবর্ণ হইয়া
 থাকে। সূর্য্য অগ্ন গমন করিলে দিন জল
 মধ্যে প্রবেশ করে; সুতরাং রাত্রিকালে দিবা
 প্রবেশে জল শুষ্কবর্ণ হয়। এইরূপ ক্রম-
 যোগানুসারে দক্ষিণোত্তর ভূমার্ধভাগে সূর্য্যের
 অস্তোদয় কাল মধ্যে দিবারাত্রি জল প্রবিষ্ট
 হয়। রাত্রিতে অন্ধকার ও দিনমানে সূর্য্য
 প্রকাশ পায়, এই জন্ত দিবাভাগের একটা
 নাম সূর্য্য-প্রকাশ ও রাত্রির নাম তামসী
 হইয়াছে। এইরূপে সূর্য্য গমন মধ্যে ভ্রমণ
 করিবার কালে এক মুহূর্ত্তে পৃথিবীর ত্রিশ-
 ভাগ গমন করেন। এই মুহূর্ত্তকাল মধ্যে

পূর্ণ শতসহস্রাণামেকত্রিশন্তু সা স্মৃতা ॥ ৫৬ ॥
 পঞ্চাঙ্গতু ত্রয়াছানি সহস্রাণ্যধিকানি তু ।
 মৌহূর্ত্তিকৌ গতির্যোবা সূর্য্যস্ত তু বিধীয়তে ॥৫৭॥
 এতেন গতিবোপেন যদা কাষ্ঠান্ত দক্ষিণম্ ।
 পর্ধ্যাগ্নচ্ছেনান্নিত্যো দ্বাষে কাষ্ঠান্তমেব হি ॥৫৮॥
 সপতে দক্ষিণায়ান্ত কাষ্ঠায়াং তদ্বিবোধত ।
 নবকোটিঃ প্রসংখ্যাতা যোজনৈঃ পরিমণ্ডসম্ ।
 তথা শতসহস্রাণি চত্বারিংশচ্চ পঞ্চ চ ।
 অহোরাত্রাং পতন্ত্য গতিরেবা বিধীয়তে ॥ ৫৯ ॥
 দক্ষিণাবিনিবৃত্তোহনৌ বিবৃৎস্তো যদা বহিঃ ।
 কৌরোদন্ত সমুদ্রস্ত উত্তরাত্ৰা দিশ-চরন্ ॥ ৬০ ॥
 মণ্ডলং বিবৃৎস্তাপি যোজনৈস্তদ্বিবোধত ।
 যিশ্রঃ কোটিঃ ত্রিংশদৌ বিবৃৎস্তা যাপি সা স্মৃতা ।
 তথা শতসহস্রাণামন্যৈত্যাধিকৌ পুনঃ ॥ ৬১ ॥
 প্রবণে চোত্তরাং কাষ্ঠাকিত্রতানুধদা ভবেৎ ।
 শাকদ্বীপস্ত বটস্ত উত্তরাস্তা দিশ-চরন্ ॥ ৬২ ॥
 উত্তরাঙ্গক কাষ্ঠায়াং প্রমাণং মণ্ড-স্তা চ ।
 যোজনগ্ৰাং প্রসংখ্যাতা কোটিরেকা তু সা বিজৈঃ
 অশীতিনিযুতানীহ যোজনানাং তৈধেব চ ।

যে স্থান অতিবাহিত হয়, তাহার পরিমাণ এক
 লক্ষ একত্রিশং সহস্র যোজন। ইহাকেই
 সূর্য্যের মৌহূর্ত্তিকৌ গতি বলা হয়। এইপ্রকার
 গতিতে সূর্য্য মাদ্যমাসে দক্ষিণকণ্ঠের গমন
 করেন এবং মাদ্যের শেষ দিনে বাটার অস্ত-
 সীমায় উপনীত হইয়া থাকে। তাই বলি:ত্বে,
 প্রবণ করুন। সূর্য্য নয় কোটি একলক্ষ পঞ্চ-
 চত্বারিংশং সহস্র যোজন পরিভ্রমণ করেন।
 সূর্য্যের গতি অহোরাত্রই এই প্রকার জানি-
 যেন। অন্তর দক্ষিণকণ্ঠ হইতে প্রাতি-
 নিবৃত্ত সূর্য্য বিবৃৎস্ত হইয়া কৌরোদ সাগরের
 উত্তরদিকে গমন করেন। এক্ষণে বিবৃৎস্ত-
 লের পরিমাণ বলিতেছি, প্রবণ করুন। বিবৃৎস্ত
 বিস্তার পরিমাণ তিন কোটি একশত সহস্র
 একশীতি যোজন। সূর্য্যের প্রবণ মাসে
 উত্তরদিকে গিয়া বট শাকদ্বীপের উত্তরদিকে
 দিক্ সকল ভ্রমণ করেন। উত্তরদিকের মণ্ডল
 বলিতেছি, প্রবণ করুন। উল্লিখিত বিষয়-

অষ্ট পকাশতকৈব যোজনাত্তথিকানি তু ॥ ৭৫
 নাগবীথাস্তরা বীথী অজবীথী চ দক্ষিণা ।
 মূলকৈব তথাষাঢ়ে অজবীথীদয়াস্তরঃ ।
 অতিজিহ্ম পূর্বতঃ স্যাদিনারবীথীদয়াস্তরঃ ॥ ৭৬
 কাঠায়োরস্তরং যচ্চ তবল্যে যোজনৈঃ পুনঃ ।
 এতচ্ছতসহস্রাণ্যমেকত্রিশোস্তরং শতম্ ॥ ৭৭
 ত্রয়স্বিশাধিকাশ্চত্রে ত্রয়স্বিশচ যোজনৈঃ ।
 কাঠায়োরস্তরং হোতু যোজনান্যত্র প্রতিষ্ঠিতম্ ॥
 কাঠায়োর্বেথায়োষ্টব অস্তরে দক্ষিণোস্তরে ।
 তে তু বক্ষ্যামি সংখ্যায় যোজনৈস্ত্রিঃবাধত ॥ ৭৯
 একৈকমস্তরং তস্তা নিযুতাক্রেকসপ্ততিঃ ।
 সহস্রাণ্যতিরিক্তাশ্চ ততোহস্তা পকসপ্ততিঃ ॥ ৮০
 লেখণ্যোঃ কাঠায়োষ্টব বাহ্যভ্যন্তরয়োঃ স্মৃতম্ ।
 অভ্যন্তরস্ত পর্ধেতি যণ্ডলাভ্যন্তরায়ণে ॥ ৮১
 বাহ্যতো দক্ষিণে চৈব সততস্ত যথাক্রমম্ ।
 যণ্ডলান্যং শতং পূর্বমীতাদিকমুস্তরম্ ॥ ৮২
 চরতে দক্ষিণে চাপি তাবদেব বিভাবহুঃ ।

লের সংখ্যা এককোটি অশীতিনিযুত ও অষ্ট-
 পকাশত্বে জন। উত্তর ভাগের নাম নাগ-
 বীথী এবং দক্ষিণ ভাগের নাম অজবীথী।
 অজবীথীতে মূল, উত্তরাষাঢ়া ও পূর্বাষাঢ়ার
 এবং নাগবীথীতে অতিজিহ্ম ও পূর্বের
 স্বাতীর উদয় হইয়া থাকে। এশত
 সহস্র একত্রিশশত ও যট্‌ষষ্টি যোজন
 কাঠায়োর অস্তর। এইরূপ উভয় কাঠার
 মধ্যবর্তী পরিভ্রমণ স্থানের সংখ্যা নির্দিষ্ট
 আছে। কাঠায়র ও রেখায়ের দক্ষিণ ও
 উত্তর ভাগে যে পরিমিত স্থান ব্যবধান
 আছে, তাহার সংখ্যা নির্দেশ করিতেছে, অর্থাৎ
 করুন। উহাদের প্রত্যেকের ব্যবধানস্থান
 এক সপ্ততি নিযুত এক সহস্র ও পকসপ্ততি
 যোজন। কাঠায়োর বাহ্য ও অভ্যন্তর তেই
 দুইটি রেখা বিদ্যমান; তন্মধ্যে উত্তরায়নকালে
 সূর্যদেব অভ্যন্তর এবং দক্ষিণায়নকালে বাহ্য-
 ভাগে পরিভ্রমণ করেন। এই উত্তর ও
 দক্ষিণ পরিভ্রমণ এককণ্ড অশীতি যণ্ডল
 যোজন পরিমাণ। ইহাদিগের ; সংখ্যা বলিতেছি,

প্রমাণং যণ্ডলস্তাথ যোজনাপ্রাবিবোধত ॥ ৮৩
 একবিংশদ যোজনান্যং সহস্রাণি সমাসতঃ ।
 শতে বে পুনরপ্যন্ত্রে যোজনান্যং প্রকীৰ্ত্তিতে ॥ ৮৪
 একবিংশতিত্ৰিংশ্চ যোজনৈর্দ্বিঃবিহীতে ।
 এতৎ প্রমাণমাখ্যাতং যোজনৈর্দ্বিঃশতং হি তৎ ॥
 বিকস্তো যণ্ডলস্তেব তিথ্যকু স তু বিদীৰ্যতে ।
 প্রত্যহকরং তানি সূর্য্যো বৈ যণ্ডল-ক্রমম্ ॥ ৮৬
 কুলাশচক্রপর্ধস্তো যথা শীত্ৰং নিবর্ততে ।
 দক্ষিণে প্রক্রেম সূর্য্যস্তথা শীত্ৰং নিবর্ততে ॥ ৮৭
 তস্মাৎ প্রকৃষ্টাং ভূমিক কালেনাভ্যন গচ্ছতি ।
 সূর্য্যো দ্বাদশভিঃ শীত্ৰং মুহূর্ত্তৈর্দক্ষিণায়নে ॥ ৮৮
 ত্রয়োদশার্দ্ধমূক্ষণাম্হানুচরতে রবিঃ ।
 মুহূর্ত্তৈস্তাত্মকানি নক্তমষ্টাদশৈশ্চরন্ ॥ ৮৯
 কুলাশ-চক্রমধ্যস্ত যথা নন্দং প্রসপতি ।
 তথোদগয়নে সূর্য্যঃ সপতে মন্মথিক্রমম্ ॥ ৯০
 ত্রয়োদশার্দ্ধমন্মথেন ঋকণায় চরতে রবিঃ ।
 তস্মাদ্বোর্ধেণ কালেন ভূমিযজ্ঞঃ নিগচ্ছতি ॥ ৯১
 অষ্টাদশ মুহূর্ত্তৈস্ত উত্তরায়ন-পশ্চিমম্ ॥

শ্রবণ করুন। পণ্ডিতগণ এই প্রকার স্থির
 করিয়াছেন যে, যোজন পরিমাণে যণ্ডলের পরি-
 মাণ একবিংশতি সহস্র দুইশত একবিংশতি
 যোজন। ৮৩—৮৫। ইহাঃই নাম যণ্ডলের
 বিকস্ত, যথাকালে ইহা আবার বক্র হইয়া
 থাকে। সূর্য্যদেব প্রতিদিন যণ্ডলক্রমানুসারে
 এই সমস্ত পরিভ্রমণ করেন। কুলাশচক্রের
 সূর্য্যিত প্রান্তভাগের দ্বার সূর্য্য দক্ষিণায়ন কালে
 শীত্ৰ শীত্ৰ প্রতিনিবৃত্ত হইয়া থাকেন। এই
 অষ্ট সূর্য্য দক্ষিণায়নে অতি অল্প কালে সুবিস্তৃত
 ভূমি ভ্রমণ করেন। এই সময়ে সূর্য্য দিনমানে
 যদ্যপ মুহূর্ত্তৈ সার্দ্ধমট্ নক্ত এবং রাত্রিকালে
 অষ্টাদশ মুহূর্ত্তৈ সার্দ্ধমট্ নক্ত ভ্রমণ করিয়া
 থাকেন। কুলাশচক্রের সূর্য্যিত মধ্যভাগের
 দ্বার সূর্য্য উত্তরায়ন সময়ে মন্মথিতে পরি-
 ভ্রমণ করেন। এই অষ্ট অল্প ভূমি পরি-
 ভ্রমণ করিতেও উহার দীর্ঘকাল অতিবাহত
 হয়। এই উত্তরায়ন কালে অষ্টাদশ মুহূর্ত্তৈ

অহর্ভবতি তচ্চাপি চরতে মন্দবিক্রমঃ ॥ ৯২
 ত্রয়োদশার্দ্ধমর্দেন ঋকপাক্ষরতে রবিঃ ।
 মুহূর্ত্তেভাবদৃশ্যাপি নক্তমষ্টাদশৈশ্চরন্ ॥ ৯৩
 ততো মন্দতরং তাত্যাক্ষরং ভ্রমতি বৈ যথা ।
 মৃৎপিণ্ডঃ ইব মধ্যস্থো ধ্রুবো ভ্রমতি বৈ তথা ॥ ৯৪
 ত্রিংশমুহূর্ত্তানৈবাত্তরহোরাত্রং ধ্রুবো ভ্রমন্ ।
 উভয়োঃ কাষ্ঠয়োর্মধ্যে ভ্রমতে মণ্ডলানি সঃ ॥ ৯৫
 কুলালাচক্রেনাভিস্ত যথা তত্রৈব বর্ত্ততে ।
 ধ্রুবস্তথাহি বিশ্লেষস্তত্রৈব পরিবর্ত্ততে ॥ ৯৬
 উভয়োঃ কাষ্ঠয়ে মধ্যো ভ্রমতো মণ্ডলানি তু ।
 দিবা নক্তক স্বর্ধ্যস্ত মন্দা শীঘ্রা চ বৈ গতিঃ ॥ ৯৭
 উত্তরে প্রক্রেমে ত্বিন্দোদিবা মন্দা গতিঃ স্মৃতা ।
 তথৈব চ পুনর্নক্তং শীঘ্রা স্বর্ধ্যস্ত বৈ গতিঃ ॥ ৯৮
 দক্ষিণে প্রক্রেমে চৈব দিবা শীঘ্রং বিধীয়তে ।
 গতিঃ স্বর্ধ্যস্ত নক্তং বৈ মন্দা চাপি তথা স্মৃতা ॥ ৯৯
 এবং গতি-বিশেষেণ বিভক্তন রাত্র্যহানি তু ।
 তথা বিচরতে মাগং সন্মেন বিষমেন চ ॥ ১০০
 লোকালোকৈ হিতা যে তে লোকপালাচতুর্দিশম্

একদিন হয়, এই একদিনে তিনি সার্ব্বিষ্টি
 নক্ষত্র, এবং অষ্টাদশ মুহূর্ত্ত পরিমিত রাত্রি-
 কালেও তিনি সার্ব্বিষ্টি নক্ষত্র পরিভ্রমণ করেন ।
 ৮৬—১০১ । ধ্রুব নক্ষত্র এই উভয়বিধ গতি
 অপেক্ষা মন্দগতিতে চক্রেভ্রমণের ত্রায় অথবা
 চক্রেমধ্যস্থ মৃৎপিণ্ডের গতির ত্রায় দূর্ব্বিত হয় ।
 উভয় কাষ্ঠর মধ্যবর্ত্তী স্থানে ধ্রুবের মণ্ডল
 প্রমাণানুসারে ত্রিংশমুহূর্ত্তে এক অহোরাত্র
 নির্দিষ্ট হয় । কুলাচক্রেয় নাভি যেমন এক
 স্থানে থাকিয়া দূর্ব্বিত হয়, সেইরূপ ধ্রুবও কক্ষ
 স্থানে থাকিয়া ভ্রমণ করে । উভয় কাষ্ঠামধ্যে
 মণ্ডলভ্রমণকালে স্বর্ধ্যের মন্দ ও শীঘ্রগতি
 ক্রেমে দিবারাত্রি হইয়া থাকে । উত্তরাংশকালে
 দিবাভাগে চক্রেয় মন্দগতি ও রাত্রিকালে স্বর্ধ্যের
 শীঘ্রগতি হইয়া থাকে । দক্ষিণায়ন কালে দিবা-
 ভাগে শীঘ্র এবং রাত্রিকালে মন্দগতি হয় ।
 এইরূপ গতিবিশেষে দিবারাত্রি বিভক্ত করিয়া,
 সম ও বিষম ভাবে স্বর্ধ্য বিচরণ করিয়া থাকেন ।
 লোকালোকপর্কভেদে চারিদিকে যে সকল লোক-

অগন্ত্যচরতে তেবামুপরিষ্টাক্রবেন তু ।
 ভজন্নসাবহোরাত্রমেবং গতিবিশেষধৈঃ ॥ ১০১
 দক্ষিণে নাগ-বৌধ্যায়াং লোকালোকস্ত চৈব স্মৃৎ ।
 লোকসম্ভারকো হেব বৈখানর-পথার্হহঃ ॥ ১০২
 পৃষ্ঠে যাবৎপ্রভা সৌরী পূরস্তাং সম্প্রকাশতে ।
 পার্শ্বয়োঃ পৃষ্ঠতস্তাবল্লোকালোকস্ত সর্কৃতঃ ॥ ১০৩
 যোজনানাং সহস্রাণি দশৈর্জ্যতৃষ্ণিতো গিরিঃ ।
 প্রকাশশ্চাপ্রকাশশ্চ সর্কৃতঃ পরিমণ্ডলঃ ॥ ১০৪
 নক্ষত্রচন্দ্রস্বর্ধ্যাশ্চ গ্রহাস্তারা-গণৈঃ সহ ।
 অভ্যস্তরং প্রকাশতে লোকালোকস্ত বৈ গিরেঃ ॥
 এতাবানের লোকস্ত নিরালোকস্ততঃ পরম্ ।
 লোকালোক একধা তু নিরালোকস্তনেকধা ॥ ১০৬
 লোকালোকস্ত সন্ধস্তে যস্মাৎ স্বর্ধ্যঃ পরিগ্রহম্ ।
 তস্মাৎ সন্ধোতি তামাহরুযাব্যুষ্টিাধনস্তরম্ ।
 উষা রাত্রিঃ স্মৃতা বিপ্রৈর্য্যুষ্টিচাপি ত্বহঃ স্মৃতম্ ॥
 স্বর্ধ্যং হি গ্রসমানানাং সন্ধ্যাকালে হি রক্ষসাম্ ।

পাল অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাদের উপরি-
 ভাগে অগন্ত্য গতিবিশেষে অহোরাত্র বিধান
 করিয়া বেগে বিচরণ করেন । লোকালোকের
 উত্তরে বৈখানর পথের বহির্ভাগে দক্ষিণ
 নাগবৌধ্যতে ইনিই লোকসম্ভারক নামে
 বিখ্যাত । লোকালোকের পশ্চাতে সন্মুখে
 এবং উভয়পার্শ্বে স্বর্ধ্যপ্রভা সমভাবে পতিত
 হয় । এই পর্কৃত দশসহস্র যোজন উন্নত,
 ইহার চারিদিকের পরিমণ্ডল মধ্যে কিয়দংশ
 প্রকাশিত এবং অবশিষ্টংশ অপ্রকাশিত ।
 লোকালোক পর্কৃতের অভ্যস্তরভাগে নক্ষত্র,
 চন্দ্র, স্বর্ধ্য, গ্রহ ও তারাগণ প্রকাশিত
 থাকে, এই সমস্ত এই ভাগ লোক অর্থাৎ
 প্রকাশ এবং অপর সমুদায় অংশ নিরালোক
 অর্থাৎ অপ্রকাশ । এই লোকভাগ একবিধ
 এবং নিরালোক ভাগ বহুবিধ বলিয়া অভিহিত
 হইয়াছে । যে কালে স্বর্ধ্যদেব লোকালোক
 শৈলে অবস্থান করেন, তাহাকে সন্ধ্যা বলা
 যায় । এই সন্ধ্যা উষা ও ব্যুষ্টি নামে দ্বিবিধ ।
 রাত্রি সন্ধ্যার নাম উষা এবং দিবা সন্ধ্যার নাম
 ব্যুষ্টি । সন্ধ্যাকালে যে সকল রাক্ষস স্বর্ধ্য-

প্রজাপতিনিয়োগেন শাপ্তেযাং হুগান্ননাম্ ।
 অক্ষয়কুপেহস্ত প্রাপিতা মরৎ তথা ॥ ১০৮
 তিস্রঃ কোটিভি বিখ্যাতা মন্দেহা নাম ব্রাক্ষসঃ ।
 প্রার্থয়ন্তি সহস্রাংস্তমুদয়ন্তি দিনে দিনে ।
 তপস্বতো হুগান্নানঃ সূর্য্যমিচ্ছন্তি খাদিতুম্ ॥ ১০৯
 অথ সূর্য্যস্ত তেষাং বুদ্ধমানীং হৃদাক্রমম্ ।
 ততো ব্রহ্মা চ দেবাশ্চ ব্রাহ্মণ্যৈশ্চৈব সমুদয়ঃ ।
 সন্ধ্যোতি সমুপাসন্তঃ কপয়ন্তি মহাজলম্ ॥ ১১০
 গুণ্ডাকর-ব্রহ্মঃসংযুক্তং গাণ্ডক্য্য চাভিমুদ্রিতম্ ।
 তেন ধমন্তি তে শৈত্য্য বজ্রভূতেন বারিণা ॥ ১১১
 ততঃ পুনর্মহাতেজা মহাহ্যতিপরাক্রমঃ ।
 যোজনানাম্ সহস্রাণি উল্লিমুদ্রিত্যেতে শতম্ ॥ ১১২
 ততঃ প্রয়াতি ভগবান্ ব্রাহ্মণৈঃ পরিবারিতঃ ।
 বালধিলৌশ্চ মুনিভিঃ কৃতার্থৈঃ সমরৌচিভিঃ ॥ ১১৩
 কাষ্ঠা নিমেষা দশ পক্ষ চৈব
 ত্রিংশচ্চ কাষ্ঠা গবয়েঃ কলাক্ষম্ ।
 ত্রিংশৎ কলাশ্চৈব ভবেশুহুর্ভ-
 স্তৈঃশতং ব্রাহ্মণ্যৈঃ সমতে ॥ ১১৪
 হুগবৃদ্ধা ত্বহর্ভাগৈর্দ্বিগুনানাম্ যথাক্রমম্ ।

দেবক গ্রাস করিত, তাহারাই অক্ষয়দেহ হই-
 লেও প্রজাপতির অভিশাপে মৃত্যুগ্রাসে পতিত
 হইয়াছিল । ১৪—১০৮ । পূর্বে মন্দেহ নামে
 তিনকোটি ব্রাক্ষস প্রত্যহ সূর্য্যোদয় হইলেই
 সূর্য্যকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইত, এই জন্ত
 তাহাদের সহিত সূর্য্যের দাক্ষণ বুদ্ধ বাধে ।
 তখন ব্রহ্মাদি দেবগণ ও ব্রাহ্মণগণ সন্ধ্যার
 উপাসনা করিয়া, গুণ্ডাকর ব্রহ্মগণ ও গাণ্ডকী দ্বারা
 অভিমুদ্রিত মহাজল নিকষ করেন, সেই জল
 বজ্ররূপ ধারণ করিয়া ঐ সমস্ত দৈত্যকে বিনষ্ট
 করে । মহাতেজা মহাবল সূর্য্য দশ তলবধি
 একলক্ষ যোজন উর্দ্ধে উল্লিত হইল এবং
 সেইকালে তিনি বালধিলা ও মরৌচি প্রভৃতি
 মুনি ও ব্রাহ্মণগণে পরিদৃষ্ট থাকেন । পক্ষদশ
 নিমিষে এক কাষ্ঠা, ত্রিংশৎ কাষ্ঠার এক
 কলা, ত্রিংশৎ কলায় এক শূহুর্ভ এবং ত্রিংশৎ
 শূহুর্ভে এক দিব্যাত্র গণনা করা হইয়া থাকে ।
 দিবসের ভ্রাসরুদ্ধিক্রমে এই শূহুর্ভ পরিমাণ

সন্ধ্যা শূহুর্ভমানন্ত ভ্রাসে বৃদ্ধা সমা স্মৃতা ॥ ১১৫
 লেখা প্রভৃতি অধিনিত্যে ত্রিশূহুর্ভাগতে তু বৈ ।
 প্রাতঃস্তনঃ স্মৃতঃ কালো ভাগবৃক্ষঃ স পক্ষমঃ ।
 তস্মাৎ প্রাতঃস্তন্যং কাল্যং ত্রিশূহুর্ভজ সঙ্গমঃ ।
 মধ্যাহ্নস্থিমূহুর্ভজ তস্মাৎ কালোচ্চ সঙ্গমঃ ॥ ১১৭
 তস্মামধ্যাহ্নিন্যং কালাদপরাহ্ন উতি স্মৃতঃ ।
 ত্রয় এব শূহুর্ভজ তস্মাৎ কালোচ্চ মধ্যম্যং ॥ ১১৮
 অপরাহ্নে ব্যাতীপাতে কালঃ সায়াহ্ন উচ্যতে ।
 দশপক্ষশূহুর্ভজৈব শূহুর্ভজস্য এব চ ॥ ১১৯
 দশপক্ষশূহুর্ভজৈব অহর্বিষুবতি স্মৃতম্ ।
 দশপক্ষশূহুর্ভজৈব রাত্রিন্দিবমতি স্মৃতম্ ॥ ১২০
 বর্দ্ধতে ভ্রসতে চৈব অগ্নে দিব্যেঃস্তরে ।
 অংশস্ত গ্রসতে রাত্রিং রাত্রিঞ্চ গ্রসতে ত্বং ॥ ১২১
 শরদসন্তোষার্থো বিযুবত্ববিভাব্যতে ।
 অহোরাত্রিঃ কলাশ্চৈব সঙ্গ লোমঃ সমশ্রুতে ॥ ১২২
 তথা পক্ষদশাহনি পক্ষ ইত্যভিধীয়তে ।

ও সন্ধ্যারও ভ্রাস বৃদ্ধি হুট । লেখা প্রভৃতি
 স্থানে সূর্য্যের অবস্থান সময়ে তিন শূহুর্ভ কাটিয়া
 গেলে, তিন শূহুর্ভকে প্রাতঃকাল বলে, ইহা
 দিবসের পক্ষম ভাগরূপে পরিগণিত । প্রাতঃ-
 কালের পর তিন শূহুর্ভ যাবৎ মধ্যাহ্নকাল ।
 মধ্যাহ্নকালের পর তিন শূহুর্ভ যাবৎ অপরাহ্ন-
 কাল । অপরাহ্নকালের পরবর্তী তিন শূহুর্ভকাল
 সায়াহ্নকাল নামে নিরূপিত হয় । এইরূপ
 তিন শূহুর্ভ বিভাগক্রমে দ্বিগুন পক্ষদশ শূহুর্ভ
 বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকে । সূর্য্য যখন বিষুব-
 রেখায় অবস্থান করেন, তখনই এইরূপ পক্ষদশ
 শূহুর্ভে দ্বিগুন গণনা করা হয় । দিব্যাত্রি
 উভয়েই পক্ষদশ শূহুর্ভে হইয়া থাকে । দক্ষিণায়ন
 ও উত্তরায়ন ক্রমে এই দিব্যাত্রির ভ্রাস বৃদ্ধি
 হইয়া থাকে । কেননা, ঐ উভয় সময়ের মধ্যে
 কখন দিব্যাত্রি রাত্রিকে গ্রাস করে এবং কখন
 রাত্রিমান দিব্য পরিমাণকে গ্রাস করিয়া থাকে ।
 শরৎকাল ও বসন্তকালের মধ্যবর্তী সময়ে
 সূর্য্যদেব বিষুবরেখায় অবস্থান করেন । এই
 সময়ে চন্দ্র দিব্যাত্রির সপ্তকলা ভোগ করেন ।
 ১০৯—১২২ । পক্ষদশ দিবস এক পক্ষ

দৌ পক্ষৌ চ ভবেন্মাসা দৌ মাসাবস্তরারতুঃ ।
 ঋতুত্রয়ময়নং স্তাদয়নে বর্ষদ্যুচ্যতে ॥ ১২৩
 নিমেষাদিকৃতঃ কালঃ কাঠায় দশপক্ষ চ ।
 কল্যায়স্থিংশতঃ কাঠা মাত্রাশ্চিৎসয়াস্ত্রিকা ॥ ১২৪
 শতৈঃ কানকাত্রিংশমাত্রাত্রিংশং বদুস্তরা ।
 দ্বিঘটিভাকু ত্রয়োবিংশমাত্রায়াক চলা ভবেৎ ॥ ১৫
 চত্বারিংশং সহস্রাণি শতাঙ্কষ্টৌ চ বিহৃতিঃ ।
 সপ্তঃ কাপি তত্রৈব নবতিং বিদ্ধি নিশ্চয়ঃ ॥ ১২৬
 চত্বাধিব শতাঙ্কাহবিহৃতৌ বৈধসংযুগে ।
 চরাংশৌ হেব বিজ্ঞেয়ো নালিকা চাত্র কারণম্ ॥
 সংবৎসরাণ্যঃ পক্ষ চতুর্মানবিকল্পিতাঃ ।
 নিশ্চয়ঃ সর্ষকালস্ত যুগ ইত্যভিধীয়তে ॥ ১২৮
 সংবৎসরস্ত প্রথমো দ্বিতীয়ঃ পরিবৎসরঃ ।
 ইদংসরস্তৃতীয়স্ত চতুর্থচামুবৎসরঃ ।
 পক্ষমো বৎসরস্তেষাং কালস্ত পরিসংজ্ঞিতঃ ॥ ১২৯
 বিংশশতং ভবেৎ পূর্বং পর্ষবাস্ত রবের্ধুগম্ ।
 এতান্তষ্টাংশত্রিংশহৃদয়ো ভাস্করস্ত চ ॥ ১৩০

নির্বাণ হই, দুই পক্ষে এক মাস, দুই মাসে
 এক ঋতু, তিন ঋতুতে এক অয়ন এবং দুই
 অয়নে এক বৎসর হয়। পঞ্চদশ নিমেষে
 অথবা একশত ঘটি মাত্রায় এক কাঠা,
 ত্রিংশৎ কাঠায় এক কলা, উনত্রিশকে
 একশত দ্বারা গুণ করিয়া ষট ত্রিংশৎ
 যোগ করিলে কিম্বা দ্বিঘটির সহিত ত্রয়ো-
 বিংশতি যোগ দিলে বাহা হয়, তত মাত্রায়
 চলা হয়। চতুঃসহস্র অশ্বীতি মাত্রায় বিহৃতি।
 একশত ত্রিশঘটি মাত্রায়ও বিহৃতি হয়। চারি-
 শত নবতি বিহৃতিতে এক বৈধযুগ, চরাংশ এই
 প্রকার আনিবে; নালিকাই ইহার প্রতি কারণ।
 সম্বৎসরাদি পাঁচটি বিভাগ চতুর্বিধ পরিমাণে
 হইয়া থাকে। সমুদয় বিভাগের সমষ্টির নাম
 যুগ। ঐ সমস্ত বিভাগের মধ্যে, যে প্রথম
 বিভাগ, তাহার নাম সম্বৎসর, দ্বিতীয় পরি-
 বৎসর, তৃতীয় ইদংসর, চতুর্থ অমুবৎসর এবং
 পঞ্চম বৎসর কাল অভিহিত। এক যুগ মধ্যে
 সূর্য্যের বিংশত্যাবিক শত পর্ষকাল পূর্ণ হয়
 এবং এক সহস্র আট শত ত্রিংশৎ সূর্য্যোদয়

ঋতবস্থিংশতঃ সৌরা অয়নামি দশৈব তু ।
 পঞ্চত্রিংশৎ শতকাপি ঘটির্মাসান্ত ভাস্করঃ ॥ ১৩১
 ত্রিংশদেব ত্রয়োরাত্রং শত মাসান্ত ভাস্করঃ ।
 একঘটিত্ৰয়োরাত্রব্যানুরেকৌ বিভাষতে ॥ ১৩২
 বহুস্ত ত্রাধিকশ্চিতিঃ শতকঃ প্যধিংশ ভবেৎ ।
 মানং তচ্চিহ্নভানোন্ত বিজ্ঞেয়ং ভুবনস্ত তু ॥ ১৩৩
 সৌরং সৌম্যস্ত বিজ্ঞেয়ং নাকত্রং সাবনস্তথা ।
 নামাঙ্কেতামি চত্বারি যৈঃ পুরাণং বিভাষ্যতে ॥
 শ্বেতজ্যোত্সরতশ্চৈব শৃঙ্গবান্নাম পর্ষতঃ ।
 ত্রীণি তস্ত তু শৃঙ্গাণি স্পৃশ্যত্বৌব নভস্তলম্ ॥ ১৩৫
 তৈশ্চাপি শৃঙ্গবান্নাম সর্ষতশ্চৈব বিষ্কৃতঃ ।
 একমার্গশ্চ বিস্তারো বিকল্পশ্চাপি কৌর্ত্তিতঃ ॥ ১৩৬
 তস্ত বৈ সর্ষতঃ শৃঙ্গং মধ্যমস্তদ্ধিরগ্নাম্ ।
 নাক্ষত্রং রাজতকৈব শৃঙ্গস্ত ক্ষটিক-প্রভম্ ॥ ১৩৭
 সর্ষকস্ত-ময়কৈকং শৃঙ্গমুত্তরমুচ্চমম্ ।
 এবং কুটৈস্ত্রিভিঃ শৈলৈঃ শৃঙ্গবানিতি বিষ্কৃতঃ ॥
 বহুদ্বিষুবতং শৃঙ্গং তমর্কঃ প্রাপ্তিপদ্যতে ।
 শরৎসমুচ্চৈর্মধ্যে মধ্যমাং গতিমাংসিতঃ ।

অর্থাৎ সাবন দিন হইয়া থাকে। যুগকালের
 ঋতুসংখ্যা ত্রিংশৎ, অয়ন সংখ্যা দশ,
 এবং মাস সংখ্যা ষটি, ত্রিংশৎ অহোরাত্রে
 এক সৌরমাস গণিত হয়। একঘটি অহো-
 রাত্রে এক অমু কহে। সমস্ত ভুবন
 পরিভ্রমণ করিতে সূর্য্যের একশত ত্রিরাশী দিন
 কাটিয়া যায়, এই দিন সৌর, সৌম্য নক্ষত্র
 ও সাবন নাম দ্বারা পুরাণে নির্দিষ্ট আছে।
 শ্বেতবীপের উত্তরদিকে শৃঙ্গবান্ন নামে একটি
 পর্ষত আছে। ঐ পর্ষতের তিনটি শৃঙ্গ
 আকাশস্পর্শী, এজস্ত উহার নাম হইয়াছে
 শৃঙ্গবান্ন। শৃঙ্গবান্ন বিস্তার, একমার্গ ও বিকল্প
 নামে প্রসিদ্ধ। উহার মধ্যমশৃঙ্গ স্বর্ষময়,
 দক্ষিণশৃঙ্গ ক্ষটিকনিভ। রৌপ্যময় এবং উত্তর
 শৃঙ্গ সর্ষবিধ বহুপরিপূর্ণ এইরূপ শৃঙ্গত্রয়
 আছে বলিয়াই ঐ পর্ষত শৃঙ্গবান্ন নামে প্রসিদ্ধ
 হইয়াছে। শরৎ ও বসন্ত ঋতুর মধ্যবর্ত্তি-
 কালে হুঁহা বর্ষন মধ্যম গতি অবনয়ন করিয়া

অবলম্ব্যমাখো রাত্রিঃ কত্রোতি তিমিরার্ণবঃ ।
 হরিভাণ্ডে হরা দিব্যাভূত নিযুক্তা নহারথে ।
 অল্লিপ্তা ইবাভ্যস্তি পদ্মরক্তৈর্গভস্ত্রিভিঃ ॥ ১৪০ ॥
 মেঘস্তে চ তুল্যস্তে চ ভাস্করোদয়তঃ স্মৃতাঃ ।
 মুহূর্ত্তা দশপট্ঠৈব অহোরাত্রিচ ভাবতী ॥ ১৪১ ॥
 কৃষ্ণিকানাং যদা সূর্য্যঃ প্রথমাংশগতো ভবেৎ ।
 বিশাখানাং তদা জ্যেষ্ঠচতুর্থাংশে নিশাকরঃ ॥ ১৪২ ॥
 বিশাখানাং যদা সূর্য্যচরতেংশং তৃতীয়কম্ ।
 তদা চন্দ্রঃ বিজানিয়াৎ কৃত্তিকাশিরসি স্থিতম্ ।
 বিষুবন্তং তদা বিন্যাসেনবমার্ঘ্যমর্ঘ্যবঃ ।
 সূর্য্যেণ বিষুবং বিদ্যাৎ কালং সেমেন লক্ষয়েৎ ॥
 সন্যাস্তি রাত্রিরহৈব যদা তদ্বিষুবন্তবেৎ ।
 তদা দানানি দেৱানি পিতৃভ্যাং বিষুবতাপি ।
 ব্রাহ্মণেভ্যো বিশেষেণ মুখ্যমেতত্ত্বং দৈবতম্ ॥ ১৪৫ ॥
 উনরাত্রিধিমাসৌ চ কলাকাষ্ঠামূর্ত্তকঃ ।
 পৌর্ণমাসৌ তথা জ্যেষ্ঠা অমাবস্তা তথৈব চ ।
 সিনীবালী বৃহস্পতিঃ চাক্ষুঃ চাক্ষুঃ চাক্ষুঃ ॥ ১৪৬ ॥

তাহার বিষুবত্যাখ্য শূন্য আশ্রয় করেন, তখন
 দিবা ও রাত্রিমান সমান হয় । আরও ঐ সময়ে
 তাহার মহারথে নিযুক্ত হরিবর্ষ অশ্বগুলি পদ্ম-
 রাগবৎ রক্তবর্ণ কিরূপপট্টে অল্লিপ্ত বলিয়া
 বোধ হয় । মেঘ ও তুল্যগণির শেষভাগে
 দৃশি সূর্য্যোদয় হয়, তবে দিবা ও রাত্রিমান
 উভয়েই পঞ্চদশ মুহূর্ত্ত করিয়া হইয়া থাকে । যে
 কালে সূর্য্যদেব কৃত্তিকার চতুর্থাংশে অবস্থান
 করেন, তখন চন্দ্র বিশাখার চতুর্থাংশে গমন
 করিয়া থাকেন । সূর্য্য দ্বন্দ্ববিশাখার তৃতীয়
 অংশে গমন করেন, তখন চন্দ্র কৃত্তিকার শেষ-
 ভাগে অবস্থিতি করেন । মহর্ষিগণ সেই সময়কে
 বিষুবানু কাল বলিয়া থাকেন । সূর্য্য ও চন্দ্র যারা
 এই বিষুবকাল নির্দেশ করিতে হয় । ১২০—
 ১৪৬ । বিষুবকালে দিব্যমান ও রাত্রিমান,
 সিনীবালী তুল্য হইয়া থাকে । এই সময়ে
 পিতৃদিগকে বিশেষতঃ ব্রাহ্মণদিগকে দান করা
 কঠিন ; কেননা ব্রাহ্মণগণই দেবতাদিগের
 মুখস্বরূপ বলিয়া কীৰ্ত্তিত হইয়াছেন । উনরাত্রি,
 অধিমাস, কলা, কাষ্ঠা, মুহূর্ত্ত, পৌর্ণমা, অমাবস্তা,

তপস্তপস্তৌ মদুমার্বো চ
 তত্ত্বঃ তুচ্ছাঃ সমুদ্রঃ স্রাব্যঃ ।
 নভো নভস্তোহর্থ ইয়ুঃ সহোদরঃ ।
 সহঃ সহস্রাবিতি দক্ষিণঃ স্রাব্যঃ ॥ ১৪৭ ॥
 সংবৎসরান্ততো জ্যেষ্ঠাঃ পক্ষাদি ব্রহ্মণঃ স্রাব্যঃ ।
 তস্মাত্তু ঋত্বো জ্যেষ্ঠা ঋত্বো হস্তরাঃ স্রাব্যঃ ।
 তস্মাত্তু মুখা জ্যেষ্ঠা অমাবস্তা পক্ষণঃ ।
 তস্মাত্তু বিষুবং জ্যেষ্ঠং পিতৃদৈব-হিতং সন্যাস্তি ॥ ১৪৮ ॥
 এবং জ্যেষ্ঠা ন মুহূর্ত্তং দৈবে পৈত্বো চ মানবঃ ।
 তস্মাত্তু স্রাব্যঃ প্রজানাং বৈ বিষুবং সর্গগং সন্যাস্তি ॥
 আলোকাত্তঃ স্রাব্যলোকো লোকান্তোলোকউচ্যতে
 লোকপাণাঃ স্থিতান্ত্র লোকালোকস্ত মধ্যতঃ ।
 চত্বরন্তে মহাত্মানস্তিষ্ঠন্ত্য ত্ত্বংসংপ্রবাহ্যং ।
 সুধামা চৈব বৈরাগ্যঃ কৰ্ম্মমঃ শত্ৰুপত্ত্বাঃ ।
 হিরণ্যলোমা পক্ষিঃ কেতুমানু জাতনিঃস্রঃ ॥ ১৪৯ ॥
 নির্বন্দা নিরতিমানা নিস্ত্রা নিস্ত্রিহাঃ ।

সিনীবালী, বৃহ, রাকা ও অমৃত্তি, ইহাদিগকেও
 বিষুবকালের গ্রায় শ্রীক ও দানকার্য্যে প্রশস্ত
 বলিয়া জানিবে । যাব, ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ,
 জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় এই ছয়মাস উত্তরায়ন এবং
 শ্রাবণ ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ ও পৌষ
 এই ছয়মাস দক্ষিণায়ন আখ্যায় নির্দিষ্ট । যে
 ব্রহ্মপুত্রপণ । এই প্রকারে সংবৎসরাদি পক্ষাৎ
 ও ঋতুসমূহ জানিবেন । ঋতুসমূহ অন্তরা নামে
 অভিহিত হইয়া থাকে । অমাবস্তা দি ঋতুসমূহ
 পক্ষা, তাহা হইতে দৈব ও পিতৃপণ্যে হিত-
 কারক বিষুবকাল উৎপন্ন হইয়া থাকে । বিষুবং
 প্রজাদিগের মঙ্গলকর, সুতরং মানবগণ এই
 সমস্ত অবগত হইলে দৈব ও পিতৃকার্য্যে বৃত্ত
 হয় না । যে সকল স্থান আলোকে প্রকাশিত
 হয়, সেই প্রকাশিত স্থান লোক নামে অভি-
 হিত । লোকালোকের মধ্যভাগে লোকপাল
 সকল অবস্থান করেন, তন্মধ্যে চারিজন লোক-
 পাল আশ্রয়কর অবস্থিত থাকেন । লোক-
 পালদিগের নাম সকল যথা—সুধামা, বৈরাগ্য,
 কৰ্ম্মম, শত্ৰুপ, হিরণ্যলোমা, পক্ষিঃ, কেতুমানু
 ও জাত-নিঃস্র । ইহারা সকলেই স্রাব্যাদি

লোকপাণাঃ স্থিতা হোতু লোকলোকে চতুর্দিশম্
উত্তরং যনগন্ত্যস্ত অজবীৰ্যাশ্চ দক্ষিণম্ ।
পিতৃযানঃ স বৈ পত্নী বৈশ্বানরপথাহিঃ ॥ ১৪৪
তদ্রাসতে প্রজাবন্তা মুনয়ো অগ্নিহোত্রিণঃ ।
লোকস্ত সন্তানকরাঃ পিতৃযানে পশি স্থিতাঃ ॥ ১৪৫
ভূতানন্তকৃতং কৰ্ম্ম আশিষা ঋত্বিগুচ্যতে ।
প্রারভতে লোককাম্যাপ্তেযাং পত্নাঃ স দক্ষিণঃ ॥
চলিতং তে পুনর্ধর্ম্মং স্থাপয়ন্তি যুগ যুগে ।
সন্তত্যা তপসা চৈব মধ্যমাভিঃ ক্রতেন চ ॥ ১৪৬
জায়মানান্ত পূর্বে বৈ পশ্চিমানাং হহেষু চ ।
পশ্চিমাশ্চৈব জায়ন্তে পূর্বেষাং নিধনেষুপি ।
এবমাবর্তমানান্তে তিষ্ঠন্ত্য ভূতসংপ্রবাং ॥ ১৪৮
অষ্টাশীতি-সহস্রাণি মুনীনাং গৃহমেধিনাম্ ।
সবিতুর্দক্ষিণং মার্গং স্থিতা হ্যচন্দ্রভারকম্ ।
ক্রিয়াবতাং শ্রমসংখ্যয়া যে শাশানানি ভেদ্যিরে ।
লোক-সংব্যবহারেণ ভূতানন্তকৃতেন চ ।

হৃদয়জ্ঞানবর্জিত নিরভিমান শাসন-বহির্ভূত
এবং অপ্রতিগ্রহ। লোকালোকের চারিদিকে
এই সকল লোকপাল অবস্থিত আছেন। অগ-
ন্ত্যর উত্তরদিকে, অজবীৰীর দক্ষিণে এবং
বৈশ্বানর-পথের বহির্ভাগে যে পিতৃযান নামে
পথ আছে, সেই পিতৃযানপথে প্রজাবান্ ও
প্রজাবর্দ্ধক অগ্নিহোত্র মুনীগণ বাস করেন।
এই দক্ষিণ পিতৃযানস্থ মুনীগণ, আলীক্সাদ এবং
ভূতানহর ও ঋত্বিগুগণের কাঁধের অনুষ্ঠান
করেন এবং প্রজাবর্দ্ধন, তপস্যা, মধ্যমা ও শাস্ত্র-
চিন্তায় বিনষ্টধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন।
এই সকল মুনি মধ্যে পূর্ষবর্ত্তিগণ পরবর্ত্তি-
গণের স্থানে প্রারভুত হন এবং পরবর্ত্তিগণ
পূর্ষবর্ত্তিগণের নিধন হইলে প্রারভুত হন,
এইরূপ পরিবর্তন অনুসারে তাঁহারা ভূত-
গণের শ্রমকাল যাবৎ অবস্থান করিয়া
থাকেন। যুগের দক্ষিণমার্গে চন্দ্রমণ্ডল
ও ভারকমণ্ডল যাবৎ যে অষ্টাশীতি-সহস্র
মুনি অবস্থান করেন, তাঁহারা ক্রিয়াবান্ মুনি-
গণের মধ্যে পরিগণিত এবং শাশানবানী
বলিয়া প্রসিদ্ধ। লোকব্যবহার, ভূতানন্ত কাঁধ

ইচ্ছা-দেহ-প্রকৃত্য চ মৈথুনোপগমেন চ ॥ ১৪৯
তথা কাশকৃতেনৈব সেবনাংবিষয়স্ত চ ।
এতৈশ্চৈঃ কারণৈঃ সিন্ধাঃ শাশানানি হি ভেদ্যিরে
প্রজৈর্ঘণন্তে মুন্যাঃ স্বপ্নরেবৈহ জজিরে ॥ ১৫২
নাগবীথ্যাহ-র যচ্চ সপ্তবিভ্যশ্চ দক্ষিণম্ ।
উত্তরং সবিতুঃ পত্না দেবযানস্ত স স্মৃতঃ ॥ ১৫৩
যত্র তে বাসিনঃ সিন্ধা বিমলা ব্রহ্মচারিণঃ ।
সততং তে জুগুপসন্তে তন্মানমত্যাঞ্জিতস্ত তৈঃ ॥
অষ্টাশীতিসহস্রাণি তেষামপূর্জিতৈঃ সনাম্ ।
উপকৃ পদানমধ্যানঃ স্থিতা হ্যাতুতসংপ্রবাং ॥ ১৫৪
ই-তাতৈঃ কারণৈঃ ভক্তৈশ্চৈবমৃতত্বং হি ভেদ্যিরে
আতুতসংপ্রবস্থানমমৃতত্বং বিভাষতে ॥ ১৫৬
ত্রৈলোক্যস্থিতি-কালোহমমপূর্ষ গর্গামিণঃ ।
ব্রহ্মহত্যাশ্রমেধাত্যাং পুণ্যাপাপকৃতেহপম্ ।
আতুতসংপ্রবাস্তে তু কীর্ত্তে হৃদ্বিরেতসঃ ॥ ১৫৭
উল্কাভরমুঘিত্যস্ত ধ্রুবো যত্রান্তি বৈ স্মৃতম্ ।

ইচ্ছা দেবাদি প্রকৃতি ও মৈথুনাди কাশ-
কৃত কাঁধপরম্পরা, বিষয়সেবা এই সমস্ত
ভাৱে তাঁহারা নিদ্রা হইয়া শাশান অব-
লম্বন করিয়াছেন। এই সকল প্রজাভি-
লাষী মুন ঘাপরযুগে এই মর্ত্যভূমিতে অব-
তীর্ণ হইয়াছিলেন। নাগবীথীর উত্তরদিকে ও
সপ্তবিমণ্ডলের দক্ষিণদিকে যে পথ, তাহাই
দেবযান নামক যুগের উত্তরপথ বলিয়া অভিহিত;
এই পথে যে সকল বিমলচেতা সিদ্ধ ব্রহ্মচারী
বাস করেন, তাঁহারা সর্বদাই কামানীল বলিয়া
মৃত্যুঞ্জয়। এই উল্কাভেতা মুনীগণের সংখ্যা
অষ্টাশীতি সহস্র, ইহারা শ্রমকাল যাবৎ উত্তর
পথেই অবস্থান করেন এবং বধ্যবধ কারণ
পরম্পরায় শুদ্ধচেতা হওয়ার শ্রমকাল পর্যন্ত
অমর হইতে পারিয়াছেন। ইহাই ইহা-
দিগের ত্রৈলোক্য অবস্থান কাল। এই কাল
মধ্যে ইহারা অষ্টমার্গে গমন করেন না।
তবে ব্রহ্মহত্যা বা অনর্থোপাধি পাপপুণ্য কাঁধা-
ষ্ঠান করিলে এই উল্কাভেতাগণের ক্রয় বা পুষ্টি
হইয়া থাকে। এই উল্কাভেতা ঋষিদিগের,

এতবিষ্ণুপদং । নবাং তৃতীয়ং যোগি ভাস্বরম্ ॥
তত্র পত্না ন শোচন্তি তদ্বিফোঃ পরমং পদম্ ।
ধর্মক্ৰবাদ্যাস্তিষ্ঠন্তি যত্র তে লোকসাদকাঃ ॥ ১৬৯

ইতি ব্রহ্মাণ্ডে মহাপুরাণে পঞ্চপঞ্চাশে-

অধ্যায়ঃ ॥ ৫৪ ॥

ষট্ পঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

স্বায়ম্ভুবে নিসর্গে তু ব্যাখ্যাভাস্তরাণি তু ।
ভবিষ্যাণি চ সর্ক্সানি তেষাং বক্ষ্যাম্যনুক্রমম্ ॥ ১
এতচ্ছ্রুত্বা তু মুনয়ঃ প্রপচ্ছুর্ণোমহর্ষণম্ ।
স্বর্ঘ্যচন্দ্রমশোঃচারং গ্রহাণাকৈব সর্ক্সণঃ ॥ ২
ঋষয় উচুঃ ।

ভ্রমন্তে কথমেতানি জ্যোতিঃষি লিবি মণ্ডলম্ ।
তির্ঘ্যগূহ্যহেন সর্ক্সানি তথৈবাসন্ধরণে চ ।
কণ্ঠ ভ্রাময়তে তানি ভ্রমন্তি যদি বা স্বয়ম্ ॥ ৩

উত্তরভাগে প্রবলোক, ইহা আকাশমার্গে
সমুজ্জ্বল ও দিবা বিষ্ণুপদ নামে তৃতীয় লোক
বলিয়া নির্ণীত। বিষ্ণুর পরমপদ এই
প্রবলোকে যাইতে পারিলে শোক হুঃখাদি
কোন বাতনা থাকে না। এই লোকে ধার্মিক
সাধকেরা বাস করেন। ১৪৪—১৬৯।

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৪ ॥

ষট্ পঞ্চাশ অধ্যায় ।

সূত বলিলেন, এইরূপে স্বায়ম্ভুব সৃষ্টি-
কালীন অতীত ও ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী ব্যাখ্যাত
হইল। অনন্তর তাহার আনুক্রমিক বিবরণ
কীকেন করিব। মুনয়গণ তাহার এই বাক্য
তিনিয়া স্বর্ঘ্য, চন্দ্র এবং অন্যান্য গ্রহগণের
সন্ধরণকথা জিজ্ঞাসা করিলেন। ঋষিগণ বলিলেন,
আকাশমণ্ডলে এই জ্যোতিষ্ক গ্রহগণ কিরূপে
বর্ত্ত ও পরস্পর পৃথক ভাবে ভ্রমণ করে ?

এতবেদিতুমিচ্ছামস্তমো নিগদ স্তুতম্ ।

ভূতসম্মোহনং হেতুভূতমিচ্ছা প্রবর্ত্ততে ॥ ৫
সূত উবাচ ।

ভূতসম্মোহনং হেতুভূতমিচ্ছা প্রবর্ত্ততে ।
প্রত্যক্ষমপি নৃশ্চং যৎসম্মোহয়তে প্রমদাঃ ॥ ৫
যোহসৌ চতুর্দিশং পৃচ্ছে শিশুমারে ব্যবস্বিতঃ ।
উত্তানপাদ-পুল্লাহসৌ মেধীভূতো ক্রবো লিবি ॥
স হি ভ্রদন্ ভ্রাময়তে চন্দ্রাদিতৌ গ্রহৈঃ সহ ।
ভ্রমন্তমুগ্ধগচ্ছন্তি নক্ষত্রাণি চ চক্রেবং ॥ ৭
ক্রবস্তাঃ নস্যা চাসৌ সর্পতে ভগবঃ স্বয়ম্ ।
স্বর্ঘ্যচন্দ্রমসৌ তারা নক্ষত্রাণি গ্রহৈঃ সহ ॥ ৮
বাতানীকময়ৈর্বৈকৈঃ ক্রবৈ বদ্ধানি তানি বৈ ।
তেষাং যোগশ্চ ভেদশ্চ কালচারান্তথৈব চ ॥ ৯
অন্তোদয়ৌ তথোপাতা অয়নে দক্ষিণোত্তরে ।
বিষুবদগ্রহবর্ণাশ্চ ক্রবাং সর্ক্সং প্রবর্ত্ততে ॥ ১০

ইহারা আপনা হইতেই ভ্রমণ করে অথবা অন্য
কেহ ইহাদিগকে ভ্রমণ করায় ? হে সায়ম্ভব !
আমরা এই সকল বিষয়কর বিবরণ শুনিতে
ইচ্ছা করি। এই বিবরণ জানিবার জন্য
আমাদিগের একান্ত কৌতুহল হইয়াছে। সূত
বলিলেন, বাহা নিম্নত প্রত্যক্ষ দেখিলেও প্রজা-
গণ মুগ্ধ হইয়া থাকে, ভূতগণের চমৎকারকর
সে সকল ঘটনা আমি কহিতেছি, শ্রবণ করুন।
আকাশমণ্ডলে দ্যাবিতিকে বিস্তৃত শিশুমার
পৃচ্ছে অবস্থিত যে একটা নক্ষত্র আছে, উহাই
উত্তানপাদপুল্লাহ বোলাত ক্রব। এই ক্রব
নিজেই ভ্রমণ করিতে করিতে রবি শশী
ও অন্যান্য গ্রহকে ভ্রমণ করাইয়া থাকে।
ক্রব ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলে অপর
নক্ষত্র চক্রেব ভ্রমণ তাহার অনুগমন
করে। ক্রবের গতিক্রমেই নক্ষত্রগণ,
রবি, শশী, তারা ও গ্রহগণ ভ্রমণ করিয়া
থাকে। তাহারায় যুগ্মরূপে বহু তারা ক্রবের
সহিত নিবদ্ধ আছে, সূতরায় ক্রব হইতেই
তাহাদিগের যোগ, বিয়োগ, কালসন্ধরণ, অস্ত,
উদয়, উৎপাত, দক্ষিণ ও উত্তর অয়ন ও
বিষুব প্রভৃতি সম্ভবিত হইয়া থাকে। ১—১০।

বর্ষা ঋশ্মো হিমং রাত্রিঃ সক্ষ্যা চৈব দিনং তথা ।
 শুভাশুভং প্রজানাকং ধ্রুবং সর্কং প্রবর্ততে ॥ ১১ ॥
 ধ্রুবোদ্ধিকৃত্যৈশ্চব সূর্যোপারুতা তিষ্ঠতি ।
 তদেব দীপ্তকিরণঃ স কালান্নির্দিষ্টকরঃ ।
 পরিবর্তক্রমাধিপ্রা ভাতিরালোকয়নু দিশঃ ॥ ১২ ॥
 সূর্য্যঃ কিরণজালেন বায়ুযুক্তেন সর্কশঃ ।
 জগতো জলমাদন্তে কুংস্রস্ত দ্বিজসন্তমাঃ ॥ ১৩ ॥
 আদিত্যপীতং সূর্য্যায়ঃ সোমং কুংক্রমতে জলম্
 নাড়ীভির্বাযুযুক্তাভিলোকাদানং প্রবর্ততে ॥ ১৪ ॥
 যৎ সোমং শ্রবতে সূর্য্যস্তদ্রহেবতিষ্ঠতে ।
 মেঘা বায়ুনিষাতেন বিসৃজন্তি জলং ভুবি ॥ ১৫ ॥
 এবমুৎক্ষিপ্যতে চৈব পততে চ পুনর্জলম্ ।
 নানাপ্রকারমুকং তদেব পরিবর্ততে ॥ ১৬ ॥
 সক্ষারণার্থং ভূতানাং মাইেষা বিশ্বনির্মিতা ।
 অনয়া মায়ায়া বাপ্তং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥ ১৭ ॥

বিশেষণো লোকরূদেবঃ সহস্রাংস্তঃ প্রজাপতিঃ ।
 ধাতা কুংস্রস্ত লোকস্ত প্রভূবিষ্ণুর্নিবাকরঃ ॥ ১৮ ॥
 সর্কলৌকিকমন্তো বৈ যৎ সোমায়ভসঃ স্রুতম্ ।
 সোমায়ায়ং জগৎসর্কমেতত্ত্বাং প্রকীর্তিতম্ ॥ ১৯ ॥
 সূর্য্যারুক্ষং নিশ্রবতে সোমাক্রীতং প্রবর্ততে ।
 শীতোষ্ণবীর্ধ্যো দ্বাবেতো যুক্তৌ ধারয়তো জগৎ ॥
 সোমাদারা নদী গঙ্গা পবিত্রা বিমলোদকা ।
 সোমপুত্রপুরোগাংচ মহানদ্যো দ্বিজোক্তমাঃ ॥ ২১ ॥
 সর্কভূতশরীরেষু আপো হুয়ুগতাংচ যাঃ ।
 তেষু সন্দহমানেষু জঙ্গমস্থাবরেষু চ ॥ ২২ ॥
 বৃষভূতান্ত তা আপো নিক্রামন্তীহ সর্কশঃ ।
 তেন চান্নিবি জায়তে স্থানমত্রাস্তস্যাং স্মৃতম্ ॥ ২৩ ॥
 আর্কং তেজো হি ভূতেভ্যো হৃদন্তে রশ্মিতির্জলম্
 সমুদ্রাধায়ুসংযোগাধহন্ত্যাপো গভস্তয়ঃ ॥ ২৪ ॥
 যতন্তু তুবশাং কালে পরিবর্তৌ দিবাকরঃ ।
 যচ্ছতাপো হি মেঘেহ যঃ শুক্রাঃ শুক্রাভিস্তিভিঃ ॥

এতদ্ব্যভীত বর্ষা, গ্রীষ্ম, শীত, রাত্রি, সক্ষ্যা, দিন এবং প্রজাদিগের শুভাশুভাদিও ধ্রুব হইতেই হইয়া থাকে। সকল গ্রহ ধ্রুব কর্তৃক অবিকৃত; সুতরাং সূর্য্যও ধ্রুব দ্বারা আবৃত থাকে বলিয়া এইরূপ দীপ্ত-কিরণ ও কালান্নিধরূপ হইয়া দিবাকর হইতে পারিয়াছেন এবং পরিবর্তন ক্রমে চারিদিক্ আলোকিত করিতেছেন। হে দ্বিজবরগণ! সূর্য্য বায়ুযুক্ত কিরণজালে সমুদায় জগতের জল গ্রহণ করেন। সেই সূর্য্যগৃহীত জল বায়ু সমন্বিত নাড়ী সমূহ যোগে সূর্য্যায় হইতে চলি সংক্রমিত হয় এবং তাহা হইতেই লোকপদশ্রী সৃষ্ট হইয়া থাকে। সূর্য্যযোগে চলি হইতে জল বাহির হইয়া তাহার অগ্রভাগে অবস্থান করে এবং মেঘ বায়ু নিষাত দ্বারা সেই জল পৃথিবীতে বর্ষণ করে। এইরূপে জল একবার উৎক্ষিপ্ত ও আবার পতিত হয় বলিয়া নানাপ্রকারে পরিবর্তিত হইয়া থাকে। ভূতগণের প্রতিপালনার্থই বিশ্ব-মধ্যে এই মায়া সৃষ্ট হইয়াছে, নিখিল চরাচর ত্রৈলোক্যই এই মায়ায় পরিবাস্ত

রহিয়াছে। এই সকল কারণেই সূর্য্যদেব বিশেষত্ব, লোকেশ্বত্ব, প্রজাপতি, সর্কলোক-বিধাতা, প্রভু, বিষ্ণু এবং দিবাকর নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। আকাশস্থ চন্দ্র-মণ্ডল হইতে সার্কলৌকিক সলিল নিঃসৃত হয়, এই জন্ত জগৎ সোমাদার নামে কথিত। সূর্য্য হইতে উষ্ণ এবং চন্দ্র হইতে শীত প্রযুক্তি হয়; এই জন্ত চন্দ্রসূর্য্য শীতবীর্ধ্য ও উষ্ণ-বীর্ধ্য নামে নির্দিষ্ট। ইহারা উভয়ে সমগ্র জগৎ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। ১১—০। হে দ্বিজবরগণ! বিমলজলময়ী পবিত্র গঙ্গা নদী সোমাদার এবং মহানদীসুহও সোম-সন্ততিগণের অগ্রণী। সর্কভূত শরীরে যে জলরাশি পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, চরাচর প্রভৃতি দ্রব্য হইবার সময় সেই জলরাশি বৃষরূপে নিক্রান্ত হইয়া মেঘরূপে পরিণত হয়, তাহাই জলের স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। সূর্য্য-খর রশ্মিনিচয় দ্বারা ভূতবৃন্দ হইতে জল গ্রহণ করেন এবং সমুদ্র হইতেও বায়ুসংযোগে জল লইয়া থাকেন। দিবাকর ঋতুবশে যথাকালে পরিবর্তিত হইয়া শুভ কিরণপটলে মেঘ হইতে

অভ্রহ্মাঃ প্রপত্তত্যাগো বায়না সমুদীরিতঃ ।
 সর্কভূতহিতার্থায় বায়ুভিচ্চ সমভূতঃ ॥ ২৬
 ততো বধতি কামাসান্ সর্কভূতবিক্রমে ।
 বায়ুবাং তনিতকৈব বৈদ্যুতকাগ্নিসম্ভবম্ ॥ ২৭
 মেহনাক্ষ মিহের্দৈতোর্মেবত্বং ব্যভ্রস্তুতি চ ।
 ন ভ্রস্তুতি বহুত্বপত্তদভ্রং কবয়ো বিদুঃ ॥ ২৮
 মেধানাং পুনরুৎপত্তিস্ত্রিবিধা যোনিরুচ্যতে ।
 আশ্বেয়া ব্রহ্মজাটৈশ্চ ব পক্ষজাশ্চ পৃথগ্ভবাঃ ।
 ত্রিধা যনাঃ সমাখ্যাতাত্তেবাং বক্ষ্যামি সম্ভবম্ ।
 আশ্বেয়াশ্চুর্ণনঃ শ্রোতাশ্চৈবাং তস্যাং প্রবর্তনম্
 নীতহৃদ্বিনবাভাযে স্বপ্তপাশ্চে ব্যবহিতাঃ ॥ ৩০
 মহিষাশ্চ বরাহাশ্চ মন্তমাতঙ্গ-গামিনাঃ ।
 ভূয়া ধরণমভোতা বিচরন্তি রমন্তি চ ॥ ৩১
 জীমূতা নাম তে মেবা এতেভ্যো জীবনসম্ভবাঃ ।
 বিদ্যাদৃশ্যবিনিহীনাশ্চ জলধারা বিলম্বিনাঃ ॥ ৩২
 মুকা যনা মহাকায়াঃ প্রবাহন্ত বশানুগাঃ ।

গুরু জলরাশি প্রদান করেন। মেবস্থ জল-
 রাশি বায়ুকর্জুক চালিত হইয়া সর্কভূতের
 হিতের নিমিত্ত চতুর্দিকে বায়ুশেই পতিত
 হয়; সুতরাং সর্কভূত বৃদ্ধি জন্ম ছয়মান বর্ধন
 হইয়া থাকে। মেবগর্জনে এবং বিদ্যাদৃশ্যও
 বায়ু হইতে আবির্ভূত হয়। মেহন অর্থে
 ক্ষয়ন। সেই মেহন জন্ম মিহ ধাতু হইতে
 মেব নাম নিরূপিত হইয়াছে। সহসা জল-
 সমূহ তাহা হইতে ভ্রষ্ট হয় না বলিয়া কামদন
 তাহার অপর নাম নির্দেশ করিয়াছেন অভ্র।
 মেবসমূহের উৎপত্তি তিন প্রকার উক্ত আছে।
 যথা—আশ্বেয়, ব্রহ্মজ ও পক্ষজ। ত্রিবিধ
 মেবের লক্ষণাদি আমি যথাসম্ভব কীর্তন করি-
 তেছি। অর্থাৎ মেবকে আশ্বেয় মেব কহে,
 এই মেবের উৎপত্তি সমুদ্র হইতে হয়। এই
 মেব হইতে নীত, হৃদ্বিন, বায়ু উৎপন্ন
 হয়। যে সকল মন্ত মাতঙ্গনামী মহিষ
 ও বরাহ প্রভৃতি জন্তু জন্মিয়া পৃথিবীতে
 বিচরণ করে, সেই সকল জীবের উৎপত্তি
 কামদনরূপ মেব জীমূত নামে নিরূপিত।
 এই জীমূত মেবে বিদ্যাদৃশ্য নাই,

ক্রোশমাত্মাক্ত বধন্তি ক্রোশোর্দ্ধি নাপি বা পুনঃ ॥ ৩৩
 পর্কভূতানিতসেনু বর্ধন্তি চ রমন্তি চ ।
 বলাকা-গর্ভজাটৈশ্চ বলাকাগর্ভধারিণাঃ ॥ ৩৪
 ব্রহ্মজা নাম তে মেবা ব্রহ্মনিবাস-সম্ভবাঃ ।
 তে হি বিদ্যাদৃশ্যবোপেতাঃ স্তন্যস্তু স্তন্যপ্রিয়াঃ ॥ ৩৫
 তেষাং শব্দপ্রদানেন ভূমিঃ স্বাক্ষরহোদগম্য ।
 রাজ্ঞী রাজ্যাভিষিক্তেব পুনথোবনম্ভুতে ।
 ভেবিয়ং প্রীতিমাসক্তা ভূতানাং জীবাতোভবাঃ ।
 জীমূতা নাম তে মেবা তেভ্যোজীবন্ত সম্ভবাঃ ।
 বিতীয়ং প্রবহন্ত বায়ুং মেবাশ্চে তু সমাপ্রিতাঃ ।
 এতে বোজনমাত্মাক্ত সাদ্বিকীর্দ্ধিতানপি ।
 বৃষ্টিসর্গস্তথা তেবাং ধারাদারাঃ প্রকীর্ত্ততাঃ ॥ ৩৬
 পুষ্করাবর্তকা নাম যে মেবাঃ পক্ষসম্ভবাঃ ।
 শক্রেণ পক্ষাচ্ছিন্নাশ্চ পর্কভূতানাং মহোজসম্ভবাঃ ।
 কামগান্ধাং প্রবুদ্ধানাং ভূতানাং শিবমিচ্ছতাং ।
 পুষ্করা নাম তে মেবা বৃহত্তন্তোয়মৎসরাঃ ।

ইহা জলধারায় লম্বিত হইয়া পড়ে। ইহার
 শব্দশ্রুত মহাকায় এবং প্রবাহের বশীভূত।
 একক্রোশ বা অর্দ্ধক্রোশ ব্যাপিয়া এই মেবের
 বর্ধন হয়। বিশেষতঃ পর্কভূতের শিবরূপে ও
 নিত্যরূপে ইহার বর্ধন অধিক হইয়া থাকে।
 এই মেব বলাকাগর্ভের গর্ভধারণ করায়, তাই
 বলাকাগর্ভ নামে প্রসিদ্ধ। ব্রহ্মার নিবাস
 হইতে ইহাদিগের প্রথম উৎপত্তি হয় বলিয়া
 ইহাদিগকে ব্রহ্মজ মেব বলে। জীমূত মেব
 বিদ্যাদৃশ্যবিত হইলে অতি গভীর শব্দ করে।
 সেই শব্দ শ্রবণে ভূমির অকুরোত্তর হয়, তাহাতে
 ভূমি রাজ্যাভিষিক্তা রাজার স্তন্য পুনঃ পুনঃ যৌবন-
 শোভা ধারণ করে। জীমূত-মেব এই ভূমিতে
 প্রীত হইয়া বর্ধন আসক্ত হইয়া থাকে, তখন
 তাহা হইতে ভূতগণের জীবন সকার হয়। এই
 মেব প্রবহ নামক বিতীয় বায়ু অবলম্বন করিয়া
 থাকে। ইহার সপান এক বোজন ব্যাপিয়া
 বর্ধন ও দাগাগার প্রদান করে। ২২—৩৮।
 পুষ্ক হইতে যে মেবসমূহের আবির্ভাব হইয়াছে,
 সেই পক্ষজ মেবদিগের নাম পুষ্করাবর্তক।
 ইহা ভূতগণের মঙ্গলকামনার ধবেজগামী

পুষ্করাবর্তকালেন কার্ষ্মেনহ শক্তিভাঃ ॥ ৪০
 নানারূপধরাট্চৈব মহাবোহরতরাট্চ তে ।
 কল্লান্তবর্ধৈঃ স্রষ্টারিঃ সম্বর্ধামেনিয়ারমকাঃ ॥ ৪১
 বর্ধভ্যেতে যুগান্তেষু ততীয়াস্তে প্রকৌর্তিভাঃ ।
 অনেকরূপসংস্থানাঃ পূবয়স্তো মহীতলম্ ।
 বায়ুং পরং বহন্তঃ স্যুরশ্রিতাঃ কলসাদধকাঃ ॥ ৪২
 তাত্তাত্তাণ্ডকপালস্ত সর্ক্সে মেবাঃ প্রকৌর্তিভাঃ ।
 তেভামাপ্যায়নং পূম্ সর্ক্সেবামবিশেষতঃ ।
 তেবাং শ্রেষ্ঠস্ত পর্জ্জ্বলচভারট্চৈব দিগ্গুণজাঃ ॥
 গজানাং পর্ক্সতানাক মেধানাং ভোগিভিঃ সহ ।
 কুলমেকং পৃথগ্ভূতং যোনিরেক্য জলং স্মৃতম্ ॥
 পর্জ্জ্বলো দিগ্গুণজাট্চৈব হেমন্তে শীতসম্ভবাঃ ।
 তুষারবৃষ্টিং বর্ধন্তি সর্ক্সশস্ত্রবিবুদ্ধয়ে ॥ ৪৫
 শ্রেষ্ঠঃ পরিবহো নাম তেবাং ব্যয়বপাশ্রয়ঃ ।
 যোহনো বিভক্তি ভগবন্ গুণ্যাকাশগোচরাম্

দিব্যামতিজলাং পুণ্যং বিদ্যাং স্বর্গপথি স্থিতাম্ ।
 তস্তাবিপ্পদজস্তোরং দিগ্গুণজাঃ পৃথুভিঃ কঠৈঃ ।
 শীকরং সম্প্রমুকন্তি নীহার ইতি স স্মৃতঃ ॥ ৪৭
 দক্ষিণেন গিরিধোহনৌ হেমকূট ইতি স্মৃতঃ ।
 উদগ্গ্ হিমবতঃ শৈলাবৃত্তরস্ত চ দক্ষিণে ।
 পুণ্ড্রং নাম সমাখ্যাতং নগরং তত্র বৈ স্মৃতম্ ॥
 তস্মিন্ধিপতিতং বর্ধং যত্নবানসমুত্তমম্ ।
 ততস্তদাবহো বায়ুহিমশৈলাং সমুৎসহম্ ।
 আনয়ত্যান্ধযোগেন সিকমানো মহাগির্নিম্ ॥ ৪৯
 হিমবত্তমতিক্রম্য বৃষ্টিপথং ততঃ পরম্ ।
 ইহাত্যোতি ততঃ পশ্চাদ্ধিপরাস্ত্র-বিবুদ্ধয়ে ॥ ৫০
 মেধানাপ্যায়নকৈব সর্ক্সমেতং প্রকৌর্তিভ্যম্ ।
 সূর্য্য এব তু বৃষ্টিনাং স্রষ্টা সমুপনিষ্ঠতে ॥ ৫১
 ক্রবেণাবেষ্টিতঃ সূর্য্যস্তাত্ম্যং বৃষ্টিঃ প্রবর্ততে ।
 ক্রবেণাবেষ্টিতো বায়ুর্বৃষ্টিং সংহরতে পুনঃ ॥ ৫২
 গ্রহান্নিঃসৃত্য সূর্য্যাত্তু কুন্তেন নক্ষত্র-মণ্ডলে ।
 বারুচ্ছান্তে বিশতর্কং ক্রবেণ পরিবেষ্টিতম্ ॥ ৫৩

মহাতেজঃসম্পন্ন প্রবৃত্ত পর্ক্সভগবের পক্ষ
 ছেদন করিলে তাহা হইতে 'বিপুলকাং বহল
 জলময় পুষ্কর মেবলমুহ উৎপন্ন হয়; এই
 কারণ ইহাদিগকে পুষ্করাবর্তক বলে। এই
 সকল মেব নানারূপধর, অতি স্বোহরতর, কলান্ত-
 কালে বৃষ্টিপ্রদ, সম্বর্তক অগ্নির প্রাক্তর এবং
 যুগান্তকালে বর্ধনকারী। এই মেব ততীর মেব
 বলিয়া কৌর্তিত। ইহার বিবিধ আকৃতি ধারণ-
 পূর্ক্সক মহীতল পূর্ণ করে এবং ইহারাই
 পরবায়ুর প্রবাহনিতা, দেবগণের আশ্রিত
 ও কলসভূহের সাধক বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহার
 প্রাকৃত অন্তকপালের অংশ হইতে উৎ-
 পন্ন, তাহারও মেব নামে প্রসিদ্ধ। পূম
 সর্ক্সবিধ মেবেরই বিশেষরূপে পরিবর্তক।
 পর্জ্জ্বল নামক মেব এই সকল মেব অপেক্ষা
 উৎকৃষ্ট বলিয়া নির্দিষ্ট। এই চারি প্রকার
 মেবকেই দিগ্গুণজ বলা হয়। গজ, পর্ক্সত,
 মেব ও সর্পাদিগের কুল ভিন্ন ভিন্ন হইলেও,
 এক জলই ইহাদিগের উৎপত্তি-ধারণ। পর্জ্জ্বল
 ও শীতসম্ভূত দিগ্গুণজগণ হেমন্তকালে সর্ক্সশস্ত্র-
 বৃদ্ধির নিমিত্ত তুষার বর্ধন করে। বায়ুগণের

মধ্যে পরিবহ নামক প্রধান বায়ু স্বর্গপথস্থিতা,
 বিদ্যাস্বরূপিণী বহল জলশালিনা আকাশগোচরা
 পবিজ্ঞা দিব্যগুণজকে ধারণ করেন। ঐ গুণ্য
 স্পন্দনসম্ভূত জল দিগ্গুণজগণ স্ব স্ব কুল তত-
 ত্বারা শীকররূপে নিক্ষেপ করে, তাহাই নীহার
 নামে নিরূপিত হয়। উত্তরদিকস্থিত হিমালয়
 পর্ক্সভের দক্ষিণভাগে হেমকূট নামে পর্ক্সত
 আছে, তাহার সমীপদেশে পুণ্ড্র নামক নগর
 বিরাজিত। ঐ নগরে বে তুষারজাত জল
 নিপতিত হয়, বায়ু তাহা হিমশৈল হইতে
 বহিয়া আনিয়া মহাগির্নিতে সেনন করে।
 হিমালয় অতিক্রমের পর অস্ত্রান্ত্র তৃত্যপের
 মঙ্গল উদ্দেশে সেই জল এদিকে আনীত
 হইয়া থাকে। এইরূপে মেবনবল ও জলের
 বৃদ্ধির বিষয় বিবৃত হইল। সূর্য্যই বৃষ্টিরাশির
 স্রষ্টারূপে নির্দিষ্ট এবং সূর্য্য ক্রব কর্তৃক
 আবেষ্টিত থাকে বলিয়া উক্ত হইতেই বৃষ্টি
 প্রবর্তিত হয়, ইহাও বলা হইয়া থাকে।
 আবার বায়ুও ক্রব কর্তৃক আবেষ্টিত হইয়াই
 বৃষ্টির সংহার করে। সূর্য্য এব হইতে সমুদায়

অতঃ সূর্য্যরথস্তাধ সন্নিবেশং নিবোধত ।
 সংস্থিতে নৈকচক্রেণ পঞ্চায়েন ত্রিনাভিনা ॥ ৫৪
 হিরণ্ময়েন ভগবান্ পঞ্চান তু মহীজনা ।
 নষ্টবর্ষাৎ কারেণ যতি বাক্যৈক-নেমিনা ।
 চক্রেণ ভাষতা সূর্য্যঃ স্তন্দনেন প্রসর্পতি ॥ ৫৫
 দশযোজনমাত্রেনো বিস্তারয়'মতঃ স্মৃতঃ ।
 বিস্তরোহস্ত রথোপস্থানৌষাদণ্ড-প্রমাণতঃ ॥ ৫৬
 স তস্ত ব্রহ্মণা সৃষ্টো রথো হর্থবশেন তু ।
 অঙ্গসঃ কাকনো দিব্যা যুক্তঃ পরমগৈর্হরৈঃ ॥ ৫৭
 ছন্দোনির্বাজিরূপৈস্ত যতঃ শুক্লভূতঃ স্থিতঃ ।
 বরুণস্তন্দনস্তেহ লক্ষ্যৈঃ সদৃশস্ত সঃ ॥ ৫৮
 তেনাসৌ সর্পতি ব্যোমি ভাষতা তু দিবাকরঃ ।
 অধোমানি তু সূর্য্যস্ত প্রত্যঙ্গানি রথস্ত তু ।
 সংবৎসরস্তাবয়বৈঃ কল্পিতানি যথাক্রমম্ ॥ ৫৯
 অহস্ত নাভিঃ সূর্য্যস্ত একচক্রে স বৈ স্মৃতঃ ।
 অরাঃ পঞ্চবস্ত্রস্ত নেমিঃ ষড়্ ভবঃ স্মৃতঃ ॥ ৬০
 রথনীড়ঃ স্মৃতো হৃদস্তরুণেন কুব্জাবৃত্তো ।

নক্ষত্রমণ্ডল নিঃসৃত হইলে তাহার পুনরাধি
 ক্রম-পরিবৃত্ত সূর্য্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে ।
 অনন্তর সূর্য্যরথের সন্নিবেশবিবরণ প্রবণ
 করুন । ভগবান্ সূর্য্য একখানি চক্র, পাঁচটি
 অর ও তিনটি নাভিবিশিষ্ট স্বর্ণমাণ্ডল মহা-
 তেজস্বী পঞ্চাঙ্ককারহর, ছয় প্রকার নেমিযুক্ত
 রথদ্বারা গমন করেন । ৩৯—৫৫ । ঐশাদণ্ড
 প্রমাণক্রমে এই রথের বিস্তার পরিমাণ দশ-
 যোজন এবং দৈর্ঘ্য পরিমাণ বিংশতিযোজ ।
 সূর্য্যদেবের এই প্রকল্পনির্মিত কাকনময় দিব্যরথে
 প্রয়োজনমতঃ পরমবেশবান্ অঙ্গসকল নিয়ো-
 জিত আছে । অঙ্গরূপ ছন্দোরাঙ্গি এই রথে
 নিয়োজিত আছে, এবং বরুণরথের সহিত
 ইহার লক্ষণ সমান, সূর্য্য এই সমুদ্রস্বরূপ রথে
 আকাশপথে বিচরণ করেন । সূর্য্যরথের
 নির্দিষ্ট প্রত্যঙ্গগুলি যথাক্রমে সংবৎসরের
 অবয়বসমূহে কল্পিত হইয়া থাকে । দিবস
 সূর্য্যচক্রে নভি, ইহাই একচক্রে নামে নির-
 প্তি ; বহুসকল তাহার পঞ্চ অর এবং ছয়
 ভবু তাহারি চক্রে নেমি । অর ও রথনীড়,

মুহূর্ত্তা বহুসকল শম্যা তস্ত কলাঃ স্মৃতা ॥ ৬১
 তস্ত কাষ্ঠাঃ স্মৃতা বোণা ঐষাদণ্ডঃ কণাস্ত বৈ ।
 নিমেষাণামুকর্ষোহস্ত ঐষা চান্ত লবাঃ স্মৃতা ॥ ৬২
 রাত্রির্বরুণো বর্ষোহস্ত ধ্বজ উর্দ্ধঃ সমুজ্জ্বিতঃ ।
 যুগাককোটি তে তস্ত অর্থকামাবৃত্তৌ স্মৃতৌ ॥ ৬৩
 সপ্তাঙ্গরূপাশ্চন্দ্রাঙ্গি বহন্তে বামতো ধুরাম্
 গাংত্রৌ চৈব ত্রিষ্টুপ্ চ অনুষ্টুপ্ ভ্রগতৌ তথা ॥ ৬৪
 পঙ্ক্তিস্ত বৃহতী চৈব উক্ষিক্ চৈব তু সপ্তমম্ ।
 অক্কে চক্রে নিবদ্ধস্ত ক্রবে ভৃকঃ সর্পতিতঃ ॥ ৬৫
 সহচক্রে ভ্রমত্যকঃ সপাকো ভ্রমতি ক্রবে ।
 অকঃ সহৈব চক্রেণ ভ্রমতেহনৌ ক্রবেব্রিতঃ ॥ ৬৬
 এবমর্থবশান্তস্ত সন্নিবেশো রথস্ত তু ।
 তথ' সংযোগভাগেন সংসিক্তো ভ্রামরো রথঃ ।
 তেনাণৌ তরুর্নির্দেবস্তরসা সর্পতে দিবি ।
 যুগাককোটি-মস্তকৌ রথৌ ধৌ স্তন্দনস্ত হি ॥ ৬৭
 ক্রবেণ ভ্রমতো রথৌ বিচক্রেয়ুগয়োস্ত বৈ ।
 ভ্রমতো মণ্ডলানি স্যাঃ খেচরস্ত রথস্ত তু ॥ ৬৮
 যুগাককোটি তে তস্ত দক্ষিণে স্তন্দনস্ত তু ।

অয়নব্যয় দুইটি কুণ্ডল মুহূর্ত্ত সকল বহুসমুদ্র,
 কলা-নিচয় শম্যা, কাষ্ঠাসকল বোণ, কণাসকল
 ঐষাদণ্ড, নিমেষসকল অনুকর্ষ, লবাসকল ঐষা,
 রাত্রি বরুণ, দিনমান উর্দ্ধে ধ্বজ, অর্থ ও কাম
 যুগ অককোটি । যে ছন্দোরাঙ্গী সপ্ত অর
 রবিবর্ধ বহন করে, তাহাদের নাম বর্ষা—পরিষদী,
 ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্, ভ্রগতী, পাক্তি, বৃহতী ও
 উক্ষিক্ । অক্কে চক্রে নিবদ্ধ আছে এবং সেই
 অক্কে ক্রবের সহিত আবদ্ধ । অক্কে চক্রে
 সহিত দূর্ভিত হয় এবং ক্রব অক্কের সহিত
 দূর্ভিত হইয়া থাকে ; সূর্য্যায় ক্রবই চক্রযুক্ত
 অক্কে দূর্ভিত করে, এইরূপ কলা হয় ।
 সূর্য্যরথের সন্নিবেশ এইরূপে কল্পিত হইয়াছে
 এবং এই সংযোগভাগে উক্ত রথ সংসিক্ত
 হইয়া থাকে । এই অন্য আকাশপথে সূর্য্যদেব
 যোগে ব'হিতে পারেন । রথের যুগ ও অক-
 কে কল্পিতে দুইটি রথী সদৃশ । ক্রবের ভ্রমণ-
 ক্রমে চক্রযুগের পূর্ণাবধি ভ্রমণ করে এবং
 তথা হইতে আকাশচারী রথেরও মণ্ডল ভ্রমণ

ক্রবেণ সংগৃহীতে বৈ দ্বিচক্রং-প্রেতরজ্জ্ববৎ ॥ ৭০
 ভ্রমতম্নুগচ্ছিতাঃ ক্রবৎ রশ্মী তু তাবুভৌ ।
 যুগাককোটি তে তন্ত বাতোশ্মী স্তননন্ত তু ॥ ৭১
 কীলাসক্তো যথা রজ্জ্বদ্রমতে সর্পিণ্ডো দিশম্ ।
 হ্রসতস্তন্ত রশ্মী তৌ মণ্ডলঃ সূক্ষ্মায়ণে ॥ ৭২
 বন্ধে তে দক্ষিণে চৈব ভ্রমতো মণ্ডলানি তু ।
 ক্রবেণ সংগৃহীতো তু রশ্মী বৈ নয়তো রবিম্ ॥ ৭৩
 আক্লষোতে যথা তৌ বৈ ক্রবেণ সমধিষ্ঠিতৌ ।
 তদা সোহভ্যন্তরং সূর্যো ভ্রমতে মণ্ডলানি তু ॥
 অশীতি মণ্ডলশতং কাষ্টয়োকৃতয়োঃ চত্বর্ণ ।
 ক্রবেণ ম্যামানাত্যাং রশ্মিভ্যাং পুনরে বতু ॥ ৭৫
 তর্জিব বাহুতঃ সূর্যো ভ্রমতে মণ্ডলানি তু ।
 উদেষ্টয়ন্ স য়েগেন মণ্ডলানি তু গচ্ছতি ॥ ৭৬

ইতি ব্রহ্মাণ্ডে মহাপুরাণে ষট্পকাশো-

হাধ্যায়ঃ ॥ ৫৬ ॥

সপ্তপকাশীহাধ্যায়ঃ ।

সূত্র উবাচ ।

স রবেহি দ্বিষ্টিতো দেবৈরা দিতৈশ্চ বিভিক্তা
 গন্ধকৈঃ স্পন্দোভিঃ প্রামণী সর্পরাক্ষসৈঃ ॥ ১
 এতে বসন্তি বৈ সূর্য্যে দ্বৌ দ্বৌ মানৌ ক্রমেণ তু
 ধাতায্যামা পুলস্ত্যঃ পুলহঃ চ প্রজাপতিঃ ॥ ২
 উরগো বাহুকৈশ্চৈব সক্ষীর্ণারঃ তাবুভৌ ।
 তুম্বকুর্নারদশ্চৈব গন্ধকৌ গায়ত্র্যং বরৌ ॥ ৩
 ক্রতুস্থলাঙ্গারৈশ্চৈব তথা বৈ পৃজিঃ স্থলা ।
 গ্রামণী রথকৃষ্ণঃ তপোধিতৈশ্চৈব তাবুভৌ ॥ ৪
 রক্ষো হেতিঃ প্রহেতিঃ চ যাতুধানাবুদাহুভৌ ।
 মধুমাধবয়োঃ চৈব গণে বসন্তি ভাষ্করে ॥ ৫
 বাসন্ত্যৈশ্চৈব মানৌ মিত্রঃ চ বরুণঃ চ হ ।
 ঋষিরত্রির্বাশিষ্টঃ তক্ষকো রত্ন এব চ ॥ ৬
 মেনকা সহজন্ম্য চ গন্ধকৌ চ হরাঃ চ ॥
 রথবনঃ চ গ্রামণ্যো রথচিত্রঃ চ তাবুভৌ ॥ ৭
 পৌরুষেয়ো ধবশ্চৈব যাতুধানাবুদাহুভৌ ।
 এতে বসন্তি বৈ সূর্য্যে মাসয়োঃ শুচিত্তজয়োঃ ॥ ৮

হয়। চক্রের দক্ষিণভাগে যুগ ও অক্ষকোটি
 নিবদ্ধ এবং যেত রজ্জুর ন্যায় ঐ উভয় পদার্থ
 ক্রব কর্তৃক গৃহীত। ক্রব ভ্রমণ করিলে ঐ
 রশ্মিবয় তাহার যুগ ও অক্ষকোটি রশ্মিবয়ের,
 এবং বাতোশ্মী রথের অনুগমন করিয়া থাকে।
 এই সকল ভ্রমণ কালকে আবদ্ধ রজ্জুর ন্যায়
 সর্পিণ্ডিকেই হইয়া থাকে। সূর্য্যমণ্ডলের
 উত্তরাংশকালে ঐ রশ্মিবয়ের হ্রাস হয় এবং
 দক্ষিণাংশকালে বৃদ্ধি বাড়ে। ক্রবগৃহীত
 রশ্মিবয় সূর্য্যকে আকর্ষণ করে; রশ্মিবয়
 আকর্ষণ করিলে সূর্য্য তাহারের মধ্যভাগে
 মণ্ডলক্রমে ভ্রমণ করেন। ক্রব কর্তৃক পুনর্বার
 ঐ রশ্মিবয় যতক্ষণ না যুক্ত হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত
 সূর্য্যের অশীতিশত মণ্ডল ভ্রমণ করা হয়।
 তাহার পর সূর্য্য বাহির্ভাগে মণ্ডলবহন করিয়া
 বেগে ভ্রমণ করিতে থাকেন। ৫৬—৭৬।

ষট্পকাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৬ ॥

সপ্তপকাশ অধ্যায় ।

সূত্র বলিলেন, সেই রবে আদিত্যদেবতা,
 ঋষি, গন্ধর্ক, অঙ্গরা, যক্ষ, সর্প ও রাক্ষস এই
 সপ্তপদের সহিত সূর্য্যদেব অধিষ্ঠিত আছেন।
 ইহারা দুই-দুই মাস করিয়া সূর্য্যরথে থাকেন।
 ধাতা ও অধ্যমা নামক আদিত্যবয়, পুলস্ত্য ও
 পুলহ এই দুই ঋষি, বাহুক ও সক্ষীর্ণার এই
 দুই সর্প, গায়ত্র্যশ্রেষ্ঠ তুম্বকু ও নারদ, ক্রতু-
 স্থলা ও পৃজিঃস্থলা নাম্নী অঙ্গরাবয়, রথকৃষ্ণ
 এবং তপোধি এই দুই যক্ষ, হেতি ও প্রহেতি
 এই দুই রাক্ষস, এই সপ্তপ চৈত ও বৈশাখ
 মাসে সূর্য্যমণ্ডলে যথাক্রমে অবস্থিত করেন।
 দেবতাবয় মিত্র ও বরুণ, ঋষিবয় অত্রি ও
 বাশিষ্ট, সর্পযুগল, তক্ষক ও রত্ন, অঙ্গরাবয়
 মেনকা ও সহজন্ম্য, হারা ও হুহ নামক
 গন্ধর্কবয়, বরুণবয় রথবন ও রথচিত্র, রাক্ষসবয়
 পৌরুষেয় ও ধবনামা, এই সপ্তপ চৈত ও

ততঃ সূৰ্যো পুনঃপ্ৰজ্ঞা নিবসন্তীহ দেবতাঃ ।
 ইন্দ্রশ্চৈব বিবস্বান্চ অস্মিরা ভৃগুদেব চ ॥ ১
 এলাপৰ্ণস্তথা সৰ্পঃ শৰ্ম্মাপালশ্চ তাবুভৌ ।
 বিশ্বাবহুঃসেনো চ প্রাতঃশ্চৈবাক্ষপশ্চ হ ॥ ১০
 প্রমোচেতি চ বিখ্যাতা নিম্নোচেতি চ তে উভে
 বাতুধানস্তথা সৰ্পো ব্যাত্রঃ শ্বেতশ্চ তাবুভৌ ।
 নভোনন্তর্য্যেৱেহ গৰ্বো বসতি ভাসৱে ॥ ১১
 শরমুভৌ পুনঃ শুভ্রা বসন্তি মুনিদেবতঃ ।
 পৰ্জ্জ্বলন্তাথ পৃষা চ তরুধাজঃ সগৌতমঃ ॥ ১২
 বিশ্বাবহুশ্চ গন্ধৰ্ব্বস্তদৈব সুরভিশ্চ যঃ ।
 বিখ্যাচী চ ঘৃতাচী চ উভে তে শুভলক্ষণে ॥ ১৩
 নান ঐরাবতশ্চৈব বিষ্ণুশ্চ ধনঞ্জয়ঃ ।
 সেনজিচ্চ সূৰ্যেণশ্চ সেনানীগ্রামিনীশ্চ তৌ ॥ ১৪
 আপো বাতশ্চ তাবেভৌ বাতুধানাদুভৌ স্মৃতৌ ।
 বসন্ত্যতে তু বৈ সূৰ্যো মাসয়োশ্চ ইষোৰ্জয়োঃ ॥
 হৈমন্তিকৌ তু বৌ মাসৌ বসন্তিতু দিবাকরে ।
 অংশো ভগশ্চ ষাৰেভৌ ক্রতুশ্চ কণ্ঠপশ্চ হ ॥ ১৬
 ভৃগুশ্চ মহাপরঃ সৰ্পঃ কর্কটকস্তথা ।
 চিত্রসেনশ্চ গন্ধৰ্ব্ব উৰ্ণয়শ্চৈব তাবুভৌ ॥ ১৭
 উৰ্কশ্চি বিপ্রচিহ্নিশ্চ তদৈবাপরসৌ শুভে ।

আষাঢ় মাসে ক্রমশঃ সূৰ্য্যকণ্ঠে বাস করিয়া থাকেন । ইন্দ্র ও বিবস্বান দেবতা, অস্মিরা ও ভৃগু ঋষি, এলাপৰ্ণ ও শৰ্ম্মাপাল সৰ্প, বিশ্বাবহু ও উহসেন গন্ধৰ্ব্ব, প্রাত ও অক্ষপ যক্ষ, প্রমোচা ও নিম্নোচা অমরা, ব্যাত্র ও শ্বেত নিশাচর এই সপ্তগণ ভ্রাবণ ও ভাদ্রমাসে যথাক্রমে সূৰ্য্যরথে অবস্থান করেন । ১—১১ । পৰ্জ্জ্বল ও পৃষা দেবতা, তরুধাজ ও গৌতম ঋষি, বিশ্বাবহু ও সুরভি গন্ধৰ্ব্ব, বিখ্যাচী ও ঘৃতাচী অমরা, ঐরাবত ও ধনঞ্জয় সৰ্প, সেনজিৎ ও সূৰ্যেণ সেনানী গ্রামণী, আপ ও বাত নামে যাক্ষ এই সপ্তগণ আশ্বিন ও ব্যস্তিক মাসে যথাক্রমে সূৰ্য্যমণ্ডলে বাস করেন । হেমন্ত দ্রুত অশ্ব ও ভগনামা দেবতা, শরম ও শরমাসিক ঋষি, মহাপর ও কর্কটক নামে সৰ্পযক্ষ, চিত্রসেন ও উৰ্ণয় নামে যক্ষযক্ষ, উৰ্কশ্চি ও বিপ্রচিহ্নি নামে দুই

তাক্ষ্যপ্সারিষ্টনেমিশ্চ সেনানীগ্রামণীশ্চ তৌ ॥ ১৮
 বিহ্যংসুৰ্জ্জিশ্চ তাবুগৌ বাতুধানাবুলাকুভৌ ।
 সহৈ চৈব সহস্রে চ বসন্ত্যতে দিবাকরে ॥ ১৯
 ততঃ শৈশিরয়োশ্চাপি মাসয়োৰ্ণিবসন্তি বৈ ।
 তুষ্ঠা বিমূৰ্জ্জমদ্বিবিখ্যামিত্তস্তদৈব চ ॥ ২০
 কাঙ্কবেষৌ তথা নাপৌ কক্ষলাপ্তরাবুভৌ ।
 গন্ধৰ্কৌ গুতরাষ্টশ্চ সূৰ্য্যবৰ্চাশ্চদৈব চ ॥ ২১
 তিলোত্তমা পসরাশ্চৈব দেবী রস্তা মনোরমা ।
 ঋতজিৎ সত্যজিচ্চৈব গ্রামণৌ লোকবিষ্ণুভৌ ।
 ব্রহ্মোপেতস্তথা নকো যজ্ঞোপেতশ্চ স স্মৃতঃ ।
 এতে দেবা বসন্ত্যৰ্কে বৌ মাসৌ তু ক্রমেন তু ॥
 স্থানান্তিমানিনো হেতে গণা দ্বাদশসপ্তকাঃ ।
 সূৰ্য্যমাপ্যায়ন্ত্যতে তেজসা তেজ উত্তমম্ ॥ ২৪
 প্রথিতৈশ্চৈক্যচোভিত্ত স্তবন্তি মনয়ো রবিম্ ।
 গন্ধৰ্কপ্ সুরসশ্চৈব গীতনৃত্যকৃপাসতে ॥ ২৫
 গ্রামণীযক্ষকৃত্যস্ত কুৰ্ম্মতে ভীম-সংগ্রহম্ ।
 সৰ্পা বহন্তি সূৰ্য্যক যাতুধানানুযান্তি চ ।

অমরা, তাক্ষ্য ও অস্মিষ্টনেমি নামে যক্ষযক্ষ, বিহ্যং ও সুৰ্জ্জি নামে দুই যাক্ষ, এই সপ্তগণ সূৰ্য্যরথে অবস্থান করেন । অনন্তর তুষ্ঠা ও বিমূৰ্জ্জমক দেবতা, জমদগ্নি ও বিখ্যামিত্ত নামে ঋষিযক্ষ, বক্রপুত্র কমল ও অশ্বতর নামে ভৃগুসম্বৎ, গুতরাষ্ট ও সূৰ্য্যবৰ্চা এই দুই গন্ধৰ্ব্ব, তিলোত্তমা ও রস্তা নামী দুই অমরা, ঋতজিৎ ও সত্যজিৎ নামে লোকবিখ্যাত গ্রামণী যক্ষ-যুগল, ব্রহ্মোপেত ও যজ্ঞোপেত নামক যাক্ষসম্বৎ, এই সপ্তগণ শিশির দ্রুত সূৰ্য্যমণ্ডলে বাস করেন । এই দ্বাদশ সপ্তকগণ নিজ নিজ স্থানান্তিমানী বাতা প্রভৃতি দেবতাপণ নিজ তেজে সূৰ্য্যরথের উত্তম তেজে গুহ্রিবিধান করিতেছেন । পুলাভাদি কবিশপ স্তব করিতেছেন । তুণ্ডক প্রভৃতি গন্ধৰ্কেরা নানারূপে গান গাহিতেছেন । ক্রতুহলা প্রভৃতি অমরা সকল নৃত্য করিতেছে । যক্ষযক্ষ প্রভৃতি যক্ষ সকল রথের গ্রন্থি বোজনা করিয়া নিভেছেন । বাহকি প্রভৃতি সৰ্প সকল রথ বহন করিতেছেন, হেতি প্রভৃতি নিশাচরেরা তদবস্থান সূৰ্য্যের সমু-

বালখিল্য। নয়দ্যন্তং পরিচাধ্যোদয়াত্রবিম্ ॥ ২৬
 এতেষামেব দেবানাং যথাবীর্ধ্যং যথাওপঃ ।
 যথাযোগং যথাসত্যং যথাদর্শং যথাবলম্ ॥ ২৭
 যথা ওপত্যসৌ স্বর্ধ্যন্তেবাং সিদ্ধন্ত তেজসা ।
 ইত্যেতে বৈ বসন্তীহ ঘৌ ঘৌ মার্গৌ গিবাকরেঃ
 ঋষয়ে। দেবগন্ধর্বাঃ পবগাপসরাস্রমাঃ ।
 গ্রামণ্যশ্চ তথা যক্ষা বাতুধানাশ্চ ভূদশঃ ॥ ২৯
 এতে ওপন্তি বর্ষন্তি ভান্তি বান্তি স্বজন্তি চ ।
 ভূতানামন্তভং কর্ম বাপোহন্তীহ কীর্ত্তিতাঃ ॥ ৩০
 মানবানাং স্তভং হেতে হরন্তি হুরিতাস্রনাম্ ।
 হুরিতং হি প্রচারণাং বাপোহন্তি কচিং কচিং ॥
 বিমানেহবস্থিতা দিব্যে কামগা বাতরংহংসঃ ।
 এতে সঠৈব স্বর্ধ্যোণ ভ্রমন্তি দিবসানুগাঃ ॥ ৩২
 বর্ষন্তশ্চ ওপন্তশ্চ ফ্লাদয়ন্তশ্চ বৈ প্রজাঃ ।
 গোপায়ন্তি তু ভূতানি সর্কানীহামহুকরাং ॥ ৩
 স্থানান্তিমানিনামেতং স্থানং মধন্তরেষু বৈ ।

গমন করিয়া তাঁহার সডোষ বুদ্ধি করিতেছেন ।
 বালখিল্যাদি ঋষি সকল উনয়্যাবধি পরিচাধ্য
 করিয়া অন্তাচলে লইয়া বাইতেছেন । ২৬—২৭।
 সকল দেবদিগের ঘাঁহার বেরূপ বীর্ধ্য, ওপন্তা,
 যোগ, সত্য, ধর্ম এবং বল, স্বর্ধ্যদেব তাহাদিগের
 সেই সেই বীর্ধ্যাদি দ্বারা পুষ্ট হইয়া এই চরা-
 চরে উত্তাপ দান করিয়া থাকেন । দেবতা,
 ঋষি ও গন্ধর্বাদি সপ্তগণ স্বর্ধ্যরথে চুই চুই
 মাস যথানিয়মে অবস্থান করিয়া উত্তাপ, বর্ষা,
 আলোক, বায়ুবহন ও সৃষ্টিকার্য্য বিধান
 করিতেছেন । ঋষিগণ বলিয়া থাকেন,
 ইহলোকে ইহাঁদের নাম কীর্তন করিলে
 ইহাঁরা জীবগণের অন্ততকর্ম্ম বিদূরিত করেন ।
 ইহাঁরা স্বভাবতই হ্রাসাদিগের শুভ ও সাধু-
 দিগের হুরিত ধ্বংস করেন । এই বায়ুবৎ
 বেগবান্ কামগামী সপ্তগণ বিমানে থাকিয়া
 প্রতিদিন স্বর্ধ্যের সহিত ভ্রমণ করেন এবং
 বর্ষা ও উত্তাপদানে প্রজাদিগকে আফ্রাদিত
 করিয়া মধন্তর পর্য্যন্ত সকল প্রাণীদিগকে রক্ষা
 করিয়া থাকেন । ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান
 এই কালজয়েই ইহাঁরা স্থানাভিমানী হইয়া

অতীতানাগতানাং বৈ বর্তন্তে সাম্প্রতন্ত বৈ ॥ ৩৪
 এবং বসন্তি বৈ স্বর্ধ্যো সপ্তকাণ্ডে চতুর্দিশম্ ।
 চতুর্দিশম্ সর্গেণ গণা মধন্তরেষু চ ॥ ৩৫
 গ্রীষ্মা হিমো চ বর্ষাহ মুকম্যনো
 বর্ষং হিমঞ্চ বর্ষঞ্চ দিনং নিশাঞ্চ ।
 কালেন গচ্ছত্যতুবশাং পরিবৃত্তরশ্মি-
 দেবান্ পিতৃশ্চ মনুজাশ্চ ওপর্যন্ বৈ ॥ ৩৬
 প্রীণাতি দেবানমুত্তেন স্বর্ধ্যোঃ
 সোমং সুমুদ্রেন দিবর্দ্ধিতম্ ।
 তুক্রে তু পূর্বাং দিবঙ্গ-ক্রমেণ
 তং কৃকপকে বিবুধাঃ পিবন্তি ॥ ৩৭
 পীতন্ত সোমং দ্বিকলাবশিষ্টং
 কৃকপকে রশ্মিভিস্তং ক্ষরন্তম্ ।
 সুধামৃতং তং পিতরঃ পিবন্তি
 দেবাশ্চ সৌম্যাশ্চ ওধৈব কবাম্ ॥ ৩৮
 স্বর্ধ্যোণ গোভিস্ত সমুদ্রততি-
 রক্তিঃ পুনশ্চৈব সমুদ্রততিঃ ।
 বৃষ্ট্যাতিবৃদ্ধাভিরবৌষধীতি-
 মর্ত্যাঃ সুধস্বরূপানৈর্জয়ন্তি ॥ ৩৯

সকল মধন্তরে এই স্থানে বাস করেন, কদাপি
 উহা পরিভ্রাম করেন না । এইরূপে ঐ
 সপ্তগণ চতুর্দশ মধন্তরেই স্বর্ধ্যমণ্ডলে স্বর্ধ্যের
 চারিদিকে বাস করিয়া থাকেন । স্বর্ধ্য-
 দেব গ্রীষ্ম, হিম ও বর্ষাকালে সতত উত্তাপ
 হিম ও বর্ষা কাহারা দেবগণ, পিতৃগণ এবং
 মনুষ্যগণের তৃপ্তিবিধান করিতেছেন । এই
 রূপে স্বর্ধ্যদেব সতত অমৃতদ্বারা দেবতাদিগকে
 পীত করিতেছেন এবং তুক্রপকে সুধায় রশ্মি-
 যোগে প্রত্যহ চন্দ্রকে বর্দ্ধিত করিয়া থাকেন ।
 কৃকপকে অমরণ্য সেই সোম পান করেন ।
 দেবতাদিগ কহুক পীত কৃকপক ক্ষয় পাইলে
 পিতৃগণ দ্বিকলামাত্র অবশিষ্ট সুধাময় চন্দ্রকে পান
 করিয়া থাকেন এবং সৌম্য দেবগণও কবাপানে
 পরিভ্রম হন । তদগান্ স্বর্ধ্য রশ্মিদ্বারা সমু-
 দ্রত জন পৃথিবীতে বর্ষন করিয়া ওষধি অশ্বাদি
 বৃদ্ধি করিয়া থাকেন এবং মনুষ্যসকল ঐ
 অশ্বাদি তক্ষণ করিয়া সুধা নিরুদিত করে ।

বহুশ্চ ত্রিঘনশ্চৈব বহো রাজী বলো হয়ঃ ।
 অথো বাহুস্তরণ্যশ্চ হংসো ঘোমী মৃগস্তথা ॥ ৫৩
 ইতোতে নামভিঃ সর্কৈঃ দশ চন্দ্রমসোঃ হয়ঃ ।
 এতে চন্দ্রমণ্যং দেবং বহুস্তামুদ্বিনং দিবি ॥ ৫৪
 দেবৈঃ পরিবৃতঃ সৌম্যঃ পিতৃভিশ্চৈব গচ্ছতি ।
 সৌম্যস্ত গুরুপক্ষাদৌ ভাস্করে পূরতঃ স্থিতে ।
 আপূর্ণ্যতে পূরতাস্তঃ সততং দিবসক্রমাৎ ॥ ৫৫
 দেবৈঃ পীতং কয়ে সৌম্যাপ্যায়স্বতি নিত্যমা ।
 পীতং পক্ষদশাহন্ত রশ্মিনৈকেন ভাস্করঃ ॥ ৫৬
 আপূরন সুধুমেব ভাগং ভাগমহঃ ক্রমাৎ ।
 সুধুমাপ্যায়মানস্ত শুক্লা বর্কন্তি বৈ কণাঃ ॥ ৫৭
 তস্মাকু সন্তি বৈ কৃক্ষে শুক্ল আপ্যায়স্বতি চ ।
 ইতোবাং সূর্য্যবৌধেণ চন্দ্রস্তাপ্যায়িতা তনুঃ ।
 পৌর্ণমাস্তাং স দৃশ্যেত শুক্লঃ সম্পূর্ণমণ্ডলঃ ॥ ৫৮
 এবমাপ্যায়িতঃ সৌমঃ গুরুপক্ষে দি-ক্রমাৎ ॥ ৫৯
 ততো দ্বিতীয়াপ্রভৃতি বহুলস্ত চতুর্দশী ।
 অপাং সারময়স্তেন্দো রসমাত্রাস্তকস্ত চ ।
 পিবন্ত্যমুময়ং দেবা মধু সৌম্যং সুধাময়ম্ ॥ ৬০

সকল অবহই একবর্ষ ও শতাতুল্য। চন্দ্রের
 দশটি অবের নাম বধা—বধু, ত্রিঘনা, বহু,
 রাজী, বল, বাহু, তরণ্য, হংস, ঘোমী ও মৃগ।
 ইহার। সুধাময় নিশাপতিকে সর্কণ আকাশমার্গে
 বহন করিতেছে। ২৭—৫৪। স্থানিধি নিশাকর
 দেবগণে ও পিতৃগণে পরিবৃত হইয়া নিরন্তর
 ভ্রমণ করিতেছেন। গুরুপক্ষের প্রারম্ভ হইতে
 সূর্য্যদেব পুরোবর্তী থাকিয়া চন্দ্রমণ্ডলকে ক্রমে
 ক্রমে পরিপূর্ণ করিয়া লয়েন। দেবগণ কৃক-
 পক্ষে তাঁহাকে পান করেন এবং সূর্য্যদেব
 গুরুপক্ষে পুনরায় বুদ্ধি করিয়া থাকেন। ভগ-
 বান্ ভাহুদেব সুধুমা নমক রশ্মি দ্বারা প্রত্যহ
 এক এক ভাগ করিয়া চন্দ্রকে পরিপূর্ণ করেন।
 পরে পক্ষদশ দিবসে শশীর কলাসকল পূর্ণতা
 প্রাপ্ত হয়। এইরূপে চন্দ্র কৃকপক্ষে কয় ও
 গুরুপক্ষে ভাহুদেবভাবে ক্রমে বুদ্ধি পাইয়া
 পূর্ণিমাতে সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত করেন। অলময়
 রসরূপ চন্দ্র গুরুপক্ষে ক্রমে বুদ্ধি পাইয়া
 থাকেন। পরে, দেবগণ কৃকপক্ষে দ্বিতীয়া

সন্ত ওকার্দ্ধমাসেন অমৃতং সূর্য্যভেজসা ।
 তর্কার্ধমমৃতং সৌম্যং পৌর্ণমাস্তাম্পানতে ॥ ৬১
 একরাত্রং হরৈঃ সর্কৈঃ পিতৃভিশ্চ মহাবিভিঃ ।
 সৌম্যস্ত কৃকপক্ষাদৌ ভাস্করাত্মমুখস্ত চ ॥ ৬২
 প্রক্লীয়েত পূরতাস্তঃ পীষমানঃ কলাঃ ক্রমাৎ ।
 ক্লীয়েত তস্মাৎ কৃক্ষে যাঃ শুক্রে হাপ্যায়স্বতি তাঃ ।
 এবং দিনক্রমাতীতে বিবুধান্ত নিশাকরম্ ।
 পীত্বার্দ্ধমাসং গচ্ছতি অমাবস্তাং সুরোস্তমাঃ ।
 পিতরশ্চোপতিষ্ঠন্তি অমাবস্তাং নিশাকরম্ ॥ ৬৪
 ততঃ পক্ষদশে ভাগে কিক্লীচ্ছিতে কলাস্তকে ।
 অপরাহ্নে পিতৃগণৈর্জবন্তঃ পূর্ণাপাততে ॥ ৬৫
 পিবন্তি দ্বিকলাকালং শিষ্টা তস্ত তু বা কলা ।
 নিঃসৃতং তদমাবস্তাং গভস্তিভাঃ স্বধামৃতম্ ।
 তাং সুধাং মাসতৃপ্ত্যা তু পীত্বা গচ্ছন্তি তেহমৃতম্
 সৌম্য। বহিষদশ্চৈব অগ্নিবাস্তাস্তথৈব চ ।
 কব্যাত্শ্চৈব তু যে প্রোক্তা পিতরঃ সর্কৈঃ এব তে ।
 সংবৎসরান্তে বৈ কব্যঃ পক্ষাভা যে দ্বিভৈঃ স্মৃতাঃ
 সৌম্যান্ত ঋতবো জ্যেষ্ঠা মানা বহিষদঃ স্মৃতাঃ ।

হইতে চতুর্দশী যাবৎ সুধাময় জলরাশি নিশা-
 পতিকে পান করেন। চন্দ্রমণ্ডল অর্দ্ধমাসে
 সূর্য্যভেজে অমৃতপরিপূর্ণ হয়। পরে দেবগণ,
 পিতৃগণ ও মহাবিগণ চন্দ্রগণিতে অমৃত পানার্ধ
 পূর্ণিমাতে তাঁহার উপাসনা করেন। সূর্য্য-
 দেবের সমুদ্রস্থিত চন্দ্রকলা দেবগণ ও মহাবি-
 গণ কর্তৃক পীত হওয়ার কৃকপক্ষে ক্লীপ
 হইয়া গুরুপক্ষে তাহা পুনরায় বুদ্ধি
 পাইয়া থাকে। এইরূপে সুধাকরসুধাপান
 করিতে করিতে দেবগণ অর্দ্ধমাসে পরিপূর্ণ
 করেন। পিতৃগণও পান করিবার জন্য অম-
 বস্তার চন্দ্রকে আশ্রয় করিয়া থাকেন।
 অনন্তর চন্দ্রের কলারূপ পক্ষদশ অংশ কিছু
 মাত্র অবশিষ্ট রহিলে পিতৃগণ অপরাহ্নে সেই
 অবশিষ্ট অংশ পান করিবার জন্য তাঁহার
 উপাসনা করেন। দেবগণের পানার্ধশিষ্ট
 সুধাকরের হইলী কলা হইতে গভস্তিসাহায্যে
 অমাবস্তার সুধাময় অমৃত গলিত হয়। পিতৃ-
 গণ তাহা পান করিয়া এক মাস পর্যন্ত তৃপ্তিলাভ

অগ্নিবাভ্যন্তবৈশ্ব শিত্তসর্গা হি বৈ বিজাঃ । ৬৮
 পিতৃভিঃ পিতৃমানস পকনশ্রাং কলা তু বৈ ।
 বাবর কৌরুতে তস্ত ভাগঃ পকনশ্রাং সঃ । ৬৯
 অমাবস্তাং তদা তস্ত অন্তমাপুধ্যতে পরম্ ।
 বুদ্ধিক্রয়ো বৈ পকানো যে ভুজ্যঃ শশিনঃ স্মৃতো ॥
 এবং সূর্য্যনিমিত্তেবা কয়রাক্রিনিশাকবে
 তারাগ্রহাণং বক্ষ্যামি শ্রুতানোচ রথঃ পুনঃ । ৭১
 তোরুতেজোময়ঃ শুভ্রঃ সোমপুত্রস্ত বৈ রথঃ ।
 যুক্তো হইঃ পিশঙ্গৈস্ত অষ্টাভির্বা তরংহনৈঃ । ৭২
 সবরুথঃ সারুধ্বঃ স্মৃতো দিব্যো রথে মহান্ ।
 সোপাসন্নপত্যকস্ত সম্ব্রজো মেঘসমিভঃ । ৭৩
 ভাগ্যবন্ত রথঃ শ্রীমান্ তেজসা সূর্য্যসমিভঃ ।
 পৃথিবীসন্তবৈর্যুক্তো নানাবর্ষেইছোন্তনৈঃ । ৭৪
 যেতঃ পিশঙ্গঃ সারঙ্গো নীলঃ পীতো বিলোহিতঃ

করেন । সেই সুধাভোজী পিতৃগণই, সৌম্য, বহিষদ, অগ্নিবাভা ও কব্য নামে প্রধিত হই-
 য়াছেন । হে বিপ্রগণ ! পিতৃসৃষ্টিতে সংবৎ-
 সর কব্য নামে অভিহিত হয়, বিজগণ
 তাহাকেই পকাক বলিয়া থাকেন । বাহা
 সৌম্য রক্ত, তাহাই বহিষদ মাল নামে ও
 অগ্নিবাভা রক্ত নামে অভিহিত হয় । পিতৃগণ
 কর্তৃক পিতৃময় চন্দ্রকলা পকনশ্রী তিথিতে
 যতকণ বাবৎ না একেবারে ক্ষয় বা পায়, ততকণ
 বাবৎ অমাবস্তা, তৎপরে আবার পূর্ণ হইতে
 আরম্ভ হয় ; এই জন্ত প্রত্যেক বৈড়ণ দিনে
 পকারন্তর পূর্ণে চন্দ্রের ক্ষয় বুদ্ধি হইতে
 থাকে । এইরূপে সূর্য্যের জন্ত চন্দ্রের ত্রাস-বুদ্ধি
 ঘটে । এক্ষণে তারা, রাহু ও অপরাণর গ্রহ-
 লিগের রথের বিষয় বর্ণন করিতেছি । সোমশ্রুত
 সুব্রহ্মের রথ জল ও তেজোময় শুভ্রবর্ণ,
 উহাতে বাহনম বেগনামী পিশঙ্গবর্ণ অষ্টসংখ্যক
 অশ্ব নিয়োজিত রহিয়াছে । উহার বর্ণ মেঘভূলা
 এবং উহা বরুণ ও অমরুধ্ব বাগা সজ্জিত এবং
 অগাধার, পত্যকা ও ধ্বজসমবিত । উহাতে এক
 দিব্য শুনহান্ সারথি বিন্যাসন । শুক্রের রথ
 শ্রীমান্ কাকনবর্ণ এবং সূর্য্যভূলা তেজোময়,
 উহাতে বৈঃ, পিশঙ্গ, সারঙ্গ, নীল, পীত,

কৃষ্ণ হরিতশৈব পৃথক পৃথিবৈব চ ।
 নশভিত্তৈর্মহাভাগৈরকুশৈর্বাভবগিভৈঃ । ৭৫
 অষ্টাশঃ কাকনঃ শ্রীমান্ সোমশ্রাপি রথোত্তমং
 অসনৈর্লোহিতৈরনৈঃ সর্ষপৈরগ্নিসন্তবৈঃ ।
 সর্পতেহনৌ কুমারো বৈ কজুবক্রাচুচক্রগঃ । ৭৬
 ততস্তাগ্নিরসো বিহান্ দেবাচাধ্যো বৃহস্পতিঃ ।
 শেটৈরনৈঃ কাকনেন শুভ্রনেন প্রসর্গতঃ । ৭৭
 যুক্তস্ত বাজিভির্দ্বিবারষ্টাভির্বাভস্মগিভৈঃ ।
 নকত্রেহস্মৎ নিবসতি সবেগন্তেন গচ্ছতি । ৭৮
 ততঃ শনৈশ্চরোহপ্যনৈঃ শংলৈর্বোম-সন্তবৈঃ ।
 কাক্যায়নং সমাক্রুত্ব শুভ্রনং বাতি বৈ শনৈঃ । ৭৯
 শ্রুতানোচ তথৈবাগাঃ কৃকা কুটৌ মনোমবাঃ ।
 রথশ্রমোময়রুস্ত সতৃদযুক্তা বহন্ত্যতঃ । ৮০
 আদিভ্যাগ্নিঃস্মৃতো রহঃ সোমং গচ্ছতি পর্কসু ।
 আদিভ্যাগ্নেত সোমাচ্চ পুনঃ সৌরেনু পর্কসু । ৮১
 অথ কেতুরথস্তাশ্বা অষ্টাষ্ঠৌ বাতরংহনঃ ।
 পলাশদৃশসন্ধাশাঃ শবলা রাসভাকৃণাঃ । ৮২

লোহিত, কৃষ্ণ, হরিত, পৃথক ও পৃথি এই
 নানা বর্ণের নশটী অশ্ব সংযোজিত আছে ।
 এই সকল অশ্ব মহাভাগ, বায়গামী, পৃথিবী-
 সমুদ্ভূত ও শূলকার । সোমগ্রহের কাকনরথও
 অপ্রতিহত, সর্ষপ গমন-সমর্থ, অগ্নিসন্তুত ও
 লোহিতবর্ণ অষ্টঅশ্বযুক্ত । শ্রীমান্ কুমার
 সোম এই কজু ও বক্র চক্রশালী রথে সরল
 ও বক্রগতিতে ভ্রমণ করেন । অগ্নিরাতনয়
 বিহান্ দেবাচাধ্যো বৃহস্পতি রক্তবর্ণ অশ্বশালী
 কাকনময় রথে পশ্চিমমণ করিয়া থাকেন । ৫৫—
 ৭৭ । ইহার রথ গমনসমবেগনাম্য ও দিব্য অষ্ট-
 অশ্বযুক্ত । ইনি এক বৎসর বাবৎ এক নক্ষত্রে
 বাস করেন, পরে সবেগে গমন করিতে
 থাকেন । শনৈশ্চর গ্রহও নানাবর্ণময় বোম-
 সন্তব অশ্বযুক্ত কৃকারসনির্ধৃত রথে আরোহণ
 করিয়া শনৈঃ শনৈঃ গমন করিয়া থাকেন ।
 মনের তুল্য বেগনামী, কৃকবর্ণ, অষ্ট অশ্ব,
 একবার যোজিত হইয়া অগ্রসরকাল রাহু-
 গ্রহের জ্যোতিষ রথ বহন করিয়া থাকেন ।
 রহু আদিভ্যা হইতে নিঃসৃত হইয়া পূর্ব্বদায়

এতে বাহ্য গ্রহাণ্য বৈ ময়া প্রোক্তা রথঃসহ ।
 সর্ষে ক্রবনিবন্ধান্তে প্রবন্ধা বাতরশ্মিভিঃ ॥ ৮০
 এতে বৈ ভ্রাম্যমাণস্য যথাযোগ্য ভ্রমস্তি বৈ ।
 বায়ব্যান্তিরদৃশ্যভিঃ প্রবন্ধা বাতরশ্মিভিঃ ॥ ৮৪
 পরিভ্রমন্তি তদ্বন্ধাশ্চেন্দ্রসূর্যাগ্রহা দিবি ।
 ভ্রমন্তমুগচ্ছন্তি ক্রবং যো জ্যোতিষং নণাঃ ৮৭
 যথা নদ্যদকে নৌস্ত সলিলেন সহোহতে ।
 তথা দেবালয়া হেতে উহন্তে বাতরশ্মিভিঃ ।
 তস্মাৎ সর্ষেণ দৃশ্যন্তে ব্যোমি দেবগণাস্ত তে ৮৮
 বাবত্যশ্চৈব ত্যাস্ত ত্যাস্তো বাতরশ্ময়ঃ ।
 সর্ষাঃ ক্রবনিবন্ধান্তঃ ভ্রমন্তো ভ্রাময়ন্তি তম্ ॥ ৮৭
 তৈলস্পীড়াকরণ চক্রং ভ্রমদভ্রাময়তে যথা ।
 তথা ভ্রমন্তি জ্যোতীষি বাতবন্ধানি সর্ষণঃ ॥ ৮৮
 অলাতচক্রবদ্যন্তি বাতচক্রেব্রিতানি তু ।

যস্মাচ্ছ্রোতীষি বহতে প্রবহন্তেন স স্মৃতঃ ॥ ৮০
 এবং ক্রবনিবন্ধোহসৌ সর্পতে জ্যোতিষাং নণাঃ ।
 সৈষ ত্যাস্ময়ো জ্যেয়ঃ শিল্পমারো ক্রবো দিবি ।
 যন্তু কুরুতে পাপং দৃষ্টু তং নিশি মুচ্যতে ১০
 বাবত্যশ্চৈব ত্যাস্তাঃ শিল্পমারান্ত্রিতা দিবি ।
 তস্যস্তোব তু বর্ষাণি জীবন্ত্যভ্যধিকানি তু ॥ ৮১
 পার্থত্যঃ শিল্পমারোহসৌ বিজ্ঞেয়ঃ প্রবিভাগণঃ ।
 উস্তানপাদস্ত্যাব বিজ্ঞেয়ো দ্যাকরো হনুঃ ॥ ৮২
 যন্তুহধন্ত বিজ্ঞেয়ো ধর্মো মূর্ত্তানমাশ্রিতঃ ।
 হৃদি নারায়ণঃ সাধ্য অশ্বিনৌ পূর্ষপানয়োঃ ॥ ৮৩
 বক্রপচাধ্যমা চৈব পশ্চিমে তস্ত সন্ধিষি ।
 শিগ্গঃ সংবৎসরস্ত্য মিত্রোহপানে সমাপ্রিতঃ ১৪
 পুচ্ছোহশ্বিনশ্চ মহেন্দ্রশ্চ মরীচিঃ কস্তপো ক্রবঃ ।
 তারকাঃ শিল্পমারশ্চ নাস্ত্যেতি চতুষ্টিম্ ॥ ৮৫
 নক্ষত্র-চন্দ্র-সূর্যাশ্চ গ্রহাস্ত্যারাগণৈঃ সহ ।
 উন্মুখাভিমুখাঃ সর্ষে চক্রোভূতান্ত্রিতা দিবি ॥ ৮৬

পূর্ণচন্দ্রে প্রবিষ্ট হয়েন এবং পুনরায় অমা-
 বস্তায় আদিত্যে আগমন করেন । এইরূপ কেতুর
 রথও বায়ুবৎ বেগশালী, পলাতকমুখবৎ ধূসর-
 বর্ণ ও রাসভবৎ অরুণবর্ণের অস্ত্রসম্বলিত ।
 আমি যে সকল গ্রহের রথ ও অশ্ব অশ্বাদি-
 সমন্বিত গ্রহগণ বায়ুরূপ রজ্জু সহকারে
 ক্রবনক্ষত্রে নিবদ্ধ রাখিয়াছে। বায়ুবান্ধিত
 অশুস্ত রশ্মিতে নিবদ্ধ ও ভ্রাম্যমাণ হইয়া
 এই সকল গ্রহাদি যথানির্দিষ্ট পথে ভ্রমণ
 করিয়া থাকে। এইরূপ পরস্পর বায়ু-রজ্জু-
 বদ্ধ রবি শনী ও গ্রহাদি জ্যোতিষ্কগণ ভ্রমণ-
 পরায়ণ ক্রবনক্ষত্রে নিবদ্ধ হইয়া আকাশে পরি-
 ভ্রমণ করিতেছেন। নদীমধ্যস্থ নৌকা যেমন
 নদীর জলবেগে বাহিত হয়, তেমনি এই সকল
 দেবতার আলয়সমূহও বায়ু-রজ্জুতে বাহিত
 হয়। এইজন্ত আকাশে এই সমস্ত দেবতাকে
 দেখিতে পাওয়া যায়। যতগুলি তারা আছে
 বাতরশ্মিও তত পরিমাণ। ইহারা সকলেই
 ক্রব নক্ষত্রে নিবদ্ধ রহিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে
 ক্রব নক্ষত্রকেও ভ্রমণ করাইতেছে। তৈল-
 স্পীড়নকর চক্র যেমন ভ্রমণকালীন মধ্যস্থিত
 দণ্ডাদি ভ্রমণ করায়, তেমনি বাতবদ্ধ জ্যোতিক-

মণ্ডল ভ্রমণ করিতে থাকে। ইহারা বায়ু-রজ্জু
 চালিত হইয়া অলাতচক্রবৎ ভ্রমণ করে। বায়ু
 নিখিল জ্যোতির্ভূতগুলি বহন করিয়া থাকে।
 সেইজন্ত এই বায়ু নাম হইয়াছে প্রবহ।
 শিল্পমারকৃতি তারামণ জ্যোতিক আকাশ-
 মণ্ডলে স্থিরভাবে থাকে, রাত্রিকালে উহার
 দর্শনে দিনকৃত পাপগাণি হইতে মুক্ত হওয়া
 যায় এবং যত তারা এই শিল্পমারের আশ্রিত,
 তত বর্ষ কাল দীর্ঘজীবন লাভ হইয়া থাকে।
 এই শাশ্বত শিল্পমারকে বিভিন্নরূপে জানিতে
 হয়। ইহার উত্তর হনু মুখের পার্শ্বদেশ ক্রব-
 তারা, ধর্ম উত্তর মস্তকদেশ এবং বক্র উত্তর
 অধর বলিয়া বিদিত হইবে। ক্রবের নারায়ণ
 ও পূর্ষপাদ্বয়ে অশ্বিনীকুমারের আছেন।
 বক্র ও অধ্যমা ইহার পশ্চিম সন্ধিদেশ,
 সংবৎসর ইহার শিগ্গ এবং নিজ ইহার অপান
 আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন। আমি ও মহেন্দ্র
 ইহার পুচ্ছদেশ। এই শিল্পমার, কস্তপ, মরীচি
 ও ক্রব এই চারিটী তারকা কখনও অস্ত যায়
 না। নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য ও গ্রহগণ, ইহারা সক-
 লেই চক্রাশ্রিত, উন্মুখ ও পরস্পর পরস্পরের

ক্ৰবেণাধিষ্ঠিতাঃ সৰ্কে ক্ৰবমেব প্রদক্ষিণম্ ।
 প্রায়ান্তীহ বরং শ্রেষ্ঠমেদীভূতং ক্ৰবং দিবি ॥ ১৭
 ক্ৰবায়িকণ্ডপানাত্ত বরংচানৌ ক্ৰবঃ স্মৃতঃ ।
 এক এব ভ্রমতোষ মেকপৰ্শ্বতমূৰ্দ্ধনি ॥ ১৮
 জ্যোতিষাক্রমেতন্নি সদা কৰ্ণত্যাংভূমুখঃ ।
 মেকম'পো'চয়তোষ প্রয়াতীহ প্রদক্ষিণম্ ॥ ১৯

ইতি ব্রহ্মাণ্ডে মহ'পুরাণে ক্ৰবচৰ্চ্যা নাম
 সপ্তপকাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৭ ॥

অষ্টপকাশোহধ্যায়ঃ ।

শাংশপায়ন উবাচ ।

এতং শ্রুত্ব তু মুনয়ঃ পুনন্তে সংশয়ান্বিতাঃ ।
 পপ্রচ্ছুরন্তরং ভূয়ন্তান তে লোমহংঘম্ ॥ ১
 কবয় উচুঃ ।
 যন্তেতদ্বৃকং ভবতা গৃহণ্যেতানি বিক্রতম্ ।
 কথং দেবগৃহাণি স্যুঃ কথং জ্যোতীষ্যি বরয় ।
 এতং সৰ্কে সমাচক্ষ জ্যোতিষাকৈব নিশ্চয়ম্ ॥ ২

অভিমুখভাবে অস্থিত । ক্ৰব কর্তৃক অধিষ্ঠিত
 হইয়া সকলেই শ্রেষ্ঠ মেদীভূত ক্ৰবকে প্রদক্ষিণ
 করিতেছে । ক্ৰব, কণ্ডপ ও অগ্নি এই তিন
 তারকা মধ্যে ক্ৰবই শ্রেষ্ঠ, ইনি একাকী মেক-
 পৰ্শ্বতের শিরোদেশেপরি ভ্রমণ করিয়া থাকেন ।
 এই ক্ৰব নিম্নমুখী হইয়া সতত জ্যোতিঃক্ষে-
 ত্র আকর্ষণ করত মেককে আলোকিত ও প্রদক্ষিণ
 করিতেছে । ৭৮—১১ ।

সপ্তপকাশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৫৭ ॥

অষ্টপকাশ অধ্যায় ।

শাংশপায়ন বলিলেন, এইরূপ শ্রবণ করি-
 বার পর মুনীগণ সন্দিগ্ধ হইয়া পুনরায়
 লোমহংঘকে জিজ্ঞাসিলেন, ভগবন্! আপনি
 যে সকল গৃহের কথা কহিয়াছেন, সে সকলই
 প্রসিদ্ধ ; এখন দেবগৃহ কৌশল ও মনজমণ্ডাই
 বা কি প্রকার, তাহা বর্ণন করুন । মুনীগণের

শ্রুত্ব তু বচনং তেবাং তদা স্মৃতঃ সমাহিতঃ ।
 অস্মিন্নৰ্থে মহাপ্রাচৈর্জগৎকৃত্য জ্ঞানবুদ্ধিভিঃ ॥ ৩
 তৎসোহং সম্প্রবক্ষ্যামি সূর্যাচন্দ্রমণ্ডোৰ্ভবম্ ।
 যথা দেবগৃহাণীহ সূর্যাচন্দ্রমণ্ডোৰ্ভবম্ ॥ ৪
 অতঃপরং ত্রিবিধং যের্বৈকোহহন্ত সমুভবম্ ।
 চিবাস্ত্র ভৌতিক'স্ত্র'যেধেধাঃ পার্শ্ববস্ত চ ॥ ৫
 বুধায়াস্ত রজস্বাং বৈ ব্রহ্মণোহব্যাক্তম্মনঃ ।
 অব্যাক্ততমিদম্ভ্রাতীশৈশেন তমদ্যাতম ॥ ৬
 চতুর্ভূতাবশিষ্টেহস্মিন্ পার্শ্ববঃ সোহগ্নিক্রচ্যতে ।
 যশ্চানৌ তপতে সূর্যো শুচিবগ্নিস্ত স স্মৃতঃ ॥ ৭
 বৈদ্রাতাখ্যস্ত বিজ্ঞেয়ন্তেবাং বক্যোহং লক্ষণম্ ।
 বৈদ্রাতো জ্যৈষ্ঠঃ সৌরো হুপাং গর্ভাক্রয়োহংঘঃ ।
 ওষ্মাদপঃ পিবন্ সূর্যো গোভিনীপাত্যাহসৌ দিবি
 বৈদ্রাতেন সমাধিষ্টো বাকো' নান্তিঃ প্রশাম্যতি ।
 মানবানাং কুক্রিষৌ নান্তিঃ শাম্যাত পাবকঃ ॥ ৯
 অর্জিষ্মান পরমঃ সোহগ্নিঃ প্রতবো জ্যৈষ্ঠঃ স্মৃতঃ
 যশ্চায়ং যশুলী শুক্রো নিরম্মা সম্প্রকাশতে ॥ ১০
 প্রভা হি সৌরী পাদেন হস্তং বাতি দিবাকরম্ ।

বার্তা শুনিয়া স্মৃত সমাহিতচিত্তে বলিলেন,
 হে মুনীগণ! এবিষয়ে প্রতিভাসম্পন্ন পণ্ডিতেরা
 যেরূপ বলিয়াছেন, আমি আপনাদের নিকটে
 সে সমস্ত বলিতেছি । দেবগণের ও চন্দ্রসূর্যের
 গৃহ কিরূপ তাহা আমি বর্ণন করিব; পরে দিব্য,
 ভৌতিক ও পার্শ্ব এই ত্রিবিধ অগ্নি; উৎপত্তি
 বিবরণও ব্যক্ত করিব । অব্যাক্তজমা ব্রহ্মার
 রজনী প্রভাত হইলে এই নৈশ অন্ধকারময়
 চরাচর অব্যাক্ত ছিল । এই বিধের চতুর্ভূতা-
 বস্থার যে অগ্নি, তাহাকে পার্শ্বব অগ্নি নামে
 অভিহিত করা হয় । যে অগ্নি সূর্যো উত্থাপ
 দান করে, সেই অগ্নি শুক্র এবং তাহার
 নাম বৈদ্রাত, এক্ষণে তাহার লক্ষণ বলা
 যাইতেছে । অগ্নি ত্রিবিধ যথা—বৈদ্রাত,
 জ্যৈষ্ঠ ও সৌর । সূর্য্য বৈদ্রাতাখ্যরূক
 হইয়া কিম্বদন্তেপে জল আকর্ষণ করিয়া লয়ন,
 জন তাহাকে নির্দীপিত করিতে পারে না ।
 মানবের হৃদিকে অগ্নির নাম জ্যৈষ্ঠাগ্নি, এই
 অগ্নি যশুলাকার, তরুণ ও নিরম্মা । সূর্য্য অত-

অগ্নিমাষিণ্ডে রাত্রে তস্মাদ্ভ্যং প্রকাশতে ॥১১
উদ্যাত্তক পুনঃ সূর্য্যমৌক্যমাশ্বেষমাষিণ্ড ।
পানেন পার্শ্বিষজ্ঞাশ্বেষস্মাদ্ভ্যং তানো ॥ ১২
প্রকাশশ্চ তথৌক্যক সৌরাশ্বেষে তু তেজসী ।
পরস্পরাভ্যুশ্বেষাদাপ্যশ্বেষে দিবানিশ্যম ॥ ১৩
উত্তরে চৈব তুমার্কে তস্মাদ্ভ্যং দক্ষিণে ।
উত্তিষ্ঠতি পুনঃ সূর্য্যো রাত্রিমাষিণ্ডে ত্বপঃ ।
তস্মাভ্যাম্ভ্য ভবত্যাগো দিবা রাত্রিপ্রবেশনাত ॥ ১৪
অন্তঃ যতি পুনঃ সূর্য্যো অহর্ভৈ প্রবিষত্যপঃ ।
তস্মাদ্ভ্যং পুনঃ শুক্রা আপো দৃগ্ভ্যে ভাস্ববঃ ॥
এতেন ত্রেমবোণেণ ভূমার্কে দক্ষিণোত্তরে ।
উদয়াস্তময়ে নিতামহোবাভ্রং বিশত্যপঃ ॥ ১৬
বশ্যানো তপতে সূর্য্যো পিবরন্তা নভস্তিভিঃ ।
পার্শ্বিষো হি বিমিশ্রোহসৌ দিবাঃ শুচিরিতি স্মৃতঃ ।
সংস্রপাদঃ সৌহৃদ্যং বৃত্তঃ কৃত্তনিতঃ শুচিঃ ।
আনন্তে তন্তু রশ্মীনং সহস্রৈশ্চ সমস্ততঃ ॥ ১৮
নাদ্যৌতৈশ্চব সামুদ্রীঃ কোপ্যাতৈশ্চব সধবনৌঃ ।
স্বাবরা ভজমাতৈশ্চব বশ্চ সূর্য্যো হিরণ্ময়ঃ ।

গত হইলে সূর্য্যের প্রভা অগ্নিতে প্রবেশ করে।
সেই হেতু প্রকাশ পাইয়া থাকে। ১—১১।
যে সময় সূর্য্য পুনর্বার উদিত হয়েন, তখন
আগ্নের উষ্ণতা পুনরায় সূর্য্যে প্রবেশ করে,
সে অস্তই সূর্য্য উত্থাপন করেন। সৌর বা
আগ্নের প্রকাশ ও উষ্ণতা, সূর্য্য ও অগ্নি এই
উভয়ের মধ্যে পর্য্যায়ক্রমে প্রবেশপূর্ব্বক
সত্তত পরস্পরের বৃত্তি বিধান করিতেছে।
সূর্য্যের পুনরুদয়ে রাত্রি জলাভ্যন্তরে প্রবেশ
করে, সেই অস্তই জল দিবসে তান্রবর্ণ হইয়া
উঠে। পুনর্বার সূর্য্য অস্তগত হইলে দিবস
জলে প্রবেশ করে, তাই রাত্রিকালে জল
ভাস্বর শুক্রবর্ণ হয়। এইরূপ পর্য্যায়ে দিবা-
রাত্রি সূর্য্যের উদয় ও অস্ত জলে প্রবিষ্ট
হইয়া থাকে। যে অগ্নি সূর্য্যের তিতরে থাকিয়া
কিরণযোগে জলপান করে, সেই অগ্নি পার্শ্বি,
কৃত্তনিত গোলাকার ও পার্শ্ব। উহার নাম
সহস্রপান, কেননা সেই অগ্নি রশ্মি-সহস্র-
যোগে চারিদিক হইতে সাগর, নদী, কূপ, ময়ূ,

তন্ত রশ্মিসহস্রস্ত বর্ষশীতোষ্ণানিব্রবম্ ॥ ১৯
তানাকতুঃশতা নাড্যো বর্ষন্ত চিত্তমূর্ছয়ঃ ।
বন্দনাতৈশ্চব বন্দ্যাস্ত ঋতনা নৃতনাত্ত্বা ।
অমৃতানামতঃ সর্গাঃ রশ্ময়ো বৃষ্টিসর্জনঃ ॥ ২০
হিমবাহশ্চ তাত্যোহস্তা রশ্ময়ঃশিতাঃ পুনঃ ।
দৃষ্টা মেধ্যাস্ত বাহাস্ত ব্রাদিত্যো হিমসর্জনঃ ॥ ২১
চন্দ্রাস্তা নামতঃ সর্গাঃ পীতাত্ত্বা গভস্তয়ঃ ।
শুক্রাস্ত কুরুভৈশ্চব গবো বিশ্বভূতস্ত্বা ॥ ২২
শুক্রাস্তা নামতঃ সর্গাস্ত্রিশতা বর্ষসর্জনঃ ।
সমং বিভক্তি তাত্ত্বস্ত মনুষ্য-পিতৃ-দেবতাঃ ॥ ২৩
মনুষ্যানোষধেনেহ স্বধরা চ পিতৃনপি ।
অমৃতেন সুরান্ সর্গাস্ত্রীহুভিস্তপস্মিত্যমো ॥ ২৪
বসন্তে চৈব গ্রীষ্মে চ স তৈঃ সূতপতে ত্রিভিঃ ।
বর্ষাষথো শরদি চ চতুর্ভিঃ সম্প্রকর্ষতি ॥ ২৫
হে-স্তে শিশিরে চৈব হিমং স সূতপতে ত্রিভিঃ ।
ওষধীষু বলং ধন্তে স্বধরা চ পিতৃনপি ।
সূর্য্যোহমরভুমুতং ত্রয়স্তিষু নিবহুতি ॥ ২৬

স্বাবর ও ভজমাদির রসাকর্ষণ করিতেছে। যে
সূর্য্য হিরণ্ময়, তাহার সহস্র রশ্মি, বর্ষা, শীত-
উষ্ণতা সৃষ্টি করে। তাহার মধ্যে বন্দনা,
বন্দী, ঋতনা, নৃতনা এবং অমৃতাদি নামে
চারিশত রশ্মি বৃষ্টি সৃষ্টি করে। ১২—২০।
তাহা হইতে ভিন্ন দৃষ্ট পার্শ্ব পীতবর্ণ হিমবাহ
ত্রিশত রশ্মি চন্দ্রা নামে অভিহিত। ইহা
হইতে হিনের সৃষ্টি হয়। অপরাপর আক্লাদ-
জনক শুক্রবর্ণ কিরণগুলি বিশ্বপ্রতিপালন
করে। উহার শুক্র নামে খ্যাত। এই
তিনশত রশ্মি উষ্ণতা সৃষ্টি করে এবং মনুষ্য,
পিতৃ ও দেবতাদিগকে পালন করে। সমস্ত
সূর্য্যরশ্মি মনুষ্য পিতৃ ও দেবগণকে ওষধ, স্বধা
ও অমৃত নামে সম্ভূত করিতেছে। সূর্য্য
বসন্তে ও গ্রীষ্মে সেই তিনশত রশ্মি বিস্তারে
উত্থাপন করেন, বর্ষা ও শরতে সেই
চারিশত রশ্মি হারা বৃষ্টি বর্ষণ করেন, হেমন্তে
ও শীতকালে সেই তিনশত রশ্মি বিস্তারে শৈত্য-
দান করেন। তিনি ওষধি, স্বধা ও অমৃতনামে
মনুষ্য, পিতৃ ও দেবগণকে বলদান করিয়া

এবং রশ্মিসহস্রভূতং দৌরং লোকার্ধদানকম্ ।
 ত্রিভাণ্ডে গভূমাসাদ্য জলকীতোকনিভ্রাম্ ॥ ২৭
 ইত্যেতৎপুণ্ডলং শুক্লং ভাস্করং সূর্যাসংক্রিতম্ ।
 নক্ষত্রগ্রহনোমানাং প্রতিষ্ঠা যো'ন্যেব চ ।
 ঋক্চন্দ্রগ্রহাঃ সর্গে বিলেক্যঃ সূর্যাসংস্থতাঃ ॥ ২৮
 নক্ষত্রাধিপতিঃ সোমে। গ্রহরাজো দিবাকরঃ ।
 শেবাঃ পক গ্রহা জ্যেষ্ঠাঃ ঈশ্বর্যঃ কামরূপিনঃ ॥ ২৯
 পঠ্যতে চাঘ্রিাদিত্য শুভক্চন্দ্রমাঃ স্মৃত্যুতঃ ।
 শেবাশাং প্রকৃতিং সম্যগ্ভব্যাখ্যায় নিবোধত ॥ ৩০
 সুরসেনাপতিঃ স্বন্দঃ পঠ্যতেহস'রকো গ্রহঃ ।
 নারায়ণং বুধং প্রোচর্দেবং জ্ঞানবিনো বিদুঃ ॥ ৩১
 রুদ্রো বৈবস্বতঃ সাক্ষিকর্কো লোকে প্রভুঃ স্বরম্ ।
 মহাগ্রহো বিজ্ঞশ্রেষ্ঠো মন্দ'রামী শনৈশ্চরঃ ॥ ৩২
 মেঘাসুরশুক্ৰে ধৌ তু ভানুমন্তৌ মহাগ্রহৌ ।
 প্রজাপতিসুতাবেত্যবৃভৌ শুক্র-বৃহস্পতৌ ।
 দৈত্যৌ মহেন্দ্রশ্চ ত্তরাধিপত্যে বিনির্দ্ভিতৌ ॥
 আদিত্যমূলমখিলং ত্রিলোকং নাত্র সংশয়ঃ ।
 ভবত্যস্ম জগৎ কলং সন্দেহাসুরমাবৃষম্ ॥ ৩৪
 রুদ্রেন্দ্রোপেন্দ্রেন্দ্রোবাণং বিপ্রেন্দ্র'স্তু দিব্যৌকসাম্ ।

ধাকেন। এই প্রকার লোকার্ধদানন সূর্যের
 রশ্মি সহস্র বিভিন্ন স্বরূপে বিভিন্ন কল দান
 করিতেছে। এইরূপে সূর্যমণ্ডল শুক্লবর্ণ ও
 দীপ্তিশীল এক নক্ষত্র গ্রহ ও চন্দ্রের প্রতিষ্ঠা-
 স্থান। নক্ষত্র গ্রহ ও সূর্য ইহারা চন্দ্র হইতে
 উৎপন্ন। চন্দ্র নক্ষত্রের অধিপতি, সূর্য গ্রহ-
 পণের অধিপতি, অবশিষ্ট পঞ্চগ্রহ ঈশ্বর ও
 কামরূপী বলিয়া বিদিত হইবে। সূর্য
 অগ্নির ও চন্দ্র জলময় বলিয়া কীর্তিত।
 অপর গ্রহের প্রকৃতির বিষয় বলি'ছি, শ্রবণ
 করুন। ২১—৩০। অমরসেনানী কাস্তিকের
 মন্ত্রগ্রহ নামে অভিহিত। জগদান নারায়ণ
 বুধগ্রহ নামে কীর্তিত হন। রুদ্রকে মহাগ্রহ
 শনৈশ্চর বলা হয়। দেবশুক্ৰ বৃহস্পতি ও
 অহরশুক্ৰ শুক্র নামে নির্দিষ্ট। তাহারা
 প্রজাপতির পুত্র, সুর ও নক্ষত্রের উপর
 তাহাদের অধিপত্য অক্ষর। এই দ্বিত্বের
 মূল আদিত্য, ইহাতে সন্দেহ নাই। যে

হ্রাতিহ্র'তিমতাং কলম্ব বতেজঃ সার্কলৌকিকম্ ।
 সর্গ'স্ত্রা সার্কলৌকেশো মূলং পদমণৈব'ভম্ ।
 ততঃ সঞ্জাঘতে সর্গং তত্র চৈব প্রণীয়তে ॥ ৩৩
 ভাবাভাবৌ হি লোকানামাদিত্যঃস্বভৌ পুণ্য ।
 জগৎজ্যেয়ো গ্রহো বিপ্রা দা'গ্নিম'ন' সূর্যহো গবি
 যত্র গচ্ছ'ত নিধনং জাহ্নতে চ পুনঃপুনঃ ।
 কণা মুহূর্তা দিবসা নিশাঃ পক্ষাশ্চ কৃৎসনঃ ।
 মাসাঃ সংবৎসর'শ্চৈব ঋতবোহস্ববৃণানি চ ॥ ৩৪
 তদাদিত্যাতৃতে তেবাং কালদংখ্যা ন বিদ্যতে ।
 ণালাতৃতে ন নিগমো ন দীক্ষা নান্নিহকৃতম্ ॥ ৩৫
 গভূমবিভাগশ্চ পুষ্প-মূল-কলং কৃতঃ ।
 কৃতঃ শত্ৰাভিনিপাতির্ভূ'বোধবিগদা দি বা ॥ ৩৬
 অভাবো ব্যবহারণ্যং নেবা'নং লিবি চেহ চ ।
 জগৎ-প্রতাপনমুতে ভাস্করং বারিতস্করম্ ॥ ৩৭
 স এব কাল'চাঘ্নি'শ্চ ষাণশা'ত্রা প্রজাপতিঃ ।
 তৎতোষ বিজ্ঞশ্রেষ্ঠাষ্ট্রলোকাং সচরাচরম্ ॥ ৩৮
 স এব তেজদাং রাশিঃ সমস্তঃ সার্কলৌকিকঃ ।
 উত্তমং মৃ'গমা'হাং বায়োভা'তিরিদং জগৎ ।

বিজয়গণ! রুদ্র, ইন্দ্র, চন্দ্র, উপেন্দ্র ও
 অত্রাশ্র ত্রিদিববাসী-নগের যে, সার্কলৌকিক
 তেজঃ, তাহার মূল হইলেন সেই সার্কলৌকপতি
 সূর্য। এই জগৎ সূর্য হইতে জাহ্নিতেছে,
 আবার সেই সূর্যই লীন হইতেছে। সূর্য
 একটি ভুবনবিখ্যাত দীপ্তিমান গ্রহ, তাহা
 হইতে জগৎ উৎপন্ন এবং তাহাতেই লীন
 হইতেছে। আদিত্য ব্যতীত জল, মুহূর্ত,
 দিবস, নিশা, পক্ষ, মাস, সংবৎসর, কল ও যুগাদি
 কালের নির্ণয় হইতে পারে না। কালনির্ণয়
 বিনা নিগম, দীক্ষা, গু'ণান্নিহকৃতম্ বা ঋতু-
 বিভাগ ইহার কিছুই হইতে পারে না।
 গভূর বিভাগ ব্যতীত মূল, মূল, কল, ওষধি,
 পত্র ইত্যাদি কিছুই হইতে পারে না। লোক-
 প্রতাপন ভাস্কর জির পর্গ বা মর্ত্য কোম
 লোকেই বহু'গ-নিচর বহু'গা অসংখ্য।
 ৩১—৩১। সেই সূর্য কাল ও অগ্নিযগ্ন
 বদনাশ্রা। সেই সূর্য একটি সার্কলৌকিক
 তেজোরাশি। এই জগৎ ব্যাপ্ত উত্তমমার্গে

পার্শ্বমূর্ধ্ববৈশ্বতাপর্য্যেণ সর্ষণঃ ॥ ৪০
 রবে রশ্মিসহস্রং যৎ প্রায়ুয়া সমুদাহৃতম্ ।
 তেবাং শ্রেষ্ঠাঃ পুনঃ সপ্ত রশ্ময়ো গ্রহ-যোনয়ঃ ॥ ৪১
 সুযুয়ো হরিকেশশ্চ বিধ্বকর্মা তথৈব চ ।
 বিশ্বশ্রবাঃ পুনশ্চান্যঃ সম্প্রবহুতঃ পরম্ ।
 অর্ধাবহুঃ পুনশ্চাশ্রো ময়া চাত্ত প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৪২
 সুযুয়ঃ সূর্য্যরশ্মিঃ ক্লীণ শশিনমেধয়নৃ ।
 তির্ঘ্যগৃক্-প্রভাবোহনৌ সুযুয়ঃ পরিকীর্ত্ত্যতে ॥ ৪৩
 হরিকেশঃ পরস্তান্য্য ঋক্‌যোনিঃ প্রকীর্ত্ত্যতে ।
 দক্ষিণে বিধ্বকর্মা তু রশ্মির্দক্ষিণ্যেতে বুধম্ ॥ ৪৪
 বিশ্বশ্রবাত্ বঃ পশ্চাৎ শুক্রযোনিঃ স্মৃতা বুধৈঃ ।
 সম্প্রবহুশ্চ যো রশ্মিঃ সা যোনির্লোহিতত্ব চ ॥ ৪৫
 যষ্টত্বর্ক্যাবহু রশ্মির্ধোনিষ্ঠ স বুহস্পত্যেঃ ।
 শনৈশ্চরয় পুনশ্চাপি রশ্মিরাপ্যায়তে স্বরাট্ ॥ ৪৬
 এবং সূর্য্য-প্রভাবেন গ্রহ-নক্ষত্র-তারকাঃ ।
 বর্জ্যে বিদিতাঃ সর্ক্য্য বিধ্বকেশং পুনর্জগৎ ।
 ন কীর্ত্তে পুনস্তানি তস্মান্নক্ষত্রা স্মৃতা ॥ ৪৭

ধাকিয়া দীপ্তি পাইতেছে, সূর্য্য তাহাকে পার্শ্ব
 উর্দ্ধে ও অধোদেশে উদ্ভাপিত করিতেছেন। পূর্বে
 আমি যে সহস্র রশ্মির বিষয় বলিয়াছি, তাহার
 মধ্যে গ্রহের মূল সাতটা রশ্মির শ্রেষ্ঠ। সেই
 রশ্মি সাতটা যথা—সুযুয়, হরিকেশ, বিধ্বকর্মা,
 বিশ্বশ্রবা, সম্প্রবহু, অর্ধাবহু ও আর্ধ্য।
 সুযুয় নামে যে সূর্য্যরশ্মি ক্লীণ শশীকে বর্জিত
 করে, তাহার প্রভাব তির্ঘ্যক্ ও উর্দ্ধদেশে
 প্রসৃত। হরিকেশ নামে সূর্য্যরশ্মি নক্ষত্রের
 আদি যোনি। বিধ্বকর্মা নামে সূর্য্যরশ্মি
 বুধগ্রহকে দক্ষিণদিকে বর্জিত করিতেছেন।
 বিশ্বশ্রবা নামে সূর্য্যরশ্মি শুক্রগ্রহের
 যোনি বলিয়া কথিত। সম্প্রবহু নামে সূর্য্য-
 রশ্মি লোহিতগ্রহের যোনি বলিয়া নির্দিষ্ট।
 অর্ধাবহু নামে যষ্ট সূর্য্যরশ্মি বুহস্পতির যোনি,
 স্বরাট্ নামে সূর্য্যরশ্মি শনিগ্রহকে প্রাপ্যায়িত
 করে। এইরূপ সূর্য্যপ্রভাবে গ্রহ নক্ষত্র ও
 তারকারাজি বর্জিত হইতেছে। ঐ গ্রহাদি
 ক্লীণ হয় না বলিয়া তাহাদিগকে নক্ষত্র বলা

কেন্দ্রাধ্যোতানি বৈ পূর্ক্বেমাপত্যন্তি গভস্তিভিঃ ।
 তেবাং কেন্দ্রাধ্যাদন্তে সূর্য্যো নক্ষত্রতাং গতঃ ।
 তীর্ণান্য্য শুক্রভেনেহ শুক্রতন্তে গ্রহাশ্রয়ঃ ।
 তারাগাং তারকা হ্যেতাঃ শুক্রম্যষ্টেব তারকাঃ ।
 দিব্যান্য্য পার্থিবানাক্ নৈশানাকৈব সর্ষণঃ ।
 আদানান্নিত্রিমানত্যন্তমস্যাং তেজসাং মহান্ ॥ ৪৮
 সূর্য্যাত স্পন্দনার্থে চ ধাতুরেব বিভাভ্যতে ।
 সনভেজোময়ং পাক তেনাসৌ সবিতা মতঃ ॥ ৪৯
 বহুর্থশ্চন্দ্র ইত্যেব ফ্লাদনে ধাতুরিভ্যতে ।
 শুক্রতে চামৃতং চ শীতং চ বিভাভ্যতে ॥ ৫০
 সূর্য্যাতন্ত্রমসৌদবে মণ্ডলে ভাথরে খণে ।
 জলভেজোময়ে শুক্রে বুধসুহৃদভিভে ভূতে ॥ ৫১
 বনতোয়াময়ং শুক্র মণ্ডলং শশিনঃ স্মৃতম্ ।
 বনভেজোময়ং শুক্র মণ্ডলং ভাস্করত্ব তু ॥ ৫২
 বিশতি সর্ক্বেদেবাত্ত স্মান্যেতোনি সর্ষণঃ ।
 মৃষত্তরেষু সর্ক্বেষু ঋক্‌সূর্য্যগ্রহাশ্রয়ঃ ॥ ৫৩
 তানি দেবগৃহাণেব সূহস্মানি ভবন্তি চ ।

হয়। এই সকল কেন্দ্র গভস্তি দ্বারা পূর্বে
 অল্প পরিমাণে আপতিত হয়। সূর্য্য নক্ষত্রপ্রাপ্ত
 হইয়া তাহাদের কেন্দ্র অবলম্বন করেন।
 পূর্য্য বলে বাহারা উর্ধ্বীর্ঘ হইয়াছেন, তাঁহা-
 রাই পূর্য্যাবসানে গ্রহ আশ্রয় করিয়া তারকারূপে
 বিরাট করেন, শুক্র বলিয়া ইহাদিগকে তারকা
 বলা হয়। সূর্য্য দিব্য, পার্থিব ও নৈশ তেজঃ
 ও অন্ধকার আদান করেন বলিয়া তাঁহাকে
 আদিত্য নামে অভিহিত করা হয়। সূ-ধাতুর
 অর্থ—স্পন্দন, সত্য সর্ক্বেদা স্পন্দিত হইলে
 বলিয়া সূর্য্য। তেজ ও জলের উদ্ভব বা পবি-
 ত্রতাকারক বলিয়া সূর্য্যকে সবিতা বলা হয়।
 চন্দ্রশব্দের অনেক অর্থ। যে ধাতু হইতে
 চন্দ্র শব্দ সম্পন্ন হইয়াছে, তাহার অর্থ—আচ্ছাদ,
 শুষ্ক, অমৃতত্ব ও শীতত্ব ॥ ৪২—৪৫। সূর্য্য-
 মণ্ডল উজ্জ্বল, তেজোময়, শুক্র ও গোলাকার
 কুহুনিভ। তাহাতে বনতোয়াক শশিমণ্ডল
 সন্নিবিষ্ট। সূর্য্যমণ্ডল শুক্র ও বনভেজোময়।
 তাহাতে দেবগণ প্রবেশ করেন, মৃষত্তরে ঋক্
 গ্রহাদিও সেইখানে থাকেন। সেই দেবগণের

সৌর্য সূর্যো বিশহানং সৌম্যং সৌমন্তৈব চঃ
 শৌক্যং শৌক্যো বিশহানং ষেড়শার্চিঃ প্রতাপহান
 বৃহদ্বৃহস্পতিশ্চৈব লৌহিত্যৈব লৌহিতঃ ।
 শানৈশ্চরং তথা স্থানং দেবশ্চৈব শানৈশ্চর- ৥৬০
 আদিত্যরশ্মিসংযোগাৎ সম্প্রকাশান্তিকাঃ সূতঃ ।
 নবযোজনন্যাহশ্রো বিকৃত্যঃ সবিভূঃ সূতঃ ৥ ৬১
 ত্রিগুণস্তস্য বিস্তারো মণ্ডলক প্রমাণতঃ ।
 বিগুণং সূর্য্যবিক্তরদ্বি বিস্তারঃ শশিনঃ সূতঃ ৥৬২
 তুলাহুয়োক্ত সর্ভানুভূত্বাধস্তাৎ প্রমপতি ।
 উক্তস্য পরিবচ্ছাদাৎ নির্মিতো মণ্ডলাকৃতিঃ ৥৬৩
 স্বর্ভানোক্ত বৃহৎ স্থানং নির্মিতং যন্তমোময়ম্ ।
 আদিত্যাস্তক্ত নিক্রম্য সৌম্যং গচ্ছতি পর্কসু ৥৬৪
 আদিত্যমেতি সৌম্যচ্চ পুনঃ সৌম্যক পর্কসু ।
 স্বর্ভাসা নুদতে যন্তাস্ততঃ স্বর্ভানুভূত্যাৎ ৥ ৬৫
 চেন্দ্রস্য ষেড়শো ভাগো ভাগবিশ্চ বিধীয়তে ।
 বিকৃত্যামণ্ডলাচ্চৈব যোজনগ্ৰাৎ প্রমাণতঃ ৥ ৬৬
 ভাগবৎ পানহীনস্ত বিচ্ছয়ো বৈ বৃহস্পতিঃ ।
 বৃহস্পতেঃ পাদহীনো কুভ্রসৌর্য্যবুভো সূতো ।
 বিস্তারামণ্ডলাচ্চৈব পানহীনস্তয়োর্বুধঃ ৥ ৬৭

গৃহ অতিস্থান। সূর্য্য সৌরস্থান, চন্দ্র চান্দ্র,
 শুক্র শৌক্য, বৃহস্পতি বৃহৎ, মঙ্গল লৌহিত
 এবং শনৈশ্চর শানৈশ্চর স্থান অবলম্বন করেন।
 এই সকল স্থান রবি-রশ্মিযোগে প্রকাশিত
 হয়। সূর্য্যমণ্ডলের পরিমাণ নবসহস্র যোজন
 এবং তাহার বিস্তার সপ্তবিংশতি সহস্রযোজন
 সূর্য্যবিক্ত হইতে চন্দ্র বিকৃত্য বিগুণ বিস্তৃত।
 রাহু চন্দ্র ও সূর্য্যের সমান হইয়া তাহাদের
 নিম্নদেশে গমন করে। পৃথিবীর উর্দ্ধগত
 মণ্ডলাকার ছায়াই রাহু। রাহুর স্থান বৃহৎ ও
 অন্ধকারময়। ঐ স্থান পূর্ণিমায়া সূর্য্য হইতে
 নির্গত হইয়া চন্দ্রমণ্ডলের মধ্যভাগে প্রবেশ
 করে, এবং অমাবস্যায়া চন্দ্র হইতে নিক্রান্ত
 হইয়া সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যে প্রবেশিত হয়। রাহু
 আকাশে দীপ্ত পায় বলিয়া তাহার নাম
 বর্ত্তাহ। ভাগবের পরিমাণ চন্দ্রের ষেড়শ
 ভাগ। ভাগব হইতে বৃহস্পতি একপাদহীন।
 বৃহস্পতি হইতে মঙ্গল ও শনি একপাদহীন;

তাহারানক্ষত্ররূপাণি বপুস্তস্তীহ যানি বৈ ।
 বুধেন সমভূত্যানি বিস্তারামণ্ডলাকৃৎ ৥ ৬৮
 প্রাচ্যশ্চন্দ্রযোগাণি নকত্রাণি যিচ্ছোক্তমাঃ ।
 তার-নক্ষত্ররূপাণি হীনানি তু পদস্পরম্ ৥ ৬৯
 শতানি পঞ্চ চত্বরি ত্রোণি ষে চৈব যোজনে ।
 পূর্ক্যপরিমিত্তানি তারকা-মণ্ডলাণি তু
 যোজনানুভূত্যাণি তেভ্যো হুহং ন বিন্যতে ৥ ৭০
 উপরিষ্ঠাৎ ত্রয়ন্তেভ্যং গ্রহাণ্যে দূরসর্পিণঃ ।
 মৌর্য্যাহস্মিরাশ্চ বক্রশ্চ জ্যেষ্ঠা মন্দ্যবিচারিণঃ ৥ ৭১
 তেভ্যোহধস্তাত্তু চত্বারঃ পুনরন্তে মহাগ্রহাঃ ।
 সূর্য্যঃ সৌম্যো বুধশ্চৈব ভাগবশ্চৈব শীত্ৰগাঃ ৥ ৭২
 যাবত্যাভ্যারকঃ কোট্যাস্তাবদৃক্যণি সর্কশঃ ।
 বীৰ্বানং নিম্মাচ্চৈবমৃক্যমার্গো ব্যবস্থিতঃ ৥ ৭৩
 গতিস্ত'জ্জৈব সূর্য্যস্ত নীচৈ'চ্চৈবহরন-ক্রমাৎ ।
 উত্তরাংশমার্গস্যো যদা পর্কসু চন্দ্রমাঃ ।
 বোধং বোধোহথ সর্ভানুঃ স্বর্ভানোঃ স্থানমাঙ্কিতঃ
 নকত্রাণি চ সর্কাণি নকত্রাণি বিশস্তাত ।
 গৃহাণ্যেতানি সর্কাণি জ্যোতীষি শুক্লতাম্রনাম্ ৥

মঙ্গল ও শনি হইতে বুধ একপাদহীন। যে
 সকল তারানক্ষত্র আকাশে দেখা বাইতেছে,
 উহারা বুধের ভায় বিস্তৃত ও মণ্ডলবিশিষ্ট।
 চন্দ্রের সহিত নক্ষত্রগণের প্রাচ্যই যোগ হয়।
 তারকানিকর পদস্পর পদস্পর হইতে হীন
 এবং তাহাদের মণ্ডল পরিমাণ একশত চতুর্দশ
 যোজন। অর্কযোজনের ন্যূন পরিমাণ মণ্ডল
 নাই। উহার একটি হইতে অপরটি নিকট।
 তাহার উপরিভাগে সৌর, অস্মিরা ও বক্র নামে
 তিনটি গ্রহ আছে। উহারা অতি দ্রুত গমন
 করে। ৬৮—৭১। ইহাদের অধোদেশে সূর্য্য
 সৌম, বুধ ও ভাগব নামে চারটি গ্রহ বিদ্যমান।
 তাহার অতি দ্রুত গমন করে। বত কোটি
 তারকা, নক্ষত্র ও তত কোটি; শ্রেণীভাগক্রমে
 নক্ষত্রের পথ ব্যবস্থিত হইয়াছে। সেই
 সকল নক্ষত্রপথে উক্ত ও নীচ ভাবে অগ্নয়ন
 অনুসারে সূর্য্য গমন করেন। চন্দ্রমা উত্তরা-
 ংশ মার্গে রহিলে পূর্ণিমাদিনে বুধ বোধ-হরন ও
 রাহু রাহুস্থানে এবং নকত্রানিচয় নকত্রস্থানে

কল্পানৌ সম্প্রবৃদ্ধানি নির্মিতানি স্বয়ভূবা ।
 স্থানান্তেতানি তিষ্ঠন্তি যাবদাত্তৃত-সংপ্রবম্ ॥ ৭৭
 অতীতৈস্ত সন্ততীতা ভাব্যা ভাব্যোঃ সুরাহুৈঃ ।
 বর্তন্তে বর্তমানৈশ্চ স্থানানি পৈঃ সুরৈঃ সহ ॥ ৭৮
 অশ্বিন মনস্তরে চৈব গ্রহা বৈমানিকাঃ স্মৃতঃ ।
 বিস্মানদিভেঃ পুত্রঃ সূর্যো বৈবস্বতেহস্তরে ॥ ৭৯
 ত্রিষ্মান ধর্ম্যপুত্রস্ত সোমদেবো বহুঃ স্মৃতঃ ।
 শুক্রো দেবস্ত বিষ্ণেয়ো ভার্গবোহুসুরাজকঃ ॥ ৮০
 বৃহত্তেজাঃ স্মৃতো দেবো দেবাচাধ্যোহস্মিরঃ স্মৃতঃ
 বুধো মনোহরশ্চৈব ত্রিষ্মপুত্রস্ত সঃ স্মৃতঃ ॥ ৮১
 অগ্নির্বিষ্ণুস্ত সঞ্জঃ সুর্যো নোহিতাধিপিঃ ।
 নক্ষত্রক্ষণমিথো দাক্ষায়ণ্যঃ স্মৃতাস্ত ত্যঃ ॥ ৮২
 স্বর্ভানুঃ সিংহিকা-পুত্রো কৃতসম্পাদনোহসুরঃ ।
 সোমর্কঃ সূর্য্যে তু কীর্তিতাস্ত্রিভিমানিনঃ ॥ ৮৩
 স্থানান্তেতাত্তেজোজানি স্থানান্তৈশ্চ দেবতঃ ॥ ৮৪
 শুক্রমগ্নিময়ং স্থানং সহস্রাংশোর্বিবস্বতঃ ।
 সহস্রাংশোস্ত্রিষঃ স্থানমগ্নয়ং শুক্রমেব চ ।
 অথ শ্রামং মনোঅস্ত পঞ্চরশ্মিগৃহং স্মৃতম্ ॥ ৮৫

শুক্রশ্রাপ্যময়ং স্থানং সহ বোড়শরশ্মিযং ।
 নবরশ্মিয যুনো হি লোহিতস্থানমগ্নয়ম্ ॥ ৮৬
 হরিশ্রাপ্যং বৃহচ্চাপি দ্বাদশাংশোর্বৃহস্পতেঃ ।
 অষ্টরশ্মি গৃহং প্রোক্তং কৃষ্ণং বুধস্ত অগ্নয়ম্ ॥ ৮৭
 স্বর্ভনোস্ত্রামসং স্থানং তৃতসম্পাদনায়ম্ ।
 বিষ্ণেয়শ্রাবকঃ সঙ্গোস্ত্রমগ্নয়করশ্মিযঃ ॥ ৮৮
 অশ্রিয়াঃ পূর্বাধীতানাং শুক্রশ্রাশ্চৈব বর্ভতঃ ।
 বনতোহ্যশ্রাবকো জেয়াঃ কল্পনৌ দেবনির্মিতাঃ ।
 উচ্চাহুদ্যুতৌ শীত্ৰমভিব্যক্তৈর্গতভিঃ ॥ ৮৯
 তথা দাক্ষণ্যমার্গসো নৌ বৌধীসমাপ্রিতঃ ॥ ৯০
 ভূমিলেখাবৃতঃ সূর্য্যো পূর্বিমাভ্যস্ত্রোক্তব্য ।
 ন দৃশ্যতে বধাকালং শীত্ৰতোহস্তমুপৈতি চ ॥ ৯১
 অম্মাহুস্ত্রমার্গসো হ্যম্মাভ্যস্ত্রাং নিশাকরঃ ।
 দৃশ্যতে দক্ষিণে মার্গে নিয়মাদ্ দৃশ্যতে ন চ ॥ ৯২
 জ্যোতিষাং গতিযোগেন সূর্য্যে চন্দ্রমাবৃতৌ ।
 সমানকালান্তময়ো বিষুবৎস্থ সমোনয়ো ॥ ৯৩
 উত্তরাহু চ বৌধীসু ব্যস্তরাশ্ত্রমোনয়ো ।
 পৌর্বিমাভ্যস্ত্রোজ্জৈয়ো জ্যোতিশ্চক্রাহুর্ভিনৌ ॥

প্রবৃষ্ট হয়। কল্প আদিতে বিধাতা কর্তৃক
 এই সকল গ্রহ ও নক্ষত্র সৃষ্ট হইয়াছে ।
 ঐ সকল গ্রহ ও নক্ষত্রস্থান প্রলয় যাবৎ অব-
 স্থান করে। সমস্ত মনস্তরেই দেবায়তনভূত
 অপ্রলয় অবস্থান করে। ঐ স্থানসমূহ অতী-
 তের সহিত অতীত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতের
 সহিত ভবিষ্যদ্বর্ণিত নিহিত ও বর্তমানের সহিত
 বর্তমান আছে। অদিতির পুত্র বিস্মান বৈব-
 স্বত মনস্তরে সূর্য্য হইবেন, দ্রাতিমান দেব
 সোম বহু হইবেন, শুক্রসুত শুক্রাচার্য্য অহু-
 রাধিপতি হইবেন, তেজস্বী অগ্নির তনয়
 দেবাচার্য্য হইবেন এবং মনোহর ত্রিষ্মপুত্র বুধ
 হইবেন। সঙ্কর হইতে লোহিতা পুত্র অগ্নি
 জন্ম লইয়াছেন। সিংহিকাহুত রাহু এক লোক-
 সম্পাদনায়ক অসুর। এ সকল স্থান যথাযথ
 রূপে কথিত হইয়াছে। উল্লিখিত দেবতাপণ
 ঐ সকল স্থানের অধিপতি। সহস্ররশ্মি সূর্য্যের
 অগ্নিময় স্থান এবং জলময় স্থান উত্তর স্থানই

শুক্রবর্ণ। মনোহর পঞ্চরশ্মিময় স্থান শ্রামবর্ণ।
 শুক্রের স্থান জলময় ও বোড়শ রশ্মিময়, মঙ্গলের
 স্থান নবরশ্মিযুত। ৭২—৮৬। দ্বাদশরশ্মিময়
 বৃহস্পতিস্থান বৃহৎ ও হরিষর্ব। অষ্টরশ্মি-
 ময় বুধস্থান কৃষ্ণবর্ণ ও জলময়, রাহুস্থান
 তমেয়ম এবং তৃতপণের সম্পাদনাতারকা-
 নিকর এক রশ্মিবিশিষ্ট [ও] জলময়।
 উহার পূর্বাধীকরণের আশ্রয়। উহার
 বর্ণ শুক্র। কল্পপ্রাপ্তে বিধাতা কর্তৃক উহার
 নির্মিত হইয়াছে। নীচত্বহেতু নিম্ন কিরণ-
 মালায় সূর্য্য শীত্ৰ দৃষ্ট হইবে, কিন্তু যখন দক্ষিণ-
 মার্গস্থিত হইবে, তখন পূর্বিমা ও অমাবস্তার
 দিনে ভূমিরেখায় আবৃত হইয়া বধাকালে দৃষ্ট
 হন না এবং নীচই অন্তরত হইয়া থাকেন।
 এই কারণে চন্দ্র উত্তরমার্গস্থ হইলে অমাবস্তার
 দিনে দেখা যায় না। নক্ষত্রের গতিযেগে
 রবি শশী উভয়ে বিষুব সংক্রান্তির দিনে সমান
 ভাবে উদিত ও অস্তমিত হইবেন। পূর্বিমা ও
 অমাবস্তার রবি শশী জ্যোতিঃক্ষেত্রের অমূলসদ

দক্ষিণায়নমার্গস্থো যদা ভবতি রশ্মিমান ।

তদা সৰ্বগ্রহাণাং স সূর্যোহধস্তাৎ প্রসপতি ॥১৫

বিশ্বীর্ণ মণ্ডলং কণা ততোর্দিকরূপে শশী ।

নক্ষত্রমণ্ডলং কৃৎস্নং সোমাদর্শ্যং প্রসপতি ॥১৬

নক্ষত্রোজো বৃধশ্চোৰ্দ্ধং বৃধাদর্শ্যং বৃহস্পতিঃ ।

তস্মাচ্ছনৈশ্চরশ্চোৰ্দ্ধস্তাৎ সপথিমণ্ডলম্ ।

ঋষীণাকৈব সপ্তান্যং ক্রব উৰ্দ্ধং বাবস্থিতঃ ॥১৭

বিশ্বশেষু সহশ্বেষু যোজনান্যং শতেষু চ ।

তারাগ্রহাস্তরাণি স্যাক্রপরিষ্টাৎ যথাক্রমম্ ॥১৮

গ্রহাণ্ড চন্দ্রসূর্য্যৌ তু দ্বিবি দিবেদান তেজসা ।

নিত্যমুকেষু যুজ্যন্তি গচ্ছন্তি নিয়মক্রমাৎ ॥১৯

গ্রহনক্ষত্র-সূর্য্যাক্ষ নীচোচ্চবাবস্থিতাঃ ।

সমাগমে চ ভেদে চ পশ্যামি যুগপৎ প্রজাঃ ॥২০

পরস্পরস্থিতা হেতে যুগান্তে চ পরস্পরাঃ ।

অসঙ্করেণ বিজ্ঞেয়ন্তেষাং যোগন্ত বৈ বুধৈঃ ॥২১

ইত্যেব সন্ধিশিখৌ বঃ পৃথিব্যা জ্যোতিষত চ ।

বীপানামুদধানাক পর্শ্যত্যান্যং তথৈব চ ॥২২

বর্ধাণাক নদীনাক যেষু তেষু বনস্তি বৈ ।

করেন। সূর্য্য দক্ষিণায়নে সকল গ্রহের

অধোদেশে গমন করেন, তাঁহার উৰ্দ্ধদেশে

শশী স্বীয় মণ্ডল বিস্তৃত করত সকল করিয়া

ধাকেন; সে সময়ে যাবতীয় নক্ষত্রমণ্ডল শশীর

উৰ্দ্ধদেশে ভ্রমণ করিতে থাকে। নক্ষত্রের

উৰ্দ্ধদেশে বৃধ অবস্থিত; বৃধের উৰ্দ্ধদেশে বৃহ-

স্পতি, বৃহস্পতির উৰ্দ্ধে শনি, শনির উৰ্দ্ধদেশে

সপ্তর্ষিমণ্ডল এবং তাহার উৰ্দ্ধে ক্রব অবস্থিত।

ঐ সকল তারা ও গ্রহগণ বিশত সহস্রযোগেন

উৰ্দ্ধে যথাক্রমে অবস্থান করে। গ্রহগণ ও চন্দ্র-

সূর্য্য দ্বিবা তেজোময় হইয়া নক্ষত্র সহ মিলিত

হইতেছে। গ্রহ, নক্ষত্র ও সূর্য্য, মীচ, উচ্চ ও

মুহূর্ত্তবে বিদ্রাঘিত, উহারা পরস্পরের সহিত

মিলিত হইতেছে। ইহারা সমাগম সময়ে

প্রজাগণকে দর্শন করেন এবং পরস্পর বহু-

লক্ষ্যে পরস্পরের সহিত মিলিত হইলেন।

ইহাদের মিলনে সঙ্গ হইল ॥১৭—১৮

পৃথিবী, নক্ষত্রমণ্ডল, বীপ, সাগর, পর্শ্যত, বর্ধ

ও নদীর সন্ধিবেশ উক্ত হইল। এই সকল

এতে চৈব গ্রহাঃ পূর্ক্সং নক্ষত্রেষু সমুখিতাঃ ॥১-৩

বিবস্থাননিতে: পুত্র: সূর্য্যো বৈ চাক্ষু:ষহস্তরে।

বিশাখাশ্চ সমুৎপন্নো গ্রহাণাং প্রথমো গ্রহ: ॥১-৪

ত্ৰিষিমান্ বশ্বপুত্রস্ত সোমো দিশাবমুস্তুবা।

ঈতরশ্মি: সমুৎপন্ন: কৃতিকাহু নিশাকর: ॥১-৫

যোড়গার্জিত্বংগো: পুত্র: শুক্র: সূর্য্যাদনস্তরম্।

তারাগ্রহাণাং প্রবরস্তিষাক্ষেত্রে সমুখিতা: ॥১-৬

গ্রহশ্চান্তিরস: ধৃত্রো বাদশাক্তিবৃহস্পতি:।

যজ্ঞানীষু সমুৎপন্ন: সর্পাহু চ অগদগুরু: ॥১-৭

নগার্জি:র্নাভিতাক্ষজ প্রজাপতিসুতো প্রঃ।

আষাঢ়াশিহ পূর্ক্সাহু সমুৎপন্ন ইতি শ্রুতি: ॥১-৮

রেবতীগ্রহেব সপ্তাক্ষিস্তবা মৌরশনৈশ্চরঃ।

রোহিণীষু সমুৎপন্নো গ্রহো চন্দ্রাকর্মদনো।

এতে তারাগ্রহাণ্ডেব বোদ্ধব্যা ভাগবানয়: ॥১-৯

জমনক্ষত্রপীড়াহু যান্তি বৈশ্বণাতাং যত:।

স্পৃশ্যন্তে তেন দেবেষ ততস্তা গ্রহভুক্তিসু ॥১-১০

সর্পগ্রহাণামেতেষামাদিশানিত্য উচ্যতে।

তারাগ্রহাণাং শুক্রস্ত কেতুনাকৈব কুবান্ ॥১-১১

স্থানে প্রাণিগণ বাস করে। উল্লিখিত গ্রহগণ

পূর্ক্সে নক্ষত্র হইতে প্রোদ্বৃত্ত হইয়াছিলেন।

চাক্ষুষ মনস্তরে সূর্য্য বিশাখানক্ষত্রে অবস্থিত

হইয়া গ্রহগণের মধ্যে প্রথম হইলেন, চন্দ্র

কৃতিকায় অগ্নিয়া বিবাহস্থ হইলেন। যোড়শ

রশ্মিযুত ভৃগুপুত্র শুক্র পুষ্যায় অগ্নিয়া সূর্য্যের

নীচে গ্রহগণাপরি আধিপত্য করিতে লাগি-

লেন। বাদশ রশ্মিময় অগ্নিরার পুত্র বৃহস্পতি

যজ্ঞানী নক্ষত্রে অগ্নিয়া অগতের শুক্র হইলেন।

নবরশ্মিযুত মনস, প্রজাপতির ঔরসে ও পূর্ক্সা-

ষট্কার গর্ভে উৎপন্ন হইলেন; এ বিষয়ে শ্রুতি-

বাক্য আছে। সপ্তরশ্মি সমবিত শনি সূর্য্যের

ঔরসে ও রেবতীর গর্ভে জন্ম লইলেন। চন্দ্র-

সূর্য্যবিমদী রাহু ও কেতু রোহিণীতে সমুৎপন্ন

হইলেন। এই ভাগবানি গ্রহ সকল তারাগ্রহ

বলিয়া জানিবে। জমনক্ষত্র পীড়িত হইলে

গ্রহ সকল প্রতিদ্বন্দ্ব হই এবং গ্রহভোগ সময়ে

সেই দোষ তাহাদিগকে ল্পাণে। আধিপত্য

গ্রহের মধ্যে প্রথম বলিয়া কথিত। সেইরূপ

কালঃ কালো হিহা ১ম বিভক্তানকতুর্দিশম্ ।
 নকত্রাণ্যং অবিষ্ঠা স্তাদিগুনানাং তথোক্তম্ ॥ ১২
 বর্ষাণ্যাপি পক্ষনামাণ্যঃ সহস্রস্রঃ স্মৃতঃ ।
 ঋতুনাং শিশিরোপাং মাসানাং মাষ এব চ ॥ ১৩
 পক্ষাণ্যং স্তত্রাণ্যং তিথীনাং প্রতিপত্ত্বা ।
 অহোরাত্রিভাগানামহংচাপি প্রকীৰ্ত্তিতম্ ॥ ১৪
 মুহূৰ্ত্তানাং তথৈবাদির্মুহূৰ্ত্তো দ্বাদশৈবতঃ ।
 অক্ষোচাপি নিমেষাণ্যং কালঃ কালবিদো মতঃ ॥
 অবশান্তং অবশান্তং যুগং স্তাৎ পক্ষাবধিকম্ ।
 ভানোগতি-বিশেষেণ চক্রবৎ পরিবৰ্ত্ততে ॥ ১৬
 দিবাকরঃ স্মৃতস্তন্মাসং কালস্তং বিদ্ধি চেষ্বরম্ ।
 চতুর্বিধানং ভূতানাং প্রবৰ্ত্তক-নিবৰ্ত্তকঃ ॥ ১৭
 ইত্যেব জ্যোতিষামেব সন্নিবেশোৎপত্তিঃ ॥
 লোক-সংব্যবহারার্থমীশ্বরেণ বিনিৰ্ম্মিতঃ ॥ ১৮
 উৎপন্নঃ অবশেনাসৌ সংক্ষিপ্তঃ প্রবেশ তথা ।
 সৰ্ব্বতোহন্তেষু বিস্তারো বৃত্তাকার ইতি স্থিতিঃ ॥
 বৃত্তিপূৰ্ণং ভগবতঃ কল্পানো সম্প্রকীৰ্ত্তিতঃ ।
 সামগ্র্যঃ মোহভিমানৌ চ সম্বন্ধঃ জ্যোতিষাত্মকঃ ।

তারকামণ্ডলের মধ্যে স্তত্র, কেতুসমূহ মধ্যে
 ধূমকেতু, নকত্রানিচয় মধ্যে ধনিষ্ঠা, অয়ন মধ্যে
 উত্তরাশ্রাণ, বর্ষমধ্যে সহস্রস্র, ঋতুমধ্যে শিশির,
 মাসমধ্যে মাষমান, পক্ষমধ্যে স্তত্রাপক্ষ, তিথির
 মধ্যে প্রতিপৎ, দিনরাত্রির মধ্যে দিবস, মুহূৰ্ত্তের
 মধ্যে আদ্য মুহূৰ্ত্ত শ্রেষ্ঠ । কালব্যং পণ্ডিতেরা
 চক্ষুর নিমেষাদিকে কাল বলিয়া অঙ্গীকার
 করিয়াছেন । ধনিষ্ঠা হইতে অবশ্য নকত্র
 বাবৎ পাকবায়িক যুগ, ঐ যুগ সূর্যের গতি-
 বিশেষে পরিবৰ্ত্তিত হয় । এ কারণ সূর্যকে
 কাল বলা যায় । তিনি ক্ষিতি, অপ, তেজ
 ও মরুৎ এই চারি ভূতকে প্রবৰ্ত্তিত ও
 নিবৰ্ত্তিত করেন । লোক-ব্যবহার নিমিত্ত
 ঈশ্বর কর্তৃক এইরূপ জ্যোতিষচক্র সন্নিবেশ
 নিৰ্ম্মিত হইয়াছে । এই জ্যোতিষচক্র প্রবণাতে
 জমিয়া প্রবেশিয় আছে । ইহার সন্নিবেশ
 বৃত্তাকারে চতুর্দিক্ ব্যাপিয়া বর্ত্তমান । কল
 প্রান্তে ভগবান্ কর্তৃক এই জ্যোতিষচক্র সৃষ্ট
 হইয়াছে । প্রকৃতির আশ্রয়বিশিষ্ট, অভিমানো

বৈবরূপং প্রধানতঃ পরিব্রজ্যমোহমদ্বিত্যুতঃ ॥ ১২০
 নৈব শকাৎ প্রসংশ্য তুং যথা তথ্যেন কেনচিত্ ॥
 গতগতং মনুষ্যবু জ্যোতিষাং মাসচক্ষুঃ ॥ ১১১
 আগমানমুমানাক প্রত্যাহাপপত্তিতঃ ।
 পরীক্ষা নিপুণং ভক্ত্যা প্রদাতব্যং বিপত্তিতা ॥
 চক্ষুঃ শাস্ত্রং জলং লেখ্যং গণিতং বুদ্ধিসন্তমাঃ
 পট্টকৈঃ হেতবো জ্ঞেয়া জ্যোতির্গণিতচত্বরে ॥
 ইতি ব্রহ্মশ্রেণে মহাপুণ্যে জ্যোতিঃসন্নিবেশো
 নামাষ্টপকাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৮ ॥

একোন্মণ্ডিতমোহধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

কস্মিন্ দেশে মহাপুণ্যমেতাদিখ্যানমুত্তমম্ ।
 বৃত্তং ব্রহ্মপুরোহিতাণ্যং কস্মিন্ কালে মহাহাতে ।
 এতাদিখ্যাংহি নঃ সম্যগ্ যথারুন্তং উপোধন ॥ ১
 সূত উবাচ ।

যথা শ্রুতং ময়া পূৰ্ণং বায়ুনা জগদায়না ।

সংস্থিত জ্যোতিষাত্মক অদ্বিত প'রূপম বিশেষঃ
 এই সকল নকত্রের ঘাতযুগ মনুষ্যলোকে
 কেহই চক্ষুচক্ষু দিয়া প্রকৃত নিশ্চয় করিয়া
 উঠিতে পারে না । পণ্ডিতেরা আগম ও অনুমান
 প্রত্যেক ও উপপত্তি বলে সেই সকল নির্ণয়
 করিয়া থাকেন । ভক্তিসহকারে পরীক্ষা
 করিয়া ইহাতে শ্রদ্ধা করা বিধেয় । চক্ষুঃ, শাস্ত্র,
 জল, লেখ্য ও গণিত এই পাঁচটা দিয়া
 জ্যোতিষচক্রের নির্ণয় করিবে । ১০২—১২০

অষ্টপকাশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৫৮ ।

উনষষ্টিমো অধ্যায়ঃ ।

কস্মিন্ দেশে বসিলেন, হে তপোনিধি ! এই
 পবিত্র বৃত্তাত কোন্ দেশে কোন্ কালে
 কবিত হইয়াছে; করা করিয়া দে সমস্ত কর্ণ
 কমন । সূত বলিলেন, হে বিজয়ব্রহ্মণ !
 এই বৃত্তাত সহস্রবৎসর-সম্বন্ধের যজ্ঞে জগৎ-

বাক্যমাণং বিজ্ঞপ্তেষ্ঠাঃ সস্ত্রে বর্ষনহস্তকে ॥ ২
 নীলতা যেন কণ্ঠস্ত দেবদেবস্ত শূলিনঃ ।
 ওদহং কীৰ্ত্তয়ামি শৃগুধ্বং শংসিতব্রতাঃ ॥ ৩
 উত্তরে শৈলরাজস্ত সরাংশি সরিতে হ্রদঃ ।
 পুণ্যোদ্যানেন্দু তীর্থেষু দেবতায়তনেষু চ ।
 গিরিশৃঙ্গেষু কুঙ্গেষু গহ্বরোপবনেষু চ ॥ ৪
 দেবভক্তা মহাস্ত্রানো মুনয়ঃ শংসিতব্রতাঃ ।
 স্তবন্তি চ মহাদেবং যত্র যত্র বধ্যবিধিঃ ৫
 ঋগুযজুঃসামবেদৈশ্চ নৃত্যগীতাঈনাতিভিঃ ।
 শুকাংগৈশ্চ নমস্তারৈরচরন্তি সদা শিবম্ ॥ ৬
 প্রবৃন্তে জ্যোতিষাং চক্রে মধ্যায়াণে পিবাকরে ।
 দেবতা নিয়তাস্তানঃ সর্কৈ তিষ্ঠন্তি তাং কথাম্ ॥
 অথ নিয়মবৃত্তান্ত প্রাপ্যেশবধ্যবহিতাঃ ।
 নমন্তে নীলকণ্ঠায় ইত্যুবাচ সদাগতিঃ ।
 ওক্ষুহা ভাবিতাস্ত্রানো মুনয়ঃ শংসিত-ব্রতাঃ ।
 শালবিলোতি বিখ্যাতাঃ পতঙ্গসহচারিণঃ ॥ ৮
 অষ্টাশীতিসংস্রাবি মুনীনা মুক্ধিরেতসাম্ ।
 তস্মাৎ পৃচ্ছন্তি বৈ বায়ুং বায়ুপর্ণিস্তুভাঙ্গনাঃ ॥ ৯
 ঋষয় উচুঃ ।
 নীলকণ্ঠেতি যৎ প্রোক্তং তুয়া পবনসমম্ ।

প্রাণ সমীরণ কর্তৃক কথিত হইয়াছে এবং
 আমিও সেই কালে শুনিয়াছি। দেবদেব
 শূলীর কণ্ঠ ধারণে নীলবর্ণ হইয়াছে, তাহা
 বলি, শ্রবণ করুন। শৈলরাজ হিমালয়ের
 উত্তরে রম্য রম্য সরোবর উচিনী ও হ্রদ
 বিদ্যমান। তথায় উদ্যান, তীর্থে, দেবগৃহে
 উচ্চ গিরিশৃঙ্গে, গহ্বরে ও উপবনে মহাস্ত্রা
 মুনীগণ প্রভৃতি উচ্চারণ করিয়া নৃত্যগীতাদি
 সহকারে ভবানীপতি ভূতপতিক সর্কাদি পূজা
 করিয়া থাকেন। জ্যোতিষচক্র যখন অব্যাপারে
 প্রবৃত্ত হয়, সূর্য তখন তাহাদের মধ্যদেশে
 অবস্থান করেন, সেই কথা লইয়া নিয়তাস্ত্রা
 দেবতাপন আলোচন করিয়া থাকেন। একদিন
 দেবপন পূর্নমিয়মে জ্যোতিষচক্রে ষিষ
 আলোচনা করিতেছেন, এই সময় সদাগতি
 সমীরণ “নীলকণ্ঠকে নমস্কার” এই কথা
 বলিলেন। তৎপ্রকণে পতঙ্গসহচারী অষ্টাশীতি

এতদ্ গুহ্যং পবিত্রাণাং পুণ্যং পুণ্যকৃত্যং বরাঃ ॥
 তদ্ব্যং শ্রোতুমিচ্ছামস্ত্বং প্রসাদাৎ প্রভঞ্জন ।
 নীলতা যেন কণ্ঠস্ত কারবেনাস্তিকাপতেঃ ॥ ১১
 শ্রোতুমিচ্ছামহে সমাকৃ তব বাক্যাবিশেষতঃ ॥ ১২
 বাবধাচঃ প্রবর্তন্তে সার্বাস্তাশ্চ ত্বয়িরিতাঃ ।
 বর্ণস্থান-গতে বায়ো বায়িধিঃ সম্প্রবর্ততে ।
 জ্ঞানং পূর্নমাখ্যং সাহস্রস্তা বায়ো প্রবর্ততে ॥ ১৩
 ত্বয়ি নিস্পন্দমানে তু শেবা বর্ণপ্রবর্ত্তঃ ।
 যত্র বাচো নিবর্ত্তঃ দেহবন্ধাশ্চ দুর্লভাঃ ॥ ১৪
 তত্রাপি তেহস্তি সন্তাঃ সর্কগজং সদানিল ।
 নাভ্যঃ সর্কগতো দেবস্ত্বত্বতেহস্তি সমীরণ ॥ ১৫
 অয়ং বৈ জীবলোকন্তে প্রত্যকঃ সর্কতোহনিল
 বেথ বাচস্পতিং দেবং মনোনাগকমীবরম্ ।
 ক্রুহি তৎকণ্ঠদেশস্ত কিং কৃতা রূপবিক্রিয়া ॥ ১৬
 ক্রুহা বাক্যং তত্তন্তেবামৃষীণাং ভাবিতাস্ত্রনাম্ ।
 প্রত্যুবাচ মহাতেজা বায়ুলোকনমস্তুতঃ ॥ ১৭

সহস্র বালধিয়া মূনি সমীরণকে জিজ্ঞা-
 সিলেন, হে পবনশ্রেষ্ঠ! তুমি যে ‘নীলকণ্ঠ’ এই
 শব্দ উচ্চারণ করিলে, তাহার গুহ্য বিবরণ
 আমরা শুনিতে ইচ্ছা করি, অস্তিকাপতির
 কণ্ঠের নীলতা বেরণে হইল, আপনি অনুগ্রহ
 করিয়া তাহা বর্ণনা করুন। ১—১২। তোমাকর্তৃক
 যে বাক্য উচ্চারিত হইয়াছে, তাহা যে সার্বক—
 তাহাতে সন্দেহ নাই। তুমি বর্ণের উচ্চারণ-
 স্থানমধ্যে প্রবেশ করিলে বধ্যবিধি প্রবর্ত্তিত
 হয়। হে পবন! তোমা হইতে পূর্ক জ্ঞান
 ও পরে উৎসাহের প্রবর্ত্তনা হয়। তোমার
 স্পন্দনে বর্ণাঙ্গার প্রবর্ত্তিত। তোমার স্পন্দন
 না হইলে বর্ণপ্রবর্ত্তিত লুপ্ত হইয়া যায়। বাক্য
 ও দেহবন্ধ দুর্লভ হইয়া উঠে, তোমার স্তব
 সর্কই বিদ্যমান। কেননা, তুমি সদাগতি। হে
 সমীরণ। এই বিশেষ এরূপ অপর কোন দেবতা
 নাই, যিনি তোমার প্রায় সর্কত্র গতিশীল হইয়া
 থাকেন। হে অনিল! তোমার অনোচর কিছুই
 জীবলোকে নাই। তুমি সেই বিহু মহে-
 বরকে বিশেষরূপে বিদিত আছ। কিরূপে
 নীলকণ্ঠের রূপ এরূপ বিকৃত হইল, তুমি অমু-

বায়ুৰূপাচ ।

পুরা কৃতযুগে বিশ্রো বেননির্ঘণ-তৎপরঃ ।
বসিষ্ঠো নাম ধৰ্ম্মাত্মা মানসো বৈ প্রজাপতেঃ ॥ ১৮
পপ্রচ্ছ কৰ্ত্তিকেষু বৈ ময়ূষ-বরবাহনম্ ।
মহিষাসুরনারীণাং নয়নাঙ্গনতন্ত্বম্ ॥ ১৯
মহাসেনং মহাত্মনং মেঘন্তু নিতিনন্দনম্ ।
উমামনঃপ্রহৰ্ষণ বালকং ছন্দরূপিণম্ ॥ ২০
ক্রৌঞ্চজীবিতহৰ্ত্তরং পার্শ্বতীহুদ্দিনন্দনম্ ।
বসিষ্ঠঃ পৃচ্ছতে ভক্ত্যা কৰ্ত্তিকেষু মহাবলম্ ॥ ২১
বসিষ্ঠ উবাচ ।
নমস্তে হরনন্দায় উমাগৰ্ভ নমোহস্ত তে ।
নমস্তে অগ্নিগৰ্ভায় গঙ্গাগৰ্ভ নমোহস্ত তে ॥ ২২
নমস্তে শরগৰ্ভায় নমস্তে কৃষ্ণিকাসুত ।
নমো দ্বাদশনৈত্রায় ষণ্ম খায় নমোহস্ত তে ॥ ২৩
নমস্তে শক্তিহস্তায় দিব্য-বটাপত্যকিনে ।
এবং ভবা মহাসেনং পপ্রচ্ছ শিখিবাহনম্ ॥ ২৪
যদেতৎ দৃশ্যতে বর্ণ্য শুভ্রং শুভ্রাঙ্গন-প্রভম্ ।
তং কিমর্থং সমুৎপন্নং কণ্ঠে কৃন্দেদুসম্প্রভে ॥ ২৫
এতাপ্যায় ভক্তায় দাস্তায় ক্রুহি পৃচ্ছতে ।

গ্রহ করিয়া সবিস্তর তাহা বর্ণন কর। অন-
ন্তর মহাতেজা বায়ু ঋষিগণের কথা শুনিয়া
কহিতে লাগিলেন, হে ঋষিগণ! পুরাকালে
সত্যযুগে বেদার্থনির্ণেতা ধৰ্ম্মাত্মা বসিষ্ঠ নামে
প্রজাপতির এক মানসপুত্র ছিলেন। এক
সময়ে মহাত্মা বসিষ্ঠ মহিষাসুর-মহিষীগণের
নয়নাঙ্গনদূরকারী মেঘবদ গন্তারিনিদানী ক্রৌঞ্চ-
বিদারী শিখিবাহন নগেন্দ্রনন্দিনীর জুহুয়া-
নন্দন মহাবল কৰ্ত্তিকেষুকে জিজ্ঞাসা করিলেন।
হে হরানন্দায়িন্ উমাগৰ্ভসমুত! তোমাকে
প্রণাম করি। তুমি অগ্নিগৰ্ভ, গঙ্গাগৰ্ভ, শরগৰ্ভ
ও কৃষ্ণিকাসুত, তোমার নমস্কার। হে দ্বাদশ-
নয়ন! হে ষণ্ম! হে মহাসেন! হে শক্তি-
ধারিন্! আপনাকে প্রণাম। বসিষ্ঠ এইরূপ
স্তব করিয়া কৰ্ত্তিকেষুকে জিজ্ঞাসিলেন, হে
গিরিজাহরানন্দ! কৃন্দেদুদ্বল নীলকণ্ঠের
কণ্ঠদেশের বর্ণ কিরূপে বিকৃত হইল, তাহা

কথ্য মঙ্গল-সংযুক্তাং পবিত্রাং পাপনাশিনীম্ ।
মৎপ্রিয়ার্থং মহাভাগ বক্রমর্হস্তশেখরতঃ ॥ ২৬
শ্রদ্ধা বাক্যং ততস্ততঃ বসিষ্ঠস্ত মহাত্মনঃ ।
প্রভাবাচ মহাতেজাঃ সুরারিহনন্দনঃ ॥ ২৭
শৃণুষ্য বদতাং শ্রেষ্ঠ কথ্যমানং বচো মম ।
উমোৎসঙ্গ-নিবিস্টেন ময়া পূৰ্ণং বধা শ্রুতম্ ॥ ২৮
পার্কৃত্য সহ সংবাদঃ সঙ্কল্প চ মহাত্মনঃ ।
তদহং কৰ্ত্তৃগিৰ্য্যামি ত্বৎপ্রিয়ার্থং মহাত্মনে ॥ ২৯
কৈলাসশিখরে হম্যে নানাধাতু বচিতিতে ।
নানাক্রম-লতাকীর্ণে চক্রবাকোপশোভিতে ॥ ৩০
ঘটপদোদগীতবহলে ধারা-সম্পাতনানিতে ।
মন্তকৌঞ্চময়ুগাণাং নানৈকদৃবুদ্বৈকন্দরে ॥ ৩১
অপরোগবসন্ধীর্ণে কিম্বৈরৈশোপশোভিতে ।
জীবজীবকজাতীনং বীকুন্ডিকপশোভিতে ॥ ৩২
কোকিলারাবমধুরে সিক্তচারণ-সেবিতে ।
মৌরভৈরীনিদানো অধস্তনিতিনন্দনে ॥ ৩৩
বিনায়কভয়েদ্বিধৈঃ কুঞ্জবৈবুদ্বৈকন্দরে ।
বীণাবাদিতনিবোধৈঃ শ্রোত্রেন্দ্রিয়মনোরমৈঃ ॥ ৩৪

জিজ্ঞাসা করিতেছি, ভক্তের প্রতি দয়া করিয়া
সে পাপনাশিনী পুত্র কথা একবার মাত্র বর্ণন
বরুন। ১৩—২৬। মহাত্মা বসিষ্ঠের এইরূপ
বাক্য শুনিয়া নৈত্যদলনিম্বন মহাশিখিধ্বজ
বলিতে লাগিলেন, বক্রপ্রবর! আমি বাল্য-
কালে জননীর ক্রোড়ে বসিয়া যাহা শুনিয়াছি,
তাহা যথাযথ বর্ণন করি, তুমি অতিনিবেশ
সহকারে শ্রবণ কর। আমি ভবদায় প্রীতির
নিমিত্ত হরপার্কৃত্যসংবাদ বলিতেছি, শ্রবণ কর।
ক্রমলতা-দি-পরিবৃত নানা ধাতুগরজিত গিরিবর
কৈলাসের এক উন্নত শৃঙ্গ আছে। সেখানে সত্য-
তই চক্রবাকলম্পতী ক্রৌড়া করিতেছে ঘটপদেরা
গুন গুন রবে গান করিতেছে, মলমন্ত কৌঞ্চ
ও ময়ূরেরা কলরব করত কন্দরদেশ প্রতিধ্বনিত
করিতেছে, অপুসরা ও কিম্বেরা আনন্দে ক্রৌড়া
করিতেছে, চকোরবুল মধুরস্বরে চাচিদিচ্
পুণ্ডিত করিতেছে, কোকিলসকল কণ্ঠস্বকরে
স্বীয়ধারা উদ্গিরণ করিতেছে, সিক্তচারণেরা
চারিণিকে ভ্রমণ করিতেছে, গোপবের নিনাদে

দোলান্নিভঙ্গস্পাতে বনিতাসম্ভবমেবিত্তে ।
 ধ্বজৈর্লক্ষিত-দোলানাং স্বর্গানাং নিনদাকুলে ॥৩৫॥
 মুখমর্দলবাদিত্বৈবলিনাং ফোটিভেদস্তথা ।
 ক্রৌড়ারবচারাণাং নির্বোধৈঃ পূর্ণমন্দিরে ॥ ৩৬ ॥
 হাটমৈঃ সজ্জাসম্মননৈবিকরালমুখৈস্তথা ।
 দেহগর্ভৈর্বিচিহ্নৈশ্চ প্রক্ৰীড়িতগণেশ্বরৈঃ ।
 বজ্রক্ষটিকসোপান-চিত্রপটশিলাতলৈঃ ।
 ব্যাজ্রসিংহমুখৈশ্চৈগ্জবাজ্রমুখৈস্তথা ॥ ৩৭ ॥
 বিভালাবননৈশ্চোদ্রৈঃ ক্রৌড়ীকাকারমুষ্টিভিঃ ।
 ক্রুৎক্ষণ্ডীর্ঘৈঃ কৃশৈঃ স্তূলৈর্লক্ষ্যাদরমহোদরৈঃ ॥৩৮॥
 ক্রুৎক্ষণ্ডৈশ্চ লক্ষ্যৈষ্টৈস্তালজ্জৈস্তথাপারৈঃ ।
 পোকর্পৈরেককর্পৈশ্চ মহাকর্পৈরেককর্পৈঃ ॥ ৩৯ ॥
 বহুপাদৈর্মহাপাদৈরেকপাদৈরেকপাদৈঃ ।
 বহুশীর্ষৈর্মহাশীর্ষৈরেকশীর্ষৈরেকশীর্ষৈঃ ॥ ৪০ ॥
 বহুনৈত্রৈর্মহানৈত্রৈরেকনৈত্রৈরেকনৈত্রৈঃ ।
 এবংশবৈর্মহাংশোনিভূতভূতপতিবৃত্তৈঃ ॥ ৪১ ॥

দিক্‌সকল পূর্ব হইতেছে, কুঞ্জরনিকর কুঞ্জরানন
 পদপতির ভয়ে কন্দরে প্রবেশ করিতেছে,
 বনিতারুন্দ লতাদোলায় হুলিয়া হুলিয়া ক্রৌড়া
 করিতেছে, মুখবাণ্য ও মঙ্গলবাণ্যের ধ্বনি ও
 ক্রৌড়াধ্বনিতে মন্দির পরিপূর্ণ রহিয়াছে,
 পদপতিগণের করালমুখ, বিকট হাস ও বিবিধ
 দেহগন্ধে জীবকুল সমস্ত হইতেছে । ইত্যন্ততঃ
 সুন্দর শিলাতলগুলি হীরক ও ক্ষটিকময়
 লোপানে শোভিত হইতেছে । তথায় মাণমুক্তা-
 পরিশোভিত শিলাতলে মহেশ্বর উপবিষ্ট রহিয়া-
 ছেন । কেহ কেহ ব্যাজ্রমুখ, কেহ কেহ সিংহ-
 মুখ, কেহ গজমুখ, কেহ বিভালমুখ, কেহ বা
 শৃগালাকার, কেহ ক্রুৎক্ষণ্ড, কেহ দীর্ঘ, কেহ কৃশ,
 কেহ স্তূল, কেহ লম্বোদর, কেহ মহোদর, কেহ
 লক্ষ্যজ্ঞ, কেহ লম্বোষ্ঠ, কেহ তালজ্ঞ, কেহ
 পোকর্প, কেহ এককর্প, কেহ মহাকর্প, কেহ
 কর্ণহীন, কেহ বহুপাদ, কেহ মহাপাদ, কেহ
 একপাদ, কেহ পাদহীন, কেহ বহুশীর্ষাঃ,
 কেহ মহাশীর্ষাঃ, কেহ একশীর্ষাঃ, কেহ
 শিরোহীন, কেহ বহুনৈত্র, কেহ মহানৈত্র,
 কেহ একনৈত্র ও কেহ নৈত্রহীন, এইরূপ

বিশুদ্ধমুক্তামবিরতভূষিতে
 শিলাতলে হেমময়ে মনোরমে ।
 সুখোপবিষ্টং মদনান্‌দনানং
 শ্রোবাচ বাক্যং গিরিরাজপুত্রী ॥ ৪২ ॥
 ভগবন্ ভূতভব্যোশ গোবৃষাক্ততশাসন ।
 তব কণ্ঠে মহাদেব ভ্রাজতেহম্মুনস্মিতম্ ॥ ৪৩ ॥
 নাত্যুৎকৃষ্টং নাতিশুভ্রং নীলগ্জবচয়োপমম্ ।
 কিমিদং দীপ্যতে দেব কণ্ঠে কামান্দনান্ম ॥ ৪৪ ॥
 কো হেতুঃ কারণং কিঞ্চ কণ্ঠে নীলসুদীপক ।
 এতৎ সর্বং যথাক্রান্তং ক্রুহি কৌতুহলং হি মে ॥
 শ্রুত্বা বাক্যং ততস্ততঃ পার্শ্বত্যাঃ পার্শ্বতীপ্রিয়ঃ
 কথং মঙ্গলসংযুক্তাং কথয়ামাস শঙ্করঃ ॥ ৪৬ ॥
 মধ্যমানেহমুতে পূর্কং কীরোদে হরদানবৈঃ ।
 অগ্রে সমুখিতং তস্মিন্‌ বিষং কালানলপ্রভম্ ॥৪৭॥
 তৎ দৃষ্ট্বা হরসজ্জাশ্চ নৈত্যাত্মৈশ্চ বরাননে ।
 বিষধবদনাঃ সর্কসে গতাশ্চ ব্রহ্মবোহস্তিকম্ ॥ ৪৮ ॥
 দৃষ্ট্বা হরগণান ভীতান ব্রহ্মোবাচ মহাত্মাভিঃ ।
 কিমর্থং ভো মহাতাগা ভীতা উদ্বিগ্ধচেতসঃ ॥৪৯॥
 ময়াশ্চিগুণৈর্মধ্যম্যং ভবতাং সম্প্রকল্পিতম্ ।
 কেন ব্যাবস্তিভেদার্থা যুয়ং বৈ হরসম্ভবাঃ ॥ ৫০ ॥

নানাকার ভূতগণ চারিদিকে বেষ্টন করিয়া
 রহিয়াছে । ২৭—৪১ । এই সময়ে প্রিয়-
 বাদিনী নগেন্দ্রনন্দিনী মদনাতক মহাদেবকে
 কাহিতে লাগিলেন, হে ভূতভব্যেশ্বর ভগবন্
 বৃষধ্বজ ! আপনার কণ্ঠে এ কি নীলগ্জবৎ
 দীপ্তি পাইতেছে ? আপনার কণ্ঠে ঈদৃশ নীলিমা
 হইবার কারণ কি ? এই সকল সবিস্তর প্রকাশ
 করুন, আমার তনিতে নিত্য কৌতুহল
 হইয়াছে । নগেন্দ্রনন্দিনীর কথা শুনিয়া বিষ্ণু-
 পাক বলিতে লাগিলেন, দেবি ! পুরাকালে
 দেব ও দৈত্যগণ সম্মিলিত হইয়া সুধার আশায়
 কীরোদসাগর মহন করেন, কিন্তু অগ্রে কাল-
 নলমিত বিষ উলিত হইয়াছিল । তাহা দেখিয়া
 দেব ও দৈত্যগণ বিষব্রক্ষে প্রজাপতির সমীপে
 গমন করেন । তখন প্রজাপতি বলিলেন, হে
 হরগণ ! কি নিমিত্ত তোমরা এত উদ্বিগ্ন
 হইয়াছ ? কেনই বা তোমাদের মুখ-
 পক প্রকাশ পাইল হইল ? আমি তোমাদের

ত্রৈলোক্যেযু যুগ্মং সর্কে বৈ বিগতজরাঃ ।
 প্রজাগর্গে ন সোহন্তীহ আজ্ঞাং যো মে বিবর্তয়েৎ
 বিমানগামিনঃ সর্কে সর্কে স্বচ্ছন্দগামিনঃ ।
 অধ্যাত্মে চাশিভূতে চ অধিদেবে চ নিত্যশঃ ।
 প্রজাঃ কর্ণবিপাকে ন শক্তাঃ যুগ্মং প্রবর্তিতুম্ ॥৫২
 তৎ কিমর্থং ভয়োধিগ্না মুগ্ধাঃ সিংহাদিতা ইব ।
 কিং হৃৎকেন সত্যাপঃ কুতো বা ভয়মাগতম্ ।
 এতৎ সর্কং যথাস্থায়ং শীঘ্রমাখ্যাতুমর্হষ ॥ ৫৩
 ক্ষত্বা বাক্যং তত্তত্ত্বং ব্রহ্মণো বৈ মহাজ্ঞানঃ ।
 উচুস্তে ঋষিভিঃ সাক্ষিৎ সুরদৈত্যোদ্ভবানবাঃ ॥৫৪
 সুরাহুরৈর্মধ্যমানে পাথোধো চ মহাজ্ঞাতিঃ ।
 তুলসভূঙ্গসঙ্কাশং নীলগ্রীমুতসরিভম্ ।
 প্রাহুর্ভূতং বিষং বোরং সন্মর্জ্যদিসমপ্রভম্ ॥৫৫
 কালমৃত্যুরিবোদ্রুতং যুগাস্তাদিত্যবর্চনম্ ।
 ত্রৈলোক্যোৎসাদিস্থ্যভ্যং প্রক্ষুরন্তং সমস্ততঃ ।
 বিষেণোত্তিষ্ঠমানেন কালানলসমত্বিবা ।
 নির্দগ্নো রক্তগৌরাস্তঃ কৃতকৃকো জনাধিনঃ ॥ ৫৬
 দৃষ্ট্বা তৎ রক্তগৌরাস্তং কৃতকৃকং জনাধিনম্ ।
 ভীতাঃ সর্কে বয়ং দেবাস্ত্বমেব শরণং গতঃ ॥৫৮

সুরাণামসুরাণ্যক ক্ষত্বা বাক্যং পিতামহঃ ।
 প্রত্যা বাচ মহাতেজা লোকানং হিতকাম্যতা ॥৫১
 শৃণুধ্বং নৈবতঃ সর্কে ঋষয়শ্চ উপোদনাঃ ।
 যন্তপ্তে সমুৎপন্নং মধ্যমানে মহোদধৌ ॥ ৫২
 বিষং কালানলপ্রাথং কালকূটেতি বিক্ষতম্ ।
 যেন প্রোদ্রুতমাত্রেণ কৃতকৃকো জনাধিনঃ ॥ ৫৩
 তন্ত বিক্ষুঃকর্ষণ সর্কে তে সুরপুঙ্গবাঃ ।
 ন শকু বাস্ত বৈ সোদুং বেগমন্তে তু শঙ্করাং ।
 ইত্যুক্তাঃ পদাগভাভঃ পদ্মধোনিরবোনিভাঃ ।
 ততস্তোভুং সমারকো ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ॥৫৪
 নমস্তভ্যং বিরূপাক্ষ নমস্তেনেনেকচক্ষুষে ।
 নমঃ পিনাকহস্তায় বজ্রহস্তায় বৈ নমঃ ॥ ৫৫
 নমস্ত্রৈলোক্যনাথায় ভূতানাং পতয়ে নমঃ ।
 নমঃ সুরারিসংহত্রে তাপসায় ত্রিচক্ষুষে ॥ ৫৬
 ব্রহ্মণে চৈব ক্রতায় বিষ্ণুবে চৈব তে নমঃ ।
 সাংখ্যায় চৈব যোগায় ভূতগ্রামায় বৈ নমঃ ॥৫৭
 মধ্যপাশবিনাশায় কালকালায় বৈ নমঃ ।
 ক্রতায় চ সুরেশ্বায় দেবদেবায় তে নমঃ ॥ ৫৮

নিমিত্ত অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য সৃষ্টি করিয়াছি, কে
 তোমাদের সেই ঐশ্বর্য্যের প্রতিবন্দী হইয়াছে ?
 তোমরা ত্রিলোকের অধিপতি, তোমাদের কোন
 মানস তাপ নাই। এই সৃষ্টি মর্য্যে এমন কে
 আছে যে, মর্য্যের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারে ?
 তোমরা বিমানে চড়িয়া বসেছ গমন করিয়া
 থাক। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আদি-
 দৈবিক বিষয়ে তোমরা কর্ণবিপাকঘারা সৃষ্টি
 করিতে পার। সিংহাদিত মুগের ছায় কেন
 তোমরা এরূপ ভীত হইয়াছ ? কি হৃৎক, কি
 জন্ত সত্যাপ ? কোথা হইতে বা ভয় ? এই
 সকল আমার নিকটে বল। প্রজাপতির বাক্য
 শুনিয়া দেবগণ কহিতে লাগিলেন, হে পদ্ম-
 যোনি! সুরাহুর সকল কারোদগাগর মন্তন
 করিতে লাগিলে, প্রথমে নীলজামুতনিভ কাল-
 কূট উখিত হইয়াছে; তাহার প্রভা প্রসরিত
 আদিত্যবৎ। এই কালকূট উঠিবামাত্র রক্ত-
 গৌরাস্ত জনাধিন কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছেন, তাহাকে

দেখিয়া আমরা ভীত হইয়া আপনায় শরণ
 লইয়াছি। ৪২—৫৮। দেবগণের বাক্য শুনিয়া
 প্রজাপতি প্রজার হিতাবিধানার্থ পুনর্বার
 বসিতে লাগিলেন, হে দেবগণ! ওহে ঋষয়!
 শ্রবণ কর। সাগরমুহনে যে কালানলনিভ
 বিষ উঠিয়াছে, তাহার নাম কালকূট। এই বিষ
 উদ্রুত হইবামাত্র জনাধিন কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছেন,
 কৃষ্ণ, আমি কিম্বা সমস্ত অস্ত্রা সুরগণ কেহই
 তাহার বেগ সহ্য করিতে সমর্থ নহে। পদ্ম-
 যোনি এইরূপ কহিয়া বিরূপাক্ষকে স্তব করিতে
 আরম্ভ করিলেন। হে বিরূপাক্ষ! আপনি
 অনেক নেত্রশালী, আপনাকে নমস্কার।
 আপনি পিনাকপাশি, বজ্রপাশি, ত্রৈলোক্যনাথ ও
 ভূতনাথ, আপনাকে আমি প্রণাম করি। নৈত্যা-
 কুলদলায়তা, তাপস ত্রিনেত্র, ব্রহ্মা বিষ্ণু ও
 ক্রত্ব এরূপ তোমাকে নমস্কার। আপনি
 সাংখ্যাত্ত যোগ, ভূতগ্রাম, অনন্ত-অনন্তর,
 কালের কাল, ক্রত্ব, সুরেশ্বর, দেবদেব, আপনাকে

কপদিনে করালায় শঙ্করায় কপালিনে ।
 বিরূপায়ৈকরূপায় শিবায় বরদায় চ ॥ ৬৮
 ত্রিপুরায় বন্দ্যায় মাতৃণ্য পত্যয়ে নমঃ ।
 দুহায় চৈব শুদ্ধায় মুখায় কেবলায় চ ॥ ৬৯
 নমঃ কমলহস্তায় দিগ্‌মায় শিখণ্ডিনে ।
 লোকত্রয়বিধাত্রে চ চন্দ্রায় বরুণায় চ ॥ ৭০
 অগ্রায় চৈব চোগ্রায় বিপ্রায় নৈকচক্ষুযে ।
 রক্তসৈ চৈব লব্ধায় তমসেহত্যন্তধোনে ॥ ৭১
 নিত্যায়ানিত্যরূপায় নিত্যানিত্যায় বৈ নমঃ ।
 ব্যক্তায় চৈবাব্যক্তায় ব্যক্তাব্যক্তায় বৈ নমঃ ॥ ৭২
 চিত্তায় চৈবাচিত্তায় চিত্ত্যাচিত্তায় বৈ নমঃ ।
 তক্তাশামর্দিনাশায় নরনারায়ণায় চ ॥ ৭৩
 উমাপ্রিয়ায় শর্কায় নন্দিতকোক্তিভায় চ ।
 পঙ্কমাসর্কিমাসায় নমঃ সংবৎসরায় চ ॥ ৭৪
 বহুরূপায় মুণ্ডায় দণ্ডিনেহথ বরুধনে ।
 নমঃ কপালহস্তায় দিগ্‌মায় শিখণ্ডিনে ॥ ৭৫
 ধ্বজিনে রাধিনে চৈব যামিনে ব্রহ্মচারিণে ।
 কৃষ্ণজুঃসামবেদায় পুরুষায়েশ্বরায় চ ॥ ৭৬
 ইত্যেবমাদিচরিতৈস্তত্ত্বভ্যং দেব নমোহস্ত তে ॥ ৭৭
 এবং স্তবস্ততো দেবৈঃ প্রাপিত্য বরাননে ॥ ৭৮
 জ্ঞাত্বা তু ভক্তিং মম দেবদেবো
 পরাজলপ্রাবিতকেশধেনঃ ।

প্রণাম । কপদী, করাল, শঙ্কর, কপালী,
 বিরূপ, একরূপ, শিব, বরদ, ত্রিপুরারি, বন্দ্য,
 মাতৃপতি, দুহ, শুদ্ধ, কেবল, মুক্ত, কমলহস্ত,
 দিগম্বর, শিখণ্ডী, লোকত্রয়নিধানকর্তা, চন্দ্র,
 বরুণ, অগ্র, উগ্র, বিগ্র, অনেকচক্ষুধারী,
 আপনাকে নমস্কার । রক্ত: সত্ত্ব, তমঃ, অব্যক্ত
 যোনি, ব্যক্ত, অব্যক্ত ও ব্যক্তাব্যক্ত, চিত্তা,
 অচিত্ত্য, চিত্ত্যাচিত্ত্য ও তক্তাশিখারী নরনারায়ণ
 আপনাকে প্রণাম করি। উমাপ্রিয়, শর্ক, পঙ্ক,
 মাস, সর্কিমাস, সংবৎসর, বহুরূপ, মুণ্ড,
 দণ্ডী, বরুধী, কালহস্ত, দিগম্বর, শিখণ্ডী,
 ধ্বজী, রাধী, যমী, ব্রহ্মচারী, কেশব, সামবেদ
 ও বহুরূপ-পুরুষদেবর আপনাকে নমস্কার ।
 ৫১—৭৮ । এইরূপ স্তব করিলে তদীয় ভক্তি

স্বস্বোহতিযোগাতিশয়াচছ্যো ।

ন হি প্রভো ব্যক্তমূপৈতি চন্দ্রঃ ॥ ১০

এবং ভগবতা পূর্ণং ব্রহ্মণ্য লোককর্তৃণা ।
 স্ততোহহং বিবিধৈস্তোত্রৈর্কেনবেনাদ্রসতবৈঃ ॥ ৮০
 ততঃ প্রীতো হৃহতথৈ ব্রহ্মণ্য হুমহাস্তনে ।
 ততে হংস সৃষ্টিয়া বাচো পিতামহমথাক্রবম্ ॥ ৮১
 ভগবন্ত ভূতভব্যেশ লোকনাথ জগৎপতে ।
 কিং কাংখ্য তে ময়া ব্রহ্মণ্য কর্তব্যং বদ সুব্রত ।
 শ্রদ্ধা বাক্যং ততো ব্রহ্মা প্রভূবাচানুজ্ঞেয়ঃ ।
 ভূতভব্যভবপ্রাণ জ্ঞাতায় কারুণ্যবর ॥ ৮২
 সৃষ্টাসুহৈর্নৃথামানে পরোদ্যাবদুজ্ঞেয়ঃ ।
 ভগবন্ত্বেবসম্ভাষ্য নীলজ্যোতঃসম্ভিতম্ ॥ ৮৩
 প্রাহুর্ভূতং বিধং যোক্তব্যং সৃষ্টিয়িসমগ্রভূতম্ ।
 কালমুহুরিগৌড়তং মুণ্ডাচ্যানিত্যবর্তনম্ ॥ ৮৪
 ত্রৈলোক্যাস্যাদিহৃদ্যাভ্যং বিম্বুরভং সমস্ততঃ ।
 অগ্রে সমুৎপত্তং তাম্রণ্যং বিধং কালাননগ্রভূতম্ ॥ ৮৫
 তদুৎপত্তা তু বহুং সর্গে ভীতাঃ সম্ভাত্যচেতসঃ ।

জানিয়া স্বস্বযোগের আতিশয়া বশতঃ অচিত্ত্য
 দেবদেব আমি আমার কেশকলাপ গগললে
 আশ্রুত হইল। তখন চন্দ্র ব্যক্তভাবে
 প্রকাশ পাইলেন না। লোকনাথ ব্রহ্মা এই-
 রূপ বেনবেনাদ্রসর বাক্যে মদীয় ভক্তি করিলে
 পর, হে বরাননে। আমি ভগবান্ ব্রহ্মার স্তবে
 প্রীত হইলাম এবং ব্রহ্মাকে প্রভূত্তর করিলাম,
 হে ভূতভব্যপতে ব্রহ্মণ্য। আমি কি করিব
 আদেশ করুন। মহেশ্বরের কথা তুমি
 প্রজ্ঞাপতি বলিলেন, হে ভূতভবানাথ। কারুণ্য-
 বর মহেশ্বর। শ্রবণ করুন। সৃষ্টাসুহরণ সাগর
 মদন করিতে আরম্ভ করিলে মহাকালানলভ
 নীলমেঘং প্রভাশালী কালকূট বিধ উৎখিত
 হইয়াছে। সেই বিধের প্রভা প্রলয়কালোদিত
 আদিত্য সদৃশ। আমরা সেই বিধ দেখিয়া
 অতীত ভীত হইয়াছি। হে দেবদেব। আপনি
 ত্রিলোকের হি বিধবিনাশ সেই বিধ পালন করুন,
 কারণ আপনিই অগ্রভোক্তা, আপনার ভোজ-
 নের পর অপর সকলে ভোজন করে। ত্রিলোকে
 সকলেই বলিতেছি যে, তুমি বিনা কেহই

তং পিবস্ব মহাদেব লোকানাং হিতকাম্যয়া ।
 তবানগ্রহ ভোক্তা বৈ ভবাংষ্টেব বরঃ প্রভুঃ ॥৩৭॥
 ত্ব'মুদেহন্তো মহাদেব বিষং সোঢ়ং ন বিন্যতে ।
 নান্তি কশ্চিৎ পুমান শত্ৰুস্তৈস্ত্রৈলোক্যেষু চ গীতে ॥
 এবং তস্ত বচঃ শ্রুত্বা ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ ।
 বাচমিত্যেব তদ্বাক্যং প্রতীগৃহ্য বরাননে ॥ ৮৯
 ততোহহং পাতুমার্কো বিশ্বমস্তকসন্নিভম্ ।
 পিবতো মে মহাবোরং বিষং সূরভয়ঙ্করম্ ॥ ৯০
 কঠং সমতৎস্বৰ্ণং কৃষ্ণো মে বহুবর্ণিনি ।
 তক্ষকং নাগরাজানং লেনিহানমিব স্থিতম্ ॥ ৯১
 অথোবাচ মহাতেজা ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ।
 শোভসে ত্বং মহাদেব কঠেনানেন সূরত ॥ ৯২
 ততস্তত্ত্ব বচঃ শ্রুত্বা ময়া সিংহব্রাহ্মণে ।
 পশুতাং দেববজ্রনাং নৈত্যান্যাক বরাননে ॥ ৯৩
 বক্ষগন্ধর্ভৃতানাং পিণাচোৎপন্নকস্যম্ ।
 ধৃতং কঠে বিষং বোরং নীলকণ্ঠতো হহম্ ॥ ৯৪
 তং কালকূটং বিষমুগ্রতেজঃ
 কঠে ময়া পৰ্শ্বতঃপুত্রি ।
 নিবেশ্যমানং সূরদৈত্যসংজ্ঞা
 দৃষ্ট্বা পরং বিষমমাজ্ঞায়াম্ ॥ ৯৫

ততঃ সুরগণাঃ সর্পে সনৈত্যাগরাক্ষসাদিঃ ।
 উচুঃ প্রাজ্ঞলয়ো ভূদা মন্তমাতঙ্গপার্মিনি ॥ ৯৬
 অহো বলং বীৰ্য্যপরাক্রমশ্চে
 অহো পুনর্যোগবলং তদৈব ।
 অহো প্রভুত্বং তব দেবদেব
 গন্ধাজলান্দ্রিতমুকেশ ॥ ৯৭
 ত্বমেব বিশ্বচতুরাননস্ত্বং
 ত্বমেব মৃত্যুর্বাণেশ্বমেব ।
 ত্বমেব সুর্য্যো বজ্রনাকরশ্চ
 ত্বমেব ভূমিঃ সলিলং ত্বমেব ॥ ৯৮
 ত্বমেব যজ্ঞো নিম্নমস্ত্বমেব
 ত্বমেব ভূতং ভবিতা ত্বমেব ।
 ত্বমেব চানিনিবনং ত্বামেব
 সূরশ্চ সূক্ষ্মঃ পূর্ববস্ত্বমেব ॥ ৯৯
 ত্বমেব হৃদয় পুরুষ সূক্ষ্মঃ
 ত্বমেব বহিঃ পবনস্ত্বমেব ।
 ত্বমেব সর্পশ্চ চরাচরশ্চ
 লোকশ্চ কঠা প্রলয়ে চ হস্তা ॥ ১০০
 ইতীনমুক্ত্বা বচনং সুরেন্দ্রাঃ
 প্রগৃহ্য সোদং প্রাণপত্য মূর্খা ।
 গত্বা বিমানৈরনিগৃহ্যবৈশৈ-
 র্মহাশ্বনো যেক্ষমুপেত্য সর্পে ॥ ১০১

এ বিষ সহ করিতে পারিবে না। হে
 চন্দ্রাননে! ব্রহ্মার এই কথা শুনিলাম,
 পরে আমি তাঁহার বাক্য স্বীকার করিয়া সুরা-
 সুরভয়জনক বিষ পান পরিতে আরম্ভ করি-
 লাম। সেই বোর বিষের প্রভাবে মদ্য
 কঠ নীলবর্ণ হইয়া গেল; দোখলে বোধ
 হইত যেন নাগরাজ তক্ষক অবাস্তত রহিয়া-
 ছেন। ৭৭—৯০। আমার তাদৃশ কঠদর্শনে
 ব্রহ্মা বাৎসল্যে, হে ভ্রাতৃক! আপান এই
 কঠ ধারা শোভা পাইতেছেন। হে সিংহরাজ-
 নন্দিন! দেব, দৈত্য, বক্ষ, রক্ষস, গন্ধর্ষ,
 কিম্বর ও উগ্রে এই সকলের সাক্ষাতে সেই
 বিষ কঠে ধরিলাম, সেই হংসে আমার নাম
 হইয়াছে 'নীলকণ্ঠ'। আমার কঠে সেই উগ্র
 তেজঃ কালকূট বিষ দেখিয়া সুরাসুরগণ
 বিষমাপন্ন হইলেন। অনন্তর সুরাসুরগণ

কুতাজ্জলি হইয়া আমাকে বলিলেন, হে জাহ্নবী
 জলপ্লাবিতজটাপটন মহাদেব! আপনার
 বলবত্তম অপরূপ, ভবদীর্ঘ প্রভুত্ব ও যোগবল-
 দর্শনে আমরা বিস্মিত হইয়াছি। তুমি বিশ্ব,
 তুমি ব্রহ্মা, তুমিই মৃত্যু, তুমিই বরদ, তুমিই
 সূর্য্য, তুমি চন্দ্র, তুমিই পৃথিবী, তুমিই
 সলিল, তুমিই যজ্ঞ, তুমিই নিম্ন, তুমিই
 অগ্নীত, তুমিই ভাবী, তুমিই আদি, তুমিই
 অন্ত, তুমিই সূর ও সূক্ষ্ম পুরুষ, তুমিই
 হৃদয় হইতেও সূক্ষ্ম, তুমিই জ্ঞানন, তুমিই
 সমীরণ, তুমিই সকল চরাচরের স্রষ্টা, তুমিই
 আবার বলরূপে তাহাদের সংহতা। সুরগণ
 এইরূপ শব্দ ও মহাদেবকে প্রশংসা করিয়া পরে
 বেগবান বিমানে আরোহণান্তে সূরেন্দ্র-শৈলভি-

ইত্যেতৎ পরং শুভং পুণ্যং পুণ্যমহস্তরম্ ।
 নীলকর্ণেতি যৎপ্রোক্তং বিখ্যাতং লোকবিক্রমম্ ।
 স্বয়ং স্বয়মুবা প্রোক্তাং পুণ্যং পাপপ্রণাশনম্ ।
 যন্ত ধাত্তে নিত্যমেবাং ব্রহ্মোদ্ভবাং কথাম্ ।
 তত্তাহং সম্প্রবক্ষ্যামি কলং বৈ বিপুলং মহৎ ॥
 বিধং তন্ত বরারোহে স্বাবরং জঙ্গমং তথা ।
 গাত্রং প্রাপ্য চ মুপ্রোণি কিপ্রং তৎ

প্রতিহততে ॥ ১০৪

শময়ত্যন্ততং যোরং হংসপক্ষপকর্ষতি ।
 স্ত্রীষু বলভত্যং যাতী সত্যায়ং পার্শ্ববন্ত চ ॥ ১০৫
 বিবাদে জয়মাপ্রোতি যুদ্ধে শূরমুখম্বে চ ।
 গচ্ছতঃ কেমমধ্বানং গৃহে চ নিত্যসম্পদঃ ॥ ১০৬
 শরীরভেদে বক্ষ্যামি গতিং তন্ত বরাননে ।
 নীলকর্ণো হরিশ্চশ্রফঃ শশাঙ্কাক্ষিতমূর্দ্ধজঃ ॥ ১০৭
 ত্র্যক্ষশূলপাণিঃ চ বুধধানঃ পিনাকধরু ।
 নন্দিতুল্যবলঃ স্ত্রীমান্ নন্দিতুল্যপরাক্রমঃ ॥ ১০৮

মুখে প্রহসন করিলেন। হে দেবি! এই
 লোকবিখ্যাত শুভ কথ্য পুণ্য হইতেও পুণ্য-
 তর। ইহা প্রজাপতি ব্রহ্মা কর্তৃক উক্ত
 হইয়াছে। এই কথ্য যে নিত্য অবল করে,
 তাহার বিপুল ফললাভ হয়, তাহাতে সন্দেহ
 নাই। ১১—১০৩। হে বরারোহে! স্বাবর
 জঙ্গম বিধ তনোর গাত্রে স্পৃষ্ট হইবামাত্র বিনষ্ট
 হইবে। তাহার যোগ অমঙ্গল নষ্ট হইবে,
 হংসপক্ষ হংসপ হইবে, সে রমণীপণের এবং
 সত্যতে রাজার প্রিয় হইবে, বিবাদে জয় এবং
 যুদ্ধে শৌর্যলাভ করিবে। তাহার পক্ষে
 কল্যাণ হইবে। গৃহে সর্বনা সম্পদ থাকিবে।
 সে ইচ্ছামত নানা শরীরে গমনাগমন করিতে
 পারিবে। সে ইচ্ছা করিলে নীলকর্ণ, হরিশ্চ-
 শ্রফ, শশিধন্বন, ত্রিনেত্র, ত্রিশূলপাণি, বুধধন্বজ,
 পিনাকপাণি ও নন্দী প্রভৃতির সমান পরাক্রম-
 শালী হইতে পারিবে এবং যত বরদ আকাশে
 যথেষ্ট দাঁড়িতে পারে, সেও আমার আদেশে
 সেইরূপ ব্রহ্মণ করিতে পারিবে। সে আমার
 ক্রায় পরাক্রমে হইয়া প্রলয় পর্যন্ত

বিচরতাচিরং সর্বান্ সর্বলোকায়মাজরা ।
 ন হততে গতিস্তত অনিলন্ত বরানরে ।
 মম তুল্যবলোদ্ভবা তিষ্ঠতাভূত সংপ্রবম্ ॥ ১০৯
 মম ভক্তা বরারোহে যে চ শৃণুন্ত মানবাঃ ।
 তেষাং গতিং প্রবক্ষ্যামি ইহলোকে পরত্র চ ॥ ১১০
 ব্রাহ্মণো বেদমপ্রোতি কাত্রেয়া জরতে মহীম্ ।
 বৈশ্যস্ত লভতে লাভং শূদ্রঃ সুখমবাধুয়াং ॥ ১১১
 ব্যাধিতো মুচ্যতে রোগাদ্বন্ধো দুচ্যেত বন্ধনং ।
 শুণ্ডিণী লভতে পুত্রং কণ্ডা বিন্দতি সংপতিম্ ।
 নষ্টক লভতে সর্গামহলোকে পরত্র চ ॥ ১১২
 গবাং শতলহস্তস্ত সমাক্ষুস্তং বৎকলম্ ।
 তৎকলং ভবতি শ্রব্ধা বিভোনিঘ্যামিমাং কথাম্ ॥
 পা দং বা হৃদ্য বাপদ্বিঃ শ্লোকং শ্লোকার্দ্ধমেব বা ।
 যন্ত ধাত্ততে নিত্যং ব্রহ্মলোকং স গচ্ছতি ॥ ১১৩
 কথ্যামিমাং পুণ্যফলানিযুক্তাং
 নিবেদ্য দেব্যাঃ শশিবন্ধমূর্দ্ধজঃ ।
 বুধস্ত পৃষ্ঠেন সহোমার্য প্রভু-
 র্জগাম কিকঙ্কান্তহাং শুহপ্রিয়ঃ ॥ ১১৫
 ক্রান্তং ময়া পাপহরং মহাপদং
 নিবেদ্য তেভ্যঃ প্রদদৌ প্রভঞ্জনঃ ।

থাকিবে। যে সকল ভক্ত মনোর এই কথ্য
 অবল করে, ইহ বা পরলোকে তাহাদের বৈরূপ
 গতি হয়, তাহা বলিতেছি। ব্রাহ্মণগণ বেদ
 লাভ করেন কত্রিয় পৃথিবী জয় করিতে পারেন,
 বৈশ্যেরা ব্যবসাতে লাভবান, শূদ্রেরা সুখী,
 ক্রমবাক্তি রোগ হইতে এবং বদ্ধ বন্ধন হইতে
 মুক্ত হইয়া থাকে। গর্ভিণী পুত্র প্রাপ্ত হয়।
 কণ্ডা সংপতি লাভ করে। ইহ বা পরলোকে
 নষ্ট দ্রব্য পুনর্বার প্রাপ্ত হওয়া যায়।
 সহস্র গোদান করিলে বৈরূপ ফল পাওয়া
 যায়, এই নিম্ন কথ্য অবলগ্নে সেই ফল লাভ
 হইবে। যে জন নিত্য এক শ্লোক অথবা অর্ধ-
 শ্লোক অথবা শ্লোকের একটী চরণ বা অক্ষর
 পাঠ করে, সে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়। বুধধন্ব
 দেবীর নিকটে একরূপ দিব্য কথ্য কথিয়া বুধে
 ব্যত্রেয়বৎ দেবীর সহিত কিকঙ্ক-শুভাতি-

অদীত্য সর্ষভূতানং সুলভণং

জগাম চানিত্যপথং দ্বিজোত্তমঃ ॥ ১১৬

ইতি ব্রহ্মাণ্ডে মহাপুরাণে নীলকণ্ঠবো নাম
একোদশষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫১ ॥

ষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

কৃষ্ণ উচুঃ ।

গুণকর্মপ্রভাবৈশ্চ কোদধিকো বদন্ত্যং বর ।

শ্রোতুমিচ্ছামহে সমাগাংগেয গুণবিস্তরম্ ॥ ১

চত উবাচ ।

অত্রাপ্যাহরতীমমতিহাসং পুরাতনম্ ।

মহাদেবস্ত মহাত্ম্যং বিভূত্বক মহাত্মনঃ ॥ ২

পূর্ষং ত্রৈলোক্যবিজয়ে বিমুনা সমুদাহৃতম্ ।

বলিং বন্ধা মহোজ্ঞাস্ত ত্রৈলোক্যাদিপতিঃ পুরা ॥ ৩

প্রনষ্টেষু চ নৈত্যেযু প্রহৃষ্টে চ শচীপতে ।

অধাজগাঃ প্রভুং ত্রুষ্টং সর্ষে দেবাঃ সবাঃ ৪

যত্রাস্তে বিশ্বরূপাস্তা কীরোদন্ত সমীপতঃ ।

সিদ্ধ-ব্রহ্মবৈশ্যো বন্ধা গন্ধর্বাঃ পুরসাদ্রাণাঃ ॥ ৫

মুখে প্রস্থান করিলেন । সমীরণ ঋষিগণের
নিকটে এইসকল শুধু কথা কহিয়া গগনমার্গে
প্রস্থান করিলেন । ১০৪—১১৬ ।

উনষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫১

ষষ্টিতম অধ্যায় ।

ঋষিগণ বলিলেন, হে বাণিবর ! আপনি
বলুন,—গুণ, কর্ম ও প্রভাব দ্বারা এ বিশ্বে
কোন ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ ? আমরা শুনিতে ইচ্ছা
করি। সূত বলিলেন, হে মুনিগণ ! এ বিষয়ে
মহেশ্বরের মাহাত্ম্যময় একটি পুরাতন ইতিহাস
আছে, বলদর্পহারী হরি তাহা কহিয়াছিলেন ।
কৃষ্ণ কর্তৃক বলি অগ্নদ্রু হইলে নৈত্যদল
কীণবল হইয়া পড়িল, শচীপতি সম্বষ্ট
হইলেন । অনন্তর ইন্দ্রাদি দেবগণ কীরোদ-
লাবরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন । দেবার্য,

নাগা দেবর্ষয়শ্চৈব নদ্যাঃ সর্ষে চ পর্ষতাঃ ।

অভিগম্য মহাত্মানং স্তবন্তি পুরুষং হরিম্ ॥ ৬

ত্বং ধাতা ত্বক কর্তাস্ত ত্বং লোকানুজমসি শ্রেতে ।

ত্বং প্রসাদাচ্চ কল্যাণং প্রাপ্তং ত্রৈলোক্যমব্যয়ম্ ।

অমুরাশ্চ দ্বিতাঃ সর্ষে বলিবর্জশ্চৈব ত্বয়া ॥ ৭

এবমুক্তং সূরৈর্বিষ্ণুঃ সিদ্ধৈশ্চ পরমবিত্তিঃ ।

প্রতুবাচ ততো দেবানুসর্ষাংস্তানু পুরুষোত্তমঃ ॥

প্রায়তামতিধাত্মামি কারণং সুরসন্তমাঃ ।

যঃ শ্রুতী সর্ষভূতানাং কলিঃ কালকরঃ প্রভুঃ ॥ ৯

যেন হি ব্রহ্মণা সার্কিং সৃষ্টা লোকাশ্চ মায়য়া ।

তুশ্চৈব চ প্রসাদেন আদৌ সিদ্ধহর্যগতম্ ॥ ১০

পুরা তমসি চাব্যাক্তে ত্রৈলোক্যে গামিতে ময়া ।

উদরেষু ভূতেষু লোকেহং শয়িতস্তদা ॥ ১১

সহস্রশীর্ষো ভূতাত্মা সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাং ।

শত্ৰুচক্রগদাপাণিঃ শরিতে বিমলেন্দ্রস্তমি ॥ ১২

এতশ্চরন্তরে দুঃখং পশ্যামি হমিতপ্রভম্ ।

শতসূর্য্যপ্রতীকাশং জরন্তং যেন তেজসা ॥ ১৩

চতুর্ভুজং মহাযোগং পুরুষং কাকনপ্রভম্ ॥

সিদ্ধ, ব্রহ্মবি, যক্ষ, গন্ধর্ষ, অমরা, নাগ, নদী
ও পর্ষত ইহারা সকলে মিলিয়া মহাত্মা হরির
এইরূপ স্তব আরম্ভ করিলেন । এই জনতের
তুমিই ধাতা ও তুমিই কর্তা, এ সকল
লোককে তুমিই সৃষ্টি করিয়াছ, তবদীয় প্রসাদে
ত্রিলোক কল্যাণলাভ করিয়াছে, অমরদল তোমা
কর্তৃক জিত হইয়াছে, বলির অবরোধ ব্যটিয়াছে ।
পুরুষোত্তম সুরসিদ্ধগণকর্তৃক এইরূপ স্তব হইয়া
কহিলেন, হে সুরবরগণ ! শ্রবণ কর, এ বিব-
য়ের কারণ কহিতেছি । বিনি সর্ষভূতের শ্রুতী
ও হস্তা, বিনি মায়ার সহিত মিলিয়া এই
সকল সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহারই প্রসাদে এই
কার্য সিদ্ধ হইয়াছে । পুরাকালে এই অব্যক্ত
বিশ্বকে গ্রাস করিয়া এবং ভূতগণকে বৃদ্ধি মধ্যে
স্থাপন করিয়া আমি সহস্রশীর্ষা, সহস্রপাং ও
সহস্রপাণি পুন্স্বরূপে বিমল জলে শয়ন
করিয়াছিলাম । ১—১২ । এই সময়ে আমি
দেখিলাম, দশ শতসূর্য্যসদৃশ প্রতীশালী যুব-
চতুর্ভুজবিশিষ্ট, বৃহৎ কমনু, কৃষ্ণাঙ্গিন পিঃ

কৃৎজান্নধরং দেবং কমণ্ডলুবিভূষিতম্ ।
 নিমেষান্তরমাত্রেন প্রাপ্তোহনৌ পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৫
 ততো মামব্রবীদ্ ব্রহ্মা সৰ্বলোকনমস্কৃতঃ ।
 বহুং কুতো বা কিংকর তিষ্ঠসে বন মে বিভো ।
 অহং কৰ্ত্তাস্মি লোকানাং স্বাস্থিবিরতোমুখ ॥ ১৬
 এবমুক্তস্তদা তেন ব্রহ্মণঃসম্বাচ তম্ ॥ ১৭
 অহং কৰ্ত্তা চ লোকানাং সংহৰ্ত্তা চ পুনঃপুনঃ ॥
 এবং সন্তাবমানাভ্যাং পরস্পরভয়ৈরিহাম্ ।
 উত্তরায় নিশমাহায় জালা দৃষ্টাপাধিষ্টতা ॥ ১৮
 জালাস্তত্ত্বামালোক্য বিস্মিতো চ তদানন্তরো ।
 তেজসা চৈব তেনাথ সৰ্বং ভোক্তিঃ কুতঞ্জ'ম্ ॥
 বর্জমানো তদা বহু'বতাস্তপরমাহুতে ।
 অতিদুর্দ্বাব তাং জালাং ব্রহ্মা চাহক সত্তরঃ ॥ ২০
 দিবং ভূমিকং বিষ্টভ্য তিষ্ঠন্তং জালমঞ্জলম্ ॥ ২১
 তস্ম জালস্ত মধ্যো তু পশ্চাবো বিপুলপ্রভম্ ॥ ২২
 প্রাদেশমাত্মমব্যাক্তং লিঙ্গং পরমদীপিতম্ ।
 ন চ তৎ কাকনং মধ্যো ন শৈলং ন চ রাজতম্ ॥
 অতিদেগ্ৰমচিহ্ন্যক লজ্জালজ্জাং পুনঃপুনঃ ॥ ২৪

হিত এক পুরুষ নিমেষমধ্যে মদীর নিকটে
 আসিলেন এবং আমাকে সম্বোধিয়া বলিলেন,
 কে তুমি ? কোথা হইতে আসিছাছ ? এবং
 কি নিমিস্তই বা এখানে অবস্থান করিতেছ ?
 আমি এ চরাচরের কৰ্ত্তা ব্রহ্মা । ব্রহ্মা এই
 কথা কহিলে আমি কহিলাম, আমি এ চরা-
 চরের কৰ্ত্তা এবং সংহৰ্ত্তা । এইরূপে পর-
 স্পরের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইল এবং
 আমরা উভয়েই অগ্নিভিলাষী হইলাম । এই
 সময়ে উত্তরদিকে একটা বিপুল জালা দেখা
 গেল, সেই জালা অবলোকন করিয়া উভয়েরই
 বিস্ময় জন্মিল । সেই ভেজে অপর
 সকল জ্যোতিই মলিন হইয়াছে । ক্রমে
 সেই অদ্ভুত জালাময় বহু বর্জিত হইলে
 আমরা তাহার সমীপে গিয়া দেখিলাম, সেই
 জালামণ্ডলের অভ্যন্তরে বিপুলপ্রভ এক
 লিঙ্গ অবস্থান করিতেছে । সেই লিঙ্গ কাকন
 বা রাজত নহে ; আনন্দে, অচেতা, ব্যাক্যক,

মহৌজসং মহাধোরং বর্জমানং তুশং তদা ।
 জালামালাগতং ভ্রান্তং সৰ্বভূততরঙ্গরম্ ॥ ২৫
 অস্ত তিঙ্গস্ত যোহন্তং বৈ গচ্ছতে মন্তকারণম্ ।
 ষো'রুপিবমত্যর্থং ভিন্দত্মিনং রোদনৌ ॥ ২৬
 ততো মামব্রবীদ্ ব্রহ্মা স্বধোগচ্ছতুতন্ত্রিতঃ ।
 অস্তমস্ত বিজানীমো লিঙ্গস্ত তু মহাত্মনঃ ॥ ২৭
 অহং কৰ্ত্তা ন'মধামি যাবন'তাহত নৃশতে ।
 তদা তৌ সমস্তং কৃতা গত্যবৃদ্ধিগমং চ হ ॥ ২৮
 ততো বর্জনহস্তস্ত অহং পুনঃপ্রোগতঃ ।
 ন চ পশ্চামি তস্তান্তং ভীতং চাহং ন সংশয়ঃ ॥ ২৯
 তথা ব্রহ্মা চ শ্রান্তং ন চাত্তস্ত পশ্চতি ।
 সমাগতো ময়া স'র্জিত তৈরৈব স মহাত্মসি ॥ ৩০
 ততো বিশ্বমাপন্নাবুভৌ তস্ত মহাত্মনঃ ।
 মায়য়া মোহিতৌ তেন নষ্টসংজ্ঞৌ ব্যবস্থিতৌ ॥ ৩১
 ততো ধ্যানগতস্তাং ঈশ্বরং সৰ্বতোমুখম্ ।
 প্রবং নিধনকৈব লোকানাং প্রভুমহাত্মম্ ॥ ৩২
 বদ্ধাঞ্জলিপটৌ ভূতৌ শৈল্য শূলিনে ।
 মহাভৈরবনাদায় ভীষ্মরূপায় নং দ্বিধে ॥

মহাপ্রভাশালী, জালামালাময় এবং সৰ্বভূতের
 ভগাবহ, ধোররূপী ও আকাশভেন্দী । এই
 লিঙ্গের অস্ত কেহই জানিতে পারে না । তখন
 ব্রহ্মা আমাকে বলিলেন, তুমি অধোগমন
 করিয়া এই লিঙ্গের অস্ত অবগত হও, আমিও
 উর্দ্ধে গিয়া ইহার সীমা নিরূপণ করি । অনন্তর
 আমরা উভয়ে এইরূপ স্থির করিয়া অধঃ ও
 উর্দ্ধদিশে প্রস্থান করিলাম । আমি সহস্র
 বৎসর অধোদিকে গিয়াও তাহার অস্ত পাই-
 লাম না । প্রত্যাপ্তও উর্দ্ধদিশে গিয়া তাহার
 সীমা পাইলেন না । আমরা উভয়েই আসিয়া
 তখন মিলিত হইলাম । ১০—৩০ । আমরা
 উভয়ে বিশ্বরূপ হইলাম, তদীয় মায়া
 মোহিত হইয়া কিছুই বুঝিতে পারিলাম না ।
 সেই ধ্যানমগ্ন সৰ্বগ্যাপী স্বাষ্টিবিভিন্নরকারী
 শূলপাণি ভীষ্মমিনাদা ভীষ্মরূপ, ধোররূপেই,
 বিরাটাপুং, অব্যক্তরূপী ঈশ্বরকে আমরা উভ-
 য়েই বদ্ধাঞ্জলি চট্টা এইরূপে প্রণাম করিলাম-
 হে দেব । তুমি ব্রহ্মণের ঈশ্বর, দুঃখপতি ও

অব্যক্তায় মহাস্তায় নমস্কারং প্রকৃত্যহে ॥ ৩৩

নমোহস্ত তে লোকহরেশ দেব

নমোহস্ত তে ভূতপতে মহাস্ত ।

নমোহস্ত তে শান্ত সিদ্ধয়ে'নে

নমোহস্ত তে সৰ্ব্বভগ্নপ্রতিষ্ঠ ॥ ৩৪

পরমেষ্ঠী পরং ব্রহ্ম অক্ষরং পরমং পদম্ ।

শ্রেষ্ঠস্ত্বং বামদেবশ্চ রুদ্রঃ স্তম্ভঃ শিবঃ প্রভুঃ ॥ ৩৫

ত্বং যজ্ঞজ্ঞং বসট্কারত্বমোক্ষাঃ পরং পদম্ ।

স্বাহাকারো নমস্কারঃ সংস্কারঃ সৰ্ব্বকৰ্ম্মণাম্ ॥ ৩৬

স্বধাকারশ্চ জাপ্যশ্চ ব্রতানি নিয়মাস্তথা ।

বেদা লোকাশ্চ দেবশ্চ ভগবানেব সৰ্ব্বশঃ ॥ ৩৭

আকাশস্ত চ শব্দস্তং ভূতানাং প্রভাবায়ম্ ।

ভূমের্গন্ধো রসশ্চাপং ভেজোরূপং মহেশ্বরঃ ॥ ৩৮

বায়োঃ স্পর্শশ্চ দেবশ্চ বস্তুশ্চ স্তমস্তথা ।

বুদ্ধো জ্ঞানক দেবেশ প্রকৃতে বীজমেব চ ॥ ৩৯

ত্বং কৰ্ত্তা সৰ্ব্বভূতানাং কালো মৃত্যুৰ্ধমোহস্তকঃ ।

ত্বাকারয়সি লোকাংস্ত্রীংস্ত্বমেব স্তজসি প্রভো ॥ ৪০

পূৰ্বেণ বদনেন ত্বমিত্যুতং প্রকাশসে ।

বিরাটমুক্তি! আপনাকে নমস্কার। হে ভূত-
পতে! চিরন্তন সিদ্ধযোনি ও জগদ্ব্যাপ্তপ্রতিষ্ঠ
আপনাকে নমস্কার করি। আপনি পরমেশ্বর,
পরম ব্রহ্ম, অক্ষর পরম পদ, আপনি শ্রেষ্ঠ
বামদেব, রুদ্র, স্তম্ভ, শিব, প্রভু, যজ্ঞ,
বসট্কার, ওকার, পরমপদ, স্বাহাকার,
নমস্কার, সৰ্ব্বকৰ্ম্মের সংস্কার, স্বধাকার, জাপ্য,
ব্রত এবং নিয়ম। হে ভগবন্! আপনিই
বেদ, লোক ও দেবস্বরূপ। আপনি আকাশের
শব্দ ভূতগণের আদি কারণ হইয়াও বিকার-
বিরহিত। পৃথিবীর গন্ধ, জলের রস, ভেজের
রূপ, মহেশ্বর, বায়ুর স্পর্শ ও চল্লমার দিব্যদেহ।
হে দেবেশ! আপনি প্রাজ্ঞ এবং জ্ঞান, প্রকৃতির
বীজ, সৰ্ব্বভূতের স্রষ্টা, কাল, মৃত্যু ও বিনাশক
যমরাজ। হে প্রভো! আপনি এই সকল
লোক ধারণ করিয়া রহিয়াছেন এবং আপনিই
এই তিন লোকের স্থিতিবিধান করিতেছেন।
৩১—৪০। হে প্রভো! আপনি পূৰ্ব্ববদনে

দক্ষিণেন চ বক্ত্রেণ লোকান্ সংকার্ষসে প্রভো ।

পশ্চিমে'ন তু বক্ত্রেণ বরুণত্বং করোষি বৈ ।

উত্তরে'ন তু বক্ত্রেণ সৌম্য ত্বং ব্যবস্থিতম্ ॥ ৪২

বাজসে বহধা দেব লোকানাং প্রভাবায়ঃ ॥ ৪৩

আদিত্যা বসবো রুদ্রা মরুতশ্চাশ্বিনীমূতো ।

স'ধ্যা বিদ্যাধরা নাগাশ্চারণাশ্চ তপোধনাঃ ।

বালখিল্যা মহাস্ত্রানস্তপঃসিদ্ধাশ্চ সূত্রতাঃ ॥ ৪৪

ত্বভঃ প্রস্থতা দেবেশ যে চাশ্ত্রে নিয়তব্রতাঃ ।

উমা সীতা সিনীবালা কুহুর্গায়ত্রী চৈব চ ॥ ৪৫

লক্ষ্মীঃ কৌর্তির্ধৃতির্মেধা লজ্জা ক্রান্তির্বপুঃ স্বধা ।

তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্রিয়া চৈব বাচাং দেবী স্রস্বতী ।

ত্বভঃ প্রস্থতা দেবেশ সন্ধ্যা রাত্রিস্তথৈব চ ॥ ৪৬

স্থধ্যাযুতানামযুতপ্রভা চ

নমোহস্ত তে চল্লসহস্রগোচর ।

নমোহস্ত তে পর্কণ্ডরূপধারিণে

নমোহস্ত তে সৰ্ব্বগুণাকরায় ॥ ৪৭

নমোহস্ত তে পাি ট্রশরূপধারিণে ।

নমোহস্ত তে চৰ্ম্মবিহুতিধারিণে ।

নমোহস্ত তে রুদ্র পিনাকপাণয়ে

নমোহস্ত তে শায়কচক্রধারিণে ॥ ৪৭

ইন্দ্র ই একট করিতেছেন, দক্ষিণবদনে জগ-
তের বিনাশ সাধন করিতেছেন, পশ্চিমবদনে
বরুণত্ব প্রকাশ করিতেছেন, আপনার উত্তর
মুখে সৌম্যত্ব সংস্থিত। হে দেব! আপনিই
প্রাণিগণের আদি ও অন্তস্বরূপ, এইরূপে বহু-
রূপে দীপ্তি পাইতেছেন। আদিত্য, বসু, রুদ্র,
: রুদ্র, অশ্বিনীমূত, সাদ্য, বিদ্যাধর, নাগ, চারণ,
তপোধন, বালখিল্য, মহাস্ত্রা, সিদ্ধপুরুষ, ও
ব্রতনিয়ত পুরুষগণ আপনা হইতেই প্রস্থত
হইয়াছে। উমা, সীতা, সিনীবালা, কুহু,
গায়ত্রী, লক্ষ্মী, কৌর্তি, ধৃতি, মেধা, লজ্জা, ক্রান্তি
বপুঃ স্বধা, তুষ্টি, পুষ্টি, ক্রিয়া, বাগদেবী স্রস্বতী,
সন্ধ্যা ও রাত্রি ইহারা সকলেই আপনা হইতে
প্রাভূত হইয়াছেন। অযুত স্থধ্যাদৃশ অযুত-
দীপ্তি এবং সংস্র চল্লনিত সূক্ষরকাণ্ডি, শৈল-
রূপধারী, সৰ্ব্বগুণের আকর আপনাকে প্রণাম
করি। হে রুদ্র! আপনি পাি ট্রশরূপধারী,

নমোহস্ত তে ভস্মবিকৃষিতাঃ
 নমোহস্ত তে কামশরীরনাশন ।
 নমোহস্ত তে দেব হিরণ্যবাসসে
 নমোহস্ত তে দেব হিরণ্যবাহবে ॥ ৪৯
 নমোহস্ত তে দেব হিরণ্যরূপ
 নমোহস্ত তে দেব হিরণ্যভি ।
 নমোহস্ত তে নেত্রসহস্রচিত্র
 নমোহস্ত তে দেব হিরণ্যরেতঃ ॥ ৫০
 নমোহস্ত তে দেব হিরণ্যবর্ণ
 নমোহস্ত তে দেব হিরণ্যগৰ্ভ ।
 নমোহস্ত তে দেব হিরণ্যচীর
 নমোহস্ত তে দেব হিরণ্যদাঘিনে ॥ ৫১
 নমোহস্ত তে দেব হিরণ্যমানিনে
 নমোহস্ত তে দেব হিরণ্যবাহিনে ।
 নমোহস্ত তে দেব হিরণ্যবর্জনে
 নমোহস্ত তে ভৈরবনাদনাদিনে ॥ ৫২
 নমোহস্ত তে ভৈরববেগবেগ
 নমোহস্ত তে শঙ্কর নীলকণ্ঠ ।
 নমোহস্ত তে দিব্যসহস্রবাহো
 নমোহস্ত তে নর্তনবান্ধবপ্রিয় ॥ ৫৩

এবং সংস্কৃতমানস্ত ব্যক্তো ভূত্বা মহামতিঃ ।
 ভাতি দেবো মহাযোগী সৃষ্টিকৌটীমমপ্রভঃ ॥ ৫৪

চন্দ্র ও বিজুতিকৃষিত, পিনাকপাণি ও শায়কচক্র-
 ধারী আপনাকে প্রণাম করি । হে ভস্মবিকৃষিত-
 কলেবর ! হে মদনমধন ! আপনি সুবর্ণময়
 বহুধারী ও সুবর্ণবাহনালী, আপনাকে নমস্কার ।
 আপনি হিরণ্যরূপ, হিরণ্যনিষ্ঠ নাভিযুক্ত,
 সহস্র নেত্রবিশিষ্ট, হিরণ্যরেতঃ, আপনাকে
 নমস্কার । হে হিরণ্যবর্ণ ! হিরণ্যগৰ্ভ, হিরণ্য-
 বসনধারী, হিরণ্যদাঘিনী আপনাকে প্রণাম
 করি । হে দেব ! আপনি হিরণ্যমালাধর,
 হিরণ্যবহ, হিরণ্যবর্জা ও ভৈরবনিবাসী, আপ-
 নাকে নমস্কার করি । হে ভৌমবেগশালী
 শঙ্কর ! হে নীলকণ্ঠ ! নৃত্যবান্ধবপ্রিয় ও
 সহস্র বাহুবিশিষ্ট আপনাকে নমস্কার করি ।
 মহামতি মহেশ্বর এইরূপে ভূত হইয়া স্বীয়
 দক্ষিণ ধারণপূর্বক কোটি কোটি স্থানের ভাৱ

অভিভাষান্তলা হুষ্ঠে মহাদেবো মহেশ্বরঃ ।
 বক্রকৌটীমহশ্বেষ গ্রনমান ইবাপরম্ ॥ ৫৫
 একগ্রীবস্তে কপটো নানাতুষ্মণভূষিতঃ ।
 নানচিত্রবচিত্রাঙ্গে নানামালাভূষণপনঃ ॥ ৫৬
 পিনাকপাণিভগবান্ বহুভাসনশূলধরুঃ ।
 দণ্ডকুক্ষাজিনধরঃ কপালী ষোড়শপদধরুঃ ॥ ৫৭
 ব্যালঘজ্ঞেপবীতী চ সুরানামভয়ঙ্করঃ ।
 দুল্লভিস্বনির্দোষপর্জগ্নিনিদোপমঃ ।
 মুক্তো হাসন্তলা তেন নভঃ সৰ্ব্বমপূরয়ং ॥ ৫৮
 তেন শকেন মহত্য বয়ং ভীতা মহাত্মনঃ ।
 তদোবাচ মহাযোগী প্রীতোহহং সুরসত্তমো ॥ ৫৯
 পশ্চোত্যক মহামায়াং ভয়ং সৰ্ব্বং প্রমুচ্যতাম্ ।
 যুবাং প্রহৃতৌ গত্রেমু মম পূৰ্ব্বসনাতনৌ ॥ ৬০
 অয়ং মে দক্ষিণো বাহুর্ভক্ষা লোকপিতামহঃ ।
 বামো বাহুশ্চ মে বিমূৰ্ণিত্য যুদ্ধেযু তিষ্ঠতি ।
 প্রীতোহহং সুবরোঃ সম্যক্ বরং দদ্বি বশেষিতম্
 ততঃ প্রহৃতমনসৌ প্রাণতো পাণরো পুনঃ ।
 উচতুশ্চ মহাত্মানৌ পুনরেব তদানবৌ ॥ ৬২

দীপ্তি পাইতে লাগিলেন । দেবদেব মহেশ্বর অভি-
 ভাষ্য হইয়া হুষ্ঠ হইলেন, মনে হইল যেন কোটি
 বক্রবিস্তারে সমস্ত গ্রাস করিতে প্রবৃত্ত হইয়া-
 ছেন । একগ্রীব, একজটায়র, বিবিধভরণ-
 ভূষণ, উজ্জ্বলমূর্তি, বিবিধ মালা এবং অমূল্যপনে
 শোভিত, দণ্ড এবং কুক্ষাজিনধারী, পিনাকী,
 শূলী, কপালী, ব্রহ্মাসনোপবিষ্ট, সর্পোপবীতধারী,
 সুরগণের ভয়বহ, মেঘবৎ শত্রুরনিবাসী
 মহেশ্বর নিকট হস্ত করিয়া আকাশমণ্ডল পরি-
 পূর্ণ করিলেন । মহাত্মার সেই শব্দ শ্রবণে
 আমরা ভীত হইলাম । পরে মহাযোগী
 মহেশ্বর প্রীত হইয়া বলিলেন, হে সুরবর !
 আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি । ভয় ত্যাগ মদীর
 মাগা দর্শন কর । পুরাকালে তোমরা হইলেন মদীর
 পাশে হইতে প্রহৃত হইয়াছ । এই লোকপিতা-
 মহাভক্ষা আমার দক্ষিণ বাহু এবং ভূমি
 আমার বামবাহু । আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি, হই-
 লনকে অস্তর বর দান করিব । ৪১—৬১ অদভুত
 ব্রহ্মা ও বিষ্ণু হুষ্ঠিচক্রে চরণে প্রণিপাতপূর্বক

যদি প্রীতিঃ সমুৎপন্ন। যদি মেঘে বরশ নো ।
তক্তির্ভবতু নো নিত্যং ত্বম্বি দেব সুহৃৎস্বর ॥ ৬৩

ভগবানুবাচ ।

এবমস্ম মহাতাগো সৃজতাং বিবিধাঃ প্রজাঃ ।
এবমুক্কা স ভগবানুত্তরৈবাস্তবধী রিত ॥ ৬৪
এবমেব যথোক্তো বঃ প্রভাবস্তু যোগিনঃ ।
তেন সর্কমিদং সৃষ্টং হেতুমায়া বরন্তিহ ॥ ৬৫
এতচ্চি রূপমজ্ঞাতমব্যাক্তং শিবসংজ্ঞিতম্ ।
অচিন্ত্যং তদদৃশ্যক পশুন্তি জ্ঞানচক্ষুঃ ॥ ৬৬
তস্মৈ দেবাধিপত্যায় নমস্কারং প্রযুক্ত হ ।
যেন হৃদমচিন্ত্যক পশুন্তি জ্ঞানচক্ষুঃ ॥ ৬৭
মহাদেব নমস্তেহস্ত মহেশ্বর নমোহস্ত তে ।
স্বাস্থ্যবরপ্রার্থে মনোহংস নমোহস্ত তে ॥ ৬৮
স্বত উবাচ ।

এতচ্ছ্রুত্বা গতাঃ সর্কে সুরাঃ স্বং স্বং নিবেশনম্
নমস্কারং প্রযুক্তানাঃ শঙ্করাং মহাত্মনে ॥ ৬৯
ইমং স্তবং পঠেৎ যস্ত ঈশ্বরস্ত মহাত্মনঃ ।

কহিলেন, হে দেব ! যদি আপনি সমস্তই হইয়া-
ছেন এবং যদি আমাদেরকে বর দান করিতে
আপনার অভিলাষ হইয়া থাকে, তবে এই বর
দান করুন, যেন চিরদিন আপনার চরণে
আমাদের ভক্তি থাকে। ভগবান্ বলিলেন,
তাহাই হউক, তোমরা বিবিধ প্রজা সৃষ্টি
করিতে প্রবৃত্ত হও। এইরূপ কহিয়া বিধাতা
অন্তর্ধান করিলেন। আমি তোমাদের নিকটে
সেই মহাযোগী মহেশ্বরের মাহাত্ম্য এইরূপ
বর্ণন করিলাম। সেই মহেশ্বরই এই বিশ্বের
সৃষ্টি বিধান করিয়াছেন, আমরা নিমন্ত মাত্র।
শিব নামধেয় মহেশ্বর অজ্ঞাত, অব্যক্ত, অচিন্ত্য,
অদৃশ্য, সূক্ষ্ম ও অব্যক্ত-স্বরূপ, কেবলমাত্র
জ্ঞানিগণ যাহাকে জ্ঞানচক্ষু দ্বারা দেখিতে
পান, সেই দেবাদিদেব মহাদেবকে প্রণাম
করি। হে মহাদেব ! মহেশ্বর ! স্বাস্থ্য-
প্রার্থে ! হে মানসহংস ! তোমাকে প্রণাম
করি। স্বত বলিলেন, দেবগণ এইরূপ কথা
কহিয়া মহাত্মা মহাদেবকে প্রণাম করিতে
করিতে গৃহে প্রস্থান করিলেন। মহাত্মা

কামাংস লভতে সর্কান্ পাপেভ্যস্ত বিমুচ্যতে ।
এতং সর্কং সদা তেন বিমুনা প্রভবিমুনা ।
মহাদেবপ্রসাদেন উক্তং ব্রহ্ম সনাতনম্ ।
এতৎ সর্কমাখ্যাতং যয়া মাহেশ্বরং বলম্ ॥ ৭১
ইতি ব্রহ্মাণ্ডে মহাপুরাণে ব্রহ্মজ্যোতি-
বর্ণনায় ষষ্ঠিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬০ ॥

একষষ্ঠিতমোহধ্যায়ঃ ।

শাংশপায়ন উবাচ ।

অগাং কথমমাস্তাং শাসি মাসি দিবো নৃপঃ ।
ঐলঃ পুরুষাঃ স্বত কথং বাতপর্ষৎ পিতৃন ॥ ১
স্বত উবাচ ।
তত্ত চাহং প্রবক্ষ্যামি প্রভাবং শাংশপায়ন ।
ঐলস্তাদিত্যসংযোগং সোমস্ত চ মহাত্মনঃ ॥ ২
অপাং সারময়স্যোন্দোঃ পক্ষ্যোঃ শুক্রকৃষ্ণয়োঃ ।
ব্রাসবৃদ্ধী তু দৈবস্ত পৈত্রস্ত চ বিনির্ঘরম্ ॥ ৩

ঈশ্বরের এই স্তব যে পাঠ করিবে, সে সকল
অভীষ্ট দ্রব্য লাভ করিবে এবং পাপ হইতে
মুক্ত হইবে। মহাদেবের প্রসাদে বিষ্ণু ইহা
প্রকাশ করেন। আমি তোমাদের নিকটে সমস্ত
মাহেশ্বর মাহাত্ম্য প্রকাশ করিলাম। ৬২—৭১।

ষষ্ঠিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬০।

একষষ্ঠিতম অধ্যায়ঃ ।

শাংশপায়ন বলিলেন, স্বত ! কিরূপে ইলা-
নন্দন মহারাজ পুরুষা প্রতিমাসে অমা-
বস্তার দিনে স্বর্গে গমন করিতেন এবং কিরূপেই
বা পিতৃপুত্রের তর্পণ করিতেন ? স্বত বলিলেন,
শাংশপায়ন ! ইলাভনয় পুরুষা এবং চন্দ্রের
যেরূপে আদিত্যের সহিত সংযোগ ঘটে,
আমি তাহা বর্ণন করিতেছি। যেরূপে জলময়
চন্দ্রের শুক্র ও কৃষ্ণপক্ষে ব্রাস ও বৃদ্ধি ঘটে
এবং দেব ও পৈত্রকালের নির্ঘর, চন্দ্র হইতে

সোম্যৈচ্চৈবামৃতপ্রাপ্তিং পিতৃদাত্তর্পণং তথা ।
 কব্যায়েচ্চাভ্যসোমানাং পিতৃবটিকৈঃ দর্শনম্ ॥ ৪
 বধা পুরুষবাটৈচড়তর্পণ্যামান বৈ পিতৃনৃ ।
 এতৎ সর্ষৎ প্রবক্ষ্যামি পর্ক্যপি চ যথাক্রমম্ ॥ ৫
 বধা তু চন্দ্রসুধৌ তৌ নক্তত্রেণ সমাগতো ।
 অমাবস্তাহ্নিবসত একরাত্রৈকমণ্ডলে ॥ ৬
 স পক্ষতি তদা ত্রুৎ দিবাকরনিশাকরৌ ।
 অমাবস্তামমাবস্তাং মাতামহপিতামহৌ ।
 অভিবাধ্য তদা তত্র কলাপেকঃ প্রতীক্ষতে ॥ ৭
 ঐন্দ্রদমানাং সোম্যচ্চ পিতৃর্থে তৎপরিপ্রবাৎ ।
 ঐলঃ পুরুষবা বিবান্ মাসি মাসি প্রযত্নতঃ ।
 উপাস্তে পিতৃমন্তং তং সসোমং স দিবস্থিতঃ ॥ ৮
 ষিলবং বৃহমাত্রস্ত তে উতে তু বিচার্য সাং ।
 সিনীবালীপ্রমাণেন সিনীবালীমুপাসতঃ ॥ ৯
 বৃহমাত্রাং কলাকৈব জাতোপাস্তে বৃহৎ পুনঃ ।
 স তদা ভানুমত্যেককালাবেক্ষ্য প্রপক্ষতি ॥ ১০
 সুধামৃতং কৃতঃ সোম্যং প্রস্রবেদ্যাসতৃপ্তয়ে ।
 দশভিঃ পক্ভিতৈশ্চৈব সুধামৃতপরিষ্রবৈঃ ॥ ১১
 কৃকপক্ষ তদা পীত্বা হুহমানং তথ্যং শুভিঃ ।
 সন্যঃ প্রেক্ষতে তেন সৌম্যেন মধুনা চ সঃ ॥ ১২
 নির্ক্ষিপণার্থং নক্তেন পিত্রোণ বিধিনা নৃপঃ ।

অমৃত লাভ এবং বৈরূপে মহারাজ পুরুষবা পিতৃলোকের তর্পণ করিতেন, আমি তাহা কহিতেছি, শ্রবণ করুন । সুধা ও চন্দ্র যেকালে এক নক্তত্রে মিলিয়া অমাবস্তা তিথিতে এক প্রাত্ এক মণ্ডলে বাস করেন, সেই কালে মহারাজ পুরুষবা চন্দ্র ও সুধাকে দেখিতে স্বর্গে গমন করেন এবং প্রাত অমাবস্তায় মাতামহ ও পিতামহকে অভিবাধনপূর্ব্বক কিছুকাল অপেক্ষা করেন । মহারাজ পুরুষবা স্বর্গে থাকিয়া প্রতি-
 মাসে সত্বে চন্দ্রের সহিত পিতৃগণের উপাসনা করেন । ষিলব বৃহমাত্র এই উভয়কে বিচার করিয়া পুরুষবা সিনীবালী-প্রমাণ সিনীবালীকে, এবং বৃহদ্রমাণ কলা আনিয়া বৃহৎ উপাসনা করেন । সুধা এক কলা অপেক্ষা করিয়া সুধাকর হইতে কিরূপে সুধা নিঃসৃত হয়, তাহা দর্শন করেন, কৃকপক্ষ কিরণের সহিত হুহমান

সুধামুতেন রাজৈশ্চন্দ্রতর্পণ্যামান বৈ পিতৃনৃ ।
 সৌম্য্য বর্হিবদঃ কাব্য্য অগ্নিবাস্তাত্তৈব চ ॥ ১৩
 ঋতুরগ্নস্ত বঃ প্রোক্তঃ স কু সংবৎসরো মতঃ ।
 জজ্ঞিরে জ্যতবস্তস্যাতুভ্যচাঋত্বাশ্চ যে ॥ ১৪
 আর্ত্তবা হর্ক্যমাসাধ্যাঃ পিতরো হৃকস্বনবঃ ।
 ঋতুঃ পিতামহা মাসা ঋতুতৈশ্চাকস্বনবঃ ॥ ১৫
 প্রপিতামহাস্ত বৈ দেবাঃ পকাক্সাঃ ব্রহ্মবঃ সূতাঃ ।
 সৌম্যাস্ত সৌম্যজা জ্যেষ্ঠাঃ
 কাব্য্য জ্যেষ্ঠাঃ বধেঃ সূতাঃ ॥ ১৬
 উপহৃতঃ সূতা দেবাঃ সোমজাঃ সোমপাস্তবা ।
 আভ্যপাস্ত সূতাঃ কাব্য্যসূতপাস্তি পিতৃজাতয়ঃ ॥ ১৭
 কাব্য্য বর্হিবদশ্চৈব অগ্নিবাস্তাশ্চ তে ত্রিধা ।
 গৃহস্থা যে চ যজ্ঞানা ঋতুর্সংবিধৌ ধ্রুবম্ ॥ ১৮
 গৃহস্থাচাপি যজ্ঞানা অগ্নিবাস্তাস্তথাঋত্বাঃ ।
 অষ্টকাপত্যঃ কাব্য্যঃ পকাক্সাস্তাহ্নিবোধত ॥ ১৯
 এবাং সংবৎসরো হুগ্নিঃ সুধ্যস্ত পরিবৎসরঃ ।
 সোম ইবৎসরঃ প্রোক্তো বায়ুতৈশ্চাবুৎসরঃ ॥ ২০
 ব্রহ্মস্তু বৎসরন্তেবাং পকাক্সা যে যুগাস্তকাঃ ।

সন্যাকরিত মধু ও সুধা দ্বারা পিতৃলোকের তর্পণ করিয়াছিলেন । সৌম্য, বর্হিবদ, কাব্য, অগ্নিবাস্ত প্রভৃতিকেও তিনি তর্পণ করিতেন । ১—১৩ ।
 যে ঋতু অগ্নিনামে উক্ত হইয়াছে, তাহাই সংবৎসর, তাহা হইতে ঐ সকল ঋতু অগ্নি-
 য়াছে । ঋতুগণ হইতে আর্ত্তবের আবির্ভাব হয় ।
 অর্ক্যমাস নামক আর্ত্তবগণ পিতা এবং তাহার।
 অনেক পুত্র, পিতামহ মাস ও ঋতু এই সকল
 অনেক পুত্র, প্রপিতামহগণ দেব পকাক্স এবং
 ব্রহ্মার পুত্র । সোম হইতে সৌম্য, কবি হইতে
 কাব্য অগ্নিগাছে । সোমোৎপন্ন দেবগণ অহুত
 হইয়া সোমরস পান করেন । কবিজাত দেব-
 গণ উপহৃত হইয়া আভ্য পান করেন । কাব্য,
 বর্হিবদ ও অগ্নিবাস্ত, পিতৃজাতি এই তিন-
 প্রকার । গৃহস্থ, যজ্ঞা, অগ্নিবাস্ত, আর্ত্তব, অষ্টকা-
 পতি ও কাব্য ইহারা বর্হিবদ নামে অভিহিত ।
 ইহাদিগের সংবৎসর অগ্নি, সুধ্য পরিবৎসর,
 সোম ইবৎসর, বায়ুৎসর, বায় এক ব্রহ্ম
 উহাদিগের বৎসর । যে সকল পকাক্সা ও

লেখ্যৈশ্চৈবোদ্যপাশ্চৈব দিবাকীর্ত্যশ্চ তে স্মৃতাঃ ।
 এতে পিবন্ত্যমাবান্ত্যং মাসি মাসি সুধাং দিবি ।
 তাত্ত্বেন তপ্যমানস বাবাসাসৌ পুরুষবাঃ ॥ ২২
 যস্মাৎ প্রভবতে সোমান মাসি মাসি নিবোধত ।
 তস্মাৎ সুধামৃতং তরৈ পিতৃবাং সোমপাশ্বিনাম ॥
 এবং তনুমতং সৌমাং সুধা চ মধু চৈব হ ॥ ২৪
 কৃকপক্ষে যথা চেন্দোঃ কলাঃ পক্কদশ ক্রমাৎ ।
 পিবন্ত্যসুযযৌর্দবাস্তুরক্শং তু চন্দ্রীভাঃ ।
 পীত্বা চ মাসং গচ্ছন্তি চতুর্দশাং সুধামৃতম্ ॥ ২৫
 ইতোবাং পীয়মানস্ত নৈবতৈশ্চ নিশাকরঃ ।
 সমাগচ্ছদমাবান্ত্যং ভাগে পক্কদশে স্থিতঃ ॥ ২৬
 সুযুদ্রাপ্যায়িতকৈব অমাবান্ত্যং যথাক্রমম্ ।
 পিবন্তি দ্বিকলং কালং পিতরন্তে সুধামৃতম্ ॥ ২৭
 ততঃ পীতক্রেমে সোমো হৃষোহমাবেকরশ্মিনা ।
 আপ্যায়য়ৎ ক্রয়নৈন পিতৃবাং সোমপাশ্বিনাম ॥ ২৮
 নিঃস্রাব্যৎ কলাগন্ত সোমো আপ্যায়য়ৎ পুনঃ ।
 সুযুদ্রাপ্যায়মানস্ত ভাগং ভাগমহঃক্রমাৎ ।

যুদ্রাস্তকের', তাহার লেখ, উদ্যপ ও দিবাকীর্ত্য নামে নির্দিষ্ট । ইহারা প্রত্যেক মাসে অমাবস্তার দিনে সুধাপান করিয়া থাকেন । প্রতি মাসে চন্দ্র হইতে সুধা গলত হয়, সেই সুধা সোমপায়ী পিতৃগণের অমৃত ; সেই অমৃত দ্বারা পুরুষবা পিতৃগণের তর্পণ করেন । এই অমৃতকে সুধা ও মধু নামে অভিহিত করা হয় । কৃকপক্ষে সুবগণ সুধাকরের সলিলময় পক্কদশ কলার এক একটী করিয়া পান করেন । এই প্রকারে এক মাস অমৃত পান করিয়া চতুর্দশ কলায় উপনীত হইলেন । ১৪—২৫ । দেবগণ কর্তৃক সুধাকর এইরূপ পীত হইয়া অমাবস্তার দিনে পক্কদশ অংশে অবস্থান করেন । অমাবস্তার দিনে সুযুদ্রারা আপ্যায়িত সুধাকরের কলা পিতৃগণ দ্বিকলা-পরিমিত কাল পর্যন্ত পান করেন । সুধা সেই ক্রীণ চন্দ্রকে সুযুদ্র নামক রশ্মি দ্বারা আপ্যায়িত করেন । কলা যখন নিঃশেষিত হইয়া যায়, তখন চন্দ্র পুনর্বার এই প্রকারে বর্ধিত হয় । সুযুদ্র সাহায্যে

কলাঃ কীর্ত্তি তাঃ কৃকাঃ শুক্লাশ্যাপ্যায়ন্তি চ ।
 এবং হৃষাক্ত বীর্ষণে চন্দ্রশ্যাপ্যায়িতা তনুঃ ।
 দৃশ্যতে পৌর্নমাস্তাং বৈ শুক্লঃ সম্পূর্ণমণ্ডলঃ ।
 সংসিদ্ধিরেবং সোমস্ত পত্নয়োঃ শুক্লকৃকয়োঃ ॥ ২৬
 ইতোবাং পিতৃমান্ সোমঃ স্মৃৎ ইদংসরঃ ক্রমাৎ ।
 ক্রান্তঃ পক্কদশৈঃ সার্কিং সুধামৃতপিত্ত্রিবৈঃ ॥ ২৭
 অতঃ পর্ধাপি বন্ত্যামি পর্ধবাং সঙ্করন্তথা ।
 গ্রহিতম্ভু যথা পর্ধাপি কুবেরোর্ববন্ত্যত ॥ ২৮
 তথার্ক্যমাসপর্ধাপি শুক্লকৃকানি বৈ বিতঃ ।
 পূর্ণমাবান্ত্রয়োর্ভেনৈগ্রাহির্ঘ্য সঙ্করং চ বৈ ॥
 অর্দ্ধমাসস্ত পর্ধাপি তৃতীয়াপ্রতীমি তু ॥ ২৯
 অধ্যাধানক্রিয়া যস্মাৎ ক্রিয়তে পর্ধসন্ধিবু ।
 সাংস্রাহু প্রতিপর্দৈব স কালঃ পৌর্নমাসিকঃ ॥ ৩০
 ব্যতীপাতে স্থিতে হৃষো লেখোদ্ধন্ত যুগান্তরে ।
 যুগান্তরোদিতং চৈব লেখোদ্ধন্ত শশিনং ক্রমাৎ ॥
 পৌর্নমাস্তাং ব্যতীপাতে বনীক্রেতে পরম্পরম্ ।
 যস্মিন্ কালে স সীমান্তে স ব্যতীপাত এব তু ॥ ৩১

আপ্যায়িত চন্দ্রের কৃককলার কয় ও প্রতিদিন শুক্ল কলার বৃদ্ধি হইয়া থাকে । এইরূপ হৃষোর প্রভাবে চন্দ্রের তনু উপচিত হইয়া পৌর্নমাসীতে শুক্ল এবং পদ্মপূর্ণমণ্ডল হয় । শুক্ল ও কৃকপক্ষে এইরূপে চন্দ্রের হ্রাস ও বৃদ্ধি হইয়া থাকে । এই পিতৃমান সোম ক্রমে ইদংসর বলিয়া বিখ্যাত । অনন্তর আমি পর্ধ বিষয় কহিতেছি । পর্ধ বা সন্ধি, যেসকল ইন্দ্র বা বংশের হস্তি, অর্দ্ধ মাস স্বরূপ শুক্ল ও কৃক পর্ধ ঠিক সেইরূপ । পূর্ণিমা বা অমাবস্তা-ভেদে যে গ্রহি বা সন্ধি, তাহাই অর্দ্ধ মাস স্বরূপ, তাহাই পর্ধ, তৃতীয়া হইতে সেই পর্ধ আরম্ভ হয় । সেই পর্ধদিনে অধ্যাধানক্রিয়া কহিতে হয় । সাংস্রাহু প্রতিপদ হইলে সেই কাল পৌর্নমাসিক বলিয়া নিরূপিত । পৌর্নমাসী ব্যতীপাতে চন্দ্র ও হৃষ পদম্পর পরস্পরের সাহিত্য সাক্ষাৎকার ঘটে । হৃষ ব্যতীপাতে থাকিলে যুগান্তরে লেখোদ্ধন্ত এবং যুগান্তর উদিত হইলে ক্রমে চন্দ্রের লেখোদ্ধন্ত হয় । যে কালে সীমান্তে সন্ধি হইয়া থাকে

কালঃ সূর্য্যস্ত নির্দেশঃ দৃষ্টা সংখ্যা তু সপতি ।
 স বৈ পঞ্চ ক্রিয়াকালঃ কালঃ সন্ধ্যো বিধীয়তে
 পূর্ণেন্দোঃ পূর্ণপক্ষে তু রাত্রিসন্ধিষু পূর্ণিমা ।
 যম্মাভ্যমুপশান্তি পিতরো দৈবভৈঃ সহ ।
 তস্মাদ্ভূমতির্নাম পূর্ণিমা প্রথম স্মৃতা ॥ ৩৮
 অত্রার্থং ভ্রাজতে যম্মাং পৌৰ্ণমাস্তাং নিশাকরঃ ।
 রজনীচ্চৈব চন্দ্রস্ত্রয়াকৈতি কবয়ো বিদুঃ ॥ ৩৯
 অমাবসেত্যম্বকৈ তু বদা চন্দ্রদিবাকরৌ ।
 একাং পক্ষদশীং রাত্রিমমাবস্তা ততঃ স্মৃতা ॥ ৪০
 ততোহপরস্ত তৈবক্তা পৌৰ্ণমাস্তাং নিশাকরঃ ।
 যনৌক্যতে ব্যতীপাতে দিবাপূর্ণে পরস্পরম্ ।
 চন্দ্রাৰ্কাবপরাক্তে তু পূর্ণাস্তানৌ তু পূর্ণিমা ॥ ৪১
 বিচ্ছিন্নাং তামমাবাস্তাং পশ্চাত্তচ সমাগতৌ ।
 অস্তোত্তমঃ চন্দ্রসূর্য্যৌ তৌ যদা শুদ্ধশ্চ উচ্যতে ॥ ৪২
 যৌ যৌ লবাবমাবাস্তাং যঃ কালঃ পৰ্ক্ষসন্ধিযু ।
 দ্ব্যক্ষরং বৃহস্পতিস্ত্রয়ং এবং কালস্ত স স্মৃতঃ ।
 নষ্টচন্দ্রাপ্যমাবাস্তা মধ্যসূর্য্যেণ সঙ্গতা ॥ ৪৩
 দিবসার্দ্ধেন রাত্রাৰ্দ্ধং সূর্য্যং প্রাপ্য তু চন্দ্রম্যঃ ।

সূর্য্যেণ সহসা মুক্তিং লভ্য প্রাতঃস্নানোৎসবো ।
 যৌ কালৌ সঙ্গমশ্চৈব মধ্যাহ্নে নিম্পতেজ্রবিঃ ।
 প্রতিপচ্চূর্ণপক্ষস্ত্রয়চন্দ্রম্যঃ সূর্য্যমণ্ডলাং ॥ ৪৫
 নির্মূঢ়্যমানিধৌর্য্যে ত্রেয়স্মণ্ডলযোগ্যে বৈ ।
 স তদা হ্যভ্যন্তেঃ কালো দর্শস্ত চ বটক্রিয়া ।
 এতদুভয়মুখং ক্ষেয়মমাবসাস্ত্রয় পৰ্ক্ষণঃ ॥ ৪৬
 দিবা পৰ্ক্ষণ্যমাবাস্তাং কৌপেন্দৌ বহলে তু বৈ ।
 গৃহ্যতে বৈ দিবা সূর্য্যাদমাবাস্তাং দিবিক্রয়ৈঃ ॥ ৪৭
 কলানামপি বৈ তাসাং বহমাস্ত্রয়ভাঙ্গকৈঃ ।
 তিথীনাম্ নামধেয়ানি বিবৰ্দ্ধিঃ সংজিতানি বৈ ॥ ৪৮
 দর্শয়েতামধ্যাক্ষাত্ত্রয়ং সূর্য্যচন্দ্রমসাবুভৌ ।
 নিষ্ক্রামতাধ তেনৈব ক্রমঃ সূর্য্যমণ্ডলাং ॥ ৪৯
 বিলম্বেন হুহোরাত্রং তাস্মদ্রয় স্পৃশতে শব্দী ।
 স তদা হ্যভ্যন্তেঃ কালো দর্শস্ত চ বটক্রিয়া ॥ ৫০
 কুহেবতিকৌকিলেনোকৌ যঃ কালঃ পরিচিহ্নিতঃ
 তৎকালসংজিতা যম্মাদমাবাস্তা বৃহঃ স্মৃতা ॥ ৫১
 সিনীবালীপ্রমাণেন ক্রাশনশেবা নিশাকরঃ ।
 অমাবাস্তাং বিশত্যর্কং সিনীবালী ততঃ স্মৃতা ॥ ৫২

ব্যতীপাত বলে । তাহা ষাড়া সূর্য্যের কাল
 নির্ণয় করা যাইতে পারে । চন্দ্রে যে শুক্রপক্ষীয়
 রজনীতে পূর্ণমণ্ডল লক্ষিত হয়, সেই রজনীর
 নাম পূর্ণিমা । সেই পূর্ণিমাকে পিতৃপন দেব-
 গণের সহিত দেবিয়া থাকেন, সেই নিমিত্ত
 অমুমতি নান্নী পূর্ণিমাকে প্রথম বলে । যে
 পৌৰ্ণমাসীতে চন্দ্র অতিশয় দীপ্তিমান হইয়া
 থাকেন, পশ্চিমোদগে সেই পূর্ণিমাকে রাক্ষা
 বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । যে রজনীতে
 চন্দ্র ও সূর্য্য এক নক্ষত্রে থাকেন, তাহাকে
 অমাবস্তা বলা হয় ২৬—৪০ । পূর্ণিমার
 দিনে ব্যতীপাতকালে অপরাক্তে পরিপূর্ণিমা ।
 চন্দ্র ও সূর্য্য পরস্পরে সাক্ষাৎলাভ করেন ।
 চন্দ্র ও সূর্য্য বিচ্ছিন্ন অমাবস্তায় উপ-
 নীত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে দৃষ্টিগোচর
 করেন ; একত্র তাহার নাম হইয়াছে দর্শ ।
 অমাবস্তার দিনে পক্ষসন্ধি বিলম্বাক্ষক কাল বৃহ
 নামে অভিহিত হয় ; অমাবস্তার চন্দ্র দৃষ্ট না
 হইলেও সূর্য্য বৃহৎ সঙ্গত । চন্দ্র পূর্ণিমা

হইতে রাত্রির অন্ধতাশ্রয় এবং সূর্য্যের সহিত
 মিলিয়া শুক্র পক্ষের প্রতিপদে সূর্য্যমণ্ডল
 হইতে বিযুক্ত হন । প্রাতে দুই দুর্ভুক্তকে
 সঙ্গম বলে । মধ্যাহ্নকালে সূর্য্য তাহা হইতে
 নিষ্ক্রান্ত হন এবং শুক্র প্রতিপদে চন্দ্র সূর্য্য-
 মণ্ডল হইতে বিযুক্ত হন । পরস্পর বিযুক্ত
 সূর্য্য ও চন্দ্রমণ্ডলের মধ্যবর্তী কালই সেই
 অমাবস্তা ও বটক্রিয়ার কাল অমাবস্তা পক্ষের
 মুখ বলিয়া জানিবে । কৌপ চন্দ্রশালী কৃকপক্ষে
 অমাবস্তাই দিবাপূর্ণিমা । এই নিমিত্ত অমাবস্তার
 দিনে দিবাকর গ্রাস হইয়া থাকে । পশ্চিমোদগে
 সেই সকল কালকে তিথি বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন
 সংজ্ঞা দিয়াছেন । চন্দ্র ও সূর্য্য পরস্পরকে
 দেবিয়া থাকেন । চন্দ্র এইরূপে ক্রমে সূর্য্যমণ্ডল
 হইতে বাহির হইয়া থাকেন । চন্দ্র দিবস ও
 রজনীতে দুই লবমাত্র সূর্য্যমণ্ডলে প্রবেষ্ট হইয়া
 থাকেন । সেই কালকে আভি ও বটক্রিয়ার
 কাল বলা হয় । কোকিল ইত্যাদি বৃহৎ নামে
 উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা বৃহৎ—অমাবস্তা ।

পর্কণঃ পর্ককালন্ত তুল্যো বৈ তু বহট্ ক্রিয়া ।
 চন্দ্রর্ধ্বাব্যতীপাতে উভে তে পূর্ণিমে স্মৃতে ॥৫৩
 প্রতিপৎপঞ্চদশোচ পর্ককালো দ্বিমাত্রিকঃ ।
 কালঃ বৃহসিনীবাল্যোঃ সমগ্রো বিবসবঃ স্মৃতঃ ॥৫৪
 অকালে নিশ্চলে সোমে পর্ককালঃ কলাসমাঃ ।
 এবং স শুক্লপক্ষো বৈ রজতঃ পর্কসন্ধিস্থ ॥ ৫৫
 সম্পূর্ণমণ্ডলঃ শ্রীমান্ চন্দ্রমা উপরজ্যতে ।
 ধর্ম্মান্যাপারতে সোমঃ পঞ্চদশান্ত পূর্ণিমা ॥ ৫৬
 নশতিঃ পঞ্চভিতৈশ্চ ব কলাভি নিবসক্রমাৎ ।
 তস্মাৎ কলা পঞ্চদশী সোমে নাস্তি তু ষোড়শী ।
 তস্মাৎ সোমস্ত ভবতি পঞ্চদশাৎ মহাকরঃ ॥ ৫৭
 ইত্যেতে পিতরো দেবঃ সোমপাঃ সোমবর্জনাঃ ।
 আর্জবা ঋতবো হৃদা দেবান্তান ভাবয়ন্তি চ ।
 অতঃ পিতৃন প্রবক্ষ্যামি মাংসপ্রাক্কভূদন্ত যে ।
 তেষাং গতিক সন্তক প্রাপ্তিং প্রাক্কভূ চৈব হি ॥৫৮
 নামৃতানাক্রতিঃ শক্যা বিজ্ঞাতুং পুনরাগতিঃ ।

সিনীবালী পরিমাণে ক্রীণাবশিষ্ট চন্দ্র অমাবস্তার
 দিবসে সূর্য্যমণ্ডলে প্রবেশ করে, তাহা সিনী-
 বালী নামে অভিহিত। পর্ককাল পর্ক সঙ্গুশ ।
 সূর্য্য ও চন্দ্রের ব্যতীপাতে উভয় পূর্ণিমা বটিয়া
 থাকে। প্রতিপৎ ও পঞ্চদশীতে দ্বিমাত্রাপরিমিত
 পর্ককাল হইয়া থাকে, বৃহু ও সিনীবালীতে
 সমস্ত পর্ককাল বিলব পরিমিত। চন্দ্র নিশ্চল
 হইবে পর্ককালও কলাতুলা হয়। এই প্রকারে
 শুক্লপক্ষ হয়। রজনীর পর্কসন্ধি কালে
 পূর্ণমণ্ডল চন্দ্র উপরক্ত অর্থাৎ রাহগ্রস্ত হইয়া
 থাকে। পঞ্চদশ কলাতে চন্দ্র পূর্ণ হয় বলিয়া
 তাহাকে পূর্ণিমা বলা হয়। চন্দ্র ক্রমে ক্রমে
 পঞ্চদশ দিনে পঞ্চদশ কলায় পূর্ণ হয়।
 হুতরাং চন্দ্রে পঞ্চদশ কলাই আছে বোড়শ
 নাই। এই নিমিত্ত পঞ্চদশী অর্থাৎ অমাব-
 স্তার দিনে চন্দ্রের অত্যন্ত ক্ষয় হয়। এই
 সকল সোমপারী দেবনিভ পিতৃগণ এইরূপ
 সোমপান করিয়া বৃদ্ধি পাইয়া থাকেন।
 আর্জব, ঋতু ও অন্ধদিগকে দেবসম্মান চিত্তা
 করিবে। ইহার পরে মাংসপ্রাক্কভোক্তা পিতৃ-
 গণের বিবরণ বলিতেছি। চন্দ্রচন্দ্র কথ্য

তপসাপি প্রসিদ্ধেন কিং পূনর্মাংসচক্ষুযা ॥ ৬০
 প্রাক্কদেবান্ পিতৃনতান পিতরো লৌকিকঃস্মৃতঃ
 দেবঃ সোমাচ বজ্রানঃ সর্কে চৈব কথোমিকঃ ।
 দেবান্তে পিতরঃ সর্কে দেবান্তান ভাবয়ন্ত্যত ।
 মনুষ্যাঃ পিতরৈশ্চ ব ভেভ্যোহস্তে লৌকিকঃ
 স্মৃতঃ ॥ ৬২
 পিতা পিতামহশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহঃ ।
 যজ্ঞানো যে তু সোমেন সোমবন্তস্ত তে স্মৃতঃ ॥৬৩
 যে বজ্রানঃ স্মৃতান্তেষাং তে বৈ বহিষদঃ স্মৃতঃ ।
 কর্ষ্ষেতেষু যুক্তান্তে তৃপ্যাদেহসন্তযাং ॥৬৪
 অগ্নিব'ন্তঃ স্মৃতান্তেষাং হোমিনো বাজ্যযাজিনঃ ।
 বে ব্যাপ্যশ্রমধর্ষণে প্রস্থানেষু ব্যবস্থিতাঃ ॥ ৬৫
 অশ্বে চ নৈব সৌমন্তি প্রক্কাযুক্তেন কর্ষ্ণবা ।
 ব্রহ্মচর্যেণ তপস্যা বজ্রেন প্রজয়া চ বৈ ॥ ৬৬
 প্রজয়া বিনায়া চৈব প্রদানেন চ সপ্তধা ।
 কর্ষ্ষেতেষু যে যুক্তা ভবন্ত্যাদেহপাতনাং ॥ ৬৭

দূরে থাকুক, তপস্যা আচরণেও তাঁহাদের গতি,
 সন্ত, প্রাক্কপ্রাপ্তি, অমৃতলাভ ও পুনরাগমন
 বিবরণ বিদিত হইতে পারা যায় না। ৪১—৬০ ।
 ইহঁরাই প্রাক্কদেব নামক পিতৃগণ, ইহঁদিগকে
 লৌকিক বলিয়া জানিবে। দেব, সোমা ও
 বজ্রা ইহঁরা অমোনিসন্তব। ইহঁরা সকলেই
 দেবপিতৃলোক, দেবপিতৃগণ এই গণকে পালন;
 করেন। মনুষ্যপিতৃগণ ইহা হইতে পৃথক্
 ইহঁদিগকে লৌকিক পিতৃগণ বলা হয়।
 পিতামহ ও প্রপিতামহ বাহারা সোমরস দিয়া
 যাগ করেন তাঁহাদিগকে সোমপান বলা হয়।
 তাঁহাদিগের মধ্যে বাহারা বজ্রা, তাঁহাদের নাম
 বহিষদ। তাঁহারা কর্ষ্ণে নিযুক্ত এবং
 দেহসন্তব পর্য্যন্ত তৃপ্তিলাভ করেন। তাহা-
 দের মধ্যে বাহারা হোম ও বাগাদি শ্রোতকর্ষণের
 অনুষ্ঠান করেন এবং বাহারা আশ্রম ধর্ম্ম
 আচরণে প্রস্থান অর্থাৎ সংসারব্রতায় ব্যবস্থিত,
 তাঁহারা অগ্নিবাতা নামে নির্দিষ্ট। বাহারা
 প্রাক্কাস্পন্ন হইয়া ব্রহ্মচর্য, তপস্যা, বজ্র,
 প্রজাবৃত্তি, প্রজা, বিন্যা ও দান এই সপ্ত
 কার্যে নিযুক্ত থাকেন, তাঁহারা অবসান

দেবৈবৈঃ পিতৃভিঃ সার্বিকং যজ্ঞকৈঃ সোমপায়কৈঃ
 স্বর্গভূতা নিবি মোদয়ে-পিতৃবহুদুপায়তে । ৭৮
 প্রাণাত্য-প্রাণমৈব যজ্ঞাঃ সিন্ধা ক্রিরাগতম্ ।
 তেষাং নিবাপনস্তাং তৎকুলীনৈঃ যজ্ঞৈঃ । ৭৯
 মাংসপ্রাকৃত্যুত্থাং লভ্যে সোমলোকিতাঃ ।
 এতৈ মনুষ্যাঃ পিতরো মানি শ্রুতকৃত্যুত্থাঃ । ৮০
 তেভ্যোহপরে তু দে চাভে সত্যর্থাঃ কর্ণযোনিবু ।
 ভীতাশ্চাপ্রমথিতাঃ স্বপ্নাংস্বাশ্রিত্যর্জিতাঃ । ৮১
 ভিহ্নেহা চরাশ্রয়ঃ প্রোতকৃত্য যজ্ঞক্রে । ৮২
 স্বকর্ণযোব শোচতি বাতনাস্থনমায়তাঃ । ৮৩
 দীর্ঘ যুজ্ঞেতিভুক্ষাশ্চ বিবর্ণাশ্চ বিগমদাঃ ।
 স্তূপিপাসাপ্রাণীভাশ্চ বিজ্ঞান্ধি ইতত্ততঃ । ৮৪
 সর্গিসরতড়পানি বাপ্তিষ্টৈব ভলপসঃ ।
 পরাশ্রয়ি চ লিপস্তু কল্মশানাশ্চতত্ততঃ । ৮৫
 স্থানেনু পচ্যমানাশ্চ যাতন্যভ্যেতু তেষু বৈ ।
 শাস্ত্রানী বৈতরণ্যাক কৃত্যপাকেনু তেষু চ । ৮৬
 কনুত্বালুকায়াক অসিপত্রবনে তথা ।

প্রাণ হইবে না । কালে স্বর্গে গিয়া সোমপায়ক
 দেব ও পিতৃবর্গের সাহিত্য গ্রীতিলাভ করেন
 এবং পিতৃমানকে উপাসনা করিতে পারেন ।
 ক্রিয়াবর্গের মধ্যে, বাহ্যদের সন্তান আছে,
 তাঁহারা প্রশস্তার্থ । ৮০ তাঁহাদের সংশ্লিষ্ট ক্রিয়া
 বাতবেরা তাঁহাদের উদ্দেশে যে নিবাপন
 করেন, সোমলোকবাসী মাংসপ্রাকৃত্যুত্থগণ
 তাহাতে তৃপ্তিলাভ করেন । এই সকল মনুষ্য
 পিতৃগণ মনে মাকে আচ্ছ জোষন করেন ।
 এসকল চাইতে ভিন্ন কর্ণযোনি সত্যর্গ নামে
 দ্ব্যত অপট একটী গণ আছে, তাহারা অশ্রয়-
 স্বর্গপুত্র সখা ও স্বহা বর্জিত, মনুত দেহপুত্রী,
 দুরাস্তা, বদান্তে প্রোতমরুণ, দীর্ঘ যুজ্ঞে ভুক্ত
 বিবর্ণ, বিব্রত, স্তূপা এবং পিপাসাস্পন্ন হইয়া
 ইতত্ততঃ ভেদে ও বাতনাস্থনহানে থাকিয়া
 দীর্ঘ কর্ণযুক্ত কল্মশায়ন করে । ইহারা
 পিপাসাকূয়া হইয়া মূলা, স্তূপ, তড়প ও
 দীর্ঘকর্তৃক প্রাণনা করে । ক্ষুদ্রিত হইয়া পাত্রে
 পুথিত পট্টভেদে তেরা করিয়া থাকে । বাত-
 ন্যত তখন পচ্যমান হয় এবং শাস্ত্রানী, সত্যর্গ,

শিল্পানশ্রয়ণে চৈব পাত্যমানাঃ স্বকর্ণভিঃ । ৭৬
 ততঃ স্থানীকৃত্যেব বৈ চরণানস্ত স্বকর্ণম্ ।
 তেষাং লোকান্তরস্থানাং যজ্ঞকৈর্ন বগোহতঃ । ৭৭
 ভূমাবসবানভেষু দত্তঃ পিতৃঃ সত্যম্ । ৭৮
 তৎকর্ণপাশ্চ পতিতান প্রোতকৃত্যবপিত্তি জনকৈঃ । ৭৯
 স্বকর্ণাঃ যতনাস্থনাং স্তূপাঃ বৈ ভূবি পকথা । ৮০
 পবনিস্থাব্যাতনু কৃত্যন্য তেষু কর্ণম্ । ৮১
 ন্যাক্রপাৎ স্তূপাভ্যু তিষ্ঠাংসু নিম্ন আতিবু । ৮২
 বদহার তকৃত্যেত তৎস্থ আসিহ ক্ষেপিবু । ৮৩
 তৃপ্তিহস্তাংস্বপনহারে আশ্রয় কৃত্য প্রোতকৃতি । ৮৪
 কালে ক্রিয়াসত্ত্ব পাত্রাং বিধিনা প্রোতপাদিতম্ । ৮৫
 প্রোতকৃত্যং বধা দত্তং বহুধাতু বতিষ্ঠেত । ৮৬
 বধা গোবু সহস্রেনু বহুধাতু বিন্ধতি মাত্রেম্ । ৮৭
 তৎস্থ প্রোত তদিতান্য তত্ত্বঃ প্রোতকৃতি পিতৃনাম্ । ৮৮
 এবং স্বকর্ণম্ আশ্রয় আশ্রয়কৃত মরুতঃ । ৮৯

কনুত্বালুক, কনুত্বালুকা, অসিপত্রবন ও
 শিল্পানশ্রয়ণরূপ নরত স্থানে স্ব স্ব কর্ণযুক্ত-
 সারে পতিত হইয়া থাকে । তাহাদের দক্ষিণ-
 দিকে ভূমির উপর বিস্তৃতকর্তৃ পিতৃবর্গ দান
 করা হয় । বাতবেরা লোকান্তর প্রাপ্ত হইয়া-
 দেব নাম ও প্রোত উল্লেখ করিয়া এই পিতৃবর্গ
 দিয়া প্রোতস্থানস্থিত পতিতগণের তৃপ্তিবিধান
 করে । বাহারা বাতনা স্থানে উপস্থিত না
 হইয়া পৃথিবীতে পত প্রকৃতি ও স্বাক্ষ পৃথিবীর
 মধ্যে কর্ণযুক্তাকীকো বোমিতে আছে । তাহারা
 সেই আত্মক অধরণে যে জগৎ বাহ্যক করে,
 তৎকর্তৃক অশ্রয়ণে সেই অধরণে পতিত
 হইয়া তাহাদের নম্রণে উপস্থিত হইয়া থাকে ।
 উপস্থিত কালে বহা-নামে উপস্থিত সংসারকে
 বিদমত যে অধরণ কণা হয়, লোকান্তরপ্রাপ্ত
 পিতৃ, পিতৃবর্গ প্রকৃত যেখানেই বাতন
 কেন, বাহারা সেই অধরণ পাইয়া থাকেন ।
 সংসার সংসার প্রোতকৃত্য এক স্থানে থাকিলেও
 দত্তপ কনুত্ব জগত মাংসকে দিয়া প্রোত
 হয়, সেইজন্য মনু আত্মকলে পিতৃবর্গের
 অশ্রয় প্রোতকৃত্য কনুত্ব বাতন স্থানে

সনৎকুমারঃ প্রোবাচ পশ্চান্ন নিবেদ্য চক্ষুণা ।
 গতগতিজ্ঞঃ শ্রোতানাং প্রাপ্তশ্রদ্ধস্ত চৈব হি ॥৩০
 বহ্নীকান্বেশোবপাটৈশ্চৈব দিবাকৌর্জ্যাস্তে তে স্মৃতাঃ ।
 কৃষ্ণপক্ষস্তুহস্তেবাং তুরঃ সপ্তাং শর্করা ॥৩১
 ইত্যেতে পিতরে' দেবা দেবাস্চ পিতরশ্চ বৈ ।
 স্বত্বাভাবা অনেকে তু পিতরোহস্তোত্রমেব চ ॥৩২
 এতে তু পিতরো দেবা মামুবাঃ পিতরশ্চ যে
 প্রীতেষু তেষু প্রীতেষু শ্রদ্ধাসু ক্তেন পূর্ণবা ॥৩৩
 ইত্যেবাং পিতরঃ প্রোক্তঃ পিতৃণাং সোমপায়িনাম
 এতৎ পিতৃহস্তস্য হি পুরাণে নিশ্চয়ো গতঃ ॥ ৩৪
 ইত্যর্কপিতৃসোমানামৈকশ্চ চ সমাগমঃ ।
 সুধামুতস্ত চাষাশ্চিঃ পিতৃণ্যকৈব তর্পণম্ ॥৩৫
 পূর্ণিমাভাস্তায়াঃ কাঃ পিতৃণাং স্থানমেব চ ।
 সমাসাং কৌর্জিতস্ত্যভ্যমেব সর্গঃ সনাতনঃ ॥৩৬
 বৈশ্বক্যপ্যস্ত সঙ্কশ্চ কাথতকৈককেনিকম্ ।
 ন শক্যং পরিসংখ্যাতুং শ্রাদ্ধেয়ং ভূতিমিচ্ছতা ॥
 স্বাত্ত্ববস্ত হৌতোষ সর্গঃ ক্রোতো ময়ত্র বৈ ।
 বিতরণানুপূর্ণ্যা চ ভূয়ঃ কিং বর্ণ্যাম্যহম্ ॥৩৭
 ইতি ব্রহ্মাণ্ডে মহাপুরাণে পিতৃর্গণনং নাম
 একষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৮ ॥

লইয়া যায়। ৩১-৩২। গতগতিজ্ঞ সনৎ-
 কুমার দিবাচক্ষু হারা দেখিয়া শ্রোতনের
 প্রাক্র এবং বৈধভাবে দত্ত প্রাক্রীয় দ্রব অবিকল
 বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহারা বহ্নীক, উজ্জ্বল ও
 দিবাকৌর্জ্য নামে অভিহিত। কৃষ্ণপক্ষ তাঁহা-
 নের দিবা ও তুরপক্ষ তাঁহাদের রজনী।
 ইহারা রজনীতে নিদ্রিত থাকেন। মনুষ্য-
 পিতৃগণকে পিতৃনেব বলা যায়, তাঁহারা প্রীত
 হইলে মনুষ্য-পিতৃগণ প্রীত হইয়া থাকেন।
 এইরূপে পিতৃগণের বিষয় কৌর্জিত হইল।
 সোমপারী পিতৃগণের তত্ত্ব পুরাণে এইরূপ
 নির্ণীত হইয়াছে। এইরূপে হৃদ্য, পিতৃগণ, সোম
 ও ইলাপুত্র পুরাণের সমাগম, সুধামুতের প্রাপ্তি,
 পিতৃগণের তর্পণ, পূর্ণিমা, অমাবস্তাকাল, পিতৃ
 গণের স্থান সংক্ষেপতঃ বর্ণন করিলাম। এই
 সৃষ্টি আদ্যি বলিয়া আনিবে। বিষবটনা
 আশিকরণ বিবৃত হইলে মঙ্গলকামী ব্যক্তি

দ্বিষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

কথ্য উচুঃ ।

চতুর্গুণি যতানন্ পুণ্যং স্বাত্ত্ববৈশ্বক্যে ।
 তেষাং নিসর্গং তত্ত্বক প্রোহ্মমিচ্ছামি বিস্তরাং ॥১
 সূত উবাচ ।
 পৃথিব্যাদিদৃশ্যেনৈব যময়া প্রাপ্তনামুতম্ ।
 তেষাং পূর্ণ্যং হেতুং প্রবক্ষ্যামি নিবোধত ॥২
 সংখ্যেয়ং প্রসংখ্যায় বিস্তরাষ্ট্রেব সঙ্গমঃ ।
 যুগক যুগভেদক যুগপর্যন্তনৈব চ ॥ ৩
 যুগলক্ষ্যংশককৈব যুগসঙ্কানমেব চ ।
 ষট্ প্রকারেণাখ্যানং প্রবক্ষ্যামীহ তত্ত্বতঃ ॥ ৪
 লৌকিকেন প্রমাণেন বিবৃকোহস্ত মামুবাঃ ।
 তেনাকেন প্রসংখ্যায় বক্ষ্যামীহ চতুর্গুণম্ ॥ ৫
 নিমেষকালঃ কাঠা চ কলা-চাপি মুহূর্তকাঃ ।
 নিমেষকালভূত্যং হি বিদ্যাগ্নয়ং কুরুক বং ॥ ৬
 কাঠা নিমেষা দশ পক্ষ চৈব
 ত্রিংশচ্চ কাঠা গণয়েৎ কলাপ্তাঃ ।

ইহাতে প্রাক্র করেন। স্বাত্ত্বব মন্তরে এই
 সৃষ্টিবস্তুর আত্মপুষ্কিক বলিলাম, অধুনা আর
 কি কহিব? ১-৩১।

একষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৮ ॥

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় ।

বৃষিগণ বলিলেন, পুরাকালে স্বাত্ত্বা মন্তরে
 যে যুগচতুষ্টয় বিদ্যমান ছিল, আমরা তাহাদের
 নিসর্গতত্ত্ব বিস্তৃতরূপে ভাবিত ইচ্ছা করি।
 সূত বলিলেন, আমি পৃথিবী প্রভৃতি প্রসঙ্গে
 যে যে বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছি, তাহাদের
 যুগচতুষ্টয়ের কথা কহিতেছি। যুগ, যুগভেদ,
 যুগলক্ষ্য, যুগসঙ্ক, অংশ ও যুগসঙ্কান এই ছয়
 প্রকার যুগসম্বন্ধীয় বিবরণ বাক্যক্রমে সন্নিহিত
 বলিতেছি। লৌকিকপ্রমাণে নির্ণীত অল্প ব্যাখ্যা
 গবদা করিয়া চতুর্গুণের বিষয় বলিতেছি।
 নিমেষ, কাঠা, কলা ও মুহূর্ত ইহার মধ্যে
 নিমেষকালের পরিমাণ, একটি লক্ষ পক্ষঃ

ত্রিশংশকলাষ্টেব ভবেনুত্কৃষ্টাঃ ।

স্বতন্ত্রিংশতা রাত্নাহনৌ সমেতে ॥ ৭

অহোরাত্রৈ বিভজতে সূর্য্যো মানুবদৈবিকৈ ।

তত্রাহঃ কক্ষচেষ্টায়াং রাত্রিঃ স্বপ্রায় কলাতে ॥

পিত্র্যো রাত্নাহনৌ মাসঃ প্রবিভাগস্তয়োঃ পুনঃ ।

কৃকপক্ষস্ত্বহস্তেবাং শুক্রঃ স্বপ্রায় শর্করী ॥ ৯

ত্রিশশ্চ মানুবাঃ মাসাঃ পিত্র্যো মাসশ্চ স স্মৃতঃ ।

শতানি ত্রীণি মাসানাং বর্ষা চাপ্যধিকানি বৈ ।

পিত্র্যঃ সংবৎসরো হেব মানুবোণ বিভাবাতে ॥ ১৭

মানুবোণৈব মানেন বর্ষাণাং যক্ষতং ভবেৎ ।

পিতৃণাং ত্রীণি বর্ষাণি সংখ্যাভানীহ তানি বৈ ।

চত্বারিংশাদিকা মাসাঃ পিত্র্যো চৈবেহ কীর্তিতাঃ ।

লৌকিকেতৈব মানেন অক্সো বো মানুষ্যঃ স্মৃতঃ ।

এতদ্বিধ্যমহোরাত্রাং শাস্ত্রেহস্মিন্ নিশ্চয়ো মতঃ

দিব্যো রাত্নাহনৌ বর্ষং প্রবিভাগস্তয়োঃ পুনঃ ।

অহস্তত্রোদগয়নং রাত্রিঃ স্তাদিকিবাগনম্ ॥ ১৩

বে তে রাত্নাহনৌ দিব্যো প্রসংখ্যাতে তয়োঃ পুনঃ

ত্রিশশ্চ তানি বর্ষাণি দিব্যো মাসস্ত স স্মৃতঃ ॥

মানুবক শতং বিদ্ধি দিব্যমাসাস্ত্ররম্ভতে ।

উচ্চারণসময়ঃ । পঞ্চদশ নিমিষে এক কাষ্ঠা,

ত্রিশংশ কাষ্ঠায় এককলা, ত্রিশংশ কলায় এক

মুহূর্ত্ত এবং ত্রিশংশ মুহূর্ত্তে এক অহোরাত্র হয় ।

সূর্য্য মানবীয় দিব্যরাত্রি বিধান করেন, তাহার

মধ্যে দিবা কক্ষনির্গাহের জন্ত এবং রজনৌ

নিদ্রার নিমিত্ত কলিত হইয়াছে । মানবীয়

পরিমাণে এক মাসে পিতৃগণের এক দিব্যরাত্রি

হয়, তদ্ব্যপেক্ষ কৃকপক্ষ তাহাদের দিবা ও শুক্রপক্ষ

তাহাদের রাত্রি । মানুষ্যের ত্রিশংশ মাসে

পিতৃগণের এক মাস এবং মানুষ্যের ত্রিশংশ-

বর্ষে মাসে পিতৃগণের এক সংবৎসর হইয়া

থাকে । ১-১০ । মানুষ্যের শত বর্ষে পিতৃগণের

তিন বৎসর চারি মাস হয় । লৌকিক মানে

দে এক উল্লিখিত হইয়াছে, শাস্ত্রে তাহাকে দিব্য

দিব্যরাত্রিরূপে নির্ণয় করা হয় । সেই দিব্য

দিব্যরাত্রির বিভাগ এইরূপ, যথা-উত্তরায়ণ

দিবা ও দক্ষিণায়ণ রাত্রি । মানুষ্যের ত্রিশংশ-

বৎসরে দিব্য এক মাস হইয়া থাকে । মানুষ্যের

দশ চৈব ত্র্যাহানি দিব্যো হেব বিধিঃ স্মৃতঃ ॥ ১৫

ত্রীণি বর্ষণতঃ প্রোচ বর্ষিষাণি যানি চ ।

দিব্যঃ সংবৎসরো হেব মানুবোণ প্রকীর্তিতঃ ।

ত্রীণি বর্ষসংখ্যানি মানুবোণ প্রমাণতঃ ।

ত্রিশশ্চ দ্যানি তু বর্ষাণি মতঃ সপ্তর্ষিঃ সংবৎসরঃ ॥ ১৭

নব যানি সংখ্যানি বর্ষাণাং মানুবোণি তু ।

অক্সানি নবতিষ্টেব ত্র্যেকৈকঃ সংবৎসরঃ স্মৃতঃ ॥ ১৮

ষট্‌ত্রিশশ্চ সপ্তাশ্চ বর্ষাণাং মানুবোণি তু ।

বর্ষাণাশ্চ শতং জ্যেষ্ঠং দিব্যো হেব বিধিঃ স্মৃতঃ ॥

ত্রীণ্যেব নিযুতান্তেব বর্ষাণাং মানুবোণি চ ।

ষট্‌টিষ্টেব সংখ্যানি সংখ্যাভানি তু সংখ্যায়া ।

দিব্যবর্ষসংখ্যন্ত প্রাহঃ সংখ্যাভিগো জনাঃ ॥ ২০

ইতোবমুদ্বিগ্ধির্গাতং দিব্যায় সংখ্যায়া বিদ্যম্ ।

দিব্যোণৈব প্রমাণেন যুগসংখ্যা প্রকল্পনম্ ॥ ২১

চত্বারি ভায়ে বর্ষে যুগানি কবরো বিদুঃ ।

পূর্বে কৃতযুগং নাম তত্ত্বেনুতা বিদীযতে ।

ষাপশ্চ কলিষ্টেব যুগান্তে তানি কল্পয়েৎ ॥ ২২

চত্বাধ্বাঃ সংখ্যানি বর্ষাণাশ্চ কৃতং যুগম্ ।

তত্র ত্যচ্ছতী সত্যা সত্যায়শ্চ ত্র্যাবিধঃ ॥ ২৩

ইতরাশ্চ চ সত্যায় সত্যায়শ্চৈব চ বৈ ত্রিযু ।

একশত বৎসরে দিব্য তিন মাস দশদিন হয় ।

দৈববৎসরাদি গণনা করিবার নিয়ম এইরূপই

জানিবে । মানুষ্যের ত্রিশশত বর্ষে বৎসরে দিব্য

একবৎসর এবং মানুষ্যের ত্রিশশত বৎসরে দিব্য

সপ্তবিংশকের এক বৎসর হয় । মানুষ্যের নব

সংখ্যক বর্ষে বৎসরে ত্র্যেক এক বৎসর । মানু-

ষ্যের ষট্‌ত্রিশশত সংখ্যক বৎসরে দিব্য একশত

বৎসর হয় । মানুষ্যের ত্রিশশত বর্ষে সংখ্যক

বৎসরে দিব্য একসংখ্যক বৎসর হয় । কথিত

দিব্য প্রমাণে এইরূপ যুগসংখ্যা নির্ণয়

করিয়াছেন । সর্গতাই প্রমাণানুসারে যুগ-

সংখ্যা কলিত হইয়া থাকে । যুগগণ এই

ভায়েতে চারিটি যুগ কীর্ত্তন করিয়াছেন ।

প্রথম কৃত বা সত্য যুগ, দ্বিতীয় ত্রেতা,

তৃতীয় দ্বাপর ও চতুর্থ কলি । তদ্ব্যপেক্ষ সত্য-

যুগের পরিমাণ চতুঃসংখ্যক বৎসর । সত্যযুগের

চতুঃশত বর্ষ সত্যা, সত্যায়শ্চ চতুঃশত বর্ষ ।

একাপ্যেন বর্তন্তে সহস্রাণি শতানি চ ॥ ২৪
 ত্রৈতা ত্রিণি সহস্রাণি সংখ্যেব পরিকীৰ্ত্তিতে ।
 তত্ৰা ত্রিশতী সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশঃ তববিধঃ ॥ ২৫
 দাপরং যে সহস্রে তু যুগমাহৰ্মনীবিধঃ ।
 তত্ৰাপি বিশতী সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশঃ সন্ধ্যায়া সমঃ ॥ ২৬
 কলিং বর্ষসহস্রং যুগমাহৰ্মনীবিধঃ ।
 তত্ৰাপ্যেকশতী সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশঃ সন্ধ্যায়া সমঃ ॥ ২৭
 এষা বংশসাহস্রী যুগাখ্যা পরিকীৰ্ত্তিতা ।
 কৃতঃ স্তোতা দাপরং কলিষ্টেব চতুষ্টিয়ম্ ॥ ২৮
 অত্র সংবৎসরাঃ স্তম্ভা মাহুবেণ প্রমাণতঃ ।
 কৃতত্ৰ তাবৎক্যামি বর্ধাণং তৎপ্রণামতঃ ॥ ২৯
 সহস্রাণাং শতাত্ত্র চতুর্দশ তু সংখ্যায়া ।
 চত্বারিংশং সহস্রাণি কলিকালযুগত্ৰ তু ॥ ৩০
 এবং সংখ্যাতকালং কালৈবহি বিশেষতঃ ।
 এবং চতুর্ভুগং কালো বিনা সন্ধ্যাংশটকৈঃ স্মৃতঃ ॥
 চত্বারিংশং ত্রিণি চৈব নিযুতানি চ সংখ্যায়া ।
 বিংশতিং সহস্রাণি সন্ধ্যাংশং চতুর্ভুগং ॥ ৩২
 এবং চতুর্ভুবাখ্যা তু সাধিহা হেকসপ্ততিঃ ।
 কৃতত্ৰৈতাদিযুক্তা সা মনোরমস্তরমুচ্যতে ॥ ৩৩
 যবন্তরং সংখ্যা তু বর্ধাণেন নিবোধতঃ ।
 ত্রিংশংকোত্যন্ত বর্ধাণং মাহুবেণ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ॥
 সপ্তষষ্টিত্বাষ্ট্রানি নিযুতাত্ত্রিকানি তু ।
 বিংশতিং সহস্রাণি কালোহরং সাধিকং বিনা ॥

ত্রৈতাযুগের পরিমাণ ত্রিশবৎসর বৎসর, সন্ধ্যা
 ত্রিশত ও সন্ধ্যাংশ ত্রিশত । ১১—২৫ ।
 দাপরযুগের পরিমাণ দুই সহস্র বৎসর, সন্ধ্যা
 বিশত ও সন্ধ্যাংশ বিশত । কলিযুগের পরি-
 মাণ এক সহস্র বৎসর, সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ এক
 শত বৎসর । সত্য, ত্রৈতা, দাপর ও কলি এই
 চারিযুগের পরিমাণ দাপর সহস্র বৎসর । এই
 সকল যুগে মনুষ্য-পরিমাণে সংবৎসর নিরূপণ
 এইরূপ,—মনুষ্য প্রমাণে সত্যযুগের পরিমাণ
 ১৪৪০০০০ । কলিকালের পরিমাণও এইরূপ
 নির্ণয়ে । সন্ধ্যাংশ ত্রিণি চতুর্ভুগের পরিমাণ
 এইরূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে । মনুষ্যমানে চতুঃ-
 ভুগের পরিমাণ ৪০২০০০০ । একসপ্ততি যুগ-
 চতুষ্টিয়ে এক যবন্তর হয় । মনুষ্যের ত্রিংশং

যবন্তর কালোহরং যুগৈঃ সাক্ষিঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥
 চতুঃসহস্রযুগং বৈ প্রথমন্তং কৃতং যুগম্ ।
 ত্রৈতাবশিষ্টং বক্ষ্যামি দাপরং কলিমেব চ ॥ ৩৭
 যুগপং স তবত্যাখ্যে বিধা বক্ষুং ন শক্যতে ।
 ক্রমাগতং যয়া হেতুতুভ্যাং প্রোক্তং যুগবয়ম্ ।
 ঋষিবংশপ্রসঙ্গেন ব্যাকুলত্বাভিধেব চ ॥ ৩৮
 তত্র ত্রৈতাযুগত্বাদৌ মনুঃ সপ্তবয়ং চৈব ।
 শ্রৌতং স্মার্ত্তক ধর্ম্মক ব্রহ্মণা চ প্রচোদিতম্ ॥ ৩৯
 দারাগ্নিহোত্রসংযোগমৃগ্ভজুঃসামসংজ্ঞিতম্ ।
 ইত্যাদি লক্ষণং শ্রৌতং ধর্ম্মং সপ্তবয়োহব্রবন্ ॥
 পরম্পরাগতং ধর্ম্মং স্মার্ত্তকাত্মরসবদম্ ।
 বর্ণাশ্রমাত্মরযুতং মনুঃ স্বায়ম্ভুবোহব্রবীৎ ॥ ৪১
 সত্যেন ব্রহ্মচর্য্যেণ ক্ষতেন তপসা চ বৈ ।
 তেবাং সূতপ্ততপসামার্ধেরেণ ক্রমেণ তু ॥ ৪২
 সপ্তর্ষীগং মনোষ্টেব আদ্যো ত্রৈতাযুগত্ তু ।
 অযুক্তিপূর্ব্বকং তেবামক্রিয়াপূর্ব্বমেব চ ॥ ৪৩
 অতিব্যক্তান্ত তে ব্রহ্মভারকট্যৈর্নির্দর্শনৈঃ ।

কোটি সপ্তষষ্টি নিযুত ও বিংশতি সহস্র বৎসরে
 যবন্তর । পণ্ডিতেরা যুগচতুষ্টিয়ের সহিত যব-
 তরের পরিমাণ এইরূপ নিরূপণ করেন ।
 পূর্ব্বেরই বলা হইয়াছে । সত্যযুগের পরিমাণ
 দিবা চতুঃসহস্র বৎসর । অবশিষ্ট ত্রৈতা
 দাপর ও কলিযুগের কথা কহিব । এইরূপ
 ক্রমে ঋষিবংশের প্রসঙ্গে তোমাদের কাছে,
 আমি দুই যুগের বিষয় বর্ণন করিলাম ।
 ত্রৈতাযুগের প্রথমে মনু, সপ্তর্ষি শ্রৌত ও
 স্মার্ত্তধর্ম্ম ব্রহ্মা কর্ত্তক প্রবর্ত্তিত হইয়াছে ।
 দারা, দারাগ্নিহোত্র সংযোগ, বহু, বহুঃ ও সাম
 প্রভৃতি শ্রৌতধর্ম্ম সপ্তর্ষিগণ কর্ত্তক উল্লিখিত
 হইয়াছে । পরম্পরাগত স্মার্ত্ত আচার লক্ষণ ও
 বর্ণাশ্রমের আচারসম্পন্ন ধর্ম্ম স্বায়ম্ভুব মনু কর্ত্তক
 কথিত হইয়াছে । ২৬—৪১ । ত্রৈতার প্রারম্ভে
 সংকার্য্যনিরত তপস্তাবিত বিদ্বান্ সপ্তর্ষিগণ সত্য
 ব্রহ্মচর্য্য, ক্ষতি, তপস্তা ও আধের বিধি এবং
 মনু প্রভৃতি স্মার্ত্ত ধর্ম্ম ব্যাখ্যা কারয়ছেন, তাহ-
 কাহিনশনের সহিত সমস্ত মনুই তাঁহাদের যুগ
 হইতে উচ্চারিত হইয়াছে । কিন্তু ইহা তাঁহা-

আদিকমে তু দেবানাং প্রাহৃত্তান্ত তে স্বয়ম্ ।
 প্রাণশে ত্বং সিন্ধীনামপ্যাসাক্ প্রবর্তনম্ ।
 আসন্ন মন্ত্রা ব্যতীতেষু যে কল্পেণ সহস্রশঃ ।
 তে মন্ত্রা বৈ পুনন্তেষাং প্রতিভাসসমুৎখিতাঃ ॥ ৪৫ ॥
 কতো বজ্রং যি সামানি মন্ত্রাণ্যধর্ম্মানি চ ।
 সপ্তধিকন্তু তে প্রোক্তাঃ স্মার্ত্তং ধর্ম্মং সমুর্জ্জগৌ
 ত্রেতাদৌ সংহিতা বেনাঃ কেবলা ধর্ম্মশেষতঃ ।
 সংরোধানায়ুষ্টেব ব্যতন্তে দ্বাপরেষু তে ॥ ৪৭ ॥
 কথয়ন্তপসা দেবাঃ কর্ণৌ চ দ্বাপরেষু বৈ ।
 অনাদিনিধনা দিব্যাঃ পূর্বেং সৃষ্টাঃ স্বয়মুবা ॥ ৪৮ ॥
 সধর্ম্মাঃ সপ্রজাঃ সান্ধা বধাধর্ম্মং যুগে যুগে ।
 বিক্রীড়ন্ত সমানার্থা বেদবাদা যথায়ুগম্ ॥ ৪৯ ॥
 আরন্তযজ্ঞাঃ ক্রতু হবিষজ্ঞা বিশাম্পতেঃ ।
 পরিচাংযজ্ঞাঃ শূদ্রান্ত অপযজ্ঞা দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৫০ ॥
 তথা প্রমুদিতা বর্ণাশ্রেত্যং ধর্ম্মপালিতাঃ ।
 ক্রিয়াবন্তঃ প্রজাবন্তঃ সমৃদ্ধাঃ সুধিনস্তথা ॥ ৫১ ॥
 ব্রাহ্মণানুবর্ত্তন্ত কত্রিগাঃ কত্রিগান্ বিশঃ ।
 বৈশ্ণবানুবর্ত্তিনঃ শূদ্রাঃ পরস্পরমবব্রতাঃ ॥ ৫২ ॥

দের জ্ঞানপূর্ব্বক বা ক্রিয়াসাপেক্ষ নয়।
 আদিকল্পে এই সমস্ত মন্ত্রই দেবতা হইতে
 স্বয়ং সমুৎপন্ন এবং কল্পবিনাশে তাহাদের সিক্তি
 প্রবর্ত্তিত হয়। অতীতকল্পে বাহার যে মন্ত্র
 ছিল, কলান্তরেও তাহাদের সেই মন্ত্র। ত্রেতার
 প্রারম্ভে সপ্তাধিপ গন্ধ, বজ্র, সাম ও অধর্ম্ম
 এবং মনু স্মার্ত্তধর্ম্ম প্রকাশ করেন। ত্রেতার
 প্রারম্ভে কেবল বৈদিক ধর্ম্মই ছিল, ক্রমে
 আগ্র পরমাণু হ্রাস হইয়া যাওয়ার সংহিতাদি-
 নির্দিষ্ট ধর্ম্ম দ্বাপরে আদিত হইয়াছে। ব্রহ্মা
 পূর্বে দেবতাদিগকে এবং কলি ও দ্বাপরে
 তপসী ও ক্রিয়গণকে উৎপত্তি ও বিনাশবিগ্রহিত
 দিব্যদেহী করিয়াছিলেন। চারিবেদ সধর্ম্ম
 সপ্রজা ও পরাপরসমার্থ হইয়া বধাধর্ম্ম যুগে
 যুগে প্রবর্ত্তিত হয়। কত্রিগের উৎসাহ-যজ্ঞ,
 কত্রিগের হবিষজ্ঞ, শূদ্রের পরিচাংযজ্ঞ বা ধর্ম্ম
 ও ব্রাহ্মণের অপযজ্ঞ বিহিত। ত্রেতাযুগে সকল
 ধর্ম্মই ধর্ম্মপালিত, ক্রিয়ানিষ্ঠ, প্রজাবান্, সমৃদ্ধি-
 শালী ও সুখী ছিলেন। কত্রিগ ব্রাহ্মণের,

শুভাঃ প্রবৃত্তয়ন্তেষাং ধর্ম্মা বর্ণপ্রমাতৃথা ।
 সন্ধিতেন মনসা বাচোক্তেন স্বকর্ষণা ।
 ত্রেতাযুগে কবিবলঃ কর্ম্মারন্তঃ প্রশিধতি ॥ ৫৩ ॥
 আয়ুর্ধেখা বলং রূপমারোগ্যং ধর্ম্মশীলতা ।
 সর্ম্মসাধারণা হেতে ত্রেতায়াং বৈ তৎস্বভ্যত ॥ ৫৪ ॥
 বর্ণাশ্রমব্যবস্থানং তেষাং ব্রহ্মা তথাকারোং ।
 পূনঃ প্রাপ্ত তামোগতান্ ধর্ম্মান্ হপালয়ন ॥ ৫৫ ॥
 পরস্পরবিরোধেব ত্রিযুগে পুনরুৎপন্নঃ ।
 মনুঃ স্বায়মুবা দৃষ্ট্বা যথাভ্যর্থ্য প্রজাপতিঃ ॥ ৫৬ ॥
 ধাতা তু শতরূপায়াঃ পুমান্ স উৎপাদয়ৎ ।
 প্রিয়ব্রতোত্তানপ্যাদৌ প্রথমভৌ মহীপতী ॥ ৫৭ ॥
 ততঃ প্রভৃতি রাজান উৎপন্ন্য দণ্ডধারিণঃ ।
 প্রজানাং রজনাক্রৈব রাজানন্তবৎসবাঃ ॥ ৫৮ ॥
 প্রচ্ছন্নপাপা যে জেতৃশক্যা মনুষ্যা ভূবি ।
 ধর্ম্মসংস্থাপনার্থং তেষাং শাস্ত্রে তপো ময়া ॥ ৫৯ ॥
 বর্ণানাং প্রবিভাগন্ত ত্রেতায়াং সম্প্রকীর্ত্তিতাঃ ।
 সংহিতান্ত ততো ময়া ঋষিভির্ব্রহ্মাঙ্গৈব তে ॥

বৈশ্য কত্রিগের এবং শূদ্র বৈশ্যের অনুগমন
 করিত। তাহাদের সংপ্রবর্ত্তিত বর্ণপ্রমাতৃ
 মনসজ্ঞক ছিল। ত্রেতাযুগে মানসিক সন্ধলে,
 কর্ম্ম বা বাক্যে অবিকল কর্ম্মারন্ত লিঙ্গ হয়।
 ত্রেতাযুগে আয়ু, মেধা, বল, রূপ, আরোগ্য ও
 ধর্ম্মশীলতা সর্ম্মসাধারণ ছিল। ব্রহ্মা তাহাদের
 এইরূপ বর্ণপ্রমাতৃর ব্যবস্থা করিয়া দেন। কিন্তু
 যোগপ্রযুক্ত তাহারা এরূপ ধর্ম্মপালন করিতে
 পারিল না। তাহারা পরস্পর বিরোধে প্রাণত্যাগ
 করিয়া পুনর্বার জন্মগ্রহণ করে। স্বায়মুবা মনু
 ভায় অস্ত্র দেবীয়া প্রজাপালন করেন। সেই
 আদি মানব শতরূপার গর্ভে প্রিয়ব্রত ও উত্তান-
 পাদ নামক দুই পুত্র উৎপাদন করেন। সেই
 দুই পুত্রই সর্ম্মপ্রথমে রাজত্ব করেন। সেই
 হইতে দণ্ডধারী রাজগণের উৎপত্তি হইল।
 প্রজাপদকে রজন করেন, বলিয়া তাহাদের
 নাম রাজা হইল। ৫২—৫৮। পৃথিবীতে যে
 সকল মনুষ্য প্রচ্ছন্নপাপ ও দুর্জয়, তাহাদের
 ধর্ম্মসংস্থাপনের নিমিত্ত আমি ত্রেতাযুগে তপসী
 ও বর্ণবিভাগ প্রকাশ করি। কবি ও ব্রাহ্মণ

যজ্ঞঃ প্রবর্তিতৈশ্চ তদা হেবন্ত দৈবতৈঃ ।
 যামৈঃ শুক্লৈর্জপৈশ্চৈব সর্কসস্তারসংবৃতৈঃ ॥ ৬২
 সর্কসং বিশ্বভূজা চৈব দেবেভ্যো মহোজসা ।
 স্বাধুভূতৈঃ স্তোত্রৈঃ প্রাকৃপ্রবর্তিতাঃ ॥
 সত্যং জপস্তপো দানং ত্রেতায়াং ধর্ম উচ্যতে ।
 ক্রিয়া ধর্মশ্চ হুসতে সত্যধর্মঃ প্রবর্ততে ॥ ৬৩
 প্রজাপত্যে ততঃ শুরা আয়ুয্যন্তো মহাবলঃ ।
 ক্রতুপদমহাতাপা বজ্রানো ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ ৬৪
 পদ্মপত্রায়তাক্ষাশ্চ পৃথুহস্তাঃ হুসংহিতাঃ ।
 সিংহাস্তকা মহাসত্তাঃ মনুষ্যাতঙ্গগামিনঃ ॥ ৬৫
 মহাধর্মুর্জরিতৈশ্চ ত্রেতায়াং চক্রবর্তিনঃ ।
 সর্কসং কণম্পরা ক্রোধোপরিমণ্ডলাঃ ॥ ৬৬
 ক্রোধো যৌ তৌ স্মৃতৌ বাহু ব্যামো ক্রোধো উচ্যতে
 ব্যামেনৈবোজ্জুগাদ বশ সম উক্লান্ত দেহিনঃ ।
 সমুজ্জ্বলঃ পরীণাহো ক্ষেয়ো ক্রোধো ধমশূলঃ ॥ ৬৭
 চক্রং রথো মবির্ভাষণা নিধিরশা গজাস্থবা ।
 সপ্তাভিশ্চরতানি সর্কসেযাং চক্রবর্তিনাম্ ॥ ৬৮
 চক্রং রথো মবিঃ খড়্গা ধনুঃ পশু পক্ষমম্ ।
 কেতুর্নিধিঃ সপ্তৈস্তে প্রাণহীন প্রদীপ্তিতাঃ ॥
 ভাষণা পুরোহিতৈশ্চ সেনানী রথক্লান্তা যঃ ।
 মন্ত্রাযঃ কলভৈশ্চ প্রাণিনঃ সম্প্রকীর্ণিতাঃ ॥ ৭০

কর্তৃক সংহিতা ও মন্ত্র উক্ত হইয়াছে । দেব-
 গণ যজ্ঞ প্রবর্তিত করিয়াছেন । মহোজা
 মহেন্দ্রের সহিত দেবগণ পূর্বে স্বাধুভূত মনুষ্যের
 শুক্ল, ধাম, সর্কসস্তার, সংবৃত ও বিশ্বভোজী
 যজ্ঞ প্রভৃতি প্রবর্তিত করেন । সত্য, জপ, তপ ও
 দান, এই কয়টাই ত্রেতার ধর্ম । ত্রেতাযুগে
 ক্রিয়াধর্মের হ্রাস ও সত্য ধর্মের বৃদ্ধি হয় ।
 ত্রেতাযুগে মহাধর্মুর্জরিত সর্কসকণম্পর আয়ুয্য
 সিংহাস্তকা মহাবল বজ্রা ব্রহ্মবাদী মাতঙ্গগামী
 রাজচক্রবর্তী ক্রোধোপরিমণ্ডল অশ্বগ্রহণ করেন ।
 বাহুবল ক্রোধো নামে নিরূপিত । সমুজ্জ্বল
 পরীণাহ ক্রোধো ধমশূল বলিয়া বিদিত । চক্র,
 রথ, মবি, ভাষণা, নিধি, অশ্ব, গজ এই সাতটি
 চক্রবর্তিগণের রথ । চক্র, রথ, মবি, খড়্গা,
 ধনু, কেতু, নিধি এই সপ্ত প্রাণহীন বলিয়া
 কথিত । ভাষণা, পুরোহিত, রথক্লান্ত, সেনানী,

রথাক্রোধানি নিয্যানি সংসিক্তানি মহাস্তনাম্ ।
 চতুর্দশ বিধেয়ানি সর্কসেযাং চক্রবর্তিনাম্ ॥ ৭১
 বিকোরংশেন জায়ন্তে পৃথিব্যাক্রবর্তিনঃ ।
 মনুষ্যৈশ্চ সর্কসেযা অতীতানাগতেষু বৈ ॥ ৭২
 ভূতভব্যানি যানীহ বর্তমানানি যানি চ ।
 ত্রেতাযুগাদিকেষু জায়ন্তে চক্রবর্তিনঃ ॥ ৭৩
 ভদ্রাণীনি তেষাং বৈ ভবন্তীহ মহীকিতাম্ ।
 অজুহানি চ চত্বারি বলং ধর্মঃ সুখং ধনম্ ॥ ৭৪
 অত্ৰোপাস্তাবিরোধেন প্রাপ্যন্তে বৈ নৃপৈঃ সমম্ ।
 অর্থো ধর্মশ্চ কামশ্চ যশো বিজয় এব চ ॥ ৭৫
 ঐশ্বর্যো নাশিমণ্যেন প্রভূশক্ত্যা তথৈব চ ।
 অন্যান তপসা চৈব কথীনভিভবতি চ ।
 বলেন তপসা চৈব দেবদানবমামুখান্ ॥ ৭৬
 লক্ষ্যৈশ্চাপি জায়ন্তে শরীরৈশ্চরমাখ্যৈঃ ।
 কেশস্থিতা ললাটোর্ণা তিহ্মা চান্তপ্রমার্জ্জনম্ ।
 তাত্রপ্রভোক্তদন্তোষ্ঠাঃ শ্রীংসাম্ চাক্ষরোমশাঃ ॥
 আজানুবাহবশ্চৈব জাহস্তা বৃষ ক্রিতাঃ ।
 নাগোপরিপাশাশ্চ সিংহস্কন্ধাঃ হুমহনাঃ ।
 গজেন্দ্রগতমুশ্চৈব মহানব এব চ ॥ ৭৮

মন্ত্রী, অশ্ব ও সিংহস্বর্গ করিশাবক, এই
 সাতটি প্রাণী বলিয়া কীর্ণিত । এই চতুর্দশ
 প্রকার বিদ্যার মহাস্তা চক্রবর্তীদিগের সিদ্ধি-
 দায়ক । অতীত বা অনাগত সকল মনুষ্যেরই
 চক্রবর্তিগণ বিষ্ণুর অংশে জন্মিয়া থাকেন ।
 ভূত বর্তমান বা ভবিষ্যৎ ত্রেতাযুগে চক্রবর্তিগণ
 জন্ম লইলেন এবং বল, ধর্ম, সুখ ও ধন, ইহা
 তাঁহাদের সিদ্ধ হইয়া থাকে । তাঁহারা
 পরস্পরের সহিত বিরোধ না করিয়া অর্থ,
 ধর্ম, কাম, যশ ও বিজয়লাভ করেন ; তাঁহারা
 বিবাদবিহীন ঐশ্বর্য, প্রভূশক্তি ও তপসা
 প্রভাবে স্বর্গদিককেও জয় করেন এবং বল
 ও তপসাসহায়ে দেব, দানব এবং মামুখকে
 পরাভূত করেন । তাঁহাদের শরীরস্থ লক্ষ্য-
 গুলি অমামুখিক, ললাটে ওর্ণা, তিহ্মা, বিমুক্ত
 তাত্রপ্রভ, ওষ্ঠদন্ত ও রোমাবলী উন্নত । আজানু-
 লম্বিত বাহু, জাহস্ত, স্বাক্ষিত নাগোপরিপাশ
 উন্নত, সিংহস্কন্ধ, হুমহন, গজেন্দ্রগতি ও

পাদযোঃ ক্রমং তৌ তু শ্রদ্ধাপদৌ তু হস্তয়োঃ ।

পক্ষাঙ্গীতিসহস্রাণি তে ত্বজ্যাজরা নৃপাঃ ॥ ৭১

অসদা পতঃশ্রেয়াকৃতশ্রুতক্রবর্তিনাম্ ।

অতীতৈক সমুদ্রে চ পাতালে পর্যন্তেষু চ ॥ ৮০

ইজ্যা দানং তপঃ সত্যং ত্রেতায়াং ধর্ম উচ্যতে ।

তদা প্রবর্ততে ধর্মো বর্ণাশ্রমবিভাগঃ ॥ ৮১

মধ্যান্যস্থাপনার্থকং দণ্ডনীতিঃ প্রবর্ততে ।

জটপুটঃ শ্রেজাঃ সর্কীঃ ফণেশাঃ পূর্ণমানসাঃ ॥ ৮২

একো বেদশত্ৰুপালিত্রেতাযুগবিধৌ স্মৃতঃ ।

তীণি বর্ধনহস্তাণি তদা ভবন্তি মানবাঃ ॥ ৮৩

পুত্রপৌত্রসমাকীর্ণাঃ ত্রিযুগে চ ক্রমেণ তু ।

এষ ত্রেতাযুগে ধর্মশ্রেয়সাম্বোধৌ নিবোধত ॥ ৮৪

ত্রেতাযুগস্তাবজ্ঞ সত্যাপাদেন বর্ততে ।

সত্যায়াম্ বৈ স্বভাবজ্ঞ যুগপাদেন ত্রিষ্ঠিতি ॥ ৮৫

ইতি ব্রহ্মাণ্ডে মহাপুরাণে অনুব্রহ্মপাদে যুগ-

সংখ্যাবর্ণনো নাম ত্রিষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬২

মহানুভব । পদদ্বয়ে চক্র ও মন্ত্র রেখা, হস্তদ্বয়ে

শব্দ ও পদরেখা বিরাণ্ডিত । এইরূপ পক্ষা-

ঙ্গীতি সহস্র অক্ষর নবপতি বর্তমান । অত-

র্যেক সমুদ্রে পাতালে ও পর্যন্তে চক্রবর্তী

পতি অগ্রগৃহিত । ৬১—৭১ । ত্রেতার ধর্ম—

যথা—বজ্র, দান, তপস্বী ও সত্য । বর্ণাশ্রমের

বিভাগ অনুসারে ধর্ম প্রবর্তিত হয় । মধ্যান্য-

স্থাপনার্থক দণ্ডনীতির প্রবর্তন । এই যুগে শ্রেজা

সকল জটপুট নীরোগ ও পরিপূর্ণচিত্ত হয় ।

ত্রেতাযুগে এক বেদ চতুশ্চন্দ্ররূপে স্মৃত ।

মানবগণ তিন সহস্র বৎসর কাল জীবিত থাকে

এবং পুত্র ও পৌত্রের পরিবৃত্ত হইয়া বৎসকালে

মৃত্যুরূপে পতিত হয় । ত্রেতাযুগে ধর্ম এইরূপ

জানিবে । সত্যাপাদে ত্রেতাযুগের স্বভাব ও

যুগপাদে সত্যায় সত্যাব লক্ষিত হয় ৮০—৮৫ ।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৬২ ।

ত্রিষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

শাংশপায়ন উবাচ ।

কথং ত্রেতাযুগমুখে যজ্ঞতানীং প্রবর্তনম্ ।

পূর্ষং স্বায়ত্ত্ববে সর্গে যথাবক্তদ্রবীহি মে ॥ ১

অতর্হিতায়াং সন্ধ্যায়াং সার্কং কৃতযুগেন বৈ ।

কলাধায়াং প্রবৃত্তায়াং প্রাপ্তে ত্রেতাযুগে তদা ॥ ২

বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থানং কৃতবহুতং বৈ পুনঃ ।

সন্ত্রায়াং স্বায়ত্ত্বং সন্ত্রা ত্য কথং যজ্ঞঃ প্রবর্তিতঃ ।

এতচ্ছ্রুত্বা ব্রবীং স্মৃতঃ শ্রুতং ত্র্যম্বতঃ শাংশপায়ন ॥ ৩

যথা ত্রেতাযুগমুখে যজ্ঞতানীং প্রবর্তনম্ ।

ওষধীশু চ জাতায়ুঃ শ্রুতস্তে ব্যুত্তিসর্জনে ।

প্রতিষ্ঠিতায়াং বার্তায়াং গৃহশ্রম-পুণ্ড্রেষু চ ॥ ৪

বর্ণাশ্রমব্যবস্থানং কৃত্বা মধ্যাংচ সংহিতাম্ ।

মন্ত্রান সংযোগ্যস্বয়ং ইহামুত্রেষু কর্তৃত ॥ ৫

তথা বিবর্তুগ্নিত্বজ্ঞং যজ্ঞং প্রাবর্তয়তদা ।

দৈবতৈঃ সহিতঃ সর্ষৈঃ সর্ষসন্ত্রায়সন্ত তম্ ॥ ৬

অথারমেধে বিততে সমাজগ্ন্যর্গ্গহবঃ ।

যজ্ঞতে পশুতিমৈধোহৈত্বা সর্ষৈঃ সমাপিতাঃ ॥ ৭

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় ।

শাংশপায়ন বলিলেন, স্মৃত! ত্রেতার

প্রারম্ভে স্বায়ত্ত্বং স্মৃতিতে বৈরূপে যজ্ঞ প্রবর্তিত

হইয়াছিল, তাহা বর্ণন করুন । সত্যযুগের

সহিত সন্ধ্যা যখন অতর্হিত ও ত্রেতাযুগে

যখন কাল প্রবর্তিত হইল, তখন বর্ণাশ্রমের

ব্যবস্থা . কিরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহা

বর্ণনা করুন । স্মৃত বলিলেন, শাংশপায়ন!

প্রবণ করুন । ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে বৈরূপ

যজ্ঞ প্রবর্তিত হয়, আমি তাহা কহি-

তেছি । ওষধি সকল আবির্ভূত হইলে ও ব্যুত্তি

প্রবৃত্ত হইলে গৃহশ্রম ও সকল পুণ্ড্রের বার্তা প্রতি

ষ্ঠিত হয় । বর্ণাশ্রমব্যবস্থা কারণ মন্ত্র সংহিতা,

ঐহিক বা পারত্রিক কর্ত্তব্য সংযোগ্য কথিয়া যজ্ঞ-

কৃত্ব ইন্দ্র দেবগণসহ যজ্ঞ করিতে প্রবৃত্ত

হয়েন । অন্তর অরমেধ যজ্ঞ নিবৃত্ত হইলে

মহাবিশপ আশিলেন । সকলে সমাপ্ত হইয়া

যেখ পশু ঘাড়া বান করিতে লাগিলেন ।

কৰ্মব্যাগ্ৰেষু ঋত্বিনু সততে যজ্ঞকৰ্ম্মণি ।
সম্প্রসীতেষু তেষেবমাগমেবধ সত্বরম্ ॥ ৮
পরিভ্রাজ্যেযু লবণু অধর্গুণবধেষু চ ।
আলঙ্কেষু চ মেধেষু তথা পশুগণেষু বৈ ॥ ৯
হবিষ্যগ্নৌ হুগ্মানে দেবানাং দেবহোতৃভিঃ ।
আহুতেষু চ দেবেষু যজ্ঞভাজু মহাস্বয়ং ॥ ১০
য ইন্দিয়াস্বকা দেবা যজ্ঞভাজন্তথা তু থে ।
ত'ন বজ্রতে তদা দেবাঃ কস্মাৎনিশু ভবন্তি যে ॥ ১১
অধর্গ্যবঃ প্রৈষকালে ব্যাখ্যতা যে মহর্ষয়ঃ ।
মহর্ষয়স্ত তানৃ দৃষ্টা দীনান্ পশুগণান্ স্থিতান্ ।
পপ্রচ্ছুরিত্বং সন্তুষ্ট কোহয়ং যজ্ঞবিধিস্তব ॥ ১২
অধর্ম্মো বলব'নেষ হিংসাধর্ম্মেপ্সয়া তব ।
নেষ্টে পশুবধস্তেষ তব যজ্ঞে সুরোগন্তম ॥ ১৩
অধর্ম্মো ধর্ম্মবাতায় প্রারকঃ পশুভিস্তয়া ।
নাগং ধর্ম্মো হ্যধর্ম্মোহয়ং ন হিংসা ধর্ম্ম উচ্যতে ॥
আগমেন তবান্ যজ্ঞং করোতু বদিত্বহেহসি ।
বিধিদৃষ্টেন যজ্ঞেন ধর্ম্মমব্যয়হেতুনা ।
যজ্ঞবাজৈঃ সুরশ্রেষ্ঠ যেযু হিংসা ন বিন্যতে ॥ ১৫

ঋত্বিকৃণ যজ্ঞধর্ম্মে ব্যগ্র হইলেন। সেই
যজ্ঞে আগ্নাদি গীত হইতে লাগিল, মেধা
পশুগণ নিহত হইতে লাগিল এবং হোতৃগণ
অগ্নিতে দ্রুতহাতি দান করিতে লাগিলেন।
যজ্ঞভাজু দেবতার নিমজ্জিত হইলেন। যাহারা
ইন্দিয়াস্বক বা যাহারা যজ্ঞভাজু দেবগণ তাঁহা-
দিগকে বাগ করিতে লাগিলেন। মহর্ষিরা দীন
পশুগণকে দেখিয়া ইন্দ্রকে জিজ্ঞাসিলেন, হে
ইন্দ্র! এ তোমার কিরূপ যজ্ঞ? ১—১২।
সুরোত্তম। ধর্ম্মাভিলাষে যে হিংসা করা হয়,
তাহা প্রবল অধর্ম্ম। অতএব তোমার যজ্ঞে
পশুবধ করা অবৈধ। তুমি পশুঘাত করিয়া
ধর্ম্মনাশের জন্য এই অর্ঘ্য আশ্রয় করিয়াছ,
ইহা ধর্ম্ম নহে; জ্ঞানও—ইহা অধর্ম্ম।
হিংসাকে কিছুতেই ধর্ম্ম বলা যায় না। আপনি
যদি যজ্ঞ করিতে অভিলাষ করিয়া থাকেন,
তবে অব্যয়হেতু বিধিদৃষ্ট আগ্নাহুগত ধর্ম্মযজ্ঞ
করুন। হে সুরবর! বাহাতে হিংসা নাই

ত্রিষধপদমং কালমুবিভেদপ্ররোহিতঃ
এব ধর্ম্মো মহানিহ্নঃ স্বয়ভূবিহিতঃ পুরা ॥ ১৬
এবং বিশ্বভূগিশ্রুত মুনিতত্ত্বদর্শিতঃ ।
জজ্ঞমৈঃ স্বাবটৈর বৈতি কৈধ্ব্যামিহোচ্যতে ।
তে তু বিদ্বা বিবাদেন তত্ত্বযুক্তা মহর্ষয়ঃ ।
সঙ্গায় ব্যাক্যমিল্লেন পপ্রচ্ছুচেবয়ং বহুম্ ॥ ১৮
ঋষয় উচুঃ ।
মহাপ্রাজ্ঞ কং পৃষ্টস্তয়া যজ্ঞবিধির্নূপ ।
উত্তানপাণে প্রক্রহি সংশয়ং হি ক নঃ প্রভো ॥ ১৯
শ্রুতা ব্যাক্যং তং শ্রেষ্ঠামাবচ্যে বলাবলম্ ।
বেদশাস্ত্রসমুচ্চা যজ্ঞতত্ত্বমুচ্যত হ ।
যথোপদিষ্টৈধ্ব্যামিতি হোবাচ পরিবঃ ॥ ২০
যজ্ঞব্যং পশুভির্মৈবৈদ্যেয বীজৈঃ কটৈশ্চত্বা ।
হিংস-স্বভাবো যজ্ঞস্ত ইতি মে দর্শয়িতামৌ ॥ ২১
বধেহ সংহতিমাত্রা হিংসালিপ্সা মহাভিতিঃ ।
দার্ষেণ তপসা যুটৈর্দর্শনৈস্তারকাদিভিঃ ।
তৎপ্রামাণ্যম্ময়া চোক্তং তস্মাচ্চা মন্তুমর্হধ ॥ ২২

এমন যজ্ঞ করা কর্তব্য। যাহা ত্রিষধকাল
রক্ষিত ও প্ররোহের অবোধ্য, তাহাণ বীজ
দ্বারা যজ্ঞ করিলে হিংসা হয় না। ইন্দ্র!
এই মহান ধর্ম্ম পূর্বে স্বয়ভূ কর্তৃক বিহিত
হইয়াছে। এইরূপে বিশ্বভূক ইন্দ্র তত্ত্বদর্শী
মুনিগণকর্তৃক যজ্ঞ করার উচিত্য বিধির
আদিষ্ট হইয়াছিলেন, সেই তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন
মহর্ষিরা বিবাদে ক্রান্ত হইয়া ইন্দ্রের সহিত
মিলিত হইলেন ও লোকপাল বহুকে জিজ্ঞাসা
করিলেন। ঋষিগণ বলিলেন, মহারাজ।
উত্তানপাদকে আপনি যজ্ঞবিধি জিজ্ঞাসা
করিয়া কি জানিয়াছিলেন? তাহা আমাদেরকে
বলিয়া সংশয় নিরাস করুন। তাঁহাদিগের
এই কথা শুনিয়া বলাবল বিবেচনা না করিয়াই
রাজা বেদশাস্ত্রসমুচ্চ যজ্ঞতত্ত্ব বলিয়া দিলেন,
রাজা! আরও বলিয়া দিলেন যে, বেক্রপ উপ-
নিষ্ট হইবে, সেইরূপই যজ্ঞ করিবে। মেধা,
পশু, বীজ কিংবা ফল দ্বারা যজ্ঞ করিবে।
পরন্তু এইরূপ বিধানে যজ্ঞের হিংসাষভাবই
বুঝা যাইতেছে। যখন দীবতপা মহর্ষিগণ ও

যদি প্রমাণ্য তাহেব মন্তব্যাক্যানি বৈ বিজ্ঞাঃ ।
 তন্মা প্রাবর্ত্ত্য যজ্ঞো হত্থথা নোহনৃতং বচঃ ।
 এবং ক্রোড়ান্তগ্ৰাহে বৈ যুক্তানন্তপোধানাঃ ॥ ২০
 অশ্বং তবনং দৃষ্ট্বা তমাপ্য বাগ্ম্যতো ভব
 মিধ্যাবাদী নৃপো যস্মান্ এবিবেশ রসাতলম্ ॥ ২৪
 ইত্যুক্তমাত্রে নৃপতিঃ এবিবেশ রসাতলম্ ।
 উর্দ্ধগরী বহুর্ভূতা রসাতলচরোহতবৎ ॥ ২৫
 বহুধাতলবাদী তু তেন বাক্যেন সেহতবৎ ।
 ধর্ম্মাখ্যং সংশয়জ্ঞো রাজা বহুবধোগতঃ ॥ ২৬
 তস্মান্ বাচ্যমেকেন শঙ্কজেনাপি সংশয়ঃ ।
 বহুধারস্ত ধর্ম্মস্ত স্তম্ভদ্বয়মুপাগতিঃ ॥ ২৭
 তস্মান্ নিশ্চয়াবতুং ধর্ম্মঃ শক্যস্ত কেনচিত্ ।
 দেবানুধীতুপাদায় পায়ত্বমুত মনুষ্য ॥ ২৮
 তস্মান্ হিংসা ধর্ম্মস্ত ধারমুক্তং মহাবিতিঃ ।
 কথিকোটিসহস্রানি কর্ম্মভিঃ পৈদিব যনুঃ ॥ ২৯

তারকাদি দর্শন সকল হিংসাত্মক সংহিতা-মন্ত
 প্রণয়ন করিয়াছেন, তখন আমি প্রামাণ্য কবাই
 কহিয়াছি। অতএব আপনারা ইহার অবজ্ঞা
 করিবেন না। হে বিপ্রগণ। যদি সেই সমস্ত
 হিংসাবিধি মন্তব্যাক্য প্রমাণ হয়, তবে যজ্ঞ
 আরম্ভ করা উচিত, অত্থথা। আমাদিগের সমস্ত
 বাক্যই মিথ্যা। এইরূপে প্রত্যুত্তরে অসমর্থ,
 সেই যুক্তান্ত পোধানেরা অধোদিকে ভবন
 দেখিয়া নৃপতিকে বলিলেন, তুমি চূপ কর,
 কারণ যে রাজা মিধ্যাবাদী, সে রাজাকে রসা-
 তলে বাইতে হয়। তাহার এইরূপ বলিল
 সেই মিধ্যাবাদী রাজা রসাতলে প্রবিষ্ট হই-
 লেন। নৃপ বহু উর্দ্ধচরা হইয়াও রসাতলচরী
 ছিলেন। তিনি কেবল মুনাদিগের বাক্যই
 বহুগতলবাদী হইলেন, এইরূপে ধর্ম্মের
 সংশয়গেরা রাজা বহু অধোবদন করিয়াছিলেন।
 ১৪—২৬। অতএব ধর্ম্ম বধেরে কেন কব
 নিশ্চয় করিয়া বলা উচিত নহে, বহুধারপণের
 পতি আত্মনয় স্তম্ভ ও দ্বীপত; সেই জন্ত ধর্ম্ম
 সম্বন্ধে কোন কথা লেখ, লিখ ও স্মারভূত মনু
 ভিন্ন অন্য কেহ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে না।
 হুত্বান্য হিংসা ধর্ম্মের ধার লেবে, মহাবিতি এই-

তস্মান্ দানং বজ্রং বা প্রশংসন্তি মহর্ষয়ঃ ।
 তুচ্ছং মূলং ফলং শাকমূলপাত্রাং তপোধানাঃ ॥
 এবং নজ্জা বিভবতঃ সর্গলোকে প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥ ৩০
 অদ্রোহচাপ্যলোভন্ত নমোভূতদয়া তপাঃ ।
 ব্রহ্মচর্যাং তথা সত্য মনুক্রোশঃ কর্ম্মাকৃতিঃ ।
 সনাত স্ত ধর্ম্মস্ত মূলমেতদ্ভূতাসনম্ ॥ ৩১
 ধর্ম্মমন্ত্রাক্রোশে যজ্ঞস্তাপচানশনাস্তকম্ ।
 যজ্ঞেন দেবান্যাপ্নোতি বৈরাগ্যাত্তপসা পুনঃ ॥ ৩২
 ব্রাহ্মণ্যং কর্ম্মমন্ত্রাসািবৈরাগ্যাং প্রেক্ষতে লয়ম্
 জ্ঞানান্ প্রাপ্নোতি কৈবল্যং চৈকতা সত্যঃ স্মৃতাঃ
 এবং বিবদঃ সূমহান বজ্রভানীং প্রবর্ত্তনে ।
 কুবো য় দেবতানাক পুংস্ স্মারভূতৈস্তরে ॥ ৩৩
 ততঃশ্চ ঋষয়ো দৃষ্টাত্ততঃ বর্গ্যশলেন তু ।
 বসোর্বো গমনদ্বিত্য গম্যুস্তে বৈ বধাগতাঃ ॥ ৩৪
 গতেষু দেবসজ্জেষু দেবা যজ্ঞমবাপুযুঃ ।
 শ্রীমন্তে হি তপাঃ-সিন্ধা ব্রহ্মকত্রময়া নৃপাঃ ॥ ৩৫
 শ্রিয়ত্রতোস্তানপাদো ধ্রুবো মেধাতিথিবর্হুঃ ।

রূপ বসিয়াছেন। স্ব স্ব কর্ম্ম দ্বারা মহত্ত্ব কোটি
 ঋষি স্বর্গে গিয়াছিলেন, এই জন্ত মহাবিরা
 বজ্র বা দানের প্রশংসা করেন না; কেননা
 সামান্ত ফল মূল শাক ও উদকপাত্র দান করিয়াই
 অনেক পোধান স্বর্গে গিয়াছেন। অদ্রোহ,
 অলোভ, সর্গভূতে তুণ্য দয়া, ব্রহ্মচর্য্য, সত্য,
 অক্রোশ, কমা ও ধৈর্য্য এই সকল সনাতন
 ধর্ম্মের মূল, কিন্তু করা হুঃসাধ্য। বজ্রমূল
 কর্ম্ম ও মন্ত্রাক্রোশ, কিন্তু তপতা হইল অনাহার-
 স্তম্ভ। বজ্র করিলে দেবক পাত্তরা যায়,
 কিন্তু তপস্তা বৈরাগ্য লাভ হয়। কর্ম্মমন্ত্রাৎ
 ব্রাহ্মণ্য, বৈরাগ্য হইলে লয় ও জ্ঞান লাভ
 হইলে কৈবল্য; এইরূপে পকবিগ নতি নির্দিষ্ট
 আছে। স্মারভূত মনুস্বরে বজ্রপ্রবর্ত্তনকালে
 দেবতা ও কামাদিগের মধ্যে এই ধর্ম্মের ভয়ানক
 বিবাদ হইয়াছিল। অনন্তর কবিগণ বহুর
 বাক্যে অন্যত্র প্রকাশ করিয়া যে যে স্থান
 হইতে আসিয়াছিলেন, সেই সেই স্থানে প্রস্থান
 করেন। দেবগণও গিয়াছিলেন এবং অস্ত্রাভ
 স্থানে বজ্রগাত করিয়াছিলেন, কিন্তু এসিতি

সুমেধা বিরজাঃ চৈব শম্মাপানজ এচ চ ।
প্রাচীনবহিঃ পর্জন্তো হবির্জানদয়ো নৃপঃ ॥ ৩৭
এতে চাত্রে চ বহগো নৃপাঃ সিদ্ধা দিবজতাঃ ।
রাজর্ষয়ো মহানৃপাঃ স্বৈরাঃ কীর্ত্তিঃ প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৩৮
তস্মাৎপ্রিশিয়াতে ব্রহ্মাক্রমঃ সর্গেষু কাঃ শৈঃ ।
ব্রহ্মণা তপসা স্বষ্টং জগদ্বিধিমনং পুরং ॥ ৩৯
তস্মাৎপ্রাতোতি তদ্বজ্রং তপোমূলমিদং স্মৃতম্ ।
যজ্ঞপ্রবর্তনং হেবমতঃ স্বায়ত্বেন্নৈবতরে ।
ততঃ প্রভৃতি যজ্ঞোহগ্নং যুগৈঃ সহ ব্যবর্ত্তত ॥ ৪০

ইতি ব্রহ্মাণ্ডে মহাপুরাণে যজ্ঞপ্রবর্তনং নাম
ত্রিষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ । ৬৩ ।

চতুঃষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

স্বত উবাচ ।

অত উর্কিং প্রবক্ষ্যামি ধাপরক্ত বিধিং পুনঃ ।
তত্র ত্রেতাযুগে কৌণে ধাপরং প্রতিপদ্যতে ॥ ১

আছে যে, ব্রহ্মকৃত্রময় নৃপগণ তপঃসিদ্ধ
হইয়াছিলেন। প্রিয়ব্রত, উভানপান, ধ্রুপ,
মেধাতিথি, বহু, সুমেধা, বিরজা, শম্মাপানজ,
প্রাচীনবহি, পর্জন্ত, হবির্জান প্রভৃতি নৃপ ও
অজ্ঞাত বহু নৃপ সিদ্ধ হইয়া স্বর্গে গিয়াছিলেন,
তাঁহারা সকলেই রাজর্ষি ও মহানৃপা এবং
তাঁহাদের সকলেরই কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।
এই জজ্ঞ যজ্ঞ হইতে তপস্তা শ্রেষ্ঠ। ব্রহ্মা
তপস্তাবলেই প্রথমে বিশ্বস্থিতি করেন। তপস্তাই
প্রথম মূল, তাই যজ্ঞে তপস্তাকে আতক্রম
করা যায় না। এইরূপে পূর্ণ স্বায়ত্ব ব্রহ্মতরে
প্রথম যজ্ঞ প্রবর্ত্তিত হয়। সেই অর্ণা
যুগাসুসায়ে সেই যজ্ঞমধ্য চলিয়া আস-
তেছে। ২৭—৪০ ।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৬৩ ।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় ।

স্বত বলিলেন, ইহার পর আমি
পুনরায় ধাপরযুগের বিবরণ বর্ণন করিব।

ধাপরান্দো প্রজানান্ত সিদ্ধিস্ত্র্যতাযুগে তু বা ।
পরিবর্ত্তে যুগ তস্মিন্ ততঃ সা সম্প্রপত্ততি ॥ ২
ততঃ প্রবর্ত্ততে তাসাং প্রজানাং ধাপরে পুনঃ ।
লোভোহধৃত্তির্বিন্গু যুগং তদ্বানামবিন্শচরঃ ॥ ৩
সন্তোদনৈঃ চ বর্ণানাং কাংধান্যাকাবিনবর্গঃ ।
যজ্ঞোষধেঃ শ্বেদের্দণ্ডো মনো দন্তোহক্ষমাবলম্
এবং রজস্তমোগুক্তা প্রবৃত্তির্ধাপরে স্মৃতা ।
আদ্যো কৃত চ ধর্ষোহস্তি ত্রেতায়াং সম্প্রপদ্যতে
ধাপরে ব্যাকুলীভূতা প্রপত্ততি কলৌ যুগে ॥ ৪
বর্ণানাং বিপরিধ্বংসঃ সংকীর্যেতে তথাশ্রমঃ ।
দৈবমুৎপদ্যতে চৈব যুগে তস্মিন্ ক্রতো স্মৃতো ।
দৈবাং ক্রতেঃ স্মৃতিঃ চৈব নিশ্চয়ো নাধিগম্যতে ।
অনিশ্চয়ধগমন দ্বর্ষতত্ত্বং বিপদ্যতে ॥ ৭
ধর্ম্মতত্ত্বং তু ব্যাপরে মতিভেদো ভবেৎ পদম্ ।
পরস্পরাবতিভেদৈশ্চুদ্রীনাং বিভ্রমণ চ ॥ ৮

ত্রেতাযুগ কৌণ হইলে ধাপরযুগ প্রবর্ত্তিত হয়।
ধাপরযুগের প্রবর্ত্তনকালে প্রজাদিগের সিদ্ধিলাভ
ত্রেতার তুল্যই হইয়া থাকে। সেই যুগপ্রবর্ত্তন
ষটিলে সেই সিদ্ধি নষ্ট হইয়া যায়। তদনন্তর
আবার প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। ধাপরযুগে
লোভ, অধৈর্য, বাণিজ্য, যুদ্ধ এবং বর্ধা
তত্ত্বের অনিশ্চয়, চারিবর্ষের সমুত্তেল বা
সকরের পশি, কাঁধের অনির্ঘর, যজ্ঞ, ওষধি-
নাশ ও গভীর দণ্ড, মদ, নস্ত, অক্ষমা, বল-
হীনতা এবং সকলের রজ ও তমোগুণমিশ্র
প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। প্রথম সত্যযুগে
মুর্খমান ধর্ম্ম বিরাজ করেন, ত্রেতাযুগে লোকেরা
ঐ ধর্ম্মের আচরণ করে, ধাপরযুগে উহা ব্যাকুল
ও বিপর্যাস্ত হয়; শেষে কলিযুগে বিনষ্ট হইয়া
যায়। এই কলিযুগে ব্রহ্মবাদি সর্গবর্ষের
সকর, আশ্রমচ্যুতের মিশ্রণ এবং ক্রতি ও
স্মৃতিশাস্ত্রো বৈধভাব প্রাপ্ত হয়। এইরূপে
ক্রান্ত ও স্মৃতির বৈধবাব ষটিলে দাস্ত নির্ণয় হয়
না, নিশ্চয়বোধের অভাবনিবন্ধন ধর্ম্মতত্ত্ব
নিশ্চিতরূপে জানিতে পারা যায় না, তাই
তাহা বিনষ্ট হয়। ধর্ম্মতত্ত্ব এইরূপে বিপন্ন
হইলে মানবগণের মতভেদ উপস্থিত হয়, মত

অয়ং ধর্মো ভয়ং নেতি নিশ্চয়ো নাধিগম্যতে ।
 কারণান্যকং বৈকল্যং কাৰ্য্যাবাক্যপানিশ্চয়ঃ ॥১০
 মতিভেদেন তেষাং বৈ দৃষ্টিনাং বিভ্রমো ভবেৎ ।
 ততো দৃষ্টি-বিভিন্নৈস্তৈর্হং শাস্ত্রকুলভ্রিনম্ ॥১০
 একো বৈদ্যশ্চতুশ্চাপঃ সংহৃত্য পুনঃপুনঃ ।
 সংতোষণানুষ্ঠেব দৃষ্টতে আপরেষু চ ॥ ১১
 বেদব্যাসৈশ্চতুর্ধা তু ব্যক্ততে আপরাধিনু ।
 কষিপুত্রঃ পূর্ববোদা ভিন্যতে দৃষ্টি-বিভ্রমৈঃ ॥ ১২
 মন্ত্র-ব্রাহ্মণবিজ্ঞানৈঃ সর্ববর্ষ-বিপর্ষ্যৈঃ ।
 সংহিতা ঋক্-যজুঃ-সম্নং সংহনাস্তে ঋতধিভিঃ ॥
 সামান্ত্যং বৈকৃত্য চৈব দৃষ্টিভিঃ কচিং কচিং ।
 ব্রাহ্মণঃ কল্পহর্যণি যন্ত যাস্যনান চ ॥ ১৩
 অস্তে তু প্রদিত্তাঃ কৈচিৎ পুত্রাঃ প্রত্যবস্থিতাঃ
 আপরেষু প্রাপ্তঃ তে ত্রিষু ব্রহ্মণ্য বিজ্ঞাঃ ॥ ১৪
 একমাধর্ঘ্যং পূর্ষমাসীদুদৈথং পুনশ্চতঃ ।

সকল পৃথক পৃথক হইলে জ্ঞানচকুর ভ্রম দর্শন
 লভ্য 'ইহা ধর্ম' কি 'ইহা অধর্ম' এইরূপ নিশ্চয়
 করিয়া বুঝা যায় না । কারণপরাস্পার
 বিকলতা ও কার্ধের নিশ্চয় হয় না, তাই
 তাহাতে বুদ্ধিভ্রম ঘটে, বুদ্ধিভ্রম হইলে তৎ-
 বোধের বিপর্যয় হইয়া উঠে । এইরূপ শাস্ত্র-
 জ্ঞানের বিভিন্নতা হেতু সমস্ত শাস্ত্রই ধ্বংস
 পাইয়া যাব । ১—১০ । চতুশ্চাপাস্তর একই
 বৈদ্য বার বার সংগৃহীত হয়, অযু্যকালের
 অসত্য দেখিয়া আপরাধি যুগে বৈদ্যব্যাস
 ঐহা চারিভাগে বিভক্ত করেন । তৎকালে
 বিপর্যয় হেতু অপর্যাপ্ত কষিপুত্রসন পুনর্বার
 তাহা নানাভাঙ্গে বিভক্ত করিয়াছেন । মন্ত্র ও
 ব্রাহ্মণের বিভিন্নরূপে বিজ্ঞান এবং সর্ব-
 বর্ষের বিপর্যয় দ্বারা বৈদ্যবৃন্দ মনোবিগ্ন ঋক্,
 যজুঃ ও সামবেদের সংহিতা সংগ্রহ করেন ।
 সামান্ত ও বিকৃত এবং কোথাও কোথাও তৎ-
 দৃষ্টির প্রভেদ হয় বলিয়া ঋগ্-যজুঃ ব্রাহ্মণ,
 কল্পহর্য ও মন্ত্রপ্রবচন সমলেও সংহিতা
 প্রণয়ন করিয়াছেন । অস্ত কষিরা নিয়মের
 সহিত প্রণয়ন করেন এবং কেহ কেহ বা
 তাহাদের সহিত অবস্থান করিয়া থাকেন ।

সামান্তবিপর্যয়তাইঃ কৃতং শাস্ত্রকুলভ্রিনম্ ॥ ১৬
 অধর্ঘ্যবন্ত প্রস্তাবৈবৈবধা ব্যাকুলং কৃতম্ ।
 তথৈবাবর্ষককুলভ্রাং বিকলৈশ্চাপ্যসংকটৈঃ ॥১৭
 ব্যাকুলং আপরে নিত্যং ক্রিয়তে ভিন্নদর্শনৈঃ ।
 তেষাং ভেদাঃ প্রভেদাশ্চ বদন্তৈশ্চাপ্যসংকটৈঃ ।
 আপরে সম্প্রবর্তন্তে বিনশ্চান্ত পুনঃ কলো ॥ ১৮
 তেষাং বিপর্যয়শ্চৈব ভবন্তি আপরে পুনঃ ।
 আদৃষ্টির্ঘর্ষকৈব তথৈব ব্যাধ্যাপজবাঃ ॥ ১৯
 ব্যাধ্যনঃ কণ্ঠজৈর্হৃদৈর্নৈর্বেদাঃ জ্ঞাতে পুনঃ ।
 নির্দৈদ্যজ্ঞায়তে তেষাং হৃৎকোমল-বিচরণা ॥ ২০
 বিচারণাচ বৈরাগ্যং বৈরাগ্যাদ্ভোগ-দর্শনম্ ।
 দোষণাং দর্শনশ্চৈব আপরে জ্ঞানসম্ভবঃ ।
 তেষাং মানিনাং পূর্ষমান্যে স্বায়ত্ত্বঃ বহুতরঃ ॥২১
 উৎপদ্যন্তে হি শাস্ত্রাণাং আপরে পরিপল্লিনঃ ॥২২

এইরূপে আপরযুগে ভিন্নগণ বিভিন্ন আচার
 এবং বিভিন্ন আশ্রম অবলম্বন করেন । পূর্ষ
 একমাত্র আধর্ঘ্য ছিল, শেষে তাহা দুই
 প্রকার হইল ; এইরূপে সামান্ত ও বিপর্যয়
 তর্ক দ্বারা শাস্ত্র সকল আকুল হইয়াছে ।
 আধর্ঘ্যবের বহুল প্রভাবে শাস্ত্রসকল
 ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে । এইরূপে অধর্ষ,
 ঋক্ ও সামবেদের স্থিরতর বিকলে ঐ
 সকল বিপর্যয় হইয়াছে । ভিন্নদৃষ্টি ব্যক্তি-
 বর্গ আপরযুগে শাস্ত্রের বিভিন্নতা ও বহুতর
 বিকল কল্পনা করিয়া থাকে, তদ্বারা ঐ সকল
 নিত্যত্ব বিপর্যয় হইয়া ঐ যুগে বিনষ্ট হইয়া
 যায় । আপরযুগে পুনর্বার ঐ সকলের বিপর্যয়
 ঘটয়া উঠে এবং সেইজন্য অনার্য, মরণ ও
 ব্যাধি প্রভৃতি বিবিধপ্রকার উপদ্রব ঘটে ।
 বাক্য, মন ও কণ্ঠ লজ্জা হৃৎকোমল হইলে
 মনসে নির্দৈদ্য জন্মে এবং নির্দৈদ্য হইতে
 তাহাদের মনসে হৃৎকোমলার্ঘ্য বিচারণা উপ-
 স্থিত হয় । ঐ বিচার হইতে বৈরাগ্য, বৈরাগ্য
 হইতে দোষণদর্শন এবং দোষণদর্শন হইতে আপর-
 যুগে প্রথম স্বায়ত্ত্ব মনস্তরে সেই আভিমানী-
 দিপের জ্ঞানোৎপত্তি হয় । এই আপরযুগে
 শাস্ত্রের প্রতিকূল্যবাদী সকল উৎপন্ন হয় ।

আয়ুর্কেন্দবিক্রান্ত অঙ্গানং জ্যোতিবন্ত চ ।
 অর্থ-শাস্ত্রবিক্রান্ত হেতুশাস্ত্র-বিক্রান্তম্ ॥ ২৩
 স্মৃতিশাস্ত্র-প্রভেদাং প্রস্থানানি পৃথক্ পৃথক্ ।
 দ্বাপরেষভিবর্ত্তন্তে মতিভেদান্তথা নৃণাম্ ॥ ২৪
 মনসা কর্মণা বাচা কৃচ্ছাদ্বাৰ্ত্তা প্রসিধাতি ।
 দ্বাপরে সর্ষভূতানাং কায়ক্ৰেশ-পুরস্কতা ॥ ২৫
 লোভোহস্থিতির্বাণিগৃধ্রাং তত্ত্বানামবিনিশ্চয়ঃ ।
 বেদশাস্ত্রপ্রণয়নং ধর্ম্মাণাং শঙ্করন্তথা ॥ ২৬
 দ্বাপরেযু প্রবর্ত্তন্তে রোগঃ শোকা বধন্তথা ।
 বর্ণপ্রম-পরিধ্বংসঃ কামদ্বৈয়ো তথৈব চ ॥ ২৭
 পূর্ণে বর্ষসহস্রে বে পরমায়ুস্তথা নৃণাম্ ।
 নিঃশেষে দ্বাপরে তস্মিন্ তত্র নক্যা তু পাদতঃ ॥
 প্রতিষ্ঠতে শুভৈর্হীনো ধর্ম্মোহসৌ দ্বাপরস্ত তু ।
 তথৈব সন্ধ্যাপাদেন অংশস্তত্রাবতিষ্ঠতে ॥ ২৯
 দ্বাপরস্ত চ বর্ষে বা তিস্যস্ত তু নিবোধত ।
 দ্বাপরস্তাংশ-শেষে তু প্রতিপত্তিঃ কলেরতঃ ॥ ৩০
 হিংসাস্থানুতং মায়া বর্ষশ্চৈব তপশ্চিনাম্ ।

দ্বাপরে আয়ুর্কেন্দ, জ্যোতিবন্তের অঙ্গ, অর্থশাস্ত্র ও হেতুশাস্ত্র এই সকলের বিকল্প, এবং স্মৃতিশাস্ত্রের প্রভেদ ও পৃথক্ পৃথক্ প্রস্থান এবং মানবজিগের মতিভেদ জন্মিয়া থাকে। দ্বাপরে মন, কর্ম্ম ও বাক্যে অতিক্রমে বার্ত্তাশাস্ত্রের সিদ্ধি হয়। এই যুগে সমস্ত ভূতবর্গের কায়ক্ৰেশ জন্মে এবং লোভ, অধৈর্য, বণিগৃহ, তত্ত্বসমূহের অনির্ঘ, বেদশাস্ত্রপ্রণয়ন, ধর্ম্মের শঙ্কর, রোগ, শোক, অষ্টাবিংশতি প্রকার বধ, বর্ণপ্রমধ্বংস, কাম ও বেধ এই সমস্ত সংঘটিত হইয়া থাকে। দ্বাপরে মানবজিগের পরমায়ু দুই সহস্র বৎসর পরিপূর্ণ হইলে বধন পাদমাাত্র অবশিষ্ট থাকে, তখন দ্বাপরযুগের সন্ধ্যাকাল প্রবর্ত্তিত হয়। দ্বাপরের ঐ ধর্ম্ম শুভহীন হইয়া চলিয়া যায়, তখন সন্ধ্যাপাদেন অংশ মাত্র অবশিষ্ট থাকে। তিস্য দ্বাপরের বর্ষমানের শেষভাগে যাহা থাকে, তাহা প্রবণ করুন। দ্বাপরের অংশাবসানে কলির প্রতিপত্তি হয়, এই দ্ব্য প্রজাগণ দ্বাপ-

এতে স্বভাবান্তিবাস্ত্র সাধয়ন্তি চ বৈ প্রজাঃ ॥ ৩১
 এষ ধর্ম্মঃ কৃতঃ কৃৎস্নো ধর্ম্মশ্চ পরিহীয়তে ।
 মনসা কর্ম্মণা স্তত্যা বার্ত্তা সিধাতি বা ন বা ॥ ৩২
 কলৌ প্রমারকো রোগঃ সততং ক্ষুদ্দয়ানি বৈ ।
 অনারুষ্টি ভয়ং যোরং দর্শনক বিপর্যায়ম্ ॥ ৩৩
 ন প্রমাণং স্মৃতেরন্তি তিস্য লোকে যুগে যুগে ।
 গর্ভঃস্থো ম্রিয়তে কশ্চিৎ যৌবনস্বস্তধাপরঃ ।
 স্থাবিরে মধ্যকৌমারে ম্রিয়ন্তে বৈ কলৌ প্রজাঃ ।
 অধাশ্মিকাস্ত্রনাচারো মোহকোপান্নতেজসঃ ।
 অনূতক্রবৎ সততং তিস্যো জায়ন্তে বৈ প্রজাঃ ।
 হরিষ্টৈর্হৃদ্বধীতৈশ্চ হরাচারৈর্হৃদ্বাগমৈঃ ।
 বিপ্রাণাং কর্ম্মদোষৈস্তৈঃ প্রজানাম্ জায়তে ভয়ম্
 হিংসা মায়া তথৈবা চ ক্রোধোহস্বাক্রমহানুতম্
 তিস্যো ভবন্তি জন্তুনাং রাগো লোভশ্চ সর্ষশঃ ।
 সংক্রোভো জায়তেহত্যর্থং কলিমাঙ্গায়া বৈ যুগম্
 নাধীরন্তে তদা বেদা ন যজ্ঞন্তে দ্বিজাতয়ঃ ॥ ৩৮

রের স্বাভাবিক হিংসা, মায়া ও তপশ্বিগ্নের বধ সাধন করে। উহাতে এই সকল ধর্ম্ম আচরিত হয়, তাহাতে ষথার্থধর্ম্ম হীন হইয়া পড়ে, এবং বার্ত্তাশাস্ত্র কখন সিদ্ধ হয়, কখনও বা হয় না। কলিকালে প্রমারক রোগ, ক্ষুধা, ভয়, যোর অনারুষ্টি ও বিপরীত দৃষ্টি এই সকল ঘটনা থাকে। তিস্যযুগে স্মৃতিপ্রমাণ গ্রাহ্য হয় না। কলিকালে কোন জন গর্ভস্থ হইয়া, কোন জন যৌবনে পদ্যর্পণ করিয়া, কেহ বা মধ্যকৌমার অবস্থায়, কেহ বা বৃদ্ধকালে পঞ্চম প্রাপ্ত হয়। তিস্যযুগে প্রজা সকল নিয়তই অধাশ্মিক অনাচার, মোহবশীভূত ক্রোধাবিত অন্নতেজা ও মিথ্যাবাদী হইয়া থাকে। বিপ্রগণের অঙ্গহীন ও অবিহিত যাগ, অবিহিত, অধ্যয়ন, নিন্দিত আচার, দুষ্ট আগম ও দূর্ব্বিত কর্ম্ম-পরম্পরা দ্বারা প্রজাগণের ভয় জন্মে। ১১—৩৪। তিস্যযুগে প্রজাবর্গের হিংসা দীর্ঘা, কপটতা, ক্রোধ, অস্বা, অক্রমা, মিথ্যা, রোগ ও লোভ সর্ষশা সংঘটিত হইয়া থাকে। কলিযুগে আসিলে দ্বিজগণ দেব অধ্যয়ন ও বজ্র বজ্র ত্যাগ করেন তখন লোকমধ্যে প্রবল ধর্ম্ম-

উৎসাদিত্তি নর্যশ্চৈব কৃত্রিয়ঃ সবিধঃ ক্রমাৎ ॥৩০
 শূদ্রাণামত্যাগেনৈব সম্বন্ধো ব্রাহ্মণৈঃ সহ ।
 তবতীহ কলৌ তস্মিন শয়নানন-ভোজনৈঃ ॥৩১
 রাজাননঃ শূদ্রভৃষ্টিষ্ঠাঃ পাবণ্যানাং প্রবর্তকঃ ।
 জ্ঞপহত্যাঃ প্রজ্ঞাপ্তজ্ঞ প্রজ্ঞা এবং প্রবর্তকঃ ॥ ৩২
 আয়ুঃশ্রমা বলং রূপং কৃত্তিকৈব প্রহীয়তে ।
 শূদ্রাশ্চ ব্রাহ্মণাচার্যঃ শূদ্রাচার্যশ্চ ব্রাহ্মণাঃ ॥ ৩৩
 রাজবৃত্তে স্থিত্যশ্চৌর্যশ্চৌরবৃত্তাশ্চ পার্ধিবাঃ ।
 ভৃত্যশ্চ নৃপুংস্বাদ্যা যুগ্মাশ্চ পৰ্গুপস্থিতৈঃ ॥ ৩৪
 অশ্লিষ্টোহব্রতশ্চাপি স্থিয়ো মদ্যামিষপ্রিয়াঃ ।
 মায়ামাত্রা ভবিষ্যন্তি যুগ্মাশ্চ প্রতাপস্থিতৈঃ ॥ ৩৫
 বাপদপ্রবলদ্বক গবাকৈবাপ্যপক্ষয়ঃ ।
 সাধুন্যং বিমিরুতিশ্চ বিদ্যাভূমিন্ কলৌ যুগে ॥৩৬
 তদা হুম্মো মহোৎকর্ষে দুর্লভো ভোগিনাস্তথা ।

সংক্ষেপে উপস্থিত হয় । ক্রমে ক্রমে কৃত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রাদি নরগণ উৎসব হইয়া যায় । সেই কলিযুগে ব্রাহ্মণগণের সহিত শূদ্র এবং অন্ত্যেষধিনি ব্যক্তিগণের শয়ন, আসন ও ভোজনাদি বিষয়ে সম্বন্ধ সংঘটিত হয় । তখন রাজগণের মধ্যে শূদ্রই অধিকভাগ হয় । এই সকল নরপতি পাবণ্যপুংস্বাদ্য প্রবর্তক হইয়া থাকেন, আর জ্ঞপহত্যা পাপ সঙ্কলন হইতে । তখন ব্রাহ্মণগণ এইরূপ বিশৃঙ্খল হইয়া বিবিধ দুর্কর্মে প্রবৃত্ত হয় । কলিকাল পূর্ণরূপে প্রকটিত হইলে মনুষ্যগণের, আয়ুঃ বুদ্ধি, বল, রূপ ও কুলহীন হইয়া পড়ে এবং শূদ্রগণ ব্রাহ্মণদিগের আচার ও ব্রাহ্মণগণ শূদ্রানিগে আচার গ্রহণ করিয়া থাকে । যুগান্ত উপস্থিত হইলে চোরগণ রাজগণের কাৰ্য্য এবং রাজগণ চোরকাৰ্য্য অবলম্বন করে এবং ভৃত্যগণের প্রভুভক্তি ও সৌহার্দ্য একবারেই বিলুপ্ত হইয়া যায় । সেইকালে রাজগণ ব্রতভূতানহীন, দুষ্টিচরিত্র, ও কাপণ্যময় হইয়া, মদ্য ও আমিষপ্রিয় হয় । তখন হিংস্র অন্তঃকরণ অত্যন্ত প্রবল হয়, ও গো সকল ক্ষয় পায় এবং সাধু ব্যক্তিগণের একবারেই অস্তিত্ব হইয়া পড়ে । তখন মহাজ্ঞান সকল ভোগিনগণের দুর্লভ হয়,

চতুরাশ্রম-শৈথিল্যাক্রমঃ প্রবিচলিষ্যতি ॥ ৩৬
 তদা হুম্মো দেবী তবৈব দুর্লভা হৌমসী ।
 শূদ্রস্তপশ্চরিষ্যন্তি যুগ্মাশ্চ প্রতাপস্থিতৈঃ ॥ ৩৭
 তদা হৌমসীহিকো ধর্মো ব্রাহ্মণে যশ্চ মাসিকঃ ।
 ত্রেতাযুগে বৎসবহুশ্চ কৃতে তদা তাত্যতে ॥ ৩৮
 অশ্লিষ্টতারে হস্তারো বলিভাগস্ত পার্ধিবাঃ ।
 যুগ্মাশ্চৈব ভবিষ্যন্তি স্বরমণ-পদাযুগাঃ ॥ ৩৯
 অকৃত্রিয়াশ্চ রাজানো বিঃ শূদ্রে পজ্যাবিনঃ ।
 শূদ্র ভিবািননঃ সর্কো যুগ্মাশ্চ বিজ্ঞানসম্মাঃ ॥ ৪০
 পতয়শ্চ ভবিষ্যন্তি বহুবোহস্মিন্ কলৌ যুগে ।
 চিত্রবর্তী তদা দেবো যদা স্নাত্তু যুগ্মকঃ ॥ ৪১
 সর্কো বাবিজ্ঞক্যাপি ভবিষ্যত্যধমে যুগে ।
 ভূষ্টিষ্ঠ্য কৃত্তমানৈশ্চ পণ্যং বিক্রয়তে ভটনৈঃ ॥ ৪২
 বুদ্ধিগতচৈঃ পাবণৈশ্চৈবাক্রমৈঃ সমাবৃত্তম্ ।
 পুরুষান্নং বহুভৌক্যং যুগ্মাশ্চৈব পৰ্গুপস্থিতৈঃ ॥ ৪৩

এবং চতুরাশ্রমের শৈথিল্যহেতু ধর্ম প্রাশ্ঠ্য-রূপেই বিচলিত হইয়া পড়েন । সেই যুগান্ত-কাল আসিলে হস্তী ভূমি দেবী অশ্লিষ্টকল প্রসব করেন এবং শূদ্র সকল উপভোগ করিতে থাকে । বাপদয়ুগে ধর্ম একমাসকাল, ত্রেতার একবৎসর, সত্যযুগে ওদ্যেকা অগ্নিকাল এবং কলিকালে একদিন মাত্র স্থায়ী হইয়া থাকেন । যুগান্তকালে রাজগণ প্রজারক্ষা করিতে পারেন না, অপহরণকারী অস্ত্র নৃপতিগণ করগ্রহণ করে, তখন রাজগণ আপনাদের রক্ষাকরণেই বিশেষ ব্যস্ত হইয়া পড়েন । সেই কালে অকৃত্রিয় নরগণ রাজা হয়, বৈশ্যগণ শূদ্রের নিকট বাক্তা করে এবং বিজ্ঞানগণ শূদ্রগণকে অভিমান করিয়া থাকেন । ক্ষয়কালে পৃথিবী-পতির সংখ্যা কুটি পায়, তখন পুরুষজন্মের বহুধার কোল কোল স্থানে বর্ধন করেন না এবং কোল কোল স্থানে বর্ধন করিয়া থাকেন ; তৎকালে ঈশ্বর বর্ধন বিচিত্র বলিয়াই মনে হয় । এই অবশ যুগে সকল বর্ষই বাপজ্য ব্যাপারে প্রযুক্ত হইবে এবং মানবেরা অতি কুটজাণ বিস্তার করিয়া পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করে। ৩৩—৪২। যুগান্ত-কালে কুকাঁচিষ্ঠি বৃথাচোহাদিধারী পাবণ্যগণে

বহুযাচনকো লোকো ভবিষ্যতি পরম্পরম্ ।
 ত্রেব্যাননঃ তুরবাণো নার্জবো নানস্বয়কঃ । ৫৪
 ন কুতে প্রতিকর্ত চ কীণো লোকা ভবিষ্যতি ।
 অশক্ চৈব পতিতে তদযুগন্তস্ত লক্ষণম্ । ৫৫
 নরশূভা বহুমতী শূভা চৈব ভবিষ্যতি ।
 মণ্ডলানি ভবন্ত্যত্র দেশেষু পুরেষু চ ৫৬
 অজোনকা চাক্ষকশা ভবিষ্যতি বহুদরাঃ । ৫৭
 গোপ্তারচাপ্যোগোপ্তারঃ প্রভিষিষ্যাদ্ভাশাসনাঃ । ৫৮
 হস্তারঃ পরম্ভুনাং পরনার-প্রবর্ধকাঃ ।
 কামান্ত্রণো হুগান্ত্রানো হবর্ধনাঃ সাহস-প্রিয়াঃ ।
 প্রনষ্টচেতনাঃ পুংসো মুক্তকেশস্ত চূলকাঃ ।
 উনাবড়ণবর্ধাচ প্রজায়ন্ত যুগলম্ । ৬০
 শুক্রদভাঃ জিতাক্ষাচ মুণ্ডাঃ কাষাধাসনাঃ ।
 শূদ্রা ধর্ম্মাংচায়াস্তি যুগান্তে পর্যাপন্বিতে । ৬১
 শস্ত্রচৌরা ভবিষ্যন্ত তথা চৈলাভিমর্ধনঃ ।

পৃথিবী পরিচাপ্ত হয়, তখন অজমাত্র পুরুষ
 এবং অধিক পরিমাণে স্ত্রীলোক জন্মিয়া থাকে ।
 তখন লোকসকলের মধ্যে যাঠকের সংখ্যা অধিক
 হইয়া পরস্পর যজ্ঞা করে, এবং বহুলোক
 মাংসানী, কর্কণভাবা, সারল্যাশূভ এবং অস্বা-
 পরবশ হইয়া থাকে । তখন লোক সকল
 ক্রৌণ হইয়া অকাধোর প্রতিকার করিতে পারে
 না এবং পতিত জনের প্রতি শকা হয় না ;
 এই সকলই যুগন্তকালের লক্ষণ ; তখন বহুমতী
 মনুষ্য ও শস্ত্রাদি বিহীন হর্নি এবং দেশ ও
 নগরসমূহে মণ্ডল হইয়া থাকে । বৃষ্টির
 অভাবে পৃথিবীতে অজ শস্ত্র জন্মে, আর যাহারা
 রক্ষক, তাহারা রক্ষা করেন না বলিয়া পৃথিবী
 শাসনবিহীন হন । তখন অধর্ম্মের প্রাবল্যে
 সকলেই পরদন হরণ ও পলায় অপহরণ করে
 এবং কামুক, দুর্ব্বল ও সাহসপ্রিয় হইয়া থাকে ।
 তৎকালে পুরুষগণ জ্ঞানশূভ, মুক্তকেশ ও
 চুলিক হয় এবং উনাবড়ণ বর্ধেই প্রায়
 তাহাদের জীবন অবসান হইয়া থাকে ।
 যুগান্তকাল আসিলে শুক্রদভশূভ, মুণ্ডিতমুণ্ডক,
 কষায়বনধর শূদ্রগণ জিতেপ্রিয় হইয়া
 ধর্ম্মাচরণ করে । তখন বহুতর শাস্যচৌর

চৌর্যচৌরস্ত হস্তারো হবর্ধনো এব চ । ৬২
 জ্ঞানকর্ম্মশূণ্ডরস্ত লোকে নিষ্ক্রিয়তাপতেন
 কীট-মূষকসর্পাচ ধর্ম্মবিষ্যন্তি মানবান্ । ৬৩
 স্তুভিকং কেমমারোগ্যং সামর্থ্যং দুর্ব্বলং তবেন
 কোশকাঃ প্রতিবৎস্তান্তি দেশান্ সূক্তাপীড়িতান্
 হুঃখেনাভিপ্লুতানাক পরমায়ুঃ শতং তবেন ।
 দৃগন্তে ন চ দৃগন্তে বেদাঃ কলিযুগেবিনাঃ । ৬৫
 উৎসীদান্ত তথ বস্ত্রাঃ বেদব্যবধিপীড়িতাঃ ।
 কষায়নচ নিগ্রহা তথা কাপালিনচ হ । ৬৬
 বেদবিজ্ঞয়িনচায়ে তীর্থ-বিজ্ঞয়িবোহপরে ।
 বর্ষাশ্রমাণং যে চাত্রে পষণ্ডাঃ পরিপন্থিনঃ । ৬৭
 উৎপন্নান্তে তথা তে বৈ সম্প্রাপ্তে তু কলৌ যুগে
 নাবীয়ন্তে তদা বেদাঃ শূদ্রা ধর্ম্মার্থকাংবিনাঃ । ৬৮
 যজন্তে নাবমেধেন রাজানঃ শূদ্রযোনয়ঃ । ৬৯
 স্ত্রীবধং গোবধং কুভা হভা চৈব পরম্পরম্ ।
 উপহৃত্যন্তরাষ্ট্রেণ সাধয়ন্তি তথা প্রজাঃ । ৭০

ও বস্ত্র চৌর হয় এবং চৌরেরা চৌরের ধন
 ও অপহারকেরা অপহারকের ধন হরণ করে ।
 এই সময় জ্ঞানের কাণ্ডকলাপ নিবৃতি পাইলে
 এবং সমস্ত লোক ক্রিয়ামুঠান্বিত হইলে
 কীট, মূষক ও সর্পগণ মনুষ্যানিগের বিনাশে
 প্রবৃত্ত হয় । তখন স্তুভিক, মসল, আরোগ্য ও
 সামর্থ্য দুর্ব্বল হয় এবং পেচক সকল সূক্ষাতুর
 দেশসমূহে বাস করিয়া থাকে । কলিযুগে
 হুঃখপরিপ্লুত মনুষ্যানিগের পরমায়ুঃ শত বৎসর
 হয় এবং বেদ স্কল প্রায়ই দেখা যায় না, বস্ত্র
 সকল অধর্ম্মদ্বারা পরিপীড়িত হইয়া উৎসন্ন
 হয় এবং কাষায়ধারী, নিগ্রহ, কাপালিক সকল
 প্রবল হয় । সেইকালে কেহ বেদবিজ্ঞান ও
 কেহ বা তীর্থবিজ্ঞান করে, এবং আশ্রমবর্ধন
 রহিত মানবেরা ধর্ম্মের পরিপন্থী হয় । তখন
 কোন লোকই বেদ-অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হয় না এবং
 শূদ্রগণই ধর্ম্মার্থ বিষয়ে পণ্ডিত হইয়া থাকে ।
 শূদ্ররাজগণ অধমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন
 না । ৫৩—৬১ এবং প্রজাপন স্ত্রীবধ ও গোবধ
 এবং পরস্পর পরস্পরকে নিহত করিয়া অতীত

হঃ ধর্মোচ্চাভিলাষী যুগ্মদেবোৎসাহঃ সর্বোৎসাহঃ ।

মোহো গ্রানি শুভাসৌখ্যং তমোভুজং

কলৌ স্মৃতম্ ॥ ৭১

এলা তু জগৎপ্রাণায় বৈ সম্প্রবর্ততে ।

তম্যাদায়বলং রূপং কলিং প্রাপ্য প্রহীযতে ॥ ৭২

তলা তুজেন কলেন সিদ্ধিং বাতন্তি মানবাঃ ।

ধর্মো ধর্মকরিষ্যতি যুগ্মভে বিজসত্তমঃ ॥ ৭৩

ঋতিশ্রুতানিত্যং ধর্মং যে চরন্ত্যনন্তরকঃ ।

ত্রৈত্যায়ং বার্ষিকো ধর্মো বাপরে মাসিকঃ স্মৃতঃ ।

বধাশক্তি চরন্ প্রাজ্ঞত্বলক্ষ্যং প্রাপ্ত্বানং কলৌ ॥ ৭৪

এবা কলিযুগে বহু সন্ধ্যাস্তমন্ত নিবেশ মে ।

যুগে যুগে তু হীরাহে ত্রীময়ী পাদায়ন্ত নিক্রয়ঃ

যুগবতাব্যং সন্ধ্যাস্তমন্ত ত্রীময়ী পাদশঃ ।

সন্ধ্যা স্তবাক্ষাৎশেখু পাদশস্তে প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥ ৭৫

এবং সন্ধ্যাস্তমকে কালে সম্প্রাপ্তে তু যুগান্তিকে ।

সাধন করে । ঐ সময় দুঃখের বাহুল্য বশতঃ

অজ্ঞাঃ ও দেশ সকল উৎসন্ন যায় এবং যোগ,

মোহ, গ্রানি ও অশুখে পরিপূর্ণ হয় । সুতরাং

এলাগণ তামসবৃত্তি আশ্রয় করিয়া থাকে এবং

সর্বদাই জগৎপ্রাণে প্রবৃত্ত হয় । এইরূপ

কলিকালে আয়ুঃ, বল ও রূপাদি সকলই হীন

হইয়া থাকে । যুগান্তকালে যে সকল বিজ-

শ্রেষ্ঠ ধর্মাচরণ করেন, তাহারা ধর্ম, কেননা

এই সময়ে মানবগণ অতি অলসকালেই সিদ্ধি-

লাভে সক্ষম হয় সন্দেহ নাই । এই কালে যে

জন অসুয়াবিশীন হইয়া স্মৃতি ও ঋতুস্মৃতি

বর্ষের অনুষ্ঠান করে, সে সীত্রই সিদ্ধিলাভ

করিতে পারে । ত্রৈত্যযুগে এক বৎসর,

বাপরে এক মাস এবং কলিকালে একদিন

মাত্র বধাশক্তি ধর্মাচরণ করিলে সিদ্ধিসাধ হয় ।

কলিযুগে এইরূপ অংহা বস্তুিয়া থাকে, অধুনা

তাহার সন্ধ্যাস্তমের বিষয় বলিতেছি, অংগ

করুন । যুগে যুগে সিদ্ধিসমূহের তিন তিন

পদ হানি হইয়া থাকে । এই সন্ধ্যাসকল

স্তবাক্ষই পাদমাত্র থাকে এবং সন্ধ্যাস্তব

বশতঃ সন্ধ্যাস্তম সকল পাদ পাদ বিদ্যমান

থাকে । যুগান্তকালে সন্ধ্যাস্তমের কাল উপ-

তেষাং শান্তাঃ সসামুনাং ভুগুণাং নিধনোপিতাঃ ॥ ৭

গোত্রেন বৈ চন্দ্রমসৌ নাম্না প্রমিতিকৃত্যতে ।

মাধবস্ত তু সেংহশেন পূর্ণং স্যাদ্ভুবৈবন্তরে ॥

সমাঃ স বিংশতিং পূর্ণাঃ পৃথুটন বৈ বহুতরাম্ ॥

আচকব স বৈ সেনাং সবাভিধেবুজগাম্ ॥ ৭১

প্রগৃহীত যুগৈবিত্রৈঃ শতশোহব সহস্রশঃ ॥

স তদা তৈঃ পরিবৃত্তো ম্লেচ্ছান হস্তি সহস্রশঃ ॥

স হতা সর্কগণেশ্ব রাজন্তান শূদ্রধোনিজান্ ॥

পাণ্ডান স ততঃ সর্কগণেশ্বান কৃতবন্ প্রভুঃ ॥

নাভ্যঃ ধার্মিক্যে যে চ তান সর্কান হস্তি সর্কণঃ

বর্ষব্যত্যসজাত্যং যে চ তাহুপজ্ঞাধনঃ ॥ ৭২

উদীচ্যামধ্যদেশাং পাক্ষতীয়ং তথৈব চ ॥

প্রাচ্যান্ প্রতীচ্যান্ তথা বিদ্যাপৃষ্ঠাপরাজিতান্ ॥

তথৈব দাক্ষিণাত্যং ত্রিবিড়ান্ সিংহলৈঃ সহ ॥

গান্ধারান্ পারস্যং তথৈব পক্ষুবান্ যবনান্ তথা ॥

তুয়াগান্ বর্করাংস্তোনান্ শূলিকান্ দরদান্ ধনান্

স্থিত হইলে চন্দ্রবংশে স্বায়ম্বুব মনস্তরে

সেই পূর্কোন্নিধিত অসাদুগুণের শাসনকর্ত্তা

প্রমিতি নামে রাজা মাধবের অংশে তুল-

বংশীয়গণের নিধন নিবন্ধন উৎপন্ন হইবেন ।

তিনি পূর্ব বিংশতি বৎসর পৃথিবী পৃথুটনস্তে

হস্তা, অর ও বর্ধাধির সহিত বহুতর

সেনাসংগ্রহ করিবেন । তখন আয়ুধাবা

শত সহস্র বিগ্রগণে পরিবৃত্ত হইয়া তিনি

সহস্র সহস্র ম্লেচ্ছগণকে বিনাশ করিবেন ।

সেই প্রভুত পরাক্রমশালী আদিবাহুগতি

রাজা শূদ্রধোনিজাত পাণ্ডা রাজগণকে একে-

বারে নিঃশেষ করিয়া ফেলিবেন । বাহারা

অত্যধিক ধনুশীল নয়, তাহাদের সকলকে

এবং বাহারা বর্ষবিপণ্ডেরে জন্ম লইয়াছে

অথবা বাহারা তাহাদের অনুজীবী তৎসমস্তকেও

বিনাশ করিবেন । ৭০—৭২ । সেই বলবান্

বিহু সর্কভূতের অজের হইয়া বিচরণ করত

উত্তর, পাক্ষতীয় পূর্ণ, পশ্চিম ও মধ্যদেশ

বিদ্যাপ্রদেশের সমীপবর্ত্তী পূর্ণপরাতি, দাক্ষিণাত্য,

ত্রিবিড়, সিংহল, গান্ধার এই সকল দেশবাসী

জনগণ এক পক্ষ, বর্করা, তুয়াগ, বর্করা,

লম্পাকানব কেতাংচ কিরাভানাক জাতরঃ ।
 প্রবৃদ্ধচক্রে বগবান শ্লেচ্ছানামন্তকৃষিভূঃ ।
 অথবাঃ সৰ্কভূতানং চচায়াঃ বহুস্বরাম্ ॥ ৮৫
 মাধবস্ত তু মোহংশেন দেবস্ত হি বিজজিবান্ ।
 পূৰ্ণজন্মবিধিভৈশ্চ প্রসিদ্ধির্নাম বোধবান্ ॥ ৮৬
 গোত্রেন বৈ চন্দ্রমসঃ পূৰ্ণে কলিসুগে প্রভূঃ ।
 ষাট্রিশেহভ্রাদিতে বর্ষে প্রক্ৰেতে

বিংশতিং সমাঃ ॥ ৮৭

বিনিন্মন সৰ্কভূতানি মানবানি সহস্রশঃ ।
 কৃতা বোধ্যবশেষান্ত পৃথীং রুঢ়েন কর্ণবান্ ।
 পরম্পরনিমিত্তেন কোপেনাক্ষিকেন তু ॥ ৮৮
 স সাধয়িত্বা বুগবান্ প্রায়শ্চন্ডানধাৰ্ম্মিকান্ ।
 গন্ধাবদুন্নয়োর্মধ্যে নিষ্ঠায় প্রাপ্তঃ সহানুগঃ ॥ ৮৯
 ততো ব্যতীতে তস্মৈশ্চ অমাত্যে সভাসৈনিকে ।
 উৎসান্য পার্ধিবান্ সৰ্কান শ্লেচ্ছাংচৈব সহস্রশঃ
 তত্র সন্ধ্যাংশকে কালে সম্প্রাপ্তে তু যুগান্তিকে ।
 হিতাশ্রয়বিশিষ্টাশ্চ প্রজাশ্চিহ্ন কচিং কচিং ॥ ৯১
 অপ্রগ্রহান্ততস্তা বৈ লোকচেষ্টাশ্চ বৃন্দশঃ ।
 উপহিংসন্তি চাছোস্তং প্রপদ্যন্তে পরম্পরম্ ॥ ৯১

শূলিক, দরদ, খস, লম্পাক, কেত ও কিরাভাদি
 এবং শ্লেচ্ছদিগকে সংহার করিয়া সুখে পর্যটন
 করিবেন। প্রমিতি নামে পূৰ্ণজন্মবিধানজ্ঞ
 সেই বোধবান্ রাজা পূৰ্ণ কলিসুগে চন্দ্রবংশে
 জন্ম লইয়াছিলেন। ষাট্রিশ বর্ষ অতীত হইলে
 পর তিনি বিংশতি বর্ষ যাবৎ সহস্র সহস্র
 মানবগণ এবং দুর্বৃত্ত সমস্ত প্রাণীদিগকে
 হনন করিয়াছিলেন। এইরূপে তিনি উগ্রতর
 কর্ম করিয়া পৃথিবীতে স্বীয় বোধ্যমাত্র অবশিষ্ট
 রাখিয়াছিলেন। পরম্পরাগত আকস্মিক কোপ
 দ্বারা তিনি অধাৰ্ম্মিক বুগদিগকে বিনাশ করিয়া
 অমুগামিগণের সহিত গন্ধা ও যমুনার মধ্যস্থ
 স্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন। তদনন্তর সভ্য-
 সৈনিক সেই রাজা, নিখিল নরপতি ও
 সহস্র সহস্র শ্লেচ্ছদিগকে উৎসাদিত করিয়া
 বিগত হইলে পর, সেই যুগান্ত কালে
 কোথাও জন্ম জন্ম প্রজা অবশিষ্ট রহিল।
 তাহারা দলে দলে নিম্নিত আচাঃ বাব

অরাজকে যুগবশাং সংশয়ে সন্মুখিতে ।
 প্রজাস্তা বৈ ততঃ সৰ্কাঃ পরম্পরভয়ান্বিতাঃ ॥ ৯৩
 ব্যাকুলান্ পরিপ্রাস্তান্ত্যক্তা দাশন গৃহাণি চ ।
 খান প্রাণান্ সমবেকতো নিষ্ঠায় প্রাপ্তাঃ
 সুদুঃখিতাঃ ॥ ৯৪
 নষ্টে শ্রোতে স্মৃতে ধৰ্ম্মে পরম্পরহতান্তরা ।
 নির্মধ্যাদা নিরাক্রন্দা নিম্নেহা নিরপত্রপাঃ ॥ ৯৫
 নষ্টে বর্ষে প্রতিহতা হৃদযাঃ পকবিংশকাঃ ।
 হিতা দারান্চ পুত্রান্চ বিবাদব্যাকুলেন্দ্রিয়াঃ ॥ ৯৬
 অনাবৃষ্টিহতাশ্চৈব বাস্তানুংসৃজ্য দুঃখিতাঃ ।
 প্রত্যন্তঃকাল্লিষেবন্তে হিতা জনপদান স্বকান্ ॥ ৯৭
 সরিতঃ সাগরান্ কুপান্ সেবন্তে পৰ্কতাংস্তরা ।
 মধুমাংসৈর্দুগলকলৈর্ভর্য্যস্তি সুদুঃখিতাঃ ॥ ৯৮
 চৌরবস্ত্র্যঘিনধরা নিপ্পুত্রা নিপ্পরিগ্রহাঃ ।
 বর্ণশ্রম-পরিভ্রষ্টাঃ সঙ্করং বোরমাশ্রিতাঃ ॥ ৯৯

হার অবলম্বন করিয়া পরস্পর পরস্পরকে
 পাইয়া হনন করিতে লাগিল। যুগবশে
 অরাজক হইলে পৃথিবী বৃষ্টি বিধ্বস্ত হয়,
 এই ভাবিয়া প্রজা সকল ভয়ে অতিকাতর হইয়া
 পড়িল। তাহারা পরিপ্রাস্ত ও ব্যাকুল হইয়া
 গৃহিনী ও গৃহ পরিত্যাগান্তে, নিজ নিজ প্রাণ-
 রক্ষায় ব্যস্ত হইয়া দুঃখিতভাবে কাল কাটা-
 ইতে লাগিল। বৈদিক ও স্মার্ত ধৰ্ম্ম পরস্পর
 আহত হইয়া বিনষ্ট হইলে প্রজাগণ মধ্যাদা-
 বিহীন, অভিমানরহিত, ছেৎশূচ ও লক্ষ্মশূচ
 হইল। তখন আর বার বর্ষ হইতে লাগিল
 না, তাহাতে প্রজা সকল আহত হইয়া ক্রু-
 দেহ পকবিশ বৎসর পরিমাণ পরমায়ুঃ প্রাপ্ত
 হয়, তখন বিষাদে ব্যাকুলেন্দ্রিয় এবং অনা-
 বৃষ্টিতে আহত, সুতরাং অতীব দুঃখিত হইয়া
 অর্বাণি চিন্তা পরিত্যক্ত করিয়া নিজ নিজ জন-
 পদ পরিত্যাগান্তে বনান্তরে গিয়া বাস করিতে
 লাগিল। তখন তাহারা নদীকূল, সাগর-
 কূপ, কূপ ও পৰ্কতে গমন করিয়া মধু, মাংস,
 মূল ও কলাদি দ্বারা অভ্যাস্ত দুঃখিত চিন্তে
 ভাবন দ্বারন করিতে থাকিল। ৯৩—৯৯। সেই
 সময়ে তাহারা দার ও পুত্রবিহীন হইয়া চৌর

এতা কাষ্ঠামুপ্রাপ্তা অরশেষান্তথা প্রজাঃ ।
 জরাব্যাবিক্ষুধাবিষ্টাঃ হৃৎখারিক্ষেদমাগমন্ ॥ ১০০
 বিচারবস্ত নির্যেকান সাম্যাবস্থা বিচারণাং ।
 সাম্যাবস্থায়ু সম্বোধঃ সম্বোধাক্ষয়শীলতা ॥ ১০১
 তস্যুপগমযুক্তাহু কলিশিষ্টাহু বৈ স্রময় ।
 অহোরাত্রা তদা তদা যুগন্ত পরিবর্ততে ॥ ১০২
 চিত্ত-সম্বোধনং কৃত্বা তামাট্ট্যঃ সপ্তমন্ত তৎ ।
 ভাবিনোহর্থত চ বলাভ্যন্তঃ কৃত্তমবর্তত ॥ ১০৩
 প্রবৃত্তে তু পুনস্তম্বিংশতঃ কৃত্তমুগে তু বৈ ।
 উৎপন্নঃ কলিশিষ্টাঙ্ক কাষ্ঠযুগাঃ প্রদ্যন্তদা ॥ ১০৪
 তিষ্ঠন্তি চেহ বে সিদ্ধাঃ সূত্বী বিচরন্তি চ ।
 সদা সপ্তর্ষয়ৈশ্চৈব তত্র তে চ ব্যবস্থিতাঃ ॥ ১০৫
 ব্রহ্মকত্রবিশঃ শুভ্রা বোজার্থং যে স্মৃতা ইহ ।
 কলিজৈঃ সহ তে সর্কেষ নির্যিক্ষেযান্তদাভবন্ ॥

বস্ত্র পরিধানান্তে বর্ণাশ্রম হইতে ভ্রষ্ট হইয়া
 ভয়াবহ সঙ্করজাতির সৃষ্টি করিতে লাগিল ।
 এইরূপে কষ্টের পরাকাষ্ঠা পাইয়া অজ্ঞা-
 শিষ্ট প্রজাসকল জরাব্যাবি ও ক্ষুধার পীড়িত
 হইয়া অতি দুঃখভরে মনে মনে অত্যন্ত নির্যেক
 প্রাপ্ত হইল । এই নির্যেক হইতে বিচার
 বিচার হইতে সম্যকরূপ বোধ এবং সম্বোধ
 হইতে ধর্ম্মশীলতা লাভ করিল । কলির অব-
 সানে যে অত্যাঙ্গ প্রজা অবশিষ্ট রহিল, তাহারা
 বিচার দ্বারা বোধ লাভ করিলে পর তখন
 অহোরাত্র ও যুগ পরিবর্তিত হইল । ভবিষ্যৎ
 বিষয়ের বলবত্তাহেতু তাহাদের চিত্ত বিমো-
 হিত করিয়া সপ্তম সত্যযুগ আসিল । পুন-
 র্কার সত্যযুগ প্রবৃত্ত হইলে কলির অবশিষ্ট
 প্রজাসকল সত্যযুগোৎপন্নের জ্ঞায় হইল
 তখন যে সিদ্ধসম্প্রদায় ছিলেন, তাহারা পরি-
 দৃষ্টমান হইয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং
 সেই কালে সপ্তর্ষিগণ ব্যবস্থিত হইলেন ।
 সত্যযুগের বীজের জন্ম যে সমস্ত ব্রাহ্ম-
 কত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রবর্ণ অবশিষ্ট ছিল, তাহারা
 পূর্বোক্তকথিত কলিজাত ব্যক্তিবর্গের সহিত
 অবিশেষ হইল । কল কথা, কলির অবশিষ্টগণই
 এই সত্যযুগের বীজ স্বরূপ হইয়া উঠিল ।

তেষাং সপ্তর্ষয়ো ধর্ম্মং কথন্তীত্যতঃ ॥
 বর্ণাশ্রমচারমুক্তঃ শ্রোতঃ স্মৃতিঃ বিধা তু সঃ ।
 তত্তত্তেযু ক্রিয়াবন্তো বর্ত্তন্তে বৈ প্রজাঃ কৃত্তে ।
 শ্রেষ্ঠতঃ স্মার্ত্তঃ কৃত্তানন্ত ধর্ম্মঃ সপ্তর্ষিধর্ম্মিতঃ ॥
 লাহু ধর্ম্ম-ব্যবহার্যং তিষ্ঠন্তীয়া যুগকরাং ।
 মনস্তর্যাদিকাগ্রেসু তিষ্ঠন্তি মনস্তর্য বৈ ॥ ১০৬
 যথা দাব-প্রদেহেযু ত্বনৈবহ তপে কৃত্তো ।
 নবানং প্র মং কৃষ্টেস্তেযং মূলে তু সন্তবঃ ॥ ১০৭
 এবং যুগাদ্ যুগান্তং সন্তানক পরম্পরম্ ।
 বর্ত্ততে হব্যবক্ষেদাদ্ ধাত্মম্বস্তরকঃ ॥ ১০৮
 সুখমায়ুর্বাণং রূপং ধর্ম্মাদৌ কাম এব চ ।
 যুগেবেতানি হীরন্তে আপি পদক্রমেণ তু ॥ ১০৯
 স-সক্যাস্থেশু হীরন্তে যুগানং ধর্ম্মসিদ্ধঃ ।
 ইত্যেয প্রতিসংকর্যঃ কাক্তিতস্ত ময়া বিজাঃ ॥
 চতুর্যুগানং সর্কেষবটমতেনৈব প্রদাদমন্ ॥
 এষা চতুর্যুগাবৃন্তিরা সহস্রাং প্রবর্ত্ততে ॥ ১১০

সপ্তর্ষিগণ তাহাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ নিতে লাগি-
 লেন । বর্ণাশ্রমের আচার-সম্পন্ন ধর্ম্ম বৈদিক
 ও স্মার্ত্তভেদে দুই প্রকার হইল । এইরূপে
 কৃত্তযুগের প্রজাগণ প্রথমে ক্রিয়াবান হইল,
 এবং সপ্তর্ষিপ্রদর্শিত বৈদিক ও স্মার্ত্ত ধর্ম্ম
 প্রাপ্ত হইল । প্রজাগণের মধ্যে ধর্ম্ম প্রচার
 করিবার নিমিত্ত ঐ সকল সপ্তর্ষি মনস্তর্যাদিকারে
 যুগকর্য বাবৎ ব্যবস্থিত করিয়া থাকেন । যেমন
 ঐশ্বর্যকালে তখন সকল দাবানলে দগ্ধ হইয়া গেলে
 তাহার মূল দেশে নবীন অঙ্কুর প্রথমোৎপন্ন
 হইয়া কৃষ্টি হয়, সেইরূপ যুগ হইতে যুগের
 বিস্তার হইয়া থাকে । ইহা মনস্তর্য কয়কাল
 বাবৎ অব্যাহিরূপে চলিয়া থাকে । হো-ব্রহ্ম-
 পদ । সুখ আয়ু বল, রূপ, ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম
 এই সকল সক্যাস্থেশের সহিত যুগে যুগে এক-
 পদক্রমে হীন হইয়া পড়ে । এবং যুগনুযুগের
 ধর্ম্মসিদ্ধিও উক্তক্রমে হীন হয় । যে বিপ্র-
 গণ ! এই আমি আপনাদের নিকট প্রতিপত্তি
 বিষয় বলিলাম । ১০—১১০ । সমস্ত চতুর্যুগই
 এইরূপে ক্রিয়া ও ধর্ম্মাদি কার্য সম্পাদিত হয় ।
 এই চতুর্যুগের পরিবর্ত্তন সহস্র যুগ বাবৎ হইয়,

ব্রহ্মণ্ডমহঃ প্রোক্তং রাশিচন্দ্র তাবতী স্মৃতম্ ।
 অত্র কক্ষং জড়ীভবে ভূতানামাধুগক্ষয়ঃ ॥ ১১৫ ॥
 এতেনৈব তু নক্ষত্রৈঃ যুগানং লক্ষ্যং স্মৃতম্ ।
 এষা চতুর্যুগানান্ত গণনা হোতসপ্ততিঃ ॥ ১১৬ ॥
 ক্রমেণ পরিবর্তা তু মনোরন্তমুচ্যতে ॥ ১১৭ ॥
 চতুর্যুগ তথৈকম্মিন ভবতীহ যথাক্রমম্ ।
 তথা চান্নেষু ভবতি পুনর্তুতৈ যথাক্রমম্ ॥ ১১৮ ॥
 সর্গে সর্গে যথা ভেদা উৎপদাত্তে তথৈব তু ।
 পঞ্চবিংশৎ পরিমিতা ন নানা নাধিক্যস্তথা ॥ ১১৯ ॥
 তথা বহুযুগৈঃ সাক্ষিঃ ভবত্য সমলক্ষণাঃ ।
 মনস্তরান্যং সর্কেষামেতদেব তু লক্ষণম্ ॥ ১২০ ॥
 তথা যুগানং পরিবর্তনানি
 চিরপ্রবৃত্তানি যুগস্বভাবাং ।
 তথান সন্তিষ্ঠতি জীব-লোকঃ
 ক্ষয়োদয়াভ্যাং পরিবর্তমানঃ ॥ ১১১ ॥
 ইত্যেতল্লক্ষণং প্রোক্তং যুগানং বৈ সমাসতঃ ।
 অতীতানাগতানাং বৈ সর্কেষমন্তরেণিহ ॥ ১২২ ॥

অনাগতেষু তরুচ ওর্কঃ কার্যো বিজ্ঞানতা ।
 মনস্তরেষু সর্কেষু অতীতানাগতেষুহ ॥ ১২৩ ॥
 মনস্তরেষু চৈবেন সর্কেষাবোষস্তরানি বৈ ।
 ব্যাখ্যাতানি বিজ্ঞানীধরং কল্পে কল্পেন চৈব হি ॥
 অস্তাভিমানিনঃ সর্কেষ নামরূপৈর্ভগ্নস্তাত ।
 দেবা হৃষ্টবিধা যে চ ইহ মনস্তরেষুহাঃ ॥ ১২৪ ॥
 ক্ষয়শো মনবশ্চৈব সর্কেষ তুল্যাঃ প্রয়োজনৈঃ ।
 এবং বর্ণাশ্রমাশ্চ প্রবিভক্তো যুগে যুগে ॥ ১২৫ ॥
 যুগস্বভাবাচ্চ তথা বিধন্তে বৈ সনা ভূতঃ ।
 বর্ণাশ্রম-বিভাগশ্চ যুগানি যুগ-সিদ্ধয়ে ॥ ১২৬ ॥
 অনুমদঃ সমাখ্যাতঃ সৃষ্টি-সর্গবিবোধত ।
 বিস্তরেনানুপূর্য্যা চ স্থিতিং বক্ষ্যে যুগেণিহ ॥ ১২৮ ॥

ইতি ব্রহ্মাণ্ডে মহাপুরাণে চতুর্যুগাখ্যানং
 নাম চতুঃষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬৪ ॥

ধাকে। ইহাই ব্রহ্মার দ্বিমান নামে অভি-
 হিত। তাঁহার রাজ্যও সেই পরিমাণে হয়।
 ব্রহ্মার যুগক্ষয় যাবৎ জীবগণের সরলভাব ও
 জড়তা হইয়া থাকে। ইহাই সমস্ত যুগের
 লক্ষণ। এইরূপে চতুর্যুগের গণনা একসপ্ততি
 হয়। এই একসপ্ততি যুগ পরিবর্তিত হইলেই
 এক মনস্তর বলা যায়। বাহ্য ভূনিগ্ৰাহ,
 প্রতি চতুর্যুগে তাহাই ঘটয়া থাকে এবং
 সেইরূপ অপরপর যুগও সেইক্রমে হইয়া
 থাকে। প্রতিসর্গে যেরূপ মনস্তরসমূহের
 ভেদ হয়, সেইরূপেই জন্মরাি থাকে। উহার
 পরিমাণ পঞ্চবিংশতি, তাহার নানাধিক্য হয়
 না, বহুযুগের সহিত উহাঙ্গের লক্ষণ সমান।
 মনস্তর সকলের লক্ষণ এইরূপই পিঞ্জের।
 আর যুগসমূহের যুগের পরিবর্তন স্বভাবহেতু
 চিরকালই এইরূপ ঘটে। আর ইহাও জানি-
 বেন যে, জীবলোক জন্ম ও বিনাশ এই দুইটা
 দ্বারা পরিবর্তিত হইয়া, কখনই চিরস্থায়ী হয়
 না। হে বিশ্বগণ! আমি আপনাদিগের
 নিকট সমস্ত মনস্তরে অতীত ও অনাগত যুগ

সকলের লক্ষণ বলিলাম। বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ
 অতীত ও অনাগত সকল মনস্তরেই সেইরূপ
 লক্ষণ বুঝিয়া লইবেন। এক মনস্তরে যেরূপ
 লক্ষণাদি অবিহিত হইয়াছে, সকল মনস্তরেই
 সেইরূপ জানিবেন। উল্লিখিত মনস্তরাভমানী
 নামরূপাদিবারী বিভিন্ন, অষ্টবিধ দেবতা মন-
 তরের অধীশ্বর হইয়াছেন। মনস্তর কালের
 ঋষিগণ ও মনুগণের প্রয়োজন পরস্পর তুল্য।
 এইরূপ যুগে যুগে বর্ণাশ্রমের বিভাগ হইয়া
 থাকে। ভগবান্ বিত্ত যুগসিদ্ধির জন্ত যুগ-
 স্বভাবে বর্ণাশ্রম বিভাগ ও যুগবিধান করিয়া
 থাকেন। হে ঋষিগণ! আমি অনুমদাদি
 বলিলাম, এত্বে সৃষ্টিসর্গ প্রবণ করুন; ইহাতে
 যুগসকলের স্থিতি বিস্তাররূপে সমস্তই আনু-
 পূর্ণিক বর্ণন করিব। ১১—১২৮।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৪ ॥

পঞ্চষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

যুগেষু যান্ত্র জায়ন্তে প্রজাভা বৈ নিবোধত ।
 আহুরী-সৰ্প-গো-পক্ষি-পৈশাচী-বক্ষ-রাকসী ।
 যস্মিন যুগে চ সত্ত্বগুণাসাং যাবত্তু জীবিতম্ ॥ ১
 পিশাচান্নরগন্ধৰ্বা বক্ষ-রাকস-পন্নগাঃ ।
 যুগমাত্রম্ জীবন্তি যতে মৃত্যুং বধেন তে ॥ ২
 মাহুযাণাং পশুশাক পক্ষিণাং স্থাবরৈঃ সহ ।
 দেবামাযুঃ পরিত্রাভ্যং যুগ ধর্মেষু সর্বশঃ ॥ ৩
 অস্থিভিষ্ণ কলৌ নৃষ্টা ভূতানামাযুষস্ত বৈ ।
 পরমাযুঃ শতভ্বেতম্ মাহুযাণাং কলৌ স্মৃতম্ ॥ ৪
 দেবাহুর-প্রমাণাত্ম সপ্ত-সপ্তাঙ্গুলাং হ্রসেৎ ।
 অঙ্গুলানাং শতং পূৰ্বমষ্ট-পকাশহস্তরম্ ॥ ৫
 দেবাহুর-প্রমাণস্তহস্তায়াং কলিকৈঃ স্মৃতম্ ।
 চত্বারিংশাপ্যশীতিশ্চ কালিজৈরঙ্গুলৈঃ স্মৃতম্ ॥ ৬
 শ্বেনাঙ্গুল-প্রমাণেন উৰ্দ্ধমাপাদ-মন্তকম্ ।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায় ।

সূত বলিলেন যে, যে যুগে অহুর, সৰ্প, গো, পক্ষী, পিশাচ, বক্ষ, রাকসাদি যে যে প্রজা জন্মে, এবং যে যুগে তাহাদের জীবনকাল যতদিন হয়, তাহা শ্রবণ করুন । পিশাচ, অহুর, গন্ধৰ্ব, বক্ষ, রাকস ও পন্নগ ইহারা যুগ যাবৎ বাঁচিয়া থাকে, কেহ বধ না করিলে ইহাদের মৃত্যু ঘটে না । বিভিন্ন যুগধর্মামুসারে সমস্ত স্থাবর পদার্থের সহিত মনুষ্য, পশু ও পক্ষাদিগের বিভিন্ন আয়ুষ্কাল নির্দিষ্ট আছে । কলিযুগে প্রাণী-দিগের আয়ুষ্কালের অস্থিরতা নৃষ্ট হয় । মনুষ্যদিগের পরমাযুঃ শতবর্ষ নির্দিষ্ট আছে । মনুষ্যের দেহপ্রমাণ দেবাহুরদিগের শরীর-পরিমাণ হইতে সপ্তসপ্ততি অঙ্গুলি হ্রস্ব হইয়া থাকে । একশত অষ্টপকাশং অঙ্গুলি দেবাহুরের পরিমাণ জানিবে । দেবাহুরের পরিমাণ হইতে মনুষ্যের শরীরপরিমাণ চতুর্ভুজিত অঙ্গুলি স্থির হইয়াছে । পাদ হইতে মন্তকের শেষভাগ যাবৎ পরিমাণ স্বীয় অঙ্গুলি দ্বারা

ইত্যেয মানুযোংসেবো হ্রস্বতীহ যুরাভিকৈ ॥ ৭
 সর্পেষু যুগকালেষু অতীতানাগভেদৈহ ।
 শ্বেনাঙ্গুলপ্রমাণেন অষ্টতালঃ স্মৃতো নরঃ ॥ ৮
 আপাদতো মন্তকন্ত নবতালো ভবেত্তু বঃ ।
 সংহতাজানুবাহন্ত স সুরৈরপি পূজ্যতে ॥ ৯
 নবাব-হস্তিনাকৈব মহিম্বাহবরাস্তনাম্ ।
 ক্রমেণৈতেন যোগেন হ্রাসরুদ্ধী যুগে যুগে ॥ ১০
 বটসপ্ততাসু-লোংসেধঃ পশুনাং ককুদন্ত বৈ ।
 অঙ্গুলাষ্টপত্যং পূৰ্বমুংসেধঃ করিণাং স্মৃতঃ ॥ ১১
 অঙ্গুলানাং সহস্রস্ত চত্বারিংশাঙ্গুলং বিনা ।
 পকাশতং হরানাক উংসেধঃ শাখিনাং স্মৃতঃ ॥ ১২
 মানুযস্ত শরীরস্ত সন্নিবেশস্ত বাচুশঃ ।
 তল্লক্ষণস্ত দেবানাং দৃষ্টতে তদ্বদর্শনাং ॥ ১৩
 বুদ্ধাতিশয়যুক্তক দেবানাং কাযমুচ্যতে ॥ ১৪
 দেবানতিশয়কৈব মানুযং কাযমুচ্যতে ।
 ইত্যেতে বৈ পরিত্রাভা ভাবা যে দিব্যমানুষাঃ ।
 পশুনাং পক্ষিপাকৈব স্থাবরাণাং নিবোধত ॥ ১৫

করিতে হয় । এই মনুষ্যদেহ-পরিমাণ যুগশেষ কালে হ্রস্ব হইয়া আইসে । অতীত ও অনাগত সর্পযুগেই মনুষ্যদেহ স্বীয় অঙ্গুলির পরিমাণ অনুসারে অষ্টতাল হয় । যে মানবের দেহ পাদতল হইতে মন্তক যাবৎ নবতাল পরিমিত, বাহবর আজানুলম্বিত ও সূর্য, সে ব্যক্তি দেবতানিগেরও পূজনীয় । গো, অশ্ব, হস্তী, মহিষ ও স্থাবর পদার্থসমূহেরও এই প্রকার যুগে যুগে ক্রমশঃ হ্রাস ও বৃদ্ধি ঘটে । ১—১০ । পশুদিগের ককুদন্ত বট-সপ্ততি অঙ্গুলি, হস্তী ও ককুরদের পরিমাণ পূর্ব একশত অষ্ট অঙ্গুলি, শরীরপরিমাণ নবশত-ষষ্টি অঙ্গুলি, অশ্বের ও শাখিদিগের পকাশ অঙ্গুলি পরিমাণ নির্দিষ্ট আছে । মনুষ্যদিগের শরীর-সন্নিবেশ যেরূপ, তদ্ব্যবস্থিতে দেখিলে দেবতানিগেরও সেইরূপ শরীরসংহান দেখা যায় । দেবতানিগের শরীর বুদ্ধাতিশয় সম্পন্ন বলিয়া কথিত আছে ; মনুষ্যদিগের শরীর তদপেক্ষা অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন বলিয়া জানিবে । দেবতা ও মনুষ্যদিগের এই সমস্ত অবস্থা বলা হইল,

পাৰো হুয়া মহিবোহাঃ হস্তিনঃ পক্ষিনো নগাঃ
উপযুক্তাঃ ক্রিয়াশ্চেতে যজ্ঞিরাশ্বিহ সৰ্গণঃ ॥ ১৬
দেবহুনেষু জায়ন্তে তুঙ্গপা এব তে পুনঃ ।
যথাশ্যোপভোগান্ত দেবানাং শুভমূৰ্ত্তয়ঃ ॥ ১৭
তেষাং রূপানুরূপৈস্তেঃ প্রমাতৈঃ স্থাপুত্ৰমৈঃ ।
মনোজ্ঞৈস্তত্ত্বভাবজ্ঞৈঃ স্থাৰিনো ভাপঃপদ্বিরে ॥ ১৮
অতঃ শিষ্টান্ প্রবক্ষ্যামি সত্যঃ সাধুস্তথৈব চ ।
সদিতি ব্রহ্মণঃ শব্দন্তদন্তো বে তবস্তাত ।
সামুদ্র্যং ব্রহ্মণোহতাত্তং তেন সত্যঃ প্রচক্ৰতে ॥
দশান্নকে যে বিষয়ে কারণে চ'ষ্টলক্ষণে ।
ন ত্রুধ্যন্তি ন হুধ্যন্তি জিতান্নানন্ত তে স্মৃতাঃ ॥ ২১
সামান্তেষু চ ধৰ্ম্মেষু তথা বৈশেষিকেষু চ ।
ব্রহ্মকৃত্রিংশো যুক্তা যম্মাক্ষ্মাদ্বিত্যুতয়ঃ ॥ ২১
বর্ণাশ্রমেষু যুক্তস্ত স্বৰ্গ-গোমুখচারিণঃ ।
শ্রৌতস্মার্ত্তস্ত ধৰ্ম্মস্ত জ্ঞানানুষ্ঠানঃ স উচ্যতে ॥ ২২
বিদ্যায়াঃ সাধনাং সাধুৰ্ভক্ষচরো গুরোরহিতঃ ।

একপে পুত্র, পক্ষী ও স্থাবরদিগের বিষয় প্রবণ
করুন । গোরু, অজ মহিব, হস্তী, অরু, পক্ষী
ও বৃক সকল বজ্রীয় কাৰ্য্যকলাপে সৰ্ব্বপ্রকারে
যোদ্ধা । তাহার স্বর্গে গিয়া সেই সেই পূৰ্ণ-
শরীর প্রাপ্ত হয়, যথাভিমত উপভোগ লাভ করে
ও দেবনিভ শুভমূৰ্ত্তি ধারণ করিয়া থাকে । সুখী
ব্যক্তিগণও সেই সেই রূপের ও সেই সেই
পরিমাণের মনোজ্ঞ স্থাবর উদ্ভব প্রাপ্ত হন ।
একপে শিষ্ট, সৎ ও সাধুদিগের কথা কহিব ।
ব্রহ্মের একটা নাম সৎ, যাহারা সেই সৎ-
স্বভাবসম্পন্ন, তাহারা ব্রহ্মের অত্যন্ত সাযুজ্য
লাভ করেন; এই নিমিত্ত তাঁহাদিগকে সন্ত নামে
অভিহিত করা হয় । যাহারা দশবিধ বিষয়
ভোগে ও অষ্টবিধ কারণে কখন ত্রুচ্ছ কিম্বা
হুষ্টি হইলেন না, তাঁহাদিগকে বিজিতান্না বলা
হয় । ব্রাহ্মণ, কত্রিয় ও বৈশ্য এই তিনজাতি
সামান্ত ধৰ্ম্মে ও বিশেষ ধৰ্ম্মে সৰ্ব্বদা নিপু
থাকেন বলিয়া ইহাদিগকে বিজাতি বলা যায় ।
বর্ণাশ্রমের উপযুক্ত, স্বর্গের প্রধান কারণ,
কৃতিবিহিত ও স্মার্ত্ত ধৰ্ম্ম আনেন বলিয়া
তাঁহাকে মূর্ত্তিমান্ ধৰ্ম্মও বলা যাইতে পারে ।

ক্রিয়াণাং সাধনাষ্টকং গৃহস্থঃ সাধুভ্যুচ্যতে ॥ ২৩
ব্রতম'নো বতিঃ সাধুঃ স্মৃতাঃ যোগস্ত সাধনাং ।
এবমাত্মমধৰ্ম্মাণাং সাধনাং সাধবঃ স্মৃতাঃ ॥ ২৪
সাধনান্তপনোহরণে সাধুর্বৈধানসঃ স্মৃতঃ ।
গৃহস্থো ব্রহ্মচারী চ বানপ্রস্থোহথ তিষ্মকঃ ॥ ২৫
ন চ দেবা ন পিতরো মুনয়ো ন চ মানবাঃ ।
অয়ং ধৰ্ম্মো হুয়ং নেতি ক্রবন্তোহভিন্নদর্শনাঃ ॥ ২৬
ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মাবিহ প্রোক্তো শব্দাবতো ক্রিয়াশ্রকৌ ।
কুশলাকুশলং কৰ্ম্ম ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মাবিত স্মৃতে ॥ ২৭
ধারণা বৃতিঃ তিথ্যাহারোহর্থঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ।
অধারবেদমহন্তে চ অধৰ্ম্ম ইতি চোচ্যতে ॥ ২৮
অষ্টেই-প্রাপকা ধৰ্ম্মা আচার্য্যৈরুপনিষ্মতে ।
ব্রহ্মা হোলোপাষ্টে'চৈব আশ্রবন্তো হনন্তকাঃ ।
সম্যগ্বিনীতা ঋজবন্তানার্চাধ্যান্ প্রচক্ৰতে ॥ ২৯
স্বয়ম্ভাচরতে যম্মাদাচারং স্থাপয়তাপি ।

১১—২২ । যিনি আচার্য্যের প্রিয় হইয়া
বিদ্যাভ্যাস করেন, তাঁহাকে ব্রহ্মচারী সাধু
বলা যায় । আর ধৰ্ম্মাদি ক্রিয়া সাধন করেন
বলিয়া গৃহস্থও সাধু নামে অভিহিত হয় ।
অরূপে তপঃসাধন করেন বলিয়া বৈধানসকে
সাধু বলা যায় । যোগসাধন করেন বলিয়া
সংযতেশ্রিয় যতি সাধু বলিয়া কথিত হইলেন ।
এই প্রকার স্ব স্ব আশ্রমধৰ্ম্ম পালন করেন
বলিয়া গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ, তিষ্মক
সাধু নামে নির্দিষ্ট । কি দেবগণ, কি পিতৃগণ,
কি মুনীগণ অথবা মনুষ্যগণ, ভেদ দর্শন
করেন না বলিয়া ইহারা কেহই, এইটী ধৰ্ম্ম
এইটী অধৰ্ম্ম এরূপ মত প্রকাশ করেন না ।
এই লোকে ধৰ্ম্ম ও অধৰ্ম্ম এই শব্দ দুইটী
কাৰ্য্যানুসারেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে । কুশল
ও অকুশল কৰ্ম্ম ধৰ্ম্ম ও অধৰ্ম্ম নামে
অভিহিত । ধারণা, বৃতি এই অর্থযুক্ত বাতু
হইতে ধৰ্ম্ম শব্দ নিম্পন্ন হইয়াছে, বৃতি বা
মহন্তের অভাব হইলে অধৰ্ম্ম বলা হয় ।
আচার্য্যের উপদেশ দিয়া থাকেন যে, যাহা
অভীষ্ট ক্রমের প্রাপক, তাহাই ধৰ্ম্ম; আর
যাহারা বয়োযুক্ত, নির্ণোভ, বিবাহী, অনঙ্গ

আচিনোতি চ শাস্ত্রার্থান্ যমৈঃ সন্নিয়মৈর্ধৃতঃ ॥৩০॥
 পূৰ্বেভ্যো বেদয়িত্বৈহ শ্রোতং সপ্তর্ষয়োহক্রবন্ ।
 ঋচো যজুঃষি সামানি ব্রাহ্মণোহজানি চ ঋতেঃ
 মনন্তরতাতীতস্ত স্মৃতাচারং পুনর্জগৌ ।
 তস্মাৎ স্মার্তঃ স্মৃতেষু ধর্মো বর্ণশ্রম-বিভাগজঃ ॥৩১॥
 স এব বিবোধো ধর্মঃ শিষ্টাচার ইহোচ্যতে ।
 শেষশকাৎ শিষ্ট ইতি শিষ্টাচারঃ প্রচক্ষ্যতে ॥৩২॥
 মনন্তরেষু যে শিষ্টা ইহ তিষ্ঠন্তি ধার্মিকৃণাঃ ।
 মনুঃ সপ্তর্ষয়েশ্চৈব লোক-সন্তানকারণাৎ ।
 ধর্মার্থং যে চ শিষ্টা বৈ যথা তথ্যং প্রচক্ষতে ॥৩৩॥
 যথাদয়শ্চ যে শিষ্টা যে ময়া প্রাপ্তদারিতাঃ ।
 তৈঃ শিষ্টৈশ্চরিতো ধর্মঃ সমাগেব যুগে যুগে ॥৩৪॥
 ত্রয়ো বার্তা দণ্ডনৌতিরিজ্যা বর্ণাশ্রমাস্তথা ।
 শিষ্টৈরাচর্যতে যস্মায়নুনা চ পুনঃপুনঃ ।

সম্যক্ বিনীত ও সরলপ্রকৃতি তাঁহারা ই
 আচার্য্যপদবাচ্য। কারণ ইহারা যম ও নিয়ম
 সমাধিত হইয়া স্বয়ং ধর্ম আচরণ করেন এবং
 সাধারণে ধর্ম্মাচারদৃষ্টাপন ও শাস্ত্রার্থ সংগ্রহ
 করিতে যত্ববান্ হইয়ন। সপ্তর্ষিগণ পূর্বাচার্য্য-
 গণের নিকট হইতে সকল বিষয় অবগত হইয়া
 শ্রোত কৰ্ম উপদেশ দিয়াছেন। ঋক্, যজুঃ
 ও সাম সাংহিতা, ব্রাহ্মণ এবং বেদান্ত সকলও
 তাঁহারা প্রকাশ করেন। তাঁহারা অতীত
 মনন্তরের আচার স্মরণ করিয়া পুনরায় সেই
 আচার প্রকাশ করেন, এই কারণে বর্ণাশ্রম-
 বিভাগজ ধর্ম্মকে স্মার্ত বলা হয়। ধর্ম্ম এই
 দুই প্রকার। অধুনা শিষ্টাচার বলা যাইতেছে।
 শেষ শব্দ হইতে শিষ্ট পদটী নিম্পন্ন হয়, এই
 জন্ত শেষ আচারকে শিষ্টাচার বলা যায়।
 এই মনন্তরে লোকদিগের মন্বলের জন্ত মনু
 সপ্তর্ষি প্রভৃতি যাঁহারা অবশিষ্ট আছেন এবং
 ধর্ম্ম ও অর্থ বাহা অবশেষ্ট থাকে, তাহা যথ-
 যথরূপে কহিতেছি। মনু প্রভৃতি যে সকল শিষ্ট
 জনের কথা পূর্বে আমি বলিয়াছি, তাহাদের
 আচরিত কাৰ্য্যই যুগ যুগে ধর্ম্ম বলিয়া বিখ্যাত।
 শিষ্টগণ ত্রয়ো, বার্তা, দণ্ডনৌতি, যজ্ঞ ও বর্ণা-
 শ্রম ধর্ম্ম আচরণ করিয়া থাকেন এবং মনুও

পূর্বে: পূর্ষগতভাক্ত শিষ্টাচারঃ স শাস্ত্রতঃ ॥ ৩৬
 দানং সত্যতপোহলেভো বিন্যেজ্যা প্রজ্ঞনৌ নয়া
 অস্তৌ তানি চরিত্রানি শিষ্টাচারস্ত লক্ষণম্ ॥ ৩৭
 শিষ্টা যস্মাক্তরন্তোহনং মনুঃ সপ্তর্ষয়শ্চ বৈ ।
 মনন্তরেষু সর্কে। শিষ্টাচারস্ততঃ স্মৃতঃ ॥ ৩৮
 বিজ্ঞেয়ঃ শ্রবণং শ্রোতঃ স্মরণং স্মার্ত
 উচ্যতে ।
 ইজ্যাবেদান্ত্রকঃ শ্রোতঃ স্মার্তো বর্ণশ্রমাস্ত্রকঃ ।
 প্রত্যঙ্গানি চ বক্ষ্যামি ধর্ম্মস্তেহ তু লক্ষণম্ ॥ ৩৯
 দৃষ্ট্বা প্রভুতমর্থং যঃ পুটো বৈ ন নিগূহতি ।
 যথাভূতপ্রবাদস্ত ইত্যেতং সত্যলক্ষণম্ ॥ ৪০
 ব্রহ্মচর্য্যং জপো মৌনং নিরাহারত্বমেব চ ।
 ইত্যেতং তপসো মূলং স্তবোরং তদ্ব্যবসদম্ ॥ ৪১
 পশুনাং দ্রবাহবিষমৃকৃসাম-যজুঃষাং তথা ।
 ঋত্বিজাং দক্ষিণানাক সংযোগো যোন উচ্যতে ॥
 আত্মবৎ সর্কভূতেষু যো বিতয়াহিতায় চ ।

পুনঃপুনঃ এই সকল আচরণ করিয়াছেন, সেই
 কারণে ও প্রাচীন বলিয়া এই সমস্ত চিরন্তন
 ধর্ম্মকে শিষ্টাচার বলা হয়। দান, সত্য, তপস্বী,
 অশোভ, বিদ্যা, যজ্ঞ, সন্তানোৎপাদন ও দয়া
 এই আটটি শিষ্টাচারের লক্ষণ। মনু ও সপ্তর্ষি
 প্রভৃতি শিষ্টজনগণ এই ধর্ম্ম আচরণ করেন,
 সেই জন্ত সর্বমনন্তরেই ইহা শিষ্টাচার
 বলিয়া প্রসিদ্ধ। শ্রবণ করা হয় বলিয়া শ্রোত
 ও স্মরণ করা হইয়াছে বলিয়া স্মার্ত নাম
 নির্দিষ্ট হইয়াছে। বেদান্ত্রক যজ্ঞ শ্রোত ও
 ও বর্ণাশ্রমাস্ত্রক ধর্ম্ম স্মার্ত। এক্ষণে প্রত্যঙ্গ
 ও ধর্ম্মের লক্ষণ বলিব। প্রচুর অর্থের
 লোভ দেখাইলেও যিনি জিজ্ঞাসিত হইয়া
 কোন বিষয় গোপন করেন না, কিন্তু
 যথেষ্ট বর্ণন করেন, তাঁহার কথাই সত্য।
 ব্রহ্মচর্য্য, জপ, মৌন ও নিরাহার এই কয়টি
 তপস্বীর মূল। ইহা অতি ক্লেশনাথ ও
 দুঃপ্রাপ্য। পশু, দ্রব্য, হবিঃ, ঋক্, সাম, যজুঃ,
 ঋত্বিজ ও দক্ষিণ এইগুলির একত্র সংযোগের
 নাম যোগ। সর্কভূতে আত্মদৃষ্টি এবং হিত ও

সমাশ্রবর্ততে দৃষ্টিঃ কংক্ষাং হেবা দর্শস্যুতা ॥ ৪৩
 আকুটোহভিহতে বাপি নাক্রোশেৎ যো ন
 হস্তি বা ।
 বায়ুমনঃকর্ম্মভিঃ কান্তিস্তিতিকৈবা কমা স্যুতা ॥
 আমিনরক্যামানামুৎসৃষ্টানাক মুংহু চ ।
 পরশ্বানামনানমলোভ ইহ কৌতুহে ॥ ৪৫
 মৈথুনশ্রাদমাচারো হৃচিঃ নমবল্লনম্ ।
 নিবৃষ্টির্কর্ষণ্য তদ চ্ছদ্রং দম্য উচ্যতে ॥ ৪৬
 আশ্বার্থং বা পার্থং বা ইন্দ্রিগাহী বস্ত বৈ ।
 ন মিথ্যা সম্প্রবর্ত্তে শমশ্চেতত্তু লক্ষণম্ ॥ ৪৭
 দশাস্রকে বা বিষয়ে কারণে চাষ্টলক্ষণে ।
 ন ক্রোধোত্ত প্রতিহতঃ স জিতাস্মা বিভাব্যতে ॥ ৪৮
 যদ যদিষ্টমং দ্রব্যং ত্রায়েনোপাগতক যৎ ।
 তন্তদুপবতে দেয়মিত্যেতদানলক্ষণম্ ॥ ৪৯
 দানং ত্রিবিধমিত্যেতৎ কনিষ্ঠ-জ্যেষ্ঠ-মধ্যমম্ ।
 তত্র নৈঃশ্রেয়সং জ্যেষ্ঠঃ কনিষ্ঠং স্বার্থ-সিদ্ধয়ং ।
 কারুণ্যং সর্কভূতেভ্যঃ সুবিভাগন্ত বন্ধুযু ॥ ৫০

অহিত উভয়ত্রই সমদৃষ্টি, দয়া বলিরা বিখ্যাত ।
 নির্মিত বা স্পর্কীপূরক অহৃত কিস্বা আহত
 হইয়া ক্রোধ বা হননেচ্ছা না করা এবং
 বাক্য, কর্ম্ম ও মনের ক্ষান্তি, ইহাই তিতিক্ষা
 নামে প্রসিদ্ধ । ধনস্বামী যে ধন রক্ষা করিতে
 পারেন না, অথবা ভূমধ্য হইতে যে ধন উন্মিত
 হইয়াছে, সেই সকল পরধনেও অপ্রবৃত্তির নাম
 হইল অলোভ । ক্রৌঞ্চ বা চিত্তা না করা ও
 সর্কীববয় হইতে নিবৃষ্টি, ইহার নাম ব্রহ্মচর্য্য ।
 ব্রহ্মচর্য্য নির্দিষ্ট হইলে দম বলা যায় নিজের
 জগ্গই হউক আর পরের জগ্গই হউক, অকারণ
 ইন্দ্রিয়প্রচালনা না করার নাম শম । যিনি
 দশবিধ ভোজ্য পদার্থে, অষ্টবিধ কারণে ক্রোধ-
 জনক কার্য্যে প্রতিহত না হন তাঁহাকে
 জিতাস্মা বলা যায় । ত্রায়েপার্জ্জিত, ত্রায়ে-
 জনীয় বস্ত্র সমস্ত গুণবান্ পাশ্রে দান করাই
 প্রকৃত দানের লক্ষণ । এই দান ত্রিবিধ—জ্যেষ্ঠ,
 মধ্যম ও কনিষ্ঠ । বিঃস্বার্থ দান জ্যেষ্ঠ, দয়া-
 প্রেরিত হইয়া সর্কভূতে ও বন্ধুজন মধ্যে
 বিভাগ করিয়া যে দান করা হয়, তাহাকে মায

ক্রতি-স্মৃতিভ্যাং বিহিতো ধর্ম্মো বর্ষাশ্রমাস্রকমী
 শিষ্টাচার-বিরুদ্ধাৎ ধর্ম্মঃ সংসাধু-সঙ্গতঃ ॥ ৫১
 অপ্রবেষোহনিষ্টেযু তপেষ্টানভিনন্দনম্ ।
 প্রীতি-তাপ-বিষদেভ্যো যিনিহৃতিবিরক্ততা ॥ ৫২
 সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণো ত্যাসঃ কৃতানামকৃতৈঃ সহ ।
 কুশল্যাকুশলানক প্রাণং ত্যাগ উচ্যতে ॥ ৫৩
 অব্যক্তাং যোহবশেষাক বিকরোহ স্ম্যচেতনৈঃ
 চেতনাচেতনং হৃদযজ্ঞানং জ্ঞানমুচ্যতে ॥ ৫৪
 প্রত্যঙ্গানন্ত ধর্ম্মস্ত ইত্যেতলক্ষণং স্মৃতম্ ।
 ঋষির্বিধিৎ তত্ত্বজ্ঞৈঃ পূর্কো স্বায়ত্ত্ববহত্তরে ॥ ৫৫
 অত্র বো বর্কপ্রয্যামি বিধির্মমত্তরং যঃ ।
 ইতরেত্তরবর্ক চাতুর্কর্ম্মস্ত চৈব হি ।
 প্রতিমমত্তকৈব ক্রতিরশা বিধীয়তে ॥ ৫৬
 ঋচা যজুঃয সামানযধাবৎ প্রতিদৈবতম্ ।
 আভূত-সংলবস্ত্যাপি বর্জ্যকং শতক্রুদ্রিম্ ॥ ৫৭
 বিধির্হোত্রং ওথা স্তোত্রং পূর্কং সম্প্রবর্ত্ততে ।

ও স্বার্থসিদ্ধির জগ্গ যে দান করা হয়, তাহাকে
 অধম বলা যায় ২৩—৫০ । ক্রতি ও স্মৃতির
 অনুমোদিত, বর্ণাশ্রমের উপবেশী ও শিষ্টাচারের
 অবিরুদ্ধ যে কার্য্য, তাহাই সং ও সাধুসম্মত
 ধর্ম্ম । অনিষ্টকর, অনভলাষত পদার্থে অবিরক্তি
 ইষ্টপ্রাপ্তিতে অনাহ্বান ও প্রীতি, পরিতাপ
 কিস্বা বিষাদে নিবৃষ্টি নাম বৈরাগ্য ।
 সন্ন্যাসঃ কর্ম্মফলের অনাকাঙ্ক্ষা, সন্ন্যাস ও অকৃত
 কর্ম্মের সহিত সকল কৃত কুশল অথবা অকুশল
 কর্ম্মের পরিত্যাগকে ত্যাগ বলা হয় । সমস্ত
 ব্যক্তাব্যক্ত চেতন আত্মা হইতে পৃথক্ । এই
 চেতনাচেতনের যে পার্থক্য বিজ্ঞান, তাহাই
 জ্ঞান । পূর্কো স্বায়ত্ত্বব মমত্তরে ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ ঋষি-
 গণ ধর্ম্মে এই সকল প্রত্যয়ের লক্ষণ নিরূপন
 করিয়াছেন । এখন আমি অপনাদিগকে বর্ক-
 মান মমত্তরের ইতরেত্তর বর্ক ও চাতুর্কর্ম্মের
 বিধ বুঝাইব কেননা প্রতি মমত্তরেই ক্রতি
 বিভিন্ন হইয়া যায় । প্রথমকালে ঋক্, যজুঃ ও
 সাম, দেবতার সহিত পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়;
 কেবল একমাত্র শতক্রুদ্রির পরিবর্ত্তিত হয় না ।
 বিধি, হোত্র ও স্তোত্র পূর্কের ত্রায় প্রবর্ত্তিত

অধ্যস্তোত্রং শুণস্তোত্রং কর্মস্তোত্রং তথৈব চ ।
 চতুর্থমাভিজ্ঞানিকং স্তোত্রমেতচ্চতুর্কিধম্ ॥ ৫৮
 মনস্তরেষু সর্কেষু যথা দেবা ভবন্তি যে ।
 প্রবর্তয়তি তেবাং বৈ ব্রহ্মস্তোত্রং চতুর্কিধম্ ।
 এবং মন্ত্রশ্রবণাক সমুৎপত্তিচ্চতুর্কিধা ॥ ৫৯
 অধর্ক-যজুর্বাং সাম্নাং বেদেবিতৃ পৃথক্ পৃথক্ ।
 ঋষীণাস্তপ্যতামুগ্রস্তপঃ পরমহংসতম্ ॥ ৬০
 মন্ত্রাঃ প্রাণবীজবুহি পূর্ক্শমমন্তরেবিতৃ ।
 পরিভোষস্তাদৃহুংবাং সুখাচ্ছোকাচ্চ পকথা ॥
 ঋষীণাস্তপঃকার্ষ্যেন দর্শনেন যদৃচ্ছয়া ।
 ঋষীণাং যদৃষিত্বং হি তথাক্যামোহ লক্ষণৈঃ ॥ ৬২
 অতীতানাগতানাস্ত পকথঃ ঋষিরুচ্যতে ।
 সত্যজু যোনাং বক্ষ্যামি হাদিত্য চ সমুদ্ভবম্ ॥ ৬৩
 শুণসাম্যো বর্তমানে সর্ক-সম্প্রলয়ে তদা ।
 অতিচারে তু দেবানামতিশেষে তমো যবাঃ ॥ ৬৪
 অবুদ্ধিপূর্ককং তথৈ চেতনার্থং প্রবর্ততে ।
 তেন হবুদ্ধিপূর্কং তচ্চেতনং হাধিষ্ঠিতম্ ॥ ৬৫
 বর্তেতে চ যথা তৌ তু যথা মনস্তোদকে উত্তে ।

হয় । অধ্যস্তোত্র, শুণস্তোত্র, কর্মস্তোত্র
 ও আভিজ্ঞানিক এই চারি প্রকার স্তোত্র আছে।
 যে যে মনস্তরে যে যে দেবতা হইবেন,
 তাঁহারা চতুর্কিধ ব্রহ্মস্তোত্র প্রবর্তিত করিয়া
 দেন। মন্ত্র ও শুণের উৎপত্তি এইরূপে চারি
 প্রকার হইয়াছে। পূর্ক্শমন্তরে অধর্ক, যজুঃ
 ও সাম এই তিন বেদে অতিহংসের উগ্র তপস্শ্র-
 কারী ঋষিদিগের পরিভোষ, ভয়, দুঃখ, সুখ ও
 শোক হইতে বিভিন্ন পক প্রকার মন্ত্র প্রাহুত
 হইয়াছিল। ঋষিদিগের যদৃচ্ছা তপস্শ্র বিশেষ-
 রূপে পর্যালোচনা করিয়া অধুনা ঋষিদিগের
 যাহা কথিত, তাহার লক্ষণ কীর্তন কার, অতীত
 ও আগত মধ্যে পক প্রকার পুঁবি আছেন।
 এক্ষণে ঋষিদিগের ও পুঁবি উৎপত্তির কথা
 কহিব। শুণসাম্যাদ্বয় দেবগণের অতিচার
 হইলে অগং তমোময় হইয়া পড়ে। তখন
 বুদ্ধি ছিল না, চেতনের নিমিত্ত অগং প্রবর্তিত
 হয়, সেই অজ বুদ্ধির পূর্ক্শ অগং চেতনাধিষ্ঠিত
 ছিল। অগমধ্যে মনস্তের সত্তাবের জ্ঞান চেতন

চেতনাধিষ্ঠিতস্তৎ প্রবর্ততে শুণাস্তনা ॥ ৬৬
 কারণতাত্ত্বা কার্যং তদা তস্ত প্রবর্ততে ।
 বিষয়ে বিষয়িত্যচ্চ হর্থেহর্থিতাত্ত্বৈব চ ॥ ৬৭
 কালেন প্রাপণীয়েন ভেদান্ত কারণান্তকঃ ।
 সংসিদ্ধান্তি তদা ব্যক্তাঃ ক্রমেণ মহানগরঃ ॥ ৬৮
 মহতচ্চাপ্যহঙ্কারস্তম্ভাত্তেত্রিগাণি চ ।
 ভূতভেদান্ত ভেদেভ্যো অজ্ঞৈরে তে পরস্পরম্ ।
 সংনিদ্ধকারণং কাব্যং সত্য এব প্রবর্ততে ॥ ৬৯
 যথেষ্ট কস্ত টং ক্রমেণ কালং প্রবর্ততে ।
 তথা বিবৃন্তঃ ক্ষেত্রজঃ কালেনৈকেন কর্ণবা ॥ ৭০
 যথাক্রমকারে ঋদ্যোতঃ সহসা সম্প্রদৃশ্যতে ।
 তথা বিবৃন্তা হব্যক্তাং ঋদ্যোত ইব চোষণঃ ॥ ৭১
 স মহান্ সশরীরস্ত যত্রেবাগ্রে ব্যাবৃহতঃ ।
 উত্রেব সংস্থিতো বিধান্ সারশালামূখং স্থিতঃ ।
 মহান্ত তমলঃ পারৈ বৈসক্ণ্যান্দুবিভাব্যতে ।
 উত্রেব সংস্থিতো বিধান্ তমসোহন্তু ইতি শ্রুতিঃ

ও বুদ্ধি উভয়ে প্রবর্তিত হইলে চেতনাধিষ্ঠিত
 হইয়া বুদ্ধি শুণরূপে প্রবর্তিত হইতে থাকে।
 বিষয়ে বিষয়িত্ব, অর্থে অর্থিত্ব ও কাব্যে কারণত্ব
 হেতু তখন চেতন প্রবর্তিত হইয়া থাকে।
 এইরূপে কালব্যয় হইতে থাকিলে কারণান্তক
 অথচ বিভিন্ন ব্যক্ত পদার্থপরস্পরা উৎপন্ন হয়।
 ক্রমশঃ মহত্ত্ব প্রভৃতিরও উদ্ভব হইয়া থাকে।
 মহত্ত্ব হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে ভূত
 পদার্থ ও ইন্দ্রিয়বর্গ, ভূত পদার্থ হইতে ভূত-
 ভেদ; এইরূপ পরস্পর প্রাহুত হইতে থাকে।
 কেননা, কারণ সংসিদ্ধ হইলে কার্য তৎকালীন
 হয়। যেমন জনস্ত অঙ্গার উক্কতালে স্থাপিত
 হইলে এককালে প্রবর্তিত হইতে থাকে, সেই-
 রূপ ক্ষেত্রজ পুরুষ এককালে ও এক ক্রিয়ায়
 প্রকাশিত হন। ৫১—৭০। অত্ধকারে হঠাৎ
 যেরূপ ঋদ্যোতের আলোক প্রকাশিত হয়, সেই
 রূপ অব্যক্ত হইতে এই মগাপুরুষ প্রাহুত
 হইয়াছেন। সেই মহান্, বিধান্ সশরীর,
 ক্ষেত্রজ অগ্রে বধ্যা অবস্থিত হইয়াছিলেন,
 সেইস্থানেই তিনি সংস্থিত রহিয়াছেন। শ্রুতিতে
 এইরূপ উল্লিখিত আছে যে, সেই মহান্ বিধান্

বুদ্ধিবিবর্তমানস্ত প্রাহুর্ভূতা চতুর্বিধা ।
জ্ঞানং বৈরাগ্যমৈশ্বর্যং ধর্মশ্চেতি চতুর্বিধম্ ॥ ৭৩
সংসিদ্ধিকাত্বৈতানি সুপ্রতীকানি তস্ত বৈ ।
মহতঃ সশরীরস্ত বৈবর্ত্যাসং সিদ্ধিরূঢ়্যতে ।
অত্র শেতে চ বৎ পূর্ণ্যাসং ক্ষেত্রজ্ঞানমথপি বা ।
পূরীশতাচ্চ পুরুষঃ ক্ষেত্রজ্ঞানাসং সমুচ্যতে ॥ ৭৬
ক্ষেত্রজ্ঞঃ ক্ষেত্রবিজ্ঞানাসং ভগবান্ মতিক্রুচ্যতে ।
যস্মাদ্ভুবুধ্যা তু শেতে হ তস্মাদ্ভোধান্যকঃ স বৈ ।
সংসিদ্ধয়ে পরিগতং ব্যক্তব্যাক্তমঃ চ তনম্ ॥ ৭৭
এবং নিরুত্তিঃ ক্ষেত্রজ্ঞা ক্ষেত্রজ্ঞেনাভিসংহিতা ।
ক্ষেত্রজ্ঞেন পরিজ্ঞাতো ভোগোহয়ং বিষয়স্তিতি ॥
ঋষীভ্যোষ গভো ধাতুঃ ক্ষতো সত্যো তপস্তথ ।
এতৎসম্বিস্ততে তস্মিন্ ব্রহ্মণা স ঋষিঃ স্মৃতঃ ॥ ৭৯
নিরুত্তিমকালস্ত বুধ্যাব্যাক্তমৃষিঃ স্বয়ম্ ।
পরং হি ঋষতে যস্মাৎ পরমবিস্তৃতঃ স্মৃতঃ ॥ ৮০
গত্যাধাতুযতোর্জাতোর্মনিরুত্তিরাদিতঃ ।

পুরুষ অকাকারঃ অতর্ভাগে উৎপত্তিস্থানেই
অবস্থিত আছেন, কিন্তু তিনি তমোগিপ্ত হয়েন
নাই। সেই বিবর্তমান পুরুষ হইতে জ্ঞান
বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য ও ধর্ম এই চারিবিধ
বুদ্ধি প্রাহুর্ভূত হইয়াছিল। সেই সশরীর
মহত্ত্বের বিবর্তন হইতে সাংসিদ্ধিক ও
সুপ্রতীক নামে সিদ্ধি সমুৎপন্ন হয়। এই
শরীর-পূরীতে শয়ন করেন ও ক্ষেত্রজ্ঞান আছে
বলিয়া পূরী শয়ন হইতে পুরুষ ও ক্ষেত্রজ্ঞান
হইতে ক্ষেত্রজ্ঞ নাম হইয়াছে। ক্ষেত্রজ্ঞ
ভগবান্, ক্ষেত্রজ্ঞান আছে বলিয়া এই নামে
নিকৃপিত হন ও বুদ্ধি দ্বারা শরীর ধারণ করেন
বলিয়া বোধাত্মক বলা হয়। সৃষ্টিংসিদ্ধির অস্ত
ইনিই ব্যক্ত, অব্যক্ত ও অচেতনরূপে পরিণত
হইয়াছেন। ক্ষেত্রজ্ঞতা ক্ষেত্রজ্ঞ কর্তৃক অভি-
সংহিত হইলে নিরুত্তি ও বুদ্ধি, ক্ষেত্রজ্ঞকর্তৃক
পরিজ্ঞাত বিষয়সমূহ ভোগ্য হইয়া থাকে।
গমনার্থক ঋষ ধাতু হইতে 'ঋষি' পদটি নিস্পন্ন
হয়। বেদ, সত্য ও তপস্যার সত্য নিরুত্তে বলি।
ব্রহ্মা ইহাদিগকে ঋষি নাম দিয়াছেন। নিরুত্ত
সমকালে ঋষি স্বয়ং অব্যক্ত স্বরূপ হয়েন এবং

যস্মাদেন স্বয়ং তত্ত্বমাক্রান্তব্রীতা স্মৃতা ।
ঐশ্বর্যঃ স্বয়মুভূতা মানসা ব্রহ্মণঃ স্মৃতাঃ ॥ ৮১
যস্মাৎ হজতে মাতৈর্মহান্ পরিগতঃ পুরঃ ।
যস্মাদ্ভবন্তি বে ধীরা মহাত্মনঃ সর্বতো শুভৈঃ ।
তস্মাদ্ভবন্তিঃ প্রোক্তা বুদ্ধেঃ পরমদর্শিনঃ ॥ ৮২
ঐশ্বর্যাসং শুভান্তেবাং মানসাত্ত-বসাস্ত তে ।
অহঙ্কারং তমশ্চেব তাক্রু। চ ঋষিতত্ত্বতাঃ ॥ ৮৩
তস্মাদ্ভু ঋষন্তে বৈ কৃত্যদৌ তদ্বদর্শনাঃ ।
ঋষিপূত্রা ঋষীকাক্রু মৈথুন্যসার্ভসন্তবাঃ ॥ ৮৪
তস্মাদ্ভাপি চ সত্যক ঋষন্তে তে মহৌজসঃ ।
সত্যধরন্ততন্তে বৈ পরমাঃ সত্যদর্শিনঃ ॥ ৮৫
ঋষীনাং স্মৃতাশ্চে তু বিজ্ঞেয়া ঋষিপুত্রকঃ ।
ঋষন্তি বৈ ক্ষতং যস্মাদ্ভিশেষবাস্চেব তস্ততঃ ।
তস্মাৎ ক্ষতধরন্তেহপি ক্ষতস্ত পরিদর্শনাঃ ॥ ৮৬
অব্যক্তাত্মা মহাত্মা চাহঙ্কারাত্মা তেষেব চ ।

পরমগুণবুদ্ধ হইলে পরমর্ষি নামে আখ্যাত
হইয়া থাকেন। গতার্থ 'ঋষি' ধাতুর
অর্থ আনি হইতেই নিরুত্তি এবং স্বয়ং
উভূত বলিয়াও আত্মার ঋষিত্ব আছে,
কেননা, ঐশ্বর্য, স্বয়মুভূত ও মানসজাত ঋষিগণ
ব্রহ্মা হইতে জাত। ইহাদের সম্মান করণও
নষ্ট হয় না, তাই ইহারা মহান্ ও সর্বত্রব্যাপ্ত
শুভশালী হইয়া মহত্ব প্রাপ্ত হন এবং বুদ্ধির
পরম তত্ত্ব দেখিয়াছেন বলিয়া ইহারা পরমর্ষি
নামে অভিহিত হয়েন। ঋষিগণ ঐশ্বরের শ্রিয়,
তঁাহাদের জ্ঞানের অভ্যন্তর পর্যন্ত আনন্দরস
প্রবাহিত। তঁাহারা অহঙ্কার ও তমোগুণ পরি-
হার করিয়া ঋষিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই
জ্ঞাত ইহারা তত্ত্বদর্শক ঋষি বলিয়া বিখ্যাত,
ঋষির ঔরসে জাত পুত্র ঋষিক নামে অভি-
হিত হন। এই মহাতেজা ঋষিগণ বাস্তবিক
তস্মাদ্ভাগ করেন বলিয়া ইহারা পরম
সত্যদর্শন সপ্তর্ষি নামে অভিহিত। ৭১—৮৫।
ঋষিগণের পুত্রগণকে ঋষিপুত্রক বলিয়া আনি-
বেন এবং ইহারা বিশেষ করিয়া ক্ষতি
অধ্যয়ন ও পরিদর্শন করেন তঁাহাদিগকে, ক্ষতর্ষি
বলা হয়। অব্যক্তাত্মা, মহাত্মা, অহঙ্কারাত্মা

ভূতান্না চেন্দ্ৰিয়াণ্য চ তেবাং তজ্জ্ঞানমুচ্যতে ।
 ইতোতা পুৰিষাতীত্ৰ নামতিঃ পক্ বৈ শূণ্ । ৮৭
 তুশৰ্শ্বীচরিত্ৰিচ অত্রিঃ পুলহঃ ক্রতুঃ ।
 মনুর্দকো বশিষ্ঠশ্চ পুলস্ত্যশ্চৈতি তে দম ।
 ত্রক্ষণো মানসো হোত্ৰ উভূতাঃ সত্বমীশ্বরাঃ । ৮৮
 প্রবর্ত্ততে কৰেধম্মায়াং কাম্যাম্বদধম্মাঃ ।
 ঈশ্বর্য্যং হুশা'জ্জ্বং কৃষৎস্ত'ব্রিবোধত । ৮৯
 কাংবো বৃহস্পতিশ্চৈব বশ্চাপশোশনাক্ষবা ।
 উত্থো বামনেব'চ অপোজ্যটৈশিজ্ঞত্বা । ৯০
 কৰ্দমো বিপ্রবাঃ শক্তিবীৰ্য্যিলাস্তবা ধরাঃ ।
 ইতোতে কৃষঃ প্রোক্তা জ্ঞানতো ঋষিতাক্রতাঃ ।
 ঋষীপুত্রান্ কৃষকায়'জ্জর্ভোংপন্নাবিবোধত ।
 বৎসরো নগ্রহশ্চৈব ভারতাজন্তুধৈব চ । ৯২
 বৃহদ্ব্যঃ শরদ্ব্য'চ অগস্ত্যশ্চৌ'সজন্তবা ।
 ঋষীর্দীর্ঘতপাশ্চৈব বৃহদ্ব্য'শরদ্ব্যঃ । ৯৩
 বাজশ্রবাঃ হুবিষ'চ হুবাগ্ধেব'পরায়ণঃ ।
 দধীচঃ শম্মম'শ্চৈব রাজা বৈশ্রবন্তত্বা ।
 ইতোতে ঋষিণাঃ প্রোক্তান্তে সত্যাদ্বিতাক্রতাঃ ।

ভূতান্না ও ইন্দ্রিয়াণ্য এইগুলি তাঁহানিগের
 জ্ঞানের বিষয়। ইহা হইতে পক্‌নামে পক
 প্রকার ঋষি জাতি হইয়াছে। তুশ, মরীচি,
 অত্রি, অত্রিঙ্গা, পুলহ, ক্রতু, মনু, দক্ষ, বশিষ্ঠ
 ও পুলস্ত্য ত্রক্ষর এই দশটী মানস পুত্র স্বয়ং
 সমুৎপত্ত, এবং সর্গ ঐশ্বর্য্যমশ্বর। ঋষি হইতে
 মহান্ উৎপন্ন বলিয়া ইহাঁদিগকেই মণ্ডি
 বলা হয়, এই ঋষিদগকেই ঈশ্বরের পুত্র
 বলা যায়। শুক্র, বৃহস্পতি, বশ্চাপ, উশনা,
 উত্থা, বামনেব, অপোজ্য, ঐশিজ, কৰ্দম,
 বিপ্রবা, শক্তি, বালখিলা ও ধরা ইহারা ঋষি
 বলিয়া বিদিত, ইহারা জ্ঞান লাভ করিয়া পুত্র
 লাভ করিয়াছেন। ঋষিপুত্রানিগের জর্ভোংপন্ন
 ঋষিপুত্র ঋষিকনিগের নাম প্রবণ করন। বৎসর,
 শরদ্ব, ভারতাজ, বৃহদ্ব্য, শরদ্বান্, অগস্ত্য,
 ঔত্রিচ, দীর্ঘত্মা, বৃহদ্ব্য, শরদ্ব, বাজশ্রবা,
 হুবিষ, হুবাগ্ধেবপরায়ণ, দধীচ, শম্মদ্বান্ ও রাজা
 বৈশ্রবন্ত ইহারা ঋষিগণ। সত্য বশে ইহারা

ঈশ্বর ঋষিকট্টের বে চাত্রে বৈ তথা স্মৃতাঃ ।
 এতে মনুভূতঃ সর্কে কৃৎশশান্তাবিবোধত । ৯৫
 তুশঃ কাব্যঃ প্রচেতাশ্চ দধীচো হ্যাত্মবানপি ।
 ঔর্কোহথ জমদগ্নি'চ বিদঃ সারস্বতত্বা । ৯৬
 অষ্ট্রিষেণো হু প'চ বীড়হব্যঃ হুমেধসঃ ।
 বৈব্যঃ পৃথুদিবোদাসঃ প্রবারো গৃৎসম্বদন্তঃ ।
 একোনা'ব'শ'নিত্যেতে কৃষ্যো মনুবা'দনঃ । ৯৭
 অ'জরা বেধদট্ট'চ ভারতাজোহথ ব'কলিঃ ।
 ওষা'মুত্বা পার্গ্যঃ শেনী সংজু'তরেব চ । ৯৮
 পুরুকুৎসে হথ মাকাতা অশ্রবীষন্তুধৈব চ ।
 আহার্যোহথাজমীচ'চ ঋষভো বলিবেব চ । ৯৯
 পৃথগ্ধো বিক্রপ'চ কব'চৈব মুদগলঃ ।
 ধুবনাঃ পৌকুৎস'নয়নসদ্ব্যঃ সদহ্যমান্ । ১০০
 উত্থা'চ ভারতাজত্বা বাজশ্রবা অপি ।
 আযাপ্য'চ হুবিষ'চ বামনেবন্তুধৈব চ । ১০১
 ঔ'শ'জ্জ্ব'বৃহদ্ব্য'চ ঋষির্দীর্ঘতপাত্বা ।
 কক্ষীবা'চ ত্রাক্ষ'শ'চ স্মৃতা অ'জরসো বরাঃ ।
 এতে মনুভূতঃ সর্কে ক'শপা'শ্চ নিবোধত । ১০২
 কাশ্চপট'চ বৎসারো বিপ্রমো বৈজ্ঞা এব চ ।

ঋষি লাভ করিয়াছিলেন। ঈশ্বর, ঋষিকণ
 ও তৎসদৃশ যাহারা আছেন, তাহারা সকলেই
 মনুপ্রপেতা, তাহাদের কথা বিশেষরূপে বলি-
 তেছি প্রবণ করন। তুশ কাব্য, প্রচেতাঃ,
 দধীচ, আত্মবান্, ঔর্ক, জমদগ্নি, বিদ, সারস্বত,
 অষ্ট্রিষেণ, অপক্লপ, বীড়হব্য, হুমেধাঃ, বৈব্য,
 পৃথু দিবোদাস, প্রবার, গৃৎসম্বদ ও নভঃ এই
 একোনা'ব'শ'নিত্যেতে কৃষি মনুবা'দী। অত্রিঙ্গা,
 বেধদ, ভারতাজ, বাকলি, অমৃত, পার্গ্য, শেনী,
 সংজুতি, পুরুকুৎস, মাকাতা, অশ্রবীষ, আহার্য,
 অজমীচ ঋষভ, বলি, পৃথগ, বিক্রপ কব,
 মুদগল, ধুবনা, পৌকুৎস, জসদহ্য, সদহ্য-
 মান্, উত্থা ভারতাজ, বাজশ্রবা, আযাপ্য,
 হুবিষ, বামনেব, ঔশিষ, বৃহদ্ব্য, দীর্ঘতপা
 ও কক্ষীবা' এই একাত্তর'চ অ'জরসের
 পুত্র। এই প্রেষ্ঠ ঋষিপুত্রগণ মনুপ্রপেতা।
 অশ্রবীষ ক'শপুত্রানিগের কথা প্রবণ করন।
 ৯৫-১০২। কতপ, বৎসার, বিপ্র, বৈজ্ঞা

অনিতো দেবগঠৈশ্চ যদেতে ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ ১০০
অত্রির্জিননৈশ্চ শ্রামবান্শ্চাধ নিষ্টুরঃ ।
বল্গুতকো মুনির্দীঘাংস্তথা পূর্ষাতিথিঃ চ ॥
ইতোতে চাত্তয়ঃ প্রোক্তা মন্ত্রক'রা মহর্ষয়ঃ ॥ ১০৪
বসিষ্ঠৈশ্চ শ'ক্রি'শ্চ তথৈব চ পরাশরঃ ।
চতুর্থ ইন্দ্রপ্রমতিঃ পকমন্ত ভরদ্বজঃ ॥ ১০৫
যষ্ঠক মৈত্রাবরুণঃ কুণ্ডিনঃ সপ্তমস্তথা ।
সূহ্যস্চাষ্টমশ্চৈব নবমোহথ বৃহস্পতিঃ ।
দশমন্ত ভরদ্বজো মন্ত্রব্রাহ্মণকারকঃ ॥ ১০৬
এতে চৈব হি কর্তারো বিধর্ম্মধর্ম্মসকারিণঃ ।
লক্ষণং ব্রাহ্মণৈশ্চত'হহিতং সর্ষশাধনাম্ ॥ ১০
হেতুহিতৈঃ স্মৃতে ধ'তোর্ধর্ম্মহিত্যানিতম্পরৈঃ ।
অথবার্ধপরিপ্রাপ্তেহিনোভেগতিকর্ম্মণঃ ॥ ১০৮
তথা নির্ম্মচনং ক্রায়াব্যাক্য'স্তাবধারণং ।
নিদ্ভাস্ত'মাহরাচার্য্য যদোবানিন্দ্যতে বচঃ ॥ ১০৯
প্রপূর্ষাক্ষংসতের্ধ'তোঃ প্রশংসা শুণবন্তয়া ।
ইদন্তুমিনব্রেন মত্যানিচ'ত্য সংশয়ঃ ॥ ১১০

অসিত ও দেবল এই ছয়জন কান্তপ; ইহাঁরা ব্রাহ্মবাদী। অত্রি, অর্জিনন, শ্রামবান্, নিষ্টুর, বল্গুতক, ধীমান্ ও পূর্ষাতিথি, ইহাঁরা সকলেই অত্রির পুত্র মহর্ষি ও মন্ত্রপ্রণয়ন কর্তা। বসিষ্ঠ, শ'ক্রি, পরাশর, চতুর্থ ইন্দ্র-প্রমতি, পকম ভরদ্বজ, যষ্ঠ মৈত্রাবরুণ, সপ্তম কুণ্ডিন, অষ্টম সূহ্যস, নবম বৃহস্পতি ও দশম ভরদ্বাজ; ইহাঁর মন্ত্র ও ব্রাহ্মণলক্ষণিতা। ইহাঁরাই মন্ত্রাদির কর্তা ও বিধর্ম্মের ধর্ম্মস-কারক। ইহাঁরা সমস্ত ব্রাহ্মের ও বেদশাস্ত্রের লক্ষণ করিয়াছেন। ইহা মন্ত্রের হেতু অর্থ-বোধক হি ধাতু হইতে নিম্ন। বিনি শক্র-দিগের অভ্রাণয় বিনষ্ট করেন অথবা হি ধাতু অর্থ্যং যাহা হইতে গতি ও কাধের প্রাপ্তি হয়, তাহার নাম ব্রহ্ম বা বেদ। বাক্যের অর্থ অবধারণ করার নাম নির্ম্মচন ও যাহাতে বাক্য নিদ্ভাস্ত হইয়া যায়, তাহাকে আধেয়া নিন্দা বলেন। প্রপূর্ষাক্ষ শংস ধাতু হইতে প্রশংসা পদ নিম্ন হইয়াছে। ইহাশ্র অর্থ—শুণ প্রকাশ। 'ইহা একরূপ কিম্বা অন্তরূপ' এই

ইদমেব বিধাতব্যমিত্যয়ং বিধিরূঢ়্যতে ।
অন্তস্তাত্ত চোক্তবান্ধুধাঃ পরমতিঃ স্মৃতা ॥
যো হ্যাত্ততরোক্তশ্চ পুরাকল্পঃ স উচ্যতে ।
পুরা বিক্রান্তবাহিত্যং পুরাকল্পত কল্পম ॥ ১১২
মন্ত্রত্ব লক্ষণকল্পে মন্ত্রমৈঃ শুদ্ধবিস্তারৈঃ ।
অনিচ'ত্য কৃত্যমাহর্ষ্যবধারণকল্পনাম্ ॥ ১১৩
যথা হীনস্তথা তথৈ ইদং বাপি তথৈব তৎ ।
ইতোহ হ্যাপদেশে'হয়ং লক্ষণো ব্রাহ্মণস্ত তু ॥
ইত্যোতদ্ব্রাহ্মণস্তানো বিহিতং লক্ষণং বৃধৈঃ ।
তস্ত তদ্ব্রাহ্মণদ্বিতীয়া ব্যাখ্যাণাভূপনং বিতৈঃ ॥
মন্ত্রাণাং কল্পনৈব বিধিনৃষ্টেষু কল্পহ ।
মন্ত্রো মন্ত্রপদার্থে'ত্রাহ্মণো ব্রাহ্মণেহবদ্যম্ ॥
অল্লাক্ষরমস্ফিটম সারবৎ বিবর্তোমুখম্ ।
অস্তোভমনবদ্যক সূত্রং সূত্রবিশো বিহঃ ॥ ১১৭
ইতি ব্রহ্মণ্ডে মহাপুরাণে ঋষি'ক্ষণঃ নাম
পঞ্চাশত্তিমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬৫

অনিচ'য়, তা'হ'র নাম সংশয়। 'ইহা এইরূপে অবশ্যই করিবে' এই নির্দেশ করার নাম হইল বিধি এবং অপ'রের বাক্য অপ'র কর্তৃক কথিত হইলে তাহাকে পরমতি বলে। যাহা প্রাচীন উক্তি, তাহাকে পুরাকল বলে। প্রাচীন কার্য-কলাপ বলিবার নিমিত্ত পুরাকলে স্মৃতি হই-য়াছে। মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের দ্বায় শুদ্ধ ও বিস্তার নিগম হইতে অবধারণ কর'কে ব্যবধারণ বলনা বলে। 'ইহা বেক্রপ, এইটীও সেইরূপ, এইটী অপ'রের মত' ইত্যাদি পরস্পরের ঐক্যানৈক্য উপদেশ দশম ব্রাহ্মণ নামে নির্দিষ্ট। পূর্ষে বৃধগণ ব্রাহ্মণের এইরূপ লক্ষণ নিরূপণ করিয়া-ছেন। বিব্রূপণ কর্তৃক তাহার ব্যাখ্যানের নাম বৃদ্ধ। বিধিবৃষ্ট কর্ণে মন্ত্রের কল্পনা আছে। মন্ত্র হইতে মন্ত্র ও ব্রাহ্ম রক্ষা করে বলিয়া ব্রাহ্মণ সিদ্ধ হইয়াছে। অল্লাক্ষর অসঙ্কেত, সারবান্, সর্ষতঃ প্রসারী অন্তোভ, অনিন্দ্য নিঃসবন্ধনকে সূত্রবেদান্তগন সূত্র বলেন। ১০০—১১৭।

পঞ্চাশত্তিম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৫

ষট্‌ষষ্ঠিতমোহধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

ঋষয়স্তবচঃ শ্রুত্বা সূতমাহঃ সূতস্তরম্ ।

কথং বেদাঃ পুরা ব্যস্তান্ত্রমো ব্রহ্মি মহামতে ॥ ১

সূত উবাচ ।

ত্বাপরে তু পরাবৃত্তে মনোঃ স্বায়ত্ত্ববেহন্তরে ।

ব্রহ্মা মনুম্বাচেদন্তরদিষ্যে মহামতে ॥ ২

পরবৃত্তে যুগে তাত স্বল্পবীৰ্য্য বিজ্ঞাতয়ঃ ।

সংবৃত্তা যুগ-দোষেণ সৰ্ব্বৈ চৈব যথাক্রমম্ ॥ ৩

ভ্রম্মানং যুগবশাদল্লশিষ্টং হি দৃশ্যতে ।

দশসাহস্রভাগেন হাবশিষ্টং কৃতানিদম্ ॥ ৪

বীৰ্য্যং তেজো বলং বাক্যং সৰ্ব্বকৈব প্রবশ্চতি ।

বেদবেদা হি কার্য্যাঃ স্মার্মাভূদেদবিনাশনম্ ॥ ৫

বেদে নাশমন্ত্রপ্রাপ্তে যজ্ঞো নাশং গমিষ্যতি ।

যজ্ঞে নষ্টে দেবনাশস্ততঃ সৰ্ব্বং প্রবশ্চতি ॥ ৬

আদ্যো বেদশ্চতুস্পাদঃ শতসাহস্রসংজ্ঞিতঃ ।

পুনর্দশগুণঃ কৃত্যন্তো যজ্ঞো বৈ সৰ্ব্বকামধুক্ ॥ ৭

ষট্‌ষষ্ঠিতম অধ্যায় ।

ঋষিগণ এই সকল ত্বনিয়া সূতকে কহিলেন, হে মহামতে ! পূর্বে বেদ কি হেতু পৃথক পৃথক হইয়াছিল, তাহা আমাদিগকে বলুন। সূত বলিলেন স্বায়ত্ত্ব মনস্তরে ত্বাপর যুগ বিগত হইলে ব্রহ্মা মনুকে যাহা যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা কহিতেছি। ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন, হে মহাত্মা! তাত! যুগ পরিবর্তিত হওয়ায় সমস্ত বিজ্ঞাতি যুগলোষে যথাক্রমে স্বল্পবীৰ্য্য হইয়াছেন। বীৰ্য্য, তেজঃ, বল বাক্য সকলই যুগলোষে ক্ষীণ হইতে হইতে কৃতযুগের দশ-সংস্র ভাগের একভাগমাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে ইহাও নষ্ট হইয়া যাইবে। অতএব বেদবিহিত কার্য্য আরম্ভ হউক, যেন বেদ বিধ্বংস না হয়। বেদ বিনষ্ট হইলে যজ্ঞ নষ্ট এবং বল নষ্ট হইলে দেব নষ্ট হইবে, তাহা হইলে আর কিছুই থাকিবে না, সমস্তই নষ্ট হইয়া যাইবে। এক বেদ চতুস্পাদ, পরে শত সংস্র ভাগে বিভক্ত ও পুনর্দশ তাহার দশগুণ বিভক্ত ও

এব তত্ত্বভেদাত্মা মনুলোকহিতে রতঃ ।

বেদমেতৎ চতুস্পাদং চতুর্ভা ব্যস্তম্ প্রভুঃ ॥ ৮

ব্রহ্মণো বচনাভ্যত লোকানাং হিতকাম্যয়া ।

তদিতং বর্তমানেন যুগাৎ বেদকল্পনম্ ॥ ৯

মবতরণে যথ্যামি ব্যতীতানাং এককল্পনম্ ।

প্রত্যক্ষেন পরোক্ষং বৈ তদ্বিবোধত সন্তয়াঃ ॥ ১০

অগ্নিন্ যুগে কৃতো ব্যাসঃ পারাশর্য্যঃ পরম্পরাঃ ।

দ্বৈপায়ন ইতি ত্বাতো বিকোরংশঃ প্রকীর্তিতঃ ॥

ব্রহ্মণা চোদিতঃ সোহাম্মন বেদং ব্যস্তং প্রচক্রে মে

অথ শিষ্যান্ স জগ্ৰাহ চতুরো বেদকারণাং ॥ ১২

জৈমিনিক স্মৃত্যকং বৈশম্পায়নমেব চ ।

পৈলন্তেবাং চতুর্থন্ত পকমং লোমহর্ষণম্ ॥ ১৩

ঋগ্বেদপ্রবক্তারং বৈশম্পায়নমেব চ ॥ ১৪

যজুর্বেদপ্রবক্তারং বৈশম্পায়নমেব চ ॥ ১৫

জৈমিনিং সামবেদার্থপ্রবক্তারং সোহম্পাদ্যত ।

ও ধৈবাবর্ক্য বদন্ত স্মৃত্যকমৃষিগণম্ ॥ ১৬

ইতিহাসপুরাণত বক্তারং সম্যগ্বেব হি ।

যজ্ঞ সকল কামধুক হউক। ব্রহ্মার বাক্য

ত্বনিয়া লোকহিতনিরত প্রভু মনু 'তবাস্ত' বলিয়া

লোকের হিতার্থা ব্রহ্মার বচনানুসারে অস্তিত্ত

একমাত্র বেদকে চতুর্ভা বিভক্ত করিয়াছিলেন।

হে তাত! বর্তমান যুগে তাহাই তোমরা বিভিন্ন

বেদরূপে কল্পনা কর। হে সাধুপ্রবরগণ! অতীত

মবতরের সেই সকল বেদ কল্পনা পরোক্ষ

হইলেও আমি এক্ষণে প্রত্যক্ষরূপে তোমাদিগকে

বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১—১০। এই বলিযুগে

দ্বৈপায়ন নামে খ্যাত, বিষ্ণুর অংশ বলিয়া

কীর্তিত পরাশরপুত্র ব্যাস ব্রহ্মা কর্তৃক অনু-

জ্ঞাত হইয়া বেদ বিভাগ করিতে আরম্ভ

করেন। ব্যাসদেব বেদবিভাগের নিমিত্ত

চারিজন শিষ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।

জৈমিনি, স্মৃত্যক, বৈশম্পায়ন ও পৈল এই

চারিজন ও পকম লোমহর্ষণ। কপেন

প্রাবক পৈলকে বিধিপুস্তক গ্রহণ করিয়া-

ছিলেন। যজুর্বেদবক্তা বৈশম্পায়নকে, সাম-

বেদার্থকপ্রবক্তারং জৈমিনিকে, অধর্ষ্যধেনুর

জ্ঞাত সত্যম স্মৃত্যকে ও সম্যক ইতিহাস

মার্কৈব প্রতিজ্ঞগ্রাহ ভগবানীশ্বরঃ প্রভুঃ ॥ ১৬
এক আশীদ্যজুর্বেদস্তকতুর্দ্বা ব্যকল্পয়ৎ ।
চতুর্হোত্রমভুত্বাশ্বিনে বজ্রমবলয়ৎ ॥ ১৭
অধর্ষ্যবৎ বজুর্ভিষ্ম ঋগভির্হোত্রং তপৈব চ ।
উদ্‌গাত্রং সামভিচ্চক্রে ব্রহ্মত্বক্যাপ্যধর্ষভিঃ ।
ব্রহ্মত্বমকরোদ্ যজ্ঞে বেদোদধর্ববেন তু ॥ ১৮
ততঃ স ঋচমুক্ত্য ঋগেনং সমকল্পয়ৎ ।
হোতৃকং কল্পাতে তেন বজ্রবাহুং জগদ্ধিতম্ ॥ ১৯
সামভিঃ সামবেদকং তেনোদ্‌গাত্রমরোচয়ৎ ।
রাজস্বধর্ববেদেন সর্ষকর্ষ্যপ্যাকরয়ৎ ॥ ২০
আধ্যাতৈনচাপ্যপাধ্যাতৈর্গাথাভিঃ কুলকর্ষ্যভিঃ ।
পুরাণসংহিতাক্ষে পূর্বাপাথবিশাশ্বদঃ ॥ ২১
যজ্ঞিষ্ঠৈস্ত বজুর্ক্বেদেতেন যজ্ঞমবায়ুত্বং ।
যুজ্ঞানঃ স যজুর্বেদ ইতি শাস্ত্রবিশিষ্টয়ঃ ॥ ২৩
পদানামুক্ত ত্বাচ্চ বজুংবি বিবমাণি বৈ ।

ও পুরাণ বলিবার জ্ঞান আমাকেও ভগবান্ বেদব্যাস শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন। একমাত্র বজুর্ক্বেদ ছিল, তাহাকে তিনি চারিভাগে বিভক্ত করিলেন, তাহাতে চাতুর্হোত্র হইল। তাহা হইতে যজ্ঞ বলনা করেন। বজুর্ক্বেদ হইতে অধর্ষ্য সকল, ঋক্ হইতে হোত্র, সাম হইতে উদ্‌গাত্র ও অধর্ষ্য বেদ হইতে যজ্ঞে ব্রহ্ম হইতে নির্দেশ করিয়াছিলেন। অনন্তর তিনি ঋক্ সমুদায় উদ্ধৃত করিয়া ঋক্বেদ বলনা করেন ও তাহা হইতে জগৎহতকর বজ্রবাহ হোতা বলিত হয়। সাম হইতে সামবেদ ও তাহা হইতে উদ্‌গাত্র রচনা করেন এবং অধর্ষ্যবেদ অনুসারে রাজাদিগকে সকল যজ্ঞকর্মে নিযুক্ত করান। পূর্বাপাথ ও ব্রহ্ম পণ্ডিতগণ আধ্যান, উপাধ্যান ও কুলধর্ম বা কুলচারের সহিত পুরাণসংহিতা রচনা করিয়াছেন। বাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহা দিয়া যজুর্ক্বেদে যজ্ঞ বিধির যোগ করা হয়। এই জ্ঞান সেই বজুর্ক্বেদ যুজ্ঞান নামে অভিহিত জ্ঞানিবে। শাস্ত্রের নিশ্চয় এইরূপই। যজুর্ক্বেদের অনেকগুলি পদ উঠাইয়া দেওয়া হয় বলিয়া তাহা বিবম বা ছন্দোহীন হইয়াছে।

স তেনোক্ত বীর্ঘ্যস্ত ঋত্বিগৃভির্বৈদপারগৈঃ ।
প্রযজাতে অশ্বমেধস্তেন বা যুজাতে তু সঃ ॥ ২৩
ঋচো গৃহীত্বা পৈঃ স্ত ব্যতজ্ঞত্বাদ্বিধা পুনঃ ।
বিঃকৃত্বা সংসূগং চৈব শিষ্যাত্ম্যমদনং প্রভুঃ ২৪
ইন্দ্রপ্রমতয়ে চৈকায় বিতীয়ং বাক্যনয় চ ।
চতুশ্চঃ সংহিতাঃ কৃতা বাকলবিজসমুদয়ঃ ।
শিষ্যানধ্যাপয়ামাস শুশ্রূষাভিরতান্ হিতান্ ॥ ২৫
বোধস্ত প্রথমাং শাখাং বিতীয়ামগ্নিমার্থম্ ।
পরামহং তৃতীয়াক্ষ যাজ্ঞবল্ক্যমধ্যপরাম্ ॥ ২৬
ইন্দ্রপ্রমতিরেকান্ত সংহিতাং বিজসমুদয়ঃ ।
অধ্যাপয়ন্ মহাভাগং মার্কণ্ডেয়ং যশাস্বনম্ ॥ ২৭
সত্যশ্রবসমগ্র্যাস্ত পুত্রং স তু মহাবিশাঃ ।
সত্যশ্রবাঃ সত্যহিতং পুনরধ্যাপয়দ্‌বিভুঃ ॥ ২৮
সোহপি সত্যতরং পুত্রং পুনরধ্যাপয়দ্‌বিভুঃ ।
সত্যশ্রিয়ং মহাত্মনং সত্যধর্মপরায়ণম্ ॥ ২৯
অভবন্তস্ত শিষ্য বৈ ত্রয়শ্চ হুমহোজসঃ ।
সত্যশ্রিয়স্ত বিবাসঃ শাস্ত্রগ্রহণতৎপরঃ ॥ ৩০

তাহাতে বেদপারগ ঋত্বিগুণব কর্তৃক উক্ত ত-বীর্ঘ্য অশ্বমেধ যজ্ঞ প্রযুক্ত হয়। অথবা অশ্বমেধ যজ্ঞ দ্বারাই বেদ যুক্ত হয়। পৈল ঋষি মন্ত্রগুলি লইয়া দুই ভাগে বিভক্ত করেন এবং পরে আবার দুই ভাগে বিভাগ ও পুনর্বার সংযোগ করিয়া শিষ্যগুণকে সমর্পণ করেন। ইন্দ্রপ্রমতি নামে শিষ্যকে একটি ও বাকুলকে বিতীয়ী অর্পিত হয়। বিজশ্রেষ্ঠ বাকুলি চারিখানি সংহিতা প্রদান করিয়া শুশ্রূষানিরত, হিতাকাজী শিষ্যদিগকে পড়াইয়াছিলেন। বোধ নামক শিষ্যকে প্রথম শাখা, অগ্নিমার্থর নামে শিষ্যকে বিতীয় শাখা, পরামহকে তৃতীয় শাখা ও যাজ্ঞবল্ক্যকে চতুর্থ শাখা পড়ান হয়। ব্রাহ্মণের ইন্দ্রপ্রমতি মহাভাগ যশসী মার্কণ্ডেয়কে একটি সংহিতা অধ্যয়ন করান। ১১—২৭। মহাবিশাঃ মার্কণ্ডেয় জ্যেষ্ঠ হুত সত্যশ্রবকে, সত্যশ্রবা সত্যহিতকে, সত্যহিত নিজ হুত সত্যতরকে এবং বিভু সত্যতর মহাত্মা সত্যধর্মরত সত্যশ্রীকে অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। তেলখী সত্যশ্রীর

শাকল্যঃ প্রথমস্তেবাং তস্মাদিন্যো রথন্তরঃ ।
বাকলিঃ তরঙ্গাচ্চ ইতি শাখাপ্রবর্তকঃ ॥ ৩১
দেবমিত্তস্ত শাকল্যো জ্ঞানাহঙ্কারগর্ষিতঃ ।
জনকস্ত স যজ্ঞে বৈ বিনাশমগমদ্বিজঃ ॥ ৩২
শাংশপায়ন উবাচ ।

কথং বিনাশমগমং স মুনির্জ্ঞান-গর্ষিতঃ ।
জনকস্তাশ্বমেধেন কথং বাণো বভূব হ ॥ ৩৩
কিমর্থকাতববাদঃ কেন সাক্ষিমথাপি বা ।
সক্সমেদ্যধারস্তমাচক্ষু বিদিতস্তব ।
ঋষীণাস্ত বচঃ শ্রুত্বা তদুত্তরমথাববীং ॥ ৩৪
স্বত উবাচ ।

জনকস্তাশ্বমেধে তু মহানাসীৎ সমাগমঃ ।
ঋষীণাস্ত সহস্রাণি তত্রাজগুরনেকশঃ ।
রাজর্ষের্জনকস্তাথ তং যজ্ঞং হি দিদ্মকথঃ ॥ ৩৫
আগতান্ ব্রাহ্মণান্ দৃষ্ট্বা জিজ্ঞাসাত্তবস্ততঃ ।
কো যেষাং ব্রাহ্মণঃ শ্রেষ্ঠঃ কথং মে নিশ্চয়ো
ভবেৎ ।

ইতি নিশ্চিত্য মনসা বুদ্ধিং চক্রে জনাধিপঃ ॥ ৩৬

শাকল্য, রথন্তর, বাকলি ও তরঙ্গাচ্চ এই চারিজন বিদ্বান্ শিষ্য ছিল। ইহারা সকলেই অধ্যয়নপরায়ণ ও শাখাপ্রবর্তক। দেবমিত্ত শাকল্য জ্ঞান ও অহঙ্কারে গর্ষিত হইয়া জনকের অশ্বমেধে বিনাশ পাইয়া-
ছিলেন। শাংশপায়ন বলিলেন, জ্ঞানগর্ষিত শাকল্য মুনি কি প্রজ্ঞা বিনষ্ট হন, জনকের অশ্ব-
মেধে বিবাদ হইবার কারণ কি এবং কাহার সহিত কেন বিষয় লইয়া বিবাদ হইয়াছিল? এই সকল বিষয় আমাদিগকে বলুন, আপনি ইহা'র সমস্তই জানেন। সকল ঋষিগণের অভিমত বাক্য শুনিয়া তাহার উত্তর বলিগ-
ছিলেন। স্বত বলিলেন, জনকের অশ্বমেধ যজ্ঞে বহু লোকের সমাগম হয়। ইহাতে বহু সহস্র ঋষি রাজর্ষি জনকের যজ্ঞ দেখিবার বাসনা প্রাপন্ন হইলেন। তৎপর মহারাজ জনক বহুতর ব্রাহ্মণকে সভাপতি দেখিয়া চিন্তা করি-
লেন যে, ইহাদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তি শ্রেষ্ঠতম? তাহা আমি কিরূপে জানিতে

গবাং সহস্রমাদায় শুব্বমধিকং ততঃ ।
গ্রামান্ রহ্মানি দাসাংচ মুনীন্ শ্রাহ নরাধিপঃ ।
সক্সানহং শ্রপন্নোহস্মি শিরসা শ্রেষ্ঠভাগিনঃ ॥ ৩৭
যদেতদাহুতং বিস্তং যো বা শ্রেষ্ঠতমো ভবেৎ ।
তস্মৈ তদুপনীতং হি বিদ্যা'বিস্তং দ্বিজোত্তমঃ ॥ ৩৮
জনকস্ত বচঃ শ্রুত্বা মুনয়স্তে শ্রুতকথাঃ ।
দৃষ্ট্বা ধনং মহাসারং ধনরক্ষা জিঘৃকথঃ ।
স্পর্ধিত্বাক্রুদ্ধোহুগ্ধঃ বেদজ্ঞানমনোযুগাঃ ॥ ৩৯
মনসা গতবিস্তান্তে ময়েনং ধনমিত্যুত ।
মমৈবৈতন্নবেতাহো ক্রুহি কিং বা বিকল্পতে ।
ইত্যেবং ধনদোষণে বাগাংচকুরনেকশঃ ॥ ৪০
তথাত্তস্তত্র বৈ বিদ্বান্ ব্রহ্মণ্যহ-স্বতঃ কথিঃ ।
যজ্ঞবল্ক্যো মহাতেজাস্তপস্বী ব্রহ্মবিস্তমঃ ॥ ৪১
ব্রহ্মণোহস্মাং সমুৎপন্নো বাক্যং প্রোবাচ সুধরম্
শিষ্যং ব্রহ্মবিদাং শ্রেষ্ঠো ধনমেতদগৃহাণ তোঃ ॥
নয়স্ব চ গৃহং বৎস মমৈতন্নাত্র সংশয়ঃ ।

পারিষ। অনস্তর তিনি মনে মনে আলো-
চনা করিয়া এক উপায় স্থির করিলেন। সেই
নরপতি সহস্র গো, ততোধিক সূ'র্ণ অনেক-
গুলি গ্রাম, বহুতর দাস ও রহ্মাণি লইয়া
মুনীগণের নিকটে গিয়া কহিলেন, হে দ্বিজো-
ত্তমগণ! আমি এই সমস্ত জ্যে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ-
গণের জন্য গ্রহণ করিলাম, আমি বিদ্যাবতার
জন্য উৎসর্গ করিয়া যে সমস্ত ধন আনিয়াছি,
তাহা আপনাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সর্কাপেক্ষা
বিদ্বান্ ও শ্রেষ্ঠতম, তিনিই গ্রহণ করিবেন।
বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ জনকরাজের এই কথা
শ্রবণে বহুতর অত্যন্ত ধন দেখিয়া ধনের
বাহুল্যবশতঃ সকলেই তাহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা
করিলেন। সকলেই বেদজ্ঞানমতে উন্নত
হইয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি স্পর্ধা করিতে
লাগিলেন। তাহারায় মনে মনেই ধন গ্রহণ কল্পিয়া
'এই ধন আমার, এই ধন আমার' এইরূপ
বলিতে লাগিলেন। ২৮-৪০। অন্য ব্যক্তি বলিলেন
'এই ধন আমার, তোমরা ইহাতে সন্দেহ করি-
তেছ কেন? তাহা প্রকাশ করিয়া বল' এই
রূপে সেই ব্রাহ্মণগণ ধনদোষে বহু বাগামুখান

সর্বপ্রদেশে বস্তা নাক্তকশিত্তে মনঃসমঃ ॥৪০
 ১। বা ন প্রীগন্তে নিপ্রঃ স ন্য হুতু মা বচিরম্ ।
 ততো ব্রহ্মার্ববঃ ক্ষুদ্রঃ সমুদ্ভবঃ সংপ্রবঃ ।
 ২। তানুবাচ ততঃ পশ্চো যজ্ঞবল্ক্যোঃ হসন্নিবঃ ॥ ৪১
 ক্রোধঃ বা কাসু বিধাংসো ভবন্তঃ সত্যবাদিনঃ ।
 বহুশ্রদ্ধে ধায়ুক্তঃ জিজ্ঞাসুঃ পঃস্পরম্ ॥ ৪২
 ততোহভূতাপাগমন্তেষাং বাণ জঘূনেকশঃ ।
 সহস্রাভ্যুত্তৈঃ স্তম্ভৈঃ স্তম্ভাংশনসমুদ্রৈঃ ॥ ৪৩
 লোকৈঃ বেদে তথ্যোক্তে বধ্যাস্ত নৈরনুজ্ঞাতাঃ ।
 শাপোত্তম-গুণৈর্ভুক্তা নৃপাণাং বর্জিতাঃ ।
 বাণাঃ সমভবন্তু ধনঃতোর্মহান্নাম্ ॥ ৪৪
 ঋষয়স্তে কতঃ সর্কে যাজ্ঞবল্ক্যস্তথৈকতঃ ।
 সর্কে তে মুনয়ন্তেন যাজ্ঞবল্ক্যেন দীমতা ।

করিলেন। অনন্তর সেইখানে বেদবিদগণের
 অগ্রগণ্য ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞঃ মহাতেজাঃ ও মহাকবি
 বিদগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম, ব্রহ্মার অঙ্গসম্ভব,
 মহাতপস্বী, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য স্বীয় শিষ্যকে ক'হ-
 লেন, বৎস! এই ধন আমার, তাহাতে আর
 সংশয় নাই, তুমি এই ধন গ্রহণ করিয়া আমার
 গৃহে লইয়া যাও। আমি সমুদ্রার বেদ অধ্যয়ন
 করিয়া অধ্যাপনা করিয়াছি, আমার ন্যায় বেদজ্ঞ
 কেহই নাই; যদি কোনও বিপ্র ইহাতে প্রীত
 না হন, তিনি বিচারার্থ আমাকে আহ্বান
 করুন। যাজ্ঞবল্ক্যের সেই কথা শুনিয়া প্রলম্ব-
 কালীন সাগরের ন্যায় সেই ব্রাহ্মণ্যর্ব ক্রোধে
 সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন। তখন নির্মলাত্মা
 যাজ্ঞবল্ক্য উপহাস করিয়াই যেন কহিলেন,
 আপনারা সত্যবাদী ও বিদ্বান্, আপনারা ক্রোধ
 করিবেন না। পরস্পর বাহা জিজ্ঞাসিতেছেন,
 আমি তাহার বখাযোগ্য উত্তর দান করি-
 তেছি। তৎপরে তাঁহাদিগের বহু বাদানু-
 বাব চলিতে লাগিল। তখন সেই ধনের
 জন্য মহাত্মা মুনীগণের মধ্যে লৌকিক,
 বৈদিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে সহস্র সহস্র
 স্তম্ভাংশনভূত উত্তম উত্তম অর্থে মিথোক্তি-
 পরিশূন্য উত্তমোত্তম গুণবিশিষ্ট বাদানুবাদ
 চলিতে লাগিল। একপক্ষে একাকী যাজ্ঞবল্ক্য

একৈকপক্ষতস্পৃষ্টা নৈবোত্তরমধাব্রবন্ ॥ ৪১
 তারির্জিত্য মুনীন সর্কান ব্রহ্মগার্শির্মহাত্মাতিঃ ।
 শাকল্যমিতি হোবাচ বাণকর্ত্তারমঙ্গমা ॥ ৪২
 শাকল্য বদ বক্তব্যং কিং ধায়ন্তবতিষ্ঠসে ।
 পূর্ণস্তং ক্ষুদ্রমানেন বাতাপ্যতো বধা নৃতিঃ ॥ ৪৩
 এবং স ধূমিতন্তেন গোষাভাত্রাত্মলাচনঃ ।
 প্রোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যং তৎ পরমং মুনিসন্নিধৌ ॥ ৪৪
 তুমস্মাস্তববক্তাক্তা তথৈবেমান্ বিজ্ঞোত্তমান্ ।
 বিদ্যাদনং মহাসারং স্বয়ংগ্রাহং জিঘৃক্সি ॥ ৪৫
 শাকল্যেনৈবমুত্তঃ শ্রাজ্জাজ্ঞবল্ক্যঃ সমবীতঃ ।
 ব্রহ্মিষ্ঠানাং বলং বিজ্ঞ বিদ্যাভ্যর্থগণনিম্ ॥ ৪৬
 কাম্যচাণেন সম্বন্ধস্তেনার্থং কাম্যমাহে ।
 কাম্যপ্রশ্নানা বিপ্রাঃ কাম্যপ্রশ্নান্ বদামহে ।
 পদ-শেষোত্তম রাজর্ষেস্তস্মাদীতং ধনং ময়া ॥ ৪৭

ও অপর পক্ষে সমস্ত ঋষিগণ মিলিত হইয়া
 তুমুল বিচার আরম্ভ করিলেন। তখন শ্রীমান্
 মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য, একে একে জিজ্ঞাসিলেন,
 তাহাতে তাঁহারা কেহই উদীর বাক্যের উত্তর
 প্রদানে সমর্থ হইলেন না। সেই ব্রহ্মতেজো-
 রাশি মহাত্মাতি যাজ্ঞবল্ক্য সেই মুনীগণকে জয়
 করিয়া বেদকর্ত্তা মহর্ষি শাকল্যকে কহিলেন,
 হে শাকল্য! যাহা বক্তব্য থাকে বলুন, এখন
 ধ্যাননিমগ্নের ভায় রহিয়াছেন কেন? অধুনা
 আপনি বায়ুপূর্ণ ভক্তার ভায় ক্ষুভ্রতায় পূর্ণ
 হইয়াছেন। মহর্ষি শাকল্য এইরূপে অব-
 মানিত হইয়া রোষভরে নেত্রমুগল লোহিত-
 বর্ণ করিয়া মুনীগণের সমীপে যাজ্ঞবল্ক্যকে
 কহিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য, তুমি আমাদিগকে এবং
 এই বিজ্ঞশ্রেষ্ঠগণকে তৎসং অবজ্ঞা করিয়া
 বিদ্যার নিমিত্ত প্রনস্ত এই সকল অত্যাচম ধন
 কেবল নিম্নের নিমিত্তই গ্রহণ করিতে ইচ্ছা
 করিতেছ। ৪১—৪০। শাকল্য এই কথা বলিলে
 পর যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, আপনি জ্ঞানিবেন যে,
 বিদ্যার ওক ও অর্থ এই উভয় দর্শনই ব্রহ্ম-
 গণের বল, আর কাম সকল সূর্য্যবারাঃ সূর্য্য,
 সেই নিমিত্তই আমি অর্থ কামনা করিয়াছি।
 কাম্যপ্রশ্নই বিপ্রগণের ধন, অতএব আমি

এতচ্ছূয়া বচন্ত শাকল্যঃ ক্রোধঃ স্থিতঃ ।
 যাজ্ঞবল্ক্যমধোবাচ কামপ্রশ্নার্থমবচঃ ॥ ৫৬
 ক্রোধোনান্য যগেদ্বিষ্টান কামপ্রশ্নান্ বধার্থতঃ ।
 ততঃ সমভবদ্বাদন্তয়োঃ ক্রব্ধবিনোদ্যহান্ ॥ ৫৭
 সাগ্রাং প্রশ্ন-সহস্রস্ত শাকল্যন্তমচূচুৎ ।
 যাজ্ঞবল্ক্যোহব্রবীৎ সর্গান্ ঋষীণাং শ্রুত্বাৎ তদা
 শাকল্যে চাপি নির্ঝাদে যাজ্ঞবল্ক্যন্তমব্রবীৎ ।
 প্রথমেকং ময়্যপি তৎ বদ শাকল্য কামিকম্ ।
 শাপঃ পণোহস্ত বাদস্ত অক্রবন্ মৃত্যুমারজেৎ ॥ ৬০
 অধো সমোদিতং প্রশ্নং যাজ্ঞবল্ক্যেন ধীমতা ।
 শাকল্যন্তমবিক্রায় সদ্যো মৃত্যুমাপ্নুয়াৎ ॥ ৬১
 এবং মৃতঃ স শাকল্যঃ প্রশ্নাখ্যান-সীড়িতঃ ।
 এবং বাদন্ত সূমহানাসীন্তেষাং ধনাধিভিঃ ।
 ঋষীণাং মুনিভিঃ সাক্তিং যাজ্ঞবল্ক্যস্ত চৈব হি ॥ ৬২

কাম প্রশ্নই বলিতেছি । এই রাজর্ষি অনেকের
 পণই এইরূপ, সেই জগু আমি ধন গ্রহণ করি-
 য়াছি যাজ্ঞবল্ক্যের সেই কথা শুনিয়া মহর্ষি
 শাকল্য ক্রোধে মুগ্ধিত হইলেন; এবং অবি-
 লম্বে যাজ্ঞবল্ক্যকে কামপ্রশ্নার্থবিশিষ্ট বাকা
 বলিতে লাগিলেন । তিনি বলিলেন, তুমি
 এক্ষণে মগ্ন এই কামবিষয়ক প্রশ্নবাক্যের
 বধার্থ উত্তর কর । তখন সেই বেদপারগ
 ব্রাহ্মণবয়সের মহান্ বাদান্তবাদ চলিতে লাগিল ।
 পরে শাকল্য তাঁহাকে সহস্রাধিক প্রশ্ন করি-
 লেন, যাজ্ঞবল্ক্য মুনিগণের সমক্ষে সেই সকল
 প্রশ্নেরই উত্তর করিলেন । এইরূপে শাকল্য
 যখন আর প্রশ্ন করিতে না পারিয়া মৌন
 হইলেন, তখন যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহাকে কহিলেন;
 হে শাকল্য! অধুনা তুমি আমার এক কাম-
 বিবাক প্রশ্নের উত্তর দাও । এই পূর্বপক্ষের
 পণ অভিলাপ; কিন্তু ইহার উত্তর করিতে
 না পারিলে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতে হইবে ।
 তখন ধীমান্ যাজ্ঞবল্ক্য প্রশ্নবাক্য বলিলেন,
 কিন্তু শাকল্য তাহা জানিতেন না, তাই
 তৎকালং পক্ষ্য প্রাপ্ত হইলেন । এষ্টরূপে
 মহর্ষি শাকল্যও সেই প্রশ্নের ব্যাখ্যা করিতে
 না পারিয়া প্রাণপরিভ্রাস করিলেন । এইরূপে

সর্গৈঃ পৃষ্ঠাংস্ত সপ্তম্যান্ শতশোহধ সহস্রশঃ ।
 ব্যাখ্যায় বৈ মূনে তেষাং প্রশ্নসংগ্রহমহামতিঃ ॥ ৬২
 যাজ্ঞবল্ক্যো ধনং গৃহ বশো বিধ্যাপ্য চাত্মনঃ ।
 জগাম বৈ গৃহং স্বস্থঃ শিষ্যোঃ পরিক্রান্তো বশী ॥ ৬৩
 দেবমিত্রস্ত শাকল্যো মহাত্মা বিজসন্তমঃ ।
 চকার সংহিতাঃ পক বুজ্জমান্ পদবিস্তমঃ ॥ ৬৪
 তচ্ছিষ্যা অভবন্ পক মুকলো গোলকস্তথা ।
 খানীশ্চ তথা মৎস্তঃ শৈশিরেষু পকমঃ ॥ ৬৫
 প্রোবাচ সংহিতান্তিভ্যঃ শাকপুণ্ড্রিণ তরঃ ।
 নিরুক্তক পুনশ্চক্রে চতুর্থং বিজসন্তমঃ ॥ ৬৬
 তস্ত শিষ্যান্ত চত্বারঃ কেতবো দালকিস্তথা ।
 ধর্ম্মশর্মা দেবশর্মা সর্গে ব্রতধরা দ্বিজাঃ ॥ ৬৭
 শাকল্যে তু মূতে সর্গে ব্রহ্মব্রাহ্মে বহুবিরে ।
 তদা চিত্তাং পরাং প্রাপ্য গতান্তে ব্রহ্মবোহস্তিকম্
 তান্ জাহ্না চেতসা ব্রহ্মা প্রেথিতঃ পথেন পুরে
 তত্র গচ্ছত যুগং বঃ সদ্যঃ পাপং প্রণশ্যত ॥ ৬৯

সেই ধনাধী মহর্ষিগণ, মুনিগণ ও মহর্ষি যাজ্ঞ-
 বল্ক্যের তুলন বাদান্তবাদ হইয়াছিল । তৎ-
 পরে সকল ঋষিই যাজ্ঞবল্ক্যের প্রতি শত সহস্র
 প্রশ্ন করিলেন, সেই ঋষিবরও সেই মুনি-
 বৃন্দের প্রশ্নের উত্তর দিয়া বশোলাভ ও ধনলাভ
 পূর্বক শিষ্যগণে পরিবৃত হইয়া ছুটিতে গৃহ
 গমন করিলেন । স্তুত বলিলেন, বিজসন্তম
 বুজ্জমান্ শকশাস্ত্রজ দেবমিত্র ও মহাত্মা শাকল্য
 পাঁচখানি সংহিতা প্রণয়ন করেন । মহর্ষি
 শাকল্যের মুকল, গোলক, খানীর, মৎস্ত ও
 শৈশিরের এই পাঁচজন শিষ্য ছিলেন ।
 বিবর শাকপুণ্ড্র রথোত্তর তিনখানি সংহিতা ও
 একখানি নিরুক্ত রচনা করেন । কেতব, দালকি,
 ধর্ম্মশর্মা ও দেবশর্মা এই চারজন ব্রতধারী
 ব্রাহ্মণ তাঁহার শিষ্য ছিলেন ৫৪—৬৭ । শাকল্য
 কালগ্রাসে পতিত হইলে তাঁহার সকলেই
 ব্রহ্মব্রাহ্ম হইলেন । তখন অত্যন্ত চিন্তাধিত
 হইয়া তাঁহার ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন ।
 ব্রহ্মা মনে মনে বুভুস্ত জানিয়া তাঁহাদিগকে
 পথনপুরে পাঠাইয়া দিলেন । বলিয়াছিলেন,
 তোমরা তথায়গমন করিলে সদ্যই তোমাদিগকে

বাদশার্কং নমস্কৃত্য তথা বৈ বায়ুকেশ্বরম্ ।
 একাদশ তথা রুদ্রান্ বায়ুপুত্রং বিশেষতঃ ।
 কুণ্ডে চতুষ্ঠয়ে স্নাত্বা ব্রহ্মহত্যায় তদ্বিষম ॥ ৭০ ॥
 সার্কী শীঘ্রতয়া তৃত্বা তৎপূরং সমুপাগতাঃ ।
 স্নানং কৃত্বা বিধানেন দেবানাং দর্শনং কৃতম্ ॥ ৭১ ॥
 উত্তরেংশং নমস্কৃত্য বাড়বানাং প্রসাদতঃ ।
 সর্কে পাপবিনিমুক্তাপত্যস্তে সৃধ্যমণ্ডলম্ ॥ ৭২ ॥
 তদাপ্রভৃতি ততীর্থং জাতং পাতৃকনাশনম্ ।
 বায়োঃ পূরং পবিত্রকং বায়ুনা নির্মিতং পুরা ॥ ৭৩ ॥
 অঙ্গনা-গর্ভসভৃতির্হনুমান্ পবনাজ্ঞঃ ।
 যদা জাতো মহাদেবো হনুমান্ সত্যবিক্রমঃ ।
 তদৈবং নির্মিতং তীর্থং বায়ুনা ব্রহ্মযোনিয়া ॥ ৭৪ ॥
 উর্ব্যাং জাতোহ য়ে শূদ্রা ব্রাহ্মণানাং নিবেদিতাঃ
 ব্রহ্মার্থং ব্রহ্মযজ্ঞার্থং করন্তে নু কৃতো মহান্ ॥ ৭৫ ॥
 অনেন বিধিনা জাতং বিপ্রাণাং শাসনং মহৎ ॥
 গোম্মো বাপি কৃতম্মো বা সুরাপী শুক্ল-তল্লগঃ ।

পাপ বিনষ্ট হইবে । তোমরা বাদশার্ক, বায়ু -
 শ্বর, একাদশ রুদ্র ও বিশেষতঃ বায়ুপুত্রকে নম-
 স্কারপূর্বক কুণ্ডে চতুষ্ঠয়ে স্নান করিলে ব্রহ্মহত্যা
 পাপ হইতে পরিজ্ঞাপ পাইবে । ব্রহ্মার বাক্য
 শ্রবণে সত্ত্বর তাঁহারা সেই পবনপুত্র প্রবেশ-
 পূর্বক স্নানান্তে দেবগণকে দর্শন ও নমস্কার
 করিলেন । পরে বাড়বগণের প্রসাধে উত্তরেশ্বরকে
 নমস্কারান্তে সকলেই পাপ হইতে মুক্ত হইলেন
 এবং তদনন্তর সৃধ্যমণ্ডলে প্রবেশ করিলেন ।
 পূর্বে সেই পুর বায়ু কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল
 বলিয়া তদবধি পাপবিনাশন-তীর্থ বলিয়া পরি-
 গণ্য হইল । পবনপুত্র অঙ্গনা-গর্ভজাত, সত্য-
 বিক্রম, মহাদেব, হনুমান্ যখন অম্মগ্রহণ
 করেন, তৎকালে ব্রহ্মোৎপন্ন বায়ু এই তীর্থ
 নির্মাণ করিয়াছিলেন । পৃথিবীতে ব্রাহ্মণ-
 সেবক যে সকল শূদ্র জন্মিয়াছিল, ব্রাহ্মণগণের
 বৃত্তি ও ব্রহ্মযজ্ঞের জ্ঞাতা হইলে তাহাদের উপরে কর
 স্থাপিত হয় । এই বিধি দ্বারা ব্রাহ্মণদিগের
 মহৎ শাসন হইয়াছিল । গোম্ম হউক, কৃতম্ম
 হউক, অথবা সুরাপায়ী বা শুক্লপায়ীসমীহ

বাড়াদিত্যং নমস্কৃত্য সর্কপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৭৭

ইতি মহাপুরাণে ব্রহ্মাণ্ডে মহাহানতীর্থ-
 বর্ণনং নাম ষষ্টিতমোহিধ্যায়ঃ ॥ ৬৬ ॥

সপ্তষষ্টিতমোহিধ্যায়ঃ ।

কবচ উচুঃ ।

ভারবাজো যাজ্ঞবল্ক্যো গালকিঃ সালকিস্তথা ।
 ধীমান্ শতবলাক্চ নৈগম্চ দ্বিজোক্তমঃ ॥ ১ ॥
 বাকলিচ্চ ভরবাজস্তিত্রঃ প্রোব্চ সংহিতাঃ ।
 রথীতরো নিকুজক পুনশ্চক্রে চতুর্থকম্ ॥ ২ ॥
 ত্রৈলোক্যভবন্ শিষ্যা মহাত্মনো গুপ্তবিতাঃ ।
 ধীমন্তদায়নীয়শ্চ পন্নগারিচ্চ বুদ্ধিমান্ ।
 তৃতীয়শ্চাৰ্ঘ্যবস্ত্রে চ তপসা সংশিতব্রতাঃ ॥ ৩ ॥
 বীতরাগা মহাতেজঃ-সং হতা-জ্ঞানপারগাঃ ।
 ইত্যোতে বহু চাঃ প্রোক্তাঃ সংহিতা বৈঃ

প্রবর্তিতাঃ ॥ ৪

বৈশম্পায়ন-পৌত্রোহসৌ যজুর্কেদং ব্যকল্পয়ৎ ।

হউক, বাড়াদিত্যকে নমস্কার করিলে সর্কপাপ
 হইতে বিমুক্ত হয় একথা নিঃসন্দেহ । ৬৬-৭৭ ।
 ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৬৬ ।

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায় ।

কবচগণ বলিলেন, ভারবাজ, যাজ্ঞবল্ক্য,
 গালকি, সালকি, ধীমান্ শতবলাক, দ্বিজোক্তম
 নৈগম, বাকলি, ও ভরবাজ ইহারা তিনজন
 সংহিতা প্রণয়ন করেন । রথীতর পুনরায়
 চতুর্থ নিকুজ রচনা করিয়াছিলেন । তাঁহারা
 তিনজন মহাত্মা, গুপ্তবান্ শিষ্য ছিলেন । ধীমান্
 নন্দায়নীয় প্রথম, বুদ্ধিমান্ পন্নগারি বিদ্যা ও
 আধ্যাত্ম তৃতীয়, ইহারা সকলেই তপস্বী ব্রত-
 ধারী বিরাগী, মহাতেজস্বী ও সংহিতা-জ্ঞান
 সবিশেষ পারদর্শী ছিলেন । ইহারা সংহিতা-
 প্রবর্তক বহু চ বলায় উক্ত করেন । মহর্ষি
 বৈশম্পায়নের শিষ্যবর্গ যজুর্কেদের ভেদ কল্পনা

ষড়শীতিভ্যঃ সেনোক্তাঃ সংহিতা যজুর্বাং শুভাঃ ।
 শিষ্যোক্তাঃ শ্রবণো তপ্ত জগৎস্থে বিধানতঃ ।
 একস্তত্র পরিত্যক্তো যাজ্ঞবল্ক্যো মহাতপাঃ ।
 ষড়শীতিশ্চ তস্তাপি সংহিতানাং বিকল্পকাঃ ॥ ৬
 সর্কেষামেব যেষাং বৈ ত্রিধা ভেদাঃ প্রকীর্তিতাঃ
 ত্রিধা ভেদান্ত তে প্রোক্তা ভেদেহৈশ্মন্যবমে শুভে
 উদীচ্যা মধ্যদেশাশ্চ প্রাচ্যাত্মৈশ্চ পৃথগ্বিধাঃ ।
 শ্রামায়নিক্রনীচ্যানাং প্রধানঃ সম্ভূত্ব হ ॥ ৮
 মধ্যদেশ-প্রতিষ্ঠানামাক্রুণিঃ প্রথমঃ স্মৃতঃ ।
 আশ্বিনাদিঃ প্রাচ্যানাং ত্রয়োদশাদয়স্ত তে ॥ ৯
 ইতোত্তে চরকাঃ প্রোক্তাঃ সংহিতাবাদিনো বিজ্ঞাঃ
 ঋষয়স্তত্ত্বচঃ শ্রুত্ব স্মৃতং জিজ্ঞাসবোহক্ৰবন্ ।
 চরকাধর্ম্যবঃ কেন কারণং জহি তত্ত্বতঃ ॥ ১১
 ককীর্ণং কস্ত হতোশ্চ বাচকত্বক্ তেজিরে ।
 ইত্যুক্তঃ গ্রাহ তেষাং স চরকত্বমভূদযথা ॥ ১২
 স্মৃত উবাচ ।

কার্যমাসীদৃষীণাক্ কিকিদ্ভ্রাস্রক্ষণসন্তমাঃ ।

করেন । তিনি ষড়শীতিখানি উত্তম উত্তম
 সংহিতা প্রদয়ন করিয়া শিষ্যবর্গকে দিয়া-
 ছিলেন, শিষ্যেরাও উহা বিধিপূর্বক অধ্যয়ন
 করেন । তন্মধ্যে একটা মহাতপা শিষ্য যাজ্ঞ-
 বল্ক্য পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন । এই সকল শিষ্য
 উপরোক্ত ষড়শীতিখানি সংহিতার ভেদ করিয়া-
 ছিলেন । সেই সকল সংহিতাই তিনভাগে বিভক্ত
 হয়, এই তিনের প্রত্যেকভাগ আবার তিন তিন
 ভাগে বিভক্ত হইয়া নয় প্রকার হইয়াছিল ।
 উত্তরদেশ, মধ্যদেশ ও পূর্বদেশে বিভিন্ন বজ্রঃ
 সংহিতা আধীত হয় । তন্মধ্যে উত্তর দেশে
 শ্রামায়নি, মধ্যদেশে আকুণি, পূর্বদেশে আলসি
 প্রধান বলিয়া পরিগণিত হন । এই সংহিতা
 বাদী বিপ্রগণই চরক নামে অভিহিত হইয়া
 থাকেন । ১—১০ । সুবিগণ এই কথা শুনিয়া
 স্মৃতকে বলিলেন,—কি জন্য চরকের অধর্ম্য
 নাম হইল, কি তত্ত্বের অনুষ্ঠান করিয়া
 তিনি এই নাম প্রাপ্ত হন, তাহার
 কারণ আপনি আমাদের নিকট কীন্তন
 করুন । ইহা শুনিয়া স্মৃত ঐহানিগের

মেরুপৃষ্ঠং সমাসাদ্য তৈত্তল্যং ক্রুতি মন্তিতম্ ॥ ১৩
 যো নোহত্র সপ্তরাত্রেণ নাগচ্ছেন্দুধিগসন্তমাঃ ।
 স কুর্ধ্যাদব্রক্ষবধ্যাং বৈ সময়ো নঃ প্রকীর্তিতঃ ॥ ১৪
 ততস্তে সগণাঃ সর্কে বৈশম্পায়নবর্জিতাঃ ।
 প্রযযুঃ সপ্তরাত্রেণ যত্র সন্ধিঃ কৃতোহভবৎ ॥ ১৫
 ব্রাহ্মণ্যনাস্ত বচনাদব্রক্ষবধ্যাক্ কারি সঃ ।
 শিষ্যানব সমানয় স বৈশম্পায়নোহব্রবীৎ ॥ ১৬
 ব্রক্ষবধ্যাক্ রক্ষ্যং নৈ মন্তকৃতে দ্বিজসন্তমাঃ ।
 সর্কে যুয়ং সমাগয়া ক্রতু মে তদ্বিতং বচঃ ॥ ১৭
 যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ ।
 অহমেব চহিষ্যামি তিষ্ঠন্ত মুনয়স্ত্রিমে ।
 বলকোথাপিহিষ্যামি তপসা যেন ভাবিতঃ ॥ ১৮
 এবমুক্তস্ততঃ ক্রুদ্ধো যাজ্ঞবল্ক্যমব্রবীৎ ।
 উবাচ যন্তুগ্ধাবীতং সর্কং প্রত্যর্পয়স্ব মে ॥ ১৯

নিকট চরক সংজ্ঞা লাভের কারণ কহিতে
 লাগিলেন । স্মৃত বলিলেন, হে দ্বিজবরগণ !
 এক সময়ে এক ঋষয়শিলনী উপস্থিত হইলে
 সকলে মেরুপৃষ্ঠদেশে গিয়া মন্তনা করিয়া স্থির
 করেন যে, সপ্তরাত্রেণ মধ্যে যিনি এইখানে
 না আসিবেন, তিনি ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত
 হইয়া ব্রক্ষবধ্যা তত্ত্বের অনুষ্ঠান করিবেন ।
 ইহাই আমাদের নিয়ম নির্দ্ধারিত হইল ।
 তৎপরে মহর্ষি বৈশম্পায়ন ব্যতীত সকলেই
 এই সময় মধ্যে সেই স্থানে যাইয়া মিলিত
 হইলেন । বৈশম্পায়ন ব্রাহ্মণদিগের বাক্যানু-
 সারে ব্রক্ষবধ্যা ব্রতচরণ করিতে মনস্থ করিয়া
 স্বীয় শিষ্যদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, তোমরা
 আমার লগ্ন ব্রক্ষবধ্যা তত্ত্বের অনুষ্ঠান কর,
 আর এই বিষয়ে যাহা হিতকর, তাহা তোমরা
 সকলে আমার নিকট বল । যাজ্ঞবল্ক্য বলি-
 লেন, আপনার এই মুনিশিষ্যগণ থাকুন,
 আমিই এই তত্ত্বের আচরণ করিব । ইহাতে
 আমি স্বীয় তপস্যার বল দেখাইব । যাজ্ঞ-
 বল্ক্য এইরূপ গর্ভিত ভাবে উত্তর করিলে,
 বৈশম্পায়ন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে
 বলিলেন, তুমি আমার নিকট যাহা যাহা
 অধ্যয়ন করিয়াছ, তৎসমস্ত প্রত্যর্পণ কর ।

এবমুক্তঃ স রূপাণি যজুঃষি প্রদদৌ গুরোঃ ।
 রুধিরেণ তথা তানি ছদ্মিত্বা ব্রহ্মবিস্তমঃ ॥ ২০ ॥
 ততঃ স ধ্যানমাহার স্বধ্যমাদাধদুঃ শিষ্যঃ ।
 স্বধ্যব্রহ্ম যজুঃক্ষমং ধং গদ্য প্রতিতিষ্ঠতি ॥ ২১ ॥
 ততো যানি গতান্বাৰ্হি যজুঃষাদিত্যমণ্ডলম্ ।
 তানি তস্মৈ দদৌ তুষ্ণঃ স্বধ্যো বৈ ব্রহ্মরীতয়ে ॥ ২২ ॥
 অশ্বরূপায় মার্ভশো বাজ্রবক্ষ্যায় ধীমতে ।
 যজুঃষাধীরস্তে যানি ব্রাহ্মণা যেন কেন চ ।
 অশ্বরূপায় দন্তানি ততস্তে বাজ্রিনোহস্তবন্ ॥ ২৩ ॥
 ব্রহ্মহত্যা তু যৈশ্চৌর্গাচরণাচ্চরকাঃ স্মৃতাঃ ।
 বৈশম্পায়ন-শিষ্যান্তে চরকাঃ সমুদাহৃত্যঃ ॥ ২৪ ॥
 ইত্যেতে চরকাঃ প্রোক্তা বাজ্রিনস্তান্নিবেধত ।
 বাজ্রবক্ষ্যস্ত শিষ্যান্তে কয়-বৈবেষ-শালিনঃ ॥ ২৫ ॥
 মধ্যন্দিনশ্চ শাপেরী বিদিক্শ্চাপ্য উদলঃ ।
 তাম্রায়ণশ্চ বাৎস্তশ্চ তথা গানবশৈষিরী ।

ব্রহ্মজগৎপের অগ্রণী বাজ্রবক্ষ্য গুরুর মুখে এই
 কথা শুনিয়া মূর্তিমান রুধিরাক্ত যজুর্ক্বেদ সকল
 বমন করিয়া গুরুকে প্রত্যর্পণ করিলেন। ১১—২০
 যজুর্ক্বেদ সকল গুরুকে প্রদান করিবার পর
 তিনি স্বর্ধের আরাধনা করিতে লাগিলেন,
 কারণ স্বর্ধ্য ব্রহ্ম হইতে যে সকল বেদ অবনীতে
 আইসে, তাহা আবার আকাশপথে গিয়া
 স্বর্ধ্যমণ্ডলে পুনর্ব্বার অবস্থিৎ হয়, সেই জন্য
 যে বে যজুর্ক্বেদ উর্দ্ধগমন করিয়া স্বর্ধ্যমণ্ডলে
 ছিল, স্বর্ধ্যদেব সন্তুষ্ট হইয়া তৎসমগুই অশ্বরূপ-
 ধারী ধীমান বাজ্রবক্ষ্যকে দান করিলেন।
 অশ্বরূপ বাজ্রবক্ষ্যকে দিয়াছিলেন বলিয়া যে
 কেহ সেই যজুঃ অধ্যয়ন করেন, তাহার বাজ্রী
 নামে বিখ্যাত। তাহার ব্রহ্মবক্ষ্য ব্রতের
 আচরণ করিয়াছিলেন, তাহারাই “চরক” নামে
 অভিহিত হইলেন। সেই জন্য বৈশম্পায়নের
 শিষ্যগণ চরক বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন।
 এই আমি চরকদিগের বিষয় বলিলাম,
 সম্প্রতি বাজ্রীদিগের বিষয় শ্রবণ করুন। বাজ্র-
 গণ বাজ্রবক্ষ্যর শিষ্য; কয়, বৈবেষ, শালী,
 মধ্যন্দিন, শাপেরী, বিদিক, উদল, তাম্রায়ণ,

আটবী চ তথা পর্বা বীরশী সপরাধনঃ ॥ ২৬ ॥
 ইত্যেতে বাজ্রিনঃ প্রোক্তা দশ পক চ সংস্কৃতাঃ
 শতমেকাধিকং কৃত্বন্ত যজুঃষা বৈ বিকল্পকাঃ ॥ ২৭ ॥
 পুত্রমধ্যাপয়াম, স হুমন্তমথ জৈমিনিঃ ।
 হুমন্তশ্চাপি হুতানং পুত্রমধ্যাপয়ং প্রভুঃ ।
 হুকর্ম্মাণং হুতং হুত্বা পুত্রমধ্যাপয়ং প্রভুঃ ॥ ২৮ ॥
 স সহস্রমধীত্যাত হুকর্ম্মাপ্যথ সংহিতাঃ ।
 প্রোবাচাথ সহস্রস্ত হুকর্ম্মা স্বধ্য-বর্জসঃ ॥ ২৯ ॥
 অনধ্যায়ৈষধীদ্যানাংস্তান্ জ্ঞান শতক্রতুঃ ।
 প্রায়োপবেশমকরোস্ততোহসৌ শিষ্য-কারণং ।
 ক্রুদ্ধং দৃষ্ট্বা ততঃ শক্ৰো বরমস্মৈ দদৌ পুনঃ ।
 ভাবিনো তে মহাবীৰ্য্যো শিষ্যাবলবর্জসো ॥ ৩০ ॥
 অধীদ্যানো মহাপ্রাজ্ঞো সহস্রং সংহিতা উভৌ ।
 এতৌ হুরৌ মহাভাগৌ না ক্রুধ্যৌ বিজসন্তমঃ ।
 ইতুক্রা বাসবঃ শ্রীমান্ হুকর্ম্মাণং যশস্বিনম্ ।
 শাতক্রোণং বিজং দৃষ্ট্বা তদৈবাস্তবদীয়ত ॥ ৩১ ॥
 তস্ত শিষ্যো ভবেদ্ধাবান্ পৌষাঙ্কো বিজসন্তমাঃ ।

বাৎস্ত, গানব, শৈশিরী আটবী, পর্বা, বীরশী
 ও পরাধন এই পঞ্চদশ জন কবি বাজ্র নামে
 বিখ্যাত। এইরূপে একশত একজন যজু-
 ক্বেদের বিভাগকর্ত্তা হইয়াছেন। জৈমিনি
 নিজ পুত্র হুমন্তকে, হুমন্ত স্বীয় পুত্র হুতাকে,
 হুতা স্বপুত্র হুকর্ম্মাকে সংহিতা অধ্যয়ন
 করাইয়াছিলেন। হুকর্ম্মা সহস্র সহস্র
 সংহিতা অধ্যয়ন করিয়া স্বধ্যবর্জ সহস্রকে
 অধ্যয়ন করেন। অনধ্যায় গিনে অধ্যয়ন করেন
 বলিয়া দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাদিগকে বিদ্য
 করেন। তখন হুকর্ম্মা শিষ্যদিগের সমস্ত প্রায়ো-
 পবেশন ব্রত অবলম্বন করিলেন। তাহা
 দেখিয়া, ইন্দ্র তাঁহাকে ক্রুদ্ধ জানিয়া বর দিয়া
 সাত্ত্বনাপূর্ণক বলিলেন, “আপনার এই মহাত্ম্য
 মহাবীৰ্য্য শিষ্যস্বয় সহস্র সংহিতা অধ্যয়ন
 করিয়া মহাপ্রাজ্ঞ ও অগ্ৰপ্রতিম তেজস্বী হই-
 বেন। অতএব হে বিজপ্রবর! আপনি জ্যেষ্ঠ
 করিবেন না।” দেবরাজ বশবী হুকর্ম্মাকে
 এই কথা কহিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ শাস্তি করিয়া
 অন্তর্ধান করিলেন। ২১—৩০। হে বিজগন!

হিরণ্যনাভঃ কৌশিক্যো দ্বিতীয়োহভূয়রাধিপঃ ॥
 অধ্যাপয়ন্তু পৌষজ্ঞী সহস্রাঙ্কিত সংহিতাঃ ।
 তেনাত্মোদীচ্যসামাঞ্জাঃ শিষ্যাঃ পৌষজ্ঞিনঃ স্তভাঃ
 শতানি পঞ্চ কৌশিক্যঃ সংহিতানাঞ্চ বীৰ্যবান্ ।
 শিষ্যা হিরণ্যনাভস্ত স্মৃতাশ্চে প্রাচ্যসামগাঃ ॥ ৩৬
 লোকাকী কুখুমিষ্চৈব কুশীতী লাদলিস্তথা ।
 পৌষজ্ঞিশিষ্যাশ্চত্বারস্তেষাং ভেদান্নিবোধত ॥ ৩৭
 রাণায়নীয়ঃ স হি তণ্ডি-পুত্র-
 স্তম্মাশ্চো মূলচারী সুবিধান্ ।
 সকেতি-পুত্রঃ সহসাত্য-পুত্র
 এতান্ ভেদান্ বিস্ত লোকাক্ষিপন্ত ॥ ৩৮
 ত্রয়স্ত কুধমঃ পুত্রা ঔরসোরসপাশরঃ ।
 ভাগবিস্তিষ্ঠ তেজস্বী ত্রিবিধাঃ কোথুমাঃ স্মৃতাঃ ॥
 শৌরিয়্যঃ শৃঙ্গিপুত্রশ্চ দ্বাবেতৌ চরিতব্রতৌ ।
 রাণায়নীয়ঃ সৌমিত্রিঃ সামবেদবিশারদৌ ॥ ৪০
 প্রোবাচ সংহিতান্তিষ্ঠঃ শৃঙ্গিপুত্রো মহাতপাঃ ।
 চৈলঃ প্রাচীনযোগশ্চ সুরালশ্চ দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৪১

ধীমান্ পৌষজ্ঞী তাঁহার শিষ্য। পৌষজ্ঞীর
 হিরণ্যনাভ ও কৌশিক্য নামে দুইজন শিষ্য
 ছিলেন। পৌষজ্ঞী তাঁহাদ্বয়কে পঞ্চশত
 সংহিতা অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন, এই হেতু
 পৌষজ্ঞীর শিষ্য সকল উদীচ্য সামাঞ্জ হইয়া-
 ছিল। কৌশিক্য পঞ্চশত সংহিতা শ্রবণ
 করিয়াছিলেন। হিরণ্যনাভের শিষ্যগণ প্রাচ্য
 সামগ নামে বিখ্যাত হইলেন। লোকাকী, কুখুমি,
 কুশীতী ও লাদলী এই চারিজন পৌষজ্ঞীর
 শিষ্য, তাঁহাদ্বয়ের প্রভেদ শ্রবণ করুন। তণ্ডি-
 পুত্র রাণায়নীয়, সুবিধান্, মূলচারী সকেতিপুত্র
 সহসাত্য পুত্র, লোকাকীর এই সকল শিষ্য
 জানিবেন। কুখুমির তিন পুত্র ঔরস রসপাসর
 ও তেজস্বী ভাগবিস্তি, ইহারা কোথুম বর্গ
 বিখ্যাত। শৌরিয়্য ও শৃঙ্গিপুত্র এই দুইজন
 ব্রত আচরণ করেন। রাণায়নীয় ও সৌমিত্রি
 এই দুইজন সামবেদে সর্বিশেষ পারদর্শী
 ছিলেন। মহাতপস্বী শৃঙ্গিপুত্র তিনখানি
 সংহিতা শ্রবণ করেন। চৈল, প্রাচীনযোগ
 ও সুরাল এই সকল দ্বিজশ্রেষ্ঠ ছয়খানি সংহিতা

প্রোবাচ ৭ হিতাঃ ষট্ চ পারাশর্যস্ত কোথুমঃ ।
 আত্মরায়ণ-বৈশাখ্যৌ বেদবৃদ্ধপরায়ণৌ ॥ ৪২
 প্রাচীনযোগ-পুত্রস্ত বুদ্ধিমান্শ্চ পতঞ্জলিঃ ।
 কোথুমস্ত তু ভেদান্তে পারাশর্যস্ত ষট্ স্মৃতাঃ ॥
 লাদলিঃ শালিহোত্রশ্চ ষট্ ষট্ প্রোবাচ সংহিতাঃ
 ভালুকিঃ কামহানিশ্চ জৈমিনির্লোমগায়নিঃ ।
 কণ্ডশ্চ কোহলশ্চৈব ষড়্ভেদে লাদলিঃ স্মৃতাঃ ।
 এতে লাদলিনঃ শিষ্যাঃ সংহিতা যৈঃ প্রসাদিতা
 ততো হিরণ্যনাভস্ত কৃতশিষ্যা নৃপাস্তজঃ ।
 সোহকরোচ্চ চতুর্কিংশং সংহিতাঃ দ্বিপদাং বর
 প্রোবাচ চৈব শিষ্যোভ্যো যেভ্যস্তাশ্চ নিবোধত ॥
 রাড়শ্চ মহাবীৰ্যশ্চ পঙ্কুমো বাহনস্তথা ।
 তালকঃ পাণ্ডকশ্চৈব কালিকো রাজিকস্তথা ।
 গৌতমশ্চাজবকশ্চ সোমরাজোহপতন্ততঃ ॥ ৪৭
 পৃষ্ঠয়ঃ পরিকুষ্টশ্চ উল্লখলক এব চ ।
 যবীয়সশ্চ বৈশালো অঙ্গুরীয়শ্চ কৌশিকঃ ॥ ৪৮
 সালিমঞ্জরিসত্যশ্চ কাপ্তীয়ঃ কানিকশ্চ যঃ ।
 পরাশরশ্চ ধর্ম্মাস্ত্রা ইতি ক্রান্তান্ত সামগাঃ ॥ ৪৯

শ্রবণ করিয়াছিলেন। পারাশর্য কোথুম
 ছিলেন। আত্মরায়ণ ও বৈশাখ্য এই দ্বিজদ্বয়
 বেদপরায়ণ ও বৃদ্ধসেবী হইলেন। প্রাচীন-
 যোগের পুত্র বুদ্ধিমান্ পাণ্ডজলি। পারাশর্য
 কোথুমের ভেদ ছয় প্রকার। লাদলি ও শালি-
 হোত্র উভয়ে ছয় খানি সংহিতা শ্রবণ করেন।
 ভালুকি, কামহানি, জৈমিনি, লোমগায়নি, কণ্ড
 ও কোহল এই ছয়জন লাদলি বর্গেরা বিখ্যাত।
 এই ছয়জন লাদলির শিষ্য সংহিতার সংস্কার
 করিয়াছিলেন। হিরণ্যনাভের কৃতশিষ্য নৃপাস্তজ
 সেই মানবশ্রেষ্ঠ চতুর্কিংশতিখানি সংহিতা
 প্রকাশ করেন। তিনি যে যে শিষ্যকে তাহা অধ্য-
 য়ন করাইয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করুন। ৩৮—
 ৪৬। রাড়, মহাবীৰ্য, পঙ্কুম, বাহন, তালক, পাণ্ডক,
 কালিক, রাজিক, গৌতম, আজবন্ত, সোমরাজ,
 অপতন্তত পৃষ্ঠয়, পরিকুষ্ট উল্লখলক, যবীয়স,
 বৈশাল, অঙ্গুরীয়, কৌশিক, সালিমঞ্জরী, সত্য,
 কাপ্তীয়, কালিক, পরাশর ও ধর্ম্মাস্ত্রা, এই
 চতুর্কিংশতি জন উল্লিখিত চতুর্কিংশতি খানি

মাসগানান্ত সর্কেষাং শ্রেষ্ঠৌ ধৌ প্রকীর্তিতৌ ।
 পৌষ্যজিৎ কৃতিশ্চৈব সংহিতানাং বিকল্পকৌ ॥
 অথর্ক্যাবৎ ধিবা কৃত্বা স্মৃজ্ঞরদদদৃগ্ধিগাঃ ।
 কবন্ধায় পুনঃ কৃত্বা স চ বিদ্যাৎ স্বাক্ষমমু ॥ ৫১
 কবন্ধস্ত ধিবা কৃত্বা পথ্যায়ৈকং পুনর্দদৌ ।
 দ্বিতীয়ং বেদস্পর্শায় স চতুর্দীকরোং পুনঃ ॥ ৫২
 যোদৌ ব্রহ্মবলশ্চৈব পিপ্লবাদন্তধৈব চ ।
 শৌক্যায়নিশ্চ ধর্মজ্ঞশ্চতুর্ভূতননঃ স্মৃতঃ ।
 বেদস্পর্শস্ত চত্বারঃ শিষ্যান্তেতে দৃঢ়ব্রতাঃ ॥ ৫৩
 পুনশ্চ ত্রিবিধং বিদ্ধি পথ্যানাং ভেদমুস্তমমু ।
 জ্ঞানিঃ কুমুদানিশ্চ তৃতীয়ঃ শৌনকঃ স্মৃতঃ ॥ ৫৪
 শৌনকস্ত ধিবা কৃত্বা দদাবেকস্ত বভবে ।
 দ্বিতীয়াং সংহিতাং ধীমান্ সৈন্ধবায়নসংজ্ঞিতে ॥
 সৈন্ধবে মুঞ্জকেশায় ভিন্না সা চ দ্বিবা পুনঃ ।
 নক্ষত্রকল্পো বৈতানতৃতীয়ঃ সংহিতাবিধিঃ ॥ ৫৬
 চতুর্থেহজিরসঃ কল্পো শাস্তিকল্পশ্চ পঞ্চমঃ ।
 শ্রেষ্ঠত্বধর্বণোহেতে সংহিতানাং বিকল্পনাঃ ॥ ৫৭

সংহিতা পাঠ করিয়া 'সামগ্গ' হইয়াছিলেন ।
 সামগ্গদিগের মধ্যে সংহিতা সকলের প্রভেদ-
 কর্ত্তা পৌষ্যজী ও কৃতি এই দুইজন সর্ক্যাপেক্ষা
 প্রধান ছিলেন । ৩৪—৫০ । হে ব্রিজগণ !
 স্মৃস্ত অথর্ক্যবেদ দুইভাগে বিভক্ত করিয়া
 কবন্ধকে সেই সকল দান করেন, তিনিও
 স্বাক্ষমে তৎসমস্ত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন ।
 কবন্ধ আবার দুইভাগ করিয়া একভাগ পথ্যকে
 ও দ্বিতীয় ভাগ বেদস্পর্শকে দিয়াছিলেন ।
 বেদস্পর্শ তাহা চারি ভাগ করিয়া চারিজন
 শিষ্যকে সমর্পণ করেন । ব্রহ্মপরায়ণ যোদ,
 পিপ্লবাদ, ধর্মজ্ঞ শৌক্যনি ও এই তপন
 ইহারা বেদস্পর্শের দৃঢ়ব্রত শিষ্য ছিলেন । পথ্য
 আবার তাহা তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া জ্ঞানি
 কুমুদানি ও শৌনককে সমর্পণ করেন । শৌনক
 তাহা দুইভাগ করিয়া বজ্র ও ধীমান্ সৈন্ধ-
 বায়নকে অধ্যয়ন করান । সৈন্ধব মুঞ্জকেশকে
 সমর্পণ করেন । ইহাতে তাহা দুই প্রকারে
 বিভক্ত হয় । নক্ষত্রকল্প, বৈতান, তৃতীয়
 সংহিতাবিধি হইল, অজিরস কল্প চতুর্থ এবং

ষট্ শঃ কৃত্বা যদ্যপ্যুক্তং পুরাণম্বিসম্ভবাঃ ।
 আত্রেয়ঃ স্মৃতির্ধীমান্ কাশ্যপো হৃদতব্রণঃ ॥ ৫৮
 তারদ্বাজোহ্মিবর্জ্যশ্চ বশিষ্ঠো মিত্রশ্চ যঃ ।
 সাবর্গিঃ সোমদন্তি স্মৃশ্বা শাংশপায়নঃ ॥ ৫৯
 এতে শিষ্যা মম ব্রহ্মন্ পুরাণেধু দৃঢ়ব্রতাঃ ।
 ত্রিভিষ্ঠিষ্ঠাঃ কৃতান্তিষ্ঠাঃ সংহিতাঃ পুনরেব হি ॥ ৬০
 কাশ্যপঃ সংহিতা-কর্ত্তা সাবর্গিঃ শাংশপায়নঃ ।
 সামিকা চ চতুর্থী স্ত্রাং সা চৈষা পূর্ষসংহিতাঃ ॥
 সর্ক্যাস্তা হি চতুর্পাণাঃ সর্ক্যশ্চৈকার্থ-বাচিকাঃ ।
 পাঠান্তরে পৃথগ্ভূতা বেদশাখা যথা তথা ।
 চতুঃসাহস্রিকাঃ সর্ক্যাঃ শাংশপায়নিকামৃতে ॥ ৬২
 বিজ্ঞেয়া সাত্তিসাহস্রী দ্বিগুণা সংখ্যয়া স্মৃতা ।
 লোমহর্ষিকা মূলান্ততঃ কাশ্যপিকাঃ পরাঃ ।
 সাবর্গিকা তৃতীয়াস্তা যজুর্বাচ্যার্থপণ্ডিতাঃ ॥ ৬৩
 শাংশপায়নিকাশ্চাত্তা নোদনার্থবিভূষিতাঃ ।
 গম্ভ্যাপি গ্ভচামষ্ঠৌ ষট্শতানি তধৈব চ ॥ ৬৪

শাস্তিকল্প পঞ্চম বলিয়া প্রখ্যাত হইল । অথর্ক্য
 বেদজ্ঞগণের মধ্যে এই সকল সংহিতার প্রভেদ-
 কর্ত্তা ঋষিগণই প্রধান । হে ব্রহ্মশ্রেষ্ঠগণ !
 আমি যজুর্ভাগে বিভাগ করিয়া পুরাণ ব্যাখ্যান
 করিয়াছি । আত্রেয়, স্মৃতি, ধীমান্, কাশ্যপ,
 অকৃতব্রণ, তারদ্বাজ, অম্বিবর্জ্য, বশিষ্ঠ,
 মিত্রশ্চ, সাবর্গি, সোমদন্ত, স্মৃশ্বা, শাংশপায়ন,
 ইহারা আমার পুরাণ বিষয়ে দৃঢ়ব্রত শিষ্য ।
 পুরাণ বিষয়ে সপ্তবিংশতিখানি সংহিতা প্রণীত
 হইয়াছে । কাশ্যপ, সাবর্গি ও শাংশপায়ন
 ইহারা তিনখানি সংহিতা প্রণয়ন করেন,
 সামিকা নামে আর একখানি সংহিতা পূর্কে
 প্রণীত হইয়াছিল । এই সকল সংহিতারই অর্থ
 এক প্রকার এবং সকলেই চারি চারি পাদে
 বিভক্ত । এই সংহিতাগুলি বেদশাখাবৎ পাঠান্তর
 দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ হইয়া পাড়িয়াছে । শাংশ-
 পায়নিকা ভিন্ন সকল সংহিতাতেই চারিসহস্র
 মন্ত বা শ্লোক আছে । ৪৭—৬৬ । যজুর্বাচ্য-
 পণ্ডিত লোমহর্ষিকা প্রথম, কাশ্যপিকা দ্বিতীয়
 এবং সাবর্গিকা তৃতীয় বলিয়া কথিত হয় । অষ্ট
 প্রকার শাংশপায়নিকা প্রেরণার্থে ভূষিত

এতাঃ পঞ্চদশাষ্ট্রাশ্চ দশাষ্ট্রা দশভিত্তিকা ।
 বালখিল্যাঃ সমপ্রৈখাঃ সমাবর্ণাঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ॥৬৫
 অষ্টৌ সারসহস্রাণি সামানি চ চতুর্দশ ।
 আরণ্যকং সহোমকং এতৎকারণিত্তি সামগাঃ ॥ ৬৬
 দ্বাদশৈব সহস্রাণি ছন্দ আধ্বৰ্য্যবৎ স্মৃতম্ ।
 যজুৰ্যং ব্রাহ্মণানাঞ্চ যথা ব্যাসো ব্যাকরণং ॥ ৬৭
 সগ্রাম্যাব্রণ্যকং তং স্ত্র্যং সমস্তকরণং তথা ।
 অতঃপরং কথ্যমানস্ত পূৰ্ণা ইতি বিশেষবম্ ॥ ৬৮
 গ্রাম্যাব্রণ্যং সমস্তকং কণ্ঠব্রাহ্মণ-বজুঃ স্মৃতম্ ।
 তথা হারিস্রবৌদ্রাণ্যং বিদ্যাহপখিলানি চ ।
 তথৈব তৈত্তিরিয়াণ্যং পরং স্মৃদ্বা ইতি স্মৃতম্ ॥৬৯
 যে সহস্রে শতন্যানে বেদে বাজসনেয়কং ।
 কণ্ঠগুণঃ পরিসংখ্যাতো ব্রাহ্মণস্ত চতুর্ভুগম্ ॥ ৭০
 অষ্টৌ সহস্রাণি শতানি চাষ্টৌ
 অশীতিঃ স্ত্রোত্রাধিকশ্চ পাদঃ ।
 এতং প্রমাণং যজুৰ্যম্ চাক্ষ
 স তক্রিয়ং সাধিসংখ্যাস্তবন্ধ্যম্ ॥ ৭১

অষ্ট সহস্র ছরশত, অষ্ট প্রকার পঞ্চদশ এবং
 তাহারও অষ্টতর দশপ্রকার বন্ধ উক্ত হয় ।
 ইহা বাতীত বালখিল্যা সমপ্রৈখা ও সাবর্ণা
 উক্ত হইয়া থাকে । অষ্ট সহস্র সাম ও চতু-
 র্দশ সাম এবং সহোম আরণ্যক, এই সকল
 সামগ ব্রাহ্মণেরা পান করিয়া থাকেন । ব্যাস-
 দেব বজুঃ ও ব্রাহ্মণের গ্রাম্যাব্রণ্যক এবং মন্ত্র-
 করণক সহ দ্বাদশ সহস্র আধ্বৰ্য্যব বেদের
 বিভাগ করেন । অনন্তর কথাসমূহের পূৰ্ণ
 এইরূপ বিশেষ করা হয় । বন্ধ, ব্রাহ্মণ ও যজুঃ
 এই তিনটি গ্রাম্যাব্রণ্য ও সমস্ত ছেদে দ্বিবিধ ।
 আর হারিস্রবৌদ্রাণ্যের ষোল ও উপখিল এই
 দ্বিবিধ প্রভেদ হয় । আর তৈত্তিরীয়সমু-
 হের পরও এই দ্বিবিধ ক্ষুদ্র ভেদ কল্পিত হই-
 য়াছে । আর বাজসনেয় সংহিতায় এক সহস্র
 নয়শত পাদ বিদ্যমান । বন্ধসংহিতায় চারি
 গুণ ব্রাহ্মণ । বজুঃ বেদের দ্বাদশব্রাহ্মণীত
 এবং বেদের তত্ত্বজ্ঞাত সংহিতাগুলির অষ্ট
 সহস্র অষ্ট শত অশীতিও অধিক সংখ্যক পাদ

তথা চরবদ্যান্যং প্রমাণং সংহিতায় শৃণু ।
 ষট্ সাহস্রম্ চামৃতমুচ্যেতঃ ষড়্বিংশতিঃ পুনঃ ।
 এতাবদধিকং তেষাং বজুঃ কামং বিবর্ততি ॥ ৭২
 একাদশ সহস্রাণি দশ চান্য দশোত্তরাঃ ।
 ষট্যং দশসহস্রাণি অশীতি-ত্রিশতানি চ ॥ ৭৩
 সহস্রমেকং মন্ত্রাণাম্ চামৃতং প্রমাণতঃ ।
 এতাদৃশভূতবিশ্তারমন্যত্র ষর্ষিকং বহু ॥ ৭৪
 ষ্চচামধ্বৰ্য্যবং পঞ্চ সহস্রাণি বিনিশ্চয়ঃ ।
 সহস্রম্যাব্রাজেয়মুভিত্তিবিংশতিং বিনা ॥ ৭৫
 এতদঙ্গিরসা প্রোক্তস্তেষামারণ্যকং পুনঃ ।
 ইতি সংখ্যা প্রসংখ্যাতা শাখাভেদান্তত্বৈব চ ॥৭৬
 কণ্ঠারশ্চৈব শাখানাং ভেদে হেতুস্তথৈব চ ।
 সর্কবস্তরেষু শাখাভেদাঃ সমাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৭৭
 প্রোজাপত্যা ক্রতিনিতিয়া তদ্বিকল্পান্ত্রমে স্মৃতাঃ ।
 অনিত্যতানাদেবানং মন্ত্রোৎপত্তিঃ পুনঃপুনঃ ॥৭৮
 মবস্তরানৌ ক্রিয়তে সুরাণ্যং নামনিশ্চয়ঃ ।

পরিমাণ জানিবেন । সম্প্রতি চরণ বিন্যাসমূহের
 সংহিতা ও পরিমাণ, বলি, অবণ করুন । বন্ধ
 সমূহের পরিমাণ ছয় সহস্র , পুনর্বার বন্ধসকল
 ষড়্বিংশতি প্রকারে বিভাজিত হইয়াছে । বজু-
 ষ্ট্রোনের পাঁচ পরিমাণ ইহা অপেক্ষাও অধিক,
 তাহা বলিতেছি অবণ করুন । বজুঃ সমূহের পাদ
 দশাধিক একাদশ সহস্র । আরও অপর কতক-
 গুলির দশ অধিক । বজুঃ দশ সহস্র তিন
 শত অশীতি মন্ত্র, বজুঃের পরিমাণ এক সহস্র ।
 ভূগুণকর্তৃক এই সমস্ত বিস্তারিত হয় । অপর
 আধ্বৰ্য্যিকও বহুতর আছে । বন্ধসমূহের ও
 অধ্বৰ্য্যসমূহের পঞ্চসংখ্য চরণ নির্ণীত আছে ।
 অষ্টোত্র বিংশতিবিহীন সহস্রপাদ পরিভ্রের ।
 সেই সকলের মধ্যে অঙ্গিরা কর্তৃক আরণ্যক
 উক্ত হইয়াছে । এই আমি শাখাভেদ সংখ্যা
 ও শাখাসমূহের কণ্ঠা সকল ও শাখাভেদের
 হেতুসমূহ কহিলাম । সকল মন্তরই শাখাভেদ
 সমান পরিভ্রের । ৭১—৭৭ । প্রোজাপত্যা ক্রত-
 নিতি, এই তুলি তাহার বিকল্পমাত্র । দেব-
 গণের অনিত্যতা হেতু ব্যবহার মন্ত্রোৎপত্তি
 হয় । সমস্ত মন্তর আদিতে দেবগণের নাম

ধাপরেষু পুনর্ভেদাঃ শ্রুতানাং পরিকীর্তিতাঃ । ৭২
এবং বৈশম্যনা ব্যস্ত ভগবান্‌বি-সম্ভবঃ ।
শিষ্যোভ্যন্ত পুনর্দ্বা তপস্তপ্তং গতো বনম্ ।
তত্ শিষ্যোপশিষ্যেভ্যঃ শাখাভেদান্তিমেষু কৃতাঃ ৮০
অঙ্গানি বৈশাংস্তারো মীমাংসা ন্যায়-বিস্তরঃ ।
ধর্মশাস্ত্রং পুরাণকং বিদ্যাভ্যেতাংচতুর্দশ ৮১
আয়ুর্কেন্দো ধমুর্কেন্দো গাক্ষর্কেন্দো তে ত্রয়ঃ ।
অর্থ-শাস্ত্রং চতুর্দশ বিদ্যাভ্যেতাদশৈব তু ৮২
জৈয়া ব্রহ্মধর্মঃ পূর্ষস্তেভ্যো দেবধর্মঃ পুনঃ ।
রাজধর্মঃ পুনস্তেভ্যো ঋষিপ্রকৃতয়স্ত্রয়ঃ ।
তেভ্য ঋষি-প্রকৃতয়া মুনিভিঃ সংশিতব্রতৈঃ ৮৩
কশ্যপেষু বশিষ্ঠেষু তথা ভৃগুনিরোহিত্রিষু ।
পঞ্চমেষু তেষু জায়তে গোত্রেষু ব্রহ্মবাদিনঃ ।
যমাদৃষন্তি ব্রহ্মাণ্ডেন ব্রহ্মধর্মঃ স্মৃতাঃ ৮৪
ধর্মশাস্ত্রং পুনস্তাত্ ক্রতোঃ পূনহন্ত চ ।
প্রতীষন্ত প্রতাসন্ত কশ্যপন্ত তথা পুনঃ ৮৫

নিশ্চয় হইয়া থাকে । ধাপরমুণে শ্রুতিসমূহের
আবার ভেদ করিত হয় । 'ঋষিসম্ভব ভগবান্'
ব্যাস এইরূপে বৈদ বিভাগ করিয়া শিষ্যগণকে
প্রদান করিবার পর পুনর্বার তপস্তার্থ বনে
গিয়াছিলেন, তাঁহারই শিষ্য ও উপশিষ্যাদি
দ্বারা এই সকল শাখাভেদ করিত হয় । চতু-
র্কেন্দ বহু বেদান্ত, মীমাংসা, জায় ধর্মশাস্ত্র ও
পুরাণ এই চতুর্দশ প্রকার বিদ্যাও তাহাতে
আবার আয়ুর্কেন্দ, ধমুর্কেন্দ, গাক্ষর্ক ও অর্থ-
শাস্ত্রযুক্ত হইয়া অষ্টাদশ প্রকার বিদ্যা কথিত
হইয়া থাকে । ব্রহ্মধর্মগণ প্রথম, ব্রহ্মবিগণ
হইতে দেবধর্মগণ, তাহা হইতে রাজধর্মগণ,
এই তিন প্রকার ঋষি "প্রকৃতিগণ" বলিয়া
উক্ত হইলেন । ব্রতাবলম্বী মুনগণসহ ঋষি
প্রকৃতিগণ, কশ্যপ, বশিষ্ঠ, ভৃগু, অঙ্গিরাঃ ও অত্রি
গোত্র ব্রহ্মবাদিগণ জন্মগ্রহণ করেন । ব্রহ্মার
নিকট গমন করেন বলিয়া ব্রহ্মধর্ম এই নাম
হয় । ধর্ম, পুণ্ড্র্য, ক্রতু, পূনহ, প্রতীষ, প্রতাস
ও বশ্যপ, ইহাদের পুত্রগণ দেবধর্ম । তাহানিগের
নাম প্রবণ করুন । দেবধর্ম নয় ও নারায়ণ
ধর্মের পুত্র, বালাধল্য সকল ক্রতুর পুত্র, কর্দম

দেবধর্মঃ সত্যস্তেবাং নামতত্ত্বানিবোধত ।
দেবধর্মো ধর্মপুত্রোঁতু নরনারায়ণবৃত্তৌ ৮৬
বালিধল্যাঃ ক্রতোঃ পুত্রাঃ কর্দমঃ পূনহন্ত তু ।
কুবেরশ্চৈব পৌনস্ত্যঃ প্রতান্‌প্রাচলঃ স্মৃতাঃ ৮৭
পর্ষতো নারদশ্চৈব কশ্যপস্তাত্ত্রজ'বৃত্তৌ ।
ঋষতি দেবান্‌ যম্মাক্তে তস্মাদ্ দেবধর্মঃ স্মৃতাঃ ৮৮
মানবে বৈষয়ে বংশে ঐড়বংশে চ যে নৃপাঃ ।
ঐড়া ঐকাকনাভায়া জৈয়া রাজধর্মস্ত তে ।
ঋষতি ব্রহ্মনাদৃষ্মাং প্রজা রাজধর্মস্ত তে ৮৯
ব্রহ্মলোকপ্রতিষ্ঠাস্ত স্মৃতা ব্রহ্মধর্মো মতাঃ ৯০
দেবলোকপ্রতিষ্ঠাস্ত জৈয়া দেবধর্মঃ স্মৃতাঃ ।
ইন্দ্রলোকপ্রতিষ্ঠাস্ত সর্কো রাজধর্মো মতাঃ ৯১
অভিজাতা চ তপসা মন্ত-ব্যাহরণৈস্তথা ।
এবং ব্রহ্মধর্মঃ প্রোক্তা দিব্যা রাজধর্মস্ত যে ৯২
দেবধর্মস্তথ'স্তে চ তেমাং বক্ষ্যানি লক্ষণম্ ।
ভূতভব্যভবজ্জ্ঞানং সত্য্যভিযাহুতং তথা ৯৩
সমুদ্রান্ত স্বয়ং যে তু সমুদ্রা যে চ বৈ স্বয়ম্ ।
তপসেহ প্রসিদ্ধা যে নর্ভে যে চ প্রোদিতাঃ ৯৪
মন্তব্যাহারিণো যে চ ঐর্য্যং সর্কগাংস্ত যে ।

পুণ্ড্র্য, কুবের পুণ্ড্র্যের, অচল প্রতীষের,
এবং পর্ষত ও নারদ কশ্যপের পুত্র । ইহারা
দেবগণের নিকট গমন করেন বলিয়া দেবধর্ম
নামে নির্দিষ্ট হইয়া থাকেন । ৮৬—৮৮ । মানব,
বৈষয় ও ঐড়বংশে সন্তত রাজগণ, ঐকাকুগণ ও
নাভাগাদি নৃপগণ বাজবি বলিয়া বিখ্যাত ।
ইহারা প্রজারজ্ঞনার্থ পৃথিবীতে আসিয়া রাজধর্ম
নামে খ্যাত হইলেন । ব্রহ্মবিগণের ব্রহ্মলোকে,
দেবধর্মগণের দেবলোকে ও রাজধর্মগণের ইন্দ্র
লোকে প্রতিষ্ঠা হয় । প্রশন্তকুলে জন্ম, তপস্তা
ও মন্ত পঠাদিদ্বারা ইহারা পুণ্ড্র্য পাইয়া
থাকেন । সম্প্রতি 'অর্গ্য' ব্রহ্মধর্ম, দেবধর্ম ও
রাজধর্মগণের লক্ষণ কহিতেছি, লবণ করুন ।
বাহনের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই কাল-
ক্রমের জ্ঞান, সত্য্যবাদিতা, স্বয়ং উপপত্তি ও
স্বয়ং জ্ঞান বিদ্যামান এবং ইহারা তপস্তার
লজ প্রসিদ্ধ, দ্বিহারা নর্ভবান্‌ অবহার
প্রোদিত হইয়া মন্ত উপাধি করেন এবং

ইত্যেতে ঋষিভির্ভুক্তা দেববিগ্ননৃপাস্তে যে । ১৫
 এতান্ ভাবনধীমানা যে চৈত ধর্ময়ো মতাঃ ।
 সপ্তৈতে সপ্তভিষ্টৈশ্চ সপ্তৈঃ সপ্তধ্বঃ স্মৃতাঃ । ১৬
 দীর্ঘায়ুষো মনুজকতো ঐশ্বর্য দিব্যচক্ষুশঃ ।
 বুদ্ধাঃ প্রত্যক্ষ-ধর্ম্মাণো গোত্র-প্রবর্তকাস্চ যে । ১৭
 ঘটকর্মাভিরতা নিত্যং শানিনো গৃহমেধিনঃ ।
 তুল্যৈর্বািবহরস্তি স্ম অদৃষ্টৈঃ কর্ম্মহেতুভিঃ । ১৮
 অগ্রামৈর্বর্ষস্তি স্ম রসৈষ্টৈশ্চ স্বয়ং কৃষ্টৈঃ ।
 কুটুম্বিন ঋজিমত্তো বাহ্যন্তরনিবাসিনঃ । ১৯
 কুতাদিমু যুগাদ্যোয়ু সর্কেষেব পুনঃপুনঃ ।
 বর্ণাশ্রমব্যবস্থানং ক্রিয়ন্তে প্রথমন্ত বৈ । ২০০
 প্রাপ্তে ত্রেতাযুগমুখে পুনঃ সপ্তধ্বয়জ্বিহ ।
 প্রবর্তয়ন্তি যে বর্ণানাম্রমাষ্টৈশ্চ সর্কষণঃ ।
 তেষামেবারয়ে বীরা উৎপন্নাস্তে পুনঃপুনঃ । ২০১
 জায়মানে পিতা পুত্রো পুত্রঃ পিতরি চৈব হি ।
 এবং সমেত্যাবিচ্ছেদাদ্বর্ষস্তরন্ত্যা যুগক্ষয়ঃ । ২০২
 অষ্টাশীতিসহস্রাণি প্রোক্তানি গৃহমেধিনাম্ ।

অর্থাৎ। দক্ষিণা যে তু পিতৃবংশ সমাজিতাঃ ।
 দারামিহোজ্জিগন্তে বৈ যে প্রজাহেতবঃ স্মৃতাঃ ১০০
 গৃহমেধিনাস্তে সংখ্যে য়াঃ শাশানি প্রাপ্তান্তি যে ।
 অষ্টাশীতিসহস্রাণি নিহিতা উত্তরায়ণে । ১০১
 যে প্রাপ্তে দিবং প্রাপ্তা ঋষয়ো হৃদ্বিরেতসঃ ।
 মন্ত্রব্রাহ্মণকর্তারো জ্ঞাতস্তে হ যুগক্ষয়ে । ১০২
 এবমাবর্তমানাস্তে ষাপরেষু পুনঃপুনঃ ।
 বজ্রানং ভাব্যবিদ্যাশাঃ নানানাম্রকৃতঃ কয়ে ১০৩
 ভবিষ্যে ষাপরে চৈব দ্রৌণির্দৈপায়নঃ পুনঃ ।
 বেদব্যাসো হতীতেহস্মিন ভবিতা স্তমহতপাঃ ১০৪
 ভবিষ্যন্তি ভবিষ্যো শাখাপ্রণয়নানি তু ।
 তস্মৈ তদ্ব্রহ্মণ ব্রহ্মা উপমা প্রপ্তমব্যয়ম্ । ১০৫
 তপসা কর্ম্ম সম্প্রাপ্তং কর্ম্মণা হি ততো বশঃ ।
 যশসা প্রাপ্য সত্যং হি সত্যোনাশ্তো হি চাচ্যয়ঃ ।
 অব্যয়াদমৃতং শুক্রমমৃতং সর্কমেব হি ।
 ক্রমেমেকাকরমিণং স্বাস্ত্রোব ব্যবহিতম্ ।
 বৃহদ্রতবৃহৎপাচৈব তদ্ব্রহ্মেতাভিধীয়তে । ১০৬

অনিমাদি অষ্টবিধ ঐশ্বর্যবলে বাহারা সর্কত্র
 গমনাগমন করিতে সমর্থ, সেই দেব, বিজ
 ও রাজগণ ঋষি বলিয়া বিখ্যাত হইয়া
 থাকেন। সপ্তঋষি সপ্তপুত্র ভূষিত হইয়া
 সপ্তবি বলিয়া বিখ্যাত। ইহঁরা দীর্ঘায়ু,
 মনুকারী, ঐশ্বর্য, দিব্য দৃষ্টিবিশিষ্ট, বোধবান্,
 প্রত্যক্ষধর্ম্মা, গোত্রপ্রবর্তক, যজ্ঞন বাজনা
 বটকর্ম্ম-নিরত, গৃহমেধী, দুর্কর্মে লজ্জাশীল,
 এবং কর্ম্ম জন্ত তুল্য অনৃষ্টবশে ব্যবহার এবং
 স্বয়ংকৃত অগ্রাষ্য রসে অবস্থিত করিয়া থাকেন।
 ইহঁাদের কুটুম্ব বন্ধুবান্ধব বহু ইহঁারা সমুজ্জি-
 নান্ ও বাহ্যন্তরবাসী। ইহঁরাই বারবার
 সত্যাদিযুগাদিকালে অগ্রে বর্ণাশ্রমের ব্যবস্থা
 করেন। ত্রেতাযুগ আসিলে সপ্তবিগণ পুনর্বার
 বর্ণ ও আশ্রম প্রবর্তিত করিয়া থাকেন।
 তাঁহাদেরই বংশে বীর সকল বারবার উৎপন্ন
 হইয়া থাকে। পিতা পুত্রে এবং পুত্র পিতাতে
 জন্মগমণ করেন, এইরূপে জন্মের অবিরুদ্ধতা
 হেতু তাঁহারা যুগক্ষয় কালাবধি বর্তমান থাকেন।
 গৃহমেধীকণের লক্ষ্য্য অষ্টাশীতি সহস্র।

বাহারা অর্ধ্যমার দক্ষিণে পিতৃবান আশ্রয় করিয়া-
 ছেন, তাঁহারা অগ্নিহোত্রী ও দারপরিগ্রাহী,
 ইহঁরাই প্রজা উৎপাদনের মূল অষ্টাশীতি
 সহস্র গৃহমেধী শাশান আশ্রয় করিয়া অবস্থান
 করেন। উত্তরায়ণকালে সকলেই বিনষ্ট হন।
 যে উজ্জিরেতা স্বর্গে গিয়াছেন বলিয়া তন। বার,
 তাঁহারা পুনরায় যুগক্ষয়কালে মনুভ্রাত্মনকর্তা
 হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। এইরূপে ষাপরযুগে
 বারবার গমনাগমন করিয়া যুগক্ষয়কালে কর্ম্মবিদ্যা
 ও ভাব্যবিদ্যা প্রণয়ন করিয়া থাকেন। ভবিষ্য
 ষাপরে দ্রৌণি ও তাহা অতীত হইলে স্তমহা-
 তপাঃ বৈপায়ন বেদব্যাস হইবেন। ১০১—১০৬।
 সমস্ত ভবিষ্যযুগে বেদের শাখাগমূহ প্রবীত
 হইবে। সে জন্ত বেদরূপ ব্রহ্ম দ্বারা ব্রহ্ম এবং
 তপস্তা দ্বারা অগ্নয় প্রাপ্ত হয়। তাহারা ক্রমে
 এই রূপ তপস্তার কর্ম্ম, কর্মে বশঃ, বশে সত্য,
 সত্যে অধ্যয়, অধ্যয়ে অমৃত এবং অমৃতে
 সর্কপুত্র লাভ করিয়া থাকেন। ও এই একা-
 ক্রম ব্রহ্ম আত্মাতেই অবস্থিত। বৃহৎ ও
 বৃহৎ হেতু "ব্রহ্ম" বলিয়া অভিহিত হইয়া

প্রণবাবস্থিতং ভূয়ো ভূত্বঃ স্বরিত্তি স্মৃতম্ ।
 ঋগ্-যজুঃ-সামাধ্বর্ষ-রূপিণে ব্রহ্মণে নমঃ ॥ ১১১
 জগতঃ প্রলয়োপত্যৌ যন্তং কারণসংজ্ঞিতম্ ।
 মহতঃ পরমং শুভং তস্মৈ সূর্যব্রহ্মণে নমঃ ॥ ১১২
 অগাধাপরমকব্যং জগৎসম্মোহনালয়ম্ ।
 সপ্রকাশপ্রভৃতিভ্যাং পুরুষাৰ্থঃ ১১৩
 সাংখ্যজ্ঞানবত্যাং নিষ্ঠা গতিঃ শমদমাস্ত্রনঃ ।
 যন্তনব্যক্তমমৃতং প্রকৃতিব্রহ্মশাপ্তম্ ॥ ১১৪
 প্রধানমাস্ত্রমোহিনীং শুভং সন্তক শক্যতে ।
 অবিভাগশ্চ তত্ত্বমক্ষরং বহবাচকম্ ।
 পরমব্রহ্মণে তস্মৈ নিত্যমেব নমো নমঃ ॥ ১১৫
 কৃতে পুনঃ ত্রিযা নাস্তি কৃত এবাকৃতক্রিয়া ।
 সফলং কৃতং সৰ্ব্বং যদৈ লোকে কৃতাকৃতম্ ॥
 শ্রোতব্যং বৈ শ্রুতং বাপি তদেবাসাপূতম্ ।
 জ্ঞাতব্যাক্ষম মন্তব্যং প্রষ্টব্যং ভোজ্যমেব চ ।
 দ্রষ্টব্যং যাক্ষ শ্রোতব্যং জ্ঞাতব্যং বাধ কিকন ॥ ১১৭
 দর্শিতং যদনেনৈব জ্ঞানং তদৈ সুরবিধাম্ ।

যদৈ দর্শিতবানেব কন্তনবেইমহতি ।
 সর্কানি সর্কান সর্কান ভগবানেব মোহব্রবীৎ
 যদা যৎ ক্রিয়তে যেন তদা তৎ মোহভিমুদ্রতে ।
 যেনেদং ক্রিয়তে পূর্কং তদন্তেন বিভাবিতম্ ॥
 যদা তু ক্রিয়তে কিঞ্চিৎ কেনচিৎ বাস্তুয়ং কচিৎ ।
 তেইং তৎকৃতং পূর্কং কচুণাং প্রতিভাতি বৈ ॥
 বিরক্তকাবিরক্তক জ্ঞানাজ্ঞানে প্রিয়াপ্রিয়ে ।
 ধর্ম্মার্থশৌ সুখং দুঃখং মৃত্যুশ্চামৃতশ্চৈব চ ।
 উর্দ্ধস্থিধিগদোভাগন্তধৈবাতৃষ্টকারণম্ ॥ ১২১
 স্বায়ত্ত্ববোধে জ্যোতিস্ত ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ ।
 প্রত্যেকবিদ্যাস্তবতি ত্রেতাশ্বিহ পুনঃপুনঃ ॥ ১২২
 ব্যস্ততে হেববিদ্যাস্তদ্বাপরেণ পুনঃপুনঃ ।
 ব্রহ্মাচৈতহুবাচাৰৌ তস্মিন্ বৈবস্বতেহতরে ॥
 আবর্তমানা ঋষয়ো যুগাখ্যাসু পুনঃপুনঃ ।
 কুর্কস্তু সংহিতা হেতে জ্ঞানমানাঃ পরম্পরম্ ॥
 অষ্টাশীতিসংখ্যানি শ্রুতবীণাং স্মৃতানি বৈ ।

ধাকে । ব্রহ্ম প্রণবে অবস্থিত, আবার তাহারই
 নাম 'ভূ-ভুয়-স্বঃ' সেই ব্রহ্ম ঋক্, যজুঃ
 সাম ও অধ্বর্ষবেদরূপী, তাঁহাকে নমস্কার
 করি। জগতের উদ্ভব ও প্রলয় ব্যাপারে
 তিনিই কারণ এবং তিনি মহন্তের পরম
 শুভ কারণ, আমি সেই পরম ব্রহ্মকে নম-
 স্কার করি। যিনি অগাধ পরাংপর ও অক্ষর,
 যিনি স্বকীয় মায়ায় জগৎ সম্মোহনের কারণ,
 যিনি সপ্রকাশ ও প্রভৃতিবলে পুরুষাৰ্থ-সাধনের
 প্রয়োজন, যিনি সাংখ্যজ্ঞানশালী ব্যক্তিগণের
 নিষ্ঠাপ্ররূপ, যিনি শম ও দমাবলম্বী জনগণের
 গতিস্বরূপ, যিনি অব্যক্ত, অমৃত, নিত্যপ্রকৃতি,
 ব্রহ্ম, প্রধান, আস্ত্রমোহিনী, শুভ, সন্তক অবিভাগ্য,
 অক্ষর ও তত্ত্ব প্রভৃতি শব্দ-বাচ্য, সেই পরম
 ব্রহ্মকে নমস্কার করি। ১০৮—১১৭। সত্য-
 যুগে ক্রিয়া নাই, তবে ক্রিয়ার কারণ সম্ভব হয়
 কিরূপে? বাহা লোকে কৃত ও অকৃতরূপে
 ব্যবহৃত, তাহা একবারই করা হইয়াছে। বাহা
 শ্রুত ও শ্রোতব্য, অসাপূত ও সাপূত এবং
 বাহা জ্ঞাতব্য, প্রষ্টব্য, ভোজ্য, দ্রষ্টব্য, ও জ্ঞাতব্য

এবং বাহা দেববিনিগের জ্ঞান, সে সকলই এই
 ব্রহ্ম কর্তৃক প্রদর্শিত হইয়াছে; অতঃ কোন
 লোক ইহাকে জানিতে সমর্থ হইবে? বিশ্ব
 মধ্যে ক্লীবলিঙ্গ, পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ বাহা কিছু
 আছে, তৎসমস্ত তিনিই স্থির করিয়াছেন। যে
 ব্যক্তি যেখানে যখন বাহা করিতেছে, সে সকলই
 তিনি জানিতে পারিতেছেন, পূর্ক তিনিই বাহা
 করিয়াছেন, তাহাই অপর ব্যক্তি বুদ্ধিবলে প্রকাশ
 করিতেছে। কোন জন কোথাও শাস্ত্রপ্রণয়ন
 করে, তাহা যেন পূর্কই তিনি প্রণয়ন করিয়া
 রাখিয়াছেন, এইরূপই প্রতিভাত হয়। বিরাম
 ও অবিরাম, জ্ঞান ও অজ্ঞান, প্রিয় ও অপ্রিয়,
 ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, সুখ ও দুঃখ, মৃত্যু ও মুক্তি, উর্দ্ধ
 তির্ধ্যক্, অধোভাগ ও অদৃষ্ট তিনি এই সকলেরই
 কারণ। ত্রেতা যুগসমূহে জ্যোতিঃ স্বায়ত্ত্ব পর-
 মেষ্ঠী ব্রহ্মার বারম্বার এক বিদ্যা হয়, ঋগ্-যজুঃ-
 সকলে সেই একবিদ্যা বারম্বার বিস্তৃত হইয়া
 থাকে। ব্রহ্মা বৈবস্বত মহন্তের আদিতে এই
 সকল করিয়াছেন। ঋষিগণ যুগে যুগে বারম্বার
 জন্ম লইয়া এই সকল সংহিতা প্রণয়ন করেন।
 বেদবিভাগকর্তা ঋষিগণের সংখ্যা অষ্টাশীতি

তা এব সংহিতা হেতে আবর্তন্তে পুনঃপুনঃ ॥
 ত্রিতা দক্ষিণপদানং বে শাখানি ভেজিরে ।
 যুগে যুগে তু তাঃ শাখা ব্যস্তন্তে তৈঃ পুনঃ পুনঃ ॥
 ষাপরেবিহ সর্কেষু সংহিতাশ্চ ক্রতুবিভিঃ ।
 তেষাং গোত্রৈষিমাঃ শাখা ভবন্তীহ পুনঃ পুনঃ ।
 তাঃ শাখান্ত্র কর্তারো ভবন্তীহ যুগক্ষয়ঃ ॥১২৭
 এবমেব তু বিজ্ঞেয়ং ব্যতীতানাগতেষ্বহ ।
 মনস্তপেযু সর্কেষু শাখা-প্রণয়নানি বৈ ॥ ১২৮
 অতীতানি অতীতেষু বর্তন্তে সাম্প্রতেষু চ ।
 ভবিষ্যাণি চ বানি স্থাবীর্বাভুতহনাগতেষাপি ॥ ১২৯
 পূর্বেণ পশ্চিমং জ্ঞেয়ং বর্তমানেন চোভয়ম্ ।
 এতেন ক্রমযোগেণ মনস্তরবিনিচয়ঃ ॥ ১৩০
 এবং দেবাস্চ পিতর ঋষয়ো মনবশ্চ বে ।
 মন্থৈঃ সংহীর্জং গচ্ছন্তি হাবর্তন্তে চ তৈঃ সহ ॥
 জনলোকং সুরাঃ সর্কে পশুকল্পাং পুনঃপুনঃ ।
 পর্থাপ্তকালে সাম্প্রাপ্তে সত্ত্বতা নৈব নশ্ব তু ॥১৩২
 অবশ্যভাবিনার্ধেন সম্বধ্যন্তে তদা তু তে ।

সংস্র । তাঁহাদের সংহিতাই যুগে যুগে আবার
 আবর্তিত হইয়া থাকে । স্বর্গের দক্ষিণপথ
 অবলম্বনে যাহারা শাখান আশ্রয় করেন, তাঁহারা
 যুগে যুগে বারম্বার শাখা বিভাগ করিয়া থাকেন ।
 সমস্ত ষাপর যুগেই বেদবিভাগকর্তা ঋষিগণ
 সংহিতা প্রণয়ন করেন । তাঁহাদিগের গোত্র
 পরম্পরাতেই সমস্ত বেদশাখা বারবার প্রবর্তিত
 হয় । তদ্ব্যয় তৎকোত্রীয় ঋষিগণ যুগক্ষয়ের পর
 সেই সেই শাখা বিভাগ করেন । যাবতীয়
 অতীত ও ভবিষ্যৎ মনস্তপেই এইরূপ শাখা-
 বিভাগ হয় । অতীত ও বর্তমান মনস্তপে অতীত
 শাখাগুলি এবং অনাগত মনস্তপে ভবিষ্যৎ
 শাখাসমূহ প্রবর্তিত হয় । পূর্বেই সহিত পাশ্চম
 এবং বর্তমানের সহিত ঐ উভয় প্রবর্তিত হয়,
 এইরূপ ক্রমযোগে মনস্তর নিশ্চয় হইয়া থাকে ।
 ১২৮—৩০। এইরূপে দেবগণ, পিতৃগণ, ঋষিগণ ও
 মনুষ্যগণ বেদমন্ত্রের সহিত উর্দ্ধ গমন করেন এবং
 সেই সকলের সহিত পুনরাগ পৃথিবীতে জন্ম
 লয়েন । হরণ পশুকল্পের পর যোগ্যকালে
 জনলোক হইতে পৃথিবীতে আসিয়া জন্মিয়া

ওতন্তে দোষবজ্জয় পশ্বন্তো রাগপূর্ষকম্ ॥ ১৩৩
 নিবর্তন্তে তদারন্তিস্তেবামাদোষদর্শনং ।
 এবং দেবযুগানীহ দশ কৃত্বা নিবর্তন্তে ॥ ১৩৪
 জনলোকান্তপোলোকং গচ্ছন্তীহানিবর্তনম্ ।
 এবং দেবযুগানীহ ব্যতীতানি সহস্রশঃ ॥ ১৩৫
 নিপনং ব্রহ্মলোকং বৈ গতানি মুনিভিঃ সহ ।
 ন শক্যমানুপূর্ক্যেণ তেষাং বক্তুং সবিস্তরাম্ ॥
 অনানিত্যাকালকাল অসংখ্যানাকাল সর্কশঃ ॥১৩৭
 মনস্তরপাতীতানি যানি কল্পৈঃ পুরা সহ ।
 পিতৃভির্মুনিভির্দেবৈঃ সাক্ষিং সপ্তবিভিঃ বৈ ॥
 কালেন প্রতিস্থষ্টানং যুগানাক নিবর্তনম্ ।
 এতেন ক্রমযোগেণ কল্পমনস্তরানি তু ।
 সপ্রজানি ব্যতীতানি শতশোহং সহস্রশঃ ॥ ১৩৯
 মনস্তরান্তে সংহারঃ সংহারান্তে চ সম্ভবঃ ।
 দেবতানামুদীপক মনোঃ পিতৃগণশ্চ চ ॥ ১৪০
 ন শক্যমানুপূর্ক্যেণ বক্তুং বর্ষণতৈরপি ।

থাকেন । তখন তাঁহারা অবশ্যস্তাবী অদৃষ্ট-
 ফলে সম্বন্ধ হইলেন ; পরে অমুরাগপূর্ষক
 আপনাদের দোষসংপৃক্ত জন্ম দর্শন করেন,
 দোষদর্শনের পর তাঁহাদের বারম্বার জন্ম
 নিবৃত্তি হয় । দশযুগ যাবৎ এইরূপ করিয়া
 নিবৃত্তি পাইয়া থাকেন । তৎপরে তাঁহারা
 জনলোক হইতে উপোলোকে প্রস্থান করেন ।
 তখন আর এখানে জন্ম লইতে হয় না । এই-
 রূপে সহস্র সহস্র দেবযুগ অতিবাহিত হইয়া
 গিয়াছে । দেবগণ যখন মুনিগণ সহ ব্রহ্মলোকে
 গমন করেন, তখন দেবযুগ নিবৃত্তি পায় । কাল
 অনাদি ও অসংখ্য, এই জ্ঞাত পূর্ষকম এবং
 পিতৃদেব, মুনি ও সপ্তবি প্রভৃতির সহিত যে
 সকল যুগ চলিয়া গিয়াছে, তৎসমস্তের বিবরণ
 বিস্তারপূর্ষক বর্ণন করিতে কেহই সমর্থ হয়
 না । কালযোগেই প্রতিস্থষ্টি ও যুগসকলের
 নিবৃত্তি হইয়া থাকে । এইরূপ ক্রম অনুসারেই
 যাবতীয় প্রজার সহিত শত শত ও সহস্র
 সহস্র কল্প মনস্তর অতীত হইয়া গিয়াছে ।
 মনস্তরের পর প্রলয়, তৎপরে দেবতা, ঋষি,
 মনু ও পিতৃগণের উদ্ভব হইয়া থাকে । স্থষ্টি

বিস্তরন্ত নিসর্গন্ত সংহারন্ত চ সর্কশঃ ॥ ১৪১

মহত্তরন্ত সংখ্যা তু মাতৃষেণ নিবোধত ॥ ১৪২

দেবতানামুখ্যার্থক সংখ্যানার্থবিশারদৈঃ ।

ত্রিংশৎ কোট্যন্ত সম্পূর্ণাঃ সংখ্যাভাঃ সংখ্যয়াঃ

দ্বিজৈঃ ॥ ১৪৩

সপ্তষষ্টিভাষ্যাত্তানি নিযুতানি চ সংখ্যয়া ।

বিংশতিশ্চ সহস্রাণি কালোহয়ং সোহধিকান্ বিন

মহত্তরন্ত সংখ্যয়া মাতৃষেণ ঐকীকৃতিত্বাৎ ।

বৎসহস্রৈব দিব্যান প্রবক্ষ্যাম্যন্তরং মনোঃ ॥ ১৪৫

অষ্টৌ শতসহস্রাণি দিব্যাঃ সংখ্যয়া স্মৃতম্ ।

বিপকাশভাষ্যাত্তানি সহস্রাণ্যধিকানি তু ॥ ১৪৬

চতুর্দশশতৌ হেব কাল আভূতসংগ্রহঃ ।

পূর্ণং যুগসহস্রং স্তান্নান্নহর্ষক্ষণঃ স্মৃতম্ ॥ ১৪৭

তত্র সর্কশি, ভূতানি দক্ষ্যাত্তানিত্যরশাভিঃ ।

ব্রহ্মাণমগ্রতঃ কৃত্বা সহ দেবর্ষিদানবৈঃ ।

প্রবিশতি সুরশ্রেষ্ঠং দেবদেবং মহেশ্বরম্ ॥ ১৪৮

স স্রষ্টা সর্কভূতানি কল্পাদিযু পুনঃপুনঃ ।

ইত্যেব স্থিতিকালো বৈ মনোদৈর্ঘ্যভিঃ সহ ॥

সর্কমহত্তরাণাং বৈ প্রতিসঙ্কিং নিবোধত ।

ও প্রলয়ের বিস্তৃত বিবরণ আত্মপূর্নিক বর্ণন করিতে শত বর্ষও পারা যায় না। সম্প্রতি মনুষ্য, ঋষি ও দেব পরিমাণে মহত্তরের সংখ্যা কহিতেছি, শ্রবণ করুন। সংখ্যাবিশয়ে বিশারদ বিজ্ঞগণ বলেন যে, দেব-পরিমাণের ত্রিংশৎ কোটি মহত্তর, ঋষি পরিমাণের সপ্তষষ্টি নিযুত মহত্তর, মানুষ্যপরিমাণের বিংশতি সহস্র মহত্তর সম্পূর্ণ হইয়াছে। অধুনা দিব্য বৎসর দ্বারা মহত্তর পরিমাণ বলিব, শ্রবণ করুন। ১৩১—১৪৫ দিব্যসংখ্যায় অষ্টশত সহস্র, অত্র সকল বিপকাশং সহস্রেরও অধিক মহত্তর পরিমাণ জানিবেন। ইহার চতুর্দশ শত প্রলয়কাল। পূর্ণ সহস্র যুগে ব্রহ্মার একদিন, তখন সূর্য্যরশ্মিতে সমস্ত জীব দগ্ধ হইলে দেব, ঋষি ও দানবেরা ব্রহ্মাকে অগ্রে করিয়া দেবদেব মহাদেবের সম্মুখে গমন করিয়া থাকেন। কলের আদিকালে তিনিই নিখিল ভূতের সৃষ্টি করেন। এই আমি দেব ও ঋষিগণের সহিত মনুর স্থিতি-

যুগাখ্যা বা সমুদীপ্তি প্রাপ্তে বাসিন্ ময়া তব ॥ ১৫০

কৃতদ্রোতাদিসংযুক্তং চতুর্ধুগমিতি স্মৃতম্ ।

তদেকসপ্ততিশতং পরিদৃষ্টন্ত সাধিকম্ ।

মনোরেকমধীকারং প্রোবাচ ভগবান্ প্রভুঃ ॥ ১৫১

এবং মহত্তরাণ্যন্ত সর্কোবামেব লক্ষণম্ ।

অতীতানাগতানাং বৈ বর্তমানেন কীর্তিতম্ ॥ ১৫২ ১

ইত্যেব কীর্তিতঃ সর্গো মনোঃ স্বায়ত্ত্বং হ ।

প্রতিসঙ্কিস্ত বক্ষ্যামি তন্ত বৈ চাপরন্ত তু ॥ ১৫৩

মহত্তরং বধ্যপূর্কমৃষিভির্দৈবতিঃ সহ ।

অবশ্যস্তাবিনাশেন যথাতথৈব নিবর্তিতৈঃ ॥ ১৫৪

অস্মিন্ মহত্তরে পূর্কং ত্রৈলোক্যন্তেব্রাহ্মণ্যে ॥

সপ্তর্ষশ্চ দেবান্তে পিতরো মনবন্তথা ।

মহত্তরন্ত কালে তু সম্পূর্ণে সাধকান্তথা ॥ ১৫৫

কীর্নাধিকারঃ সংবৃত্তা বুদ্ধা পথ্যায়মাননঃ ।

মহলোকায় তে সর্কো উমুখা নথিরে গতিম্ ॥ ১৫৬

ততো মহত্তরে তস্মিন্ প্রকীর্ণা দেবতান্ত তাঃ ।

কাল বর্ণন করিলাম। অধুনা সমস্ত মহত্তরের প্রতিসঙ্কিকাল শ্রবণ করুন। আমি পূর্কে আপনার নিকট যে যুগের বিষয় কহিয়াছি, বাহা সত্যদ্রোতাদি-সমবিত হইয়া চতুর্ধুগ নামে অভিহিত হয়, তাহাকে একসপ্ততি গুণ করিলে যত পরিমিত সময় হয়, তাহাই এক মনুর অধিকার কাল বলিয়া জানিবেন। ভগবান্ প্রভু এই কথা কহিয়াছেন। সমস্ত অতীত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান মহত্তরের ইহাই লক্ষণ। এই আমি স্বায়ত্ত্বং মহত্তরের সৃষ্টি কীর্তন করিলাম, অধুনা তাহার এবং অপর মহত্তরের প্রতিসঙ্কি কহিব, শ্রবণ করুন। ঋষি ও দেবগণের সহিত পূর্কের দ্বারা অবশ্যস্তাবী প্রয়োজনের সহিত মহত্তর নিবৃত্ত হয়। পূর্কে এই মহত্তরে যে সকল সপ্তর্ষি, দেব, পিতৃ ও মনু ত্রৈলোক্যের অধিপতি ছিলেন, মহত্তর সম্পূর্ণ হইলে কাষ্যসাধনের পর তাহাদের অধিকার কীর্ণ হইয়া থাকে। তখন তাহারা নিজেদের পথ্যায় বুদ্ধা মহলোকের প্রতি উমুখ হইয়া, উর্দ্ধে গিয়া থাকেন। তৎপরে সেই মহত্তরে দেবতাপ্রণ অত্যন্ত কীর্ণ

সম্পূর্ণে স্থিতিকালে তু তিষ্ঠন্ত্যেকং কৃতং যুগম্ ॥
 উৎপন্নাস্তে ভবিষ্যন্তে যাময়মন্তরেধরাঃ ।
 দেবতাঃ পিতৃগণাঃ ঋষিগণাঃ মনুস্বেব চ ॥ ১৫৮
 মন্তরে তু সম্পূর্ণে যদ্যন্তদ্বৈব কলৈর্ভুগ্নে ।
 সম্পন্ন্যতে কৃতং তেষু কলিশিষ্টেষু বৈ তদা ॥ ১৫৯
 বধা কৃতন্ত সন্তানঃ কলিপূর্কঃ স্মৃতো বুধৈঃ ।
 তথা মন্তরান্তেষু াদির্মন্তরন্ত চ ॥ ১৬০
 ক্রীণে মন্তরে পূর্কে প্রবৃন্তে চাপরে পুনঃ ।
 মুখে কৃতযুগস্তাং তেষাং শিষ্টান্ত যে তদা ॥ ১৬১
 সপ্তর্ধয়ো মনুশ্চৈব কালাবেক্ষান্ত যে স্থিতাঃ ।
 মন্তরব্যবস্থার্থং সত্যত্বার্থক সর্কশঃ ।
 পূর্কবৎ সম্প্রবৃন্তেষু উৎপন্নান্নৌষধীষু চ ।
 বৃন্দেষু সম্প্রবৃন্তেষু উৎপন্নান্নৌষধীষু চ ।
 প্রজাসু সনিকেষু সংস্থিতাসু কচিৎ কচিৎ ॥
 বার্তায়াস্ত প্রবৃত্তায়াং সঙ্কল্পে ঋষিভাবিতে ।
 নিরানন্দে গতে লোকে নষ্টে স্থাবরজঙ্গমে ॥ ১৬৩
 অগ্রামনগরে চৈব বর্ণাশ্রমবিবর্জিতে ।

হয়েন ; সম্পূর্ণ স্থিতিকালে একমাত্র সত্যযুগ
 কাল থাকেন ; তদনন্তর ভবিষ্য মন্তরের অধী-
 শ্বর দেবতাগণ, পিতৃগণ, ঋষিগণ ও মনু জন্মিয়া
 থাকেন । ১৫৮—১৫৮ । মন্তরকালে কলিকাল
 সম্পূর্ণ হইলে যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকে, তাহা
 সত্যযুগের আদিম বলিয়া কথিত হয় । যেমন
 কলির প্রজা সত্যযুগের প্রথম প্রজা বলিয়া উক্ত,
 তেমনি মন্তর সকলের অন্তকালে অগ্র মন্তরের
 আদিম প্রজা বলিয়া গণ্য হয় । এক মন্তর
 ক্রীণ এবং অপর মন্তর প্রবৃত্ত হইলে সত্য-
 যুগের আদিতে তাঁহাদের অবশিষ্ট সপ্তর্ধিরাও
 মনু কাল অপেক্ষা করিয়া অপর মন্তর প্রতীক্ষা
 করেন এবং সময় আসিলেই তাঁহারাও মন্ত-
 রের ব্যবহার জ্ঞাত এবং প্রজা সকলের
 উৎপাদনের নিমিত্ত পূর্কের দ্বায় ত্রিলোকের
 কার্যসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন । তখন
 বারিবর্ষণ, মারুত, শীত ও গ্রীষ্ম, স্থব ও দুঃখাদি
 প্রবৃত্ত এবং ওষধি সকল জন্মিলে প্রজা সকল
 কোথাও কোথাও গৃহাদি নির্মাণ করিয়া
 অবস্থিত করেন । পৃথিবীত সঙ্কল্প ও বার্তা-

পূর্কমন্তরে শিষ্টে যে ভবন্তীহ ধার্মিকাঃ ।
 সপ্তর্ধয়ো মনুশ্চৈব সন্তানার্থং ব্যবস্থিতাঃ ॥ ১৫৮
 প্রজাৰ্থং তপতাস্তেষাং তপঃ পরমহুচরম্ ।
 উৎপন্নাতীহ সর্কেষাং নিধনেধিহ সর্কশঃ ॥ ১৫৯
 দেবাহুরাঃ পিতৃগণা মনুসো মনবন্তথা ।
 সর্গা ভূতাঃ পিশাচাঃ গন্ধর্বা যক্ষরাক্ষসাঃ ॥ ১৬০
 ততস্তেষান্ত যে শিষ্টাঃ শিষ্টাচারান্ প্রচক্রেত ।
 সপ্তর্ধয়ো মনুশ্চৈব আদৌ মন্তরন্ত হ ।
 প্রারভন্তে চ কর্ম্মানি মনুষ্যা দেবতৈঃ সহ ॥ ১৬১
 মন্তরান্দৌ প্রাগেব ত্রৈতায়ুগমুখে ততঃ ।
 পূর্কং দেবস্তত্তে বৈ স্থিতা ধর্ম্মে তু সর্কশঃ ॥
 ঋষীণাং ব্রহ্মচর্যেণ গতানন্যস্ত বৈ ততঃ ।
 পিতৃণাং প্রজয়া চৈব দেবানামিচ্ছয়া তথা ॥ ১৬২
 শতং বর্ষমহস্রাণি ধর্ম্মে বর্ণাশ্রমকৈ স্থিতাঃ ।
 ত্রয়ীং বার্তাং দণ্ডনীতিং ধর্ম্মান বর্ণাশ্রমান্তথা ।
 স্থাপয়িত্বাশ্রমাংশ্চৈব স্বর্গায় দধিরে মভীঃ ॥ ১৬৩

শাস্ত্র প্রবৃত্ত হইলে, চরাচরাদিরহিত বর্ণাশ্রমাদি-
 বিহীন সামান্ত গ্রাম ও নগরে লোক সকল
 নিরানন্দে অবস্থিত হয়, তখন পূর্কমন্তরের
 শেষে যে সকল ধার্মিক সপ্তর্ধি ও মনু সন্তানার্থ
 অবস্থিত হইয়া ষোরতর তপস্তা করিতেছিলেন,
 তাঁহারাও উৎপন্ন হইয়া থাকেন । এইরূপে
 দেবতা, অহুর, পিতৃগণ, মুনিগণ, সর্পগণ, ভূত-
 গণ, পিশাচগণ, গন্ধর্ব্বগণ, যক্ষগণ ও রাক্ষসগণ
 ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হয় । তৎপরে তাহাদের
 মধ্যে যাহারা শিষ্ট, তাঁহারা শিষ্টাচার কীর্জন
 করিয়া থাকেন । মন্তরের আদিতে সপ্তর্ধি-
 গণও মনু, মনুষ্যা ও দেবতাগণসহ ত্রৈলোক্যের
 কার্য আরম্ভ করেন । মন্তরের আদিতে
 প্রথমেই ত্রৈতায়ুগের মুখভাগে অগ্রে দেবতা,
 তৎপরে সপ্তর্ধি মনু ও মনুষ্যগণ সকলে ধর্ম্ম-
 পথে অবস্থিত হইয়া থাকেন । তাহাতে
 ব্রহ্মচর্যে ঋষিগণের, সন্তানোৎপত্তিতে পিতৃ-
 গণের এবং ব্রজে দেবতাগণের রূপ পরিশোধ
 হয় । তাহারা লক্ষ বৎসর বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে
 থাকিয়া ত্রয়ী, বার্তা, দণ্ডনীতি এবং বর্ণাশ্রম ও
 ধর্ম্ম সংস্থাপনান্তে স্বর্গগমনে মানস করিয়া

পূৰ্ৱং দেবেষু তেষেব স্বৰ্গায় প্রমুখেষু চ ।
 পূৰ্ৱং দেবন্ততন্তে বৈ স্থিতা ধৰ্ম্মেণ কৃতংগণা ১৭১
 মৰুতরে পরাবৃত্তে স্থানাত্মংস্বজা সৰ্কশঃ ।
 মন্ত্ৰৈঃ সহোক্তিসচ্ছিত্তি মহলোকমনাময়ম্ ১৭২
 বিনিবৃত্তবিকারান্তে মানসীং সিদ্ধিমাশ্ৰিতাঃ ।
 অবৈক্ষমাণা বশিনস্তিষ্ঠত্যাভূতসংপ্লবম্ ১৭৩
 তত্তন্তেষু ব্যতীতেষু সৰ্কেষু তেষু সৰ্কদা ।
 শূন্তেষু দেবস্থানেষু ত্রৈলোক্যে তেষু সৰ্কশঃ ।
 উপস্থিতা ইহৈবাত্মে দেবা য়ে স্বৰ্গবাসিনঃ ১৭৪
 তত্তন্তে তপসা যুক্তা স্থানাত্মাপূরয়ন্তি বৈ ।
 সত্যেন ব্রহ্মচৰ্য্যেণ শ্রুতেন চ সমধিতাঃ ১৭৫
 সপ্তর্ষীণাং মনোশ্চৈব দেবানাং পিতৃভিঃ সহ ।
 নিধনানীহ পূৰ্ৱেষামাদিনা চ ভবিষ্যত ১৭৬
 তেষামত্যন্তবিচ্ছেদ ইহ মৰুতরক্ষয়ং ।
 এবং পূৰ্ৱানুপূৰ্ৱেণ স্থিতিরেষানবস্থিতা ।
 মৰুতরেষু সৰ্কেষু ষাষদাভূতসংপ্লবম্ ১৭৭
 এবং মৰুতরাণাম্ প্রতিসঙ্কান-লক্ষণম্ ।

অতীতানাগতানাম্ প্রোক্তং স্বায়ত্বেন তু ১৭৮
 মৰুতরেব তীতেষু ভবিষ্যাদাস্ত সাধনম্ ।
 এবমত্যন্তবিচ্ছিন্নং ভবত্যাভূতসংপ্লবং ১৭৯
 মৰুতরাণাং পরিবৰ্ত্তনানি
 একান্ততন্তানি মহর্গতানি ।
 মহর্জনকৈব জনতপ-চ
 একান্তগানি স্ব ভবন্তি সত্যে ১৮০
 ওচ্ছাৰিণাং তত্র তু দর্শনেন
 নানাস্বকৃষ্টেন চ প্রত্যয়েন ।
 সত্যে স্থিতানীহ তদা তু তানি
 প্রাপ্তে বিকারে প্রতিসর্গকালে ১৮১
 মৰুতরাণাং পরিবৰ্ত্তনানি
 যুক্তান্তি সত্যস্ত ততোহপরান্তে ।
 ততোহভিযোগাধিষ্মপ্রমাণং
 বিশন্তি নারায়ণমেব দেবম্ ১৮২

ধাকেন । সেই দেবতাগণ প্রথমে স্বর্গগমনে
 অভিযুক্ত হইলে পর তাঁহারা ধর্ম্ম অনুসারে ক্রমে
 ক্রমে স্বর্গগমনে উদ্ভূত হইলেন, পরে যখন মৰুতর
 পরিবর্ত্তন হয়, তখন তাঁহারা সেই পূৰ্ৱাবলম্বিত
 স্থান পরিত্যাগান্তে মন্ত্ৰের সহিত উপস্থিত
 মহলোকে গিয়া থাকেন । ১৫১—১৭২ । তখন
 তাঁহাদের যাবতীয় মানসিক বিকারই বিনষ্ট হয়
 এবং তাঁহারা আত্ম-সংযমনপূৰ্ৱক সিদ্ধি-
 লাভান্তে প্রলয়কালের অপেক্ষায় অবস্থান
 করিতে থাকেন । অনন্তর সেই সকল অতীত
 হইয়া ত্রিভুবনে দেবস্থানশূন্য হইলে সেই সকল
 স্বর্গবাসী দেবগণ পুনরায় ইহলোকে আগমন
 করেন । তখন তাঁহারা তপ-চৰ্য্যা, সত্য,
 ব্রহ্মচৰ্য্য ও বেদধ্যয়নাদিসম্বিত হইয়া স্ব স্ব
 স্থান পূরণ করিয়া থাকেন । এই লোকে সপ্তর্ষি
 মনু, পিতৃগণ ও দেবগণের নিধন আদিক্রম
 অনুসারে সম্পন্ন হয় । ইহলোকে মৰুতর
 ক্ষয় হইয়া গেলে তাঁহাদের অত্যন্ত বিচ্ছেদ
 ঘটে, এইরূপে আনুপূৰ্ৱিক ক্রম অনুসারে
 লক্ষ্য মৰুতরেই প্রলয়কাল যাবৎ তাঁহাদের

স্থিতি হইয়া থাকে । এই আমি স্বায়ত্ব
 মনুর্বর্ণিত অতীত ও অনাগত মৰুতর সকলের
 প্রতিসন্ধির লক্ষণ বলিলাম । সকল মৰুতর
 অতীত হইলে ঐ সকলই ভাবী মৰুতরের
 সাধন এবং প্রলয়কালের পর তাহাদের
 আত্যন্তিক বিচ্ছেদ সংঘটিত হয় । মৰুতর
 সকলের সেইরূপ পরিবর্ত্তন অর্থাৎ সেই
 সময়ের সমস্ত সামগ্রী একান্তক্রমে, মহ-
 লোকে যায়, পরে ঐ ক্রমে মহঃ, জন, তপঃ
 ও সত্যলোকে গমন করিয়া থাকে । সেই সেই
 মৰুতরকালে যে যে বস্তু জন্মে, সেই সেই সময়ে
 উপরি উল্লিখিত লোক সকলে অমুক্তমে
 সেই সেই বস্তু দেখা গিয়া থাকে, এবং
 তাহাদের নানাবিধ দর্শন ও প্রত্যয় হয়, এই
 ব্রহ্ম বোধ হয়, তখন সেই সকল সত্যলোকে
 অবস্থিত হয়, পরে প্রতিসর্গকালে যখন বিকার
 প্রাপ্ত হয়, তখন ইহলোকে আসিয়া প্রমিয়া
 থাকে । মৰুতরের পরিবর্ত্তন অর্থাৎ সেই
 সময়ের সমস্ত সামগ্রী অপরাতে অবসানকালে,
 সত্যলোক ত্যাগ করে, পরে অভিযোগকালে
 বিরাহমুক্তি নারায়ণে প্রবেশ করিয়া থাকে ।

মহত্তরাণাং পরিবর্তনেষু
 চিরপ্রবৃত্তেষু বিধিস্তাভাং ।
 কণং রসং তিষ্ঠতি জীবলোকঃ
 জয়োদয়াভ্যাং পরিবর্তমানঃ ॥ ১৮৩
 ইত্যন্তরাণ্যেবমুখিস্ততানাং
 ধর্মাস্তানাং দিব্যাত্মাণাং মননাম্ ।
 বায়ুঃপ্রণীতান্যুপলভ্য দৃশ্যং
 দিব্যোজসাং ব্যাসসমাসযোগৈঃ ॥ ১৮৪
 সর্কানি রাজর্ষিহুর্ষিমস্তি
 ব্রহ্মর্ষি-দেবোরগবন্তি চৈব ।
 সুরেশসন্তৃষিপিভুঃপ্রজ্ঞৈশ্চৈ-
 ধুস্তানি সম্যক্ পরিবর্তনানি ॥ ১৮৫
 উদারবংশাভিজনদ্র্যতীনাং
 প্রকৃষ্টমেধাভিসমেধিতানাম্ ।
 কীর্তিহ্যতিখ্যাতিভিঃষিতানাং
 পুণ্যং হি বিখ্যাপনমীশ্বরানাম্ ॥ ১৮৬
 স্বর্গায়মেতৎ পরমং পবিত্রং
 পুত্রায়মেতচ্চ্যুপরং রহস্যম্ ।
 জপাং মহৎপর্কসু চৈতদগ্ৰাং
 হুঃশপ্পশাভিঃ পরমায়ুষ্যম্ ॥ ১৮৭
 প্রজ্ঞৈশ্চ-দেবর্ষি-মনু-ঐদ্যানাং
 পুত্রপ্রসূতিং প্রথিতামজ্ঞত্ ।

মহত্তরানিচয়ের চিরপ্রবৃত্ত পরিবর্তনে বিধিস্তাভা-
 বশতঃ কণ ও উদর দ্বারা নিয়মিত হইয়া
 জীবলোক কণকালই অবস্থিত হয় । এইরূপে
 ঐকান্ত দিব্যজ্ঞান ও তেজোময় ধর্মাত্মা মনু-
 গণের বায়ু-প্রণীত উত্তরভাগই সমষ্টি ও ব্যষ্টি-
 রূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে । মহত্তরসমূহের পরি-
 বর্তনকালে ব্রহ্মর্ষি রাজর্ষি, দেবর্ষি, দেবতা, উরগ,
 সুরেশ্বর, ইন্দ্র, সপ্তর্ষি, পিতৃগণ ও রাজগণ এই
 সকলই উৎপন্ন হইয়া থাকেন । অতি উত্তম
 বংশজাত, দ্র্যতীমান, প্রকৃষ্ট মেধাবী, কীর্তি,
 কান্তি ও খ্যাতিসম্পন্ন প্রজ্ঞেশ্বরদিগের নাম ও
 চরিত্র কীর্তনে সর্গলাভ ও পুণ্যলাভ হয় । এই
 উৎকৃষ্ট বংশাত্মকীর্তন পক্ষের পক্ষে জপ করিলে
 হুঃশপ্প নিবারণিত ও পরমায়ুঃ বাড়িত হয় ।
 জন্ম-বিদায়িত মহেশ্বরের এবং প্রজেশ্বর, দেবর্ষি

মহাপি বিখ্যাপনসংঘমায়

সিদ্ধিং জুগুধং স্তমহেশতত্ত্বম্ ॥ ১৮৮
 ইত্যোতসত্ত্বং প্রোক্তং মনোঃ স্বায়ুভবন্ত তু ।
 বিস্তরোহুপূর্ক্য চ ভূয়ঃ কিং বর্ণদ্বায়ম্ ॥ ১৮৯
 ইতি ব্রহ্মাণ্ডে মহাপুরাণে অনুষঙ্গপাদে ঐদ্যা-
 পতিবংশাত্মকীর্তনং নাম সপ্তষষ্টি-
 তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬৭ ॥

অষ্টষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

শাংশপায়ন উবাচ ।

ক্রেমং মহত্তরাণাং জ্ঞাতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ।
 দৈবতানাক্ সর্কেষাং যে চ ওস্তান্তরে মনোঃ ॥ ১
 সূত উবাচ ।
 মহত্তরাণাং যানি স্থারতীতানাগতানি হ ।
 সমাসাদিস্তরাষ্টৈব ক্রবতো বৈ নিবোধত ॥ ২
 স্বায়ুভুবো মনুঃ পূর্কং মনুঃ স্বারোচিষস্তথা ।
 উত্তমস্তামসচৈব তথা রৈবতচাকুবো ।

ও মনু এই হুঃশিদ্ধ ঐদ্যান ও পবিত্র বংশের
 চরিত্র কীর্তন আমারও সিদ্ধিলাভার্থ হইয়া
 থাকে । অতএব তোমরা এই মহেশতত্ত্ব
 উজ্জনাৎ সিদ্ধিলাভ কর । এই আমি স্বায়ুভুব
 মহত্তরের আত্মপূর্কিক বিষয়গুলি বিস্তার করিয়া
 বর্ণন করিলাম । ইহার পর কি বর্ণন করিব ?
 বল । ১৭০—১৮৯ ।

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৬৭ ।

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায় ।

শাংশপায়ন বলিলেন,—মহত্তরনিবহের এবং
 সেই সেই মহত্তরে যে যে দেবতাদি হন,
 তাঁহাদের ক্রেম যথার্থরূপে জানিতে ইচ্ছা করি ।
 সূত বলিলেন,—অতীত ও ভবিষ্যৎ মহত্তর-
 নিচয়ের বিষয় সংক্ষেপে ও বিস্তারপূর্কক বর্ণন
 করিব, শ্রবণ করুন । চতুর্দশ মনুর মধ্যে
 সায়ুভুব, স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত ও

যেতে মনবোহতীতা বক্ষ্যাম্যষ্টাবনামতান্ ॥ ৩
সাবর্ণ্যঃ পঞ্চ রৌচ্যঃ ভৌত্যো বৈবস্বতস্তথা ।
বক্ষ্যাম্যেতান্ পুরস্তাত্ত্ব মনোবৈবস্বতস্তথা ॥ ৪
মনবঃ পঞ্চ বেহতীতা মনবঃস্তান্ নিবোধত ।
মহত্তরং ময়া চোক্তং ক্রোত্তং স্বাভূতং হ ॥ ৫
অত উক্ৰং প্রবক্ষ্যামি মনোঃ স্বারোচিষস্ত তু ।
প্রজাসর্গং সমাসেন দ্বিতীয়স্ত মহাত্মনঃ ॥ ৬
আসন্ বৈ তুযিতা দেবো মনুজারোচিষেহন্তরে ।
পারাবতাঞ্চ বিদ্বাংসো দ্বাবেব তু গুণৌ স্মৃতৌ ॥ ৭
তুযিতায়াং সমুৎপত্তাঃ ক্রোত্তোঃ পুত্রাঃ স্বারোচিষঃ ।
পারাবতাঞ্চ শিষ্টাঞ্চ দ্বাদশৌ ভৌ গণৌ স্মৃতৌ ।
হ্রদ্রজাঞ্চ চতুর্দশং দেবাস্তে বৈ তদা স্মৃতাঃ ॥ ৮
বিবস্বাংচ তথা গোপা দেবোঃ সাদ্যা যুগস্তথা ।
অজ্ঞাঞ্চ ভগবান্ দেবো দুরোগাঞ্চ মহাবলঃ ॥ ৯
আপ্যচাপি মহাবাকীর্মহোজ্যচাপি বীর্ঘবান্ ।
চিকিৎসান্ নিভূতো যশ্চ অংশো যশ্চৈব পঠাতে ॥
ইতোতে ক্রতুপুত্রান্ত তদানন্ সোমপায়িনঃ ॥ ১১

চাক্ষুষ এই ছদ্মসী মনু অতীত হইয়াছে; অব-
শিষ্ট অষ্ট অনাগত মনুর বিষয় বর্ণন করিব ।
সাবর্ণ্য, পঞ্চ রৌচ্য, ভৌত্য ও বৈবস্বত এই
সকলের বিষয় বৈবস্বত মনুর পরে বলিব ।
যে পঞ্চ মনু অতীত হইয়াছেন, তাঁহাদেরও
বিষয় বলিব । আমি বলিয়াছি যে স্বাভূত
মহত্তর অতীত হইয়াছে, এক্ষণে স্বারোচিব
নামক মহাত্মা দ্বিতীয় মনুর প্রজাসৃষ্টির বিষয়
বর্ণন করিব । স্বারোচিব মহত্তরে তুযিত নামে
দেবতা সকল এবং পারাবত ও বিদ্বান্ নামে
দুইটি গণ বিদ্যমান ছিলেন । স্বারোচিব ক্রতুর
তুযিতা নামী রমণীতে পারাবত সকল
ও শিষ্ট সকল প্রাভূত হন । ইহাদের
দ্বাদশ দ্বাদশটি এবং হ্রদ্রজ চতুর্দশটি
দেবগণ বিদ্যমান ছিলেন । বিবস্বান্, গোপ,
দেবসাদ্যা, যুগ, অজ, ভগবান্ দেব, দুরোগ,
মহাবল আপ, মহাবাক, মহোজ্য, বীর্ঘ-
বান্, চিকিৎসান্, নিভূত ও অংশ এই সকল
ক্রতুহুগণ সে কালে সোমপায়ী ছিলেন ।

প্রচেতাশ্চৈব যো দেবো বিশ্বেদেবাস্তবৈব চ ।
সমজ্ঞো বিষ্ণতো যশ্চ অজিহ্মশ্চাশ্রিমর্দনঃ ॥ ১২
অজিহ্মানমহীয়ানো বিদ্যাবাহৌ তবৈব চ ।
অজোবো চ মহাভাগো যবীশ্চ মহাবলঃ ॥ ১৩
হোতা বজ্রা চ ইতোতে পরাক্রান্তঃ পরাবতাঃ ।
ইত্যেতা দেবতা হাসদ্রুমুদারোচিষেহন্তরে ॥ ১৪
সোমপাত্ত তদা হোতাশ্চতুর্দশাং দেবতাঃ ।
ওষামিস্তস্তদা হ্যাদীদবৈশ্চ লোকবিষ্ণুতঃ ॥ ১৫
উক্ৰে বশিষ্ঠপুত্রস্ত স্ততঃ কশ্যপ এব চ ।
ভার্গবশ্চ তদা দ্রোণো দ্ব্যভোহশ্রবসস্তথা ॥ ১৬
পৌলস্ত্যশ্চৈব দমন্তিরাশ্রয়ো নিশ্চলস্তথা ।
পৌলহশ্চাধ্বরীশ্চ এতে সপ্তর্ষিঃ স্মৃতাঃ ॥ ১৭
চৈত্রঃ কবিক্রতুশ্চৈব কৃতান্তো বিভূতো রবিঃ ।
বৃহদ্রথো নবশ্চৈব ক্রতুশ্চৈব নব স্মৃতাঃ ॥ ১৮
মনোঃ স্বারোচিষশ্চৈব পুত্রাঃ বংশকরাঃ স্মৃতাঃ ।
পুরাণে পরিসংখ্যাতা দ্বিতীয়কৃতদ্রুমুদারম্ ॥ ১৯
সপ্তর্ষীয়া মনুর্দেবো পিতৃশ্চ চতুর্দশম্ ।
মূলং মহত্তরশ্চৈব তেষ্টকবাহুরে প্রজাঃ ॥ ২০
ঋষীনাং দেবতাঃ পুত্রাঃ পিতরো দেবহনবঃ ।

১—১১ । প্রচেতা, বিশ্বদেব, সমজ্ঞ, অশ্রিমর্দন,
অজিহ্ম, বিদ্যাবান্, অজিহ্মান, মহীয়ান,
মহাভাগ, অজোপব্রজ, মহাবল যবীশ এই সকল
পরাক্রান্ত পারাবত হোতা ও বজ্রা, ইন্দ্রবাহু
বারোচিব মহত্তরের দেবতা । তৎকালে এই
চতুর্দশটি দেবতারাই সোমপায়ী হয়েন
এবং লোকবিষ্ণুত বৈব ও তাঁহাদিগের ইন্দ্র
ছিলেন । বশিষ্ঠদ্রুমুদার উক্ৰ, কশ্যপ, স্তব্রবংশজ
ভার্গব, দ্রোণ, অশ্রবস, বৃহত, পৌলস্ত্য, দমন্তি,
আশ্রয়, নিশ্চল, পৌলহ, আধ্বরীশ
ইহারা সপ্তর্ষি ছিলেন । চৈত্র কবিক্রতু, কৃতান্ত,
বিভূত, রবি, বৃহদ্রথ ও নব এই কয়েকজন
স্বারোচিব মনুর বংশধর; ইহাদিগের সমগ্রই
পুরাণে দ্বিতীয় মহত্তর বলিয়া উক্ত হইয়াছে ।
সপ্তর্ষিগণ, মনু, দেবগণ ও পিতৃগণ এই
চারিটিই মহত্তরের মূল । মহত্তরের প্রজাপতির
বিষয় বহিঃপ্রতি, প্রবণ করুন । ঋষিগণের পুত্র
দেবগণ, দেবগণের পুত্র পিতৃগণ এবং দেবগণের

কৃষ্ণো দেবপুত্রাশ্চ ইতি শাস্ত্রবিনিশ্চয়ঃ ॥ ২১
মনোঃ ক্রমঃ বিশষ্টৈশ্চৈব সপ্তধিভ্যো দ্বিজাতয়ঃ ।
এতম্বহন্তরং প্রোক্তং সমাগম তু বিস্তারং ॥ ২২
স্বায়ম্ভুবেন বিস্তারো জ্ঞেয়ঃ স্বারোচিষস্ত তু ।
ন শক্যো বিস্তরস্তত্ত্বং বক্তুং বংশষ্টৈতরপি ।
পুনরুক্তবহন্তান্তু প্রাধান্যং বৈ কুলে কুলে ॥ ২৩
তৃতীয়স্তু পৰ্য্যায় উক্তমস্তান্তরে মনোঃ ।
পঞ্চ চৈব গণাঃ শ্রোক্তান্তান বক্ষ্যামি মিবেদথ ॥
সুধামানশ্চ দেবশ্চ যে চাগ্রে বংশকারিণঃ ।
প্রতর্দনঃ শিবাঃ সত্যো গণা দ্বাদশ বৈ স্মৃতাঃ ॥ ২৫
সত্যো ধৃতির্দেবো দাত্তঃ ক্রমঃ ক্রমো ধৃতিঃ তুতিঃ
ঈর্ষ্যোজ্জ্বলশ্চ তথা জ্যোষ্ঠো বপুশ্চাত্তৈশ্চৈব দ্বাদশ ।
ইত্যেতে নামভিঃ ক্রান্তাঃ সুধামানস্ত দ্বাদশ ॥ ২৬
সহস্রধারো বিশ্বাত্মা শমিতারো বৃহৎস্বঃ ।
বিশ্বা বিশ্বকর্মা চ মনসন্তো বিরাজ্জ্বলাঃ ॥ ২৭
জ্যোতিষ্টৈশ্চৈব বিভাব্যশ্চ কীর্তিতা বংশবর্ধিনঃ ।
অস্ত্রানারাদিতো দেবো বহুধিক্ষো বিভাবস্থঃ ॥ ২৮
দিনক্রতুঃ সুধর্ম্মা চ বৃহৎস্বা যশস্বিনঃ ।

কেতুমান্টৈশ্চ ইত্যেতে কীর্তিতান্ত প্রমর্দনাঃ ॥
হংসস্বরোহিহা চৈব প্রতর্দনবংশস্তরো ।
সুদানো বহুদানশ্চ সুমঞ্জসবিবাহুভো ॥ ৩০
জম্ববাহো যতিশ্চৈব সুবিত্তঃ সুনয়নধা ।
শিবা হেতে তু বিজ্ঞেয়া বজ্রোয়া দ্বাদশাপরাঃ ॥ ৩১
সত্যানামপি নামানি নিবেদ্যত বধাক্রমম্ ।
দিকৃপতির্বাকৃপতিশ্চৈব বিশ্বঃ শত্ৰুস্তথৈব চ ॥ ৩২
স্বমুড়ীকোহধিপশ্চৈব বর্চোদ্যামুহ সর্কশঃ ।
বাসবশ্চ সদাশ্চ ক্রমানন্দো তথৈব চ ॥ ৩৩
সত্যো হেতে পরিক্রান্তা বজ্রোয়া দ্বাদশাপরাঃ ।
ইত্যেতা দেবতা হাস্রোক্তমস্তান্তরে মনোঃ ॥ ৩৪
অজশ্চ পরশুশ্চৈব দিব্যো দিব্যৌষধিরঙ্গঃ ।
দেবানুজশ্চাপ্রতিমো মহোৎসাহোশিলজম্বা ॥ ৩৫
বিনীতশ্চ হৃকেতুশ্চ সুমিত্রঃ সুবলঃ তুতিঃ ।
উক্তমস্ত মনোঃ পুত্রাস্ত্রয়োদশ মহাত্মনঃ ।
এতে ক্রমপ্রণেতারস্তৃতীয়কৈতনস্তরম্ ॥ ৩৬
উক্তমে পরিসংখ্যাতঃ সর্গাঃ স্বারোচিষেণ তু ।
বিস্তরেণানুপূর্ণা চ তামসাস্তান্ত্রিবেদথ ॥ ৩৭
চতুর্থে ত্বৎপর্ধ্যায়ে তামসস্তান্তরে মনোঃ ।
সত্যোঃ স্বরূপাঃ সুবিদ্যো বরয়শ্চতুরো গণাঃ ॥ ৩৮

বহু, দিন, ক্রতু, সুধর্ম্মা, বৃহৎস্বা, যশস্বী ও
কেতুমান, এই সকলকে লইয়া প্রতর্দনগণ হয় ।
হংসস্বর, অহিহা, প্রতর্দন, বংশস্তর, সুদান,
বহুদান, সুমঞ্জস, বিশ্ব, জম্ববাহ, যতি, সুবিত্ত,
সুনয়, এই দ্বাদশটি বক্তব্যকর্তা শিবগণ । দিকৃ-
পতি, বাকৃপতি, বিশ্ব, শত্ৰু, স্বমুড়ীক, অধিক,
বর্চোদ্য, মুহমর্কশ, বাসব, সদাশ, ক্রমানন্দ-
এই দ্বাদশজন বক্তব্যকারী, ইহারা উক্তম
মহন্তরের দেবতা ছিলেন । অজ, পরশু, দিব্য,
দিব্যৌষধি, নয়, দেবানুজ, আপ্রতিম, মহোৎসাহ,
ওশিল, বিনীত, হৃকেতু, সুমিত্র, সুবল ও
তুতি এই ত্রয়োদশ জন মহাত্মা উক্তম মহুর
পুত্র, ইহারা ক্রমগণের নেতা, এই মহন্তর
তৃতীয় । ইহার বিস্তার ও আনুপূর্ণিক বিবরণ
তামস মহন্তর হইতে জানিবেন । তামস
মহন্তর চতুর্থ, ইহাতে সত্য, স্বরূপ, সুবী
ও হরি এই চারিটিগণ বিদ্যমান । তামস,

পুত্র ঋষিগণ, ইহাই শাস্ত্রনির্দিষ্ট বলিয়া জানিবে ।
ক্রম ও বৈশ্বগণ মহুর পুত্র, এবং দ্বিজগণ
সপ্তধিগণের পুত্র । এই আমি স্বারোচিষ-
মহন্তরের বিষয় সংক্ষেপে বলিলাম, বিস্তৃত
রূপে বলিলাম না । স্বায়ম্ভুব মহন্তরের দ্বারা
স্বারোচিষ মহন্তরের বিস্তৃত বিবরণ জানিবে,
প্রাজাগণের বিধি কুলে বহু পুনরুক্তি হয়
বলিয়া শত বৎসরেও ইহার বিস্তৃত বিবরণ
ব্যক্ত করিতে পারা যায় না । উক্তম মহুর
মহন্তর তৃতীয়, এই মহন্তরে পাঁচটিগণ, তাহা
বলিতেছি, শ্রবণ করুন । সুধামাগণ, অপরাপর
বংশজধারী দেবগণ, প্রতর্দনগণ, শিবগণ ও সত্য-
গণ, ইহাদের এক একটিগণ দ্বাদশটি দ্বারা হয় ।
১২—২৫ । সত্য, ধৃতি, দম, দাত্ত, ক্রম, ক্রম,
ধৃতি, তুতি, ঈর্ষ্য, উজ্জ্বল, জ্যোষ্ঠ ও বপুশ্চ এই
দ্বাদশটি সুধামাগণ । সহস্রধার, বিশ্বাত্মা, শমিতা,
বৃহৎস্ব, বিশ্বা, বিশ্বকর্মা, মনসন্ত, বিরাজ্জ্বলা,
জ্যোতিঃ, বিভাব্য ও কীর্তিমান এই দ্বাদশটিকে
বংশকারী দেবগণ বলা হয় । বহু, দিকৃ, বিভা-

পুলস্ত্যপুত্রস্ত স্মৃতাশ্রমসম্ভার মনোঃ ।
 গণস্ত দেবান্ দেবান্গমৈককঃ পক্ষবিংশকঃ ॥ ৩১
 ইন্দ্রিয়ানাং শতং যাক্ত মুনয়ঃ প্রতিজ্ঞানতে ।
 সত্যপ্রাপ্তান্ত নীর্ঘ্যন্যন্তমশৈবষ্টিমন্তথা ।
 ইন্দ্রিয়ানি তদা দেবা মনোন্ততাহরে স্মৃতাঃ ॥ ৪০
 তেমাঞ্চ প্রভুদেবানাং শিবিরন্তঃ প্রতঃপবান্ ।
 সপ্তধয়েহন্তরে চৈব তারিবোধত সন্তমঃ ॥ ৪১
 কাব্যো হর্ষস্তথা চৈব কাণ্ডপঃ পশুরেব চ
 আত্রেয়শ্চায়িরিত্যেব জ্যোতির্ঘমা চ ভার্গবঃ ॥ ৪২
 পোলহো বনশ্পীঠশ্চ গোত্রো বাসিষ্ঠ এব চ ।
 চৈত্রেন্তথাপি পোলস্ত্য ঋষয়স্তামসেহন্তরে ॥ ৪৩
 জম্বুখণ্ডস্তথা শান্তিনরঃ খ্যাতির্ভ্রাতৃস্তথা ।
 শ্রিয়ভূত্যো অবাকি শ্চ পৃষ্ঠলোভো দৃঢ়োদ্যতঃ ।
 ঋতশ্চ ঋতংকৃশ্চ তামসস্ত মনোঃ স্মৃতাঃ ॥ ৪৪
 পক্ষমে ধ্বং পর্যায়ে মনোশ্চাৱিকবেহন্তরে ।
 গণান্ত সূসমাখ্যাতা দেবতানাং নিবোধত ॥ ৪৫
 অমৃতভাতৃতরঙ্গোবিকুঠাঃ সূমধেশ্বরঃ ।
 চরিকোশ্চ স্তভাঃ পুত্রা বসিষ্ঠস্ত প্রজাপতেঃ ।
 চতুর্দশ চ চত্বারো গণান্তেষাম্ভ ভাশ্বরাঃ ॥ ৪৬
 সত্রবিপ্রোহগ্নিতাসশ্চ প্রাত্যতিষ্ঠামৃতস্তথা ।

স্মৃতির্বারিরাবশ্চ বাচিনোদঃ স্রবান্তথা ॥ ৪৭
 প্রবিরাশী চ বানশ্চ প্রাশশ্চেতি চতুর্দশ ।
 অমৃতভাঃ স্মৃতা হেতে দেবশ্চাৱিকবেহন্তরে ॥ ৪৮
 মতিশ্চ স্মৃতিশ্চৈব ঋতসত্যো উভেব চ ।
 আরতির্বিরতিশ্চৈব মনো বিনয় এব চ ॥ ৪৯
 জ্ঞেতা ধিমুঃ সহশ্চৈব দ্রাতিমান্ স্রবসন্তথা ।
 ইত্যেতানীহ নামানি আভূতরজস্যাং বিহুঃ ॥ ৫০
 বুধভেতা জগো ভৌমঃ শুচিদাঁডো বশো দমঃ ।
 নাথো বিবানজেষশ্চ কৃশো গৌরো ধ্রুবস্তথা ।
 কীর্তিতান্ত বিকুঠা বৈ সূমধোহন্ত নিবোধত ॥ ৫১
 মেধা মেধাতিথিশ্চৈব সত্যমেধান্তেবৈব চ ।
 পৃথিমেষাংমেধাশ্চ ভূয়ো মেধাশ্বরঃ প্রভুঃ ॥ ৫২
 দীপ্তিমেষা বশোমেধা শ্রিয়মেধান্তেবৈব চ ।
 সর্ষমেধাশ্চৈবশ্চ প্রতিমেধাশ্চ যঃ স্মৃতাঃ ।
 মেধাবান্ মেধবর্তা চ কীর্তিতান্ত সূমধেশ্বরঃ ॥ ৫৩
 বিভূরিন্তস্তথা দেবামাসৌধিকান্তপৌরুষ্যঃ ।
 পোলস্ত্যো বেদবাহশ্চ যজুর্নামা চ কাণ্ডপঃ ॥ ৫৪
 হিরণ্যরোমানিরসো বেদশ্রীশ্চৈব ভার্গবঃ ।
 উর্জ্বাহশ্চ বাসিষ্ঠঃ পর্জ্জ্বঃ পৌলহস্তথা ।

মহন্তরে পুলস্ত্যের পুত্র সকল গণ, ইহাঁদের
 পক্ষবিংশতিটি লইয়া এক এক গণ নিরূপিত
 আছে। মুনিগণ বলিয়া থাকেন যে, ইন্দ্রিয়
 একশত, তন্মধ্যে প্রধান হইল সত্যপ্রাপণ।
 তামস মহন্তরে ইন্দ্রিয়গণ দেবতা, তাঁহাদের
 প্রভু প্রতাপবান্ শিবি তৎকালে ইন্দ্র ছিলেন।
 তামস মহন্তরে ভৃগুবংশীয় হর্ষ, কণ্ডপবংশীয়
 পশু, অত্রিবংশজ অগ্নি, ভার্গব, জ্যোতির্ঘমা,
 পোলহ, বনশ্পীঠ, বশিষ্ঠগোত্র চৈত্র ও পৌলস্ত্য
 ইহারা সকলে ঋষি ছিলেন । ২৬—৪০।
 জম্বুখণ্ড, শান্তি, নর, ধর্ম্মতি, ভয়, শ্রিয়ভূতা,
 অবাকি, পৃষ্ঠলোভো, দৃঢ়োদ্যত, ঋত, ঋতংকৃ
 ইহাঁরা তামস মনুর তনয়। চারিকব বা
 রৈবত মহন্তর পক্ষম, ইহাঁতে অমৃতভাত, ভূত-
 রজা, বিকুঠ ও সূমধো এই চারিটি দেবগণ।
 ইহাঁতে বসিষ্ঠ প্রজাপতির পুত্র সকল ভাশ্বর
 নামে চতুর্দশ ও চারিটি গণ হইলেন। সত্রবিপ্র

অগ্নিতাস, প্রত্যেতিষ্ঠ, অমৃত, স্মৃতি, ধাবিরাব,
 বাচিনোদ, স্রবা, প্রবীরাশী, বান ও প্রাশ এই
 চতুর্দশটি অমৃতভাগণ, ইহাঁরাই চারিকব মন-
 তরের দেবতা। মতি, স্মৃতি, ঋত, সত্য,
 আরতি, বিরতি, মন, বিনয়, জ্ঞেতা, ধিমুঃ, সহ,
 দ্রাতিমান্, স্রবস্ ইহাঁরা আভূতরজগণ নামে
 নির্দিষ্ট হইয়া থাকেন। বুধভেতা, জগ, ভৌম,
 শুচি, দান্ত বশোদম, নাথ, বিবান্ অজেষ, কৃশ,
 গৌর, ধ্রুব ইহাঁরা বৈকুঠগণ। অধুনা সূমধো-
 গণের কথা অবশ্য করুন। মেধা, মেধাতিথি,
 সত্যমেধাঃ পৃথিমেষাঃ, অস্রমেধাঃ, ভূয়োমেধাঃ,
 দীপ্তিমেষাঃ, বশোমেধাঃ, শ্রিয়মেধাঃ, সর্ষমেধাঃ,
 অশ্রমেধাঃ, প্রতিমেধাঃ, মেধাবান্, মেধবর্তা,
 ইহাঁরা সূমধোগণ বলিয়া কবিত হইয়া থাকেন।
 এবিধপৌরুষ্য বিভূর্তাশ্বিনো ইন্দ্র ছিলেন।
 পৌলস্ত্য, দেববাহ, কাণ্ডপ, যজুঃ, আশ্বিরস,
 হিরণ্যরোমা, ভার্গব, বেদশ্রী, বসিষ্ঠ

সত্যনেত্রস্তথাঃ প্রবোধো রৈবতান্তরে ॥ ৫৫
 মহাপুরাণসম্বাধ্যঃ প্রত্যঙ্গ পরহা, ভূচি, বলবন্ধু,
 নিরামিত্র, কেতুভূষণ ও দূতব্রতঃ ॥ ৫৬
 চরিকবস্ত্র পুত্রান্তে পঞ্চমকৈতবস্ত্রম্ ॥ ৫৭
 আরোচিষোত্তমশ্চৈব তামসো রৈবতস্তথা ॥
 প্রিয়ব্রতায়রা হেতে চহরো মনবস্তথা ॥ ৫৮
 যষ্ঠে খল্বথ পর্যায়সে দেবা যে চাক্ষুষেহস্তরে ॥
 আন্যঃ প্রস্থতা ভাব্যাস্ত পৃথুকাশ্চ দিবৌকসঃ ॥
 মহানুভাবলেশাশ্চ পঞ্চ দেবগণাঃ স্মৃতাঃ ॥
 দিবৌকসঃ সর্গ এষ প্রে চ্যতে মাতৃনামভিঃ ॥ ৫৯
 অত্রৈঃ পুত্রস্ত নগর আরণ্যস্ত প্রজাপতেঃ ॥
 গণাশ্চ ভেদাৎ দেবানামেকৈকো হৃষ্টকঃ স্মৃতঃ ॥ ৬০
 অন্তরীক্ষে বহুহরো হৃতিথিঃ প্রিয়ব্রতঃ ॥
 শ্রোতা মন্তা সুমন্তা চ আন্য হেতে প্রকীর্তিতাঃ
 শ্চোনভজস্তথা পশুঃ পদ্মনেত্রো মহাবশাঃ ॥
 সুমনাশ্চ সুবেশাশ্চ রেবতঃ সুপ্রচেতসঃ ॥
 দ্রুতিশ্চৈব মহাসক্তঃ প্রস্থতাঃ পরিকীর্তিতাঃ ॥ ৬১
 বিজয়ঃ সুজয়শ্চৈব মনোদ্যানো তথৈব চ ॥
 সুমতিঃ সুপরিশ্চৈব বিজ্ঞাতোহৰ্ষপতিশ্চ যঃ ॥

উর্জবাহ, পৌলহ, পর্জন্ত, আত্রেয়, সত্যনেত্র,
 ইহারা রৈবত মনস্তরের সপ্তর্ষি ছিলেন। মহা-
 পুরাণ সম্বাধ্য, প্রত্যঙ্গ পরহা, ভূচি, বলবন্ধু,
 নিরামিত্র, কেতুভূষণ ও দূতব্রত ইহারা চরিকব
 মনুর পুত্র, ইহাই পঞ্চম মনস্তর নামে কথিত।
 আরোচিষ, উত্তম, তামস ও রৈবত এই চারি
 মনু প্রিয়ব্রতের অধ্বজপাত। চাক্ষুষ মনস্তর
 যষ্ঠ, এই মনস্তরে আন্য, প্রস্থতা, ভাব্য, পৃথুশ্চ,
 মহানুভাব লেশ এই পঞ্চ দেবগণ, এই দেব-
 সৃষ্টি মাতৃনামে কথিত। অত্রিপুত্র আরণ্য প্রজা-
 পতির পৌত্রের দেবগণ, তাঁহাদের অষ্ট অষ্ট-
 টীতে এক এক গণ হয়। অন্তরীক্ষ, বহু হয়,
 অতিথি, প্রিয়ব্রত, শ্রোতা, মন্তা ও সুমন্তা
 ইহারা আন্যগণ, শ্চোনভজ, পশু, পদ্মনেত্র,
 মহাবশাঃ, সুমনাঃ, সুবেশাঃ, রেবতঃ, সুপ্রচেতসঃ,
 দ্রুতি ও মহাসক্ত ইহারা প্রস্থতগণ নামে নিরু-
 পিত। ৪৪—৬১। বিজয়, সুজয়, মন, উদ্যান,
 সুমতি, সুপরি, অৰ্ষপতি, ইহারা ভাবগণ এবং

ভাব্য হেতে স্মৃতা দেবাঃ পৃথুকাশ্চ নিবোধত ॥
 অজিষ্টঃ শাক্যনো দেবো বাণপৃষ্ঠস্তথৈব চ ॥
 শাকুরঃ সত্যব্রহ্মশ্চ বিষ্ণুশ্চ বিজ্ঞস্তথা ॥
 অজিতশ্চ মহাভাগঃ পৃথুকাশ্চৈব দিবৌকসঃ ॥ ৬৩
 লেখাংস্তথাঃ প্রবক্ষ্যামি ক্রমতো মে নিবোধত ॥
 মনোজবঃ প্রবাসস্ত প্রচেতস্ত মহাবশাঃ ॥ ৬৪
 বাতো হ্রবজিতিশ্চৈব অদ্ভুতশ্চৈব বীর্ঘবান্ ॥
 অবনো বৃহস্পতিশ্চৈব লেখাঃ সম্পরিকীর্তিতাঃ ॥
 মনোজবো মহাবীর্ঘ্যস্তেযামিল্লন্তদভবৎ ॥
 উন্নতো ভার্গবশ্চৈব হবিষ্মানসিরঃসুতঃ ॥ ৬৫
 সুধামা কাশ্চপশ্চৈব বাসিষ্ঠো বিরজস্তথা ॥
 অতিমানশ্চ পৌলস্ত্যঃ সহিষ্ণুঃ পৌলহস্তথা ॥
 মধুরাত্রেয় ইত্যেতে সপ্ত বৈ চাক্ষুষেহস্তরে ॥ ৬৬
 উরুঃ পুরুঃ শতদ্রুমস্তপস্বী সত্যবাকৃ কৃতিঃ ॥
 অগ্নিষ্টীন্দ্রতিরাত্রঃ স্নুদ্রামঃশ্চতি তে নব ॥ ৬৭
 অতিমন্যুশ্চ দশমো নাভুলেয়া মনোঃ সূতাঃ ॥
 চাক্ষুষস্ত সূতা হেতে যষ্টকৈব তদন্তরম্ ॥ ৬৮
 বৈবস্বতেন সংখ্যাতস্তস্ত সর্গো মহাস্তনঃ ॥
 বিস্তরেণানুপূর্য্য চ কাথতং বৈ ময়া বিজাঃ ॥ ৬৯

অজিষ্ট, শাক্যন, দেব, বাণপৃষ্ঠ, শাকুর, সত্য-
 ব্রহ্ম, বিষ্ণু, বিজয়, মহাভাগ অজিত ইহারা
 পৃথুগণ। অধুনা লেখগণের কথা বলিব,
 প্রবণ কর্ণ। মনোজব, প্রবাস, প্রচেতাঃ, বাত,
 হ্রবজিতি, অদ্ভুত, অবন ও বৃহস্পতি ইহারা
 লেখগণ বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। সেই
 দেবগণের ইন্দ্র ছিলেন মহাবীর্ঘ্য মনোজব।
 ভৃগুবংশীয় উন্নত, অসিরার পুত্র হবিষ্মান,
 কাশ্চপবংশীয় সুধামা, বাশ্ঠবংশীয় বিরজ,
 পৌলস্ত্যবংশীয় অতিমান, পৌলহবংশীয় সহিষ্ণু ও
 অত্রিবংশীয় মধু ইহারা চাক্ষুষ মনস্তরে সপ্তর্ষি
 ছিলেন। উরু, পুরু, শতদ্রুম, তপস্বী, সত্যবাকৃ,
 কৃতি, অগ্নিষ্টীং, অতিরাত্র, স্নুদ্রাম ও অতিমন্যু
 এই দশজন চাক্ষুষ মনুর পুত্র। ইহাই যষ্টমনস্তর
 বলিয়া বিদিত হইবেন। সেই মহাত্মার সৃষ্টির
 কথা বৈবস্বত কর্তৃক কথিত হইয়াছে, উহা আমি
 বিস্তার সমস্তই আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিয়াছি।

ঋষয় উচুঃ ।

চান্দ্রবন্ত তু দায়াদঃ সন্তুতঃ কণ্ঠপাথয়ে ।

তস্তাষবায়ে যেহপাশ্চে তন্নো ক্রীহ যথাভবম্ ॥ ৭১

স্বত উবাচ ।

চান্দ্রবন্ত নিসর্গন্ত সমানাক্ষোভুমর্হষ ।

তস্তাষবায়ে সন্তুতঃ পৃথুর্কৈষ্যঃ প্রতাপবান্ ॥ ৭২

প্রজানান্ পতয়ন্তাশ্চে দক্ষঃ প্রাচেতসস্তথা ।

উত্তানপাদান্ জগ্ৰাহ পুত্রমত্রিঃ প্রজাপতিঃ ॥ ৭৩

দক্ষকন্ত তু পুত্রোহস্ত রাজা হাসীৎ প্রজাপতেঃ

স্বায়ত্ত্ববেন মনুনা দত্তোহত্রেঃ কারণং প্রতি ॥ ৭৪

মবন্তরমখাসান্য তবিষ্যং চান্দ্রবন্ত হ ।

যষ্ঠন্তদনুবক্ষ্যামি উগোদ্বাভেন বৈ দ্বিজাঃ ॥ ৭৫

উত্তানপাদাক্ষতুরা স্নূতা বিস্তন্যাবিনী ।

উৎপন্ন্য চাধিধর্ষেণ ক্রবস্ত জননৌ শুভা ।

ধর্ষস্ত পত্ন্যাং লক্ষ্ম্যাং বৈ উৎপন্ন্য সা শুচিস্মিতা ।

ক্রবক কীর্তিমন্তক অয়মাতং বহুস্তথা ।

উত্তানপাদোহজনয়ং কণ্ঠে যে চ শুচিস্মিতে ।

মনস্বিনীং স্বরাকৈদ তয়োঃ পুত্রাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥

ঋষিগণ বলিলেন, চান্দ্রব মনুর দায়দগণ কণ্ঠপ-
বংশে জন্মিয়াছেন, তাঁহার বংশে পরস্পর যে
যে ব্যক্তি জন্মিয়াছেন, তুমি আমাদের নিকট
তৎসমস্ত কীর্তন কর। স্বত বলিলেন, চান্দ্রব
ময়ন্তরের স্থিতিবিবরণ সংক্ষেপে বলিব, শ্রবণ
করুন। তাঁহার বংশে বেণু-পুত্র পৃথু, প্রজাপতি
দক্ষ ও প্রাচেতসগণ জন্মিয়াছিলেন। প্রজাপতি
অত্রি উত্তানপাদকে পুত্ররূপে গ্রহণ করেন।
প্রজাপতি দক্ষের পুত্র রাজা হয়েন, স্বায়ত্ত্বব মনু
অত্রির নিমিত্ত তাঁহাকে দান করিয়াছিলেন। হে
বিজগণ! সম্প্রতি ভবিষ্যৎ যষ্ঠ চান্দ্রব ময়ন্তর
অবলম্বন করিয়া উপোদ্বাভ দ্বারা তৎসমস্ত
বর্ণন করিব। ধর্ষের পত্নী লক্ষ্মীর গর্ভে
কল্যাণদায়িনী শুচিস্মিতা স্নূতা নাম্নী এক
চতুরা কন্যা উৎপন্ন হয়েন। তিনিই উত্তান-
পাদের সহধর্ম্মিণী ও ক্রবের জননী। উত্তান-
পাদ স্নূতার গর্ভে ক্রব, কীর্তিমান, অয়মান,
ও বহু এই চারিটি পুত্র এবং মনস্বিনী ও স্বরা
নামে দুইটি কন্যা উৎপাদন করেন। বীধ-

ক্রবে বর্ষসহস্রাশি দশ দিব্যানি বীধবান্ ।

তপস্তপে নিরাহারঃ প্রার্থয়ন্ বিপুলং বশঃ ॥ ৭৮

ত্রৈতাযুগে তু প্রথমে পৌত্রঃ স্বায়ত্ত্ববস্ত সঃ ।

আত্মানং ধারয়ন্ যোগাৎ প্রার্থয়ন্ সূমহদৃ বশঃ ।

তস্মৈ ব্রহ্মা নমো প্রীতো জ্যোতিষাং স্থানমুত্তমম্

আভূতং প্রবৎ স্ত্রবামন্তোদগবিবর্জিতম্ ॥ ৮০

তস্তাভিমান্যমুদ্বিক্ মহিমানং নিরীক্ষ্য হ ।

দৈত্যাশুরাণামাচার্যঃ শোকমপ্যশনা জনৌ ॥ ৮১

অহোহস্ত তপসো বীধায়হো ক্রতমহো হতম্ ।

স্থিতাঃ সপুংগাঃ কৃতা বলেনমুপরি ক্রবম্ ।

ক্রবে দিবং সমাসক্তমীশ্বরঃ স দিবস্পতিঃ ॥ ৮২

ক্রবাৎ পৃষ্ঠিক ভবাক ভূমিঃ সা সূর্যবে নৃপৌ ।

স্বাং ছাগ্রামাহ বৈ পৃষ্ঠির্ভব নারী তু তাং শিভুঃ ।

সত্যাবিভ্যাক্তে তস্ত সন্যঃ স্ত্রী সাতবস্তদা ।

দিব্যসংহননা ছাগ্রা দিব্যাতরনভূষিতা ॥ ৮৪

ছাগ্রায়াং পৃষ্ঠিরাধস্ত পক পুত্রানকন্যান্ ।

বান্ ক্রব বিপুল বশঃ প্রার্থনা করিয়া দিব্য
দশসহস্র বর্ষ নিরাহার থাকিয়া ষোরতর তপস্তা
করিয়াছিলেন। ৬২—৭৮। স্বায়ত্ত্বব মনুর
পৌত্র ক্রব ত্রৈতাযুগের আদিতে সূমহৎ বশঃ
প্রার্থনা করিয়া যোগমার্গে আত্মসংযমন পুরঃসর
হৃৎসর তপস্তা করিলে ব্রহ্মা প্রীত হইয়া তাঁহাকে
আশ্রয় কাল জ্যোতির্গণের উদয়াস্তহীন
মনোহর স্থান দান করেন। নৈতা ও অশ্ব-
ন্থের আচার্য মহাত্মা শুক্র তাঁহার অতিমাত্র
সমৃদ্ধি ও মহিমা দেখিয়া এই শ্লোক গান করিয়া-
ছিলেন। অহো ক্রবের তপোবীর্ষ্য, শাস্ত্রজ্ঞান
ও যজ্ঞানুষ্ঠান অতি আশ্চর্যকর! কেননা সপুং-
গও এই ক্রবকে আপনাদিগের উপাভিভায়ে
রাখিয়া অবস্থান করিতেছেন। ক্রব স্বর্গপতি
ঈশ্বর হইয়া তথায় অবস্থিত আছেন। ক্রব
ভূমিনাদ্রী নিজ পত্নীতে পৃষ্ঠি ও ভব নামে দুই
পুত্র উৎপাদন করেন, এই দুই পুত্র পরে
রাজা হইয়াছিলেন। কৃতিমান পৃষ্ঠি ছাগ্রাকে
কহিয়াছিলেন যে, তুমি আমার পত্নী হও।
সত্যবানী পৃষ্ঠি সেই কথা কহিলে দিব্যাকৃতি
রূপলাবণ্যবতী ছাগ্রা মনোহর আভরণে ভূষিত

প্রাচীনগর্ভঃ রুমকঃ বৃককঃ বৃকলঃ বৃতিম্ ॥ ৮৫
 পত্নী প্রাচীনগর্ভঃ সুবর্চাঃ সুগুবে নৃপম্ ।
 নামোদারধিঃ পুত্রমিত্যো যঃ পূর্জয়ানি ॥ ৮৬
 সংবৎসরমহাস্রোতে সৃদাহারমাহরৎ ।
 এবং মঘত্তরং যুক্তমিত্যুৎ প্রাপ্তবান্ বিভুঃ ॥ ৮৭
 উদারধেঃ সূতঃ ভদ্রাজনয়ঃ সা দিবজ্জয়ম্ ।
 রিপুং রিপুঞ্জয়ং জ্ঞেত বরাঙ্গী সা দিবজ্জয়াং ॥ ৮৮
 রিপোরাধকঃ বৃহতী চান্দ্রবৎ সর্কতেজসম্ ।
 ব্যজীজনং পুরুরিণ্যাং বারুণ্যাং চান্দ্রুষো মনুম্ ।
 প্রজাপতেরাঙ্গপ্রজামরণ্যম্ মহান্ননঃ ॥ ৮৯
 মনোরজায়ত্ত দশ নড লাগাং ততাঃ সূতাঃ ।
 কত্যায়াং বৈ মহাভাগ বৈরাজ্য প্রজাপতিঃ ॥ ৯০
 উরুঃ পুরুঃ শতহ্রায়ন্তপস্বী সত্যবাক্ কবিঃ ।
 অগ্নিষ্টুদতিরাত্রঃ চ হুহ্রায়শ্চেতি তে নব ।
 অভিমহ্মাঃ চ দশমো নড লাগাং মনোঃ সূতাঃ ॥ ৯১
 উরোরজনয়ঃ পুত্রান্ যড়াগ্নেয়ী মহাপ্রভাম্ ।

হইয়া তৎকর্ণাং তাঁহার সহধর্ম্মিণী হইয়া-
 ছিলেন। প্রাচীনগর্ভ, রুমক, বৃক, বৃকল ও
 বৃতি নামে পাঁচটি পাপশূন্য পুত্র, পুষ্টি ছায়ায়
 গর্ভে উৎপাদন করেন। প্রাচীনগর্ভের পত্নী
 সুবর্চা উদারধী নামে এক পুত্র প্রসব করেন,
 ইনি পরবর্ত্তিকালে রাজা হন। এই উদারধী
 পূর্জয়ে ইন্দ্র ছিলেন। ইনি সংবৎসর পরে
 একবার আহার সংগ্রহ করিতেন, এই জন্তই
 মঘত্তরকালে ইন্দ্রজ লাভ করেন। উদারধী
 ভদ্রা নামী পত্নীতে দিবজ্জয় নামে এক পুত্র উৎ-
 পাদন করেন। দিবজ্জয়ের ঔরসে বরাঙ্গী নামী
 রমণী রিপু নামে এক পরন্তপ পুত্র প্রসব
 করেন। রিপুর ঔরসে বৃহতীর গর্ভে সর্ক-
 তেজঃসম্পন্ন চান্দ্রব জন্ম গ্রহণ করেন। চান্দ্রব
 মহান্না অরণ্য প্রজাপতির আশ্রয় বারুণী
 পুরুদিগীতে মনু নামে এক পুত্র উৎপাদন
 করেন। মহাভাগ বৈরাজ্য প্রজাপতির কত্যা
 নড লাগ গর্ভে মনুর উরু, পুরু, শতহ্রায় তপস্বী,
 সত্যবাক্, কবি, অগ্নিষ্টুৎ, অতিরাত্র, হুহ্রায় ও
 অভিমহ্মা নামে দশটি কৃতিমান পুত্র জন্মে।
 ৮৯—৯১। উরু হইতে আগ্নেয়ীর গর্ভে অন্ধ,

অন্ধঃ সূমনসঃ সাত্তিঃ ক্রতুমদ্রিরনঃ শিবম্ ॥ ৯২
 অন্ধাঃ সুনীধাপত্যং বৈ বেণমেকং ব্যজায়ত ।
 অপচারেণ বেণস্ত প্রকোপঃ সূমহানভূৎ ॥ ৯৩
 প্রজার্থমুখরন্তস্ত মমহুর্দক্ষিণং কবম্ ।
 বেণস্ত পান্বৌ বধিতে সমভূব মহান্ধপঃ ।
 বৈণ্যো নাম মহীপালো যঃ পৃথুঃ পরিকীর্তিতঃ ॥
 স ধর্ম্মী কবচী জাতন্তেজসা প্রজ্ঞান্ধিব ।
 পৃথুর্কৈণ্যঃ সর্কলোকান্ ররক্ত ক্রতুপূর্জকঃ ॥ ৯৫
 রাজহুয়াভিষিক্তানামায়াঃ স বহুধাধিপঃ ।
 তস্ত স্তবার্থমুৎপন্নো নিপুনো স্তৃতমাপ্নবৌ ॥ ৯৬
 তেনেয়ঃ গোর্মহারাজ্ঞা হৃক্কা শতানি ধীমতা ।
 প্রজানাং বৃত্তিকামানাং দেবৈর্জ্যৈর্গণৈঃ সহ ॥
 পিতৃভির্দানবৈশ্চৈব গন্ধর্কৈরপ্সরোগণৈঃ ।
 সর্কৈঃ পুণ্যজ্ঞনৈশ্চৈব বীকৃভিঃ পর্কটৈস্তথা ॥ ৯৮
 তেষু তেষু চ পাত্রেসু হুহমানা বহুজরা ।
 প্রাদাদ্যধেপিতং কীরং তেন লোকাংজ্জ্বারয়ৎ ॥

সূমনাঃ, সাত্তি, ক্রতু, অদ্রিরা এই ছয়টি কৃতিমান
 পুত্র জন্মে। সুনীধা নামী কামিনী অন্ধের ঔরসে
 বেণ নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। এই
 বেণের অত্যাচারে সমস্ত প্রজা বিপর্যস্ত হইলে
 ঋষিগণ অত্যন্ত কোপাধিত হইয়া বেণের দক্ষিণ
 ভূজ মন্থন করেন। বেণের সেই দক্ষিণ বাহ
 হইতে বৈণ্য নামক মহীপাল জন্মগ্রহণ করেন,
 ইনিই পৃথু নামে পৃথিবীতলে বিখ্যাত হইলেন।
 ইনি ধর্ম্মরূপ ও কবচ পরিধান করত তেজে
 প্রজলিত হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। ইনিই
 সমস্ত ক্রতিগণের প্রধান, ইহা কর্তৃক সমস্ত
 লোক রক্ষিত হইয়াছিল। সেই বহুধাপতি
 বৈণ্য রাজহুয় যজ্ঞে অভিষিক্ত রাজগণের
 আদি। ইহার জন্মের নিমিত্ত স্তোত্রনিপুণ
 স্তুত ও মাগধ জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। সেই
 ধীমান্ মহারাজ পৃথু দেব, ঋষি, দানব, পিতৃ,
 অগ্নি, গন্ধর্ক ও অস্ত্রাশ্রয় পুণ্যাত্মা ব্যক্তি
 বীকৃভ ও পর্কটাদিসহ মিলিয়া প্রজাদিগের
 আহারাদি বৃত্তির জন্ত গোত্রপরিচয়ী পৃথিবীর
 শতশতরূপ হুহু দোহন করেন। তাহাদের
 অত্যাচারে সেই সেই পাত্রে পৃথিবীকে দোহন

গবয় উচুঃ ।

বিশ্বরেন পৃথোজ্জম কীৰ্ত্তয়স্ব মহামতে ।
যথা মহান্ননা দুগ্ধা পূৰ্ণং তেন বহুক্ষরা ॥ ১০০
যথা দেবশ্চ নাইগশ্চ যথা ব্রহ্মধিতিঃ সহ ।
যথা যত্নৈঃ সগন্ধৈর্নরেন্দ্রোভির্ঘা পুরা ॥ ১০১
তেষাং পাত্ৰবিশেষাশ্চ দোক্ষারং কীরমেব চ ।
তথা বৎসবিশেষাশ্চ তন্নঃ প্রজুহি পৃচ্ছতামি ॥
যস্মিন্শ্চ কারণে পানিকৈবলম্ মখিতঃ পুরা ।
কুট্টৈর্মহর্ষিভিঃ পূৰ্ণং তৎসৰ্বং কথয়স্ব নঃ ॥
সুত উবাচ ।
বর্ণয়িষ্যামি যো বিপ্রাঃ পৃথোবৈশ্যস্ত সন্তবম্ ।
একাগ্রাঃ প্রযতন্তে চ ব্রহ্মধ্বং দ্বিজোত্তমাঃ ॥
নাভ্যে নাপি পাপায় নানিষ্যায়াহিতায় চ ।
বর্ণয়েয়মিমং পুণ্যং নাত্ততায় কথকন ॥ ১০৫
স্বর্গ্যং যশস্তমায়যাং পুণ্যং বেদৈশ্চ স্মিতম্ ।

করিলে তিনি যথেষ্ট কীর প্রদান করেন,
তাহাতেই তখন সমস্ত লোক জীবিকারিস্তি
নির্মাণ করে। ঋষিগণ বলিলেন, হে
মহামতে! মহান্না পৃথুর জন্ম এবং তিনি
পূর্বে যেরূপে পৃথিবী দোহন করেন, তৎসমস্ত
বিবরণ সবিস্তর কীৰ্ত্তন করুন। তিনি পূর্বে
দেব, নাগ, ব্রহ্মর্ষি, যক্ষ, গন্ধর্ব ও অমরো-
ন্থের সহিত যেরূপে যে যে পাত্ৰবিশেষে বহু-
ক্ষরা দোহন করেন এবং তাহাতে কোন্ ব্যক্তি
দোহনকর্তা ও কোন্ ব্যক্তি বৎস হয় এবং
কোন্ কোন্ বস্তু কীরূপে পরিণত হয়, তৎ-
সমস্ত বর্ণন করিয়া আমাদের জিজ্ঞাসারিস্তি
চরিতার্থ করুন। আর পূর্বে যে জন মহর্ষি-
গণ ক্রৌঞ্চ হইয়া বেণরাজের পানি মখিত করেন,
তাহাও কীৰ্ত্তন করুন। সুত বলিলেন, হে
বেদভ্য বিজ্ঞপ্রবরগণ! বেণপুত্র পৃথুই উৎ-
পত্তি বিবরণ বর্ণন করিতেছি, আপনারা
একাগ্র হইয়া সংযতমনে শ্রবণ করুন। আমি
অভুটি, পানিষ্ঠ, অহিতকারী, শিষ্যহীন ও
ব্রতহীন ব্যক্তিদিগের নিকট এই পুণ্যকর
পবিত্র কথা বলিব না। যে জন অশ্রুয়াবিশীন
হইয়া এই স্বর্গপ্রদ, পুণ্যকর, যশস্কর, আশঙ্কর

রহস্তমুখিভিঃ প্রোক্তং শৃণুয়াদ্ভোহনস্বয়কঃ ॥ ১০৬
যশ্চৈব শ্রাবয়েদ্যতঃ পৃথোবৈশ্যস্ত সন্তবম্ ।
ব্রাহ্মণেভ্যো নমস্কৃত্য ন স শোচেৎ কৃতাকৃতম্ ।
গোপ্তা ধর্ম্মস্ত রাজাসৌ বহুব্রাহ্মসমঃ প্রভুঃ ॥ ১০৭
অত্রিংশসমুৎপন্নো হুদ্রো নাম প্রজাপতিঃ ।
যস্ত পুত্রোহভবৎবেণো নাত্যর্থং ধার্ম্মিকস্তথা ॥ ১০৮
জাতো মৃত্যুহৃতায়াং বৈ হুনীধায়াং প্রজাপতিঃ ।
স মাতামহদোবেণ বেণঃ কালান্তজাতজঃ ॥ ১০৯
স ধর্ম্মং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা কামান্নোভে ব্যবর্ত্তত ।
স্থাপনং স্থাপয়ামাস ধর্ম্মপেতং স পার্ধিবঃ ॥ ১১০
বেদশাস্ত্রাণ্যতিক্রম্য হৃদযে নিরতোহভবৎ ।
নিঃস্বাধ্যায়বহুকারাঃ প্রজান্তস্মিন্ প্রশাসতি ।
আসন্ন চ পপুঃ সোমং ততঃ যজ্ঞেষু দেবতাঃ ॥
ন বষ্টব্যং ন হোতব্যমিতি তস্ত প্রজাপতেঃ ।
আসীং প্রতিজ্ঞা কুরেয়ং বিনাশে প্রতুপহিতে
অহমিধ্যাশ্চ পূজাশ্চ সর্বংযজ্ঞে বিজাতিভিঃ ॥

বেদসম্মিত ঋষিকথিত রহস্তকথা শ্রবণ করে
এবং ব্রাহ্মণদিগকে নমস্কারান্তে শ্রবণ করায়,
কার্য্যার্থ্যের জন্ত তাহাকে কখনও শোক
করিতে হয় না। সেই কৃতমান্ রাজা ধর্ম্মের
রক্ষক ও মহর্ষি অত্রির সমান ছিলেন।
১২—১০৭। অত্রিংশে অঙ্গ নামে এক
প্রজাপতি প্রারূঢ় হইয়েন, তাঁহারই পুত্র এই
বেণ। তাল্ল ধার্ম্মিক আর কেহই ছিল না।
প্রজানাথ বেণ মৃত্যুহৃতা হুনীধার গর্ভে জন্ম-
গ্রহণ করেন। কালকর্তার অঙ্গমাত সেই
মহাপতি মাতামহদোবে ধর্ম্মকে অবজ্ঞা করিয়া,
স্বীয় লোভবৃত্তি চরিতার্থ করিতে প্রবৃত্ত হইয়েন।
সেই রাজা সমস্ত ধর্ম্মময় কার্য্যই নিবারণ
করিয়া বেদশাস্ত্র উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক অধর্ম্মে নিরত
হইয়া স্থানে স্থানে অধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করেন।
তাঁহার শ সনকালে প্রজা সকল বেদ অধ্যয়ন
ও যজ্ঞকার্য্য সমস্ত যজ্ঞ পরিত্যাগ করিয়া-
ছিল, তাহাতে দেবতাগণ যজ্ঞসমূহে অহৃত
সোমপান করিতে পারতেন না। বিনাশকাল
উপহিত হওয়ার বেণরাজা এইরূপ কঠোর
প্রতিজ্ঞা করেন যে, আমি কোন যাজ বা কোন

ময়ি যজ্ঞো বিধাতব্যো ময়ি-হোতব্যামিত্যপি ।
 তমতিক্রান্তমধ্যানমানানমসাপ্রতম্ ।
 উচুর্মধ্বঃ সর্ষে মরোচিশ্রমুখান্তথা ॥ ১১৪
 বহু নীচাঃ প্রবেক্ষ্যামঃ সংবৎসরশতান্ বহু ।
 মা ধর্মং বেদোকার্ষীভুং নৈব ধর্মঃ সনাতনঃ ॥ ১১৫
 নিধনে চ প্রসূতোহসি প্রজাপতিরসংশয়ঃ ।
 পালয়স্বো প্রজাশ্চেতি ত্বয়া পূর্ষং প্রীতিশ্রুতম্ ।
 তাত্ত্বথাবাদিনঃ সর্ষান্ ব্রহ্মর্ষীনব্রবীতবা ।
 স প্রহস্ত তু হর্ষক্লিরিগং বচনকোবিদঃ ॥ ১১৭
 অষ্টা ধর্মস্ত কণ্ঠাঃ শ্রোতব্যং কস্ত বৈ ময়া ।
 বীর্ধ্যশ্রুততপঃসমৈতর্যমা বা কঃ সমো ভুবি ॥ ১১৮
 মহাত্মানমনুং মাং যুয়ং জানীত তত্ত্বতঃ ।
 প্রভবঃ সর্ষলোকানাং ধর্মাপাঞ্চ বিশেষতঃ ॥ ১১৯

হোম করিব না । দ্বিজগণ সমস্ত যজ্ঞে
 আমারই যজ্ঞ ও পূজা করবেন । আমার
 জনাই যজ্ঞ ও হোম বিধি প্রবর্তিত হইবে ।
 সেই বেণরাজ্য বেদ ও শাস্ত্রমধ্যাঙ্গা উল্লঙ্ঘন
 করিয়া অযোগ্য কার্যকলাপে প্রবৃত্ত হইলে,
 মরোচি প্রভৃতি মহর্ষিরা তাঁহাকে বলিতে
 লাগিলেন যে, হে বেণরাজ! বহুশত সম্বৎসর-
 ব্যাপি নীচা ও উপদেশাদি আমরা বলিব; তুমি
 অধর্ম প্রবৃত্ত হইও না । তুমি যাহা করিতেছ,
 তাহা সনাতন ধর্মের বিরুদ্ধ । তুমি নিশ্চয়ই
 নিজের নিধনের নিমিত্ত রাজ্য হইয়া জন্ম
 লইয়াছ । ‘আমি রাজ্য হইয়া প্রজাগণকে
 পালন করিব’ তুমি যে এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া-
 ছিলে, তাহা তোমার এক্ষণে মরণ করা উচিত ।
 সেই ব্রহ্মর্ষিগণ এইরূপ বলিলে পর, সেই
 দুষ্টমতি বচনপট্ট রাজ্য হস্ত করিয়া তাঁহা
 দিগকে এইরূপ বলিতে লাগিলেন । ধর্মের
 সৃষ্টিকর্তা অপর আর কে আছে? আমি
 আর অস্ত্র কাহার কবাই বা স্তমিব? পৃথ্বী-
 তলে আমার কুল্য বেদাদিশাস্ত্রজ্ঞ, তপঃসম্পন্ন
 বীর্ঘ্যবান্ ও সত্যবান্ ব্যক্তি কে আছে?
 আপনারা আমাকে নিশ্চয়ই অতি মহাত্মা এবং
 সর্ষলোকের বিশেষতঃ ধর্মসমূহের উপনি-
 স্থান বলিয়াই জানিবেন । আমি ইচ্ছা করিলে

ইচ্ছন দহেয়ং পৃথিবীং প্রাক্ষেয়েয়ং জলেন বা ।
 স্থজেয়ং বা গ্রসেয়ং বা নাত্র কার্য্য বিচারণা ।
 যদা ন শকাতে স্তস্তানুমানাত্ত্বশমোহিতঃ ।
 অনুনৈতুং নৃপো বেদস্ততঃ ক্রুদ্ধা মহর্ষয়ঃ ॥ ১২১
 নিগৃহ তং মহাবাহুং বিস্কৃন্তুং বধানলম্ ।
 ততোহস্ত বায়হস্তং তে সমস্থ তুর্গণোপিতাঃ ॥
 তস্মাৎ প্রমথ্যমানাঃ যজ্ঞে পূর্ষমভিশ্রুতঃ ।
 ব্রহ্মোহতিমাত্রং পুরুষঃ কৃষ্ণচাপি তৎ বিজ্ঞাঃ ॥
 স ভীতঃ প্রজ্জলিষ্টেচ বস্থিতান্ ব্যাকুলেশ্বরঃ ।
 তমাস্তং বিহ্বলং দৃষ্টা নিযৌদ্যত্যক্রান্ কিস ॥
 নিষাদবংশকর্তৃসৌ বভূবানস্তবিক্রমঃ ।
 দীবরানস্থজং সোচাপি বেদবল্লবসন্তবান্ ॥ ১২৫
 যে চাত্রে বিজ্ঞানিলয়ঙ্কসুদান্তবরাঃ খসাঃ ।
 অধর্মুরুচয়চাপি সম্ভূতা বেদকল্লবাং ॥ ১২৬
 পুনর্মহর্ষয়স্তস্ত পাবিৎ বেদস্ত নক্ষিণম্ ।

পৃথিবীকে দগ্ধ করিতে পারি অথবা জলপ্রবাহে
 প্রাণিত করিতে পারি, স্থষ্টি করিতে পারি,
 কিসা বিনাশ করিতে পারি, এ কথা নিঃসন্দেহ ।
 তখন অভিমানে ও অতিমোহে মোহিত বেণ-
 রাজ্যকে মহর্ষিগণ অনুনয় করিয়াও ধর্মপথে প্রব-
 র্ত্তিত করিতে পারিলেন না, তৎকালে সকলেই
 অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন । ১০৮—১২১ ।
 তাঁহারা ক্রোধভরে অনলপ্রতিম বেণরাজের
 নিগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার বায়হস্ত
 মল্লন করিতে লাগিলেন । হে দ্বিজগণ! বেণের
 বায়বাহ মল্লন করিতে করিতে ষোড়শ কৃষ্ণবর্ণ
 ধর্মাক্রান্তি, পূর্ষ যজ্ঞে প্রীতিশ্রুত, এক পুরুষ
 নিগৃহ হইল । সে ভীত ও ব্যাকুলেশ্বর হইয়া
 অজ্জলিবন্ধনপূর্ষক অবস্থিত রহিল । পৃথিবী
 তাহাকে তমাস্ত ও বিহ্বল দেখিয়া কহিলেন,
 “নিষদ” অর্থাৎ উপবেশন কর । এইজন্ত সে
 বিপুলবিজ্ঞান নিবান হইয়া নিষাদবংশের পূর্ষ-
 পুরুষ হইল । বেণের পাপোৎপন্ন সেই নিবান
 হইতে দীবর, ভূবর, তুবর, খল এবং অধর্ম-
 নিরত বিজ্ঞাচলনিবাসী ব্যাকুলবর্গ উৎপন্ন
 হইল । বেণের প্রতি অতি কোপাঘাত সেই
 পৃথিবী পুনর্বার বেণের সেই নক্ষিণবাহ অরণ্য-

অরবীমিব সংরস্তান্নমহুর্জাতমহুবঃ ॥ ১২৭
 পৃথুস্তম্যং সমুৎপন্নঃ করাঙ্কালমতেজসঃ ।
 পৃথোঃ করতলাং বাপি যম্মাদ্জাতঃ পৃথুস্ততঃ ।
 নীপামানঃ শ্ববপুষা সাকাদগ্নিরিবোজ্জ্বলম্ ॥ ১২৮
 আলামাজগবং নাম ধনুর্গৃহ মহারবম্ ।
 শরাংচ বিভ্রদ্রক্ষার্থং কবচক মহাপ্রভম্ ॥ ১২৯
 তস্মিন্ জাতেহং ভূতানি সম্প্রকৃষ্টানি সর্ষপঃ ।
 সমুৎপন্নো মহারাজি বেগচ ত্রিবিদ্রতঃ ॥ ১৩০
 সমুৎপন্নো রাজধিঃ স সংপুত্রো ধীমতঃ ।
 পুরুষধাত্তঃ পুন্নায়ো নরকালং যতে ততঃ ॥ ১৩১
 তং নন্যচ সমুদ্রাচ রত্নাদাদায় সর্ষপঃ ।
 সনাগম্য তদা বৈদ্যমভ্যষিকন্নরাধিপম্ ।
 মহতা রাজরাজ্যেন মহারাজং মহাহতিম্ ॥ ১৩২
 সোহভিষিক্তো মহারাজো দেবৈরগ্নিরসঃ সূতৈঃ
 আদিরাজো মহারাজঃ পৃথুর্জৈব্যাঃ প্রতাপবান্ ॥
 পিত্রাপরজিতান্তত প্রজাস্তেনাহুরজিতাঃ ।

বৎ বলপূর্বক মস্তন করিতে লাগিলেন ; সেই
 মথিত করতল হইতে পৃথুপ্রাহুর্ভূত হইলেন ।
 পৃথু অর্থে স্কুল, স্কুল করতল হইতে জাত
 বলিরা নামও হইল ‘পৃথু’ । তিনি নিভয়েজে
 অগ্নির ছায় প্রজলিত হইয়া নীপামান হইতে
 লাগিলেন । তিনি প্রজাগণের রক্ষার্থ প্রথম-
 জাত আজগব নামক ধনুঃ, মহাপ্রভ কবচ
 ও শর সকল ধারণ করিয়া জন্ম লইয়াছিলেন ।
 পৃথু জন্মগ্রহণ করিলে সমস্ত প্রাণী হুটী ও
 প্রকুল হইল । সেই মহারাজ জন্মিয়ামাত্র
 বেণরাজ স্বর্গে গমন করিলেন । সেই পুরুষ-
 বর বেণ, সেই সমুৎপন্ন সূদী, সংপুত্র
 পৃথুধারা পুন্নামক নরক হইতে পরিত্রাণ পাই-
 লেন । তখন নদী ও সমুদ্র সকল, রত্নাবলী
 আনিয়া সেই বেণপুত্র মহাহতি নরাধিপ
 মহারাজ পৃথুকে রাজ্যে অর্ভাষক করিল
 সেই আদিরাজ মহারাজ বেণনন্দন প্রতাপবান্
 পৃথু, আদিরাজ্য দেবগণ কর্তৃক রাজ্যে অভি-
 ষিক্ত হইলেন । পৃথু পিতা বেণ প্রজাগণের
 অমুরাগভাজন হইতে পারেন নাই, পৃথু এক্ষণে
 বিবেচনায় প্রজারঞ্জন করিতে লাগিলেন, এই

ততো রাজেতি নামান্ত অমুরাগভাজত ॥ ১৩৪
 আপস্তম্ভভিরে চান্ত সমুদ্রমভিহন্ততঃ ।
 পর্কতাশ্চ বিনীধ্যস্তে ধ্বজভগ্নাশ্চ নাতবৎ ॥ ১৩৫
 অকৃষ্টপচ্যা পৃথিবৌ নিধাত্যন্নানি চিত্তয়া ।
 সর্ষকামহুবা পারবঃ পুটকে পুটকে মধু ॥ ১৩৬
 এতস্মিন্নেব কালে তু যজ্ঞে পৈতামহে ভূভে ।
 সূতঃ সূত্যাং সমুৎপন্নঃ সৌতোহহনি মঃমতিঃ
 তস্মিন্নেব মহাযজ্ঞে যজ্ঞে প্রাজ্ঞোহথ মাগধঃ ॥
 ঐশ্রোণ হবিষা চাপি হবিঃ পৃথুং বৃহস্পতেঃ ।
 জুহাবেন্দ্রায় দেবেন ততঃ সূতো ব্যজায়ত ॥ ১৩৮
 প্রমাদস্তত্র সঙ্কজে প্রায়শ্চন্তক কর্ম্মহ ।
 শিষ্যহবেদ্যন যৎ পৃতমভিহত্য গুরোহবিঃ ।
 অবরোহরচারণে যজ্ঞে তদগ্নি বৈকৃতম্ ॥ ১২৯
 যচ্চ কত্রাৎ সমভবন্ ব্রাহ্মণ্যাং হীনবানিতঃ ।
 সূতঃ পূর্বেণ সাধন্যাতুল্যধর্মঃ প্রকীর্ষিতঃ ॥ ১৪০

জ্ঞাত হইন প্রজাগণের অমুরাগভাত “রাজা”
 এই নামে বিখ্যাত হইলেন । পৃথুরাজ যখন
 সমুদ্রে যাইতেন, তখন তাহার জলরাশি শুভ্রিত
 হইত, যখন পার্কতা পথে গমন করিতেন,
 তখন পর্কত সকল বিনীর্ণ হইত, তাহার
 রথধ্বজা কলচও ভগ্ন হইত না ১২২—১৩৫ ।
 তাহার প্রভাবে বিনাকর্ষণে কেবল চিত্তা
 করিলেই পৃথিবী অন্নরাশি উৎপাদন করিত ।
 তাহার সময়ে সমস্ত ধেনুই কামহুবা ছিল এবং
 বনমধ্যে প্রতি পত্রপুটেই মধু পাতরা যাইত ।
 তাহার মংগযজ্ঞে সৌত্যদিনে যজ্ঞাভিষেব
 ভূমিতে মহামতি সূত ও প্রাজ্ঞ মাগধ নামে
 দুই জাতি জন্মিয়াছিল । ইশ্রের হবির সহিত
 বৃহস্পতিঃ হবিঃ ব্রাহ্মণ্য ইশ্রের আহুতি
 প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহাতেই সূতের উৎপত্তি
 হয় । তখন হইতে যানাদি সমুদ্রে প্রমাদ-
 নিমিত্তক প্রায়শ্চন্তের ব্যবস্থা হইল । আবার
 গুরু বৃহস্পতির হবিঃ ও শিষ্য ইশ্রের হবির
 সাহিত মিদিয়া হত হইয়া ছিল বলিয়া এখন ও
 উভয়ের সংযোগে বিকৃত বর্ণের উদ্ভব হইল ।
 হীনবানি কত্রিঃ হইতে ব্রাহ্মণ্যে জাত সূত
 জাতি পূর্জাতিঃ, অ ব বর্ম্মাহুসারে ধর্ম

মধ্যমো হেব সূতঃ ধর্ম্যঃ কত্রোপজাবনম্ ।
 রথনাগাশ্চরিতং জষত্চক চিকিৎসিতম্ ॥ ১৪১
 পৃথোত্ত্বার্থং তো তত্র সমাহুতো সুরাধিভিঃ ।
 আবুর্চূনয়ঃ সর্কে সুরভ্যতমেব পার্ধিবঃ ।
 কঠৈস্তনুরূপং বাৎ পাত্রং স্তোত্রং চাপ্যায়ম্ ॥
 আবুতুস্তদা সর্কঃস্তানুবীণ সূতমাগধো ।
 আবং দেবানুযায়ৈশ্চব প্রীণয়াবঃ স্বকর্ম্মভিঃ ॥ ১৪৩
 ন চাস্ত কর্ম্ম বৈ বিদ্বঃ ন তথা লক্ষণং যশঃ ।
 স্তোত্রং যেনাস্ত কুর্ধ্যাবো রাজজ্ঞেজ্ঞশ্বিনো বিজ্ঞাঃ ॥
 ঋষিভিষ্ঠো নিযুক্তো তু ভবিষ্যেঃ সুরভ্যামিতি ।
 দানধর্ম্মরতো নিত্যং সত্যবান্ স জিভেন্দ্রিয়ঃ ।
 জ্ঞানশীলো বদাশ্চ স্তবগ্রাংঘপরাভিতঃ ॥ ১৪৫
 যানি কর্ম্মানি কৃতবান্ পৃথুচাপি মহাবলঃ ।
 তানি শীলেন বজ্জানি জ্বলন্তিঃ সূতমাগধৈঃ ॥ ১৪৬
 ততস্তবন্তে সূপ্রীতঃ পথুঃ প্রাণাং প্রজেষধঃ ।
 অনূপদেশং সূতায় মগধং মাগধায় চ ॥ ১৪৭

নিরূপিত হইল । রথ, বস্ত্রী ও অশ্বশিক্ষা এবং ক্ষত্রধর্ম্মে জীবিকা নির্বাহ করা সূত জ্ঞাতির মধ্যম ধর্ম্ম এবং চিকিৎসা কাধ্য অধম বলিয়া বিদিত । দেবর্ষিরূপ পৃথুর স্তব নিমিত্ত সূত ও মাগধকে অহ্বানপূর্ব্বক বলিলেন, তোমরা উভয়ে এই রাজার কর্ম্মানুরূপ স্তব কর, ইনি স্তবের যোগ্যপাত্র সন্দেহ নাই । তখন সূত ও মাগধ তাঁহাদিগের সকলকেই বলিল, হে ঋষিগণ । আমরা দেবতা ও ঋষিদিগের স্ব স্ব কৃত কর্ম্মের জ্ঞাপ্তি করিয়া তাঁহাদিগেরও প্রীতিবিধান কবিব । তবে আমরা সেই তেজস্বী নরপতির কর্ম্ম, লক্ষণ ও যশ প্রভৃতি কিছুই অবগত নহি, সূতরাং কিরূপে তাঁহার জ্ঞাপ্তি করিব । ভবিষ্যৎ কর্ম্মদ্বারা ‘তোমরা ইহঁার স্তব কর’ এই বলিয়া তাহাদের উভয়কে স্তবার্থ নিযুক্ত করিয়া দিলেন । সেই রাজা নিয়তই দানধর্ম্মে নিরত, সত্যবান্, জিভেন্দ্রিয়, জ্ঞানশীল, বদাশ্চ ও সংগ্রামে অপরাভিত । মহাবল পৃথু যে যে কর্ম্ম করিতেন, সূত ও মাগধ সেই সেই কর্ম্মানুসারে জ্ঞাপ্তি করিয়া সেই সেই কর্ম্ম

তদা বৈ পৃথিবীপালাঃ সুরভ্যে সূতমাগধৈঃ ॥
 আশীর্বাদৈঃ প্রবোধ্যন্তে সূতমাগধবন্দিভিঃ ॥ ১৪৮
 তং দৃষ্ট্বা পরমপ্রীতঃ প্রজা উচূর্মহর্ষয়ঃ ।
 এব যো বৃত্তিদো বৈণ্যো ভবত্যাত নরাধিপঃ ॥ ১৪৯
 ততো বৈণ্যং মহাভাগং প্রজাঃ সমভিহুক্রবুঃ ।
 ত্বনো বৃত্তিং বিধংযেতি মহর্ষের্বচনাতদা ॥ ১৫০
 সোহভিহুতঃ প্রজাভিস্ত প্রজাহিতচিকীর্ষবা ।
 ধনুর্গৃহীত্বা বাণাংশ্চ বহুধামাদিগধসী ॥ ১৫১
 অশ্বাদিনভয়ত্রস্তা গোভূত্বা প্রাজ্ঞবমহী ॥
 তাং পৃথুর্বহুদাদায় জবহীমম্বাবত ॥ ১৫২
 সা লোকান্ ব্রহ্মলোকাদান্ গতা বৈণ্যভয়াস্তদা ।
 দদর্শ চাগ্রতো বৈণ্যং কার্ম্মকোণ্যতধারিণম্ ॥ ১৫২

তাঁহার স্বভাবের সহিত সম্বন্ধ করিয়া দিল, বস্তুবিক সেই সেই প্রশংসনীয় কর্ম্মগুলি তিনি স্বীয় স্বভাববশেই করিতে লাগিলেন । প্রজা-নাথ পৃথু তাহাদের স্তব শ্রবণে প্রীত হইয়া বৃত্তির নিমিত্ত সূতকে অনূপ দেশ মাগধকে মগধ দেশ অর্পণ করিলেন । সেই অবধি সূত ও মাগধগণ রাজগণের স্তব করিতে থাকে এবং সেই অবধিই নরপতিগণ সূত, মাগধ ও বন্দি-গণের আশীর্বাদ গীতিকার জগ্নিরিত হইয়া থাকেন । একদিন ঋষিগণ মহারাজ পৃথুকে দেখিয়া প্রজাদিগকে কহিলেন, এই নরপতি বেণুগুত্র ভোমাদিগের জীবিকা-বৃত্তি জ্ঞান করিবেন । মহর্ষিগণের সেই কথা ভনিয়া প্রজাগণ ‘আপনি আমাদের বৃত্তির বিধান করুন’ এই বলিয়া সেই মহাভাগ পৃথুর সমীপে ধাবমান হইল । ১৩৬—১৫০ । প্রজাগণ বৃত্তির নিমিত্ত পৃথুর সমীপে উপনীত হইল, তিনি প্রজাগণের হিত-কামনায় ধনুর্কাণগ্রহণান্তে পৃথিবীকে প্রহার করিতে লাগিলেন । বহুবামেবো তাঁহার প্রহার-তরে সজ্জ হইয়া গোরূপ ধারণপূর্ব্বক বেগে পলায়ন করিলেন, পৃথু ও ধনুর্কাণ ধারণ করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন । পৃথুর তরে পৃথিবী ব্রহ্মলোকাদি নানালোকে গমন করিয়া কোথাও পরিত্রাণ পাইলেন না । সতত-ত্রিলোক-

জলন্তি বিন্ধি বৈধা বৈধী গুতে জঙ্গমচ্যুতম্ ।
 মহাধোপং মহাশ্রানং হৃদ্বর্মমরৈরপি ॥ ১৫৪
 অলভন্তী তদা ত্রাণং বৈধ্যমেবাশপদ্যত ।
 কৃতাজলিপুটা দেবী পুণ্ড্রা লোকৈকিত্তিভিঃ সদা ॥
 উবাচ বৈধ্যং নাধর্মং স্ত্রীষে পরিপশ্যসি ।
 কথং ধারয়িতা চাসি প্রজা রাজময়া বিনা ॥ ১৫৬
 ময়ি লোকাঃ স্থিতা রাজন্ ময়েদং ধার্যতে জগৎ
 মদুতে চ বিনশ্চেয়ঃ প্রজাঃ পার্থিৱসন্তম ॥ ১৫৭
 ন মামহঁসি বৈ হস্তং শ্রেয়শ্চেতুঃ চিকীর্ষসি ।
 প্রজানং পৃথিবীপাল শূণু চেদং বচো মম ॥ ১৫৮
 উপায়তঃ সমারক্রাঃ সর্বে সিধ্যস্তাপক্রমাঃ ।
 হত্বাপি মাং ন শতক্ৰং প্রজানং পালনে নৃপ ॥
 অন্নভূতা ভবিষ্যমি জহি কোপং মহাত্মতে ।
 অবধ্যাশ্চ স্ত্রিয়ঃ প্রোহস্তির্ধ্যগ্ধোনিগতেষপি ।

মত্বেবং পৃথিবীপাল ধর্মং ন ত্যক্ত মহঁসি ॥ ১৬০
 এষং বহুবিধং বাক্যং ক্রহা রাজা মহামনাঃ ।
 ক্রোধং নিগহ ধর্মাত্মা বসুধামিনমব্রবীৎ ॥ ১৬১
 একস্তার্থায় বো হস্তান্ননো বা পরস্ত বা ।
 একং প্রাণং বহুন্ বাপি কামং তস্তাতিপাতকম্ ॥
 বস্মিংস্ত নিহতেহভদ্রে লভন্তে বহবঃ সুখম্ ।
 তস্মিন্ হতে ভুভে নান্তি পাতককোপপাতকম্ ॥
 সোহহং প্রজানিমিত্তং ত্বাং বধিষ্যামি বহুত্বরে ।
 যদি মে বচনং নাগ্য করিষ্যসি জগদ্ধিতম্ ॥ ১৬৪
 ত্বাং নিহত্যাশ্রাবশেন মচ্ছাণনপরাজুখীম্ ।
 আত্মানং প্রধরিৎবেহ ধারয়িষ্যাম্যহং প্রজাঃ ॥ ১৬৫
 সা ত্বং বচনমাসাদ্য মম ধর্মভূতাং বরে ।
 সঞ্জীৱয় প্রজা নিত্যং শক্তা হসি ন সংশয়ঃ ॥ ১৬৬
 হৃহিত্বক্ মে গচ্ছ এবমেতৎসংবরণম্ ।
 নিযচ্ছে ত্বাস্ত ধর্মার্থং প্রযুক্তং যোরঙ্গমেনে ॥ ১৬৭

পুজনীয়া পৃথিবী তখন কৃতাজলিকরে প্রজালিত
 শিখাসমবিত শরসমূহ দ্বারা নীপ্ততেজা
 উদ্যতকার্মকধর মহাত্মা অচ্যুত এবং অমর-
 গণেরও হৃদ্বর্ম সেই বৈধপুত্র পৃথুকে অগ্নে
 দেবিতা তাঁহারাই শরণাপন্ন হইয়া বলিতে
 লাগিলেন, 'রাজন্ । আপনি স্ত্রীবধজনিত
 অধর্ম দেখিতেছেন না কেন ? আমা ব্যতীত
 আপনি কিরূপে প্রজা রক্ষা করিবেন ? হে
 রাজসন্তন ! আমাতেই লোক সকল প্রতি-
 ষ্ঠিত, আমিই জগৎ ধারণ করিতেছি, আমা
 ভিন্ন আপনার সমস্ত প্রজাই বিনাশ পাইবে,
 সন্দেহ নাই। হে পৃথিবীপাল ! আপনি
 যদি প্রজাগণের কল্যাণ কামনা করেন, তবে
 আমাকে বধ করিবেন না। আপনি অধুনা
 আমার কষা প্রবণ করুন। হে নৃপ ! উপা-
 যের অনুগমন করিয়া কাণ্ড আরম্ভ করিলে
 অবশ্যই তাহা সিদ্ধ হইয়া থাকে। আমিই
 হইলাম প্রজাগণের রক্ষার উপায়, আমাকে
 বিনাশ করিলে কিছুতেই আপনি প্রজা রক্ষা
 করিতে পারিবেন না। হে মহাত্মতে ! আমি
 প্রজাণিগের অন্নরূপ হইব, আপনি কোপ
 করিবেন না। পশুভোগ্য কহিয়া থাকেন যে,
 লক্ষ্য ক্রিয়গুণানিগত হইলেও লব্ধ,

আপনি এই বিবেচনা করিয়া ধর্ম পরিহার
 করিবেন না। সেই ধর্মাত্মা মহামনাঃ রাজা
 পৃথিবীর এবম্বিধ বহু বাক্যশ্রবণে কোপ সম্বরণ
 করিয়া বহুত্বরাকে বলিলেন, আপনার বা
 অপর এক ব্যক্তির নিমিত্ত যে ব্যক্তি এক বা
 বহু প্রাণ বধ করে, তাহার পাতক হয় বটে,
 কিন্তু যে এক ব্যক্তির নিবনে বহুতর লোকের
 সুখসাধন হয়, হে কল্যাণ ! তাহাকে বধ
 করিলে পাতক বা উপপাতক কিছুই হয় না।
 হে বহুত্বরে ! যদি তুমি মদীয় জগতের হিত-
 কর বাক্য পালন না কর, প্রজাগণের হিতার্থ
 নিশ্চয়ই আমি তোমাকে বধ করিব, তাহাতে
 আমার পাতক হইবে না। যদি তুমি আমার
 আদেশপালনে পরাজুখ হও, তবে তুমি নিশ্চয়
 জানিও যে, এখনি তোমাকে এই শরে বিনাশ
 করিব এবং আমি আপন আত্মাকে সুবিন্দুত
 করিয়া প্রজা সকল ধারণ করিব। ১৫১—১৬৫
 হে ধর্মধারিণ বহুত্বরে ! তুমি এই সকল বুঝিয়া
 মদীয় বাক্য প্রতিপালন-পরঃসর আমার প্রজা-
 বিগকে নিয়ত জীবিকারুত্তি দান কর ; তুমি যে
 এ বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে সমর্থ, সে কথা বলাই
 বাহুল্য। আমি ধর্মের নিমিত্ত তোমাকে ধরি;

প্রত্যাচ্যত ততো বৈশ্যমেবমুক্তা সতী মহী ।
 এবমেতদহং রাজন বিধাতামি ন সংশয়ঃ ॥১৬৮
 বৎসন্ত মম ত্বং যচ্ছ কুরেয়ং ধেন বৎসলা ।
 সমাক কুরু সর্পিত মাং ত্বং ধর্ম্মভূতাংবর ।
 যথা বিধানমানক কীরং সর্পিত ভাবয়ে ॥ ১৬৯
 তত উৎসারয়ামাস শিলাজ্বলানি সর্পণঃ ।
 ধনুকোটিয়া ততো বৈশ্যন্তেন শৈলা বিবন্ধিতাঃ ॥
 মনস্তপেবতীতেষু বিবমা সীদন্তকরা ।
 স্বভাবেনাভবৎস্ততাঃ সমানি বিষমাপি চ ॥১৭১
 নহি পূর্কনির্গমে বৈ বিষমে পৃথিবীতলে ।
 প্রবিভাগঃ পুরাণাং বা গ্রামাণাং বাপি বিভাগে ॥
 ন শতানি ন গোরকা ন ক্কাধর্ন বধিকৃপথঃ ।
 চাক্ষুষস্তাত্তরে পূর্কমেতদাসীৎ পুরা কিল ।
 বৈবশ্বতেহন্তরে তস্মিন সর্কস্মৈত্তত সন্তব্যঃ ॥১৭৩
 সমত্বং যত্র যত্রাসীৎ ভূয়ন্তস্মিন্তদেব হি ।
 তত্র তত্র প্রজান্তা বৈ নিবসন্তি স্য সর্কদা ॥ ১৭৪

দর্শনে প্রযোজিত ও নিয়মিত করিয়া দোহন করিব । মহারাজ পৃথু এইরূপ বলিলে পৃথিবী প্রত্যাচ্যরে বলিলেন, রাজন! আপনি যাহা বলিলেন, আমি নিশ্চয় তাহা করিব, হে ধার্ম্মিকবর! আপনি অধুনা আমাকে বৎস প্রদান করুন, আমি তাহার প্রতি মেহবতী হইয়া কীর করণ করি। আর আমার অঙ্গ সকল সমতল করিয়া দিউন, তাহাতে আমি সর্কিত সমান ভাবে কীর সকলন করিতে পারিব। তদনন্তর পৃথু স্বীয় ধনুকের অগ্রভাগ দিয়া শিলারাশি সরাইয়া দিলেন, তাহাতেই শৈলগণ বুদ্ধি পাইয়াছিল। মনস্তর অতীত হইলে বহুকরা স্বভাবতঃ বন্ধুর-ভাবাপন্ন হয়, এক্ষণে তাহার সেই সমস্ত স্থান সমতল হইয়া গেল। পূর্কে সৃষ্টিকালে বিষম-ভাবাপন্ন পৃথিবীতলে নগর ও গ্রামাদির বিভাগ এবং শত্রু, গোরকা কৃষি বাণিজ্যাদি কিছুই ছিল না। চাক্ষুষ মনস্তরে এই সমস্ত ছিল। এক্ষণে বৈবশ্বত মনস্তরে এই সকলের উৎপত্তি হইল। যেখানে যেখানে ভূমিভাগ সমতল, সেই সেইখানে সেই কৃষি ও শত্রুগণের বাসভ্য হইয়া উঠিল, আর সেই সেই স্থানেই প্রজা সকল

আহারঃ ফলমুন্মত্ত প্রজানামভবৎ কিল ।
 বৈশ্যং প্রভৃতি লোকেহস্মিন সর্কিত্তত্ত সন্তব্যঃ
 কৃচ্ছ্রেণ মহতা সোহপি শ্রনষ্টাশোবদীযু বৈ ।
 সন্তজগ্নিতা বৎসন্ত চাক্ষুষং মনুমীষরঃ ।
 পৃথুহদোহ শতানি সতলে পৃথিবীং ততঃ ॥ ১৭৬
 শতানি তেন হৃদ্ধানি বৈষ্যেন তুবহুশ্বরাম্ ।
 মনুক চাক্ষুষং কৃত্বা বৎসম্পাত্রে চ ত্বময়ে ।
 তেনায়েন তদা তা বৈ বর্কস্তুতে প্রজাঃ সনা ॥১৭৭
 ঋষিভিঃ স্তুত্রে বাপি পুনর্হৃদ্ধা বহুকরা ।
 বৎসঃ সোমস্তুভূৎ তেষাং দোদ্ধা চাপি বৃহস্পতিঃ
 পাত্রমাসীন্তু হৃদ্ধাংসি নায়ত্রাদানি সর্কণঃ ।
 কীরমাসীন্তদা তেষাং তপো ব্রহ্ম চ শাবতম্ ।
 পুনস্তত্বা দেবগণৈঃ পুরন্দরপুরোগমৈঃ ।
 দৌর্বর্গং পাত্রমাদায় অমৃতং হৃদ্ধহে তদা ।
 তেনৈব বর্কস্তুতে চ দেবা ইন্দ্রপুরোগমাঃ ॥১৮০
 নাইগেচ স্তুত্রে হৃদ্ধা বিষং কীরং তদা মহী ।

বাস স্থাপন করিতে লাগিল। তখন ফল ও মূল প্রজাগণের আহাৰ্য্য দ্রব্য হইল। বাস্তবিক মহারাজ পৃথুর সময় হইতেই সমস্ত উৎপন্ন হইতে লাগিল। ঋষি সকল বিনষ্ট হইলে মহারাজ পৃথু চাক্ষুষ সনুকে বৎস কলনা করিয়া বহুতর কষ্টে পৃথিবী হইতে নিজ রাজ্যে শত্রু দোহন করিলেন। এইরূপে পৃথু স্বয়ং দোদ্ধা হইয়া এবং চাক্ষুষ মনুকে বৎস করিয়া ভূমিরূপ পাত্রে শত্রুরূপ হৃদ্ধ দোহন করেন। সেই অন্ন দ্বারা ভূতলবাসী প্রজাগণ স্ব স্ব জীবিকাবৃত্তি নির্বাহ করিতে লাগিল। অনন্তর ঋষিগণের স্তবে পৃথিবী পুনর্কীর হৃদ্ধ প্রদান করিলেন, তাহাতে বৃহস্পতি দোদ্ধা, চন্দ্র বৎস ও গায়ত্রাদি বেদ পাত্রে এবং নিত্য তপোরূপ ব্রহ্ম হৃদ্ধরূপ করেন। অনন্তর ইন্দ্রাদি দেবগণ পৃথিবীর ভক্তি করিয়া পুনরায় দোহন করিলেন। তাহাতে সুবর্ণনির্মিত পাত্রে অমৃতরূপ হৃদ্ধ দোহন করা হয়, সেই হৃদ্ধ দিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ প্রাণধারণ করিতে লাগিলেন। ১৬৮—১৮০। তৎপরে নাগগণ ভব করিলে পৃথিবী বিষরূপ হৃদ্ধ প্রদান করেন,

তেষাং বাহুকির্দোক্ষা কাক্রবেয়া মহোজসঃ ॥ ১৮১
নাগানং বৈ বিজ্ঞপ্তোঃ সর্পাণ্যৈকৈব সর্কশঃ ।
ভেনৈব বর্জয়ন্ত্যাগ্রা মহাকায় মহোদধাঃ ।
ওদাহারান্তন্যচারাশ্চ বোধাস্ত তদাপ্রায়াঃ ॥ ১৮২
আমপাত্রে পুনর্হৃদ্ধা ত্তন্তর্দানমিযং মহী ।
বৎসং বৈশ্রবণং কৃত্বা যটকঃ পুণ্যজনেস্তথা ॥ ১৮৩
দোক্ষা চ জতুনাভস্ত পিতা মণিবরস্ত সঃ ।
যক্ষাস্তজো মহাতেজা বলী স শুমহাবলঃ ।
ভেন তে বর্জয়ন্তীতি পরমর্ষিরূবাচ হ ॥ ১৮৪
রাক্ষসৈশ্চ পিশাচৈশ্চ পুনর্হৃদ্ধা বহুক্ষরা ।
ব্রহ্মোপেতস্ত দোক্ষা বৈ ভেষ্যামাসীৎ কুবেরকঃ ।
রক্ষঃ শুমালী বলবান্ কীরং রুধিরমেব চ ।
কপালপাত্রে নিহৃদ্ধা অন্তর্দানক রাক্ষসৈঃ ।
ভেন কীরেণ রক্ষাংসি বর্জয়ন্ত্যহি সর্কশঃ ॥ ১৮৬
পদ্মপাত্রে পুনর্হৃদ্ধা গন্ধর্কৈরম্পরোপৈঃ ।
বৎসকিত্রয়ং কৃত্বা শুচীন গন্ধাংস্তথৈব চ ॥ ১৮৭
তেষাং বিধাবন্তুস্মাদীন্দোক্ষা পুত্রো মুনো ভূতিঃ

তাহাতে বাহুকি দোক্ষা হইলেন । বজ্রপুত্রগণ
সেই হৃদ্ধে মহাতেজঃসম্পন্ন হয় । নাগ ও সর্প-
গণ ওদ্বারা জীবন ধারণ করে এবং ওদ্বারাই
তাহারা মহাকায়, অতি উগ্র ও অতি দর্পিত
হইয়াছে । হে ঋষিগণ ! উহাই তাহাদের
আহার, উহাই আচার, উহাই বোধ এবং উহাই
তাহাদিগের আশ্রয় বলিয়া জানিবেন । পরম
ঋষিগণ কহিয়া থাকেন, যক্ষগণ পুনর্কার আম-
পাত্রে অন্তর্দান দোহন করেন । তাহাতে মণি-
বরের পিতা যক্ষাস্তজ মহাতেজা, বলী ও মহাবল
জতুনাভ দোক্ষা ও বৈশ্রবণ বৎস হইলেন । যক্ষ
নাগ ঐ অন্তর্দান দ্বারাই জীবিকা নির্বাহ করে ।
তৎপরে রাক্ষস ও পিশাচগণ বহুধা দোহন
করে । পিশাচগণের দোহনে ব্রহ্মোপেত দোক্ষা
ও কুবেরক বৎস এবং রুধির কীর হয় । রাক্ষস-
দিগের দোহনে শুমালী দোক্ষা হইয়া কপাল-
পাত্রে অন্তর্দান দোহন করে, তাহা দ্বারা রাক্ষস-
গণের জীবিকা নির্বাহ হয় । গন্ধর্ক ও অম্পরো-
প পুনর্কার চিত্ররথকে বৎস করিয়া পদ্মপাত্রে
ভূচিস্র দোহন করে । তাহাদের মধ্যে মূনির

গন্ধর্করাজোহতিবলো মহাস্তা হৃদ্যসম্মিতঃ ॥ ১৮৮
শৈলৈশ্চ স্তুষতে হৃদ্ধা পুনর্দোষী বহুক্ষরা ।
তদ্রোষণী মূর্তিমতা রহানি বিবিধানি চ ॥ ১৮৯
বৎসস্ত হিমবাংস্তেবাং মেকর্দোক্ষা মহাগ্রিহিঃ ।
পাত্রেস্ত শৈলমেবাসীতেন শৈলঃ প্রাতিষ্ঠিতঃ ॥ ১৯০
স্তুষতে বৃক্ষবীকৃন্তিঃ পুনর্হৃদ্ধা বহুক্ষরা ।
পলাশপাত্রেমানয় হৃদ্যং ছিন্ন প্ররোহণম্ ॥ ১৯১
কামধুকু পুষ্পিতঃ শৈলঃ প্রক্ষা বৎসো যশস্বিনী ।
সর্ককামহৃদ্যা দোক্ষী পৃথিবী ভূতভাবিনী ॥ ১৯২
সৈবা ধাত্রী বিধাত্রী চ ধারিণী চ বহুক্ষরা ।
হৃদ্ধা হিতার্থং লোকানাং পৃথুনা ইতি নঃ শ্রুতম্ ।
চরাচরস্ত লোকস্ত প্রাতিষ্ঠাযানিরেব চ ॥ ১৯৩
ইতি ব্রহ্মাণ্ডে মহাপুরাণে অনুষঙ্গপাণ্ডেঃ

ষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬৮ ॥

পুত্র পবিত্রচেতা, হৃদ্যসম্মিত মহাবল মহাস্তা
গন্ধর্করাজ বিদ্যাবন্ত দোক্ষা হইলেন । অতঃপর
শৈলগণ বহুধা দেবীর স্তব করিয়া দোহন করে,
তাহাতে মহাগ্রিহি মেক দোক্ষা ও হিমবান্
বৎস হয় । উহার শৈলরূপ পাত্রে মূর্তিমতা
ওষধী ও বিবিধ রত্ন সকল কীররূপে দোহন
করিয়াছিল, তাহাতেই শৈল সর্বল প্রাতিষ্ঠিত
হয় । অনন্তর বৃক্ষলতাগণ, স্তব করিয়া
পলাশপাত্রে ছিন্ন প্ররোহণ দোহন করে,
তাহাতে পুষ্পিতশাল দোক্ষা ও প্রক বৎস হয় ।
এইরূপে সেই ভূতভাবিনী পৃথিবী, কামহৃদ্যা
ধেমু হইয়া লোক সকল পালন করেন । সেই
বহুক্ষরই ধাত্রী ও বিধাত্রী হইয়া সর্কলোক
ধারণ করিতেছেন, মহারাজ পৃথু লোকহিতার্থ
এইরূপে চরাচর, লোকের উৎপত্তিবিধারিনী
ও জীবিকারূপপ্রদায়িনী পৃথিবীকে দোহন
করেন । ইহা আমরা শুক্লপরাংগার তদি-
য়াছি । ১৮১—১৯৩ ।

অষ্টবষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৬৮ ।

একোনসপ্ততিতমোঃ অধ্যায়ঃ ।

স্বত উবাচ ।

আদিনিয়ম সমুদ্রান্তা মেদিনীতি পরিষ্কৃতা ।
বহু ধারয়তে বসাদ্ভবস্থা তেন চোচ্যতে ॥ ১
মধুকৈটভয়োঃ পূৰ্ণং মেদসা সম্পরিপ্লবত ।
ইয়কাসৌ সমুদ্রান্তা মেদিনীতি পরিষ্কৃতা ॥ ২
ততোহভ্রাপগমাদ্রাজঃ পৃথোকৈব্যস্ত ধীমতঃ ।
দুহিতৃতমনুপ্রাপ্তা পৃথিবীত্যাচ্যতে ততঃ ॥ ৩
প্রথিতা প্রবিত্ততা চ শোভিতা চ বহুক্ষরা ।
শস্ত্রাকরবতী রাজ্ঞা পশুনাকরমগিনী ।
চাতুৰ্কণ্যসমাকীর্ণা রক্ষিতা তেন ধীমতা ॥ ৪
এবংপ্রভাবো রাজাসৌ বৈধ্যঃ স নৃপসম্বলম্ ।
নমস্তশ্চৈব পূজ্যশ্চ ভূতগ্রামেণ সৰ্কশঃ ॥ ৫
ব্রাহ্মণৈশ্চ মহাতাগৈর্কেদবেদাদ্রপারগৈঃ ।
পৃথুরেব নমস্কার্যো ব্রহ্মযানিঃ সনাতনঃ ॥ ৬
পার্শ্ববৈশ্চ মহাতাগৈঃ প্রার্থয়ন্তির্মহদ্বশঃ ।

উনসপ্ততিতম অধ্যায় ।

স্বত কহিলেন, এই পৃথিবী মেদিনী নামে বিখ্যাত হইয়া সাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। ইনি বহু ধারণ করেন বলিয়া ইহার নাম হইয়াছে বহুধা। পূর্বে মধু-কৈটভ দৈত্যের মেদে ব্যাপ্ত ছিল বলিয়া মেদিনী নাম হয়। পরে মেদিনী যখন ধীমান্, বেণপুত্র মহারাজ পৃথুর হস্তগত করেন, তখন তাঁহার দুহিতৃতম প্রাপ্ত হইলে ‘পৃথিবী’ নামে বিখ্যাত হয়। সেই ধীমান্ পৃথু এইরূপে বহুক্ষরার বিস্তারবর্জনপূর্ব্বক বিভাগ ও শোভা সম্পাদন করিয়া শস্ত্র উৎপাদনান্তে তাহাতে গ্রাম ও নগরাদি স্থাপন করিলেন, তৎপরে চতুর্বর্ণ প্রজাপারপূর্ব পৃথিবীর রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাত্মনঃ নৃপ-সম্বল পৃথু এইরূপ প্রভাবশালী থাকিয়া সমস্ত জীবজগৎ পূজ্য ও সমস্ত হইয়াছিলেন। বেদবেদান্তপারদর্শী মহাত্মা ব্রাহ্মণগণের ব্রহ্ম-যোনি সনাতন পৃথুকে নমস্কার করা বিধেয়। যাহারা বহু ধনঃ চাহেন, সেই মহাত্মা

আদিরাজো নমস্কার্যঃ পৃথোকৈব্যঃ প্রতাপবান্ ॥ ৭
যৌথৈবরপি চ সংগ্রামে প্রার্থয়ন্তির্মজ্জরং যুধি ।
আদিকর্তা নরাণাং বৈ নমস্তঃ পৃথুরেব হি ॥ ৮
যো হি যোদ্ধা রণং যাতি কৌন্তরিত্বা পৃথুং নৃপম্ ।
স যৌথৈবরপি চ রাজধিকৈশ্চরুভিসমাস্থিতৈঃ ।
পৃথুরেব নমস্কার্যো বৃহিদাতা মহাবশাঃ ॥ ১০
এতে বৎসবিশেষাশ্চ দোদ্ধারঃ কীরমেব চ ।
পাত্ৰাণি চ ময়োক্তানি সৰ্ব্বাণ্যেব যথাক্রমম্ ॥ ১১
ব্রহ্মণা প্রথমং দুহ্মা পুরা পৃথী মহাস্তনা ।
বহুং কৃত্বা তু তৎ বৎসং বাজানি পৃথিবীতলে ॥
ততঃ স্বায়ত্ত্ববে পূৰ্ণতলা মনন্তরে পুনঃ ।
বৎসং স্বায়ত্ত্ববং কৃত্বা দুহ্মা বৈণ্যেন বৈ মহী ॥ ১৩
মনো স্বারোচিষে দুহ্মা মহী চৈত্রেণ ধীমতা ।
মনুং স্বারোচিষং কৃত্বা বৎসং শস্ত্রানি বৈ পুরা ॥
উত্তমেন্নমন্ত্যেনাপি দুহ্মা দেবভূজেন তু ।

নরপতিগণের ও আদিরাজ প্রতাপবান্ পৃথুকে নমস্কার করা কর্তব্য। যাহারা সংগ্রামে জয় অভিলাষ করে, সেই যৌথগণেরও আদিকর্তা নরপতি পৃথুকে নমস্কার করা কর্তব্য। যে যোদ্ধা পৃথু নৃপতির নাম উচ্চারণ করিয়া রণে গমন করে, সে যৌথগণের সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া কুশলী ও কৌন্তমান্ হইয়া থাকে। যাহারা বণিগৃহীতি গ্রহণ করে, সেই বৈশ্যগণেরও বৃহিদাতা মহাবশা পৃথুকে নমস্কার করা কর্তব্য। ১—১০। হে ঋষিগণ! এই আমি বৎস গণ, দোদ্ধাগণ, পাত্ৰসকল ও বিশেষ বিশেষ কীরের কথা যথাক্রমে কৌন্তন করিলাম। পুরা-কালে মহাত্মা ব্রহ্মা প্রথমে বায়ুকে বৎস করিয়া গোরূপধারিণী পৃথিবী হইতে বহুধাতলে বীজরূপে দুহ্ম দোহন করেন। তৎপরে স্বায়ত্ত্বব মনন্তরে যীজ স্বায়ত্ত্বব মনুকে বৎস কল্পনা করিয়া পৃথিবী দোহন করেন। পরে স্বারোচিষ-মনন্তরে ধীমান্ চৈত্র স্বারোচিষ মনুকে বৎস করিয়া শস্ত্ররূপে দুহ্ম দোহন করেন। অতঃপর উত্তমমনন্তরে ধীমান্ মহাত্মা দেবভূজ উত্তম-মনুকে বৎস কল্পনাকরত সর্পশস্ত্ররূপে দুহ্ম দোহন

মমুং কৃতোত্তমং বৎসং সর্কশ্চানি ধৌমতা ॥১৫
 পুনশ্চ পকমে পৃথী তামসস্তান্তরে মনোঃ ।
 তুঙ্গের তামসং বৎসং কৃত্বা তু বলবদ্ধবা ॥ ১৬
 চারিকবস্ত দেবস্ত সম্প্রাপ্তে চান্তরে মনোঃ ।
 হুঙ্কা মহী পুরাণেন বৎসং চারিকবৎ প্রতি ॥ ১৭
 চান্দুবেহপি চ সম্প্রাপ্তে তদা মনস্তরে পুনঃ ।
 হুঙ্কা মহী পুরাণেন বৎসং কৃত্বা তু চান্দুযম্ ॥১৮
 চান্দুযস্তান্তরেহতীতে প্রাপ্তে বৈবস্বতে পুনঃ ।
 বৈবোনেনগ্রং মহী হুঙ্কা বধা তে কীর্ত্তিতং যয়া ॥
 এতৈহুঙ্কা পুরা পৃথী ব্যতীতেষস্তরেযু বৈ ।
 দেবাদিভির্মুহুর্ঘোশ্চ তথা ভূতাদিভিঃচ বা ॥ ২০
 এবং সর্কেষু বিজ্ঞেয়া হাতীতানাগভেদ্বিহ ।
 দেবা মনস্তরেষস্ত পৃথোক্ত শূন্য প্রজাঃ ॥ ২১
 পৃথোল্ল পুত্রো বিক্রান্তো প্রজ্ঞাতেহস্তর্কিপালিনো
 শিখণ্ডিতাং হবির্দানমস্তর্কানাদ্যজায়ত ॥ ২২
 হবির্দানাত্ যড়গ্নেয়ী ধিষাজনয়ং সুতান্ ।
 প্রাচীনবর্হিভগবান্ মহানাসীং প্রজাপতিঃ ॥ ২৩
 বলশ্রুতপোবীর্ঘোঃ পৃথিব্যামেকরাডনো ।

করেন। পরে তামস মনস্তরে বলবদ্ধ তামস
 মমুকে বৎস করিয়া করিয়া বহুধা দোহন
 করেন। ইহার পর চারিকব দেবের মনস্তরে
 পুরাণ চারিকবকে বৎস করিয়া মহী দোহন
 করিয়াছিলেন। তদনন্তর চান্দুয মনস্তর উপ-
 স্থিত হইলে পুরাণ চান্দুযকে বৎস করিয়া
 ধরণীষেহু দোহন করেন। পরে বৈবস্বত মনস্তর
 উপস্থিত হইলে বেবপুত্র পৃথুরাজ পূর্ককবিত
 রূপে পৃথিবীকে দোহন করেন। অতীত মনস্তর-
 সমূহ পূর্কোন্নিধিত দেবমমুয্যাদি সকলে
 পৃথিবী দোহন করিয়াছিলেন। ১১—২০ ।
 অতীত ও ভবিষ্যৎ মনস্তরসমূহও এইরূপ
 ক্রমে জানিবেন। এই সকল মনস্তরে উঁহারাই
 দেবতা ছিলেন। অগুনী মহারাজ পৃথুর বংশ
 বিবরণ শ্রবণ করুন। পৃথুর অন্তর্কি ও পালী
 নামে দুই মহাবলপরাক্রান্ত পুত্র হয়। শিখণ্ডি-
 নীর গর্ভে অন্তর্কিনের হবির্দান নামে এক পুত্র
 জন্মিয়াছিল। হবির্দান হইতে অগ্নিকন্তা বিষয়া
 প্রাচীনবর্হিঃ শুক্র, ঋত, কৃষ, ব্রজ ও অজিন

প্রাচীনাগ্নাঃ কুশান্তস্ত তন্মাত্ প্রাচীনবর্হিসৌ ।

সমুদ্রতনয়ান্ধ কৃতদারঃ স বৈ প্রভুঃ ॥ ২৪
 মহত্তমসঃ পারে সর্বগায়ং প্রজাপতেঃ ।
 সর্বধিক্ত সামুদ্রো দশ প্রাচীনবর্হিষঃ ॥ ২৫
 সর্কেষ প্রচেতসাং নাম ধনুর্কেন্দ্রস্ত পারগাঃ ।
 অপৃথগ্ধর্ম্মচরণান্তেহতপ্যন্ত মহন্তপাঃ ।
 দশ বর্ধসহস্রাণি সমুদ্রসলিলেশয়াঃ ॥ ২৬
 তপশ্চরণং পৃথিবীং প্রচেতঃ হ মহীক্কাহাঃ ।
 অরক্যামাণ্যাবক্রকর্ষভূবাং প্রজাকরঃ ॥ ২৭
 প্রত্যাহতে তদা তন্মিন্ চান্দুযস্তান্তরে মনোঃ ।
 নাশক্ বন্যাক্রতো বাতুং বুতং ধমভদ্রক্কেমৈঃ ।
 দশ বর্ধসহস্রাণি ন শেফুশ্চেষ্টিতুং প্রজাঃ ॥ ২৮
 তদুপশ্রুত্যা তপসা সর্কেষ যুক্তাঃ প্রচেতসঃ ।
 মুখেভ্যো বায়ুময়িক্ সস্তুজুর্জ্ঞাতমন্যবঃ ॥ ২৯
 উন্মূলানধ তান্ বুদ্ধান্ কৃত্বা বায়ুরশৌষণঃ ।
 তানগ্নিরদহদ্বোর এবমাসীদুক্রমকরঃ ॥ ৩০
 ক্রমকরমথো বুদ্ধা কিকিচ্ছেবেষু শাষিষু ।

নামে ছয়টি পুত্র প্রসব করেন। বল, ক্ষতি ও
 তপোবীর্ঘ্যে ভগবান্ প্রাচীনবর্হিঃ পৃথিবীতে
 একচ্ছত্র রাজচক্রবর্তী ছিলেন। তিনি প্রাচীনাগ্ন
 কুশ সকল আহরণ করিতেন, এই নিমিত্ত
 তাঁহার নাম হয়—প্রাচীনবর্হিঃ। তিনি
 জলধিতনয়ার পানিগ্রহণ করেন। তৎপরে
 মহৎ তপঃ অতীত হইলে পদ্য তাহার সর্বগা-
 ন্যো সামুদ্রো, প্রজাপতি প্রাচীন বর্হিষের ঔরসে
 দশটি সন্তান প্রসব করেন। তাঁহারা সকলে
 প্রচেতা নামে বিখ্যাত হয়েন। ক্রমে সকলেই
 ধনুর্কিন্যায় বিশেষ পারদর্শী হইলেন। দশ
 জনেই অভিন্ন ভাবে ধর্ম্মাচারণ করিতেন,
 তদনুসারে তাঁহারা সাগরের সলিলमध्ये
 অবস্থান করিয়া সূর্যহৎ তপস্তার অনুষ্ঠান
 করেন। প্রচেতাগণ এইরূপে তপশ্চরণ
 করিতে লাগিলে পৃথিবীর আর রক্ষাকর্ত্তা
 রহিল না, তাহাতে মহীক্কাহগণ অতিশয় বৃদ্ধি
 পাইয়া পৃথিবীকে আরুত করিয়া ফেলিল, সেই
 জন্ত প্রজা সকল ক্রয় পাইতে লাগিল। সেই
 চান্দুয মনস্তরের সময় পৃথিবী বুদ্ধসমূহে
 সমারুত হইলে বায়ু বহিতে পারিল না, তাহাতে

উপগম্যত্রবীদেতান্ রাজা সোমঃ প্রচেতসঃ । ৩১
 দৃষ্টপ্রয়োজনং সর্বং লোকসন্তানকারণং ।
 কোপস্ত্যজত রাজানঃ সর্কে প্রাচীনবহিঃ । ৩২
 বৃক্ষশূভা কৃত্য পৃথী শাম্যোতামগ্নিমাক্রুতৌ ।
 রত্নভূতা তু কস্তেজঃ বৃক্ষায়াং বরবর্ণিনী । ৩৩
 ভবিষ্যজ্ঞানতা হেবা বুধা গর্কেণ বৈ ময়া ।
 মারিষা নাম নারৈষা বৃক্কৈরেবং বিনিশ্চিতা ।
 ভাৰ্ঘ্য ভব ভুবো হেবা মম গর্ভবিবন্ধিতা । ৩৪
 যুগ্মাকং তেজসোহর্জেন মম চার্জেন তেজসঃ ।
 অস্ত্রামুংপংস্ততে বিধান্ দক্ষো নাম প্রজাপতিঃ ।
 স ইমান্ দম্বভূয়িষ্ঠান্ যুগ্মস্তেজোময়েন বৈ ।
 অগ্নিনাগ্নিসমো ভূয়ঃ প্রজাঃ সংবন্ধস্থিযাসি । ৩৫

প্রজা সকল বৃষ্টির নিমিত্ত সশ সহস্র বৎসর
 চেষ্টা করিতে সমর্থ হইল না। উপস্তার
 অনুষ্ঠানে নিরত সেই প্রচেতাগণ তৎপ্রবণে
 মনে মনে কুপিত হইয়া মুখ হইতে বায়ু ও
 অগ্নি সৃষ্টি করিলেন। সেই বায়ু সেই
 বৃক্ষরাজি উন্মূলিত করিয়া শুষ্ক করিলে সেই
 ভীষণ অগ্নি ঐ মহীকুহ সকল নিঃশেষে দগ্ধ
 করিয়া ফেলিল। তাহাতে সমস্ত বৃক্ষই বিনষ্ট
 হইয়া কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট রহিল, তখন দেবশ্রেষ্ঠ
 সোম প্রচেতাগণের নিকট গিয়া বলিতে
 লাগিলেন,—দেখুন, লোকবিত্তারার্থ এই বৃক্ষ
 সকলের প্রয়োজন রহিয়াছে, অতএব আপনারা
 কোপ পরিহার করুন। পৃথিবী বৃক্ষবিহীন
 হইয়াছে। এখন এই পবন ও অনল প্রশমিত
 হউক, তাহাতে পৃথিবীতে পুনরায় বৃক্ষ জন্মিতে
 পারিবে। এই রত্নভূতা বরবর্ণিনী নারী
 বৃক্ষদিগের কন্যা, আমি ভবিষ্যদ্বিষয় জানিয়া
 স্বীয় কিরণজাল ইহাকে বন্ধিত করিয়াছি।
 বৃক্ষগণ ইহাকে সৃষ্টি করিয়াছে, ইহার নাম
 মারিষা। মদীয় কিরণ-বন্ধিতা কামিনী মাধো
 আপনাদিগের ভাৰ্ঘ্য হউক। আপনাদিগের
 ও আমার তেজের অর্ধভাগ দ্বারা ইহার
 গর্ভে দক্ষ নামে প্রজাপতির উৎপত্তি
 হইবে। ২১—৩৫। আপনাদিগের তেজো-
 বা বহিতে সেই অগ্নিপ্রতিম প্রজা-

ততঃ সোমস্ত বচনাক্রূহস্তাং প্রচেতসঃ ।
 সংহৃত্য কোপং বৃক্ষেভ্যো পত্নীং ধর্ম্মেণ মারিষাম্
 মারিষায়াং ততস্তে বৈ মনসা গর্ভমাদধুঃ ।
 দশভ্যস্ত প্রচেতোভ্যো মারিষায়াং প্রজাপতিঃ ।
 দক্ষো বজ্রং মহাতেজাঃ সোমস্তাংশেন বীৰ্য্যবান্ ।
 অস্বজমনসা হেবং প্রজা দক্ষো ন মৈথুনং । ৩১
 অচরাং চ চরাং চৈব বিপদোহথ চতুষ্পদান্ ।
 বিস্রজ্য মনসা দক্ষঃ পশ্চাৎসজত স্ত্রিয়ঃ । ৩২
 দনৌ স দশ ধর্ম্মায় কস্তপায় ত্রয়োদশ ।
 কালস্ত নয়নে যুক্তা সপ্তবিংশতিমিন্দবে । ৩৩
 এভ্যো দত্তা ততোহহা বৈ চতস্ত্রাহরিষ্টনেমিনে ।
 ধৌ চৈব বাহুপুত্রায় ধৌ চৈবাক্রিরসে তথা ।
 কন্যামেকাং কৃশাখায় তেভ্যোহপত্যং নিবোধত ।
 অন্তরং চানুঘস্তাত্ মনোঃ বষ্টন্ত হীরতে ।
 মনোর্বৈবস্বতস্তাপি সপ্তমস্ত প্রজাপতেঃ । ৩৪

পতি এই অতি দম্ব বৃক্ষদিগের বর্ধন-
 পূর্বক অধিকতর প্রজা বৃদ্ধি করিবেন
 সন্দেহ নাই। সোমের সেই কথা শুনিয়া
 প্রচেতাগণ বৃক্ষগণের প্রতি কোপপরিহার করত
 ধর্ম্মানুসারে মারিষাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিলেন।
 পরে তাঁহারা মনে মনে মারিষার গর্ভাধান
 করিলেন। তাহাতে দশজন প্রচেতা হইতে
 মারিষার গর্ভে সোমের আংশে মহাতেজা বীৰ্য্য-
 বান্ প্রজাপতি দক্ষ জন্মিলেন। এই প্রকারে
 বনা মৈথুনে দক্ষ মানসী প্রজা সৃষ্টি করিয়া
 পরে অচর, চর, বিপদ ও চতুষ্পদ সকলের
 সৃষ্টি করিলেন। অন্তর আবার মাদস দ্বারা
 স্ত্রী সকলের সৃষ্টি করিলেন। ঐ কন্যা সকলের
 মধ্যে ধর্ম্মকে দশটী, কস্তপকে ত্রয়োদশটী এবং
 কালনিয়মকে নিযুক্তা নবত্রাশিকার সপ্ত-
 বিংশতিটী কন্যা চন্দ্রকে প্রদান করিলেন।
 এতদ্ব্যতীত অস্ত্র চারিটী অরিষ্টনেমিকে, হুইটী
 বাহুপুত্রকে, একটী আশ্রিতকে এবং একটী
 কৃশাখকে দান করিলেন। তাঁহাদিগের হইতে
 যে সকল প্রজা জন্মিয়াছে, তাহা প্রবণ করুন।
 এই সময়ে চানুঘ মহুর বষ্ট মনস্তরের অবসান
 হইলে, প্রজাপতি বৈবস্বত মহুর সপ্তম মনস্তর

তাহু দেবাঃ ঋগা গবো নান্য নিতিজ্ঞানবাঃ ।
গন্ধর্ষাপ্রসরসৈশ্চ বজ্রিরেহত্যাশ্চ সাতয়ঃ ॥ ৪৪
ততঃ প্রভৃতি লোকেহ স্মিন প্রজ মৈথুনসন্তবাঃ ।
সম্ভজাদর্শনাং স্পর্শাং পূর্কেষাং স্থিতিরুচ্যতে ॥

ঋষয় উচুঃ ।

দেবানাং দানবানাঞ্চ দেববীণাঞ্চ তে শুভঃ ।
সন্তবঃ কথিতঃ পূর্কঃ দক্ষশ্চ চ মহাত্মনঃ ॥ ৪৬
প্রাণাং প্রজাপতের্জন্ম দক্ষস্য কপিতং তুয়া ।
কথং প্রাচেতসত্বক পুনর্লভে মহাতপাঃ ॥ ৪৭
এতন্নঃ সংশয়ং সূত ব্যাখ্যাতুং তুমিহা হি সি ।
স দৌহিত্যশ্চ সোমস্য কথং ঋতুরতাং গতঃ ॥ ৪৮
সূত উবাচ ।

উৎপত্তিশ্চ নিরোধশ্চ নিত্যং ভূতেষু সন্তমাঃ ।
ঋষয়োহত্র ন মুহন্তি বিদ্যাবস্তশ্চ যে নরাঃ ॥ ৪৯
যুগে যুগ ভবন্তোতে সর্কে দক্ষাদ্রয়ো বিজ্ঞাঃ ।
পুনশ্চৈব নিরুধ্যন্তে বিবাংস্তত্র ন মুহতি ॥ ৫০
জ্যেষ্ঠং কানিষ্ঠ্যমপ্যেবাংপূর্কং নাসৌদৃহিঃ প্রাস্তমাঃ

উপস্থিত হয়। তাহাতে দেবতা, পক্ষী, পো, নাগ, দৈত্য, দানব, অসুরা, গন্ধর্ষ ও অশ্রুত বহুতর জাতি জয়গ্রহণ করে। সেই অবধি এই লোকে প্রজাগণ মৈথুন হইতে জন্মিতেছে, তাহার পূর্ক সংকল্প, দর্শন ও স্পর্শনে প্রজা স্থিতি হইত। ঋষিগণ বলিলেন, আপনি দেব, দানব ও দেববিদগের এবং মহাত্মা দক্ষের উৎপত্তি-বার্তা কীর্তন করিলেন। আপনি বসিয়াছেন বে, প্রাণ হইতে প্রজাপতি দক্ষের উৎপত্তি হইয়াছে; তবে কিরূপে সেই মহাতপাঃ পুনরায় প্রাচেতসত্ব লাভ করিলেন। হে সূত! সেই দক্ষ সোমের দৌহিত্য হইয়া কিরূপে আবার ঋতুর হইলেন, ইহাতে আমাদের সংশয় উপস্থিত হইল? আপনি ইহার কারণ কীর্তন করিয়া আমাদের সন্দেহ দূর করুন। সূত বলিলেন, হে মুনিবরগণ! ভূতগণের উৎপত্তি ও লয় নিয়তই হয়, তাহাতে ঋষিগণ বিমোহিত হইলেন না। হে বিজ্ঞগণ! যুগে যুগে এই দক্ষাদি সকলেই জন্মিয়া পুনরায় লয় পাইয়া থাকে, তাহাতে বিদান ব্যক্তি

তপ এবং গরীরোহভুং প্রভাবশ্চৈব কারণম্ ॥ ৫০
ইমাং বিস্থতিং যো বেদ চানুযজ চরাচরম্ ।
প্রজানাম্যক্ষুভৌর্গঃ স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ ৫২
এব সর্গঃ সমাখ্যাতচানুযজ সমাসতঃ ।
ইত্যেতে বড়বিসর্গা হি ক্রান্তা মনস্তরাস্রবঃ ।
স্বাঃতুবাণ্যাঃ সংক্ষেপাচ্চানুযাতা যথাক্রমম্ ॥ ৫৩
এতে সর্গা যথাপ্রজ্ঞং প্রোক্তা বৈ বিজ্ঞসন্তমাঃ ।
বৈবস্বতনির্গমেণ তেষাং জ্যেষ্ঠস্ত বিস্তরঃ ॥ ৫৪
অনন্তা নাতিরিক্তাশ্চ সর্কে সর্গা বিবস্বতঃ ।
আরোগ্যায়ুঃপ্রমাপ্নেয় ধর্ম্মতঃ কামতোহর্থতঃ ।
এতানৈব শুশ্রামেতি যঃ পঠ্যতানস্বকঃ ॥ ৫৫
সমাপ্যাপ্য শুভং যোরং স স্বর্গে তু মহীয়তে ।
বৈবস্বতশ্চ বক্ষ্যামি সাপ্রোক্ত মহাত্মনঃ ।
সমাসাদ্য্যামতঃ সর্গাং ক্রবতো মে নিবোধত ॥
ইতি ব্রহ্মাণ্ডে মহাপুরাণে পৃথুবংশকীর্তনং
নামেকোনসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ । ৬১।

মোহিত হইলেন না। ৩৬—৫০। হে বিজ্ঞ-প্রোক্তগণ! পূর্ক একের জ্যেষ্ঠ ও অন্যের কনিষ্ঠ্য একরূপ বিচার ছিল না, তপতাই গরীয়সী এবং প্রভাবই এই বিষয়ে কারণ বলিয়া কথিত। যে মানব চানুয মনুর এই চরাচর স্থিতি জানিতে পারে, সে সমস্ত প্রজার অপেক্ষা অধিক পরামাযু লাভ করত মরণান্তে স্বর্গলোক লাভ করিয়া থাকে। এই আমি চানুয মনুর স্থিতি সংক্ষেপে বলিলাম, এইরূপ, স্বাঃতুবাণি চানুয পণ্ডিত ছয় মনস্তর স্থিতি চলিয়া গিয়াছে। হে বিজ্ঞসন্তমগণ! এই সর্গ সকল আমি যথারীতি কীর্তন করিলাম। বৈবস্বত স্থিতিতে এই সকলের বিস্তারিত বিবরণ জানিবেন। বিবস্বতের স্থিতিগুলি অনন্ত বা অতিরিক্ত কিছুই নয়, যে জন অস্থায়িভাবী হইয়া এই সকল পাঠ করে, সে ধর্ম্ম, অর্থ, আরোগ্য ও আয়ুঃ প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত পাপ নিরসনপূর্বক স্বর্গে গমন করে। আমি অধুনা সংক্ষেপে ও বিস্তার-ক্রমে মহাত্মা সাপ্রোক্ত মনুর স্থিতির কথা কহিতেছি, শ্রবণ করুন। ৫১—৫৬।

উনসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬১।

সপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

স্বত উবাচ ।

দক্ষ কস্তা ব্রহ্মিষ্ঠা সতী নাম্নী তু হুত্রতা ।
 ১. কস্তাবিশিষ্টাভ্যাং সজ্যোষ্ঠাং বৈরিনীহুতাম্ ।
 তাং কনাতিং পিতাদায় জগাম ব্রহ্মণোহস্তিকম্ ।
 বৈরাজস্তুমুপাস্তত্যং ধর্ম্মেণ চ ভবেন চ ॥ ২
 ভবধর্ম্মসমীপস্থং দক্ষঃ কন্যা চ নন্দিনী ।
 বন্দিত্বা তু স্থিতৌ তত্র পিতাপুত্রৈরিরীক্ষ্য সং ॥ ৩
 ভবধর্ম্মসমীপস্থে দক্ষং ব্রহ্মা স্তভাষত ।
 দক্ষকস্তা তবেয়ন্ত জনহিয়াতি সুত্রতা ॥ ৪
 চতোরো বৈ মনু পুত্রান্ চাতুর্বার্যাকরান্ প্রভূন ।
 ব্রহ্মণো বচনং শ্রুত্বা দক্ষধর্ম্মভবাদয়ঃ ॥ ৫
 তাং কস্তাং মনসা জজ্ঞ স্রগস্তে ব্রহ্মণা সহ ।
 ততো গতা হি মনসা ঈশ্বর্য্যো পুত্রলিপ্সয়া ॥ ৬
 দক্ষেণ ব্রহ্মণা চৈব ধর্ম্মেণ চ ভবেন চ ।
 তেষামুৎপাদিতা গর্ভাঃ সমঞ্জাতান্তদা তু বৈ ॥ ৭
 সত্যাব্দিধারিনাং তেষাং সম্যক্ কল্পে ব্যজায়ত ।
 সঙ্গুণা জজিরে তেষাং চত্বারস্ত কুমারকাঃ ॥ ৮

সপ্ততিতম অধ্যায় ।

স্বত কহিলেন, ব্রহ্মপরাযণা ব্রতধারিণী
 বৈরিনী-গর্ভসম্ভবা সতীনাম্নী দক্ষকন্যা সমস্ত
 কন্যা মধ্যে জ্যোষ্ঠা ও বিশিষ্টা । একদিন দক্ষ
 তাঁহাকে লইয়া বৈরাজ ব্রহ্মার নিকটে গিয়া
 দেখিলেন, ধর্ম্ম ও ভব ব্রহ্মার উপাসনা
 করিতেছেন । তখন দক্ষ ও তাঁহার নন্দিনী
 উভয়ে তাঁহার চরণ বন্দনা করিয়া অবস্থানান্তে
 তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন । ভব ও ধর্ম্মের
 সমীপস্থ ব্রহ্মা কহিলেন, হে দক্ষ । তোমার এই
 সুত্রতা কস্তা চতুর্বার্য্যকর প্রভাবসম্পন্ন চারি মনু-
 পুত্র প্রসব করিবে । ব্রহ্মার সেই কথা শুনিয়া
 দক্ষ, ধর্ম্ম, ভব এবং ব্রহ্মাও মনে মনে সেই
 কস্তাতে উপগত হইলেন । দক্ষ, ব্রহ্মা, ধর্ম্ম ও
 ভব এই প্রভাবশালী চারি ব্যক্তি পুত্রলাভার্থ
 তাহাতে উপগত হইলে, সেই কস্তার গর্ভসকার
 হয় । সেই সত্যাব্দিধারিণী চারিব্যক্তির সম্মুখে
 প্রাচীনরূপে চারিটা কুমার উৎকলিত হইল ।

সংসিদ্ধকরণাঃ সর্ক্সে সন্তৃতান্তে জিহ্বা বৃত্তাঃ ।
 উপভোগসমর্থেন্তে সদ্যোজাতাঃ শরীরকৈঃ ॥ ১
 তে দৃষ্টা তান্ জ্ঞান বুদ্ধা ব্রহ্মবাহারিণস্তদা ।
 সর্ব্বাংস্তান্ ব্যকর্ষন্ত সর্ক্সে মম ময়েত্যহ ॥ ১০
 অভিধানান্ময়োগপন্ন ক্রবন্তস্তে পরস্পরম্ ।
 যো যন্ত বপুষা তুল্যোহভবন্তস্য স্মৃতঃ স্মৃতঃ ॥ ১১
 ততঃ সর্ব্বো যো যন্ত রূপতো বর্ণতন্তথা ।
 তং সিস্থক্কুসৌ, ধর্ম্মং সর্ব্বো যন্ত যো ভবেৎ ॥
 এবংরূপং বিদুঃ পুত্রং সোহনুযাভ্য সর্ক্সদা ।
 যস্মাদাত্মা স্মৃতঃ পুত্রঃ পিতুর্মাতুশ্চ কীর্ত্তিতঃ ॥ ১৩
 যথাবশিষ্টমুৎপন্নো যৌ মনু স্মহোজসৌ ।
 রুচোঃ প্রজাপতেঃ পুত্রো রৌচ্যো নাম মনুঃ স্মৃতঃ
 ভূম্যামুৎপাদিতো যন্ত ভূম্যো নাম করেঃ স্মৃতঃ ।
 বৈবস্বতেহন্তরে জজ্ঞে যৌ মনু তু বিবস্বতঃ ॥ ১৫
 বৈবস্বতো মনুর্ধনুঃ সার্ব্বর্গ্যো যন্ত বিক্রতঃ ।
 সার্ব্বর্গ্যো মনবঃ পঞ্চ চত্বারস্ত মহাবিক্রাঃ ॥ ১৬
 একো বৈবস্বতস্তেষু সার্ব্বর্গ্যঃ সংজ্ঞায়োজিতঃ ।

গ্রহণ করিল । সকলেই স্বযাক্ত ইন্দ্রিয়সমবিত
 শ্রীমান্ উপভোগক্ষম ও শরীরী ; তাহারা
 জন্মিয়াই বেদ উচ্চারণে প্রবৃত্ত হইল । তখন
 তাঁহারা সেই তিন পুত্রকে দেখিয়া সকলেই
 ‘আমারই অভিধানে জন্মিয়াছে’, এই বলিয়া
 আকর্ষণ করিতে লাগিলেন । যে পুত্র যাহার
 দেহের অরূপ, সেই তাহার পুত্র হইল ।
 ১—১১ । তৎপরে রূপ ও বর্ণ অনুসারে যে
 যাহার সর্ব্ব, সে তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন
 বলিয়া নির্ণীত হইল । এইরূপে পুত্র সর্ক্সদাই
 উৎপাদকের অরূপ হইয়া থাকে, এই
 জন্ত পুত্র পিতা ও মাতার আত্মা বলিয়া কথিত ।
 অবশেষে স্মহন্তেজঃশালী হই মনু জন্মলাভ
 করেন । প্রজাপতি রুচির পুত্র রৌচ্য, যে
 ভূমিতে উৎপাদিত হন, তাহার নাম হইল
 ভূম্য, ইনি করির পুত্র । বৈবস্বত মনুতরে
 বিবস্বতের হই মনু জন্ম লাভ করে ।
 বৈবস্বত ও সার্ব্বর্গ্য ইহারা সার্ব্বর্গ্য মনু, এই
 মনু পাঁচজন ও মহাবিক্রাত মনু চারিজন ।
 তাঁহাদের মধ্যে সার্ব্বর্গ্য নামধেয় বিবান্ ও

জ্যোষ্ঠঃ সংজ্ঞানুতো বিধান্ মনুশৈব সূতঃ প্রভুঃ
বৈবস্বতেহুত্রে বক্ষ্যে ভ্যংপতিস্ত তয়োঃ শুভাম্
বিস্তরেণানুপূর্য্যা চ মনোর্কৈবস্বতস্ত হ ॥ ১৮
চতুর্দশৈতে মনবঃ ক র্ত্তিতাঃ কৌর্ষবর্দ্ধনাঃ ।
বেদস্মৃতিপুরাণে চ সর্কৈ তে প্রভাবিকবঃ ॥ ১৯
প্রষ্টারঃ সর্কবর্ণনাং প্রজ্ঞানাং পতন্তুবা ।
তৈরিগং পৃথিবী সর্কা সমুদ্রান্তা সপত্তনা ॥ ২০
পূর্ণং যুগসহস্রং বৈ পরিমাণ্যে চ বৎসরাঃ ।
চতুর্দশৈতে বিজ্ঞেয়াঃ সর্গাঃ স্বায়ত্ত্বাদয়ঃ ॥ ২১
প্রজাভিত্তপসা চৈব বিস্তরেমু চ বন্ধতে ।
অভ্যন্তরাধিকারেমু বর্ন্তেস্তবেহ সর্কতঃ ॥ ২২
বিনিবৃত্তাধিকারান্তে মহলোকসমাপ্রয়াঃ ।
বড়ীতান্ত তেৎ বৈ সপ্ত শিষ্টান্তরাপরে ॥ ২৩
পূর্কৈবাং সপ্তমংচারং শান্তি বৈবস্বতঃ প্রভুঃ ।
ষে শিষ্টান্তান্ প্রবক্ষ্যামি দেবান্ সপ্তবিমানবান্ ।
সহপূজানিসর্গেণ তেবাং জ্ঞেয়স্ত বিস্তরঃ ।
না পুত্ৰা নাতিরিক্তা চ সর্গা জ্ঞেয়াঃ পরম্পরম্ ॥

প্রভাশালী বৈবস্বত সংজ্ঞার জ্যোষ্ঠ পুত্র ও
মনু নামে সংজ্ঞার আর একটি পুত্র জন্মে।
বৈবস্বত মনুতরে তাঁহাদের মনোহর উৎপত্তি-
বার্তা সবিস্তর আনুপূরিক কীর্তন করিব।
বেদ, স্মৃতি ও পুরাণে কীর্ষিবর্দ্ধন প্রভাবসম্পন্ন
চতুর্দশ মনু উল্লিখিত হইয়াছেন। তাঁহারা
সকল বর্ণের সৃষ্টিকর্ত্তা ও প্রজাপতি। তাঁহা-
দের প্রজ্ঞানুহেই যুগসহস্র কাল যাবৎ সাগরাস্ত
নগরাদিসহ পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। এই
স্বায়ত্ত্ববাদি সর্গ চতুর্দশ বলিয়া বিজ্ঞেয়।
১২—২১। প্রজাপতিগণের তপস্তাদি সবি-
স্তরে বলিব। অভ্যন্তর অধিকারে সকলে
বিদ্যমান থাকেন। অধিকার নিরুত্তি পাইলে
তাঁহারা মহলোক আশ্রয় করেন। তাঁহাদের
সংখ্যা বড়ীততি ও অপর সকলে সপ্ত। বৈব-
স্বত মনু পূর্কতনদিনের সপ্তম। তিনি অধুনা
পৃথিবী শাসন করিতেছেন। দেব ও সপ্তবি-
মানবগণের বিবরণ বলিতেছি। পূজা সহিত
সৃষ্টিদ্বারা তাহাদের বিস্তৃত বিবরণ বিজ্ঞেয়।
সর্গ সকল অতিরিক্ত নয় এবং অসম্পূর্ণও নয়।

পুনরুক্তা বহুতাক্ত সমস্তেবাং ততঃ কৃতঃ ।
মনুতরেমু ভাবেমু অতীতেমু তথৈব চ ॥ ২৬
কূলে কূলে নিসর্গাঃৈকস্থা জ্ঞেয়া বিভাগশঃ ।
তেষামেব হি সিদ্ধার্থং বিস্তরেণ ক্রমেশ চ ॥ ২৭
বৈবস্বত বক্ষ্যামি সাম্প্রতস্ত মহাম্বনঃ ॥ ২৮
ইতি শ্রীমহাপুরাণে ব্রহ্মাণ্ডে সপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ

একসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

সূত্র উবাচ ।

সপ্তমে ত্বং পর্ধ্যায়ে মনোর্কৈবস্বতস্ত হ ।
মারীচাৎ কশ্যপাদেবা জজিরে পরমর্ষণঃ ॥ ১
আদিত্যা বসবো রুদ্রা সাধ্যা বিবে মরুদ্বগণাঃ ।
ভৃগবোহঙ্গিরসশ্চৈব হস্তৌ দেবগণাঃ স্মৃতাঃ ॥ ২
আদিত্যা মরুতো রুদ্রা বিজ্ঞেয়াঃ কশ্যপাশ্রজাঃ ।
স ধ্যাচ বসবো বিবে ধর্মপুত্রাঃরয়ো গণাঃ ॥ ৩
ভৃগোস্ত ভার্গবো দেবো হঙ্গিরোহঙ্গিরসঃ সূতঃ ।

বহুতর পুনরুক্তি বলিয়া তাহাদের সংক্ষেপ করা
হইয়াছে। অতীত মনুতর মনুহেও সেইরূপ
পর্ধ্যায়রূপে সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা বিভাগ্যারে
অবগত হইবেন। তাহাদের সিদ্ধির প্রভু সাম্প্রতি
বিস্তৃতরূপে বর্ত্তমান মহাত্মা বৈবস্বত মনুর
বিবরণ বলিতেছি শ্রবণ করুন। ২০—২৮।

সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ১০

একসপ্ততিতম অধ্যায়ঃ ।

সূত্র বলিলেন, বৈবস্বত মনুর সপ্তম মনুতর-
পর্ধ্যায়ে মারীচিনন্দন কশ্যপ হইতে দেবগণ
ও মহাবিশ্ব উৎপন্ন হইলেন। আদিত্যগণ,
বসুগণ, রুদ্রগণ, সাধ্যগণ, বিবেদেবগণ
মরুদ্বগণ ভৃগুগণ, বিবেদেব ও অঙ্গিরাসগণ
এই আটটি দেবগণ। আদিত্যগণ, মরুদ্ব-
গণ ও রুদ্রগণ ইহারা কশ্যপের পুত্র এবং
সাধ্যবহু ও বিবেদেবগণ এই সপ্তম মনুতর
পুত্র। ভার্গবগণ ভৃগুর পুত্র এবং আদিত্যস-

বৈবস্বতেহস্তরে যুগ্মানু মিশ্র্য তে চন্দ্রজাঃ সূর্যঃ
 এষ সর্গস্ত মারীচে বিজ্ঞেঃ সাম্প্রতন্ত যঃ ।
 তেজসী সাম্প্রতন্তেষামিন্দো নান্দা মহাবলঃ ॥ ৪
 অতীতানাগতা যেষ চ বর্তন্তে যেষ চ সাম্প্রতম্ ।
 সর্কে মনুষ্যৈস্ত্রৈলোক্যে বিদ্যেয়াজ্ঞান্যলকণাঃ ॥ ৬
 ভূতভব্যভবনাথঃ সহস্রাক্ষঃ পুরন্দরঃ ।
 মনুষ্যস্তস্মৈ সর্কে শূন্রিপো বজ্রপাণয়ঃ ।
 সর্কেঃ ক্রতুশতৈরিত্যৈ পৃথক্ শতগুনীকৃতৈঃ ॥ ৭
 ত্রৈলোক্যে যানি সত্যানি রতিমস্তি ধ্রুবানি চ ।
 অভিজ্ঞাবতিষ্ঠন্তে ধর্ম্মার্থৈঃ কারণৈঃ পুনঃ ॥ ৮
 তেজসা তপসা বুদ্ধ্যা বলশ্চতপরাক্রমৈঃ ।
 ভূতভব্যভবনাথা যথা তে প্রতবিষ্ণবঃ ।
 এতৎ সর্কং প্রাক্ষ্যামি ক্রবতো মে নিবোধত ॥ ৯
 ভূতং ভব্যং ভবিষ্যং তৎ স্মৃতং লোকত্রয়ং বিজ্ঞাঃ
 ত্রৈলোক্যেহয়ং স্মৃতো ভূমিরস্তরীকং ভুবং স্মৃতম্
 ভব্যং স্মৃতং দিবং হেতুং তেযাং বক্ষ্যামি সাধনম্
 ধ্যাগতা পুত্রকামেন ব্রহ্মণাগ্রে বিভাষিতম্ ।

গণ অন্তিরার পুত্র । এই বৈবস্বত মন-
 তরে ইহার চন্দ্র পুত্র নামে বিখ্যাত ।
 সাম্প্রতি শুভর মারীচস্থি বিদ্যমান । এক্ষণে
 তাঁহাদের আতি তেজসী মহাবল নামে
 ইন্দ্র হইয়াছেন । অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান
 সমস্ত মনুষ্যেরই ইন্দ্র সকলের লক্ষণ সমান
 বলিয়া বিজ্ঞেয় । ভূত ভব্য ভবনাথ ইন্দ্রগণ
 সকলেই সহস্রাক্ষ পুরন্দর মন্বন্ত শূন্রী ও
 বজ্রপাণি; সকলেই এক শত যজ্ঞ অস্থঠান
 করিয়াছেন । ত্রিলোকমণ্ডলে চল 'ও চল
 যে কিছু জীবাদি বিদ্যমান, ইন্দ্রগণ ধর্ম্ম, তেজ,
 তপস্যা, বল, বেদাদিশাস্ত্র, পরাক্রম ও ধর্ম্মাদি
 দ্বারা সেই সকল জীবকেই অভিতুত করিয়া
 অবস্থিত থাকেন । ইহাদের যেরূপ প্রভাব,
 আমি সে সকল বলিতেছি, শ্রবণ করুন । হে
 বিজগণ । এই ত্রিলোক ভূত, ভব্য ও ভবি-
 ষ্যৎ এই তিন ভাগে বিভক্ত । এই ভূমি
 ত্রৈলোক্য ও অন্তরীক ভুবলোক । ভব্য দিব্য-
 লোক । তাহাদের সাধন বলিতেছি, শ্রবণ
 করুন । পুণ্ড্র ব্রহ্মা পুত্রকামনার দ্বান

পুত্রিতি ব্যাঙ্গ্যঃ পুণ্ড্রং ত্রৈলোক্যেহয়মভিহত ॥ ১১
 ভূমস্তায়ং স্মৃতো ধাতুস্তথাহসৌ লোকদর্শনে ।
 ভূতদর্শনত্বাচ্চ ত্রৈলোক্যেহয়মভিহতঃ ॥ ১২
 অতোহয়ং প্রথমো লোকো ভূতাত্ত্ববিশেষঃ স্মৃতঃ
 ভূতৈহস্মিন্ ভবদিত্যুক্তং দ্বিতীয়ং ব্রহ্মণো পুনঃ ।
 ভবহ্যং দ্যমানেন কাশশঙ্কোহয়মুচ্যতে
 ভবনাত্তু ভুবলোকো নিকৃষ্টজৈর্নিকৃষ্ট্যতে ।
 অন্তরীকং ভুবন্তর্য্যং দ্বিতীয়ো লোক উচ্যতে ।
 উৎপন্নং তু ভুবলোকে তৃতীয়ং ব্রহ্মণো পুনঃ ।
 তেযোতি ব্যাঙ্গ্যতির্থস্যাত্ ভব্যো লোকস্তদাহভবৎ ।
 অনাগতে ভব্য ইতি শব্দ এব বিভাষ্যতে ।
 তস্মাদ্ভব্যো হসৌ লোকো নামতন্ত দিবং স্মৃতঃ ॥
 স্মরিত্যুক্তং তৃতীয়োহস্তো ভব্যো লোকস্তদাহভবৎ
 ভব্য ইত্যেয ধাতুরৈর্ ভব্যে কালে বিভাষ্যতে ।
 পুরিতীয়ং স্মৃতো ভূমিরস্তরীকং ভুবং স্মৃতম্ ।
 দিবং স্মৃতং তথা ভব্যং ত্রৈলোক্যেইব সংগ্রহঃ

করিতে করিতে প্রথমে "ভূঃ" এই কথা উচ্চারণ
 করেন, সেই হেতু তখন ইহা ত্রৈলোক্য হয় ।
 ১—১১ । ভূধাতুর অর্থ সস্তা, লোকদর্শনে
 ভূতন্ত ও দর্শনত্ব হেতু ইহা ত্রৈলোক্য বলিয়া
 বিখ্যাত । এই লোক প্রথম, ইহা প্রথমে হয়
 বলিয়া বিজগণ ইহার নাম করিয়া থাকেন
 ত্রৈলোক্য । 'এই ভূমে হউক' এই কথা ব্রহ্মা
 দ্বিতীয়বার বলেন 'ভবতি' ইহা উৎপত্তি সম্বন্ধে
 কলব্যাক শব্দ । ভবন অর্থাৎ কালে উৎপন্ন
 হয় বলিয়া অভিধানজ্ঞ পণ্ডিতেরা ইহাকে
 ভুবলোক বলিয়া থাকেন । সেৱ জন্ত স্ত-
 রীক ভুবলোক ইহাই দ্বিতীয় লোক । ভূম-
 লোক উৎপন্ন হইলে ব্রহ্মা তৃতীয়বার "ভব্য"
 এই বাক্য বলেন, সেইজন্ত ত্রৈলোক্যের
 উৎপত্তি হয় । ভব্য শব্দের অর্থ অনাগত বা
 ভবিষ্যৎ । হুতর্য্য ভব্য উক্ত লোক দিব
 নামে অভিহিত । অনন্তর ব্রহ্মা তৃতীয়বার
 "স্মর" এই শব্দ উচ্চারণ করেন, তাহাতে ভব্য
 লোকের উৎপত্তি হয় । ভব্য শব্দের ধাতু-
 মূলক অর্থ হইল ভাবকাল । ভূর শব্দে
 ভূমি, ভুবঃ শব্দে অন্তরীক, স্মর শব্দে

ত্রৈলোক্যযুগৈর্ব্যাহারৈস্ত্রিংশো ব্যাক্ততয়োহভবন্
 ৭ তেষাং ধাতুর্লৈ ধাতুজ্ঞেঃ পালনে স্মৃতঃ ॥
 তস্মাদ্ভূতস্ত লোকস্ত ভবান্ত ভবতন্তুনা ।
 লোকত্রয়স্ত নাথান্তে তস্মাদিত্রিঃ দ্বিজৈঃ স্মৃতাঃ ॥
 প্রধানভূতা দেবেশ্রী গুণভূতান্তর্ধৈব চ ।
 নবমন্তরেযু যে দেবা যজ্ঞভাজো ভবন্তি হি ॥ ২১ ॥
 যজ্ঞগন্ধর্ব্বরক্ষাংসি পিশাচোৱগদানবাঃ ।
 মহিমানঃ স্মৃতা হেতে দেবেশ্রীণাম্ সর্কশঃ ॥ ২২ ॥
 দেবেশ্রী গুরবো নাথ রাজানো পিতরো হি তে ।
 রক্ষন্তীমাঃ প্রজাঃ সর্কশা ধর্ম্মেণেহ সুরোত্তমাঃ ॥ ২৩ ॥
 ইত্যেতল্লক্ষণং প্রোক্তং দেবেশ্রীণাং সমাসতঃ ।
 সপ্তর্ষীন্ সপ্তবক্ষ্যামি সাস্প্রত্যং যে দিবি স্থিতাঃ ॥
 গাধিজঃ কৌশিকো ধীমান্ বিখ্যামিত্রো মহাতপাঃ
 ভার্গবো জমদগ্নিঃ চ উরুপূত্রঃ প্রতাপবান্ ॥ ২৫ ॥

ভাব্য বা দিবলোক বুঝায়। এইরূপ ত্রৈলোক্য-
 ময় ব্রহ্মার ব্যবহারে তিনটী “ব্যাক্তি” সংগৃহীত
 হয়। নাথ ধাতুর অর্থ পালন, ইন্দ্র ভূত, ভবা
 ও বর্ত্তমান লোকের পালন করেন বলিয়া দ্বিজ-
 গণ তাঁহাকে নাথ বলিয়া নির্দেশ করেন।
 ১২—২০। দেবেশ্রীগণ সকলের প্রধান ও
 গুণবান্। সমস্ত মন্বন্তরেই দেবগণ যজ্ঞভাগ
 পাইয়া থাকেন। যজ্ঞ, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, পিশাচ,
 উরগ ও দানবেরা দেবেশ্রীদিগের মহিমা-
 স্বরূপ। দেবেশ্রীগণ, গুরু, নাথ, রাজা ও পিতা।
 সেই সুরশ্রেষ্ঠগণ ধর্ম্মানুসারে এই সকল প্রজা
 রক্ষা করিয়া থাকেন। এই আমি দেবেশ্রী-
 গণের লক্ষণ বলিলাম, যাহারা স্বর্গে থাকেন,
 অধুনা সেই সপ্তর্ষীগণের বিবরণ বলি-
 তেছি। কুশিকবংশীয় গাধিরাজহুত মহাতপা
 ধীমান্ বিখ্যামিত্র, গুর্কবংশীয় ভার্গব, প্রতাপ-

বৃহস্পতিহুতচাপি তারবাজো মহাতপাঃ ।
 ঔতথ্যো গৌতমো বিধান শরমার্শ্বকি ॥ ২৬ ॥
 পারশুবোহত্রিভগবান্ বহুমান্ লোকবিশ্রুতঃ ॥ ২৭ ॥
 বৎসারঃ কাক্ষপশ্চৈব সপ্তৈতে সাধুসম্মতাঃ ।
 এতে সপ্তর্ষয়ঃ সিদ্ধা বর্ত্তন্তে সাস্প্রত্যেহতরে ॥ ২৮ ॥
 ইক্ষাকুশ্চৈব নাভাগো বৃষ্টঃ শর্ঘ্যাতিরেব চ ।
 নরিষ্যন্তশ্চ বিখ্যাতো নাভনেদিষ্ট এব চ ॥ ২৯ ॥
 কুরুশ্চ পৃথক্শ্চ বহুমান্ নবমঃ স্মৃতঃ ।
 মনোর্বৈবমতৈস্তে নব পুত্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ।
 কীর্ত্তিতা বৈ ময়া হেতে সপ্তমক্লেতদন্তরম্ ॥ ৩০ ॥
 ইত্যেয বৈ ময়া পানো বিতীয়ঃ কথিতো বিজাঃ ।
 বিস্তরেণাপুর্বা চ ভূয়ঃ কিং বর্ণ্যামাহম্ ॥ ৩১ ॥

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে ব্রহ্মাণ্ডে
 অমুষ্মদপাদে পূর্ব্বভাগে একসপ্ততি-
 তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭১ ॥

বান্ জমদগ্নি, মহাতপা তারবাজ বৃহস্পতিপুত্র
 ঔতথ্য, গৌতমবংশীয় বিধান পরমার্শ্বক
 শরবান্, স্বয়ম্ভূব পুত্র ভগবান্ অত্রি, লোক-
 বিশ্রুত বহুমান্, কাক্ষপবংশীয় বৎসার এই
 সপ্ত ঋষি বর্ত্তমান বৈবস্বত মন্বন্তরে বিন্যাস
 রহিয়াছেন। ইক্ষাকু, নাভাগ, বৃষ্ট, শর্ঘ্যাতি,
 নরিষ্যন্ত, নাভনেদিষ্ট, কুরু, পৃথক্ ও বহুমান্
 এই নয়জন বৈবস্বত মনুর পুত্র। হে বিপ্রগণ!
 অধুনা আর কি বর্ণন করিব বলুন। এই
 আমি সপ্তম মন্বন্তরের বিবরণ এবং বিতীয়পাদ
 বিস্তর বর্ণন করিলাম। ২১—৩১ ॥

এক সপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত! ৭১

অমুষ্মদপাদ পূর্ব্বভাগ সমাপ্ত।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণং সম্পূর্ণম্ ।